



বিশ্বাস আমার, আর নাই তব পিতা।
নবাবের আছে পুত্র, নবাব-রূপায়
রাজ্য মণ্ডে সর্ব উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত,
সহস্রান-প্রতিমুদ্রি চুরায়া কাফর
নিজের নবাব-বকে বিধিরাছে ছুরি।
বিশ্বাসঘাতক অস্ত্র যত অল্পচর
দেই বেইমানি কার্যে হ'য়েছে সহায়।

রী। কি শুনালে সাহাজান। এই কি পিতার
পরিণাম। হে ঈশ্বর কি করিলে যোরে।
নিদ্রা গেছে রাজার নন্দিনী। জেগে দেখি—
নিদ্রার অপূর পারে সমস্ত জীবন
স্বপ্নময় রাজত্বের শুধু স্মৃতি-ছায়া।
পিতৃহীনা স্থানহীনা ভিখারিণী নাম।
কি শুনালে সাহাজান।

পিতা। নবাবনন্দিনী।
রোমনের আছে অবসর। উপকৃত
নয় এ সময়। নিশ্চয় রয়েছে পুরী।
অবাধে এখন চলে নিদ্রার শাসন।
চাঁৎকারে ভেঙে নী রাজ্য তার। সর্বনাশ
হবে। আশ্রয়কা হবে অসম্ভব। চ'লে
এস।

পিতা। কোথা যাব ?
পিতা। ঈশ্বরের পদপ্রান্তে
স্থান। চল তোমা সেখা লয়ে যাই। ওই
পুন উঠে কোলাহল। চুরায়া
বুঝি পুরে। তব
ত'ল সর্ব

আছে।
দেতে শোকাঙ্গ-অঙ্গুলি
নাছে চক্রে সাগরের জল। চ'লে এস।

[পরীবাণ ও সাহাজানের প্রবেশ।

(জাকির ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

জাকির। এই ত নবাবনন্দিনীর ঘর।

কিছু পরীবাণ কই। কি হ'ল—কোথা গেল।
—পরীবাণ কোথা গেল!—কে নিয়ে গেল।
কে সরালে। তরাস কর—তরাস কর। যে
নিয়ে গেছে, তাকে শুলে দাও। যে আশ্রয়
দিয়েছে, তাকে সম্পূর্ণ একাড কর। জন্দি
বাও—জন্দি চ'ল।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাচঘর।

দেবল ও সৈনিক।

দেবল। কি ক'রলে ?

সৈনিক। আর করা করি কি জনাব
যাওয়া আর হওয়া। উল্লাস আয়োজন সব
ঠিক।

(জাকিরের প্রবেশ)

জাকির। সবাই এসেছে ?

দেবল। সবাই এসেছে,—শুধু বৃক
অনন্তরাও আসেনি।

জাকির। কেন ?

দেবল। দেওয়ান বলেন—আমি গোলা-
মের কাছে মাথা হেঁট ক'রতে পারি না।
(ভূমিতে পদাঘাত)

গোলাম হাজির খোদাবন্দ।

জাকির। জন্দি বাও,—একশ মিশাই
সঙ্গে ক'রে অনন্তরাওকে হাতে পায়ে বেঁধে
গ্রেপ্তার ক'রে আনি।

দেবল। আর আমার বিশ্বাস, পরীবাণকে
লুকিয়ে রাখবার যদি কেউ সহ্যতা ক'রে থাকে
ত, সে অনন্তরাও।

জাকির। বাও—আর বিলম্ব কর না।

[সৈনিকের প্রবেশ]

জাফর। দেওয়ান! আপাততঃ এ কার্য শেষ কর। এই রাজবংশীয় ওমরাওগুলোর যা হোক একটা হেতুনেস্ত কর—এরপর তোমার সকল শত্রু নিপাত ক'রছি। শীঘ্র কার্য শেষ কর, আমি একটু বিশ্রাম নিই।

[প্রস্থান।]

দেবল। যা বাটা পাতি নেড়ে, গুজরাটের রাজদণ্ড হাতে এসেছে মনে ক'রে নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়ে। যে রাজ্য মামুদ-সা দুদিন রাখতে পারলে না, সে রাজ্য তোর হাতে থাকবে কতক্ষণ! এ রাজ্য ভবিষ্যতে আমার। আমরাই কুটনীতি-অরে দুদিনে এ রাজ্যের সিংহাসনের পথ নিশ্চলক হবে।

(বিষণের প্রবেশ)

বিষণ। কি ক'রলে বাবা? সব মারলে!

দেবল। জাফর এখন নবাব। নবাবের চক্ৰমে ওমরাও সব খুন হ'ল, আমার কি!

(দাতকের প্রবেশ)

দাতক। চজুর! আর কি করতে হবে আদেশ করুন।

দেব। অনন্তরাওকে দ'রে আন। নবাবের চক্ৰমে লক্ষ্য,—যা বিষণ, সঙ্গে যা।

[দাতকের প্রস্থান।]

নিত।

যাবে। উপযুক্ত সম্মান! তখন কি তুমি পি কঠোপার্জিত অর্থে, গুজিয়া বরফির বংশনোপ করতে নিযুক্ত থাকবে। নে—চ'লে আর।

বিষণ। অনন্তরাওয়ের দ্বারা তেই আজ তুমি এই গৌরবান্বিত পদে অধিষ্ঠিত,—নইলে তুমি কে? থাকতে কোথায়? চিনতো কে? বাবা! উপকারীর সর্বনাশ ক'রো না। যা ক'রেছো তা ক'রেছো।—অনন্তরাওয়ের অনিষ্ট ক'রো না। ফের—ফের।

দেবল। এখন বাস তো আর।

বিষণ। দেখ বাবা!

দেবল। বলি বাসুতো আর।

বিষণ। আচ্ছা বাবা!

দেবল। আবার বাবা!

বিষণ। শোন বাবা!

দেবল। না,—এ বাটা কচ'লে কচ'লে, বাবা শব্দটাকে কলুকে ফেল'লে দেখছি। বলি আমার সঙ্গে যাবি কি, না?

বিষণ। না।

দেবল। এই “না” কইতে অত ‘বাবা’র অবতারণা ক'ছিলাম কেন?

বিষণ। বোকা বদমায়েস আত্মহত্যা করে, মূর্খ বদমায়েস মাহুদ মারে,—আর সেয়ানা বদমায়েস দেশ নষ্ট করে। তুমি দেশ-নাকে খেলো দেখছি।

দেবল। বাস তো আমার সঙ্গে আর।

(প্রবেশ)

দেবল । সকলনাশ ক'রলে, সব পণ্ড হ'ল—
স সঙ্গে এস । ভাল ক'রে সন্ধান কর, আট-
টি আ'লাও—শীঘ্র এস । [প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কুটির প্রাঙ্গণ ।

শ্রামলী ।

গীত ।

চোখের দেখা পাব বলে, আশায় ভুলে থাকি চেয়ে ।

সেখে ফেঁদে মনটা বেঁধে দবু ছুটি দাখা খেয়ে ।

চাঁদের আলো তুলের হাসি,

এক নিমিষে করে বাসি,

উদয় হ'য়ে হৃদয়শক্তি বুকে নিতে এলো গেয়ে ।

আঁখি ধারার ভরা মলি,

শুকিয়ে বিধি দিলে যদি,

প্রাণের নিধি নিরবধি থাকে সেনে প্রাণটি ছেড়ে ।

(হুলিয়াত প্রবেশ)

হুলিয়া । বলি ও রাঙাবউ !

শ্রামলী । কিরে মিন্সে !

হুলিয়া । বলি ক'রছিস্ কি ?

শ্রামলী । ব'সে ব'সে ভাবছি ।

হুলিয়া । ভাবছিস্ !

শ্রামলী । শুধু ভাবছি—ভাবতে ভাবতে

মায় হয়ে গেছি ।

হুলিয়া । বলিস্ কি রাঙাবউ, অবাক ক'রলি
য ! তোর ভাবনা আছে ।

শ্রামলী । এইবারে এসেছে ।

হুলিয়া । বেশ—ভাবনাটা কি স্তনতে পাই না ?

শ্রামলী । ভাবছি, আমার অদৃষ্টে হ'ল কি !

কে একদিন একদণ্ডের জন্ত স্থির দেখতে
ইনি, সে আজ একটি মাস ভাল মাহুখটার
ত আমার কাছটাতে বসে আছে । দিব্যাত্মি
বক্ স'য়েই স'য়েই জন্ম গেল, আজ কা'ল বিনা

বিধাতার ক্রত অরুণ্ধ ! তাই ভাবছি, আমার
হ'ল কি ! খাণ্ডারতে ব'সেছি ; মুখের গ্রাস
ফেলে উঠে গেছিস্—সেই আজও বাণ্ডা কা'লও
বাণ্ডা । আসি ব'লে বাড়ী থেকে পেরিছিস্—
রোঁমে বেড়ে প্রতীক্ষার বসে আছি—সেই আজও
আসা, কা'লও আসা । উপবাসে এই রকম
আমার কত দিন কেটে গেছে । সেই তৌকে
নিবারাত্রি কাছটাতে দেখছি । চক্ষের নিধি এক
নগের জন্ত চক্ষের অন্তরালে নেই—ছায়ার স্মার
আমি তোর কায়ার সহচরী—একি বিধাতার
অরুণ্ধ হুলিয়া ! ভাবছি, ভেবে কূল কিনারা
পাচ্ছি না । মনটা তাই কেমন কেমন ক'রচে ।
সত্যি বল দেখি হুলিয়া, এ আমার হ'ল কি !

হুলিয়া । এখন থেকে এই রকমই হ'তে
চল্ল রাঙ্গা বউ ! শ্রামলীর কাছ থেকে আর
আমায় অকৃত্রিম যেতে হবে না । রঘুরা মহা-
রাজ ব'লেছে, “এইবার থেকে তোমার
খোঁলসা ।” দয়াকর হয়, মাঝে মাঝে দেখা
ক'রে আসবো । সেখানে আর বাণো মাল্ল
থাকবার মরকার নেই । রঘুরা মহারাজের কৃপায়
দেশের সমস্ত ডাকাত সংসারী হয়েছে, চাষ বাসি
ক'রে সংসার প্রতিপালন ক'রে ; কাজেই
তারও কোন কাজ নেই—আমারও নেই ।

শ্রামলী । ভাল দেখা যাক ।

নেপথ্যে । হুলিয়া ঘরে আছিস্ ?

হুলিয়া । কেতে ?

নেপথ্যে । আমি মন্ম, দোর খোল ।

শ্রামলী । ওই হ'ল হুলিয়া ! আমার চক্রে
দশা প্রতিপদেই বুঝি অন্ত যায় । স্তম্ভপক্ষ অব
বুঝতে দিলে না ।

হুলিয়া । আরো না, না । ও বুঝি আমারই
মতন ছুটি পেয়ে দেশে এসেছে ।

শ্রামলী । ভাল এখন ত দোর খুলে দে ।

(মমুর প্রবেশ)

হুলিয়া। কি খবর মমু?

মমু। খবর আর অল্প কিছু নয়—এখনি তোমার যেতে হবে।

শ্রামলী। আর মুখ চাইলে কি হবে, যেতে হবে সে অনেক ক্ষণই বুঝতে পেরেছি।

হুলিয়া। বড় বিশেষ দরকার কি মমু? আজ থেকে গেলে হয় না?

শ্রামলী। একি মিন্সে! আজ নতুন কথা শোনাস কেন? এখনি দুর্গা ব'লে রওনা হ'। বোধ হচ্ছে যেন সমস্ত পথটা ছুটে আসছি—বাপার কি মমু? বাবার সংবাদ ভাল ত? বলদেব ভাই ভাল আছে ত?

মমু। মনিবের বড় বিপদ!

শ্রামলী। বিপদ!—সে কি!

হুলিয়া। রঘুরা মহারাজ থাকতে মনিবের বিপদ! সে কি মমু!

মমু। আমাদের নবাব স্ত্রীট বন্ধুরে তাপ্তী নদীর ধারে এক বাগান তইরি ক'রছিল শুনেছিল।

হুলিয়া। শোনান্তুনি কি আমি চক্ষে দেখে এসেছি, তাতেই বুঝেছিলাম, তইরি হ'লে হুনিয়ার এক নতুন সামগ্রী হবে। কিন্তু তার সঙ্গে মনিবের সম্পর্ক কি?

মমু। সেই বাগান, অল্পদিন হ'ল তইরি হয়েছে। নবাব দিন তিনেক হ'ল আসীর ওয়রাও সঙ্গে ক'রে সেই বাগানে বাস ক'রতে গিছিলেন।

হুলিয়া। তারপর—

মমু। নবাব রাত্রিতে বাগানবাড়ীতে শুয়ে ছিলেন, এমন সময় নবাবের মোজা—সেই যে জাকর থা—সেই যে দেদানী বেগতে গুজরাটে এসেছিল! রঘুরা মহারাজ যাকে নন্দদার জল থেকে ঝাঁচিয়ে এনেছিল—

হুলিয়া। বুঝতে পেরেছি, তার পর কি ব'লে যা।

মমু। সেই জাকর থা নবাবকে খুন ক'রেছে।

শ্রামলী। সর্বনাশ! তার পর?

মমু। তার পর সে সহরে এসেই কেজা দখল ক'রে নিজে নবাব হয়েছে। যত বড় বড় নবাব-বংশের ওয়রাও ছিল, তাহাদের নেমস্তন ক'রে বাড়ীতে এনে মেরে ফেলেছে।

শ্রামলী। আমাদের মনিব?

মমু। ভগবান তাঁকে রক্ষা ক'রেছেন, রঘুরা মহারাজ পাশওদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, মতুড়া আগলে মনিব ও বলদেব ভাইকে সরিয়ে দিয়েছে। মনিবের বাড়ীর একটা প্রাণী-কেও হুরায়া হত্যা ক'রতে পারেনি।

শ্রামলী। যাক—বাবা ও বলদেব ভাই বেঁচে আছে?

মমু। প্রাণে বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায় গিয়ে যে আশ্রয় নিয়েছে, রঘুরা মহারাজ খুঁজে পাচ্ছে না। আজ হুদিন দ'রে থাচ্ছে, তবু তাদের দেখা নাই।

হুলিয়া। তা'হলে ত বড় বিপদ মমু!

মমু। বড় বিপদ!

হুলিয়া। তা'হলে চ'লুম শ্রামলী!

শ্রামলী। কাপড় চোপড় এনে দিই?

হুলিয়া। এখনি—আর দাঁড়াতে পারি না।

মমু। দাঁড়ালে বিশেষ ক্ষতি। রঘুরা মহারাজ একা সকল দিক দেখতে পাচ্ছে না।

[শ্রামলীর প্রস্থান।

হুলিয়া। তা'হলে একা গেলে ত চলবে না মমু। আরও দু পাঁচ জন লোক চাই ত।

মমু। হ'লে ত ভাল হয়।

(শ্রামলীর প্রবেশ)

দুলিয়া । ওকি রান্না বউ ! অত বড় পুটলি কন ?

শ্রামলী । আমি যাব ।

দুলিয়া । সেকি ?

শ্রামলী । মন ব'লচে, না গেলে মনিবকে ঘর দেখতে পাব না ।

দুলিয়া । তা হয় না ।

শ্রামলী । কেন হবে না ?

দুলিয়া । তুই পাগল হয়েছিস !

শ্রামলী । তোরা বিপদ মাখান্নি ক'রে চ'লে যি, আর আমি আকাশ পাতাল ভাববার জন্ত অন্ধকূপে প'ড়ে থাকব !

দুলিয়া । শুনিচিস ভয়ানক বিপদ, তুই সঙ্গে বিপদের উপর বিপদ হটাঁবি ।

শ্রামলী । আমাকে নিয়ে তোদের বিপদ কি ?

দুলিয়া । তোর একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে ।

শ্রামলী । আমার না তোর ?

দুলিয়া । অনেক দিন বোধ হয় আয়নাতে খ দেখিসনি । যাবার আগে একবার দেখে যা । বুঝতে পারবি, ও সামগ্রী অরাজক গাঞ্জে যাবার নয় ।

শ্রামলী । বলিস কি । সিন্ধিনী আমি— আমি কি তোদের মুখ চেয়ে পথ চলি ?

দুলিয়া । না শ্রামলী ! তা হয় না ।

মমু । ঝগড়া করিস কেন শ্রামলী ? তোরে সঙ্গে নিয়ে গেলে রঘুরা মহারাজ ব'লবে কি ?

শ্রামলী । বেশ—(বস্ত্র প্রদান) এই নে ।

দুলিয়া । তা'হলে চল্লাম । [প্রস্থান !

শ্রামলী । দুর্গা দুর্গা !—আর যদি মনিবকে না দেখতে পাই ! মন বড় কু গাইছে, আর দি বুলদেব ভট্টকে না দেখতে পাই—যদি

কাউকেও না দেখতে পাই ! চোক আছে দেখব না ? আমি কি কিছু ক'রতে পারব না ? রঘুবীরের ভগিনী—কিছু ক'রতে পারব না ! কলঙ্ক—রঘুবীরের কলঙ্ক । সোয়ামীর কি ? সে স্বার্থপর নিজের স্মৃতি বোশ বুঝলে—কড়ায় গুণ্ডায় বুঝে নিলে । আমাকে ঘরে রেখে, নিরাপদ বুঝে ভরা বুকে চ'লে গেল । আমাকে স্মৃতি দেখাই তার স্মৃতি । সে জন্ত সে আমার ভাইয়ের কষ্ট বুঝলে না, নিজের কষ্ট বুঝলে না । এত বড় স্বার্থপরকে আমি অমনি ছেড়ে দেব ? সঙ্গে যাব, জালতন ক'রব । আমায় একা ফেলে যাবার প্রতিশোধ নেবো !—মনিয়া, মনিয়া !—ও মনিয়া ঠাকুরকী !

(মনিয়ার প্রবেশ)

মনিয়া । কি বউ ?

শ্রামলী । আমার ঘরের চাবি নে । ধনে দিস, সন্ধ্যা দিস ।

মনিয়া । একি কথা ! দান্না কোথা গেল ?

শ্রামলী । চ'লে গেছে ।

মনিয়া । ঝগড়া ক'রেছিস নাকি ? ঝগড়া ক'রে গেল নাকি ?

শ্রামলী । না, বিশেষ দরকারে গেছে ?

মনিয়া । বেশত, তা ত দান্না বরাবরই যায় । তুই যাবি কোথায় ?

শ্রামলী । তোর দান্না যেখানে গেছে !

মনিয়া । তবে দান্নার সঙ্গে গেলিনে কেন ?

শ্রামলী । সঙ্গে নিলে না ।

মনিয়া । তবে বাঁবি কেমন ক'রে ?

শ্রামলী । একা ।

মনিয়া । সেকি ! তুই যে কুলের বউ !

শ্রামলী । তোর ভাইয়ের বউ—নন্দীর বেগ নিয়ে সাগর দর্শনে যাব, আমার গতি রোধে কে ?

মনিয়া । ওমা, একি কথা !

শ্রামলী । ঠাকুরস্বি ! হাতে ধরি, বাণী দিসনি । প্রাণ স্বামীর সঙ্গে ছুটে গেছে, দেহকে অবহন করে প্রাণ ছাড়া করিসনি । একটা তুচ্ছ নারী আমি, আমার মনস্তত্ত্বের জন্ত আমার দেবতা স্বামী পরোপকারকার্য্য ভাগ করে, আমার কাছটতে এল ব'সে থাকবে ! এ আমি কেমন করে সহিব ? সেইজন্ত আমি এতকাল বিরহকে বিরহ জ্ঞান না করে আনন্দে বন-হরিণীর জায় ইজুতত্ত্ব সিঁচরণ করেছি । কিন্তু আর ক'রব কেন ? ইচ্ছা ক'রলে একমুহুর্তে যে বিরহকে দেশভ্যাগী করে নিতে পারে, সেই আমি হ'ব বিরহের দাসী ! সময় নেই, অসময় নেই, সে কিনা আমাকে এসে উৎপীড়ন ক'রবে ! না মনিয়া । রাগে আমার অশ্ব কাঁপছে, আমি চল্লম । এই নে সিদ্ধকের চাবি । যনিব আমার বিবাহের সময় আমাকে যে মণি যৌতুক দিয়েছে, সেইটে আমার এনে দে । সেটা না নিয়ে গেলে বাবা আমার বড় দুঃখ করে । আর এইনে ঘরের চাবি, ষাঁট দিস, সন্ধ্যা দিস ।

মনিয়া । আস্বি কবে ?

শ্রামলী । (সুখচুশন করিয়া) মা কালীকে জিজ্ঞাসা করিস । তোকে ফেলে যাচ্ছি, আসবার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছিস কেন মনিয়া ?

পঞ্চম দৃশ্য ।

নন্দিত্যীর ।

নারিক ।

নারিক । আমিও ফকীর হ'লুম, দেশেও আকাল হ'ল, ঘটা বাট গহনা পত্র বেচে লা তইরি ক'রলুম । কোথাও লোকজন পার ক'রে দিন গুজরান ক'রব, না কোথা থেকে নতুন

নবাবের হুকুম বেকল যে, যে কেউ লোকজনকে নদী পার ক'রবে, অমনি তার গর্দান ঘাবে । হা আমা ! তোমার মনে এই ছিল ! কি ক'রে খাই, কি করে জরু ছাওয়ালকে খাওয়াই !

(অনন্তরাও শু বলদেবের প্রবেশ)

অনন্ত । আমিরা এলুম, কিন্তু রঘুবীরকে পেলুম না । সে না এলে আমার আসা-যে বৃথা হ'ল ! প্রাণ আসছে না, পা চ'লছে না, রঘুবীরকে ফেলে এসেছি । আমি যে তাকে বড় যত্নে পালন ক'রেছি । সে যে আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান—আমার সব ! কি হবে বলদেব ? আমাদের জীবন রক্ষা ক'রে শেষে রঘুবীরকে প্রাণ দিতে হ'ল ?

বল । ভয় কি বাবা ! শাস্তিকের দেবতা সহায় ।

অনন্ত । হাঁ বাপু মাঝী !

নারিক । কি হজুর !

অনন্ত । আমাদের দুই জনকে পার ক'রে দিতে পার ?

নারিক । হজুর আমি পারব না ।

অনন্ত । কেন বাপু মাঝী ? ভাল বকম বকসিস ক'রব ।

নারিক । সামান্য বকসিসের জন্ত গর্দান দেবে কে হজুর ?

অনন্ত । গর্দান ঘাবে—না ঘাবে ? তা হ'লে কাজ নেই বাপু মাঝী ।

নারিক । নতুন নবাবের হুকুম, তাঁকে না জানিয়ে যদি কাউকে পার করি, তাহ'লে আমার জরু ছাওয়াল—যে যেখানে কেউ আছে সবাইকে এক গাড়ে ফেট হ'বে ।

অনন্ত । তাহ'লে কাজ নেই বাপু মাঝী ।

—আমরা জন্তরা যাই । আর বলদেব, বনে চুকি ! দেখ বাপু মাঝী ! পট্টে করতে পার

হার না পার, আমরা যে এখানে এসেছি,
কউকে বল না !

নারিক । তা বলতে যাব কেন হজুর !
উপকার করতে পারলুম না বলে কি ক্ষতি
ক'রব ? কি ক'রব হজুর ! পরীব—ছেলে পুলে
আছে—উপার্জন ক'রতে একা আমি—জানের
ভয় করি ।

অনন্ত । তুমি বড় ভাল লোক বাপু মাঝী !
পার ক'রলে কিছু পেতে, প্রাণের ভয়ে পারলে
না ! পরের অপরাধে তোমার ক্ষতি হয়
কেন ।—এই নাও বাপু কিছু বকসিস ।

(স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

নারিক । সে কি হজুর—কিছু ক'রলুম
না—হজুর !

অনন্ত । তা হোক—তুমি বড় ভাল লোক
—আমি সেলথোস হয়ে দিকি—না বল না ।

নারিক । যা থাকে বরাহে—হজুর
তোমাকে আমি পার ক'রব ।

অনন্ত । না বাপু ! আর আমি পার হব
না । আমার জজ তোমার সর্কনাশ হবে কেন
—চল বলদেব ! কি ক'রে হোঁচরে বাঁচাই
বলবে ?—আমার অন্ধের লড়ী—আমার
আশার শেষ—

বল । আমার জজ ভাবচ কি ?—সম্মুখে দ্বিগা
দেব—বিশ্বনাথদ্বিনী নন্দনা—যাই ত ওর
কোলে যাব । তা বলে বেইমানকে দর দেব ?

অনন্ত । তাই বুঝি যেতে হয়—আমার
বব যেখানে গেছে—অবশিষ্ট তুই—তুই বা
সেখানে না যাবি কেন ?

বল । সব গেছে কি পিতা ?

অনন্ত । এখানে নয়—বনে চল । কিছু
কপণ, তজ্ঞ আশ্রয়কা কয়—সব শুন্তে পাবে ।
শাসিনাথ মাঝী !—সেলায় ।

নারিক । হজুর !

অনন্ত । ছুপ ক'র না বাপু মাঝী ।
নদীব—নদীব ।

[প্রস্থান ।

না । যা থাকে অদ্বৈ পার করি—সঙ্গী
ডাকি । মরণ ? সেত একদিন আছেই । এমন
ভাল লোকের কিছু ক'রতে পারলুম না । অমনি
অমনি ছুপ রেখে যাব ! যা থাকে অদ্বৈ পার
করি । সঙ্গী ডাকি, যেতে না চার হাতে পায়ে
দ'রেও পার করি ।

[প্রত্যনোদিত ।

(ববুবীর প্রবেশ)

ববু । বাপু ! এদিকে একটু বক ও সেই
দিকে একটু বক দেখেছ ?

নারিক । সর্কনাশ ! এই বুঝি দ'রতে
এসেছে ? কিছুতেই বল না ?—

ববু । বল না বাপু—চুপ ক'রে রইলে দে !

নারিক । বোকা মাঝী—কথা কইলে দর
প'ড়ব—দাঁতে জিব কামড়ে থাকি ! কেন
মতেই কথা কইর না ।

ববু । কিসে বাপু । হাঁ কি না বাহক
একটা বল—চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে দে !
বুঝতে পেরেছি—এসের দেখেছ ; কিছু বলতে
নাহল ক'রছ না ।

নারিক । হাঁ হজুর !

ববু । ভয় নেই—আমি তার আচ্ছন্ন,
তুমি নিঃসঙ্কোচে বল—কিছু ভয় নেই !

নারিক । না হজুর !

ববু । না হজুর কি !

নারিক । হাঁ হজুর !

ববু । না হজুর, হাঁ হজুর ক'রছ কেন ?

নারিক । কি আর করি হজুর ! না ক'রে
যে আর উপায় নাই ।

রঘু। জোয়ার ব'লতে কি বারণ ক'রে গেছে ?

নাবিক। না হজুর !

রঘু। আ মূৰ্খ ! প্রকাশ ক'রতে বাকী রাখিল কি ?

নাবিক। আজ্ঞে না হজুর ! আমি কখন কারও কিছু বাকী রাখিনি, সবই নগদা নগদী !

রঘু। কাউকে কি নদী পার হ'তে দেখেছিল ?

নাবিক। আমি দেখতে জানি না হজুর !

রঘু। তুই ঠিক দেখেছিস—তারো নিশ্চয় সেচে—তুই দেখে ব'লছিস নি !

নাবিক। দোহাই হজুর ! আমি দেখতেওিনি, বলতেও জানিনি !

রঘু। বেশ, আমাকে নন্দনা পার ক'রে তে পারিস ?

নাবিক। আর সব পারি, কেবল শুইটেই গিনি !

রঘু। তবে দূর হ !

নাবিক। আজ্ঞে হাঁ হজুর ! সেট ভাল ! হলে হজুর সেলাম করি !

রঘু। তোকে পুরস্কার দিচ্চুম—ব'লতে লিনি ! দেখে থাকিস ত বল—আমি সেই র পরমাত্মীয়। বিষম দুর্ভোগের হতপাতি—

উঠলো—নন্দনা এখনও অস্বাভাবিক মতি বো। সমুখে গভীর বন—মিটে আস্র

—জীবনের আশঙ্কা পড়ে পড়ে ! তিনি আর প্রভু—পিতা ! দেখে থাকিস ত বল !

চিরকালের মত তোর কেনা থাকবে !

নাবিক। ধোকার কসম—মিথ্যে ক'মনো ! ক'রে বল তুমি কে ?

রঘু। রঘুবীরের নাম শুনেছিস ?

নাবিক। তুমিই সেই ?

রঘু। আমিই সেই !

নাবিক। তুমিই এক চড়ে এক বাথ ঘেয়েছ ?

রঘু। আমিই !

নাবিক। তুমিই শু'ড ধ'রে একটা বুনে হাতীকে বন থেকে টেনে এনেছ ?

রঘু। আমিই !

নাবিক। একটা জ্যাঙ্কো ভালগাছ মাঝা-মাঝি ভেঙ্গে দাতন করেছিলে তুমি ?

রঘু। (হাস্য) আরে পাগল, তাকি মাতবে পারে !

নাবিক। এই নন্দনায় টপ ক'রে ডুব দিয়ে একটা হাজামডো শুকু, আন্ত কুমীর ডোঙ্গায় টেনে তুলেছিলে তুমি ?

রঘু। আমি !

নাবিক। তুমিই এনাটাওয়ানাকে নন্দনা থেকে উদ্ধার ক'রেছো ?

রঘু। এতক্ষণ হাসিমুখে তোমার কথা উত্তর দিচ্ছিলাম মিঞা ! আর থাকতে পারতাম না ! সেই নরাদমকে রক্ষা ক'রে আমি দেশের সর্বনাশ ক'রেছি ! এখনও অবিশ্বাস ক'রছ—গা ডিপে দেখছ—বড় নরম না ?

নাবিক। বাবা ! বিশ বছর দাড় টেনে হাল ধ'রে, বোটে ঠেলে হাত দোরস্ত ক'রেছি—পীরের কাছে নামদো বাজী ! তুমি রঘুবীর ! এই তুলতুলে গা—ঘাও—এখানে কোঁ আসেনি ! উহুহু (চীৎকার)

রঘু। কি হ'ল—কি হ'ল মিঞা ?

নাবিক। ওরে বাবা ! আড়লে এত জো'র ! এখনি হাতের হাড় ভেঙ্গে ছাতু হয়ে গিয়েছিল আর কি ! এখন বুঝেছি—ওরে বাবা !

রঘু। বুঝেছো ?

নাবিক। বিলক্ষণ বুঝেছি !—ছেড়েপাড় কাছে থাকলে এই এক টিপনীতেই বংশলাপ

হয়ে যেত। তা বাবা রঘুবীর ! তোমায় ত আমি
লায়ে তুলতে পারব না। তুমি যে লায়ে উঠে,
আদর ক'রে, ভাত্তে এমনি একটা টিপনী
সেবে, আর আমার লা খানা দেখতে দেখতে
বনিচাল হয়ে যায়ে, সেটা হচ্ছে না। ওরে
বাবা,—এক টিপনী সাত চিড়িক মায়ে ঘেরে !

ববু। তবে কি আমার মনিব অপার ?

নাথিক। বক্ষা করা বাবা। তোমার মনিব
ত মনিব—তোমার গন্ধও আর ওপারে নয়।
কে বাবা লা খানি খুঁটয়ে, ছেলে পুলকে না
খাটয়ে মারবে ? ছেড়ে দাও বাবা মিলে সাত্বে
—খুঁড়ি, ছুঁড় রঘুবীর ! ঝড় উঠলো, আমি ঘর
সামলাইগে !

ববু। তাহ'লে আমার মনিব কোথা ?

নাথিক। এই বনের ভেতর বাবা !—উঃ
কটকট, কনকন, চিড়িক চিড়িক কটাস্ কটাস্,
দভাস দভাস নানা জাতের আওয়াজ—রঘুবীর—
তরে বাবা !

ববু। উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নন্দনা !

ফেনিল রাফনী মুখে তুলিয়া ঢাকায়

দশদিকে উন্মত্ততা করিয়া প্রসার,

কার লোভে ছুটিয়াছে পুনঃ উন্মাদিনী ?

জানি না কি স্বর্ণচ্যুত কোমলী পুতুলী

কি অপূর্ব পারিজাত লোভে, প্রভঞ্নে

ধরেছে সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে

পূরিয়া অক্লি। শোণিত-নিষিক্ত ধরা

আগে হ'তে ছুরাঘাত নিম্নম চরণ-

ভরে, ধর ধর কাঁপে—কাঁপে গ্রাণ, তার

যাতনায়। তবে কেন নন্দনা সন্দ্বী !

আবার ভীষণা মর্গি ধরি, অবিভাম,

সহস্র বর্কণ হস্তে বাঞ্ছিত শরীরে

তার করিস প্রহার ? কমা দে নন্দনা !

অতীত বরষ পক্ষ, এমনি ভীষণ

নিশা—এমনিই ঘন অন্ধকারে, তব
সঙ্গে করি ভীম বণ, এক নবাবধমে
কাড়িয়া লইয়াছিছ তব গ্রাস হ'তে !
প্রতিহিংসা ল'তে তাই এলে কি নন্দনা ?
নিরস্তির কার্যে বাধা দানে, করিয়াছি
যেই মহাপাপ, উপহৃত প্রায়শ্চিত্ত
করিব তাহার ! ভীষণ মৃত্যুর ভরে
জ্ঞানশূন্য প্রভু যোগ, আদিয়াছে তব
ভলে প্রাণ বিসর্জিতে। প্রাপ্ত সঙ্গ
আছে তার—আর আছে পুত্র সম এই
নবাবধম—একের জীবন বিনিময়ে
এত প্রাণে হবে নাকি সন্তোষ তোমার ?
তবে শোন উন্মাদিনী কলৌলিনী ! দেখা
যদি নাহি পাই তার, তোমায়ে করিব
আত্মদান, ক্রান্ত আমি সংসারে ঘুরিয়া।

[প্রস্থান]

ব'ষ্ঠ দৃশ্য ।

ঘন ।

সাহাজান, পরীবাণ ।

সাহা। পরী ! কিছুকালের জন্য এই শিলা

তলে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি স্থান অন্বেষণ

করি। ভয়ানক ঝড়—মহাপ্রলয়—পরী ! তোকে

পাবার জন্য চারিদিক থেকে কেন নয়তানে

অনুচরেরা হাত বাড়িয়েছে। দাঁড়া তাওব নূর

ক'বে—তাকিনী থলথল হাসছে। পরী এ

শিলার আশ্রয়ে অবস্থান কর। খোদা পরী

রক্ষা কর।—নবাব মামুদসার ঐতিহাসিক মুঠে

ফেলো না। এ কোহিনুর প্রলয় আধা

ডুবিয়ে ঘেরো না। ব'স পরী, আমি স্থা

দেখি।—কোথাও হাসনি।—এ শিলা

পরিভ্রাণ ক'রে এক পদও অগ্রসর হ'সনি । যদি
স্বয়ং পীর এসে স্থান তাগ ক'রতে বলে, তবু
উঠিসনি । আমি খুঁজে দেখি—অন্ধকারে
গাভেড়া হাওড়ে খুঁজে দেখি—এ নির্মম কঠোর
অরণ্যের বুকে এক বিন্দুও স্রাব্য অস্তিত্ব আছে
কি না ।

পরী । আমি এইখানে চূপ ক'রে বাসে
থাকব ?

সাহা । চূপ ক'রে থাকবি—একপদও
স্থানান্তরে হাসনি ।

পরী ।—কিরূপে কতক্ষণ হবে ?

সাহা । যতক্ষণ না আশ্রয় পাই ।—(মুহুর্তকে
রূপান্তর) পরী—পরী । সব শেষ—আমি গেছি

—আমিও জীবন শেষ—হুঁকাও গাছ আমার
বাঁড়ে পা'ড়েছে ।—আমি মলম । আমি মলম ।

পরী । হী আহা ! আমার সব গেল ।—
হই, কোথা তুমি—কতদূরে তুমি ?

সাহা । উঠো না—এসো না ।

পরী । তুমি গেলে আমার কি হবে ।

সাহা । জানি না—উঠো না । কোথাও
যেও না । ঈশ্বরের পদপ্রান্তে বসিয়ে রেখেছি,

সীসে থাক । বসি অনন্তরাত্তরের গৃহে আশ্রয়
পাও—হাত'লে লোকালয়ে ফিরো । নচেৎ নরা

শিলাতল—ওইখানে—উঠোনা । সব পিশাচ
সে—সরহান—উঠো না । এসো না—না'ডো না—

হুঁকাও গাছ—মল্লেরে পদত্যাগ করে না—হ'ল
রা—ঘাই—আজ !—

পরী । সাহাজান—সাহাজান ! কোথা
নিমি ? অন্ধকারে পথ দেখতে পারিনা । গোদা ।

ইলা কর—সাহাজানকে রক্ষা কর । সাহা-
জান । সাহাজান !—এই বনের ভিতর কে

কোথার দয়ালু শক্তিমান আছে, এস—রক্ষা
কর, রক্ষা কর ।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু । এই ভীষণ অরণ্যে—এই নির্বিজ্ঞ
অন্ধকারে—খুঁজি কোথায় ? বিঘ্ন চীৎকার
বৃক্ষের শাখাভঙ্গশব্দে ডুবে যাচ্ছে । একটা
মাত্র আকৃষ্ট—কোন হতভাগ্য বিপদের এক
করণ কঠোর স্বর—একবারমাত্র আমার শ্রুতি-
স্পর্শ ক'রেছিল,—একপদ অগ্রসর হ'তে না
হ'তই, আবার প্রভঙ্কনের ভীম চীৎকারে মিলিয়ে
গেছে ! আর শুনতে পেলো না । বড়
অন্তর্ঘাতনার চীৎকার—কিন্তু কার ? নরমণা কি
হতভাগ্যকে গ্রাস ক'রলে ?

পরী । কেগা তুমি ?—কে কথা কইলে
গা তুমি ?

রঘু । এক রমণীকণ্ঠ । এই বিঘ্ন
ভূরণে—প্রকৃতির বিভ্রান্তিকাময়ী লীলার মতো
কোমলপ্রাণ রমণী । কে মা তুমি ? একি !—
চূপ ক'রলে কেন ? কে মা তুমি ? সম্মান নিকটে
আছে, নির্ভয়ে কথা কও । কই না ! কোথা
মা তুমি ? বড়ই ভীষণ স্থান—মৃত্যুর আশঙ্কা
পদে পদে । কথা কও । শব্দ ক'রছি—
সম্মানের কাছে বিকৃতপ্রাণ ভবে কারণ নেই
তুয়া আমি, দাস আমি, পুত্র আমি, সন্তান
আমি,—কথা কও । রক্ষা ক'রতে এসেছি,
রক্ষা ক'রব । আত্মীয়-ভাণ্য যদি হও, সে
আত্মীয়ের সন্ধান ক'রে দেব । উত্তর দাও
এখনও দিচ্ছ না,—তবে বলপ্রয়োগে ধ'রে নিয়ে
যাব—কউকে বিপন্ন দেখে ফেলো বাঙাল
আমার রীতি নর । বিপন্ন সর্বকে রক্ষা ক'রে
মাথায় সংলগ্ন নিয়েছি—তবু তাকে ফেলে
আসিনি । উত্তর দাও !

পরী । একটা বৃক্ষ বিপন্ন—গাছ চাঁপা
প'ড়েছে ।

রঘু । কোথায়—কোথায় ?

পরী । হুচারণ এই দিকে বা'ন ।

রঘু । বেঁচে আছেন ?

পরী । তা জানি না । (রঘুবীর-কষ্টক
বৃক্ষপসারণ ও পরীকা)

রঘু । মা । সব পতিশ্রম যে বৃথা হল ! বৃদ্ধ
যে প্রাণে নাই !

পরী । সাহাজান । তোমার অদৃষ্টে এই
ছিল !

রঘু । কোঁপে না মা । এখন আশ্বিনকার
সময় । এ বৃক্ষ তোমার কে ?

পরী । পরমাত্মীয় ।

রঘু । কে ইনি ?

পরী । তা বলব না !

রঘু । বেশ—তোমাদের ঘর কোথায় ?

পরী । তাও বলব না ।

রঘু । বেশ—কোথায় রেখে আসিতে হবে
বল ?

পরী । কোথাক নর ।

রঘু । তাও কি কখন হয় ।

পরী । আশ্বিন আমাকে এ স্থান ত্যাগ
করতে নিষেধ করেছেন !

রঘু । সে অবস্থা ত আর নেই ! আশ্বিন
ত আর ফিরছেন না ।

পরী । আমিও এখানে থাকব—আর
ফিরব না ।

রঘু । এ অস্তায় পণ ।

পরী । তিনি বলেছেন—এখন থেকে
উঠলেই বিপদে পড়ি ।

রঘু । চারিদিকে হিংস্র জন্তু,—প্রতিমূর্ত্তে
মন্তকে বৃক্ষপতনের আশঙ্কা,—এস্থান হতে
অন্য বিপদ আর কোথায় জননী ?

পরী । সর্বত্র—তিনি বলেছেন সর্বত্র ।

• রঘু । তা হ'ক—বিপদ যে সর্বস্থানেই

আছে, তাতে আর সন্দেহ কি ? মায়ের কোলে
—মাতৃসন্তোষে বিপদের বীজ নিহিত আছে ।
কিন্তু মা, এখানে বহু, এত আর ত কোথাও
নেই ।

পরী । এখানে বিপদ শুধু প্রাণের—
বাহিরে ধর্মের । সমস্তান এখন শুজরাটের
সিঁহাসনে । তুমি যেই হও—তার অজাচারের
হাত থেকে রক্ষা করা তোমার সাধ্য নয় ।

রঘু । তুমি হিন্দু—না মুসলমানী ?

পরী । তা বলব না ।

রঘু । কিন্তু ভাই ভগিনীর সংসারে ঘেঁরে
বাস করতে পারবে ?

পরী । তাহলে আমি মুসলমানী ।

রঘু । তা হোক—বিপদা তুমি—হিন্দু
চক্ষে দেবী—তোমায় আশ্রয় দিলে হিন্দুর গৃহ
অপবিত্র হয় না ।

পরী । আমাকে নিয়ে কেন বিপদের
পড়বে ?

রঘু । তোমায় দিবাশিশি মৃত্যুর আবরণে
ঘিরে রাখব । তুমি যদি প্রস্তুত থাকতে পার,
তাহলে কার সাধ্য তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে ।

পরী । নিরাপদ রাখা তোমার সাধ্য কি ?

রঘু । অবিশ্বাস করছ কেন মা ?

পরী । তাই যদি থাকত, তাহলে এমন
শক্তিমান প্রজা থাকতে নবাব মাসুদসার কি
একটা তুচ্ছ গোলামের হস্তে ভীষণ মৃত্যু হয় ।

রঘু । আপনি কি নবাব-নন্দিনী ?

পরী । আর পূর্বস্মৃতি কেন ?—আমি
ভিখারিণী ।

রঘু । নবাব-নন্দিনী ! অনন্তরাগের আশ্রয়ে
যেতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে ?

পরী । আপত্তিই কি অনন্তরাগ ?

রঘু । তাঁর ভৃত্য—রঘুবীর । পানিত সম্মান ।

পরী। ভাই। আমার হাত ধর—অ-
ভাগিনী নবাব-নন্দিনীকে তোমাদের ঘরে আশ্রয়
দাও। এই পরমাত্মীর আদেশ—যদি
দণ্ডমনজীর ঘরে আশ্রয় পাই, তবেই আমি
লোকালয়ে ফিরিব, নচেৎ স্বয়ং ঈশ্বর এসে
আশ্রয় দিতে এলেও তাঁর কাছে যেতে পারব
না। ভাই! ভগিনীকে সঙ্গে নাও।

রঘু। এস ভগিনী—হিন্দুর গৃহ-শোভাকরী
কমলা। এই দারুণ অন্ধকার ভেদ করে—
অনন্তরাওরের অন্ধকার ঘর আলো করবে এস।

[প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য।

অরণ্যের অপবপার্শ্ব।

(অনন্তরাওরের প্রবেশ)

অনন্ত। হানরাধম পায়ণ জ্যৈষ্ঠ! কি
কলি? নবাবকে হত্যা করেও কি তোর
জিহ্বাসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হল না? তার আদরের
দন—একমাত্র কণ্ঠা—সোণার কুণ্ডলকে অকালে
দুঃস্থত করে উত্তপ্ত তরঙ্গে ভাসিয়ে দিলি?
নিষ্ঠুর নন্দদা! এমন আনন্দ-প্রতিমাকে তুই
কেন প্রাণে গ্রাস করলি?

(বলাদেবের প্রবেশ।)

বল। একি পিতা! উন্মত্তের মত আত্মনাশ
করতে এদিকে ছুটে এসেছেন? এ যে নন্দদা-
তীর। শেষকালে কি জলমগ্ন হয়ে অপবাতে
প্রাণ হারাবেন?

অনন্ত। কিসের শক হল বুঝতে পারলি
কি?

বল। ও কেন হতভাগ্য গাছ চাপা পড়ে,
বুঝি প্রশ্ন খোঁজালে।

অনন্ত। গাছ চাপা পড়ে নয়—নন্দদায়—

বল। তার আর আশ্চর্য্য কি! নিরাশ্রয়ের
আশ্রয়—তুমিই যখন আজ আশ্রয়হীন, তখন কহ
হতভাগ্য যে নন্দদায় পড়ে, তার সংখ্যা কি!

অনন্ত। হতভাগ্য নয়—হতভাগিনী।

বল। সে কি!

অনন্ত। নবাবের কণ্ঠা পরীবাণু।

বল। সে কি? কে বললে?

অনন্ত। কেউ বলেনি—মায়ের করুণায়
জনে বুঝেছি। সে মধুর স্বর সপ্তাহ পরে
আবার শুনলেম! কিন্তু হা ঈশ্বর! আর বুঝি
জনতে পাব না।

বল। পিতা! এ শোকের সময় নয়—
আত্মরক্ষার সময়।

অনন্ত। আর মা ফিরে আর। হায় রঘু!
বিপন্নাকে রক্ষা করতে এসে কি তোর এই
পরিণাম!

বল। হা ভগবান! ক'রলে কি? এমন
মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণকেও উন্মাদ ক'রলে!—পিতা!
ফিরে এস।

অনন্ত। রোস না, ওদের ঘরে আনি।

বল। কাকে আনবে? কে আনবে?—
বাবা! চলে এসো,—যে গেছে, সে গেছে—
আর আসবে না।

(পরীবাণুকে লইয়া রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু। কেন আসবে না বলবে? আমার
টানে ত্রফাও ছিড়ে আসে—ভগবান করুণাগত
হয়, আর একটা তুচ্ছ জীবন ফিরে আসে না?
এই নাও পিতা, তোমার নন্দিনী। মিছার
আবরণ ভেদ করে নন্দদায় সহস্র উন্মত্ত তরঙ্গের
শিরোভূষণ—নন্দনল স্বর্ণকমল—জল ছেড়ে
স্থলে এসেছে। পিতা! চরণে আশ্রয় দাও।

বল। সে কি?—সে কি? ভাই তুমি?—
যথার্থই তুমি?

অনন্ত । রঘু ! নিয়তি-প্রেমিত ভার ।
তুমি ভিন্ন এ ভার ধারণ করে সাধ্য কার ? এই
নে, আমার কন্তা পরীবাণকে শ্রাসলীর পাশে
স্থান দে ।

রঘু । বলদেব । বড় অন্ধকার, পথ পিচ্ছিল
—বন্ধুর । পরীবাণকে হাত ধরে নিয়ে চল ।

পরী । ভগবান ।—ভগবান ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

নন্দীতীরস্থ কানন ।

(রঘুবীর ও বলদেব)

রঘু । ভাই বলদেব ! সমস্ত রাত্রি লোকের
দ্বারে দ্বারে গিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রলুম,
কেউ আশ্রয় দিলে না—দিতে সাহস ক'রলে
না । একপ অবস্থায় সামান্য পর্ণকুটীরের
আশ্রয়ে পরীকে ত আর রাখতে পারি না ।
রাত্রির শেষ হ'তে চ'লল, দিবালোকে ত পরীকে
স্থানান্তরিত ক'রতে পারব না । পরীবাণের
সন্ধানে নিশ্চয়ই চারিদিকে চর প্রেরিত
হ'য়েছে । হুরায়া জাকির নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত নাই ।

বল । তাহ'লে ক' হবে কি ?

রঘু । এই অন্ধকার থাকতে থাকতে, এই
দুর্যোগের সহায়তায়, এস আমরা অঙ্গলো
প্রবেশ করি । বনের পাতা লতায় খড়ীর
অরণ্যের ভিতর কুটীর নির্মাণ ক'রে, আপাততঃ
দিন কয়েকের জন্য সেখানে বাস করি ।
তারপর সুবিধা দেখে আমরা সবাই রামগড়ের
রাজার রাজ্যে চ'লে যাব । আপাততঃ লোকের
সমক্ষে অবস্থান যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করি না ।

বল । রাজ্য-ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত,

হুঃখ ক'কে বলে জানে না,—বনের ভিতর বাস
ক'রলে পরী বাচবে কেন ?

রঘু । সময় সমস্তই সইয়ে দেবে ভাই ।
তা ব'লে নগরের মধ্যে আজ কাল ত তাকে
কেন যত্নেই নিয়ে যেতে পারি না । যমের মুখ
থেকে রক্ষা ক'রে কি হ'কে জাকবের মুখে দেব ?

বল । তাহ'লে এক কাজ কর না দাদা ।—
যে উপায়ে হুরায়া জাকির গুজরাটের সিংহাসন
প্রাপ্ত হ'য়েছে, সেই উপায়েই তার রাজ্যের
পিপাসা মিটিয়ে দাও না কেন ? রাজ্যেরও মঙ্গল
হয়, পরীবাণও রক্ষা পায় । ভীলরক্ত এখনও
ত তোমার দেহে প্রধাবিত ।

রঘু । ছি বলদেব ! ওকথা মুখেও এনে
না । তুমি দেবতা পিতার সম্মান ।

বল । বৃদ্ধ পিতা আজ কি অপরাধে বন-
বাসী হ'ল ?

রঘু । অপরাধ অবশ্যই আছে, নইলে শাস্তি
কেন ?

বল । পিতা অপরাধী ?

রঘু । নিশ্চয়—পিতাকে জিজ্ঞাসা ক'র,
জানতে পারবে ।

(অনন্তর গুহের প্রবেশ)

অনন্ত । কতদূর কি ক'রে উঠলে রঘু ?

রঘু । কিছু করে উঠতে পারিনি ।

অনন্ত । তাহ'লে উপায় ?

রঘু । বনে চুকব ।

অনন্ত । তারপর ?

রঘু । আপাততঃ কুটীর নির্মাণ ক'রে তার
ভেতরে বাস ক'রব ।

অনন্ত । বেশ—তাহ'লে বিলম্ব ক'রছ
কেন ? অন্ধকার থাকতে থাকতে নিয়ে চল ।
এখানে ত আর থাকতে সাহস ক'রছি না ।

[রঘুবীরের প্রস্থান ।

বল। তুমিও দাদার মতে মত দিলে ?—
অস্বাভাবিক বিনা তর্কে দাদার কথাই বনে
চুকবে ?

অনন্ত। মূর্থ বালক ! কবে তোর ভাইয়ের
কথায় প্রতিবাদ ক'রেছি। একবার তার অমতে
কাজ ক'রেছি, তার ফলে আজ বনবাসী
হ'য়েছি। সাগর-পরিমার্গি কামনা নিয়ে ব্রাহ্মণ-
গৃহে প্রবেশ ক'রেছিলুম, তার ফল পেয়েছি।
তবে আর কেন বলবে ? বনে প্রবেশ কর—
রঘুবীরের কথাই প্রতিবাদ ক'রিসনি।

(পরীবাণ ও রঘুবীরের প্রবেশ)

পরী। হাঁ ভাই, তুমি নাকি বনে ঢুকতে
কুণ্ঠিত হ'চ্ছ ?

বল। শুধু তোমার জন্ত পরী !

পরী। ছিলুম নবাব-নন্দিনী—শাস্ত্র শিখিনি
—জ্ঞানদৃষ্টিহীন—নবাবী ঐশ্বর্যকেই ঐশ্বর্য
জ্ঞান ক'রেছিলুম ; দারিদ্র্যে যে ঐশ্বর্য থাকে,
তা ত জানতুম না। সে ঐশ্বর্যের স্বাদ
পেয়েছি। কি জানি কি পুণ্যফলে তোমাদের
সঙ্গ লাভ ক'রে, তার মধুরতা অকৃত্রিম ক'রেছি।
ব্রাহ্মণ-কুমারী আঁদ্রি—মমবরা—মৃত্যুর নামে
ঐশ্বর্যক্লান্ত, আমাকে বনে ঢুকতে ভয় দেখাত
কেন ভাই ?

বল। তোমার যদি এমন জ্বরবল পরী !
তাহলে আর আমি বনে ঢুকতে কুণ্ঠিত হব কেন ?
পরী। হ'রো না। দাদা ব'ললে, দারিদ্র্যের
ভিত্তিতে যে ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা, তা অটল
অমর—ভুবনব্যাপী সৌভাগ্য—ভগবান-
প্রিয় সামগ্রী। দাদা আরও ব'ললে, শুধু দুটী
কানের লোভে ভগবান হস্তিনায় এসে ভিখারী
বিহুরের ঘরে উপবাচক হয়ে অতিথি হ'তেন ;
আর হস্তিনার রাজা কত নিমন্ত্রণে—কত সাধ্য
সাইনায়ও তাঁকে ঘরে আনতে পারতেন না।

ভিক্ষায়েই যদি তাঁর এত লোক, তাহলে তুচ্ছ
নবাবীর জন্ত তেমন অতিথিতাকে ছেড়ে দেব
কেন ?

অনন্ত। কে ব'লেছে তুই নবাব-নন্দিনী ?
আজ থেকে তুই আমার কন্যা—আমার বৃদ্ধ
বয়সে শান্তিদায়িনী। আম মা। তোর হাত
থ'বে বনে ঘাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

প্রাসাদ-কক্ষ ।

(জাফর ও সখার মা)

জাফর। হাঁ বিবি ! তুমি পরীবাণকে
কি বকন দেখলে বল দেখি ?

স, মা। জনাব ! সে আর আপনাকে কি
ব'লবে। বড় ফলি ক'রে তাদের সন্ধান নিয়ে
এসেছি। আপনাকে কি বলবে—সেকি সুন্দরী !
কিন্তু বা দেখলুম, তার তুলনা কই ? ঘুটঘুটে
আঁধার—কোলের মাছুষী পর্য্যন্ত দেখা যায় না
—সেই আঁধার ভেদ ক'রে, সেই অগম বিহীন
বনের ভেতরে, চারিদিক আলো ক'রে, বাতাসে
রূপ ছড়িয়ে—সে আপনাকে আর বেশী কি
ব'লবে জনাব !—যেন রঘুনার কাল জলে
সোপার কলসী ভেসে উঠল !

জাফর। বিবি ! সে রহস্য যে মাঝে
এনে দিতে হ'চ্ছে।

স, মা। তাইত জনাব—হাঁইত জনাব !
আমি হাবলা গোহলা মাছুষ। সাত চড়ে
আমার মুখে বা বেরোয় না। কি ব'লতে কি
বলি, কি ক'রতে কি করি। অবলা বিধবা—
আমি কি পারব ?

জাফর। তুমি নিশ্চয় প'ড়বে। তোমার
শুণের কথা শুনেই তোমায় আনিয়েছি। আর

ই মুহুর্তেই তোমার গুণের পরিচয় পেয়েছি ।
কে পারার জন্ত আমি গুজরাটের পথ নর-
ণিতে প্রাণিত ক'রেছি, গুজরাটের প্রকাণ্ড
কাণ্ড অটালিকা প্রাণিশূন্য ক'রেছি ; সেই
চুল্লীনা সুলক্ষী পরীবাণু চক্ষের পলকে অদৃশ্য
রহে । চারিদিকে চর পাঠিয়েছিলেম, কেউ
নি ক'রতে পারেনি । তুহি ক'রেছ । তুমিই
মার সহায়তার যোগ্যপাত্রী । পুরুষ হ'লে
মাকে উজীর ক'রতুম । তুমি স্ত্রীলোক,
র কি ক'রবে—তোমায় যথেষ্ট পুরস্কৃত ক'রবে
পরীবাণুকে ধ'রে দিতে পারলে জায়গীর দেব ।
স, মা । তাইত জনাব,—তাইত জনাব ।
খা থেকে কোথায় গিয়ে প'ড়বে ? শেষকালে
গোলাপনি খেয়ে ম'রবে । ম'লে, আমার জায়-
ভোগ ক'রবে কে ?

জাফর । কে মা'রবে ? বল কি বিবি ।
ব জাফর খাঁর লোক তুমি, চ'লেছ জাফর
। কাজে, তোমার গায়ে হাত তুলবে ?
মার দিকে যে তীব্র দৃষ্টিতে চাইবে, সে
বধু' গিয়ে রয়েছে জেনে রাখ ! কোঠি
। ? (নেপথ্যে হুজুর ।) জলদি কেরামৎ
কা বোলাও, (নেপথ্যে বহুত আচ্ছা)
। লোককে তোমার সঙ্গে দিচ্ছি, সেপাই
জ ; না হকুম ক'রবে, তাই তাজা শুনবে ।
র সঙ্গে ক'রে নিয়ে লোকের ঘর ঘর সন্ধান
—পরীবাণুকে এনে দাও ।—

(কেরামৎ খাঁর প্রবেশ)

দেখ কেরামৎ—এই বিবির কারণে তোমার
জ ক'ল্পম । বিবির ভরতুম—সে আমার মনে
বে । যেখানে যেতে বলে থাকে,—যা
তে বলে ক'রবে ।

কেরা । যো হকুম নবাব !

জাফর । আর বিবির বখন যে ক'জন

সেপাইয়ের দরকার হবে, সে কজন তুমি তৎ-
ক্ষণাৎ মোতায়েম রাখ'বে ।

কেরা । যো হকুম ।

স, মা । আচ্ছা জনাব ! সে মেয়েটা যদি
আর কেউ হয় ?

জাফর । যেই হোক না কেন, তাকেই
আমার জন্ত নিয়ে আস'বে । আমি এদেশের
রাজা—এদেশের যত কিছু উৎকৃষ্ট সামগ্রী,
সমস্ততেই আমার অধিকার ।

স, মা । তাইত বটেই । নইলে আবার
রাজা কি ? রাজা সন্দেশের খোঁসা ছাড়িয়ে
শাস থাকে,—কীরসাগরের নীর গাঝিরে তোল-
পাড় ক'রে শুধু ঢেউগুলি জিবের আগার
চাক'বে,—গোলাপী বাতাস নিঃসৃত শুধু থাপি-
টুকুতে পিঁজি বক্ষা ক'রবে । ফলবাগান থেকে
আরম্ভ ক'রে গোভাগাড় পর্যন্ত যেখানে যা
কিছু সেরা আছে, সব তার । নইলে আবার
রাজা কি ?

জাফর । বল ত বিবি !

স, মা । সে আমার আগে থাকতেই বল
আছে জনাব ! তাহ'লে এস মিমা ! দেখা যাক
কতদূর কি ক'রে উঠি । সেলাম জনাব !

[কেরামৎ ও সখার মার প্রস্থান ।

(দেবলের প্রবেশ)

দেবল । সেলাম নবাব ! সন্ধান পেলেন
কি ?

জাফর । (স্বগত) পরীবাণুকে লুকিয়ে
রাখার মূল অন্তরাও—বেত্মকৃত্য—বদমান !

দেবল । (ভীতিপ্রকাশ ও স্বগত) আর
ম'ল—এ আবার কি মুষ্টি ? শেষ কালে চোটট
আমার ঘাড়ে এসেই পড়ে নাকি ?

জাফর । শুধু মেহেরবাগী ক'রে বাঁচিয়ে
রেখেছি । বেতমিজ—বেইমান !

দেবল । আজ্ঞে হাঁ ! হুজুর মেহেরবাণী ক'রে যে রেখেছেন সেটা ঠিক । আর সেইজন্য বেতমিজ ব'ললেও বলা যায় । আর বেইমানের ত কথাই নেই । একশোবার বলা যায় ।

জাকর । বেল—লিক—

দেবল । (স্বগত) খেলে—এইবার দেবলের দফা সারিলে ! (প্রকাশে) সন্ধান কি পাওয়া গেল না জনাব ? সখার মা কি কিছু খবর দিতে পারিলে না ?

জাকর । কেও, দেওয়ান ? সন্ধান পেয়েও পাওয়া গেল না । তাই ত বলছি—বদশাস, বে-তমিজ, বে-ইমান, বেজিক । কোতল ক'রব—শূলে দেব—জ্যাস্ট চামড়া তুলে নেব (দেবলের ভীতিপ্রকাশ) কি বল দেওয়ান ! ব'লতে পারি কি না ?

দেবল । খব ব'লতে পারেন—বরাবরই বলতে পারেন ! বাপ, বাচলেম, আমাকে নয় । শালা চায়া—ব'লছে তাকে, আর খিচুকে আমাকে ।

জাকর । বড়ো ব'লে দমা ক'রে ছেড়ে দিয়েছি । এত বড় বেয়াদব !—এত বড় অস্পর্দা !—আমাদের আদেশ অমান্য ক'রে, পরীবাণকে আঘাত !—যেমন ক'রে পারিছি । তোমাদের দল—অমর হুজুরবল পরী ! দেবার কলসীতে ভেঙে উঠেছে কথার কলসী । সন্তরাওকে সন্তরাও করে । সব উদ্দেশ্যে গেলো, তখন অনন্তরাও থাকে কেন ? আর দমা নয়—অনন্তরাওকে বেঁধে আন ।

দেবল । হো হুজুর জনাব !

তৃতীয় দৃশ্য ।

রাজপথ ।

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা । ওমা আসছেই ত গো । বনের ভিতর টাকা লুকিয়ে রেখেছি, জানতে পারলে

না কি ! লোকের ঘরে ঘরে ঢুক এ টাকা ক'রেছি—জানতে পারলে না কি ? তা হ'লে ত গেলুম দেখছি—আর ত সখার মার শ্রাণ বকে হ'ল না—ভবলীলা ত সাজ হ'ল !—দোহাই বাবা আমি গরীব—অনাথা—আমার কাছে কিছু নেই বাবা !

(বালক-বেশে শ্রামলীর প্রবেশ)

শ্রামলী । তুই ? এখানে কতক্ষণ আছিস ?

স, মা । আমি নেই বাবা !

শ্রামলী । রয়েছিস আবার নেই কি ?

স, মা । তা তুমি যা বল বাবা, আমি কিন্তু খুঁজে পাচ্ছিনি ।

শ্রামলী । ভয় নেই, আমি একটা খবর জানতে চাই ।

স, মা । অত কাছে এস না বাবা !

শ্রামলী । ভয় নেই—আমি দস্যু নই ।

স, মা । তা হোক, একটু দূরে থেকে কথা কও ।

শ্রামলী । বেশ—দূরে থেকেই জিজ্ঞাসা ক'রছি—বল এখানে কতক্ষণ আছিস ?

স, মা । একদণ্ডও নেই বাবা !

শ্রামলী । সে কি !

স, মা । এক দম নেই ।

স, মা । আজকাল কথা এই রকমই হয়ে গেছে বাবা !

শ্রামলী । সে কি বেটী ! তামাসা ক'রছিস ?

স, মা । দোহাই বাবা ! তামাসা আমা-দের ক'রতে নেই ।

শ্রামলী । বেশ—বল দেখি, এপথ দিতে কোনও হিন্দু ওমরাওকে যেতে দেখেছিস কি না ?

স, মা । আমি চোখে কিছু দেখতে পাই না বাবা । আমি ছেলে হারিয়ে অন্ধ হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছি ।

শ্রামলী । ব'লতে পারলে, মহামূল্য পুরস্কার দেব ।

স, মা । কি ব'ললে হিন্দু ওয়রাও ?

শ্রামলী । হাঁ ।

স, মা । কি মহামূল্য পুরস্কার দেবে দেখি ।

শ্রামলী । নিশ্চয় দেব । এখন দেখাব—
আগে বল ।

স, মা । দেখেছি ।

শ্রামলী । সত্যি ?—প্রতারণা নয় ?

স, মা । কই—কি পুরস্কার দেবে দাঁও ।

শ্রামলী । তারে দেখতে কেমন বল দেখি ?

স, মা । তবে আর বক্সিস নেওয়া হয়েছে !

শ্রামলী । ঠিক ব'লছি—নিবিজ করছি—
নিশ্চয় দেব ।

স, মা । আর কখন দেবে বাবা ! দেবার সময় যে উত্তরে গেল !

শ্রামলী । দেখতে কেমন—না ব'লতে পারলে বিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?

স, মা । বিশ্বাস হবে না—সে ত জানি কথা বাবা । যাও বাছা, তুমি নিজেকে খুঁজে নেও, আমি নিজের ছেলেকে খুঁজে দেখি ।

শ্রামলী । কাজেই—মাফ্ কর বাছা—
বিশ্বাস হ'ল না ।

[প্রস্থানোচ্চত ।

স, মা । লাগে তাক—না লাগে ভুক, দেখি একবার আঁধারে ঢিল মেবে । হাঁগা বাছা ! দেওয়ানজীকে খুজছে ত ?

শ্রামলী । (কিব্বিয়া) এই নে পুরস্কার—
মহামূল্য মণি । শীগ্‌গির বল কোন পথে

গেছে । শীগ্‌গির বল—দেবি নয় না, শীগ্‌গির বল ।

স, মা । এটা কি ব'ললে বাছা !—মাণিক ?

শ্রামলী । তোর সাত পুরুষকে আর খেটে খেতে হবে না । শীগ্‌গির বল না বেটি !

স, মা । শীগ্‌গির যাও—এই পথে যাও—
ছুটে যাও—গেলেই ধ'রতে পারবে ।

শ্রামলী । মা কালী ! মুখ রেখ মা ! বা বাছা, এখন অস্ত্র যা—হাথানে আর তোর থাকবার দরকার নেই ।

স, মা । (স্বগত) মা কালী কি আর ও মুখ রাখবেন ? থানিকটে এই পথে গেলেই একটি হালুম—বন্দ, তার পর ওই চাঁদ মুখ কালো হ'য়ে যাবে । কি ক'রব, মাণিক হাতে পেয়েছি, আর ছাড়তে পারছি না । আহা বেশ মুখখানি ! (প্রকাশ্যে) তোমার বেশ দেখতে বাছা ! তুমি বড় সুন্দর !

শ্রামলী । কি ক'রব বাছা, হ'য়ে প'ড়েছি ।

স, মা । হাঁ বাছা । তুমি বুঝি কোন রাজার ছেলে ?

শ্রামলী । হবে । এখন যা—বক্সিস পেলি চলে যা ।

স, মা । হরি হে—দীনবন্ধ !

[প্রস্থান ।

শ্রামলী । এবশে পিঠার সমুখে কেমন করে উপস্থিত হই ? লজ্জা করছে । উহ—
পারব না—বেশ পরিবর্তন করি ।

[প্রস্থান ।

স, মা । (নেপথ্যে দেখিয়া স্বগত)
কেমন কেমন মেকছে যে ! পুরুষ মাহুষ ত নয় ! চলন কেমন—বলন কেমন । না হ'ল না ! পেছ নিতে হচ্ছে । ওমা ! ও কি ? চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে বাছা

ছকটি হ'য়ে গেল যে। যাই—যাই—প'ছ পাছ
ব যাই। কেরামৎ এ সময় কোথায় গেল ? যাই
—সে বেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে। নইলে
একা পেয়ে উঠব না।

চতুর্থ দৃশ্য ।

রক ।

দেবল ও বিষণ ।

বিষণ । এমন সোনার রাজ্যটা চারেখারে
দিলে !

দেবল । কি ক'রবে, কর্মীকে উর্করা ক'রতে
হ'লে, দিন কতক ভাগাড় ক'রে রাখতে হয়।

বিষণ । বটে ! তাহ'লে এমন রাজ্যটার
ধরনের পথেই আগ্রসর হ'লে !

দেবল । এখন ট'ছে ক'রলেও ফেরা
হয় না।

বিষণ । বেশ, তবে সর্বনাশই কর। ভাল,
আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

দেবল । আর জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে না।
জিজ্ঞাসা আবার ক'রবি কি ? জিজ্ঞাসা করবার
আছে কি ? কাজ ক'রতে চান ত সঙ্গে আয়।
নন্দল চাস ত এখনও সময় আছে, সঙ্গে আয়।
নইলে নবাব যদি দশাক্ষরে জানিতে পারে যে,
আমার ঘরে ধর্মপুত্র শাপলষ্ট হ'য়ে অবস্থান
ক'রছেন, তাহ'লে একটি চাপটাঘাতে তোমায়
সেই ধর্মরাজের চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেবে।
আমার বাবাও তখন ঠেকিয়ে রাখতে
পারবে না।

বিষণ । তোমায় ঠেকাতে হবে না।
আমাদের বে যেতে হবে, তা অনেক কাল
বুকেছি।

দেবল । বুকেছি'স ত এগিয়ে যান।

বিষণ । ভাল, আখীর ওমরাওদের
হত্যা ক'রলে, তাহ'তে না হয় তোমাদের স্ব
আছে। কিন্তু বাণাপুরের নিরীহ প্রজা—তারে
মেয়ে, তোমাদের কি স্বার্থ হ'ল ?—গ্রামে
গ্রাম একেবারে উৎসন্ন দিলে !

দেবল । তারা অনন্তরাত্রে হান দিয়ে
ছিল কেন ?

বিষণ । সাই কি দিয়েছিল ?

দেবল । সে কৈফিয়ত ত তোকে দিতে
আসিনি ! কৈফিয়ত নেবার অস্ত্র লোক
আছে।

বিষণ । কই—এখানে যে সে লোক
দেখছে পাচ্ছি না, তাইতেই ত দ্রুত ! (স্বর্গের
দিকে হস্ত প্রসারণ) ওদানকার কৈফিয়ত যে
জন্মতে পাই না—কেউ যে কখন জন্মতে পেল
না—তাইতেই ত নিরপরাধের উপর এই
উৎপীড়ন।

(হুলিয়ার প্রবেশ)

দেবল । একি। কে তুই ?

বিষণ । তাইত, কে তুই ?

দেবল । কোথা থেকে এলি ? কেমন
ক'রে এলি ?—কথা কছিস্ না যে ?—আরে
মর, কে তুই ?

বিষণ । কি আপন ! কে তুই ?

দেবল । এগুদুনি—ওইখান থেকে
দাঁড়িয়ে বস।

বিষণ । তবু এগোয়—পেছিয়ে যা—এখনও
ব'লছি পেছিয়ে যা। নইলে ম'লি। (দেবলের
পশ্চাতে গমন)।

দেবল । বিষণ ! অস্ত্র নিয়ে আয় ত—
বেটার মুণ্ডচ্ছেদ করি। (বিষণের পশ্চাৎগমন)

বিষণ । (দেবলের পশ্চাৎ গমন) কে
আছিস রে ! আয় ত।

দেবল । কি চাও—ওইখান থেকে ব'লতে পার না ?

হুলিয়া । কিছু চাই না হজুর !

দেবল । তবে কি ক'রতে এসেছ ?

হুলিয়া । হজুরের নামে একখানা চিঠি আছে, দিতে এসেছি ।

বিবণ । আগে বলতে হয় বেটা ! নইলে এখনি যে কেটে ফেলেছিলাম !

দেবল । খাম বীরবর ! আর বিস্তে ফলাতে হবে না । কার কাছ থেকে এসেছিস ?

হুলিয়া । হজুর চিঠি পড়লেই জানতে পারবেন । (চিঠি খুলিতে লাগিল)

দেবল । তা বাইরে দরওয়ান ব'য়েছে, তার হাতে দিসনি কেন ? তোকে আসতে দিলে কে ?

বিবণ । দেখ বাবা ! চিঠিখানা প'ড়েই দরওয়ান বেটাদের মেঝে দেশ ছাড়া ক'রে দাও । এত বড় আশ্পর্ক ! বিনা হুকুমে বাড়ীর ভেতরে লোক প্রবেশ ক'রতে দেওয়া ! 'কে তোকে ঢুকতে দিয়েছে বল ত ?

হুলিয়া । আমার কেউ ঢুকতে দেখনি হজুর !

বিবণ । সে কি ! তবে কেমন ক'রে এলি ?

হুলিয়া । ঐ বাগানের ভেতর দিয়ে এসে, এই পাঁচিল টপকে, খড়াবেয়ে ওই তেতালার ওপরে উঠে, ছাচ দে—ছাদ দে এদিকে এসে, আবার দেয়াল বেয়ে নেমে, এই ঘরের ওপরে না প'ড়ে, ছাদ না খুঁড়ে, ওই ওপর থেকে নেমে এসেছি ।

বিবণ । ও বাবা—এ বলে কি ? (দেবলের অন্তরালে গমন) এ ডাকাত যে !

দেবল । সঙ্গে লোক আছে, না একা ?

হুলিয়া । এখন একা—তবে দরকার হ'লে সঙ্গে ছুঁটতে পারে ।

বিবণ । ও বাবা ! একটু ঘোটা হও না ! তোমার পাশে দেখছি সব গেল ।

দেবল । রঘুবীরের নাম দেখছি । কিন্তু রঘুবীর কে ?

হুলিয়া । দেওয়ান অনন্তরায়ের পুত্র ।

দেবল । তার নাম ত বলসেব । আবার অনন্তরায়ের ছেলে কোথায় ?

হুলিয়া । ইনি তাঁর পালিত পুত্র ।

দেবল । পালিত পুত্র !—হা হা হা ! বুঝতে পেয়েছি—সেই যথো ।

হুলিয়া । তাঁর নাম রঘুবীর—রাঘো নয় ।

দেবল । আচ্ছা তাই তাই । সেই ভীল ছোঁড়া ত ?

হুলিয়া । ভীল ছোঁড়া নয়—ভীলরাজ ।

দেবল । ভীল, তা ভীলরাজ চান কি ?

হুলিয়া । ওই চিঠিতেই লেখা আছে ।

দেবল । ও বিবণ ! ভীলরাজ আমাকে লিখেছেন কি স্তম্ভি ?

বিবণ । ভীলরাজের আশ্পর্কও ত কম নয় ! তোমাকে চিঠি লেখে !

দেবল । তাইত দেখছি । হুটো চারটে শাস্ত্রের উপদেশ দিয়ে, ভীলরাজ শেরকালে কাকুতি মিনতি ক'রে এই ভিক্ষে ক'রছেন, যেন তাঁর মনিবের প্রতি আর কোন অভ্যাসের না হয় । বেশ, ভীলরাজকে বলিস্ যে, এ শাস্ত্রবাড়ী নয়,—এ রাজ্য । এখানে কাজ আছে—ভিক্ষে নাই । অনন্তরায় রাজদ্রোহী । তার শাস্তি দেওয়া না দেওয়া দৃষ্টকোঁ রাজ্যের বিবেচনা—ভিক্ষে শিক্ষে এখানে মিলছে না ।

হুলিয়া । বা কল্‌হার থাকে লিখে দাও হজুর !

দেবল । সে একটা অতি তুচ্ছ ভীল চাকর, তাকে আমি লিখে দেব কি ? তাকে

বলিস, আমার বাড়ীতে যদি দরওয়ানী করিতে চান ত, দিতে পারি ।

হুলিয়া । ও কথা আমি শুনবো না হজুর ! যা বলতে চাও, লিখে দাও ।

দেবল । আরে মর—এ বেটার আশ্পর্কও ত কম নয় ! যা ত বিষণ, ভীমসিং বেটাকে ডাক্ত । কাণ ধরে এ বেটাকে বাইরে নিয়ে যায় ।

বিষণ । আর পটাপটী জুতো হাঁকরে দেয় । দেখ, বেটা এখনও বলছি—রাগাসিনি, মারা দাবি ।

হুলিয়া । জবাব না নিয়ে বাবার হুকুম যে আমার ওপর নেই হজুর !

দেবল । চোপরাও, বেয়াদব—গাধা গিলেছোড় ! আবি শির জুলা হো যাগা ।

বিষণ । চোপরাও—

হুলিয়া । বেশি দেরি কর না হজুর ! আমার আবার তত্ত্ব কাজ আছে । মুখ চেয়ে দেখছি কি হজুর ? জবাব না নিয়ে ত যাব না ।

দেবল । যা ত বিষণ, ভীমসিং—কি, যে কেউ থাকে—ডেকে আনত । বেটাকে একটা পাকাপোক্ত জবাব দিয়ে দি ।

হুলিয়া । (পথরোধ করিয়া) জবাব দিয়ে যাও ।

দেবল । ভীমসিং—ভাঁটাগাম—গাটা তেওয়ারি—জবাবদস্ত বা !

(নেপথ্যে—হজুর)

জলদি ইদার আও—সব আদমি আও ।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

এই শালা লোগকো বাধকে, খোড়কুচি করুকে কাটকে, দরিয়ামে ফেঁক দেও ।

বিষণ । ফেঁক দেও—জলদি কাট ডালো ।

শালা বেয়াদবকো আবি শিখ লায় দেও ।

সকলে । আও শালা কমবখত ।

১ম, প্র । (অগ্রসর হইয়া) আরে কোন ছায় ! হুলিয়া মহারাজ !

সকলে । (বন্দিগি—সেলাম ইত্যাদি অভিবাদন)

১ম, প্র । হিয়া কা করুনে আয়া ওস্তাদজী !

২য়, প্র । কিদাস্ দেকে আয়া ওস্তাদজী !

৩য়, প্র । রঘুয়া মহারাজকো তবীয়ত আছি ওস্তাদজী !

৪র্থ, প্র । আইয়ে—আইয়ে, খোড়া ভাঙ ছায়, পিজিয়ে ওস্তাদজী !

১ম, প্র । মাক্ কিজিয়ে হজুর ! হুলিয়া মহারাজ এ চারো আদমিকোই ওস্তাদ ছায় । উনকো পাকাড লেনেতো হামলোক নেতি সেকগা ।

বিষণ । তব নকুরিমে বরখাস্ত হোগা ।

সকলে । কা করোগা হজুর ! নকুরি যাগা ত কা করোগা ।

১ম, প্র । নকুরি যাগা ত নকুরি মিলেগা—লেকেন ওস্তাদজী যানেসে ওস্তাদজী নেতি মিলেগা !

দেবল । বড়ত আচ্চা, চলা যাও ।

(প্রহরীগণের প্রস্থান)

কি বলিস বিষণ ?

বিষণ । আর বলাবলি কি, লিখে দাও না ।

দেবল । তবে দোয়াত কলম কাগজ নিয়ে আয় ।

হুলিয়া । এই যে আমারি কাছে আছে হজুর ।

দেবল । দেখ, তোমরা যে মনে করেছ অনস্তগাওয়ের ওপর—

হুলিয়া । দেওয়ানজী বল ।

দেবল । বেশ, দেওয়ানজীর ওপর এই যে অত্যাচার—তোমরা হত হ'তে মনে ক'রেছ, আমি ক'রেছি । কিন্তু দোহাই ধর্ম, আমি এর কোনও খোঁজ খবর রাখি না । কি ক'রব, প্রাণের দায়ে চাকরি ক'রছি । দেওয়ানজীর তবু অর-পোও স্থান আছে, কিন্তু আমার ওপর যদি আফর কষ্ট হয়, তাহ'লে ত্রিজগতে আমার স্থান নেই । (পত্র লিখিয়া হুলিয়ার হস্তে প্রদান)—ভাল, রঘুবীর কি করে ?

হুলিয়া । এই ফুলবিশিপত্তর—এই রকম কত কি নিয়ে, কেবল পূজা আচ্ছাট করে ।

বিষণ । আচ্ছা ভাই, বাবা যদি আমার পত্রের জবাব না দিত, তাহ'লে কি হ'ত ?

হুলিয়া । সে কথা আর কেন জিজ্ঞাসা ক'রছ হজুর ! কাজ যখন মিটে গেল, তখন আর ওকথা তুলতে নেই ।

দেবল । বেশ, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরল ভাবে তার উত্তর দেবে কি ?

হুলিয়া । অন্তমতি কর হজুর ।

দেবল । তুমি রঘুবীরের কে ?

হুলিয়া । সাক্ষত ।

দেবল । তুমি যার সাক্ষরত, তার নাজানি কত শক্তি !—আমি তার শক্তির একটু পরিচয় জানতে চাই ।

হুলিয়া । কি ক'রে জানাবো ?

দেবল । দেখছি, তুমিত একা । আর আমার বাড়ী গ্রহবিবেষ্টিত । এরা যেন তোমার সাক্ষরত । কিন্তু তা যদি না হ'ত, যদি তোমাকে দশ জনে ঘেরে ফেলতো ?

হুলিয়া । রঘুয়া মহারাজের আশীর্বাদে হজুর ! ও রকম পক্ষাশ জনকে আমি একা তৈকিয়ে রাখতে পারি ।

দেবল । যদি একশো লোকে ঘেঁরে ধ'রত ?

হুলিয়া । তাহ'লে ?—দেখতে চাও হজুর ? বিষণ । দেখাও না ভাই সরদার ।

হুলিয়া । (বান্ধুধ্বনি)

(চারিদিক হইতে ভীলগণের প্রবেশ)

(দেবল ও বিষণের ভীতির অভিনয়)

সকলে । ব্যা হকুম মহারাজ !

হুলিয়া । হজুরকে সেলাম কর (ভীল-গণের দেবলকে অভিবাদন) নাও—চল, আসি হজুর !

দেবল । কিন্তু নবাব যদি নিজের অত্যাচার করে,—আমার কথা না শুনেও অত্যাচার করে ?

হুলিয়া । সে আমরা বুঝতে পারবো ।

আসি হজুর—অন্তমতি—সেলাম ।

দেবল । সেলাম ।

হুলিয়া । (বিষণের প্রতি) সেলাম হজুর !

বিষণ । সেলাম—সেলাম ।

[হুলিয়া ও ভীলগণের প্রস্থান ।

দেবল । এ আবার কি আপদরে বিষণ ?

বিষণ । বাবা, কৈকিহং নেবার লোক এসেছে ! এখনও যদি মঙ্গল চাও, ত দেওয়ানীতে লাথী ঘেরে বনবাসী হইগে চল, তাতে দুদিন বাচবে !

দেবল । তাইও—তাইত, চল—চল—পালাই—চল । [প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

মহদান ।

(রুবকের প্রবেশ)

গীত ।

রুবো হুতি গো ! তোদের কালায় নাকি পেঁচায় পেঁচয়ে

ছুকেছিল গোপীর গোহালে,

লেখায় নাকি বোসেছিল পেঁচা চোয়ালে,

যেমনি ক'রবে ননী চুরি, অমনি বাড়ে পাঁড়োলে ।

ডুকার কঁদে বাঁজতেছে বাঁশী,
ওগো বুকে প্রাণ-গোবিন্দে দেখ গো আসি,
কোথায় রাধা রূপসী কালার এবার বেজায় কাশি,
বুঝি না বাঁচে ॥

(সখার মার প্রবেশ)

কৃষক। আপনি কোথায় যাচ্ছ বিবি ?

স, মা। হাঁরে! এপথে তুই কি কিছু দেখেছিস্—কেউ গেছে ?

কৃষক। আজ্ঞে আমি একটা রাঙ্গা বকুন ছুটে যেতে দেখেছি।

স, মা। আর কিছু ?

কৃষক। আর দেখেছি একটা গন্ধগোকুলো।

স, মা। আর তোর বাবার মাথা ?

কৃষক। না বিবি! সেটা দেখিনি! আমার বাবা, আমার হবার আগেই মাটা পড়েছে। আর পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি, বাবার আমার খুব ক্ষেমতা ছিল, কিন্তু মাথা ছিল না।

স, মা। দূর বেটা চাষা! কোন মেয়েকে এপথ দে যেতে দেখেছিস্ কি ?

কৃষক। আমার বেই হরনি বিবিঠাকরণ! তা মেরে দেখাবো!

স, মা। মেয়ে মাহুয় ?

কৃষক। তা দেখেছি বিবিঠাকরণ!

স, মা। কি রকম দেখেছিস্ বল ত ?

কৃষক। বিবিঠাকরণ আমাকে নজর দিচ্ছে—তা আমি বলতে পারবনি।

স, মা। কেনরে বেটা ? বল না—বক্-সিন্দু পাৰি।

কৃষক। না বিবি! আমি গরীব—তুমি লবাবের বিবি—বলতে ভয় পাচ্ছি।

স, মা। কোন ভয় নেই বল—আমি নবাবের লোব—আমি অভয় দিচ্ছি। কেউ তোকে কিছু বলতে পারবে না।

কৃষক। এই তোমাকেই দেখেছি বিবি!

স, মা। দূর বেটা চাষা!

কৃষক। হাঁগা বিবি! চাবাতে কি দেখতে জানে না!

স, মা। আ আমার পোড়া কপাল দুনিয়াতে জেত নবাব বাদসা, আমীর ওমরাও থাকতে, শেষকালে কিনা চাবার নজরে ঠেবে গেলুম!

কৃষক। কেমন—ঠিক দেখেছি ত বিবি ঠাকরণ ?

স, মা। দেখেছিস্—দেখেছিস্, তোর চোখ আছে—চোখ আছে।

কৃষক। তাহলে আমার বক্‌সিন্দু ?

স, মা। একটু স্রবহদী স্কন্দী দ্রৌলোব—এই পথ দে যেতে দেখেছিস্ ?

কৃষক। ও হরি! তা ত দেখেছি।—ত আগে বলনি কেন? দ্রৌলোক?—তা দেখেছি!—তবে মেয়ে মেয়ে ক'রছিলে কেন!

স, মা। কোথায় দেখেছিস্ বাছা!

কৃষক। দ্রৌলোক—গেরস্তর বউ—আহ যেন মা লক্ষী! বিবি-ঠাকরণ, সে মা লক্ষীর কি রূপ—তা আর তোমায় কি বলব ?

স, মা। কতরূপ দেখেছিস্ বাছা!

কৃষক। কতরূপ কি!—এখনও আসে আছেন—গাছের তলায় বসে আছেন। দূর থেকে বোধ হয় আসছেন।

স, মা। কোন গাছের তলায় ?

কৃষক। এই পথে একটুখানি গেলেই বা দিকে একটা বড় গাছ।—গোলেই দেখতে পাবে।—তাহলে আমার কি দেবে, দাও।

স, মা। ঠিক দেখেছিস্ ত ?

কৃষক। আছা, তুমি আগে দেখে এসো, তপর পর দাও।

(কেরামতের প্রবেশ)

স, মা। কি খবর কেরামত ?

কেরা। কেরামতের কেরামতি !—যাবে কোথায় ?

স, মা। এই নে বকসিন্।

করক। আধ পরস।

স, মা। যান বেটা ! যে বকানটা বকিয়ে ছিন্, গদান নিইনি, এই ভাগ্যি।

[কসকের প্রস্থান।

তারপর ? ফেলে যে চলে এলি ?

কেরা। মোড়া আগলেছি, আর যাবে কোথায় ! ওই আসছে—দেখ দেখি তোমার সেই কিনা ?

স, মা। কেরামত ! দেখা দেখা—কি রূপ দেখা !

কেরা। ইস ! কেরা তোমার !

স, মা। নবাবের মৃত্যু ঘুড়িয়ে দেব। একবার নিদে গিয়ে ফেলতে পারলে হয়। (কেরামতকে) তুই একটু আড়ালে যা, আমি তো একটা কথা ক'রে ভাব-গতিকেটো বুঝে নিই। একলে আসিস্। নবাব পরী পরী ক'রে ন'বুছে কেন ? একে যদি পায়, তত'লেও তার ক্ষম সাধক হয়। স'রে পড়—স'রে পড়।

[কেরামতের প্রস্থান।

(শ্রামলীর প্রবেশ)

শ্রামলী। হাঁ বাছা ! বৃদ্ধ দেওয়ান এখনও এখানে কোথায় থাকে ব'লতে পার ?

স, মা। আর বাছা ! অনন্তরাত কি আর আছে ?

শ্রামলী। সেই ?—না না, কে তুই ?—হুট এখানে ? কেমন ক'রে এলি ?—আবার কোথা থেকে জুটলি ?

স, মা। আর বাছা ! বুড়ো মানুষ পেয়ে

ঠকিয়ে এলে—কাজেই নিরুপায়ে এখানে সেখানে ছুটোছুটি ক'রতে হয়। তা বাছা, এমন নিষ্ঠুর তুই ! সারা রাতটা আমাকে ঘুড়িয়ে মারলি ?

শ্রামলী। অবিশ্বাস ক'রছিস্—কেন বাছা ? সে খুব ভাল মাণিক। অমনি অমনি পেয়ে গেছিস্, তাতে আবার দুঃখ কি ? তো হ'তে ত কোন কাজ হ'ল না। এই দেখ, এখনো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

স, মা। এ রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, তাতে কার অপরাধ বাছা ?

শ্রামলী। অবিশ্বাস করিস্—ঘরে যা। বহুমূল্য মাণি—রাজার ঘরের ধন।

স, মা। আর বাছা, ডাফা কাকিটে দিলে, অবিশ্বাস না ক'রে কি করি ! একটা মাটির মাণিক দিয়ে, চোখে যেন ধুলো দিয়ে, সাত রাজার ধন মাণিক চ'লে এলে—অবিশ্বাস না ক'রে কি করি ?

শ্রামলী। তুই ব'লছিস্ কি ?

স, মা। আর বলাবলি কি !—মাটির মাণিকে আর ঠকচি না।

শ্রামলী। বেশ, ঠকা বোধ করিস্—কিরিয়ে দে !

স, মা। এই নে বাছা, আঁচলেই বাধা আছে। (মাণি প্রদান)

শ্রামলী। বেশ, আর কেন তব দাঁড়িয়ে রইলি ? চ'লে যা।

স, মা। দূর—জাকা ছুড়ী !—চ'লে যাব ব'লেই কি, এই পাঁচ ছু'কোশ রাস্তা হেঁটে, তোকে মাণিক ফিরিয়ে দিতে এলুম ? তুই কোথাকার বোক। মেয়ে ! নে—সঙ্গে চ'।

শ্রামলী। কোথায় যাব ?

স, মা। যেখানে হীরের ছাইয়ে দাঁত বসবি, মুক্তোর চুণে পাণ খাবি, সেগার দেলায়

দুলাব, গোলাপের পাপড়ীর তাকিয়ায় হেলান দিবি ।

শ্রামলী । সে কোথায় ?

স, মা । এই আমাদের নবাবের রঙ-মহল ।

শ্রামলী । দুর্গা, দুর্গা । নে—পথ ছাড় ।

স, মা । চাটস্ কেন ছুঁড়ী ? শেন্ন না ।

এই সাতটা মুল্লুকের আসল মালিক হবি তুই ।

নবাব হবে তোর গোলাম । নবাব তোর জন্ত একেবারে পাগল হ'য়েছে ।

শ্রামলী । বলিস্ কি !—আমাকে না দেখেই ?

স, মা । কি জানি, স্বপ্নে কেমন ক'রে তোকে দেখে ফেলেছে । দেখেই পাগল,—বলে এনে দাও ।

(কেরানবতের প্রবেশ)

ওরে কেরানবত ! স্বপ্ন রূপে নয় রে । এ যে কোহিনুর ! কথার ঐকিত্য—টুকটুকে টোট টাকি মুখখানি থেকে নুক্ত ঝ'রছে !

কেরা । বল কি বিবি ?—কিগো বিবি ! নবাবের ওপর রাগ ক'রে যাচ্ছ কোথায় ?

শ্রামলী । না, সন্ন্যাসপণ্ডিত !—অবলা বিপদা ।—মহাবিদগে মনি রেখে মা ! সোঁদা-মীর অব্যাপ হ'য়ে এসেছি, দেখো মা ! তোর যেন লজ্জার মুখ না হেঁটে ক'রতে হয় ।

স, মা ! চূপ ক'রে রইলি কেন—চল । রোদুর উঠে পড়ে—মারা রাত দুপুরে মেয়েছিল—কোমর খ'সে যাচ্ছে । (আড়মোড়া ভঙ্গিতে ভাবিতে) নে—আয় ।

শ্রামলী । নিয়ে যাবে কে ?

কেরা । এই যে গোলাম হাজির বিবি !

শ্রামলী । তবে তত্ত্বান্ আন—হেঁটে যাব ?

কেরা । এই কাঁধে ক'রে নিয়ে যাব বিবি !

স, মা । গায়ের ভেতর টুকু পর্য্যন্ত হেঁটে চল—সেখানে পাক্সী ডেকে, নিয়ে যাব !

শ্রামলী । কিন্তু আমার একটা পণ আছে—আমাকে নিয়ে যেতে হ'লে আমার হাত ধ'বে নিয়ে যেতে হবে ।

স, মা । ওও আবার একটা কথা কি ! নে—আমার হাত ধব । (হস্তধারণের উদ্দেশ্যে)

শ্রামলী । আর না যদি পারিস, তাহ'লে নাকটি আমাকে বক্সিস্ দিয়ে যেতে হবে ।

স, মা । (পিছাইয়া) সেকি কথা ?—আরে ম'ল, সেকি কথা ?

শ্রামলী । কি ক'রব বাছা ! এ আমার পণ । যেতে প্রস্তুত—কেরা নিয়ে যেতে পারলেই হয় ।

স, মা । ওরে কেরানব ! ছুঁড়ীতে কি বলে শেন্ন না ।

কেরা । হাঁ হাঁ—ওতে আমি খুব রাজি । (ভাল হুকি) হাম্ লে যা'য়েছে । বল কোন হাতটা ধ'রতে হবে ?

শ্রামলী । না থাক, গরীব—পয়সার জন্ত এসেছিন গোলামী ক'রতে । না থাক, পথ ছাড়—আমি চ'লে যাই ।

কেরা । সেকি বিবি !—ভাড়বো কি ?

শ্রামলী । তবে ধব—কিন্তু বুঝে দেখ,—তামালা ক'রছি না—নাকটি দিতে হবে ।

কেরা । নাক কেন বিবি । তোমাকে জান পণ্যস্ত দিতে প্রস্তুত । তুমি মেয়েহ'লে ক'রে নিলেই হয় ।

স, মা । হায় হায় !—ছুঁড়ীটের দেগছি মাথাটা খারাপ হ'য়ে গেছে ! নে—আর ভাই আর পাগলামি ক'রিস্নি—চল ।

(শ্রামলীর হস্তধারণের চেষ্টা)

শ্রামলী । তবে যে বেটী কন্দ্বি । গায়ে হাত দিবি কি—ছুঁবি কি !—(দ্বার মার কেশ ধারণ) ।

স, মা। হাঁ হাঁ হাঁ ছাড়—ছাড়—উঃ—
ছাড়—আরে ম'ল ছাড়—গেছি গেছি—ছাড়—
ওরে বাবারে, ছাড়—ওরে কেবামতে দেখছিস
কি!—উঃ—ছাড়।

কেরা। আরে বৌ ক'রিস কি!—হাঁ হাঁ
ক'রিস কি—ক'রিস কি?

স, মা। ওগো ধরনাগো—মেরে ফেলে
দে গো!

কেরা। তবেরে বৌ!

শ্রামলী। তবেরে বৌ! (সখার মাকে
ছাড়া কেবামতকে ধারণ)

কেরা। আঃ—উঃ—গেছি গেছি—আর
না!—মেহেরবাণী বিবি—ছাড় ছাড়।

শ্রামলী। গেরস্তর মেয়েকে পাখে বেরতে
দেখলে আর কখন তামাসা ক'রবি?

কেরা। দোহাই বিবি!—মেহেরবাণী!—
আরে বাপ!

স, মা। ওগো—কে কোথায় ছাড়—
বাটাও না গো!

শ্রামলী। এখনও বল্।

কেরা। উঃ—উঃ আর বাপ!

স, মা। ওগো ভালমানবের ছেলেকে
মেরে ফেলে দে গো!—ওগো কে কোথায়
ছাড়—বাটাও নাগো!

নেপথ্যে। ভয় নেই—ভয় নেই।

শ্রামলী। বল, এখনও বল্—নইলে খুন
হ'ব।

কেরা। আর ক'রব না!—দোহাই দানা
বিবি! আর ক'রব না—দোহাই জিনি বিবি!
—আমার কিসে, আর ক'রব না। ওরে
বাঁদে!

• • • (হুলিয়ায় প্রবেশ।)

হুলিয়া। ভয় নেই—ভয় নেই।

স, মা। ও বাবা—বাঁচাও বাবা!—কি
ডাকাতে ছুঁড়ী বাবা!

হুলিয়া। কি বিপদ—সীলোক!

স, মা। হাঁ বাবা, সর্ব্বনেশে সীলোক বাবা
—পুনে মেয়ে। আগে হাতটা ওর চুল থেকে
ছাড়িয়ে দাও ত বাবা! তার পর হাত পা বেঁধে
দিয়ে দাও। বৌকে চাণ্দোলা ক'রে দেশে
নিরে ঘাই।

শ্রামলী। বা, তাকে কমা ক'রলুম—
তোর পাপের উপযুক্ত দণ্ড দিলুম না—কিন্তু
সাবধান! বেন মনে থাকে।

হুলিয়া। হু হুটো লোক চীৎকার ক'রছে
একটা মেয়ের ম'রে। আরে কেও—কুই?
—কি সর্ব্বনাশ!—কুই?

স, মা। ও জটিকুড়ীর বৌ!—আর
দেখছিস কি? বুঝতে পারছিস না?

[কেরামত, সখার মার পলায়ন।]

হুলিয়া। নে, আর এখানে থাকে না—
চ'লে আর।

শ্রামলী। বা—আমি তোঁর সঙ্গে যাব না।

হুলিয়া। মাক্ কর শ্রামলী! হাত জোড়
ক'বুছি—এসেছিস ভালই ক'রেছে—নইলে
তোকে অনিতে আমার আবার ফিরে দেশে
হেতে হ'ত।—চ'লে আর—কি অপূর্ণ সামগ্রী
আমরা পেয়েছি—দেখবি আর। কানিসনি
ভাই! যথার্থই তোকে সঙ্গে না এনে আমি
অপরোধ ক'রেছি!—মার্জনা কর্। শক্তি-
অরুণিণী! বুঝতে পারিনি। আগে তরঙ্গ উঠে-
ছিল—সে তরঙ্গ আমি রোধ ক'রতে গিচ লুম
শ্রামলী! আমার মার্জনা কর্।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বনমধ্যস্থ পর্ণকূটীর ।

পরীবাণ ।

গীত ।

সে যে অতীতের স্মৃতি সমধর ।

সরস বীণার সঙ্গরণ হর ।

বড় প্রিয় ছবি প্রোতের রবি,

ধীরে ধীরে যেন উদ্ভব ।

সে যে মনস্তপে মল্লিকিনী ধারা,

অঁধার সাগরে শুভ প্রব তাঁরা,

মান করি তুলি সিঁধাতার তুলি,

দ্বিগুণ দ্বিগুণ তাই অঁকিল ।

চাঁদ সিঁহাসন, ছাঁদ রাজধান,

মণি মুক্তহার অনল ভিষক,

আমি প্রেমরসিক, তব অভিমানে,

সকলি বহিল সকলি ভুবিল ।

তাঁ হবার যাব কিছু ত না হবে,

তাঁই মিশে যাবে আত্ম বেডবে,

জয় প্রেমমহা, বকপা-আনয়,

রক্ষা পায় কলি ফুটিল ।

(মরিল কি কলি বহিল ?)

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু । পরী—বোন ! তোমার একটা

কথা জিজ্ঞাসা করব ?

পরী । বল ।

রঘু । বেশ বুঝে জবাব দাও ।

পরী । কি, বল ।

রঘু । এমন কি'রে অনিশ্চিত জীবন নিয়ে
ঘোরার চেয়ে, একটা স্থিরির উপায় দেখলে
হয় না ?

পরী । কেন, বেশ তা'আছি ভাই !

রঘু । এই কি থাকা ?—এই কি নবাব-

নন্দিনীর যোগ্য স্থান ?—এই কি নবাব-নন্দিনী'র
যোগ্য অবস্থা ? অতি বড় দীন যে, সেও এ
অবস্থার কামনা করে না । এই কি নবাব-
নন্দিনীর যোগ্য আহার ? কাঁরাগালের 'বলীও
বুঝি এর চেয়ে স্নাতাছে আপনার ক্ষুধিবৃত্তি কর্তে
'অবসর পায় ।

পরী । কথায় কথায় ভুলে যাও—আমি
যে এখন আকাশ-হলাশ্রয়ী ঋষির নন্দিনী ভাই !
আনন্দ যে আমার দাসত্ব করে !

রঘু । বটে, কিন্তু আমরা তোমার এ
অবস্থা দেখতে পাচ্ছি না বোন ! পিতা মশ-
পীড়িত, বলদেব মৃতপ্রায় ।

পরী । ভাল, কি রকম করে স্থিতি হবে ?

রঘু । লুকিয়ে আছি—বেকুবীর পথ পাচ্ছি
না । যদি পাষণ্ড কোনও রকমে টের পায়,
তাঁহ'লেই সর্বনাশ । তখন তোমার রক্ষা করা
বড়ই কঠিন কার্য হ'য়ে পড়বে । বেশ
বুঝে দেখ ।

পরী । নাই বা রক্ষা হ'ল ! যদি একান্তই
অশক্ত হও, তাঁহ'লে তোমার ভগিনীর দেহ জাফ-
রের কাছে যেতে পারে, প্রাণ যাবে না ।

রঘু । কিন্তু আমরা যে কোন তোমার
সম্মেলিত ত্যাগ করতে পারছি না !

পরী । বেশ, আমরা কি কর্তে পারি ?

রঘু । তোমায় কিছু কর্তে বালি না !—
প্রভু যদি আমার একটু নিশ্চিত হ'তে পারেন,
—দারিদ্রের হাত থেকে নিস্তার পেয়ে কোন
রকমে যদি একটু সঞ্চল হ'তে পারেন,—কুটীর
ছেড়ে আবার যদি নিজের অট্টালিকায় গিয়ে
বসতে পারেন,—তাঁহ'লে ভগিনী, এ জীবনে
দুর্ঘ্যাকে পর্যন্ত তোমার মুখ দেখতে দিই না ।

পরী । আমি বুঝতে পারছি না—ক'রে
তাঁও কি ?

বধূ। নরায়ণ জাকরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করি! তাহ'লে পিতা আবার স্বপ্নে প্রতিলিত হন।

পরী। সে সন্ধি ক'রবে কেন?

বধূ। সে ভরসা আমার আছে। অনন্ত রাগকে যদি সে বন্ধু পায়, তাহ'লে আঁকর আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করে। বন্ধুরূপে পাবার প্রত্যাশা নেই ব'লেই, তার এত অত্যাচার।

পরী। তাহ'লেই যে আমাকে বন্ধা করতে পারবে, তার বিশ্বাস কি?

বধূ। হোমার অস্তিত্ব জানবে কে? অনন্তরাগের অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রবে—সহিস্কার? (পরীর চ'ক্ষে অকল দান) কেদোনা ভগিনী, শুদ্ধমাত্র হোমার মত জানবার জন্ত জিজ্ঞাসা ক'রেছি—তোমার মনে আঘাত দেবার জন্ত নদ। হোমার ভূপ্তির জন্ত রাজ-ঈশ্বরের নতুনক পদাঘাত ক'রে সরিষাকাকে চিরদিনের জন্ত আত্মীয় ক'রতে পারি। পথে পথে, তরুতলে, বিজন অরণ্যে, মরু প্রান্তরে বাস ক'রতে পারি, নতুনক সহাস্ত বন্দনে আলিঙ্গন দিতে পারি। হোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তাহ'লে আমরা যা আছি, তাই রইলুম।

পরী। অনন্তরাগকে পিতা ব'লেছি, তোমাদের ভগিনীর স্থান গ্রহণ ক'রেছি। আমার পিতা, আমার ভাই—একটা গোলামের কাছে মাথা হেঁট ক'রবে?

(জামলার প্রবেশ)

জামলী। কখন না—কখন না। পা রাখবার স্থানে মাথা ছোঁয়াবে! কখন না।—ওরা না রাখতে পারে, আর পরী আমার কাছে আর। ওরা অট্টালিকার মালুম, অট্টালিকার বাক। আমরা ভিখারিণী,—মায় পরী,—আমরা আকাশ তলে আশ্রয় গ্রহণ করি।

বধূ। একি, কে তুই?—এখানে কেমন ক'রে এনি?—ছায়ামূর্তি—না সত্য সত্যই জামলী!

জামলী। না, দাদা। ছায়া নই—কারা—সত্য সত্যই তোমার পোড়ারমুখী জামলী!

বধূ। জামলী!—এ যে অসম্ভব জামলী!

জামলী। নারীর অসম্ভব কি?

বধূ। দেবতার অপোচর স্থান—কে তোকে সংবাদ দিলে?

জামলী। কার নাম ক'রবে?—তিনি দেবতার দেবতা—যিনি অশ্বটনঃঘটনপটায়নী—সেই ভবানী।

বধূ। ও! দুলিয়া।

(দুলিয়ার প্রবেশ)

দুলিয়া। দোহাই ধর্ম্মাধার! আমি নই।

বধূ। বেশ ক'রেছিস—তাতে লজ্জা কি ভাই?

দুলিয়া। না মহারাজ! আমি এর কিছুই জানি না। বাস্তব মাঝে একটা লোক জাহি ত্রাহি চাঁৎকার ক'রছিল। মনে ক'রলুম, হয় ত কাউকে বাঘে দ'রেছে, না হয় ডাকাতেরে হেঁড়াচ্ছে। গিরে দেখি—দোহাই মহারাজ! গিরে দেখি—বাঘ নয়—ডাকাতও নয়—তোমারই ভগিনী জামলী! [দুলিয়ার প্রস্থান।]

বধূ। এসেছিস, কিন্তু আমার অবস্থা বুঝতে পারছিস কি জামলী?

জামলী। কতক কতক।

বধূ। কিছুই বুঝতে পারিনি জামলী! যে আমার সমুখে দাঁড়িয়ে—জানিস এটিকে? জামলী। ভাইকে দর্শন ক'রতে এলে যে দৈবজ্ঞ হ'য়ে আসতে হয়, তা কেমন ক'রে জানি? তবে পথে আসতে আসতে দুলিয়ার কাছে শুনেছি যে, নন্দরা আমাদের একটি বোন উপহার দিয়েছে! তার নাম পরীবাথু।

পরী । আমি এক পিতৃহতাহীন অভাগিনী ।
এরা দয়া ক'রে আমার পিতৃহতের ও ভ্রাতৃহতের
ভার নিয়েছেন ।

রঘু । না শ্রামলী ! পরীর ভ্রাতৃহতের ভার
গ্রহণ ক'রে আজ আমি গৌরবাদি—আমার
জীবন সার্থক । একদিন যার নাম শুনে, গুজ-
বাটের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমগ্রমে মন্তক অবনত
ক'রত, ইনি সেই মহাত্মা নবাব মামুদসার এক-
মাত্র নন্দিনী পরীবাণু । কিন্তু ভগবান্ অযোগ্য
পাত্রে ভার নিয়েছেন ! ভগিনীর মর্যাদা রাখতে
পারব কি ?

শ্রামলী । যতক্ষণ দেহে শ্রাণ থাকবে,
ততক্ষণ ত রাখবার চেষ্টা ক'রতে হবে । শ্রাণ
যায়,—নিরুপার । তখন ত আর তুমি আমি
দেখতে আসছি না ! কি বলিস পরী ? পলক-
মাত্র সময়ের জ্ঞানও বারি দর্শন-লাভ বহুভাগের
কথা, সেই প্রতাপশালী নবাবের কথা আজ
দরিদ্রের আশ্রয়ে ! কে পাঠালে দান ? নবাব
যখন জীবিত ছিল, তখন এই বালিকার ঘরে
স্বর্গাকিরণও যদি প্রবেশ ক'রতে চাইত, তাহলে
বোধ হয়, তাকেও লাঞ্চিত হয়ে ফিরে যেতে
হ'ত । কিন্তু আজ নিদাঘ-তপনের প্রথর দৃষ্টি,
হিংস্র জীবের বিলোল রসনা, পিছাতের লোভ,
দস্যুর অত্যাচার, সকলে চারিদিক হ'তে তোমার
প্রতীক্ষায় ! কিন্তু সে মহিমাক্রান্ত নবাব
কোথায় ? আদরের কলার অবস্থা—শত অবৈ-
দনেও আর নবাব দেখতে আসছে না । স্বয়ং
রাজেশ্বর যার মর্যাদা রাখতে পারলে না,
আমরা তার কি ক'রতে পারি ? তবে ভাই, এ
কর্ণভঙ্গর জীবন নিয়ে আবার অযোগ্যতার
আক্ষেপ কেন ?—তাহলে আর পরী কাছে
আয় । বহু রমণী—ভিত্তিরী—এ সুপূর্ব
সকলোতে জ্ঞানশূন্য—আয় ভাই, কাছে আ—

আমাকে তোর ভগ্নীর স্থান দিও । আমি
মহানন্দীর অধিকারিণী হ'য়ে, একদণ্ড ব্যাপী
জীবনের ভিতরে শত বৎসরের পরমায়ু আনন্দ
ক'রে রাখি ।

পরী । এস বোন, হৃদয়ের এক প্রান্তে স্থান
দিতে, আমার এই কৃচ্ছ—অতি কৃচ্ছ হৃদয় গ্রহণ
কর । অরণ্যে এসে এখন আমি শত স্রাট
নন্দিনীর ভাগ্য পেয়েছি । পূর্ব জীবন সাধ
ক'রে ভুলে গিয়েছি । ক্ষমা কর বোন—
নিজেকে অভাগিনীকে বলে আমি নারীজীবনের
অমর্যাদা ক'রেছি ।

শ্রামলী । পিতা কোথায় ? বলদেব ভাই কই ?
রঘু । এই কুঠীরেই সন্নিকটে, এক গাছের
তলায় তাদের বসবার স্থান ক'রে দিয়েছি ।
শ্রামলী । আর বোন, পিতৃদর্শন ক'রে
আসি ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

তরুণ ।

অনন্ত ও বলদেব ।

অনন্ত । রঘুবীর সন্তান আমার । পুত্রজ্ঞান
পূজনেহে জননী তোমার, কত যত্নে
শৈশব হইতে হারে ক'রেছে পালন ।
কোন জাতি, কি কার্য পিতার, কোন দুঃ-
দেশ হ'তে আগমন তার, আজীবন
ক'রেছি গোপন । নগরবাসিনী পিতা—
দক্ষিণাত্যে রাজেশ্বর বীর বিশ্বনাথ,
দম্ভাকার্য ছেড়ে, প্রভুভক্ত ভৃত্য মত—
ছায়া যথা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে আমার ;
মহল বিপদ হ'তে ক'রেছে উদ্ধার ।

এক দণ্ডে ছেড়েছে কামনা । এক দণ্ডে পাশরিয়া অস্তিত্ব আপন, রাশি রাশি অমলা রক্তন,—অজীবন দশ্যতার নত উপার্জন—সমস্ত দরিদ্রে ক'রে দান, আমার আদেশে দারিদ্র্য ক'রেছে সার । মৃত্যুকালে দুটি শিশু সম্বন্ধনের ভার, মোরে ক'রে গেছে সমর্পণ । পুত্র এমন অজ্ঞান আমি রেখেছিলাম তারে, বাল্যে রণ ভূতাজ্ঞানে দেখেছে পিতারে ছিন্ন পুত্রহীন,—ব্রাহ্মণ-দম্পতী মোরা । দহাপুর পেয়ে, সুলক্ষণ—স্বয়ংভাগ্য বালকে পুত্রকে দিছি স্থান,—রঘুবীর কোট সন্তোদর । হারানিদি, সুলক্ষণা নামলী ভগিনী ভোগ । রঘুবীর-মুখে আপন বংশের মুখ করি নিরীক্ষণ । ভাই বোনে কাছে বসাইয়া, জনাইয়া শিখাইয়া, আমি পবিত্রতা গণ্টিয়াছি ভীলের কুমারে ; ঋষিকণা রচিয়াছি ভীলের কুমারী । স্বামিতে কুমার দিছি সর্বস্বলক্ষণ । কামনার অপূরণ বিদ্ধমাত্র রাশিনি দাহার । বল নেপি বাপ : আজি জীবনের সীমাক্ষে আসিয়া, কিবা কোভে, কোন প্রাণে রঘুরে কণিব মোর ভীষণ তরর !—স্বরণে অন্তর কপে থর থর । আমার আদেশে ছাড়ি পথময় জ্যোতিষায় ব্রাহ্মণ জীবন, রঘুবীর যদি পুনঃ পশে অন্ধকারে, আমার কথায়, এত উচ্চ স্থান হ'তে যতপি পতন হয় তার, বলদেব বাপ, হবে ব্রহ্মহত্যা পাতক আমার ।

স । তবে পিতা, অপদ্রাভে দিবে কি জীবন ?

• অগোরাঙ্গি জীবনের আশঙ্কা বহিয়া,
ইহোরাঙ্গ দারিদ্র্যের হাতনা সহিয়া,

শিলা জলে, প্রবল বাতায়, অশনির
ওলে তলে মস্তক রাখিয়া, ভারাক্রান্ত
হৃদয়ের সনে, বনে বনে সাধ ক'রে,
করিবে ভ্রমণ ? যেথা যাবে, সঙ্গে যাবে
সেখানে তাড়না—তুলিতে ক্ষুধার গ্রাস
মুখে উঠিবে না—এ ভাবে চলিবে কত
ক্ষণ ? পিতা, ভয়দেহে কতক্ষণ
রহিবে জীবন ? শক্তিমান ভাই মোর
ইচ্ছা যদি করে, শমনের মুখ হ'তে
আনিত সে পারে চিনাইয়া ! তবে কেন
হুঁহুয়া জাকর, যমের কিঙ্কর সম
অসঙ্কোচে নুবিবে পশ্চাতে ? বল পিতা
সহি তা কেমনে ? পিতা, একবার বল—
পায়ে ধরি, বল একবার,—রঘুবীর,
অপদ্রাভ হুঁহু হ'তে, রক্ষা কর মোর !”

অনন্ত । হকি, হকি ! কারে দেখি রঘুবীর সনে ?

(রঘুবীর ও শ্রামিলীর প্রবেশ)

শ্রামিলী, শ্রামিলী ! এস মাগো ! বিপদের
দারুণ পীড়নে, নিপীড়িত হাতা পিতা
তব । এ হেন দারুণ দুঃসময়ে, কোথা
হ'তে বিধাতা আপনি, নৈপেছে পিতার
করে বিপদা-রমণী । বড়ই কাতর-
কণ্ঠে আজ, উদ্বিগ্ন চেয়ে ডেকেছি সহায় ।
মা শ্রমণী দাসী তার ক'রেছে প্রেরণ ।
জ্ঞাননি ! বুঝিয়া লও ভার ।—কিন্তু মাগো !
এখানে কেমনে এলি ? কে দিলে সংবাদ ?
এ হেন ভীষণ স্থান, কি ক'রে শ্রামিলী
বাণী ! পাঠলি সন্ধান ?

শ্রামিলী । কি জানি কেমনে,

সহসা হইল পিতা মন উচাটন ।

ব'দে আজি ঘরে, কে যেন কঠিন করে
আকস্মিক কেশে, আনি এই বনবশে
শিশু পাদপদ্মমূলে দিচ্ছে কেঁদিয়া ।

অনন্ত । ক্রান্তিভরা মাথের বদন ! বলদেব,
 যাও মাঠে ল'য়ে—বিশ্রাম করহ দান !
 শ্রামলী । এস ভাই ! বছরদিন পরে, ভাই বোনে
 পুনরায় মিলেছি যখন,—চল সাথে—
 বসিয়া নিরুজ্জনে, সংসার বিশ্ব্তিভরা
 বজ্রবধু উপকথা করাব শ্রবণ ।

[শ্রামলী ও বলদেবের প্রস্থান ।

অনন্ত । ভাল কথা, কি করিলে হির রঘুবীর ?
 রঘু । দুর্জনে যেখানে থাকে, কর্তব্য সে স্থান
 পরিহার । দেশ ছাড়ি, অজ্ঞাত গমন
 আমি করিয়াছি স্থির ।

অনন্ত । কিন্তু রঘুবীর, জন্মভূমি স্বর্গের ঈশ্বরী !—জ্যেষ্ঠ পুত্র
 তুমি বুদ্ধিমান । মন্ত মাতঙ্গের বল
 বিদ্যতা ক'রেছে দান । এমন সহায়
 মোর, বার্কক্যে যুবার বলে বলীমান
 আমি । এ বৃদ্ধ বয়সে বাপ, তরুণের
 ভয়ে, চৌরভাবে মাতৃপরিহাণ ভাগ্যে
 ভিল কি আমার ?

রঘু । প্রভুপথে গুনিয়াছি—

জননি-জঠর হ'তে বিচ্যুত যে শিশু,
 তার জন্মভূমি—হৃতিকা-গৃহের কোণে
 বিঘত প্রমাণ স্থান । যেমন বিকাশ
 পায় প্রাণ, সেই সঙ্গে জন্মভূমি বাড়ে
 দিনে দিনে । ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ কলেবরে,
 ছোট্টে ভূমি দরগী-সীমার । শিখায়েছ
 নিকাম কামনা ; তবে, আজ কেন দায়ে
 এ ছলনা ? ভিক্ষা মাগি পায়, তাগ শিক্সা
 দিয়াছ আমার । নীচ আমি, ভিত্তি ভাল
 নয়, আদেশ কর না দাসে । আসিয়াছ
 লয়ে মহাপ্রাণ । ভীলকন্যা আত্মহারা,
 উন্নত ছুটিয়াছিল মরণের পথে,
 করুণায় ধ'রে তারে হে করুণাময়,

অঞ্জলি পুরিয়া দিচ্ছ করিয়া দান,
 মিটায়ে দিয়াছ তার অকাজনার ক্রমা ।
 পুত্রে তার আত্মজ-আদর ঢেলে, কোলে
 নেছ তুলে । কর্তব্য সাধনে, দলিয়াছ .
 অন্নান বদনে, ঐশ্বর্যের আলাময়ী
 অস্ত্রের রেখা । পায়ে ধরি পিতা, দেখ
 চেয়ে, কোথায় তোমার স্থান । পদধেগু
 প'ড়ে আছে ত্রুণাও ব্যাপিয়া—ভিক্ষা আশে
 গ্রহশলী নীরবে চাহিয়া—মিলিল না
 শ্রীচরণ সীমার সন্ধান । কোথা আমি ?
 অতি তুচ্ছ কোথায় জাফর ? কোথা কুদ
 সে গুজ'র—সেকি তোমারে ঘেরিতে পারে ?
 প্রকাণ্ড প্রান্তর লয়ে, লয়ে বন, লয়ে
 উপবন, সুনীল গগনস্পর্শী লয়ে
 শৈলমালা, বিদ্যতার স্মৃতিকাল হ'তে
 আছে বাঁধা ত্রাণের পর । এস পিতা !
 পুত্র কত ল'য়ে সে গৃহের এক পাশে
 লইয়া আশ্রয়, সংসার-যাতনা যাই
 তুলে । যেবা মহাপ্রাণ, সাগর-মেঘলা
 ধরা জন্মভূমি তার ।

অনন্ত । করহ বাত্রার
 আয়োজন । ততক্ষণ নন্দী-সন্নিবে
 সমাপিয়া সন্ধ্যা-কাগি আসি রঘুবীর ।
 [উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

নদীতীরস্থ পথ ।

সখার মা ।

স, মা । এ পথে গেছে ?—না । নদীর
 দিকে গেছে ? না । তবে কোথায় ?—
 উপে ?—না । সন্ধান ক'রলুম, হাত ধ'রলুম—

স'রে গেল!—অমনি অমনি নয়—ঠেড়িয়ে গেল!—সুধুই মার খেয়ে ম'লুম—কাজ হ'ল না। আমিই মার!—আমি নবাবনী—আমি একটা উচকা মেয়ে এসে ঠেড়িয়ে গেল!—শোধ নিতে পারব না? সখার মাকে মার—জবাব দিতে পারব না?—কোথায় গেল—এ দিকে? না!—ওদিকে—না! বনে? হুঁ! বন চু'ড়ব—মাটি খুঁড়ব—আকাশে উড়ব—যেখানে পাব, সেখানে থেকে খ'রে আনব। একি? বনের ভেতর থেকে বেরোয় কে?—একি, দাওয়ান মশায়!—ঠিক হয়েছে, মা কালী মুখ চেয়েছে!—ঠিক জবাব—অপমানের ঠিক জবাব দেব—কখন ছাড়ব না! দোহাই মা, মুখ রেখো না—জোড়া মোব মা!

[অন্তরালে গমন ।

(অনন্তর গয়ের প্রবেশ)

গনন্ত । এ আমি কি ক'রলুম?—নর্যদার দীরে আসতে, পথ ভ্রমে, এ আমি কোথায় এসে প'ড়লুম? দীরে দীরে অন্ধকার চারিদিক থেকে ঝ'রে ঝ'রে সমস্ত স্থানটা গ্রাস ক'রে ফেললে! কি ক'রে আবার গভীর বনে প্রবেশ করি? কেমন ক'রে পথ পাই? সে যে বড় দুর্গম স্থান! কেমন ক'রে ফিরে যাই?—ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ—কে তুমি? প্রেতিনীর মত অন্ধকার আশ্রয় ক'রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছ—কে তুমি?

স, মা । এই আমি বাবা!

অনন্ত । অমন ভীষণ স্থানে কেন?—এদিকে এগিয়ে এস।

স, মা । কেমন বাধ বাধ ঠেকছে বাবা!

অনন্ত । কোন ভয় নেই। নিঃসঙ্কেচে এগিয়ে এস।—কেও, সখার মা?

স, মা । আত্মিক করবার জল ছিল না,

ভাই নর্যদা থেকে একটি জল নিয়ে এসেছিলুম।

অনন্ত । তা এত দূরে কেন সখার মা?

স, মা । এই ভিন্নরতি হ'য়ে গেছি বাবা! কাছ আর দূর বড় ঠাণ্ড ক'রতে পারি না।

অনন্ত । মিছে নয়, পাখিগের অত্যাচারে সমস্ত দেশবাসীকে স্থানশূন্য ক'রেছে, তা তুমি ত অবলা স্ত্রীলোক। ভাল, জল নিতে এসেছিলে, কলসী কই?

স, মা । আনতে আনতে পোড়া জল চ'লকে গেল ব'লে, মনের দুঃখে কলসী কোম থেকে স'রে প'ড়েছে বাবা!

অনন্ত । তাহ'লে এখন একলা যাে কেমন ক'রে?

স, মা । যেইটেই এই পথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, অ'র কলসীটা খুঁজছি বোধ হয় খাটে ফেলে এসেছি।

অনন্ত । বেশ—খুঁজে দেখ!

স, মা । গা যে জনচুম ক'রছে!

অনন্ত । আমি দাঁড়িয়ে ব'ইলুম!

[প্রস্থান

(সখারামের প্রবেশ)

সখা । হাঁ বর্জা! এদিকে সখার মা'র দেখেছ?

অনন্ত । নর্যদার ঘাটে কলসী ফেটে এসেছে—আনতে গেছে।

সখা । কেও, দাওয়ান মশায়!

অনন্ত । হাঁ, কি সংবাদ সখারাম?

সখা । পালাও—পালাও—দাওয়ান মশায়!—বেটী খাঁসাকোর চর। বেটী তোমার ঘ'রিয়ে দেবে—দিলে বকসিস পাবে!

অনন্ত । বলিস কি? তোর মার এ অধঃপতন হ'য়েছে?

সখা । আর বাবা ! মাথার খামিজ না
পাকলে মেয়ে মাক্সবের যা হয়, তাই হ'য়েছে ।
পালাও—বাবা, পালাও !

অনন্ত । কোথা যাই সখারাম ? ঘোর
হুকুম—আমি পথ হারিয়েছি ।

সখা । এস, আমার হাত ধর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(সখার মা ও লাস্তিয়ানগণের প্রবেশ)

স. মা । নির্ভয়ে আছ । ব'সুন একা—এ
সময়ও যদি কিছু না ক'রতে পারবি, ত ক'রবি
কবে ?

[সকলের প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল ।

(রক্তাক্ত কলেবরে সখারামের প্রবেশ)

সখা । কি—ক'রব ?—হ'ল না !—দাঁড়ান
মহাশয়কে ছিনিয়ে নিয়ে গেল !—রাখতে
পারলুম না !—মা'র খেলুম, মা'রতে পারলুম
না । কেন পারলুম না ?—সঙ্গে সখার মা !—
খার মার হুকুমে ডাকাত বেটারা দাঁড়ান
শায়কে বঁধিলে ! বুপে কাপড় নিয়ে কথা
ক'রে দিলে ! আমি মা'র খেলুম—দেখ-
ম, কিছু বলতে পারলুম না । কেন পারলুম
না ? মা'রতে গেলে আগে সখার মাকে
বিত্তে হয় । ডাকাত বেটারা কে ? সখার
র চাকর বইত নয় !—যদি বন্ধ হ'ত—হওয়া
চিত ছিল সে বেটার সঙ্গে । কিন্তু সখার মা
—সে বেটা সখারামকে গার্ড দ'রেছে—স্বর্গের
রয়ে উচুপারা নিয়েছে । সেই থানেন্ট হ'ল
পাল ! লড়াই ক'রতে মন এল—কিন্তু হাত
ল না !

চতুর্থ দৃশ্য ।

বনমধ্যস্থ কুটীর-প্রাঙ্গণ ।

রঘু । দেখ বলমেব, হিংসা কথা ছেড়ে দাঁও ।

তুলোনাকো জাকরের নাম । রাজ্যভোগ
অদৃষ্টে যতপি তার থাকে, তুমি আমি
বাধা দিলে, হইবে কি সে ভোগের শেষ ?

ধর্ম্মে হোক, লোভে হোক, অথবা দ্বিষায়
কৌশলে কুচক্রে হোক, বিনা রক্তপাতে,

কিন্তু হোক নররক্তে ধরঙ্গী প্লাবিতা,

হইবে কামনা পূর্ণ যখন যাহার,

বাধা দিতে তার, নর-শক্তি অতি হীন—

সম্পূর্ণ অক্ষম । পবিত্র গুর্জর রাজ্য,

আর্য্য ঋষি-রাজ ছিল অধীশ্বর বার,

সে রাজ্য পাঠান কোথা পেলেন ? মজাজুমে

স্বর্গোত্তাপে নিত্য দগ্ন বাহুময় স্থান,

আর তার মূল্যবান গজুর পাদপ

একমাত্র সম্পত্তি বাহার, সে পাঠান

স্বর্ণপ্রস্র ভারতের সহস্র বীরের

শিরে কি করিয়া পাতিল আসন ? তবে

কার রাজ্য কে ল'রেছে, আমি কেন মিছে

কার দন কাপে দিতে রাজদ্রোহী হব ?

বল । ভাল, রক্ষা কর পিতারে তোমার । যদি

পিতৃহানি ধর্ম্ম তব হয়, অপঘাত

হ'তে যদি রক্ষা তার করিয়া তোমার,

জাকরের প্রাণ লও । নহে পিতা মের

বাঁচিলে না ।

রঘু । বাঁচবার হয় যদি, পিতা

জাকরের সহস্র পীড়নে, বেঁচে যাবে !

অপঘাত হুত্ব যদি নিয়তি তাঁহার,

জাকরের রক্তে তাহা দৌত জাহি হবে ।

অপঘাত হুত্ব যদি নিয়তি তাঁহার,

তোমা আমি হ'তে তার প্রাণ যেতে পারব ।

বল। অসমর্থ কার্যের বিচার করে, মূর্খ দেখে
পাণ্ডিত্যে কালিমা। প্রাণ যার ধন, সেই
দেখে শৌর্য্যে বীর্য্যে পিশাচের লীলা।

বসু। ক্রুদ্ধ হইও না ভাই! ক্রুদ্ধ যেই, শুধু
আয়ুর্নাশ কার্য্য তার। পিতারে রাখিতে
যদি মানস তোমার, শাস্ত হও দেখ
চারিদার। ধীরভাবে প্রতিকার্য্য কর
আলোচনা। সুমিষ্ট ঔষধে যদি হয়
রোগনাশ, বিদ পানে কিবা প্রয়োজন ?
পূণ্যবলে বিজগৎ লভেছ জনম,
বর্গের মর্য্যাদা তুমি রাখহ ব্রাহ্মণ !

বল। হাতে পেরে কাল ভুজঙ্গমে, না ভাঙ্গিয়া
ভুগু মুণ্ড, ক্ষীরসরে ক'রেছ তর্পণ।
এবে আঁর করিয়া তারে, বাক্সি নিজ
বক প্রভুগলে, দেখাও সংসারে ভাই
অপূর্ব্ব মহাদ্ব্য-পরিচয়। দেখে যাক্
সমগ্র সংসার, দেখে যাক্ স্বর্গ হ'তে
দেবতা আসিয়া, দেখে যাক্ শাস্ত্রকর্তা,
দেখে যাক্, এক এক ধর্ম্ম-অবতার
আজন্ম তপস্কারিত মহিমগুণ,
দরংলে মহাপদ-প্রতিষ্ঠা কেমন !
আজ্ঞে পিতা নীরবে তোমার মুখ চেয়ে।
তোমার শক্তির পরে করিয়া নির্ভর,
নিশ্চিন্ত অন্তর, তব দত্ত উপহার
নদীর পুতলী হস্তে ক'রেছে গ্রহণ।
অতলের অন্তরালে, চিরছায়া মধ্যে
নিবসিয়া, জানে সে কোমলা বাংলা রবি
কর কভু আর পারিবে না পরশিতে
তারে। সে ত নাহি জানে কি ধর্ম্ম তোমার ?
ভাই, তারে কেন এ ছলনা ! বৃক পিতা
না হয় বজ্রার বশে, মহত্ব মায়ায়
আয়বলি দিল তব ধর্ম্মের সন্ধিরে !
● আলিঙ্গন কিবা অপরাধ ? জান যদি

মনে জ্ঞানে—প্রতিশেষ হইবে না যদি
সব যায়, বলদেব অনন্ত পরীরে
একে একে যেতে দেখে বাক্সন উদরে,
কেন তবে বৃদ্ধ-বিক্র-সন্তান-মায়ার
স্বর্ণ কুসুম-লতা দিলে জড়াইরা ?

বসু। কিবা তব অভিপ্রায় ?

বল। অভিপ্রায় কিবা ?
অভিপ্রায় ? বলি কারে ? অলে অবিরাম
প্রতিক্রিয়া অন্তরে অন্তরে। চিরস্থখী
স্থবির ব্রাহ্মণ, জীর্ণ শীর্ণ শোকে তাপে,
প্রাণ নায়ে বনে বনে করিছে হুমণ,
সংজ্ঞাশূন্য—যেন এ সংসারে কেহ নাই
তার। কার কুলিতা-বিবে জর্জরিত
প্রভু তব, প্রভুত্ব বীর ? কেন হত
স্থির ? সদা স্থিরতার পূণ্য নাই। ভাই !
সদা ক্রমা কাপুরুষে করে। তাই বলি
পুত্রদের প্রতিষ্ঠা লভিয়া বীর গৃহে
গৃহবাসী তুমি, বসুবীর, বক্ষা কর তারে।

বসু। ভাল ভেবে দেখি।

বল। ফের ভেবে দেখি।
বসুবীর, প্রতিকার্য্যে চিন্তায় যে জন
শক্তির নির্ভর করে, আত্মহত্যা তার
পরিণাম।—

(দ্বারামের প্রবেশ)

বসু। একি ?—কে তুমি ?—ক্ষতবিকৃত
কলেবর, সর্কারে কথিরবাণী—কে তুমি ?

সখা। ব'সু বাবা ! আমার এখন পরি-
চয় দেবারও সময় নেই, আর দেখবারও সময়
নেই। এখন তুমি কে, বল দেখি বাপদন
ঘম ?

বসু। আমি বসুবীর।

সখা। ভাই-নেই ঠিক হ'য়েছে। তাহ'লে
বাপদন ঘম ! তোমার ঘমদণ্ডী এই পরী

অনাথের কোমল স্বপ্নে একবার ঠেকিয়ে দাও ত ।

রঘু । কেও সখারাম ?

সখা ! এই যে বাপখনের মুন্সী চিত্রশঙ্করের বাড়ায় আমার নাম উঠেছে ।

রঘু । একি সখারাম ! এ প্রকার অবস্থা কেন ?—এখানে কোথা থেকে এলে ?

বল । কে তোকে সংবাদ দিলে ?

সখা । যমের বাড়ীর সংবাদ আবার কে দেয় বাবা ? নেয়েত—নেয়েত । তাই'লে প্রভু আচমন ক'রে এই গরীবের মাথাটার উপর একটু লোক করুন ।

রঘু । তোমার এরূপ অবস্থা কেন ?—কোন বিপদের সংবাদ এনেছ কি ?—এই বনের ভিতর কেহ কি তোমার প্রতি অত্যাচার ক'রেছে ?

সখা । অধম দাসকে আবার ছলনা কেন প্রভু ? প্রভু মনিব-ভক্ষণ কার্যেই নিযুক্ত থাকেন, একদিনের জন্ত একটা দাস ভক্ষণ ক'রে দেখলে ক্ষতি কি ? দাস ব'লে ভয় ক'রবেন না । শাকার ভক্ষণ কার্যে এ অঙ্গে যে অস্তি সক্ষম ক'রেছিলেন, দুচার বেটা লেঠে'লির অস্ত্রগ্রহে সেগুলো আজ ছাত্ত হ'য়ে গেছে ! হুস্তায় একবার যদি আপনি গুলে তোলেন, তাই'লে কলাই-ডাল মাথা অন্নগ্রাসের মত, এ দাস অমনি চেনা রাস্তায় চ'লে যাবে, আপনাকে তাকটি পর্যন্ত গিলতে হবে না ।

রঘু । লেঠে'লি কি ?

সখা । আপনায় দূত ।

রঘু । বল তোর এরূপ অবস্থা কেন ? বিশেষ যদি আহত হ'য়ে থাকিস, তাহ'লে এখানে দুদিন অপেক্ষা কর ।

সখা । সে কি বাবা ? আমাকে কি কই

মাছ পেলে যে ছাঙ্কার দিক্‌টা খোলে দিয়ে, মুড়োর দিক্‌টে জিইয়ে রাখবে ?

রঘু । চ'লে যা পাগলা । এ রহস্যের সময় নয় ।

সখা । আর বাবা ! তোমায় সত্যাচারেই পাগল হ'তে হ'য়েছে । শিলোত্তমা মূর্তি ধ'রে শুল্ক উপস্থল দুটো ভাইকে খেলে ! মা ভবানী সেজে শুস্ত নিশ্চয়ের স্ত্রী দুটোর সিঁথের সিঁদুর মুছে নিলে । সীতা মূর্তিতে রাবণটাকে সবংশে ধ্বংস ক'রলে ! পরশুসামীর আদরিণী—অভিমান এলান বেণী—আঠার অক্ষৌহিণীর ক্ষেত্রজ্ঞে জবজবে ক'রে ভিজিয়ে, তবে সে বেণী বন্ধন ক'রলে । আর কত বলব বাবা পঞ্চরাজ ? ছেলের কাটা মুণ্ড সেজে সিদ্ধুরাজের মাথাটা উড়িয়ে দিলে । মূল সেজে বহুবংশটাকে নক্তি ক'রে ফেললে । আর এই প্রভুদত্ত ভূত্যের মূর্তি ধ'রে অনন্তরাজকে মুখভক্তি করবার ব্যবস্থা ক'রছ ।

রঘু । সে কি রকম ?

সখা । আর রকম কি ? এই যে বচনে দেখে এলুম বাপখন যম !

রঘু । সে কি ?

সখা । এই যে বেদনাগুহার অস্ত্রচর—নামদে বেটার দেওয়ানজীকে ধ'রে নিয়ে গেল ।

রঘু । সে কি ?—কোথা ? কেন ?

সখা । এতক্ষণ চাই নামদে'র খপ্পরে ।

বল । এতক্ষণে বোঁগাছানে দুর্গল ভ্রাঞ্জন ।

রঘু । জামলী—জামলী—(জামলীর প্রবেশ)—এই একে নিয়ে গিয়ে—এখনি এর ক্ষতের শুষ্কতা ক'রে পাঠিয়ে দাও । বিলম্ব ক'র না । [সখা ও জামলীর প্রস্থান ।

বল । আর কেন ভাই ? পিতা গেছে বনের কারাগারে—দেবতা অনন্তরাজ অব্যক্ত

—আব কিরবে না।—উদ্ধার করতে হ'লে
রক্তশ্রোতে গুজরটি ভসিাতে হয় ! অযোধ্যা
সম্ভান আমি—পিতৃরক্ষার অসমর্থ। তাই
তোমার সহায়তা ভিক্ষা ক'রেছিলাম। এখন
কর্যশেষ। ভাই পিতার প্রতিনিধিত্ব নিজে
গ্রহণ ক'রে, আমি তোমাকে আমাদের রক্ষার
সকল দায় হ'তে নিষ্কতি দিলাম।

(প্রস্থানোত্তত)

রঘু। যাও কোথায় ?

বল। আর তোমার গলগ্রহ হ'য়ে থাকবে
কেন ?

রঘু। হায় উদ্ভাদ বালক ! মৃত্যুমুখে
ছোট কেন ?

বল। বিজ্ঞতা-আবর্তে প'ড়ে যদি কৃতজ্ঞতা
ডুব যায়, তা'হলে উন্নততার অপরাধ কি ?

রঘু। তোমার দিকে দৃষ্ট রাখি—সে সময়
আমার নেই। ফের—সাহস্রত্যা ক'র না।

বল। সাহস্রত্যা আর বাকী কি ?—
আমার বন্ধ—সম্ভান বংশল পিতা—তিনিই
বধন গেলেন, তখন আমি কই ?

রঘু। পিতা তোমার গেল—এ কথা
ব'ললে কে ?

বল। (অবজ্ঞার হান্ত) বেশ, না বান—
যদি ফেরেন, তখন আবার আসব।

অজ্ঞান বর্ষর ভীল পুরুষহীন !

আর কেন, ছেড়ে দাও পিতারে আমার।

[প্রস্থান।

রঘু। সত্য কথা ! তিরস্কার করিতে আমারে
বা বলিলে ভ্রাক্ষণকুমার, প্রতিবর্ণ
সহ্য তার ! ডুবে বসি গেল কৃতজ্ঞতা !
আজীবন বালকত্ব ল'রে, যদি আমি
থাকিতাম চিরমূর্ণ বর্ষর-সম্ভান ;
উদরপুরণ মার ভেবে, যদি আমি

শুদ্ধমাত্র আহার খুঁজিয়া—কভু চৌধো
কভু প্রাণিবধে, কভু দাসহে, ভিক্ষা—
যাপিতাম যোর চিরদিন ; নয়দেহে—
উদ্বুদ্ধ হৃদয়ে—প্রাণ ভরা আলিঙ্গনে
কিন্মা যদি করিতাম পণ্ডরে আপন ;
সুখ বসি থাকিত আমার ! কেন আমি
ভ্রাক্ষণে ভজিচ্ছ ? কেন আমি তাঁর কথা
ভুলে, আত্মপ্রশ্ন করিতে শিথিল ? বাপা—
শুধু বাপা—বাপা যেন জীবনে ক'রেছে
ক্রীতদাস। সময়ে কি অসময়ে, ভ্রমে কিন্মা
জ্ঞানে, কার্যো কি অকার্যো, প্রতিপদে বাপা
বাধে হুর্কল চরণ। হে বিধি ! সমতি
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার !
বিপন্ন ব্রাহ্মণ—আমি ভূতা। বিধিবস্ত
যে শক্তি আমার, হয় ত কণ্টক তার
মূলসহ উৎপটিতে পারি। নীচগৃহে
জন্ম মোর—আমার কি কাজ জনর্দ্দিন ?

পঞ্চম দৃশ্য ।

জাকিরের কক্ষ ।

জাকির, শঙ্খলাবন্ধ অনন্তরাও ও প্রহরীগণ ।

জাকির। পারবে না ?

অনন্ত। পারবে না।

জাকির। পারবে না ?

অনন্ত। কিছুতেই না।

জাকির। তুমি বন্দী, তোমার জীবন মরণ
এখন আমার হাতে ! বৃদ্ধ বয়সে অপঘাত মরণে
বুঝি শ্রেয়ঃ বিবেচনা ক'রলে ?

অনন্ত। অপঘাত মরণ আর কামনা করে
কে ? তবে বৃদ্ধ বয়সে পিশাচের হাতে ম'রতে
হ'ল বাটে।

জাফর। তুমি উন্মাদ। এখনও বলছি, তুমি যদি আমার কথা শোন, তাহলে আমার স্বপ্নদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পার।

অনন্ত। তুমি যেখানে নবাব, সেখানে দেবলই উপযুক্ত সচিব। অযোগ্যকে আর সে পদ দেবার প্রয়োজন নাই।

জাফর। তুমি হিন্দু হ'লে মুসলমান-কণ্ঠকে গৃহে স্থান দাও, এ তোমার কত বড় বেদাদবী!

অনন্ত। কি ক'ব্ব, অদৃষ্ট। রেখে ফেলেছি, এখন আর তাকে ত তাগা ক'ব্বতে পারিনি।

জাফর। তুমি তাকে জোর ক'রে ধরে রেখেছ। তার অনিচ্ছায়, বন্দিবীর ছায়া তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। যদি মঙ্গল চাও, যদি ভীষণ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে চাও, তাহলে পরীবাসকে আমার মুসলমানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দাও।

অনন্ত। মুসলমান হ'লে তোমার কাছে পাতাবার কোনও আপত্তি থাকত না। কিন্তু দে নরশিষ্ট নিশ্চিত, নিরীত প্রভুর বকে অস্ত্র মারিতে পারে, সে কি মুসলমান?

জাফর। জানি বুদ্ধ। কার সম্মুখে কথা ক'জ?

অনন্ত। চোরের সম্মুখে। একজন শক্তিমান রাজা, শত্রুদের বিধ্বস্ত ক'রে—রাজ্যে শান্তিওপন ক'রে,—অপনার গৃহে নিভা ঘটিছিল, যশিত তুফর! সেই অবকাশে তার সোণার রাজ্যটা অপহরণ ক'রেছে। যশিত প্রভুঘাতক! তোমায় আর অধিক কি বলব, এদেশে মানুষ থাকলে, চোরের যথোপযুক্ত শাস্তি হ'ত! সৌভাগ্য তোমার—রাজ্যে লোক নাই। আমি বুদ্ধ, চরণ-সঞ্চালনেও অপারগ, নহিলে এই মুহূর্তেই পদাঘাতে ওই অযোগ্য মস্তক থেকে রাজ্যের ভার অপসারিত ক'রে দিতাম।

জাফর। বদমাস্ কাকের!—(বিনাশিত অস্ত্র উত্তোলন) না—এ তোর উপযুক্ত শাস্তি নয়!—কৈ ছায়!—

(প্রহরীর প্রবেশ।)

এই বুড়ো বদমাস্ ডাকুকো ঠাণ্ডা গারোদে নিয়ে যাও। কা'ল ফজরে, বাজারের মাক-থানে—সকল লোকের সামনে, দেয়ালের সাঙ্গ গেথে মেরে ফেল। এক কোপে কাটিলে মরণের মজা টের পাবে না। যাও—জলদি সামনেসে লে যাও। কি বলব, তোর নিজের স্ত্রী নাই; থাকলে, এই এমন ক'রে (পদাঘাত) তাকে পদদলিত ক'রে, বান্ধার বন্দী সাজিয়ে এ অগমানের প্রতিশোধ নিতাম। যাও—লে যাও।

[প্রহরী ও অনন্তরাওএর প্রস্থান]

(অতীক দিয়া দেবলের প্রবেশ)

দেবল। কি ক'রলেন জনাব?

জাফর। কিসের কি ক'রলুম?

দেবল। অনন্তরাওএর কি ক'রলেন?

জাফর। দেয়ালে গেথে মারতে হুকুম দিলুম।

দেবল। সন্দেহ! ক'রলেন কি?

জাফর। কিরিয়ে আছন—ওনাব! কিরিয়ে আছন।

জাফর। কেন দেবল! ভয় পেচ্ছন না কি?

দেবল। কিরিয়ে আছন জনাব—ফিরিয়ে আছন। যতদিন না রঘুবীরকে ধ'ব্বতে পারছেন, ততদিন কারাগারে নিষেধ করুন, প্রাণে না'রবেন না।

জাফর। ও—সেই রঘুবীর! সেই গোলা-মের ভয়ে অস্থির হ'য়ে তুমি আমাকে নিষেধ ক'ব্বতে ছুটে এসেছ?

দেবল । জনাব ! যদি মঙ্গল চান, তা হ'লে তুমি রত্ন কখন—বৃদ্ধকে প্রাণে মার-
বন না ।

জাকর । এই রকম প্রাণ নিয়ে তুমি
প্রাণাশান ক'রবে ?

দেবল । প্রাণ থাকিলে ত শাসন ! সে
যুবীর থাকতে কিছু হবে না ।

জাকর । হবে না ?

দেবল । কিছুতেই নয় ।

জাকর । হবে না ?

দেবল । কিছুতেই নয় ।

জাকর । কৈ হয়—তা হ'লে আর এক
৬৩ বিঘা ক'রছি না । এখনই তাকে ফিরিয়ে
নামাটে সমুদ্রে তার জীবলীলার অবসান ক'রে
ছি । কৈ হয়—(নেপথ্যে হুজুর !)
যেনেকো ফিল্ লে আও ।

দেবল । দোহাই জনাব, উদ্ভাদ হবেন না ।

যুবীর !—সে ভীষণ রঘুবীর !—টক্ষে ক'রলে,
খনি ছাত্র থেকে ক'রে পাড়তে পারে,—
লে হাড়ে গজিয়ে উঠতে পারে । ফিরিয়ে
নিম—কাগারে নিবেদন করুন, দেয়ালে
ধরেন না,—না'রবেন না ।—জনাব !—
না ।

জাকর । কি হ'ল, কি হ'ল !

দেবল । আমি নই—দোহাই আমি নই ।

জাকর । কে তুই ?—কে তুই ?

(রঘুবীরের প্রবেশ ও দ্বারাব্যয়ান)

। চিন্তিতে কি পার জাহাপনা ?

আরে আরে ! তুমি যাও কোথা ?

(দেবল ও জাকরকে ধারণ)

একি, একি ! পাশপাশে

পুণ্যক এত কল্পবান ? নাও ব'স ।

ভয় কেন ? বিজ্ঞ দেওয়ান, এ রাজ্যের

ভার তব শিরে । কোমলা রমণী-প্রাণে—
পরশিরা পুরুষের অঙ্গ সমীরণ,

কদে যার তরঙ্গ ভাঙন, হেন নারী-

বক্ষ বুক ধ'রে, কভু রাজ্য কি শাসিত

হয় বীর ? মৃত্যু দেখে সহস্র-সংসারে ।

শোকভের কক্ষ চীৎকারে, ভরাগেছ

গুজরের নিস্তর-গগন । জানি ত হে—

সে বোদনে আছে প্রতিধ্বনি ? মহাকাব্যে

পূর্বকার আছে মহাকল ? ফল ল'তে

কম্পিত অন্তর ! ছি ছি বীরবর ! দেখ

চারিদিকে, কারা ছুটে কাতারে কাতারে

আমারে করিতে আবেদন ! জানচক্

করি উন্মীলন, চেয়ে দেখ নরানন্দ !

তীত্র-স্থিত ভীম আকর্ষণে, ওই দেখ

শত শত বিপত জীবনে উঠেছে কি

তীত্র কোলাহল ! প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—

প্রতিহিংসা গায় । বিদ্যাক তরঙ্গভরা

শোকাক্রান্ত অঙ্গলি, একবাক্যে ডিগা চার

প্রতিহিংসা—হত্যা বর জাকর দেবলে—

দেয়ালে দেয়ালে কোঁটা, হের করে

ঢল ধুগল নয়ে, সুখদারের করে

আবেদন—পিতৃহীনা—রক্ষা কর মোরে !

এই দেখ নবাবের বিমল বদন,

পার্শ্বে তার অমনি দুখিয়া, আঁখি চাঁদে

আমারে দেখার, শত আবেদনের বল

ইকিতে বাঁধিয়া, শুধু বলে, হত্যা কর

জাকর দেবলে ! কি করা কর্তব্য যো

অহুমতি কর জাহাপনা !

জাকর । তুমি ?—তুমি রঘুবীর ?

রঘু । ভূলে গেছ ? আমি রঘুবীর ।

জাকর । হত্যা আশে যদি আসা গভীর নিশায়,

এখনই প্রাণ লহ মোর, অস্ত্র কথা

নাহি প্রয়োজন ।

রঘু । কোন্ প্রাণে, কি সাহসে
বলিলে যবন ! ভোগভুজা মিটিল না ;—
নবাবে মারিয়া ধনে প্রাণে, তবু তব
তপ্তি আসিল না ;—হৃবির ত্রাঙ্কণ, প্রতি-
পদে কম্পিত চরণ, নিজের শরীর-
ভারে সর্বদা কাতর, বস্তুতে ক'রেছে
ভর,—প্রতিক্ষেপে বসিয়া রয়েছে বৃদ্ধ
মৃত্যু প্রতীক্ষায়, তবু তারে ঘরে রেখে
মন বুঝিল না !—এমন প্রাণের মাদ্য !
বুঝিয়াছ বুদ্ধে অসহায়, স্থির জান
বাঁচন মরণ তার তোমার রূপায়,
তবু, চুরি ক'রে এনেছ তাহারে ! এত
ভীত ! এমন জীবনে মাদ্য !—প্রাণ নিতে
কোন্ প্রাণে বলিলে জাকর ? একদিন
যে নাগরে ছিলে তাসমান, সে সিদ্ধুর
নাহি ছিল সীমা । নর্যদার আবেষ্টের
পাকে পাকে বুঝে, কঠায় কঠায় ববে
পশেছিল জল, সে সময় মৃত্যু যদি
পেরিতে কামনা, সংজিত তখন । শেষে
ভাগ্য নবাবের বিষস্ত নিদ্রায়—
জাকর এ হেন গভীর নিশা করিয়া আশ্রয়—
অশান্তক ক'রেছ রোপণ । কল তার
করিছ ভক্ষণ । এ সময় জাহাপনা,
মরণ কামনা ? ভীক ! মেবের সংহারে,
উদ্ভোগ হয় না প্রয়োজন ।

জাকর । তাই যদি,
তবে কেন চৌরভাবে পশিলে আমার
ঘরে ?

রঘু । পুরস্কার দিবে ব'লেছিলে, তাই
আসিয়াছি—আসিয়াছি ল'তে পুরস্কার ।
এ কণ্টক বাঁচিলে পরাণে, নিরাপদে
রাজ্যভোগ হবে না তোমার । রাজ্যভোগ
যদি চাও, আগে নিকটক হও ! লও—

এই লও ছুরিকা ভীষণ । যে কণ্টকে
হিন্দুস্থানে, কত দস্যু বিদ্ধবদ্ধ হ'য়ে,
ছেড়ে দেছে দস্যু-ব্যবসায়, আগে তারে
ফেল উপাড়িয়া । ধর ধর্ম-অবতার !
ধর ধর, কাঁপে কেন কর ? তরা মোহের
দাও পুরস্কার । তোমার জীবন রেখে ।
প্রভুদ্রোহী আমি । আমার উচিত শাস্তি—
তব করে প্রাণ বিসর্জন ।

জাকর । রঘুবীর !

ক্ষমা কর মোরে ।

রঘু । বল তবে কোথা প্রভু
মম ? সে যে হৈ সর্বস্বত্যাগী—তারে কেন
ধরিয়া আনিলে ?

জাকর । কই হায় ?—(নেপথ্যে হুজুর !)
—ত্রাঙ্কণকো জলদি খোলসা দেকে হিরা
লে আও ।

(প্রহরিগণকর্তৃক অনন্তরাত্ত ও বলদেবকে আনিয়ন)
জাকর । দেবল ! বন্দী শৃঙ্খল-মুক্ত হ'ক ।

(প্রহরিগণ কর্তৃক শৃঙ্খল মোচন)
বল । দাদা ! দাদা ! আজ বড় আনন্দের
দিন । প্রতিশোধের এই সময় । দুরাছা বেইমান !—
(পদাঘাত)

রঘু । কি কির—কি কর, আয়হা—
উন্নত যবক ।

অনন্ত । বালক—বুঝতে পারিনি—আমানে
জানিশু । নবাব । ক্ষমা কর । রঘু, চ'লে
এস ; নরোধম পুত্র এমন উদ্ধত ।

[রঘুবীর, অনন্ত ও বলদেবের প্রস্থান ।
দেবল । জনাব ! বড় লেগেছে কি ?
জনাব । জনাব !

জাকর । দূর হ' কাপুরুষ ! সামনে থেকে
এখনি দূর হ' ।
(পদাঘাত)
[গড়াইতে . দেবলের প্রস্থান ।

ওঃ—এত অপমান ! কি করি, কি করি ?
কীটাকীটের অপমান উদরস্থ ক'রে
আমাকে রাজা কর'তে হবে !—তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল । এই পশ্চিমে চেয়ে প্রতিজ্ঞা
ক'বুছি, যদি এই কীটদংশন হ'তে অব্যাহতি
পাই, তবেই এ রাজত্ব ক'রব, নইলে যে
করির ছিলুম, সেই করির হব । প্রতিজ্ঞা
ক'বুলুম,—অনন্তরাওয়ের সম্পর্কে যে কেউ
থাকবে, তারেই মেরে ফেলব । রঘুবীর—কে
রঘুবীর ? কিসের জীবনরক্ষা ?—তার জন্ত এত
অপমান—এত লাঞ্ছনা ! কিছু রাখব না—
অনন্ত রাওয়ের সম্পর্কে কিছু রাখব না । কিছু
নয়—উপকার কিছু নয় । দুর্ভাগ্যি—সম্মানী
—মারো—মারো—কাকের মারো ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কুসীর প্রাঙ্গণ ।

রঘুবীর ও শ্রামিলী ।

রঘু । সদা ভয়—কখন কি করি । দম্ভাগুহে
জন্ম মোর,—কঠোরতা—জীবনের বিজ
উপদান । সদা ভয়—আপনা হারাতে
করে কার সর্বনাশ করি । জন্ম সঙ্গে
জন্মেছে যে নীচ নির্ভরতা—জন্ম সঙ্গে
পেয়েছি যে শোণিতের তৃষা—দ্বিজ দত্ত
জান-আবরণে, অন্যদের এতকাল
অধ্ভুত প'ড়েছিল জন্মের মাঝে ।
কিন্তু হায় । মরণ ত হ'ল না তাহার ।
গুণনের সীমাপ্রাপ্তে বিষম বাত্যা
উভাক্ত সিদ্ধুর কোলে, উভাক্ত ওরফে
পাবাছির ফেনিল নর্তন, বেই মত

মাঝে মাঝে দূরে—অভিদূরে শ্রামিচ্ছায়া-
বিলসিত বেলভূমি দেয় কাঁপাইয়া,
পিশাচের আচরণ ঘরি, সন্দয়ের
নিভৃত গুহার,—নিদ্রালসা প্রতিহিংসা-
প্রবৃত্তি আমার, সেই মত তুলে বুঝি
বিষম স্বকার !—এইবার শোন বোন !
বলদর্পে সে চাহিবে চাহিবার,—সেকি
প্রবোধ মানিবে আর ? ক্ষুধিত শাদ্দুল,—
সে কি হরিণীর কাণ্ডবিশ্রাস্ত চোখে
নিরখিতে বিধাতার তুলির কৌশল
নিশ্চল বসিয়া রবে ?—কি করি শ্রামিলী ?
শ্রামিলী । চিত্তের প্রশান্তি লাভ সে ত বিধাতার
করণ্য । কক্ষক্ষেত্রে করি অবস্থান,
আজন্ম তুমার ভরা হির হিমাচল
সদয়ের পঙ্করে পঙ্করে অ'লম্বিত
বায়ুগণা আজীবন রয়েছে মাখিয়া ।
উষা নরনের জলে তার, ভ্রমিরাছে
কত শত উষা প্রস্রবণ । শাস্তি চাও,
কর ভগবানে আত্মসমর্পণ । তারে
স্মরি, পথ চ'লে যাও । পথের কণ্টক—
শিরীর কুস্তমরাশি সম—সম্পূর্ণে
নিবেবিবে ব্যথিত চরণ । আগে হ'তে
তবে কেন চিন্তাধ্বিত দীর ?

রঘু ।

অন্ত মনে

যদি প্রাণে ক'রে দিই অনল সংযোগ,
বাকৃদের কণামত, বিষম প্রচণ্ড
বিস্ফারণে, ভ্রাম্ভণ-নিশ্চিত এই হৈম
(জন্মে হস্ত দিরা)
অটালিকা, মূল্যে কি চূর্ণ হ'য়ে বাবে ?
একদণ্ডে হব কি দানব ? একদণ্ডে
জীবনের এত মধুরতা, নিমাজ্জয়া
দিব কিহে অনল সাগরে ? তমোরশি
সম্মুখে আমার,—যেন থাকে—কোথা যাই ।

স্বপ্নের নিবৃত্তিশূন্য অদমা গমন
যেন ফিরিতে ভুলিয়া গেছে । যেন
বাধা দিতে, তটিনী হয়েছে পথরেখা ।
মরুভূমি কোমল শ্রামল তৃণভরা—
দৃষ্টির আকর্ষণ সম নন্দন-কানন ।
কঠোর নির্ধম শিলা চরণ পরশে
গ'লে যেন শিশিরে হ'য়েছে পরিণত ।
বল দেখি প্রাণময়ী ! এমন বতনে
জীবনের খাত আহরিয়া, অবশেষে
ম'রে বাব কুণায় তুমার ?

শ্রামলী ।

ভীলনারী—

শাস্ত্রজানহীনা । তবে, তোমার চরণ
প্রান্তে ব'সে, বা কিছু শিখেছি এতদিন,
তাতে মোর এই মাত্র জ্ঞান—এ সংসারে
কেহ করে করে না সংহার । প্রাণ ববে
নিজ হস্তে প্রাণ-অধিকারী । প্রাণ রাখে,
যে বীর বুকেছে ভাল প্রাণের মমতা ।
অতৃপ্ত হইতে প্রাণ এসেছে দরার,
অতৃপ্তই সাধ তার ! মায়ের আদরে
পুষ্ট, হুট শিশু যথা নিত্য নব তুলে
আবদার, মায়ের প্রহার লোভে, নিত্য
নব নব আকিঞ্চনে, জননীয়ে করে
জালাতন—প্রাণও চেমন,) কীর মুখে
দিলে চারি নিষেধ আবাদ ! নিষ দাও—
অতৃপ্ত দেখ'বে তার মুখের বিকারে ।
ফল কথা, আত্মতৃপ্তি ছাড়া পরীচিকা ।
তৃপ্তি যেনা, গতির নিবৃত্তি সেবা । তাই
দেখি, তৃপ্তি তৃপ্তি ক'রে উন্নত জীবন-
স্রোতে, নিত্য অভিনব উদ্ভিষ্টে তরঙ্গ ।
তাই দেখি, তৃপ্তিলোভে সর্বস্ব করিয়া
দান, কেহ আরো দানে করে আকিঞ্চন ।
অসমর্থ সর্বত্যাগী চারু করতলে
অবশেষে ভোগ করে বিকটি-দাতনা !

তৃপ্তি লোভে কেহ করে জীবন সংহার,
কেহ রাজ্য দেয় ছারখার ! পিতৃহীন
বালকের সর্বস্ব কাড়িয়া, দেয় তারে
শ্রমতৃণে স্কন্ধর আসন—শির'পরে .
নীলাকাশ চারু আচ্ছাদন ! তৃপ্তি লোভে
কেহবা রাজত্ব করে, কেহবা দাসত্ব
ক'রে জীবন কাটায় । বা তোমার লাগে
ভাল, তাই কর ভাই ! আমি শুধু এই
চাহি অহুমতি, আমার যা ভাল লাগে,
আমারে করিতে যেন ক'র না নিষেধ ।
এই মাত্র আমি বুঝি—শাস্ত্রমতে প্রভু
যদি পরম দেবতা, প্রভুবক্ষা যদি
ধর্ম হয়, তবে অন্নদাতা জনদাতা
পবিত্র ব্রাহ্মণ-অঙ্গে বেটেনী হইয়া
স্থিতি, কিয়ই তোমার ।

রঘু ।

তাই বটে বোন !

কিন্তু বধ্য করে না ত অস্ত্রের প্রহার !
নীচবে প্রভুর গার সংলগ্ন হইয়া
শুধু সে প্রহার সহ করে ;

শ্রামলী ।

শুনরাছি

দক্ষের বক্ষণে, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
প্রাণী, মৃত্যুতে মিলায়ে গেছে ব্রহ্মক্ষেত্র-
সমর সাগরে । (নিজে ভগবান কর্ণী—
সাতথির রূপে দ্বন্দ্বরথে যাবোঁকিয়া,
আপনি দেখিয়া প্রভু সহস্রাং বদন-
যটজিহ্বা অক্ষৌহিণী সাতথি-মিমীলন !
তবে তুমি কেন পারিবে না) ব্রাহ্মণের
জীবন রাখিতে ধর্ম প্রতিষ্ঠার তরে,
যবন—যবনাদম জাফর দেবলে
যদি ধরা হ'তে দাও পাঠাইয়া, তাতে
পাপ কিবা ?

রঘু ।

তবে বোন, শোন অবধানে !

একদিন নন্দদার ভীম গ্রাস হ'তে

বোধেছিল দুরাশ্রা সে জাকরের প্রাণ ।
 একদিন নিদ্রা সন্ধ্যায়, ক্ষুদ্র এক
 বদনী স্বন্দর, দেখিলাম আসিতেছে
 তুটীনির পায়ে । সন্ধ্যা উঠিল ঝড় ।
 প্রবল বাতায় নিমেষে ডুবিয়া গেল
 তরী । দৈববশে ছিন্ন তার তীরে । চেয়ে
 দেখি, নর্দমা'র জলে, তরঙ্গের ভীম
 কোলাহলে, জীবনে মরণে টানটানি—
 মায়া আর নিয়তির ভীষণ সংগ্রাম ।
 বগবকে আহ্বানে শালিলে, বোর রবে
 ফেনিল-বদনা ভীমা নর্দমা প্রকৃতি
 আর্ন্তনাদ করিছে মজ্জন । হেরি আমি
 যে দৃশ্য ভীষণ, রহিতে নারিত্ব স্থির
 তীরে । ভাবানী স্মরণ করি পড়িলাম
 উন্মত্ত সলিলে । কিন্তু হায় ! সে তরঙ্গ
 বাধা ঠেলে উপনীত হইতে হইতে,
 তরঙ্গিনী গ্রাসিল সবারে । বহু কষ্টে
 শুধু মাত্র এককের বাঁচানু । সে বোমার
 দুরাশ্রা জাকর । ফল-ব্যবসায়ী বেশে
 সবে মাত্র এ অভাগা দেশে তার সেই
 পদার্পণ । বল ত শ্রামলী ! প্রাণময়ী
 মহী-স্বরূপিনী তুমি, প্রাতোক কার্যের
 মোর অর্ধ ফলে তব অধিকার । হেবে
 বল ত শ্রামলী ! প্রকৃতি আপনা হ'তে
 যে কার্য সাধিতে গেল, আমি কেন বাধা
 দিচ্ছ তারে ? নর্দমার উন্মত্ত সলিল
 যে সময় নরাধমে গ্রাসিতে ছুটিল,
 পাতাণ্ডের প্রাণ নিরাধিদা, গুজ্জরের
 একাকার্য্যে প্রহরিনী—সতর্ক তটিনী
 যে সময় শত্রু অক্রিমণ তরে অস্ত
 ধরেছিল, আমি কেন করিছ উদ্ধার ?
 আমারে দেখিতে পেয়ে, লজ্জিতা প্রকৃতি,
 আমারে কি দিয়ে গেল বিনাশের ভাব ?

প্রাণ, বোধে প্রাণ তত্যা করিব কেমনে ?
 শ্রামলী । তবে চল, রাজা ছেড়ে এত দূরদেশে
 চ'লে যাই, যেথা পঁচহিতে না পাবিবে
 দুরাশ্রার করের প্রসার ।

বধু ।

তাই চল ।

জদরস্থ জয়ীকেশ ! ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি
 জানি প্রভু !—শুধুমাত্র সাঁসে ভিক্ষায়
 পদপানে আছি তাকাইয়া । কিন্তু কই
 দেখা ত দিলে না প্রভু ?—বোঝা

ত হ'ল না ?

সাঁস ত হলোনা আমার ?—নহে জই
 দণ্ডে নুও ছিঁড়ে দুই দুরাশ্রার রক্ত-
 রাগে জবা-পুষ্প সম, তব পানপণ্ডে
 প্রভু দিতাম অঞ্জলি !—তখন শ্রামলী !
 মহাপুণ্য-অর্জুন-বিশ্বাসে, স্মৃতি-বাক্যে
 দণ্ডভরে চলিতাম ধরণীর বৃকে ।

কিন্তু জয়ীকেশ'—কোথা বোন জয়ীকেশ ?
 বর্ষের দায় মধ্যে যদি স্থান তার,
 তবে কেন এ সংসারে জাতির প্রভেদ
 এত ? কেন—শুধুমাত্র ঘৃণার অর্জুনে—
 কেন আমি ভীলনারী-জঠরে পশিচ্ছ ?
 এক কার্য্য—এক রক্তপাত, তবে আমি
 কেন দৃশ্য হই, আর দরগী স্মরণ
 কেন পায় পুষ্পমালা প্রতিমূর্ত্তি গলে ?
 হ'ল না শ্রামলী, চল চল ! নারী তুমি—
 মানবের দেহ সঞ্চে বাণিতে ভীষন
 হত্ন দিয়ে পাঠানোছে বিনাশ তোমার—
 বিদাতার চরম কল্পনা, তুমি যদি
 না আসিতে, জনমের সঙ্গে সঙ্গে, ধরা
 যেত রসাতলে ।—নারীমণ্ডে জিহ্বাসার
 কথা !—না শ্রামলী, চল যাই অল্প পথে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বন ।

শ্রামলী ও হুলিয়া ।

শ্রামলী । ওরে গিন্‌সে ! ঠাওরাচ্চিস কি বল দেখি ?

হুলিয়া । তুই ঠাওরাচি কি বল দেখি ?

শ্রামলী । ধর্ম ধর্ম ক'রে ত ভাই আমার উন্মাদ ।—ও হ'তে ত কিছু হয় না । ওর ওপর নির্ভর ক'রলে ত বামনের সর্বনাশ হয় ।

হুলিয়া । রঘু মহারাজ যদি কিছু না করে, তাহ'লে আমরা কি ক'রব ?

শ্রামলী । তবে কি, ক্ষমতা থাকতে, প্রতিকারের শক্তি থাকতে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হবে ?

হুলিয়া । কি ক'রব বল ?

শ্রামলী । আমি বলি—দেশ থেকে আমাদের ভীল ভাইদের নিয়ে আর । নইলে এ অত্যাচারের দমন হবে না ।

হুলিয়া । আনলেই কি প্রতিকার হবে ?

শ্রামলী । এই ত আমার বিশ্বাস ।

হুলিয়া । তবে এনেছি ।

শ্রামলী । সে কি ?

হুলিয়া । তবে ঠাওরাচ্চিস কি ?—আমি কি রঘু মহারাজের মহন পাগল নাকি ? রঘু মহারাজ বাসুন হ'রে গেছে, আমরা ত আর হইনি । আমাদের দেশের ভীল-বক্ত অত্যাচার সহ্যেতে জানে না । অত্যাচারের নাম শুনলে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়াই ।

—আমি কি চূপ ক'রে আছি ?

শ্রামলী । সত্যি ?

হুলিয়া । জাত ভাইদের দিয়ে বন ভরিয়ে বেখেছি ।—এখন সব বুকিয়ে আছে, কিন্তু

দরকার হ'লে, পিলপিল ক'রে বেরিয়ে দেশ নাক্ত নাবুদ ক'রে ফেলবে ।

শ্রামলী । হুলিয়া ! সামান্য রমণী আমি কিন্তু মনে মনে আমার বড় অহকার—আমি আমার রঘুবীর—বাবী আমার হুলিয়া । হুলিয়া দর্প ক'রে এক অবলা আর এক অবলার ভা নিয়েছে । আমি দর্প ক'রেই নিশ্চিন্ত, কিন্তু দরকার ভাবি যার, সে আমার সন্মুখে ।

হুলিয়া । আমি আগে একটি কথাও কইনি না,—দেখি না রঘু মহারাজের ধর্ম কি করে যেই দেখব গতিক খারাপ, অমনি টপ ক'রে দিল খুলে দেব ।—দেখব কোন্ বেটা শয়তান কেমন ক'রে মনিবের কাছে আসে !—কিন্তু আগে কিছু ক'রতে পারব না শ্রামলী । তা ক'রে—পাছে গুরু রাগ করে । গুরুর ক্রোড়—শ্রামলী ! মনে হ'লে গা শিউরে উঠে গুরুবাণী অবহেলার ভয় যদি না থাকত, তাহ'লে কি বেটা নেড়ে মনে মনেও পরীকে পালি কামনা ক'রতে পারে ? মনের ভেতর পরীর কথা না উঠতে উঠতে, বেটার মনে ভোজালি পুড়ে দিতুম না ! বেটা লোহার সিঁদুকে থাকলে তার ভেতরে সিঁদু লাগাতুম । কি বলব রাগ বউ !—হাত পা বাঁধা—ম'রে আছি ।

শ্রামলী । চূপ কর—দাদা আসছে ।

হুলিয়া । তাহ'লে আমি পালানুম । আমার ওপর হুখানা ডালি আনবার ভর্তুকি হ'য়েছে ।—দেখিস্—আমি যা বল্‌লুম, যেন তোর দাদাকে বলিসনি ।

শ্রামলী । তুই কি পাগল ।

[হুলিয়ার প্রস্থান]

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু । হুলিয়া ছেল না ?

শ্রামলী । ছেল—এখন হুলির চেষ্টায় গেল ।

বসু। সে ত অনেকক্ষণ ব'লেছি, এতক্ষণ তা'লে ক'রছিল কি ?

শ্রামলী। হাঁ দাদা ! দুখানা ডুলি আনতে দু'লি যে ?

বসু। একখানা বাবার জুতা, একখানা পরীর জুতা। বলদেব হেঁটে বাবে—অশ্রুত দে'থলে কাঁধে নেব।

(পরীর প্রবেশ)

পরী। পরী তোমার ডুলিতে চ'ড়ছে না।

বসু। নাহ'লে যেতে পার'বি কেন ?

পরী। পরী তোমার—ভই উ'চু পাহাড়ের উপর তিনবার খড়া বেয়ে উঠেছে, ওখান থেকে তিনবার ঝাঁপ খেয়েছে। তোমার পরী আর সে পরী নেই।

বসু। বলিস কি !—পরীকে এ সকল বৃদ্ধি দিলে কে ? তুই ব'লি ?

শ্রামলী। আর কি করি ? তোমরা হ'চ্ছ বামন মামুস—সাপ লোক। আমরা হচ্ছি ভীল। অত সাধুগিরি আমাদের ধা'তে নয় না। কি বলিস বোন ? কাজেই একটু লাফালাফি হুপোহুপি, হ'ল বা লাঠিটে, হ'ল বা সড়কীটে চালাচালি শিখতে হয়। হ'ল বা খানিকটে মল্লক্রীড়া ক'রলুম।—তোমরা এখানে নেই, এমন সময় হঠাৎ অবলা মনে ক'রে যদি নেড়ে বেটোর কোন সেপাই শায়ীই ধ'রতে আসে, তাহ'লে তার চুলের মুটীতে ধ'রে, বার কতক হুত ঘোরপাকই খাইয়ে দিলুম।

বসু। বলিস কি, আশ্চ'র্য ক'র'লি যে !

পরী। বোন্ বড়টা ব'লছে, তত নয়—তবে কিছু কিছু দৌড় ঝাঁপটা শিখেছি বটে।—আর শিখেছি আত্মরক্ষা ! দাদা ! প্রাণের বাতনায় নারীর মর্যাদা রক্ষা ক'রবার জন্ত ভগবানের ক'ছ প্রাণনা ক'রেছিলাম। দীননাথ রূপ

ক'রেছেন—আমার মনের কথা ভগিনীকে ব'লে দিয়েছেন। শ্রামলী আমাকে আত্মরক্ষা শিখিয়েছে। সম্মুখে আমার গুরু। গুরুরূপায় পিশাচের আক্রমণকে তুচ্ছ ক'রবার জদয়বল সংগ্রহ ক'রেছি। তোমার পাগলিনী ভগিনী এখন অসমসাহসিনী—সজ্জায় ভাই তোমায় ব'লতে পারিনি।

শ্রামলী। পরীকা চাও—দিতে প্রস্তুত আছি।

বসু। আর পরীকায় কাজ নেই, বরং তে পেরেছি। লজ্জা কেন পরী ? ভবানীর শ্রীচরণ প্রাপ্তে তোদের ফেলে রেখেছি। মা নিজে প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন। শুনে, আমি এক মুহূর্তে সহস্র মাতঙ্গবলে বলীয়ান—আমি নিশ্চিন্ত !—তবু সাবধান ! আমরা বখন না থাকব, তখন এতান কোনমতেই ত্যাগ ক'র না।

তৃতীয় দৃশ্য।

অরণ্যপথ।

মমু ও হুলিয়া।

মমু। কোথায় হুলিয়া ?

হুলিয়া। ডুলির চেঠায় গায়ে যাব।

মমু। আর যেতে হবে না—কেহু।

হুলিয়া। কেন বল দেখি !

মমু। এবারে ব্যাপার কিছু কটন—কাতারে কাতারে সৈন্ত নিয়ে নিজে জাফর এ'বে ন দখল ক'রতে আসছে।

হুলিয়া। দেখেছিস ?

মমু। প্রথমে লোকমুখে শুনলুম যে ডাকাত ধরবার জন্ত নবাব সৈন্যসামন্ত নি আসছে।—কোথা ডাকাত ? এই বনে। ডাকাত ? তা ব'লতে পারলে না।—সনে

হ'ল বনে ঢুকে এক প্রকাণ্ড শালগাছের ডগায় উঠলুম। উঠে দেখি, কাতারে কাতারে সেপাই। পেছনে জাকব,—এক হাতীর ওপর। সঙ্গে তত্ত্বাম—সুন্দর ক'রে সাজান।

হুলিয়া। কত লোক বোধ হ'ল ?

ময়ূ। সে অসংখ্য! দেখে মাথা ঠিক রইল না—নেমে প'ড়লুম।

হুলিয়া। তবু আন্মাজ ?

ময়ূ। পাঁচ হাজারের ত কম নয়—এই এত বড় বনটা ঘেরাও ক'রতে হবে—তুট বয়ে দেখনা।

হুলিয়া। আমরা ত সবে হুশো জন—তাহ'লে উপায় ?

ময়ূ। ধর্মহীন যদি ক'রতে চাওরে ভাই, তাহ'লে হুনিয়াকে জন্মের শোধ সেলাম কর। আর অধর্ম বন্ধ যদি ক'রতে বল, তাহ'লে ও পাঁচ হাজার কেন, অমন দশ হাজারকে দেশত্যাগী করিয়ে দিতে পারি।

হুলিয়া। তাহ'ত, পিশাচের সঙ্গে পিশাচের আচরণ—থানোথুনীতে আবার ধর্মধর্ম কেন! নিরপরাধ ব্রাহ্মণের স্তরের পথে কণ্টক। যেমন হ'রে পারিস খুন কর। হয় অধর্ম—হোক। আমরা ধর্ম চাই না—প্রাণ চাই।

(গ্রামলীর প্রবেশ)

গ্রামলী। হিঃ! ও কথা কি কইতে যাচ্ছে—ধর্ম চাই না! ধর্মহীন প্রাণ—সে প্রাণের অস্তিত্ব কই?—অধর্মে পিশাচ নাশ—নাকি আমার ভাই জানে না? অধর্মে কার্যাদান—সেত কোন্ কালে হ'ত! তাহ'লে তাদের প্রয়োজন কেন? ধর্মবানর জন্ত না, এই আমার, তাদের যুগ চেয়ে আছে! ধর্মকা কর—হুলিয়া! আমার গর্জের ঘরের প'ল নির্ধার করিস নি।

হুলিয়া। বেশ—ময়ূ! সবাইকে তুণ বাণ নিয়ে সুবিধামত এক একটা গাছে উঠে থাকতে বল। আমি রঘু মহারাজের অহুমতি নিয়ে আসি।

ময়ূ। বেশ বিলম্ব করিস নি।

হুলিয়া। তাই হোক—তোর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, তাহ'লে হাসিমুখে বিদায় দে। একদিকে পাঁচ হাজার, অজদিকে কেবলমাত্র হুশো। না ফেরাই ধ'রে রাখে গ্রামলী!

গ্রামলী। যিনি ধর্মরক্ষাকর্কী, তাঁর ইচ্ছা। প্রাণ ত যাব ব'লে পা বাড়িয়ে আছে। তাই বিচ্ছেদের ভয়ে আমার দেবতাকে প্রাণের সমস্ত কামনার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছি। এ ক্ষণভঙ্গুর দেহ—ব'লতে প্রাণ কাঁপে হুলিয়া!—এই সেগির দেহ ভগবানের আশ্রয়যোগ্য স্থান—ব'লতে পারছি না—ভগবান বল দাও—যদিই ভাঙে প্রাণেশ্বর!—আমার এই মাতীর বলয় যেন বজ্রতুলা করিন হয়, আমার এই সিঁথের সিঁদুর যেন বরণের ভাঙার রক্ষিত করে!

[প্রথম ও প্রস্থান।

হুলিয়া। এত করিল যে তার, এত উপকার, এত মহাধর্ম শিক্ষাদানে, তবু যদি মহাপাপ পাপ নাহি ছাড়ে, ডুবে যা রে মানব-জীবন! ধর্মবলে নাই যদি বল, ততবিধে! ধর্মকাষো বিধ যদি ফল, কেন সৃষ্টি ক'রেছিল মহেশ্বর? ধর্ম যদি শাস্ত্রের সপল, কেন তবে মহাকাব্য-অবতার মানব-রচনা?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কাননমধ্যা ।

রঘুবীর !

১। নিস্তরু সকল স্থান—স্তরু অত্যাচার ।

একি ! প্রলয়ের পূর্বক্ষেণে প্রকৃতির
স্তরুতা ভীষণ ! কৌণ মুহু স্রুধাগন্ধে
বহিছে মলয়—কৌণ হাসি মাখিয়াছে
এ অরণ্য অন্ধকার-মুখে । আকাশের
আলোক নিষ্পন্ন, তরু-অঙ্গ সোহাগিনী
অতুল আনন্দময়ী লতা ! হে শঙ্কর !

দৃষ্ট দাও—দৃষ্টিহীন ঘুরিতে সংসারে,
তোমার মঙ্গল মূর্তি নিমেষের তরে
দেখিতে পাইনি অবসর ।—দৃষ্ট দাও—
হে প্রভু, অশ্রুত ভরা মরীচিকা শিরে
একবার করণার ফলটি ভাসাও ।
দূর থেকে দেখে যাই চাঁলে, দূর থেকে
হাসিতে হাসিতে ডুবি অতলের তলে ।

(হুলিয়ায় প্রবেশ)

কোথা হ'তে ? কি সংবাদ ? উজ্জ্বাসে ছুটে
কেন আসিলি হুলিয়া ?

লিয়া । মহারাজ ! মুখে

নাহি সরে বাণী । ক্রোধে বন্দুক করে
কাভারে কাভারে, ছুটে সৈন্ত চারিদারে
ঘেরেছে সমস্ত বন । জাকর ক'রেছে
পণ—একসঙ্গে সবারে ধরিয়া দিবে
ভীষণ মৃত্যুর মুখে । খণ্ড খণ্ড করি
অঙ্গে, অঙ্গে অঙ্গে দেখিয়া কম্পন, তবে
সে নিবৃত্ত হবে হুসাত্মা যবন । এক
প্রাণী রাখিবে না প্রাণে । সমস্ত গুজরে
ইস্তাহারে ক'রেছে ঘোষণা—রঘুবীর

• দ্রষ্টাদলপতি । তাই আজ দস্যবলে

করিতে সংহার, অগণ্য বাহিনী সঙ্গে
আপনি জাকর এসে ঘেরিয়াছে বন ।

রঘু । অপূর্ব সুন্দর দুল কোটীলে শঙ্কর !

তীব্র কি মধুর গন্ধ বুঝিতে আত্মাণে,
সমস্ত নিখাস বুঝি যামু কুদাইয়া ।

কি উপায় ! কোথা বাই হুলিয়া এখন ?
আমি একা, অগণন শত্রুসৈন্য মাঝে, শক্তি-
হীনা গতিহীনা অবলা বক্ষা, গুপ্ত
নামের অস্তিত্বে আছি, শূন্যে আবদ্ধ
হস্ত পদ—বন্দী মত লৌহ কারাগারে ।
বলুরে কেমনে রক্ষা করি ?

হুলিয়া ।

চিন্তাবিহীন—

কেন গুরু ? আছে শিশু সমুখে তোমার !
শিখিয়াছি রণ-বিদ্যা তোমার রূপায়,
শিখিয়াছি বীর ব্যবহার । নাহি ডরি
যদি আসে—আপনি শমন । অত্মমতি
কর একবার—ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিই
যবনের সেনা ।

রঘু । এসে অসম্ভব ভাই !

হুলিয়া । বন্ধি না সম্ভব অসম্ভব । শীঘ্র দাও
অত্মমতি ! গুরুত্বপূর্ণ করিয়া সম্মল
উন্নত সাগর-জলে পড়ি রাখ দিয়া ।
তরঙ্গের মস্তক কাটিয়া, একদণ্ডে
ক'রে দিই সিক্তমীর হির ।

রঘু । যুদ্ধ যদি

দিতে পার, হও অগ্রসর । কিন্তু হায়
নাহি জানি, কি হৃদয়-বলে, কোন দেব
শক্তিপরে করিয়া নির্ভর, প্রাজ্ঞসিঁত
অনল-শিখায়, একা পুতঙ্গ সমান
ছুটেছ হুলিয়া !

হুলিয়া ! গুরুত্বপূর্ণ মহাশক্তি !

উদ্ধাঙ্গ ভেব না যোরে হে ধীমান ! দিব
বাধা সমুখ সমরে । পশু মত জীবহণা

তবে, পশু মত গুপ্তভাবে গৃহে
প্রবেশিয়া, নিশ্চিন্ত নিদ্রিত শত্রু-বৃকে
খরশাণ রূপাণ বিধিতে, আসি নাই
ল'তে অল্পমতি । বণে যাব মহাবাজ !
অশীষ করহ মোরে দান ।—

রঘু ।

নিরুপায়,

তাই আজ্ঞা দিলাম তোমারে । কিন্তু তাই
সাবধান !—স্নেহ মায়া মমতা আদরে
তোমরা সবাই মিলে, আমার প্রাণের
চারিধারে র'চেছ যে নন্দন কানন,
হৃদয় ফুল মধু গন্ধে ছাটয়া গগন,
করিয়াছ মোরে তাই বিশ্ব-অধিকারী ।
সাবধান ! সে ঐশ্বর্য কেভো না আমার
একটি কলঙ্ক রেখা—কলুষের অতি
ক্ষুদ্র কণা, তড়িত নভিকা সমু, ক্ষণ
পরশনে, সোণার আবাস মোর, ক'রে
দেবে ক্ষার ।—সাবধান—

দুঃস্বপ্ন ।

যথা আজ্ঞা ।

[প্রস্থান ।

(জামিলীর প্রবেশ)

জামিলী । কি হ'ল কি হ'ল ? তাই !

রঘু ।

জামিলী ! জামিলী !

এ প্রচণ্ড অনল সাগর—ঘন ভীম
প্রভঞ্জন দুহুই জলস্ত 'ফুলিঙ্গ-
আলোড়ন ! অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত
সর্বনাশী তুই কেন মরিতে আনিলা ?
জামিলী—জামিলী ! আর নয় ! অসম্ভব
জীবন সাধন—অকাণ্ড প্রাণনাশ
দেখিতে না পারি—মায়া দিয়ে বিসর্জন,
চল বোন্—চল তোরে দেশে রেখে আসি ।

জামিলী ।

একা যাব ? একা নাহি যাব । স্থান ত্যাগ
যদি তাই সক্ষম তোমার, চল সবে

দেশে যাউ । (বিরাম লভিতে যদি
থাকে আকিঞ্চন—মূর্ত্ত বিলম্ব নয় ।
আছে সাক্ষান বাগান, বিশ্রামের বিধি-
দত্ত স্থান—বিধিদত্ত আবরণে ঘেরা ।
হেথা ঘন মানুষ্যের বন, সেথা গাছ
গুলালতা । হেথা, গাছে গাছে জড়াইয়া
ভীম অঙ্গুর কুটিলতা, হৃদয়ের
সার শুধু করিতে ভক্ষণ, প্রতিক্ষণ
লৌপ দৃষ্টিতে আছে চেয়ে । সেথা, কদ
গাছে ? আর কি তাদের শক্তি আছে, যোকে
ধনুর্করা ভীল নারী সনে ? হেথা, প্রতি
হৃদি কোটরে কোটরে হিংসা দেব ঘণা
ফণাধর, মানুষ্যের প্রতিপদক্ষেপে
উত্তিষ্ঠে গজিয়া । সেথা আছে—কিন্তু তারা
মস্তৌষধি মানে । হেথা চির প্রজ্বলিত
দাবানল, ধু ধু ধু অনল-শিখায়
শুধু কি শরীর করে ক্ষার ? সংক্রামক
শক্তি তার, হৃদয়, জীবন অভিল্য
অস্তিত্বের প্রয়োজন, সমস্তই দেয়
জ্বালাইয়া । সেথা মাঝে মাঝে জলে । বন
হৃদয়ের আবর্জনা, অনলে বিদৌত
হয় । আর বহুপি সংহার-মূর্ত্তি ধরে,
বরষার জলে, কিয়া আপন অস্তিত্ব
তার আছে রে নির্বাণ । তাই বহি ছাড়ি
অভিমান, সঙ্গে চল চল তাই চল ।
আমরা আপন হাতে ভ্রাস্ত্রণ করিগে
বনবাসী) পিতা হবে ভীলবাজ, তাই
হবে ভীলের নাথক—পরীবাণ হবে
ভীলরাণী—তুই আর দুঃস্বপ্ন জামিলী
তিন পাণ্ডিত্য হবে সে রাজসভার ।

রঘু । তাই ভাল—তাই যাব ভগিনী আমার !

জানিশু তাই তোর—উন্নত অস্থির ।

দুরাচার আচরণ, আগ্রহ অচল-

বলি ঘেরেছে আমার, ভাঙ্গে যদি শিরে
হিমালয়, স্নেহক-পথন বটে যদি
প্রতিকূল, পশে যদি প্রতি লোমকূপে
অলিয়া হইবে বলি হিয়ার উত্তাপে ।
তুমি থাক সাবধানে, ছেড় না গোপন
স্থান, বিয়াসঘাতক দেশে, তরুপত্র
চর । গুপ্ত অন্তরের কথা, স্বাস-মুর্থে
হৃদয়ে পশিরা, দূরদেশে বহি লয়ে
বার সমীরণ—থাক অতি সাবধানে,
বর্ষ হ'য়ে ব'সে থাক পরীরে ঘেরিয়া ।
সাবধান, সাবধান—অতি সংগোপনে ।
যেন দেবতা না জানে । প্রভুরে করিতে
রক্ষা চলিলুম আমি !

[প্রস্থান ।

গামলী ।

যাও—সাবধান !

পঞ্চম দৃশ্য ।

বনপ্রান্তস্থ পথ ।

সখার মা ।

স, মা । ওরে বাবা কি যুদ্ধ—কি ভয়ানক
যুদ্ধ !! কিন্তু কিসের যুদ্ধ—ক'রছে কে !
নবাবের এত সেপাই, এত শাস্ত্রী—এত হোমরাও
চৌমরাও ফৌজদার—সব হেরে গেল ! বনের
ধারে কেউ এগুতে পারলে না ! ওরে বাবা,
গাছপালায় যুদ্ধ করে ! আঁধার ঘাট না, আর
বনের ধার মাড়াব না—এই নাকে কাশে ধ্বং ।
ম'রেই যদি বাব, ত টাকি ভোগ করে কে ?
ওরে বাবা কি যুদ্ধ । আশে পাশে নবাবের
সেপাই ধূপ ধাপ ক'রে প'ড়ল আর ম'ল ।

(দেবলের প্রবেশ)

• কেও দাণ্ডান মশাই !—ও দাণ্ডান
মশাই ! এদি কে এস না—শালাও পালাও ।

দেবল । সে কি ? আমি পালাব কি সখার
মা ? আমাদের সৈন্য আজ ডাকাতির দল
ধ'বুতে ছুটোছুটি ক'রছে—এখন আমরা দেখে
কত বেটা পালাবে—আমি পালাব কি ?
স, মা । ওই ছুটোছুটি ক'রছে, কিন্তু
ডাকাতির দল যেমন তেমনি ধ'য়েছে—ধরা
প'ড়ল না !

দেবল । সে কি ! ধ'রা প'ড়ল না ?

স, মা । যে খড়-খেকো সেপাই সঙ্গে
এনেছ দাণ্ডান মশাই । ওদের দিগে শুধু মাটি
চবা হয়, লড়াই চলে না । ওদিকে যেও না—
ফিরে যাও—কি পার ত, এক চৌচাঁ দৌড়ে
একবারে ডেরায় গিয়ে আশ্রয় নাও । গতিক
ভাল নয় ।

দেবল । বলিস্ কি সখার মা ! তুই হয় ত
লড়াই দেখে ভয়ে ভেবড়ে গেছিস্—কি দেখতে
কি দেখেছিস্, কি বলতে কি বলছিস্ ।

স, মা । আমি ভেবড়েছি । কিন্তু আমরা
সঙ্গে যে পালোয়ান দিয়েছিলে, তারা তোমার
সেপাইয়ের লড়াই দেখে, বেউরে না উঠে, আর
এমন ক'রে টাউরি না খেতে খেতে, কোথায় দুপ
থবড়ে প'ড়ল যে, আর দেখতে পেলাম না
এখন ভাবছি, লড়াইয়ের হুকুর হজমিগুলির কাজ
ক'রলে নাকি—বেটার সব হজম হ'য়ে গেল
নাকি দাণ্ডান মশাই ? না, না—ওই
আমার পল্টনের কোজদার আসছে ! ওসে
জিজ্ঞাসা কর—ও সব খবর বলবে ।

(কোজদারের প্রবেশ)

দেবল । নবাব কোথায় ?

স, মা । পালিয়েছে ।

দেবল । কি খবর কোজদার ?

কোজদার । খবর ?—হ্যাঁ খবর ?

স, মা । হ্যাঁ খবর ।

কেরা। হ্যাঁ খবর—হ্যাঁ খবর?—আমি
কই? কোথায়?

স, মা। (কেরামতের নানী ধরিয়া) না
নাগরান 'মশাই খবর ভাল নয়—কবিরাজ
ডাকও, না হয় হাকিমের সন্ধান কর। তজ্জা
নানী ধপাস ধপাস করছে—দেখতে দেখতে
তেউড়ে যাবে।

দেবল। তুমি অমন করছ কেন কেরামত
—খবর কি?

কেরা। খবর—লড়াই।

দেবল। লড়াই?

কেরা। ভয়ানক।

দেবল। লড়াই?

কেরা। তুমুল!

দেবল। তুমুল কি? ভাল করে বুঝিয়ে
বল—এখানে তুমি নিরাপদ—ভয় নেই—ভাল
করে বুঝিয়ে বল, বাপারটা কি!—রঘুবীর
একা—বড় জোর ছুই চার জন অনুচর—তাঁরা
তারা বৃদ্ধ অনুচরও আর নবাবনন্দিনীকে নিয়েই
বিস্তৃত! আমাদের বড় সৈন্য—যাবে আর সে
কটা লোককে দাঁতের আনিবে—তখন আবার
কি কি?

কেরা। যুদ্ধ—ভয়ানক যুদ্ধ—তুমুল যুদ্ধ।
—এদিকে চেয়ে দেখি তুমুল যুদ্ধ—ওদিকে
দেখি তুমুল যুদ্ধ—সেদিকে তুমুল যুদ্ধ—গাছের
ওপর—সেখানেও তুমুল যুদ্ধ!

স, মা। ওরে বাবা!—জানিনাকিই তুমুল
ক—আবার গাছের ওপরও তুমুল!—ওরে
বা, তুমুল বেটা কি বোকা!

দেবল। যুদ্ধ কার সঙ্গে?

কেরা। কার সঙ্গে—এখনও ঠিক হয়নি।

স, মা। এইত ঠিক হয়ে গেল, আবার
কি হবে না কেন?—তাইত বলি কোথায়

কিছুই নেই—সেপাট ছোটোছোটো করে কেন।—
বনের দিকে একবার করে ছোটো, আর
হুড়-হুড় করে পালিয়ে আসে। বনের ভেতর
ব'সে ব'সে তুমুল বেটা যে যুদ্ধ করছে, তা
কেমন করে জানব?

দেবল। সেকি?

কেরা। কি যে—কেউ ঠাণ্ডা করে
পালিয়ে না।

দেবল। বনের ভেতর ভীমরুলের চাক
ছিল নাকি?

(সখারামের প্রবেশ)

সখা। ছিল বইকি,—তবে তাদের চল
গুলো কিছু বড় বড়। একটার নমুনা দেখবে?
দেবল। কই দেখি?—ওরে বাবা, এ
কিরে? এয়ে বিরমুখে তীর!—ওরে সখারাম!
—এ রঘুবীরের তীর নাকি?

সখা। সেইটেই বড় ভীমরুল—তবে
তোমাদের বরাতে সেটার চল নেই। তা যদি
থাকিত, তোমাদের একটাকেও কিরতে হ'ত
না—(দেবলের উম্মীয়ে তীর পতন।)

দেবল। ওরে, এখানেও যে বে!—
(গোলমাল করিতে করিতে সখারাম বাতীত
সকলের প্রস্থান)

(বলদেবের প্রবেশ)

বল। সখারাম!

সখা। কেও ঠাকুর?—যমের মুখে ছুটে
এসেছ কেন?

বল। পাসও দেবল এইখানে ছিল, গেল
কোথা?

সখা। প্রশ্নভয়ে যে পালিয়ে যায়, তাকে
মারতে নেই।

বল। শীঘ্র বল, সে পাশও কোন্ দিকে
গেল?

সখা । তার সঙ্গে সখার মা আছে ।

বল । তারে শুদ্ধ হত্যা কর্ব ।

সখা । সে কি—নারীহত্যা ?

বল । সে নারী নহ সখারাম !—পিশাচী ।

যে আমার পিতার কাছে উপকার পেয়েও
অমানবদনে তারে শত্রুর হাতে ধ'রিয়ে দিতে
পারে, তার অসাধা কার্য্য নাই । সন্তান-হত্যাও
সে কুস্তিত নহ । তার জীবনের কোনও প্রয়ো-
জন নাই—কেবল অনিষ্ট,—কেবল সর্বনাশ !

সখা । তাই'ক, সে সখারামের গর্ভ-
ধারিণী ।

বল । শত্রু বল সখারাম, নইলে তাকেও
হত্যা কর্ব ।

সখা । করবে তা কর—কিন্তু ঠাকুর,
গরীব ভীলগুলোর মহামায়া অন্নগুলোর এমনি
করে অপচয় ক'রে না । বাণ ছুঁতে জানি
না—বলুক হাতে ক'রেছ কেন ? দেবল
বুড়ের মাথায় লেগে বাণ পড়ে গেল ! আমাকে
মা'বে, অন্ন প্রয়োগের প্রয়োজন নেই—বল
কি করে ম'লে তোমার তৃপ্তি হয়, আমি তেমনি
ক'রে মা'রি—আমারও আত্মহত্যা হবে না,
তোমারও নরহত্যার পাপ হবে না । মা'গো—
হত্যা কর—বিলম্ব করছ কেন ? ছি ঠাকুর !
কথা রাখতে জানি না, বীরজের আকালিন ক'রতে
পছন্দ হাতে ক'রেছ । আরে ছি !

[প্রস্থান ।

(বদ্বীরের প্রবেশ)

বদ্বী । ক'রলে কি ভাই, সর্বনাশ ক'রলে !
হুলিয়ার এমন অমাত্রব্যী চেষ্টার সমস্ত কলটাকে
জলাঞ্জলি দিলে ! ক্ষুদ্র বালক শত্রু মা'রতে
আশ্রয় ত্যাগ ক'রে এতদূর এলে, এখন যে
শত্রু-বেষ্টিত—তোমাকে রক্ষা ক'রতে সব যায় ।

বল । ভাই ! প্রাণের জ্ঞান নহ,—ঈর্ষায়

নয়—শুধু হুলিয়ার জীবন রক্ষার জ্ঞান এই কার্য্য
ক'রেছি ।—বাইরে বেরিয়ে শত্রুর গতি ফিরা-
য়েছি । বাঁচত না—কিছুতেই বাঁচত না ।—
ক্ষতবিক্ষত দেহ, তাই এসেছি—অসহ—যন্ত্র-
শূন্য—শত্রু বহুদূর অগ্রসর হ'য়েছিল । ফিরিয়েছি
দাদা—ফিরিয়েছি ।

(নম্র ও ভীলগণের প্রবেশ)

নম্র । মহারাজ—দারুণ বিপদ !

বদ্বী । সে বুঝতে পেরেছি ।

নম্র । আমাদের বল বুঝতে পেরে—বন-
সেনা আবার ফিরেছে । আমাদের পথ রোধ
ক'রেছে ।

বদ্বী । তোমাদের আছে ক'জন ?

নম্র । বাকী আছি আটজন । হুলিয়া আপ-
নরা—তাকে জামালীর আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি ।

বদ্বী । নম্র ! বিলম্ব ক'রোনা, বলদেবকে
নিরে এই পথে বাত ।

নম্র । তোমাকে ছেড়ে যাব ?

বদ্বী । যদি বাঁচতে চাও—এই ব্রাহ্মণকে
বাঁচাতে চাও,—আর ব্রাহ্মণনন্দিনীর বধ রক্ষা
ক'রতে চাও, তাহলে আমার কদার প্রতিবাদ
ক'রো না ।

সকলে । তোমায় ছেড়ে যাব ?

বদ্বী । আমার আদেশ অমাত্র্য্য ক'র না ।

নম্র । আমরা কি ম'রব না ? তাই
আমাদের বেঁচে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছ ?

বদ্বী । শুকর আদেশ পালনই শিপের
কার্য্য । সকল সময় প্রাণরক্ষা কার্য্য নহ ।—
কি বলিস্ নম্র !—চূপ ক'রে আছি' কেন ?
কি ক'রবি বল ?

নম্র । আমরা শাস্তর জানি না মহারাজ !
আমরা তোমাকে ফেলে এক পাও ন'ড়ব না ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

বল। আমিও না।

রঘু। এখনও আমার কথা রাখ, বিশ্বাস—
এখনও তোমাদের রক্ষা ক'রতে পারি। পালাও
পালাও—এলো, এলো। হয়ত তোমাদের রক্ষা
ক'রে, আমি আত্মরক্ষায় পর্যাপ্ত সক্ষম হব।

মমু। তা হতেই পারে না।—ভাই সব
বসে পড়। বলদেব, পেছনে এসো। চালাও—
চালাও। উদ্ধার পাই, একসঙ্গে পাব; মরি,
এক সঙ্গে ম'রব; চালাও। (ভীলগণ কর্তৃক
বাণবর্ষণ।)

(নেপথ্যে—আলা—হা—হো)

ভীলগণ। হর হর হর হর—জয় রঘুদেব
মহারাজের জয়।

(বাণবর্ষণ)

রঘু। তবে এক কাজ কর, নিশ্চল প্রাণ—
নাশ আমি দেখতে পারব না—কিছুই পাব
না। এস সকলে আত্মসমর্পণ করি।

মমু। যো হুতুম! আর যা বলবেন সব
ক'রব—কেলে যাব না।

রঘু। দেখ, আমরা হ'লে কোন কথা
কথা'কত না। নিরাশ্রয় এক বৃদ্ধব্রাহ্মণ, আর
নিরাশ্রয় দুটি অবলা। ম'লে প্রতিকার হবে
না—ধরা দিলে হ'তে পারে। এস সকলে
আত্মসমর্পণ করি।

[প্রস্থান।

মমু। যো হুতুম!

যষ্ঠ দৃশ্য।

কাননমধ্যস্থ গুহা-সমূহ।

পতিত জুলিয়া পার্শ্বে জামলী।

জামলী। বাক্য মুখে আসে নাকো আর, দগ্ধবৃকে
নিবাসে যত্ন! এই যদি সাধুতার

পরিণাম, তবে পদে আত্মসমর্পণ—

তোমার আদিষ্ট কার্যো—তোমার আদিষ্ট
প্রাণে—প্রতিপলে সাধুশ্রমে, এই যদি
শোণিত-নিষিক্ত পুরস্কার, যাও নিজ
কোলে মহানিদ্রা—আর জেগো না জেগো না
বিশ্বপতি! ভাঙ্গ দণ্ড সৃষ্টির আধার।

দাও তুলে বিশ্বব্যাপী মহাসিকুললে
পীড়িতের নিষাদের সমষ্টি লইয়া
রচি এক মহা প্রভঞ্জন—দাও তুলে
বিশ্বনাশী প্রলয়-তুফান! ধরা বাত
গুঁড়াইয়া! শুধু পীড়িতের আত্মনাশ,
পীড়কের হাসি খল খল—দগ্ধদগ্ধ

পৃথিবী সারো—হে নাথ, যতপি এই
ধরার গঠন, ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও—
এ সৃষ্টির কিছুই না দেখি প্রয়োজন।

প্রভু, আমি, দেবতা—কাদতে আদেশ দাও
নি, কার্য ক'রতে আদেশ দিয়েছ। কিছু
আমি অযোগ্য! তোমার সহায়িত্বী হবার
অযোগ্য! চক্ষে শোণিতের ধারা ছুটিছে, তোমার
পাদপদ্ম দেখতে পাচ্ছি না। নীরব কেন?
প্রভু! হৃদয়ের ধর! তোমার আদেশের সঙ্গে
হৃদয় জন্মে তোমার প্রাণ দাও! মান রক্ষা
কর—তোমার চরণাশ্রিতা শিখা দাসীর মান
রক্ষা কর। হৃদয়ে বল দাও, আঁখি নীরস কর।

(পরীবারের প্রবেশ)

পরী। দিদি—দিদি! আমাদের নাকি
সর্বনাশ হ'য়েছে—সব ধরা প'ড়েছে? একি!
জামলী। সবাই বলদেব ভাইকে রক্ষা
ক'রতে ধরা দিয়েছে।

পরী। তার পর। হেঁচ আছে কি?

জামলী। তাও কি সম্ভব?

পরী। যথেষ্ট শিক্ষা—মহুতাপ—শিরায়
শিরায় অনল-স্রোত! কেন সেই বৃদ্ধ পরমায়ীয়ে

কথা শুনলেম না ? কেন শিলাতল পরিত্যাগ করলুম ? কেন এলুম !—হুলিয়া, হুলিয়া !—পরার্থে সর্বস্বত্যাগী মহাপ্রাণ !—ভাই ! নরদেহে দেবতার ঐশ্বর্য বহন করে কি ক্লান্ত হয়ে পড়লে ? শ্রামলী ! আর কেন—ছেড়ে দে ।

শ্রামলী । ছি বোন ! রণক্লান্ত—স্বযুগ্ম মহাবোগীর যোগভঙ্গ ক'র না । মায়াময়—তো'র কথা শুনে স্থির থাকতে পারবে না, এখনি কিরে আসবে । আর দুনিয়ার ফিরিয়ে আনি কেন ? এস নিজের নিজের ব্যবস্থা করি । নারীধর্ম বড় ভঙ্গুর । পাপিষ্ঠের কটাঁকে শিক্ত হয় । আর নয়, চ'লে আয় । তুই যে বড় সুন্দর—বড় মিষ্ট—বড় আদরের—বড় পিয়ারের—দেবতার পুষ্পাঞ্জলি—কিন্তু কি ক'রব ?—ভগিনী প্রস্তুত হও, আর নয় ।

পরী । সকল সময়েই ত প্রস্তুত রয়েছি দিদি !

(সখার মার প্রবেশ)

স, মা । ও বাবা, কোথায় এসে পড়লুম ! আর যে বাঁচি না, কোথায় যাই—কি করে উদ্ধার পাই ? হে হরি ! রক্ষে কর, আর ক'রো না—পরের মন্দ আর ক'রো না । দোষাই হরি ! রক্ষে কর—বাঁচের মুখে দিয়ে না—পথ দেখিয়ে দাও ।

শ্রামলী । কে তুই ?

স, মা । কে বাবা, কোথা বাবা !

শ্রামলী । এগিয়ে আয় ।

স, মা । য্যা তুমি ?—(উপবেশন) য্যা তুমি ?—মা, আমায় মেবে ফেল, কিন্তু মা, আগে আমায় একটু জল দাও—বড় পিপাসা—জল, জল !

শ্রামলী । ভয় নেই, বোস, জল আনি ।

ভগিনী ! অতীথি পরম শত্রু হ'লেও দেবতা । বহু

ভীল ভাই প্রাণ দিয়েছে, তাদের মৃতদেহ স্পর্শে আমি অপবিত্র, আমি স্বান ক'রে কিছু ফল সংগ্রহ ক'রে আনি । তুমি আপাততঃ ঘরে বাও, কিছু ফল থাকে ত এনে ওকে একটু জল দাও—জীবন রক্ষা কর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

স, মা । য্যা মারলে না ? জল আনতে গেল, ফল আনতে গেল ! আমায় পাওয়াবে—বাঁচাবে ? আর আমি এদেরই সর্বনাশ ক'রেছি ! বজ্র ! আর কেন ? মাথায় পড় । এ পাপিষ্ঠা পিশাচী শয়তানীকে চূর্ণ কর । ভগবান ! দেবতা সন্তানকে গর্ভে দিয়েছিলে, কিন্তু মাকে রাক্ষসী ক'রেছিলে কেন দয়াময় ? মেবে ফেল—নরকে দাও—আর নয়—বড়জালা ! জালায় জালা নিবোও—নরকে দাও—নরকে দাও ।

(কেরামতের প্রবেশ)

কেরা । এই যে, এই যে বিবি এখানে নেমাজ প'ড়ছে । তাইত বলি, মতলব না থাকলে কি বিবিজান বনে ঢোকে ?

স, মা । সর্বনাশ হ'ল—গেল ! এখনি জল আনবে—সর্বনাশ হ'ল ! দূর হ', দূর হ', চলে যা, এখানে কিছু নেই, চলে যা ।

কেরা । কেন, তুমি ত আছ বিবি । তুমি থাকলেই সব রইল ।

স, মা । চ'লে যা—এখনো ব'লছি চ'লে যা । নইলে মরবি ।

কেরা । আর মারবে কে বিবি ?—রঘুবীর ধরা পড়েছে, ওই একটা ঘাল হ'য়ে পড়ে আছে । মারতে এখন তুমি । তা বিবি, আমি যে তোমার আসানো'টি ! আমাকে কাঁধে নিয়ে তুমি-জান্নারেলনীর মতন হুপোহুপি লাফা-লাফ ক'রবে । এখন এ বৃদ্ধ বহলে আমাকে মেবে কি ক'রবে বিবি ?

স, মা । তবে যে সবতান!—আমিই তোকে মেরে ফেলব ।

কেরা । না বাবা ! তা হ'লে ত সরা হ'ল না । বেটী এমন করে কেন ? বেটীর মতলবটা কি বুঝে নি ! [প্রস্থান ।

(পরীবাণুর প্রবেশ)

স, মা । এস না, পালাও—পালাও ।

সবতান—পালাও ।

(কেরামতের অগ্রগমন)

কেরা । হাঁ ! আর পালাতে হবে কেন ? এই যে আমি ঠিক আছি সাজাদী ! গোলামের ওপর হুকুম ?

পরী । গাত্র স্পর্শ ক'র না—আমি আপনটি যাচ্ছি ।

কেরা । (নেপথ্যাভিমুখে) ওরে জ'লদি—ভালদি । তজ্জাম—তজ্জাম ।

পরী । কপেক অপেক্ষা কর—আগে পিপাসার্তীকে জল দিই ।

কেরা । সে আমি দিচ্ছি ।

পরী । এইও সবতান ! ছুঁসনি । নাও বাছা ফল ! এ ফলে পিপাসাও যাবে, কুম্ভিরুদ্ধিও হবে । ব'সে থাক—সংবাদ দিও । (খুগত) আমি বাই, তা হ'লে ভগিনী আমার রক্ষা পাবে ; নইলে দুজনই বাব । কি করি—বাই—ঈশ্বর নিয়ে যাচ্ছেন—উপায় নেই । নে—চল ।

[পরীবাণু ও কেরামতের প্রস্থান ।

স, মা । হা ভগবান ! কি ক'রলুম—ম'রেও মা'রলুম—কি ক'রলুম ? ওগো কে আছে, রক্ষে কর—রক্ষে কর ।

(শালপত্র হস্তে শ্রামলীর প্রবেশ)

শ্রামলী । কি হ'ল ? কি হ'ল ?

স, মা । ওমা সর্বনাশ ক'রেছি—মা মতিথি হ'য়ে তোদের সর্বনাশ ক'রেছি ! সঙ্গে

সঙ্গে নবাবের লোক ছিল—তা জানতুম না । মা ! ত'রা এসে পরীবাণুকে ধ'রে নিয়ে গেছে ।

শ্রামলী । সে কি ?—কখন, কোন্ পথে ?

স, মা । এই পথে ; এখনি গেছে, কিন্তু মা ! তুমি যে যেয়ে—তারা যে অনেক ! কি ক'রে রক্ষা করবে মা ?

শ্রামলী । (ছলিয়ার অঙ্গ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণ) দেখ, সখার মা ! আমি চ'লুম । শ্রামী যদি আমার বেঁচে থাকে, তা হ'লে রক্ষা করিস্—আর যদি না থাকে, তা হ'লে সংকার করিস । ওই ফল জল রাখ'লুম, আগে আশ্রয়না কর । আর আমি দাঁড়াতে পারি না চ'ল'লুম । (ছলিয়াকে প্রণাম ও পদমলি গ্রহণ) ।

স, মা । কি ক'রে কি হবে মা ?

শ্রামলী । ভর কি ?—আমি ওই মহা-পুরুষের দ্বী । দেখিস মা, ওই পোশার দেখ যেন শূণ্যালের ভক্ষ্য না হয় । [প্রস্থান ।

স, মা । (ছলিয়ার মধ্যে জল সেচন) ও বাবা ! ঘূনিরে থাক যদি—জাগ, বেঁচে থাক যদি—ওঠ । এ যে ম'রবার সময় নয় বাবা !

ছলিয়া । আমি—ক'খায় ?

স, মা । ও বাবা ! জেগেছ বাবা ! তা হ'লে ওঠ—চোরে দেখ—তোমার সব গেছে ।

ছলিয়া । সে কি ? রথু মহারাজ ?

স, মা । সব গেছে, সব গেছে ।

ছলিয়া । শ্রামলী ?—পরীবাণু ?

স, মা । পরীবাণুকে ধ'রে এই নিয়ে গেল ।

শ্রামলী পাগলিনীর মত ছুটেছে । তাই ব'লুছি ওঠ বাবা আমার—ওঠ ।

ছলিয়া । আমায় ধর ।

স, মা । যাও—যাও ।

সপ্তম দৃশ্য ।

কক্ষ ।

জাকির ও পরীবাবু ।

জাকির । তোমার জন্তই আমার এত আকিঞ্চন । তুমি রাজোষরী—আমি গোলাম । এই তোমার জন্ত সযত্ন-রক্ষিত সিংহাসন । করুণা ক'রে, এই সিংহাসনে আরোহণ ক'রে তার শোভা বর্দ্ধন কর—আর গোলামকে দয়া ক'রে সিংহাসনের তলে, তোমার চরণপ্রান্তে একটু স্থান দাও । আমি ঐ মুখের শোভা দেখে জীবন সাংকর্য করি ।

পরী । যদি নিজের মঞ্চ চাও জাকির, তাহলে তোমার প্রভু-কন্ডার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ কর না ।

জাকির । সে কি সুন্দর ! তোমার ওই চাঁদমুখখানি প্রান্তরে দেখব বলেই না আমি এই অনাক্তরিক চেহারা গজরাটকে হস্তগত ক'রেছি ! একপ নির্দ্বন্দ্ব আদেশ কেন প্রাপ্তেশ্বরী ?

পরী । এখনও বলছি জাকির ! নিবৃত্ত হও । আমার দেবতা সহায় । যদি অঙ্গ স্পর্শ কর, এখন দেই তুমি শতধা বিচ্ছিন্ন হবে—মস্তক চূর্ণ হবে—নিবৃত্ত হও ।

জাকির । ও ! তোমার দেবতা সহায়—ভাল, তোমার সেই দেবতার সম্মুখে—তাকে সাক্ষী রেখে যদি তোমাকে আপনার ক'রে নিই, তাহলে ত তোমার কোন আপত্তি থাকবে না ?—কৈ হায় ?

(প্রহরীর প্রবেশ)

পরীবাবুকে নিয়ে এস । [প্রহরীর প্রস্থান ।

পরী । রঘুবীর বেঁচে আছে ?

জাকির । আছে বাঁটকি—তোমার গোলামের সঙ্গে স্রবসাম্মিলন দেখবার আশায় বেঁচে আছে (হাস্য) । নবাবনন্দিনী ! তোমার

দেবতা এখন আমার কাছে জীবন-ভিখারী যে তোমার শক্তিমান পিতার তুমি থেকে গুজরাতি ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কাছে রঘুবীর !—তাই কিনা তুমি মুসলমানী হ'রে, একটা নগণ্য দস্যু লা বাবদারী কাকেরেব শরণাপন্ন হ'য়েছিলে ! আমি শক্রই হই—তোমার চক্ষুঃশূলই হই, তবু মুসলমান । আমার আশ্রয়ে আসিই তোমার কর্তব্য ছিল । একটা অতি তুচ্ছ কাকেরের রূপা ভিখারিণী হওয়া—নবাব নন্দিনীর যোগ্য হ'নাই ! তার চেয়ে আমার অকুশায়িনী হওয়া সহস্রগুণে তোমার শ্রেয়স্বর ছিল । এখনও বলি—রূপাভিক্ষাদানে গোলামকে চরিতার্থ কর ।

পরী । ভগবান্ ! আর যে আমি চ'লে কাণে কিছু দেখতে শুনেতে পাচ্ছি না । জন্মে আমার জ্ঞান বিলুপ্ত হ'রে আসছে । মান বা দয়াময় । অভাগিনী প্রাপ্তের বাতনায় তোমার চরণে আশ্রয় নিয়েছে—পায়ে ঠেল না—দোহা দীনবদ্ধ !—নারীর ধর্ম রক্ষা কর ।

(শুশ্রূলাবক রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু । একি ?

পরী । দাদা ! দুঃখ্যাতি ছল ক'রে অতি সেজে ভগিনীর চ'ক্ষে ধুলি দিয়ে আমার দাঁ এনেছে ।

রঘু । কি ক'রলে জাকির ! লোভে আতিথ্য ধর্ম ব্যাঘাত দিলে ! তোমার বৈশিষ্ট্য আচরণে দুনিয়ায় আর যে কেউ অতি সংকার ক'রতে সাহস ক'রাব না ! মুসলমান পুত্রহত্যাকেও অতিথি প্রাপ্ত হ'লে দেবজ্ঞা তার অর্জনা করে । তুমি সেই মহাধর্মে আঘাত ক'রে কাকেরের কাঁধা ক'রলে !

জাকির । যাক্—তার উত্তর পরে দেব এখন তোমার আনিয়েছি কেন শোন । নবাব নন্দিনী তোমাকে সাক্ষী রেখে আমার আত্ম

ক'রতে চান। বিষম আবদার—কি করি,—
এই আবদার তোমার সম্মুখেই রাখা কর্তব্য
বোধে, তোমাকে এখানে আনিচ্ছি।

রঘু। হস্তপদ বন্ধ দেখে, আমার উপর এই
অত্যাচার ক'রতে চাও? তবে তুমি জাকর!
আমার শক্তির পরিচয় তুমি কিছুই জান না;
তোমার কাপুরুষ মৈত্র আমাকে এখানে এ
অবস্থায় ধরে আনেনি। কতকগুলি সহচরের
মহামূল্য জীবন রক্ষার জন্য আমি বিনা বাধায়
আত্মসমর্পণ ক'রেছি। আমার সম্মুখে তোমার
প্রভু-রক্তার উপর অত্যাচার ক'র না—মহানর্থ
হবে। উপরে দেবতা আছে—খর্ষ আছে।

জাকর। দেখা যাক্, কতটা কি হয়!

রঘু। জাকর! নিবৃত্ত হও।

জাকর। আর কেন প্রাণেশ্বর! মুখ
তুলে চাও, তোমার আশ, ভরসা এইত এক
রঘুবীর। তখন আর অবাধতায় ফল কি?
নাও—এস—এগিয়ে—এস, জলদ-সি হাসন উগ্জ
—শূন্য—ব'সে স্থান পূর্ণ কর।

রঘু। নিবৃত্ত হ' পিশাচ—নিবৃত্ত হ'।

জাকর। রক্ষা কর মঙ্গলনিদা! রক্ষা কর
অমূল্যসহায়। সতীর সতীত্ব যায়—রক্ষা কর
পা'কে আচ্ছ কোথায়।

রঘু। আর নয়! কত সময়—কত সময় প্রাণে!

আজীবন সত্য পণ করিয়া আশ্রয়,
দেখিতে কি হ'ল এই দৃশ্য ভরহর?

শক্তি দাও দেব মহেশ্বর। মহাবজ্র বিচূর্ণিতা,

তীর শ্রোতে জলদ ঢালিয়া—শক্তি দাও

শরীরে আমার। রঘুবীর সংবেদ

দন—সতীপথ সংরক্ষণ—শক্তি দাও

বিষ্মনাগী দেব প্রভঞ্জন। শক্তি দাও—

শক্তি দাও—শক্তিবরুণিণি!

[শূন্য ভঙ্গ।

(শ্রামনীর প্রবেশ)

শ্রামনী। কেবা যাচে শক্তির আশ্রয়—নাহি ভয়—
শক্তির সেবিকা আমি। সতীকুলদায়ী
অক্ষয় ভাণ্ডার মোরে ক'রেছে অর্পণ।
ত্রিভুবন কেঁপে বাবে, পর্বত ভাঙিবে,
খণ্ড খণ্ড হবে বজ্র, পালাবে শমন।
কই কোথা—কোথা সে পিশাচ!

(জাকরের পলায়ন)

রঘু।

আর নয়

বোন—কার্গোজা—বিলম্বে বিফল হবে!

গর্জের আধার—দর্শন-দ্বিসা—তুমি

নারী ধর্মদ্রীক্ষণি—চণ্ডনুও-বিষ্মিনী

নমুওমণিনি! রক্তশ্রোতে নাহি শ্রয়োজন,

আয়োজন স্তম্ভস্বর এবং, চ'লে এস।

এস পদীবাহু!

[দুই হস্তে দুইজনকে নীচায় প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

তরুণতল।

(শ্রামনী, রঘুবীর ও পদীবাহু)

রঘু। (উভয়ের হস্ত ধরিয়া)

আজীবন মার দিনে জীবন প্রান্তরে,

প্রথর অন্তর দিয়ে করিহু কষণ,

ফল লাভ কি হ'ল আমার? অদৃষ্টের

আবরণে, কোন্ স্থানে লুক্কায়িত ছিল

বিষবীজ, সংসা দূটয়া গেল! যেই

ধরিয়া অঙ্কুরে—তারে গেহু বিনাশিতে,

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ অস্তভেদী হ'ল।

দিগন্তে কহিল বৃক্ষ বাহুর প্রদার।

আমার আশার ছবি—আমার স্তম্ভের রবি।

আমার অস্তিত্ব ভবিষ্যৎ

বন পত্র সরিনেশে—জনমের মত বৃষ্টি
করিলরে অচ্ছাদন !

নাথে নাথে, শুজে শুজে ফলেছে যাতনা !

বন্ধে বন্ধে মাটি আকাড়িয়া,—

শতমুখে বিদীর্ণ হইয়া,—

সহস্র সহস্র মুখে ছুটায়োছে কালা-প্রয়বণ !

বড়ই ক্লান্ত আমি,

প্রতি লোনকূপে জলে মরি পিপাসার !

হায় !

দুই বন্ধ, গতি বন্ধ, তথাপি অস্তির—

এখন'ত মিটল না কামনা আমার ?

কোথা প্রভু ! কোথা তব সোণার সংসার ?

কোথা তুই ভুলিয়া আমার ?

প্ৰভুভক্তি জীবন্ত জলন্ত—কোথা ময়, ?

কোথা ভীল ভাই ?

কোথা বোন করুণার দিগন্তী ধারা ?

কোথা তুই পরীবাণ কৃষ্ণকিনী—

জীবন বাকিনী মায়া ?

কেন অন্ধকারে উজ্জ্বলিত কুটিয়া উঠিয়া,

কেন দূর অন্ধকারে মিলিতে ছুটিলি ?

শ্রামলী ! কি বিপদ ! সারা পথ এমন

দে—হাত বাঁধা—পথ চলি কি ক'রে ?

না, বহুবল তদেছি,—অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ

হেছি। আর কেন—ছেড়ে দে ।

বয়ু ! ছাড়ব ?

শ্রামলী ! ছাড়বি না ত কি, চোরের মতন

তকড়ি দিয়ে শাস্তি দিতে দিতে সারা পথটা

সরি ?

বয়ু ! ছাড়ব ? কোথায় ছাড়ব ? স্থান

ই ? আছে কে ? না—আর সাহস হয় না ।

সিংহের গম্বুজার, বৃকতে না পেয়ে হাত পেতে

য়েছিলুম, বৃকতে না পেয়ে হাত ছাড়া ক'রে—

ছিলুম, হারিয়েছিলুম ! ছাড়ব না শ্রামলী—
আমার আর কেউ নেই ।

শ্রামলী ! না থাকে—নেই নেই । তুই ত
আছিস ? তাহলে তুই বা আমাদের জড়িয়ে,
হাতে পায়ে শৃঙ্খল জড়াবি কেন ? আমাদের
ছেড়ে দে । আমরা নিজে আত্মরক্ষা করি ।

বয়ু ! আবার সে আত্মরক্ষা কথা !

বন হাতে মুহুমুখী সে কাল নাগিনী,

ধ'রে এনে পরে দিয়ে স্থান,

সাধ ক'রে—ভাঙাশিরে লইলি দংশন ।

আত্মরক্ষা কথা আর কিহেতু তবিনী ?

জীবনের সঙ্গী মোর

সবাই রহিল কারাগারে

কিন্তু বোন আমি কোথা ?

হারি সবে মৃত্যু প্রতীক্ষায়

ব'সে আছে বক পদ করে

আমি কেন এ মৃত্যু প্রান্তরে ?

সোনার ভবন আমি স্বহস্তে রচিত,

আশে পাশে বজ্র দিয়ে স্বহস্তে ঘেরিত

বহির্বাশি হলো গেল কিরে ।

এমন কঠিন বর,

কে ভাঙিল দানবী শ্রামলী ?

শ্রামলী ! কে ভাঙিল ? তুই নিজে !

আমি কি ভেঙেছি ?

নীচ ঘরে জনমিয়া,

তুই দিন দিগ-সংবাসে,

তুই দিন দুটো শাস্ত্র-বচন শুনিয়া

একবারে অহঙ্কারে,

ধরাধামা শরা দেখেছিলি !

আপনারে বিশ্বকর্মা মনে ক'রে তির,

নদীর তরঙ্গভরা বাগির বাঁধের পরে,

সাধ ক'রে অদ্রভেদী অট্টালিকা করিলি বচন

হার যাশ পদধাম, তাই ঘটয়াছে

একটি বস্তায় তার,
ইট, কাঠ, ভিত্তি, স্থান—চিহ্ন সমুদায়
একেবারে আঁধারে ডুবেছে ।
ধর' দেখি অস্ত্র করে,
হ' দেখি ভীলের সন্তান ।
প্রকাণ্ড সাগর-সৈন্য প্রতিজ্ঞা লইয়া,
নরকের তমোভেদী দস্যব দর্শনে,
খোজ' দেখি কে আছে কোথায় !
ধরণীর মেরুচ্ছেনী তীক্ষ্ণ ছুরিকায়,
খোজ' দেখি জাকরের দেবলের উদর-গহ্বর
এখন আবার সব আদিবে ফিরিয়া ।
শাদ্রবাক্যে শুধু হয় দেবতা তর্পণ,
মানুষের কার্য্য কিন্তু দূরে দূরে সরে ।
আমি কি ভেদেছি ? কে ভেদেছে ভীলরাজ ?
পতী । (স্বগত) ভীষ্ম ! মরণ দাও,
দাও প্রভু—আর কেন ?
বহুলা বিবম । বল কত সহি আর ?
স্বামিনী ! বিপন্ন, সবার গুরু—দিয়াছিলি নিত্য
শ্রদ্ধা মোরে,
তাই আমি পিশাচীর ঘরে এনেছিছ ।
দেখি, লোল-জিহ্বা যত্নে তার পাছু ঘুরিতেছে,
তাই আমি গুরু জানে,
নাহারে দিয়েছি স্থান ।
এতে যদি সব যায় তোর—যাক্—
উপায় নাহিক রঘুবীর !
এতে যদি না-চা-দুঃখ যায়রে ছি' ডিয়া—
যাক্—সম্পর্ক চাই না ধরাতে ।
পতী । কেন ভাই আমারে রাখিলে ?
কেন ভাই শেকালিকা বাদিতে অঞ্চলে,
সোণার সহস্রদল,
তরঙ্গিত সিন্ধুজলে দিলে বিসর্জন ?
ভাই ! মোরে ছেড়ে দাও,
এখনও সময় আছে,

রক্ষা কর আত্মীয় তোমার ।
আমি ফিরে যাই ।
শাস্তিময় যে শিলার তলে,
মৃত্যু মোরে সাদরে তুলিতেছিল কোলে,
আবার সেখানে ফিরে যাই,
দাও ভাই অনুমতি ।
বধু । সে কি ! আমি তোমারে ছাড়িব ?
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি আত্মসার—
তোমারে ছাড়িব ? সহস্র আত্মীয় প্রাণে
তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা ।
ভীলধর্ম্ম জান না—জান না বাল্য !
উপরে বৈকুণ্ঠ প্রলোভন,
নিম্নে ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন,
সে যদি আশ্রয় চায়,
আপনি শ্রীহরি বাদী
তারে ত্যজি অগ্নি বদনে ।
ধর্ম্ম—কেব ধর্ম্ম শ্রামলী আমার !
এ অমূল্য রত্নভার, আবার দিলাম তোর করে ।
শেব চেষ্টা—শেব চেষ্টা এবার আমার ।
স্বামিনী । সেই সঙ্গে দাও অনুমতি—
যদি হয় প্রয়োজন, যদি দেখি অক্ষম রক্ষায়,
মৃত্যুমুখে দিব আমি প্রাণের পরীরে ।
নহে তব করে স্তম্ভ ধন,
তুমি ল'রে যাও রঘুবীর !
বধু । হিতাহিত জান ধর্ম্ম মর্ম্ম স্থানে যার,
আমি আর কি বলিব তারে ?
কার্য্যক্ষেত্রে কর্ম্মের সাধনে,
ভাল নিজে যা বুঝিবে বোন্,
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
যে কার্য্য করিতে চায় প্রাণ,
তাই কর,—সে কার্য্য আবার ।
(সখারামের প্রবেশ)
সখারাম, ভাই ! আমার সর্ব্ব্ব গেছে ।

সখা ! সে কি, মিছে কথা কও কেন বাপধন যম ! এই যে—এই যে দুটি হজমী গুলি এখনও বর্তমান । ও দুটিকে গালে দাও, গোটা দুই চেকুর উঠে, একেবারে 'সব হজম' হয়ে যাবে এখন ।

রঘু । না সখারাম, আর নয় । আমার সোণার স্বপ্ন ভেঙে গেছে, কি এক ছায়ার স্পর্শ লোভে, মদীচিকার মুহূর্তে হিল্লোলকম্পিত সোণার কনলের আভাষ আকাজকীয় কেবল আমি ঘুরে ম'রেছি, আর পূর্ব না সখারাম !

সখা ! সত্যি ।

রঘু । এই শেষ বার, তার পর যা গতি আমার । যদি নরকে জীবনের ঔষধ না পাই, নরকে দেব রে বিসর্জন । এই শেষ—এই শেষ চেষ্টা । বাও ভাই সখারাম, নিঃস্বার্থ পরোপকারী যোগী—মন্তোর অবরণে পূর্ণ জ্ঞান—তুমিই এই দৌত্যের যোগ্য পাত্র । দয়া করে ভাই আমার রক্ষা কর । একবার জাকরের কাছে যাও ।

সখা ! অত ভণিতা কেন বাপধন যম ? আমাকে ভক্ষণের পূর্বে কি একটু লবণাক্ত করে নিচ্ছ ?

রঘু । তোমার ভক্ষণ !—জামিনী ! একটা পাতা কুড়িয়ে আনত । (জামিনীর তথাকরণ) (দন্তে রঘুবীরের স্বীয় 'অধুনী' শব্দ ও পরে লিখন) এই নাও লিখে দিলুম । এই নিয়ে জাকরের কাছে যাও—আগে দেখিয়ে তাকে কথা ক'ও !

সখা । (পাঠ করিয়া) আমার মৃত্যুতে জাকরের মৃত্যু ! তুমি কি পাগল হ'লে নাকি ? এ কি লিখেছ ?

রঘু । শুধু জাকরের মৃত্যু ! তোমার জীবন নাশে যে নরাদম সহায়তা করবে, তারও পর্যাপ্ত মৃত্যু জেনে বেথ সখারাম ! তাই কেন,

হত্যার ইচ্ছায় তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে যদি কেহ হত্যার অকৃতকার্য হয়, তারও রঘুবীরের হাতে নিপীড়ন—বিষম লাক্ষ্যনা ।

সখা ! তাহ'লে বাপ ধর্মরাজ ! আমাকেই কি বেছে বেছে লোকের নিয়ত । ক'রে তুললে ? বেশ, এখন কি ক'রতে হবে ? মাগদো মিক্রাকে কি বলতে হবে ?

রঘু । তুমি জামরের কাছে গিয়ে, বলদেব, হুলিয়া ও আর আর ভীল ভাইদের প্রাণ ভিক্ষা কর ।

সখা ! ভিক্ষা ! দোহাই ধর্মরাজ ! ওইট পাইব না । ও ভিক্ষে আমার কুন্তিতে লেগেনি ।

রঘু । বেশ আদেশ,—নরাদমকে আদেশ ক'র ।

সখা ! যদি না শোনে ?

রঘু । না শোনে, ভীল-হস্তে আছে তার প্রাণ । এ আমার প্রতিজ্ঞা ।

জামিনী । বাও সখারাম !

নির্ভয়ে চলিয়া যাও ।

শত্রুর বুকের পরে,—

আলোকে, আধারে, নিরস্ত্র উলঙ্গ বক্ষে,

নির্ভয়ে চলিয়া যাও ।

বিধি যদি পথরোধ করে,

দিও তারে শুনাইয়া ভীলের কটন পণ

অঙ্গে তব আছে আবরণ ।

হিমাচল টলে,

তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায় ।

জয় জয় তমোময়—

সৃষ্টির সংহারকণী দেব মহেশ্বর ।

এতদিন পরে ভীল কিরে এসেছে স্বহানে ।

থাকুক সে সভাতার সনে,

হোক জ্ঞানী-শত শত জ্ঞানে,

হেন সভাতার সম্পূর্ণ বিকাশে

আছেরে জাগ্রত ভীল-গাণ ।
 হিমালয় টলে, তবু ভীল নাহি টলে প্রতিজ্ঞায়
 (নতজানু) ভাই—ভাই, দারুণ বাতনা ।
 শূন্য চক্ষে চাহি চারিদিক—
 ভাইরে, আলোক ভিক্ষা করি ।
 রঘু । ভাল যাও, বনপ্রান্তে আছে লোকালয় ।
 আছে সাধু গৃহস্থ তথায় ।
 আতিথ্য গ্রহণে, তার ঘরে কর অবস্থান ।
 বিলম্ব ক'র না, এখনি ক্ষুটিবে যবি ।
 তোদের লইয়া, আর না আবদ্ধ আমি হইব
 শ্রামলী !

যাব আমি পিতার সন্ধান ।
 চিরস্থখী হিঁজ সদাশয়,
 শোকে তাপে শূন্য জ্ঞান,
 গৃহশূন্য—পথের পথিক ।
 তারে আগে আনিব পরিচয় !
 শ্রামলী ! কতদিন অপেক্ষায় রব ?
 রঘু । সাত দিন : এই সাত দিন রহ সন্ধানপনে ।
 তার পর এসে লব ভার ।
 যতপি সমুদ্রমধ্যে না দেখে ফিরিতে মোরে,—
 তুমি আছ, আর আছে এ দোমার ভার
 (পরীবাণকে শ্রামলীর হস্তে দেওন)

উক্কে আছে অনন্ত নীলমাকাশ ।
 পদতলে অনন্ত পরণী ;
 যেও বোন, সে সন্দের গৃহমাকে ।
 গৃহস্থানী সেধা ভগবান,
 অবলার মহাবলদাতা ।
 এস এস ভাই সখারাম ।
 নারায়ণ ! হীন আমি—
 পদপত্রে ভাসে মোর জ্ঞান ।
 না সহে সমীর ভর—
 কোমল পরশে আসে কাঁপে পরশর ।
 বিষম পরীক্ষা কেন প্রভু !

এক ঘোর সমস্তা বিষম !
 অন্ধকার—অন্ধকার—চারিদিক !
 আর ত মঙ্গল আমি দেখিতে না
 কোনপথে যাই ? ছিন্নযারা জীবনে
 তারাই নিবাসে দেছে বাতী ।
 আশানীপ নিকীপিত,
 অন্ধকার কবলিত জীবনের অতি দীর্ঘ পথ—
 কষ্টকিত, জটিল, বন্ধুর ।
 এহেন আধারে, পলে পলে ক্ষণপ্রভা ধরে,
 আমারে বরিতে আকর্ষণ,
 বিজলীর মহা প্রলেভন ! (ছুরিকা বাহির)
 একমাত্র আশাভেদ, এইটি নির্ভর ঘোর ।
 এই ভোর দরি, যাব কি শ্রীকরি !
 ধাতকের সঙ্গে মিথি করিব সন্ধান ?

[রঘুবীর ও সখারামের প্রস্থান ।

শ্রামলী । কি বলিস্ বোন ? আর কেন
 পরের অন্তগ্রহভিখারিকী হ'তে থাকব ?

পরী । তাইত, স্বাধীনতা পেছম, আবার
 এর দোর, তার দোর কেন ?

শ্রামলী । এই ঘর—যে ঘর ভাই আমাদের
 দেখিয়ে দিয়েছে, আজ হ'তে এই পরণী
 আমাদের আবাসস্থান ।

পরী । আর ওই উপরে আমাদের
 গৃহস্থানী ! এস ভাই, ওই গৃহস্থানীকে সঙ্গে রেখে
 দিন কতক মনের স্বখে বেড়াই । স্বর্ণের রসক
 থাকতে, পৃথিবীতে আর কারও গলগ্রহ হ'ব না ।

শ্রামলী । তাহ'লে আমি যেন ! হাত ধরা-
 ধরি ক'রে, দাঁতদন্ত এই নূতন গৃহে মননকেন্দ্র
 হুজনে প্রবেশ করি ।

(পরীবাণ ও শ্রামলীর গীত ।)

বাউ চলে যাই,
 বৃষ্টি এখানে বিরাম নাই ।

তুঙ্গ জলধি সন্নিবে
জায়ে ছায়, এলে আয় ভাই।
দাঁড় কপে করে, আয় তরা ক'রে,
বিরাম লক্ষিত চলিয়া যাই।
চোলে দেবে তারা, সোতাপের ধারা,
মরণে মণিতে নাহিরে চাই।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কক্ষ ।

জাফর ও দেবল ।

জাফর। এখন কর্তব্য কি ?

দেবল। যতক্ষণ না রঘুবীর ধরা পড়ে—

জাফর। চূপেরও কাপুরুষ ! তুমিই আমার
অগ্রগমনের বাধা। আবার ধরা পড়ে কি ?
ধরা ত প'ড়ল। স্তন্যে না—সেনাপতি কি
ক'রে এল ? রক্তা নিষ্কটক ।

দেবল। সে সপুত্র সংগ্রামে গুপ্ত হত্যা ।

জাফর। দ্বারে দ্বারে ভীষণ অস্ত্রধারী
প্রহরী—দুর্ভেজ দুর্গ,—উপরে, নীচে, দেওয়ালে,
ঘরে,—সর্বত্রই তারা দিন রাত পাহারা দিচ্ছে,
এখনও হত্যা ভয়। এখনও বল—কি করি ?
সঙ্গী ছিল, তাই তার সাহস ছিল, বল ছিল,
এখন সে একা। আমার শক্তির তুলনার
কীটান্নকীট, তখন আবার ভয় ?

দেবল। জনাবের অভিপ্রায় কি ?

জাফর। তার সঙ্গীগুলোকে হত্যা ক'রে
আগে নিশ্চিন্ত হই।

দেবল। কিন্তু আগে নিশ্চিন্ত না হ'য়ে
সখার মকে মারবেন না।

জাফর। (স্বগত) তাহ'লে এক কাজ
করি। সখার মাকে দিয়েই তার হত্যাকার্য্য
সাধন করি। (প্রকাশে) দেখ দেবল, প্রতি-
নিবৃত্ত হওয়া এখন অসম্ভব। স্বকার্য্য সাধন

ক'রেই যে ভীল আমাদের হত্যার চেষ্টা ক'রবে
না, তাই বা কে ব'ল্বে ?

(কেদার ও সখার মার প্রবেশ)

কেদার। জীহাপনা ! বিবি এসেছে।

[প্রস্থান।

জাফর। সখার মা ! আজ আমার একটি
মহা শত্রুকে তোমার নিপাত ক'রতে হচ্ছে।

স, মা। আমি বুঝেছি—সে শত্রু কে !
আমি অবলা—কেমন ক'রে পারিব জীহাপনা ?
সে রঘুবীর !

জাফর। রঘুবীর নয় বিবি ! সে আমার
বন্ধু, সে আমাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছে।

স, মা। তাহ'লে সেই ব্রাহ্মণ। হিন্দু
মেয়ে—ব্রহ্মহত্যা কেমন ক'রে ক'রবে ?

জাফর। ব্রাহ্মণ নয় বিবি, সে বুদ্ধ অশক্ত
—সে আমার কি ক'রবে ?

স, মা। তবে কে ?

জাফর। তোর ছেলে।

স, মা। হ্যাঁ !—আমার ছেলে ?

[কাঁপিতে কাঁপিতে ভূহলে পতন]

জাফর। প'ড়লে চ'লছে না, উঠতে হবে
এ কাজ তোমাকেই ক'র্ত্তে হবে ! মহা পুরস্কার
অবাধ্য সম্ভান—তাকে রেখে ফল কি ? নাও
ওঠ—মহা পুরস্কার !

স, মা। আমি যে মা জীহাপনা !

জাফর। সেত সুখেরই কথা ! মাকে
হাতের বিধ, সহান শ্রমে ম'রবে। মরণের আল
টের পায়ে না।

স, মা। বেশ—দাঁও।

জাফর। অপেক্ষা কর। [সখার মার প্রস্থান]

(সখার মার প্রবেশ)

সখা। আর দেবী ক'রছ বেন মিয়া
সময় যে উত্তীর্ণ হয়। শেষে ছেড়েও দেবে

খট প্রাণেও যাবে। সে বেটা ভীল—ছোট লাক,—কথার খেলাপ হ'লে একেবারে অগ্নি-শ্মী। কিছু শুনবে না, কোন কথা বুঝবে না। দরী ক'র না—যাহ'ক একটা কর।

জাকর। হাঁ সখারাম। রঘুবীর কেমন ধ'রে আমার ঘরে ঢুকেছিল ব'লতে পারিস ?

সখা। আমাকে কি জ্বমনিই বোকা পেলে মামদো মিয়া ? রঘুবীর একা আর তোমার হাজার হাজার সৈন্য। অস্ত্র ধ'রে সন্দেশই হয়েছে পাঁচ সাত বেটা। তোমাকে রঘুবীরের আসবার কৌশলটা ব'লে দিয়ে, তাকে কাহিল ক'রে দিই—কেমন ? তা হ'চ্ছে না মামদো মিয়া ! আমি তোমাকে কথো রাজত্ব ক'রতে দিচ্ছি না। বেটা ভীলের মনে মনে সঙ্কল্প যে, নরহত্যা ক'রবে না। তাতেই তোমরা আজও বেঁচে আছ। কিন্তু বেটা ভগবানের পাকে চক্রে আমার কাছে ধরা প'ড়ে গেছে, হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সেছে—যে সপারামকে হত্যা ক'রবে, যেমন ক'রে পাত্রে সে হত্যার প্রতিশোধ নেবে। ভীলের প্রতিজ্ঞা অটল। বেটাতে একটু দেবতার অংশ আছে কিনা ! কিন্তু হ'লে কি হবে ! ও বেটা কাতুর, আমি মাছ ; ও বেটা গাঁড়িডল, আমি মাও ; ও বেটা অংশ, আর আমি পূর্ণ। শ অবতারের বন্ধ, এই সপারাম মার নন্দনের পুত্রকে বিরাজমান। আমিও প্রতিজ্ঞা ক'রছি—রঘুবীরকে দিয়ে তোমাদের দফা রক্ষা করাব। ধতে, বনতে, দাঁড়াতে তোমাদের নাস্তানাবুদ হ'ব। এক দণ্ডের জন্ত বিশ্রাম দেব না। ব'লত বেটা মাকুষের ওপর তুল্য না ব'লে স্বল্প ক'রেছে, সেই হাত আমি তোমাদের ক্রমে রঞ্জিত ক'রব।

জাকর। তুই কি ঠাওরেছিস ? যে ব্যক্তি ভীর রজনীর সহায়তায় চোরের মতন একজনের

গৃহে প্রবেশ করে—তাকে নিরস্ত্র সেপে বীরত্ব প্রকাশ করে—তার ভয়ে আমি নীরস্ত হবার মতন বীরীর বাচ্চার অত্যাচার স'য়ে থাক

সখা। কেন সইবে ? একি মানুষে হয় ? তুমি নবাব। আর আমি কে—কত তুচ্ছ কীট-মু-কীট—আমি অত্যাচারের নাম শুনলে কোপে কাই হয়ে উঠি, তুমি সইবে কেন ? আর যদি সও, তাহ'লে বুঝবে—তুমি বীরীর বাচ্চারও অধম।

জাকর। এইও উল্লুক। মু নামালুকে বাত কও।

সখা। তাহ'লে বুঝবে—তোমাকে উদ্বেজিত ক'র্ত্তে হ'লে, একটু বিশেষ রকমের উদযোগ আয়োজন চাই। কেন না, আমি চাই তোমার মৃত্যু। কিন্তু সে মৃত্যু আমার মৃত্যু দিয়ে কিন্তে হবে। সেই জন্তই মামদো মিয়া !—তোমার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছি।

জাকর। তুই তুচ্ছ পদার্থ, তোকে মেহের হস্ত কলবিত ক'রবে কেন ?

সখা। ক'রতেই হবে, নইলে আমিই বা তোমাকে ছাড়ব কেন ? যদি না হত্যা কর, তাহ'লে তোমাকে বড়ই লাজিত হ'তে হবে। নরহত্যা ক'রতেই জগদ্রহণ ক'রেছ, এ অধম বীরীর বাচ্চাকে মেহেরবাগী ক'রতে দোষ কি ? নবাব ! গুজরাটের ভা-বিদ্যাতা ! আমিও মৃত্যু দাও। নইলে এই মাজী না ধ'রে—

জাকর। এই—এই—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। এইও—এইও—

সখা। এই পরজান না গলে—

প্রহরী। হাঁ—হাঁ—(সপারামকে ধারণ)

জনাব ! হুকুম।

জাকর। বাও, এই কন্মবন্ধকে নিয়ে গিয়ে, বামুনের ছেলে যে ঘরে আছে, সেইখানে

আবদূর রাণ। যা বেইমান! সঙ্গে যা। আমি
তোমার মৃত্যুর বেশ সন্দের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

সখা। আর—তা'হ'লে বাঁচাও মিয়া!

জাফর। বাস্তব কেন? এই যে হচ্ছে।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। জাহাপনা! সর্কানশ—সব জীল
পলাতক!

জাফর। সে কি! কি ক'রে হ'ল—কি
ক'রে পালান?

সখা। হাঁ—হাঁ—তা'হ'লে পরজার!

একটু ঘন ঘন সঞ্চালিত হও।

জাফর। সব গেছে।

দূত। হাজত ঘর খুলে দেখা গেল—কেউ
নেই। ছাত ফুড়ে সেইখান দিয়ে সবাই
পালিয়েছে।

জাফর। কেউ নেই?

দূত। শুধু বামনের ছেলে আছে। তাকে
আপনি হুকুমদান রেখেছিলেন।

জাফর। ছেঁচি না যেতে আছি—তা'হ'লে
মার্ব—বামনের ছেলেকে মার্ব—এটাকে মার্ব—
—একে পারি তাকে মার্ব—

সখা। তা'হ'লে মার্ব—কেবল মার্ব—
হাত ঘন ঘন চম্—পরজার পট পট খেল।

(বিবপাত্র হস্তে সখার মার্ব প্রবেশ)

দেবল। হাঁ—হাঁ!—ওর মা এসেছে।

জাফর। বেশ, এই নে তোমার ছেলে—দেব
ক'লে মেয়ে ফেলব। এস দেবল,—তোমি চলা
আও। [দেবল, জাফর ও দূতের প্রস্থান।

স, মা। বাপ সখাবাম!

সখা। কে—মা? কখন এলি মা?

স, মা। কৈ! তোমার এ বেশ কেন? মুখে কালিমা
কেন? চক্ষু রক্তবর্ণ কেন মা?

স, মা। বাবা, বিবের জালা ধ'রেছে।

এতকাল যে মহাপাপ ক'রেছি, এতদিনে তার
ফল ফ'লেছে। বাপ! মাকে কমা কয়।

সখা। একি মা—হাতে তোর কি?

স, মা। বিবের বাটী।

সখা। সে কি!—আত্মহত্যা!

স, মা। আত্মহত্যার জ্ঞান এ বিষ নয়—

পুত্রহত্যার জ্ঞান। সবতানের কাজ ক'রেছি—

সহতান পুত্রহত্যা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে—
স্বহস্তে এই বিষ তোর মুখে দিতে ব'লেছে।

সখা। বেশ, দে! এ সংসারে কে কার?

নয়াদম নিজ আমাকে হত্যা ক'রতে সাহস না

ক'রে, মায়ের ওপর ভার দিচ্ছে। যত্না—

যত্না—মা যত্না দে! পুত্রহত্যা হবে না—দেশ

রক্ষা হবে। জাফর বাবে—দেবল বাবে;

গুজরাট থেকে পাপ পালাবে—পুণা হবে।

প্রাণচিন্ত—দে মা—দস্তানকে বিষ দে—নামে

হলিল, কাজে সুখা। দে—শীঘ্র দে!

স, মা। তাকে দেব? পিশাচী ব'লে

কি আমাতে পুত্রহত্যেও নেই। তুই আলারের

নিধি, তাকে বিষ দেব? আমি নিজে খাব!

বড় পিপাসা—বড় পিপাসা!! জলের পিপাসা

নয়—বিবের পিপাসা। (বিব পান)

সখা। নারায়ণ! মধুসূদন! কলশায়!

নারী জনহীনা, দয়া ক'র—মাকে আহার,

চাণে আশ্রয় দাও। যা মা চ'লে যা—এখানে

মরিসুন্নি—তোমার দেহ স্পর্শ ক'রে এতদিন পবিত্র

হবে—জাফর রক্ষা পাবে। চ'লে যা।

(দাতকগণের প্রবেশ)

স, মা। যেতে দেবে কে? চ'লে আর

কমবক্ত! দে বেটী—বিব দে।

সখা। তবেই বেটী (চপেটাঘাত)

আমার সমস্ত ক্রোধ তোদের ওপরই খরচ

ক'লুম; (মল্লক)

স, মা । ছেড়ে দে—আমার ছেলেকে
ছেড়ে দে পিশাচ ।

(পতনোন্মুখী)

(হস্তবদ্ধ বলদেবের প্রবেশ)

বল । ছেড়ে দে নরাদম—ওদের ছেড়ে
দে—আমাকে হত্যা কর ।

সখা । পড়িস্নি মা,—এখানে পড়িস্নি ।
ধ'রে থাক—আর একটু প্রাণ ধ'রে থাক ।
পালা—পালা—

১ম, ঘা । নে রে ভাই—ওটাকেও টেনে
নিরে আয় ।

বল । রঘুবীর—ভাই রঘুবীর ! সহস্র
অত্যাচারীর দমন ক'রেছ, কিন্তু তোমার কার্য
ক'রতে এসে আজ একজন নিরীহ কীরূপ
অত্যাচারিত হ'চ্ছে দেখবে এস, আজ তার শেষ
দিন । বলদেবও বাতকের হাতে আজ প্রাণ
দিলে ! [সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

প্রান্তর ।

অনন্তরাও ।

অনন্ত । কেবা স্থির, কে গম্ভীর, হেতু যাভনায়
ক'র মুখে না পড়ে যে যতনার লেখা ?
ক'র বুক আঘাতে না ভাঙ্গে নারায়ণ ?
সব গেল ! আমার বলিতে এ সংসারে
এক প্রাণী প্রাণে না বাইল !
ভেঙ্গে গেল সোণার সংসার !
দূর হ রে চিন্তা পাপীয়সী !
বিপর্যস্ত পামাণ অন্তর !
আর কেন ?

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু । কোথা যাও উদ্ভাদ পথিক ? হ'ল দিবা-
অবসান । কেন বৃকে চুকেছ প্রান্তরে ?

কাল মেঘে আচ্ছন্ন গগন । ফিরে যাও,
ফিরে যাও । এখনি ভাসিরা যাবে ধরা ।
স্থান হেথা পাবে না প্রবীণ, ফিরে যাও—
ফিরে যাও । অটলাসে হাসে কাদম্বিনী ।
ভীষণ মেদিনী মৃদি আঁধার আলোকে
মেঘনাধে কাঁপে ব্যস্তরা ।
আকাশ ভাঙিরা প'ড়ে এখনি মাথা
ভুমিসাং করিবে তোমাঘ । ফের, ফের !

অনন্ত । কেও—রঘুবীর ?

রঘু । পিতা !—পিতা ! তুমি ?

এই কি তোমার বেশ ?

এই কি তোমার স্থান ?

অনন্ত । দেখ রঘুবীর !

কেমন স্নানর অঙ্গকার !

দেখ, রঘু, স্মৃতি যদি চাস লুকাই তে,

ডুব দেবে এ ঘোর আঁধারে ।

রঘু । ছেড়ে চল এ ভীষণ স্থান !

অনন্ত । এ ভীষণ স্থান ?

কে বলেছে ? মিথ্যাবাকি ।

ধ'র করে ধরা, জন-প্রাণী নাই—

মাজ্জায়ে আসে না হেন কালে

নরে যেথা বর বাপ,—

সে হ'তে কি এতান ভীষণ ?

রঘু । চল ফিরে, পায় ধরি, চল পিতা ফিরে ।

অনন্ত । কোথা যাব ? সে ঘোর ভ্রমলে ?

নর-বাত্ত যথা করে বাস ?

রঘুবীর, অপঘাতে মরি,

হেরি ক'রিবি কি ব্রত উদ্ঘাপন ?

রঘু । পুত্র-কথা চিরকাল রেবেছো বীমান !

শেষ কথা রাখ, মোর আকিঞ্চন ।

অনন্ত । ফিরে যেতে সেদো না সেদো না আর !

সে পাপ সংসার—

ফিরে যেতে বল না—বল না !

রঘু। ফিরে চল—শেষ ভিক্ষা।

অনন্ত। গেছে যারা, থাক্ চলে তায়।

ধর্মপথ রয়েছে প্রসার।

পুত্র কত্যা কার ? ছাড়—

চ'লে যাই জীবনের পথে।

রঘু। বড়ই ভীষণ পরিণাম!

কোন্ প্রাণে এ বিপদে ছাড়িহে তোমায়!

অনন্ত। চিরদুঃখী দুঃখেই যুগের স্বাদ পাই,

তাই আমি পেয়েছি সন্তান!

আশার রাজ্যে আর বাব নাকো ফিরে।

শোন রঘু, ফিরে যেতে নাহি চাই।

যদি মরি এ শীতের রাতে—

যদি মরি নির্জন প্রান্তরে—

যদি শিরে হয় বাপ অশনি স্পন্দিত

বুড় স্তখে ছাড়িব পরণে।

ছাড় পদ রঘুবীর—

প্রভু তব শেষ ভিক্ষা চাই।

রঘু। রঘুবীর মরিবে যখন, যেথা ইচ্ছা

যেও সেথা—কেহ এসে করিবে না মানা।

বলদেবে করিয়া উদ্ধার—প্রাণসমা

ভগিনীর ধর্মপ্রাণ রেখে মানে মানে

সমপিরা তোমার শ্রীকরে,

যতপি নিশ্চিন্ত পারি বসাতে তোমায়,

তবেই ছাড়িবে দাস।

অনন্ত। ক্ষুদ্র নর, ক্ষুদ্র কীট!

এখনও এত আছে আশা!

রঘু। (সহসা উঠিয়া) উদ্ধে নাবরণ,

তুমি জনক আমার,

ছুয়ে শ্রীপদ তোমার,

রঘুবীর করে অঙ্গীকার—

শোন পিতা, শোন শোন—

বলদেবে করিব উদ্ধার,

আশ্রিতা নবাব কত্যা—

অট্টাই সঁপিব তব করে।

পাছে শত্রু ফের পাছে ফিরে,

পুত্র কত্যা লয়ে শ্রাণ ভরে

পাছে ভ্রম দেশদেশান্তরে,

দুরাশ্রা জাকরণ করিব সংসার।

লৌহস্তম্ভ চারিদারে,—বস্ত্র সৌধ শিরে

লক্ষ লক্ষ প্রহরীর মাঝে যদি রহ সে পামর,

সেথা হ'তে আনিব টানিয়া।

বক তার খণ্ডে খণ্ডে করি বিদারণ,

মুণ্ড ছিড়ে দিব পূজা কালী-পদতলে।

অনন্ত। স্থির হও—স্থির হও।

রঘু। ভীল নহে মায়ের সন্তান।

শিশু-ভীল সিংহ মেঝে খায়—

জান পিতা! ভীল-শিশু সিংহ মেঝে খায়?

মন্ত মাতঙ্গের সনে করি ভীম বণ,

দন্ত তার করি উৎপাটন—

আনন্দে মাতঙ্গ-শিরে নৃত্য করে সাধে।

করি-গ্রাসী ভীম অঙ্গর—

ভয়ে যার বনচর কাঁপে থর থর,

হেলায় দলিয়ে তারে

ভীল-শিশু করে শিশু-খেলা।

অনন্ত। চল চল—যেথা বাবি যাব তোর সনে

রঘু। কর তবে অঙ্গীকার—

আর যেন পঞ্জিতে না হয়।

অনন্ত। তোরে কেলে বাব নাকো আর।

রঘু। করিয়াছি পরীর উদ্ধার।

অবশিষ্ট—বলদেব।

তাহারে ফিরাতে—দূতরূপে সখারামে

ক'রেছি প্রেরণ।

দুর্ভল বুদ্ধিমা মোরে দুরাশ্রা যখন—

বুঝি, দূতের ক'রেছে অপমান।

অতিক্রান্ত তটম প্রহর, ফিরিল না সখারাম

বিলম্বে ঘটিবে সর্কনাশ—

আর না থাকিতে পারি প্রভু !

অনন্ত । সহস্র প্রহরী তার, দুর্দাস্ত দুর্জয়—

নিরস্ত্র বান্ধবহীন তুমি ।

রঘুবীর ! কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে—

তুই মোর জীবন সাধন,

তুই মোর আশপোরা ধন,—

তোমার অস্তিতে মোর অস্তিত্ব নির্ভর ।

রক্ষা কর রঘুবীর !

ফিরে আর, কাজ নাই পুত্রের উদ্ধারে ।

৭৬ । আশীর্বাদ কর মহামতি ! আর আমি

নই প্রভু, তাক্ষণের নিরীহ সন্তান ।

বিশ্বনাথ জনক আমার । আমি পুত্র তার !

শুধু মাত্র অভ্যস্ত সাহায়ে ।

দেখ প্রভু, শমন মূর্তি,

কিরাত্তে পাঁপের গতি,

করিতে যবন ধ্বংস,—

শূলী শঙ্কু শিরে আমার ।

সংহার—সংহার !—

হের বক্ষে মুক্তকেশী—

অট্টহাসী, অসিত-বরণ ভীমা—

ধ্বংসরূপা নানব-দলনী ।

দেখ দেখি (বস্ত্র উন্মোচন ও সমস্ত ভীল-
(বশ প্রদর্শন))

চিনিতে কি পারিবে ব্রাহ্মণ ?

নন্ত । তাকি মূর্খি ? রঘুবীর !—রঘুবীর !—

বু । রঘুরা ! রঘুরা ! রঘুবীর নতি আর ।

পিতা ! ম'রে গেছে রঘুবীর !

মৃত প্রাণ তার, মল ভরা পুণ্ড্রিক মৃত্তিকার রাশি ।

রঘুরা কটক তরু উঠেছে দেখ'র ।

দীর্ঘকাল-গমে তার ভরিবে যেদিনী ।

এস দিখ লইবে আশ্রয় ।

[বেগে প্রস্থান ।

অনন্ত । ফের—রঘুবীর—ফের—পুত্র

চাই না—কিছু চাই না—ফের ।

(দু'লিয়া, মমু ও ভীলগণের প্রবেশ)

দু'লিয়া । প্রভু—প্রভু !—মহারাজ কই ?

অনন্ত । ফেরা দু'লিয়া, ফেরা মমু—ওরে

ফিরিয়ে আন—রঘুবীর উন্মাদ দস্থ্য হ'য়েছে—

একা ছুটেছে । [অনন্তরাওয়ের বেগে প্রস্থান ।

মমু । জয় কালী ! জয়কালী !

ভীলগণ । জয়কালী—[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

কারাগারের সম্মুখ ।

দু'লিয়া ও রঘুবীর ।

দু'লিয়া । মহারাজ ! এই সেই কারাগার ।

রঘু । এই কারাগার ?—শরীর কাপিছে ঘন ঘন

এক পদ আগুসরি যাই, আর মোর সাধ্য নাই—

যাবে—যাবে—দু'লিয়া আমার ।

দেখ্ চেয়ে কারাগার পানে,

দেখ্ বেঁচে আছে কি সে জীবনের ভাই,

দেখ্ দেখ্ কোথা আছে সখাবাস—

মহাপ্রাণ—পরের কারণে

স্বাধীনতা দেছে বিসর্জন ।

[দু'লিয়ার অন্তরালে গমন ।

কালী—কালী ! কুল দে মা, কুল দে শকরী !

প্রাণ ছুটি ফিরে যেন পাই,

অবাপুস্পর্ষণ রঙ্গে রঞ্জিত এ কর

এখনো না ভিজ নাই মানব-শোণিতে ।

রক্ষা কর দয়াময়ী ! এখনো না ফিরে দে

সন্তানে ।

পরীর উদ্ধারে যদি করিরাছ দয়া,

তবে কেন বল মহামারা—অসম্পূর্ণ বাণিবি

আশায় ।

ভাই ! পোলে কি সন্ধান ?

(হুলিয়ার প্রবেশ)

হুলিয়া। একি হেরি মহারাজ! বাকশক্তি

রক্ত মম!

কল্পনার অতীত সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!

বধু। কি কহ হুলিয়া?

হুলিয়া। শোণিত-সাগরে ভাসে অঙ্গ কার?

হেরি সখারাম অনন্ত শয়নে।

(দৃশ্য পরিবর্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে
মৃত সখারাম)

বধু। স্বর্গধামে যোগ্য স্থানে যাও মহাত্মন!

নমস্কার তোমার আত্মায়। কোন্ ভূলে

দিয়াছিলে এ পাপ সংসারে শ্রীচরণ?

আসি মাত্র বসেছিলে উত্ত শের জাতি।

আর কেন বিলম্ব হুলিয়া, যাঁজ্ঞে দেখ

কোথা আছে হতভাগ্য ব্রাহ্মণ-কমার।

[হুলিয়ার প্রস্থান]

বখিয়ারি পরিণাম এইরূপ তার!

মহানল জ্বলি চৌদিকে—

কেহ গেছে কেহ নাবে সে ঘোর অনলে।

বধুবীর সে অংশের অনন্ত আভিতি!

অপর্যাশে কে পুড়িবে নিয়তি বাঁকসী?

দূরে ব'সে সর্গধরম ক'রিবি দশন—

এই কি বা সাধি তোর মনে?

(হুলিয়ার প্রবেশ)

হুলিয়া। মহারাজ!

নিখুল সকল আশা—ভাই নাই—হের,

সুকুমার দেহ তার গতপ্রাণ প'ড়ে ধরাতে।

(পটপরিবর্তন, কারাগারের অভ্যন্তরে

মৃত বগদেব)

বধু। মৃত্যুর নিখর কোলে লইতে বিশ্রাম

ছুটিয়াছে বলদেব!

মরণের তীব্র সূখা আকর্ষণ করিয়া পান

সঙ্গে সখারাম।—ভুগু তাই নয়।

হুলিয়া, সকলি গেল! সপ্তাহ সময় মাত্র
দিয়াছিছু তারে।

সপ্তাহ সময় মাত্র নিয়েছে শ্রামণী—

সেকি আর আছে?—কই, কোথা আছে?

কোথা যোর পান্থের ভণিণী? না না—

দেখ্ দেখ্ দেখ্ করে হুলিয়া! ওই দেখ্

স্বমহান্ কালসিদ্ধ উত্তাল-তরঙ্গে

অগণ্য সপ্তাহ-দিশ মিলিতে ছুটেছে আব্রাহাম

দেখ ভাই!

তরঙ্গের শিরে প্রতিবিম্ব কুটিয়া কুটিয়া

ঢেলে দেছে সমস্ত সংসারে সিদ্ধ চন্দ্রিকা

আলো

দেখ্ দেখি কি শোভা হুলিয়া! ওই কোথা

সহস্র সৌন্দর্যময়ী অপ্সারার বাণী,

পদীবাণ, শ্রামণীয়ে রংয়েছে ঘেরিয়া।

হুলিয়া। মহারাজ! শত্রুপুরী।

এখনও জ্বলিত আছে নবাব-নন্দিনী—

সে প্রাণের তুমি আবরণ।

দরি হে চরণ—ভিক্ষা দাও,—

এ অভেদ বজ্রবৎ কিঙ্করে তোমার।

প্রতিজ্ঞা করিয়া আজি এসেছি হেথায়,

অথ রাত্র শিফা দিব হুবায়া জাফরে।

যদি নাচি পারি, যদি আজ পাপকণ্ঠ

মিথ্যাবাক্য করে উচ্চারণ,—

হস্ত পদ পোড়াব অনলে।

দিব ঢেলে হলাহল গলে।

গুরু নিবেদনাকা তুলিব না কাণে।

বধু। বেশ, ভক্তি আমি কারাগার দার,

হইতনে লও উঠাইরা।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য ।

ক'রাগারের প্রান্তভাগ ।

(ময়ূ ও কঁস হস্তে ভীলগণের প্রবেশ)

ময়ূ । চ'দিয়ার,—থবরদার ! রঘুরা
মহারাজ, গারদ ভেঙ্গে বলদেব ও সখারামকে
উদ্ধার ক'রতে গেছে, আমাদের কাজ আমরা
করি আর ! শব্দ শুনে দলে দলে সেপাই
হাসছে ! সাবান ! ওর এক শালাও যেন
না'করে ! চুপে চুপে নিঃশাড়ে গলায় কঁাসটি
লাগাবি আর টান্ দিবি । দেখিস যেন চোঁ
একটি না ক'রতে পারে । পাশের লোক যেন
জানতে না পারে । কঁাস লাগা—টান্ মার—
মার গালা কর । [সকলের প্রস্থান ।

(দশম প্রহরিগণ ও কেরামতের প্রবেশ ।)

কেরা । কই, কিসের শব্দ ! মিছে কথা !
স্থানে কেরামত, সেখানে শব্দ ! মিছে কথা,
ক'রত—কোথা ডাকত ? আমার ওপর কি
কুম হ'রেছে জানিস ?

সম. প্র. না তজুর !

কেরা । ডাকাতের দলকে জবাই করা ।
যেন বেটাদের হাতে পাব, অমনি এক একট
পারে না ধবে, টুটিটি টিপে, ছুরী খানা না জুত
ই ক'রে গলায় বসিয়ে, এই এমনি ক'রে
বাড়াই পেচ, বস কাম করে ।

সম. প্র. তজুর ! কে হাজংখানার
দর ভাঙছে !

কেরা । রীয়া, দেকি ! এর ভেতর, এত
'ড়া পাঁহারা—তার ভেতরে—বড় বড় পাঁচিল
—তাই টপ্কে ! ঝুট বাত !

[নেপথ্যে পুনঃ শব্দ ও প্রহরিগণের পলায়ন ।

(ভীলগণ ও ময়ূর প্রবেশ)

ময়ূ । এই যে !

কেরা । রীয়া ! রীয়া ! তুমি কে ?

ময়ূ । একজন ডাকু । নরাদম ! অবলা
পেয়ে বল প্রয়োগ ক'রতে যাও ? নিঃসহায়
কুলকামিনীকে ধ'রে আনতে পার,—তোমার
বীরহ ওয়া কি বুঝবে ? নাও এসো, কাটা
হাত পা ছুঁ ক'রতে ক'রতে তোমার
কেরামতীটা একবার বুঝবে এস !

কেরা । হা অহা ! দোহাই—দোহাই !

ময়ূ । বাবা তোমার কেরামতী বুঝবে,
তারা কোথায়, একবার দেখবে ? ঐ দেখ,
ওইখানে গান্ধা প্রমাণ হ'য়ে জমে আছে ।

কেরা । রীয়া ! তাইত—তাইত !

দোহাই বাবা ! মেহেরবাণী—মেরো না—
মেরো না ।

ময়ূ । তোমার অদৃষ্ট আর অমন স্তবের
মরণটা হ'ল না । তুমি ভীলগণের সঙ্গে হাত
তুলতে গিছলে, অকথা কথা ব'লেছিলে,—
তোমার দল, তোমার জীবকে, আগে জবাব
দিহি ক'রতে হবে, তারপর তোমার জান !
যাও—লে যাও !

কেরা । হা অহা ! দোহাই—দোহাই !

[কেরামতকে লইয়া ভীলগণের প্রস্থান ।

(রঘুবীরের প্রবেশ ।)

ময়ূ । মহারাজ ! থবর ? বলদেব ভাই
আর সখারামের কি উদ্ধার হ'য়েছে ?

রঘু । উদ্ধার হ'য়েছে । কিন্তু শুধু তাদের
দেহ পেয়েছি—প্রাণ পাইনি ।

ময়ূ । হা ভগবান !

রঘু । শেন । এ শোকের সময় নয়, কার্যের
সময় । পিশাচকে দুনিয়া থেকে যেমন ক'রে
হোক সরাতে হবে । আগে কার্য শেষ, তার-
পর শোক । কি ক'রবে—আমার অদৃষ্ট ।
পাশ্চিম না—সময়ে উপস্থিত হ'তে পাল্লাম না ।

ভাই গেল,—সব গেল, প্রতিহিংসা—
প্রতিহিংসা !

মমু । জয় ভবানী ! জয় ভবানী !

বসন্ত দৃশ্য ।

কক্ষ ।

জাফর ও দেবল ।

জাফর । ভয় কি ! কাপুরুষের মত বিপদে
আত্মহারা হও কেন ? হির হ'য়ে বল । বাড়ীতে
কি ডাকাত পড়েছে ?

দেবল । প'ড়েছে কই, পিল্ পিল্ ক'রে
নেমালের ফটিল থেকে গজিয়ে উঠেছে ! সব
গেল ! এতক্ষণ বুলি সব গেল ! হা ভবানী !
সব গেল !

জাফর । আমার কাছে যখন এসেছ,
তখন ভয় কি নাওমন ! হির হও—আমার
সবতে দাও ।

দেবল । ভয় নেই—ভরসাই বা কই ?
চোরকুটুরীতে শুই, সেখানেও যখন ডাকাত
চুকেছে, তখন আর ভরসাই আছে কি জাঁহা-
পনা ? জাগিয়া সেখানে ছিলুম না ! নইলে
ত গিয়েছিলুম !

(নেপথ্যে—আল্লা আল্লা হো !)

জাফর । বস—আর ভয় কি ? এই আমার
সৈন্য সকল জাগরিত, এখনি ভীলকুলের উজ্জদ
হবে । ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এখনি দেখাবে—
ডাকাতের দল ধৃত হ'য়ে আমার নিকট অনীত
হ'য়েছে ।

(বিষণ্ণের প্রবেশ ।)

দেবল । এই যে—এই যে, কি খবর
বিষণ ? ভীলকুলের সংবাদ কি ?

বিষণ । সংবাদ আর কি ? নির্ভয়ে এখানে

সেখানে—রাজপথে—অসিতে গলিতে দুর্ধর্ষ
ব্যাঘ্রের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

জাফর । আর আমার অন্তরী দিগ্বিজয়ী
সৈন্য সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ?

বিষণ । দেখবার আর বড় অবকাশ
দিচ্ছে না ।

জাফর । দূর হও সমুখ থেকে কাপুরুষ !
নইলে এখনি শির জুদা হবে ।

বিষণ । শিরের ভয় আর রাখি না জাঁহা-
পনা ! শির বাবার হ'লে এতক্ষণ যেত,
তোমার পুরুষত্বের অপেক্ষা ক'রত না !
জাঁহাপনা ! পার ত নিজের মাথা বাঁচাবার
চেষ্টা কর, পরের মাথার দিকে লক্ষ্য ক'র না ।
নইলে আজকের প্রভাতকর্য্যা আর জাফরের
মাথার কিরণ বষণ ক'রবে না !

নেপথ্যে । ভয় নেই—ভয় নেই !

দেবল । র'্যা—ভয় নেই !

(ছদ্মবেশে মমু ও কর্তৃপক্ষ ভীলের প্রবেশ)

মমু । কই জাঁহাপনা ? ভয় নেই—রঘু-
বীর ধরা পড়েছে !

জাফর । র'্যা—রঘুবীর ধরা পড়েছে !

মমু । একেবারে গ্রেপ্তার !

জাফর । বস—আর কি, আমি নির্ভয় ।
তাহ'লে (বিষণকে দেখাইয়া) এই কাফেরকে
আগে কোতল কর ।

মমু । যো হুকুম । এই ভাই—এস'রে !
লে যাও (জনান্তিকে) একে কোতল ক'র না
—মহারাজের হুকুম !

বিষণ । পিতা ! ভগবানের কাছে প্রার্থনা
করি—আমার শক্তিতে তোমার যেন পাপের
প্রায়শ্চিত্ত হয় ।

[জনৈক ভীলের বিষণকে লইয়া প্রস্থান ।

জাফর । আচ্ছা—একেও নিয়ে যাও !

ময়ূ । ওকে আর আলাদা নয় জীহাপনা
—ওকে তোমার সঙ্গে ।

জাফর । হ্যাঁ—সেকি ! তার মানে কি ?

ময়ূ । তার মানে বুঝতে পারলে না
জীহাপনা ? আমরা যে তোমার বাবাকলে
নকরা ।

জাফর । কে তোরা ?

ময়ূ । এই যে বুঝিয়ে দিছি । (ছদ্মবেশ
অভিনয়) পাছে পালিয়ে যাও, কিংবা আত্ম-
সংরক্ষণ করে তুমি মর হাতের সুখ নষ্ট কর, তাই
এ কাজ করছি ।

জাফর । হ্যাঁ, হ্যাঁ ।

ময়ূ । যাও—সহতানকে লে যাও ।

দেবল । হ্যাঁ বাবা, নে যাও । দেখ বাবা,
বিনাচোরে সহতান আমার ছেলেকে মেয়ে
ফেলতে ছকুম দিলে ।

ময়ূ । তুমি চল । সহতানীতে তুমিও
কম নও ।

দেবল । ওই যে পা বাড়িয়ে র'য়েছি,
চল না বাবা । বাবা, এক মুহূর্তে প্রস্তুত হ'য়েছি ।
ম'রতে আর ভয় নেই । চল—যেখান নিরে
যাবে, শিঙ চল ।

[সকলের প্রস্থান ।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু আঁপাড়ে চোকেছে অন্ধকার । অন্ধকার
আঁপাড়ে আঁপাড়ে কোলাকুলি ! অমানিশা
ভুলেছে আপন । অস্তিত্ব ডাবরা বায়ে,—
মানবত্ব মিশে যা আঁপাড়ে । সাধ করে
বিধাতা আপনি, বাঁচেছে চুরাশিলক্ষ
প্রাণী । আত্মরক্ষা ধরম সবার । পাপ
পুণ্য সেখানে কোথায় । পাপ পুণ্য নাহি
দেবতার ? শুধু কি মানুষ অপরাধী ?
ছলনায় মানব নিধন । ব্রতাসুর

বাবণ, ত্রিপুর, সুল, উপসুল ভাই—
সমস্ত ম'য়েছে ছলনায় । মহাবল
বলি মহামতি—দারিদ্র্যের শিরোমণি—
দাতার অগ্রণী, পশিয়ারে রসাতলে
বিধির ছলনে । তবে হায় । উচ্চ আশা
কি হেতু আমার ? ম'র রঘু—শত্রু ম'র
সংহার বিধির লীলা । লীলাময়ী চির-
সংহারিণী । কুটিল সুনীলকেশী কাল-
রূপা কালী শবাসনা বৃণ্ড-মালিনী—
সংহারে আনন্দময়ী । বিলোল রসনা
আছে বাত্র ভক্ষিতে সংসার । ম'র রঘু—
শত্রু ম'র । শাস্ত্রকথা চিন্তার সময় ।
কাঁধে কোন মূর্ত্য শাস্ত্র মানে ? ভোগসুখ
কে না করে অব্বেষণ ? ভোগ-ইচ্ছা কভু
ক্ষুদ্র, কভু মহা ধর্মের পতন । ম'র—
যে দেখানে আছে, তুলে দেবে ভোজ্য
দুখে । বীজকণা রাখিব না । বিসফণা
তুলিতে দিব না । বুঝিয়াছি প্রাণে রাখা
অধর্ম আমার ।

(জাফরের বেশ বরিয়া ছলিয়ার প্রবেশ)

ছলিয়া । মহারাজ ! অধিকৃত গুজ্জর-আসন ।
আর এই সেই সহতান—গুজরাটের
সে মহাদ্বা নবাবের আসন-তত্ত্বর ।
রঘু । ধরে থাক দুবান্নারে সন্মুখে আমি
শোন নরাদম । এ জাবনে দেবতার
করিতে তর্পণ, মনিবর ভূত্যাচার্য
করিতে সাধন, উপাদান ফল ফল ল'য়ে,
এতদিন যে বাহ পশিয়ারে তুলে,
ব্রতভঙ্গে—প্রথম জীবনে ব্রতভঙ্গে,
প্রাণের বাতনে, একমাত্র দেখি প্রতিকার,
একমাত্র শাস্ত্র বাণীব্য—
এ বাহ পিশাচ রক্তে কারয় রাজত ।

জাকর । দোহাই ! দোহাই ! ক্ষমা কর রত্নাবীর
একদিন তুমি মোর বেধেছিলে প্রাণ,
পারে ধরি, দাও প্রাণ, ক'রো না হরণ ।
রত্ন । ক্ষমা ? (হাস্ত) ক্ষমা কি জাকর ?
নশ্বদার কার্যে বান্ধা দিয়ে, এতদিন ধর্ম সঙ্গে
সেধেছি শত্রুতা ; গুজ্জরের অধিবাসী
দিবানিশি উৎপীড়িত তোর অত্যাচারে,
উক্টে কুতাজলি পুটে বিধির নিকটে
নিত্য তোর মৃত্যু ভিক্ষা করে । তাই স্মরি
দিবস শরীরী জলে যায় প্রাণ মোর
অনুতাপনলে । নশ্বদার আবেদনে
বিধাতা যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে আমার ।
মর্ম ছিড়ে, বলদেব সখ্যারাম সনে
আমার সকল আশা নিয়েছে অকালে ।
আজি প্রায়শ্চিত্ত তাই জীবন তোমার—
আমার এ ধৃত্যার যোগা বিনিময় ।
সময় উত্তীর্ণ হয় । জাকর প্রস্তুত
হও, স্মর উঠেদেবে ।

জাকর । দোহাই ! দোহাই !
(রত্নাবীর কর্তৃক হত্যা)
হুলিয়া । মহারাজ ! কার্য শেষ ! ম'রেছে ।

তারপর ?
রত্ন । তারপর ? তারপর কি বলি হুলিয়া !
বলিতে জন্মদ কঁপে, জড়তায বাক্যশূন্য
হসনা আমার । তেঁদের সন্মানে বেতে
সজ্জিশূন্য নিরাস্রর পরীবাস, ভার
সংপেচ্ছিত্ত ভগিনীর করে ।
দিয়াছিহু সপ্তাহ সময় ।
যত্বপি সপ্তাহ মধ্যে না দেখে
ফিরিতে মোরে, আশ্রয় লইতে
ওই উক্টে মহাপথ দিছি দেখাইয়ে ।
সপ্তাহ চলিয়া গেছে । ঢালিয়া অধার
সন্ধা-স্বর্ধ্যা চ'লে গেছে দরগীর পারে ।

শক্তি যদি থাকে ভাই,
ধরণী ভেদিয়া যাও পূর্বপারে ;
ভাকরে শুধাও ভাই, সে বলিয়া দেবে—
কোথায় শ্রামলী !
তার কাছে আছে গ্রাস্ত গুজ্জর-কুম্ভম ।
স্মার প্রশ্ন ক'রো না আমার, পার যদি
ধ'রে আনি, সিংহাসনে করহ স্থাপন ।
শ্রামলী—শ্রামলী ! ভিক্ষা দাও জনাধীন !
ভিক্ষা দাও মা শঙ্করী, দাসীরে তোমার ।

[প্রস্থান]

হুলিয়া । ভগবান্ । গুরুপদ করিয়া স্মরণ
আত্মা-ময়ে করিয়াছি তব উপাসনা ।
ভিক্ষা—হৃণা । পদতলে দলেছি কামনা ।
দয়াময় ! এ মোর প্রথম ভিক্ষা, এই
ভিক্ষা শেষ ! কর্ম যুদ্ধে জীবন-সজিনী,
ক্লান্ত দেহে আত্ম-দািলী,
সর্বনাশী—সর্বব্য আমার
অসাক্ষাতে মিলাইয়া যদি বায় প্রভু,
ধ'রে রাখ—ধ'রে রাখ—
প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিয়া
ক্ষণ তরে বেধে রাখ মিনতি আমার ।
(দেবলকে লইয়া মন্দির প্রবেশ)
ভাই মন্দির ! ছিড়ে লও মুণ্ড দুর্ভাগ্যদার,
শীঘ্র কর মুণ্ডশূন্য দুর্ভাগ্যা দেবলে,
আন—ল'য়ে কাশীপদে দিব উপহার ।

সপ্তম দৃশ্য ।

পার্কতা বনপ্রান্ত ।

অনন্তরাওয়ের চিতা প্রজ্জলিত ।
(ভয়কান্ধ স্বরকে শ্রামলীর প্রবেশ)
শ্রামলী । যাও পিতা—শাস্তির কোড়ে
স্বখে নিদ্রা যাও । সংসারের সমস্ত জ্বালা

তোমার আদরের কঙ্কর বহুত-প্রজলিত চিত্র-
নলে নির্ধাপিত হ'য়েছে—নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা
বাণ । সস্ত্রজাকরেও তোমার বিশ্রামের আর
ব্যাঘাত ক'রতে পারবে না । ব্রাহ্মণ ! আজীবন
জ্ঞানের সেবা ক'রে শেষে উন্নততার আশ্রয়
গ্রহণ ক'রেছ—উন্নততা বড় আদরে তোমার
বিশ্রামের অতি সুন্দর—অতি মধুর—ব্যবস্থা
ক'রে দিয়েছে । সে অপূর্ব মাধুর্যে আকৃষ্ট
হ'য়ে, তোমার পরী আর শ্যামলী প্রসাদ পাবার
লোভে ছুটেছে—নাও পিতা, তাদের কোলে
তুলে নাও—তোমার ঐ শান্তিময় বিশ্রামাগারের
এক কোণে তাদের একটুকু স্থান দাও—তারা
বড় শান্ত ! কিন্তু মা শঙ্করী ! একবার কি
হুলিয়াকে শেব দেখা দেখতে দিবিনি ?
দোহাই মা—একবার দেখা ! হুলিয়া ! হুলিয়া !
এ সময় কোথা তুই ? একবার আয় ।

(হুলিয়ার প্রবেশ)

হুলিয়া । এই যে—এই যে । জয় কালী !
জয় শঙ্করী ! মহারাজ ! রঘুমহারাজ !

শ্যামলী । কেও হুলিয়া ? প্রণাম করি ।

হুলিয়া । একি শ্যামলী ! চক্ষু রক্তবর্ণ
কেন ? একি রাঙ্গাবউ কাঁধে কাঠ কেন ?

শ্যামলী । কাঠখানা আগে ধর—ভাইকে
ডাকিস্ নি ।

(হুলিয়া কর্কক কাঠ গ্রহণ ও শ্যামলীর
হুলিয়াকে প্রণাম)

মা ! সতী-কুলবাণী ! তনয়ার কাতরকণ্ঠ
বে কি সত্য সত্য কাণে তুলেচিস মা ? ঝামিন !
ত অপরাধ ক'রেছি, দাসীকে ক্ষমা কর ।

হুলিয়া । এ সব কি রাঙ্গাবউ ?

শ্যামলী । আমি চ'ল্লাম ।

হুলিয়া । একান্তই ?

শ্যামলী । বিধাতা থাকতে দিলে না ।

হুলিয়া । পরীবাণ ও আমি একত্রে বিবপান
ক'রেছি । আর পিতা জলন্ত চিতায়—

হুলিয়া । মহারাজ ! রঘুমহারাজ !

শ্যামলী । ভাইকে ডাকিস্ নি ।

হুলিয়া । আর ত সব ফুরিয়ে গেল । গুরু
আমার, উম্মাদের মত চ'লে গেছে । সে
জন্মের মত দুটো কথা কয়ে নিক্ ! মহারাজ !
মহারাজ ! ওরে, আমরা যে পরীবাণুর সিংহাসন
আনলুম ।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘু । শ্যামলী ! শ্যামলী !

শ্যামলী । এই যে ভাই !

রঘু । তবে সর্বনাশ ! ভাইয়ের প্রতি
করণী দেখাতে এখনো বেঁচে আছিস ?

শ্যামলী । আছি । (প্রণাম করণ)

রঘু । পরীবাণু কই ?

শ্যামলী । আর দেখে কাজ নাই ।

হুলিয়া । আর তাকে দেখে কাজ নাই !

রঘু । সেকি ? তাকে দেখাবো না ?—

শীঘ্র দেখা । সিংহাসন তার অভাবে শূন্য !
পরী কই ?—গুজরাটের রাণী কই ?

(পটপরিবর্তন) ।

(ফুলবেষ্টিত প্রস্তরাসনে অর্দ্ধশয়ন অবস্থায়
নিমীলিত নেত্রে পরীবাণু)

রঘু । ওকি ? ওকি ?

শ্যামলী । ওই দেখে,—গুজরের রাণী
ফুলবেগুর আবরণে প্রকৃতিদত্ত সোণার সিংহা-
সনে, অনন্ত সুখের আবেশে, অর্দ্ধনিমীলিত-
নয়নে কেমন ব'সে আছে । দেখ ভাই ! শিলা-
তলে কি অপূর্ব শোভা ! ভাই, পরীকে বিষ
খাইয়েছি । স্বর্ণকমলকে মন্দাকিনীর স্রবাস

হিমোলে ঢেলে নিয়েছি । হুঁরাওয়া জ্বাকবের কর,
আর ওখানে পৌছিতে পা'গবে না ।

রঘু । তেলে দে রে কর্ণধারে স্ফলিত পাম্বাণ,

বেধ চক্ষু কলমণী-দাঁতে,

বিদরিয়া হৃদয় আঁমার

সহস্র ধারায় ছুটে আয়,

সহস্র পাণ্ডবনাশী দাবানল ।

চূর্ণ কর বজ্রধর,—

প্রাণ পড়ে হোক ভয়রাশি ।

হামলী । তোমা এ না সাজে রঘুবীর !

দেখ চক্ষু যক্ষতুমি প্রাণ,—জলবিদু নাহি ।

দেখ তরঙ্গধা কাটি বাহুবলে

সাপটরা ক'রেছি দাঁরণ,

চিন্তা কিছু নাই—কিরে নাহি চাই—

কোথা বয় মৃত্যুনাশী বালা—

দেখ রে পাম্বাণ-বক্ষ পাম্বাণ-শীতল ।

ভূগিয়া সংসার জর—কাতর-অন্তর—

পরী মোর দুমাইতে চলে ।

অভিঘাত প্রচণ্ড তুকান যেই

দহিতে নাশিল ক্ষুদ্রতরী

হল ভেদি দিছি ডুবাইয়া ।

যাক চ'লে, যাক তলে অনন্ত আঁধারে,

কলকল্প দেখা নাই আর ।

পিতা মোর স্তম্বে নিজা যায়,

কার সাধ্য তুলে ভায়,

কে তারে তুলিয়া আনে কাগ্রত স্থানে

দেখাবারে চিত্তের দাহন !

তবে কেন ধীর রঘুবীর ! এমন যজ্ঞ ?

কেন আত্মায় পীড়িত কর দারুণ বাধনে ?

বিচ্ছেদেই ধরণীর সীমার বিস্তার,

মিলনে ধরণী কত দিন ?

রেখে দিলু পদপ্রান্তে তুলিয়া আঁমার—

তব দত্ত উপহার—কাছে রেখো—

স্তম্বে হুংথে রেখো সান্তনার ।

আমি চলি,—দাও পদতুলি ।

(শয়ন ও মৃত্যু) ।

(সিংহাসন লইয়া ভীলগণের প্রবেশ রঘুবীরের
সম্মুখে বসিয়া । রঘুবীরের পদাধারে হামলী
নিষ্কিন্তু করণ)

রঘু । বারে ধরা প্রলয় কম্পনে—

আঁদ—ভাঁদিয়া ব্রহ্মাণ্ডদ্বার প্রচণ্ড হাওয়ার—

ভয়া দেবে ভয়ঙ্কর ডুবাইয়া,

যেন স্মৃতিচিহ্ন না রয় ধরায় ।

(হামলীকে চিতায় নিক্ষেপে—মৃত্যু)

যবনিকা ।



বরুণ ।

(গীতি নাট্য)

[১৩১৫ । ২৭শে আশ্বিন, কহিনুর থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম, এ,
প্রণীত ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রিট, হিতবাদী কাফ্যালয় হইতে

ত্রিানোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

৩
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১২ সাল ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

| | |
|------------|---|
| শিববর্মা | কঙ্কণরাজ । |
| মানবেন্দ্র | ঐ মন্ত্রী (ছদ্মবেশী কেরলরাজ) |
| পুণ্ডরীক | ঐ পুত্র । |
| অভিরাগ | ঐ অল্পচর (ছদ্মবেশ মানবেন্দ্রের ভ্রাতৃপুত্র । |
| আনন্দগিরি | মহাস্ত্র । |
| কঙ্কণী | কঙ্কণ রাজাস্ত্রঃপুরুষকক । |
| মংক | কিরাতপতি । |
| কাঞ্চীরাজ | ... |

সহচরগণ, বন্দীগণ, ব্যাধগণ, সৈন্যগণ,
পুস্তাদিগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ ।

| | |
|---|----------------------------|
| বরুণা | কিরাতপালিতা কেরল রাজকুমারী |
| বাণী | কঙ্কণ মহিলা । |
| মাদবী | কঙ্কণমহিলা পালিতা কন্যা । |
| জটাবতী | কিরাতরাজকুমারী । |
| কাঞ্চীরাজকুমারী | ... |
| বন্দিনীগণ, কিরাতবন্দিনীগণ, রাজকুমারীগণ, | সহিগণ ইত্যাদি । |

প্রস্তাবনা ।

রঙ্গিণীগণের গীত ।

চোখ থাকেত রূপ থাকে না বিপাতার মনো ।

দেখে দেখে জনম গেল অধির ছলনা ।

খোলা চোখে রূপ দেখে কেউ মরমে মরে,

ভোলা অধি ধরিলে সবী রূপের পশরা ।

(তখন) রূপ-সোহাগে কাড়াকাড়ি জেগে ওঠে ঘটনা ।

কাঁরা-হাসি পাশাপাশি এইত প্রেমের নিশানা ।

বরুণা ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

উপবন ।

বরুণা ।

গীত ।

প্রাণ বলে আজ খেলব এক খেলা ।

কার যে সঙ্গে কোনন সঙ্গে করব কত মেলা ॥

মানিত মানে না প্রাণ,

সাধের গাঙ্গে ডাকল বান,

ছুকল কানে কানি—

চলে যায় কে দিগে গা ভাসান ।

ধলা কেউ তুলছে কত মলান

কেউ না আসে নিজে ভাসি প্রভাত বেলা ॥

বরুণা । খেলা ত খেলব, প্রাণ ত খেলতে
চায় ; কিন্তু কোথায় খেলি, আর কারে নিয়েই
বা খেলি ?

(মংকর প্রবেশ)

বরুণা । বাপ ! আজ আমি সহরে মাংস
বেচতে যাব ।

মংকর । সত্যি বলছিস না তামাসা
করছিস রে ?

বরুণা । না বাপ তামাসা নয়, আমার
সহর দেখবার বড় সাধ হয়েছে ।

মংকর । তা মাসের পশরা মাথায় করে বাহি
কেন মা ? তোর বাগানের রাশি রাশি ফুল
ফোটে, তাই ডালা সাজিয়ে সহরে নিয়ে যান ।
তোর বাগানে যে সব ফুল আছে, তা রাজা
রাজড়ার বাগানেও খুঁজে পাওয়া যায় না, ফুল-
ওয়ালী হয়ে সহরে বেড়িয়ে আয় না কেন ?

বরুণা । বেদেনীর তোলা ফুল, কোন
দেবতার কাজে লাগবে বাপ ? আমার গাছেই
মাথায় ফুল সহরের মাটিতে ছড়াছড়ি যাবে !
অমনি দিতে গেলেও কেউ ছোঁবে না, তাঁত
প্রাণে সহিবে না ।

মংকর । হুঁ তা ঠিক বলেছিস ! তাহলে
তাকে বলব ?

বরুণা । কি বাপ ?

মংকু । অনেক কাল পরে বলছি—দেখছি
তার না বললে চলে না ।

বরুণা । কি বাপ ?

মংকু । তুই রাজার বেটা ।

বরুণা । বলিস কি ?

মংকু । হাঁ মা মিথ্যা নয় । আমরা বেদে
বদেনীতে তোকে মান্য করেছি, ভগবান দয়া
করে তোকে আমাদের হাতে ফেলে দিয়েছিল ।

বরুণা । আমার বাপ তাহলে কোথা ?

মংকু । তা জানিনে ।

বরুণা । আছে কি না আছে তা জানিস ?

মংকু । তাও জানি না, সমুদ্রের ধারে
কবার শাঁক কুড়তে যাই, সেই সময় তোকে
ক পেটরার ভেতর কুড়িয়ে পাই । তোর
লায় এক পদক ছিল, আর তার ভেতরে এক-
টা ভুক্তিপত্রের চিরকুটে কি লেখা ছিল ;
কজন পণ্ডিতকে দিয়ে পড়িয়ে জেনেছি, তুই
জারি বেটা । বরুণ দেবতা মিয়েছেন বলে
তাকে আমরা বরুণী বলে ডাকি, আর ভাল
মতে আমরা জানি না !

বরুণা । এককাল পরে নির্ভর হলি বাপ,
আমাকে ছেড়ে দিলি ?

মংকু । সে কি মা ? জানি ছাড়তে পারি ত
তাকে ছাড়তে পারি না । কিন্তু মা বুঝে দেখ,
তার বদেস হল, আভিস বেদের মাঝখানে, তার
তার পায়ের ধুলো ছোঁবার ব্যথা নয় । যত বেদে
দিলি তোর চাকর চাকরাণী । আর কি তোর
দেহ সমান হয়ে থাকে ভাল দেখার ? আমরা
গী মিনসে তোকে আলাদা রেখে মান্য
করেছি । তোর সাথীদেরও আলাদা করে
রখেছি । তোকে যার কাছে সবৎ শিখিয়েছি,
স সম্মানী মাও মরে গেছে । এখন আর
কি করতে পারি ? দেশে বিদেশে সেই

চিরকুট আর পদক নিয়ে তোর বাপ মায়ের
খোঁজ করেছি, কিন্তু পাইনি ।

বরুণা । তা না পেয়েছিস ভালই হয়েছে !
তোরা আমাকে বা বলতে চান্স বল কিন্তু আমি
তোদের মা বাপ ছাড়া আর কিছু বলব না ।
তাহলে আজ আমি সহরে যাই ?

মংকু । বেতে ইচ্ছে করেছিস যা, তবে
শুধু যাসনি । যে পদকটা তোর গলায় বাঁধা ছিল,
সেইটা গলায় পরে যা ।

বরুণা । কেন, দরকার কি ?

মংকু । তুইত আমাদেরই ধন আভিস ।
তবু মা, যদি তোর কিছু কিনারা হয়, সেটা
আমাদের সুখ !

বরুণা ! বেশ, দিবি চল ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বহুপন্নী ।

পুণ্ডরীকের সহচরগণ ।

গীত ।

তাপ মেরে হানি বাণ ।

হাঁ গোড়ে বনে, মাঝা বেধে কনে,

রগ বেঁধে মারো ছিলেয় টান ।

এগিয়ে চল গুটি গুটি, কাণ্ডে চল মাটি,

লেগে যাক দিকি বাঘের দন্ত কপালি,

বালায় গিরে থাকুক মরে, নয়, যার গিরে ভাঙুক বান ।

তবে যদি দিকিমানা দন্ত করে বাট

সেটা কিন্তু যুদ্ধকালে দেখায় না বাহার ।

সাহস করে পেছিয়ে এস, মাঝা শুঁজে কোণে বাস,

ইচ্ছা হয় আস্তে কোণে, নইলে শ'র শূর্ণপাশে ঘাস ।

আর দাপট মেরে হাঁ চড়ে মেরো চুণোপুটীর আশ ।

সকলে । ভাদ্র ঘর, ভাদ্র দোর, যেখানে
বা শীকার আছে টেনে বার কর ।

(মংকর প্রবেশ)

মংক । হাঁ হাঁ করছিস কি, করছিস কিরে হুজুর ? শীকার করতে এসেছিস, তা গরীবের ঘরের কাছে উৎপাত করছিস কেনে ?

১ম, স । কি ব্যাটা, কি বললি, উৎপাত ! আমরা রাজপুত্রের ইয়ার, করছি শীকার, শীকার না মিললে করব কি ?

মংক । তা শীকার তোরা খুঁজে লিবি, না হামরা খুঁজে দেবে !

১, স । কি বললি বেটা ? আমরা রাজপুত্রের ভাই, ছানা মাখন খাই, গুণী গুণী খাই, আমরা শীকার খুঁজে নেব বেয়াদব বেটা ?

মংক । এখানে কি শীকার আছে, তা হামি খুঁজে দেবে ?

১ম, স । বড় বড় বাঘ নিয়ে আর, সিঙ্গি নিয়ে আর, গণ্ডার নিয়ে আর, হাতী নিয়ে আর ।

মংক । হামিই যদি সব এনে দেব, তোরা কি করবে ?

১ম, স । আমরা কেবল বসে বসে বাণ ছুঁড়ব, বাঘ সিঙ্গি যেমন আনতে থাকবি, আমরাও পেট পেট করে দিগতে থাকবি ।

মংক । তবেইত মুগিল করলি হুজুর, এখানে বাঘ সিঙ্গি কোথায় পাব ? একটু বনের ভেতর চল, কত বাঘ ভালুক মারতে চাস দেখিয়ে দিচ্ছি ।

১ম, স । কি বললি বেটা, আমরা রাজপুত্রের ইয়ার, ধরি হাতিয়ার, বাগানে করি খাইচার, আমরা বনে ঢুকব ?

সকলে । যা বেটা নিয়ে আর, বাঘ নিয়ে আর, সিঙ্গি নিয়ে আর ।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি । এই যে—এই যে—আহাশ্রোক বোটার এখানে আছে । এ বেটারদের এখান

থেকে না তাড়ালে রাজকুমারকে ফেরাতে পারব না । এমন ফন্দর সুবুদ্ধি রাজকুমার কতকগুলো মুখ্যর সঙ্গে জুটে একেবারে খারাপ হয়ে গেছে ।

১ম, স । দাঁড়িয়ে রইলি কেন বেটা, নিয়ে আর ।

অভি । কি হয়েছে, কি হয়েছে ?

১ম, স । এই যে, এই যে—অভিরাম !

সকলে । অভি—অভি—অভিরাম !

অভি । কি ?

১ম, স । অভি—অভি—আমরা শীকার করছি ।

অভি । বেশ, করছ, তা এ বেটার সঙ্গে কি তর্কার করছ ?

১ম, মা । এ বেটাকে শীকার এনে দিতে বলছি ।

অভি । বেশ করেছ । দে বেটা শীকার এনে দে । (ইঙ্গিত)

মংক । শীকার আমি কোথায় পাব ?

অভি । কোথায় পাবি, তা হুজুরেরা কি করে জানবে ? কি কি শীকার চাই হুজুর ?

সকলে । সিঙ্গি চাই, বাঘ চাই, ভালুক চাই, বরা চাই, হাতী চাই ।

অভি । শুধু এই !

সকলে । আরো চাই—ভেটকি মাছ চাই, পয়জারে কই চাই, পুইশাক চাই ।

অভি । হয়েছে, বুঝেছি । যা বেটা, বড় বড় সিঙ্গি নিয়ে আর, ছয়দো ছয়দো বাঘ নিয়ে, গোবদা গোবদা ভালুক নিয়ে আর ।

মংক । আচ্ছা হুজুর আনছি, তাহলে কটা সিঙ্গি আনব ?

অভি । কটা আনবে হুজুর ?

সকলে । য্যা য্যা !

অভি । আচ্ছা আমি বলছি । ওরে খাঁড়, এই যে সব বীর দেখেছিস, এরা এক একজনে একবাণে এক পোণ করে বাঘ মেয়ে ফেলতে পারে । যা, গুণ্ডা দশেক বাঘ এনে হাজির কর ।

মংরা । আচ্ছা হুজুর, অনিচ্ছা । কিন্তু আমি বাঘ আনবো আর তোরা যে পালিয়ে যাবি সেটি হবে না ।

অভি । কি ! ওরা রাজপুত্রের ইয়ার, ধরে হাতিয়ার, বরা বাঘ মারে, হাতি কেনে ধরে, ওরা বাঘ দেখে পালাবে ! যা দীর্গগির যা !

[মংরার প্রস্থান ।

১ম স । ও অভি—অভি—অভিরাম !

অভি ! কি হুজুর ?

১ম স । সত্যি সত্যি বেটা আনবে নাকি রে ?

অভি । আনলে, আবার আনবে কি ।

সকলে । হ্যাঁ (পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়া করণ)

অভি । ও শালা বেদে, যখন আনব বলে গেছে, তখন না এনে কি ছাড়বে ! এখনি গভীর বনে ঢুকবে, আর বাঘের কাণ ধরে এনে তোমাদের মধ্যে ছেড়ে দেবে ।

(সকলের ভীতি প্রদর্শন)

১ম স । ও অভি—অভি । ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন !

অভি । ঠকি আর ফেরে, শালা খাঁড় গুজুর খাঁতির রাখে না, আর কেন হুজুর, তীর টীর নিয়ে তৈরী হয়ে থাক ।

১ম স । তবে তাঁর আগলাবে কেবের ?

অজ্ঞাত সহচরগণ । আমি—আমি (পলায়ন)

অভি । ও হুজুর ওরা যে পাল'ল ।

১ম স । কি এত বড় আশ্পর্কী, বিশ্বাসঘাতক,

আমাকে একা ঘোর বিপদে ফেলে—দেখব তারা কতবড় বেইমান । তুমি ততক্ষণ অপেক্ষা কর । দেখো, বেটা বাঘ আনে কি না । আনলে আমাকে খবর দিও । আমি এসেই বাঘগুলোকে এক এক চড়ে মেয়ে ফেলব । আমি তাঁর রক্ষা করতে চললুম ।

অভি । যে আশ্রা হুজুর, এখনি যাও ।

[১ম সহচরের প্রস্থান ।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড । অভিরাম !

অভি । কি প্রভু ?

পুণ্ড । দেখছ, বাপাখরানা কি দেখছ ?

অভি । তা আর দেখব না, বলেন কি ?

আপনি রাজপুত্র আর আমি আপনার থানাসামা, আপনি যখন হুকুম করছেন, তখন আমি বাপাখরানা কি দেখব না ?

পুণ্ড । একি দেখলুম অভিরাম ?

অভি । আপনি সরবে ফুল দেখছেন ।

পুণ্ড । সরবে ফুল দেখছি কিরে হতভাগা ?

অভি । আজ্ঞে সকাল বেলায় ঘরে বসে ক্ষীর মাখন খাওয়া আপনার অভ্যাস, বেদের বনে এতটা ছোটাছুটি করা আপনার অভ্যাস নেই ! তার ওপর আপনার গুণধর সঙ্গীরা এই-মাত্র আপনাকে বাঘের মুখে নিক্ষেপ করে, আপনার তাঁর আগলাতে চলে গেল । কাজেই রাজ্য হয়ে মনের কষ্টে আপনি চোখে সরবে ফুল দেখছেন ।

পুণ্ড । তারা গেছে । বেশ হয়েছে । দৃষ্ট-হীনের এ বনে প্রবেশ করার অধিকার নেই । আর অভিরাম, সঙ্গে আর । দেখবি আর, বিজন অরণ্যের জন্মমধ্যে অঙ্গার কাননের মত উজ্জান তার মধ্যে কমল কহলারের লীলাস্থল মানস সর্গোবরের মতন জলাশয় ! তার চারিদিক বেড়ে,

বিচিত্র ফুলরাশি মাথায় ক'রে, যেন কত অজ্ঞাত
দেশের অজ্ঞাত মলয়-সেবিতা পুষ্পলতা !

অভি। বলেন কি ?

পুণ্ড। আয় দেখবি আয়।—এই বেদের
বনে অজ্ঞাতবাসে কোন অপূর্ণ শিল্পী অবস্থান
করছে।

অভি। সত্যি বলছেন, না তামাসা ?

পুণ্ড। আয় অভিরাম, তার সন্ধান করি।

অভি। সে কোথায় আছে, কি করে
জানবেন ?

পুণ্ড। কোথায় আছে যদিও জানি না,
কিন্তু বুঝেছি এক জন আছে। কামিনী কুঞ্জের
গায় তার দু'দিন আগের হাত দেখেছি। তার
করস্পর্শে নবোজাসে কামিনী ফুলভারে মেতে
উঠেছে। অশোক তরুতলে তার পদচিহ্ন
দেখেছি। অশোক ফুলরাশির উপচৌকন
নিয়ে তার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করছে।

অভি। তাহ'লেও এটাও বুঝেছেন, সে
শিল্পী রমণী।

পুণ্ড। বুঝেছি, সে 'বিলাসবিভো'র চিত্র-
লেখা। যদি দেখবার সুযোগ থাকে, তাহ'লে
সঙ্গে আয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনমধ্যস্থ উদ্যান।

বরুণা ও সখীগণ।

গীত।

সোণার মণুর বাজবে রাতা পায়।

চলে চল চান্দবদনী চাপুলী মথাক ॥

হুছে নে রাতুল চরণ,

ঢেকে নে চাঁপার বরণ,

দুখ দিয়ে নে হুলোচনে কালীর দরিয়ায়।

নইলে হাটে ভাঙবে হাড়ি,

রূপ নিয়ে সুই কাড়াকাড়ি,

মাসের হাটে ছুটবে ভ্রমর, পুটবে এসে পায়।

বেচেতে গিয়ে বিকিয়ে যাবি

ফিরিয়ে আনা হবে দায় ॥

[সখীগণের প্রস্থান।

(মংরুর প্রবেশ)

মংরু। ও মা বরুণী, তোর হাটে হাওরা
হল না।

বরুণা। কেন বাপ ?

মংরু। কোথাকার রাজপুত্রের নটবহর
নিয়ে শীকার করতে এসেছে। সে শালার সঙ্গীর
ভারি হুঁদে, আমায় বলে শীকার দেখিয়ে দে
আমি বলি, এখানে শীকার মিলবে কোথা ? এই
বলতেই শালার আমাকে তরোয়াল নিয়ে
কটিতে এসেছে। তার ভারি উৎপাত করছে
ঘর ভাঙছে, দুয়ার ভাঙছে, যাকে সমুখে পাচ্ছে
তাকে মারছে। ভেড়া ছাগল ঘেরে ভূট কড়
ফেললে। আমি ফন্দি করে পালিয়ে এসেছি
তুই আর এখানে থাকিস নি, পালিয়ে যা।

বরুণা। না পালালে কি চলবে না ?

মংরু। তাদের নদা মায়া কিছুই নেই—
তোকে দেখে যদি তোর গুণের অত্যাচার করে
আমরা গরীব বেদে, রাজাদের সঙ্গে ঝগড়া কে
পারব কেন ?

বরুণা। তুই রাজপুত্রকে দেখেছিস ?

মংরু। না মা। তাকে দেখি নি।

দেখেই সে কি মেজাজের লোক তা বু-
নিয়েছি। এমন চুয়াড়ে সঙ্গী যার, সে কি কথ
ভাল হয় ?

বরুণা। বাপ ! তুই রাজপুত্রের সঙ্গী
নিতে পারিস ?

মংরু। কেনে, তার সন্ধান নিজে কি হবে

বরুণা । আমি তাকে শাস্তি দেব ।

মংকু । সে কি পাগলি ! রাজপুত্রকে শাস্তি দিবি কি ? তাকে গাড়ল বানিয়ে ঘরে পুরতে পারিস ত খুঁজে আনি ।

বরুণা । দেখাই যাক না কত দূর কি হয়, আমার আশ্রয়দাতাদের উপর অত্যাচার করে সে অমনি চলে যাবে ? ভগবান রাজপুত্রকে যেমন অত্যাচারের অন্ন দিয়েছে, গরীব বেদের মেয়েকেও ত তেমনি মনি বাঁচাবার নাগপাশ দিয়েছে । রাজপুত্র দেখুক কার জোর বেশী ।

মংকু । তাই'লে খুঁজব ?

বরুণা । এখনি—যেন অত্যাচার করে অমনি অমনি পালিয়ে না যায় ।

[মংকুর প্রস্থান ।

বরুণা । খেলাবার জিনিষ বনেই মিলেছে, বার বুঝি বেসাত করতে হাটে যেতে হ'ল না । হুত্ব একি ? অজ্ঞানে বেদেনীর প্রশ্ন নিয়ে নোবনে ঘুরছিলাম । ক্ষুদ্র শব্দে ভ্রান্তা বন-রিণীর মত পলকে পলকে চমকে উঠতেম । বিচয় পেয়ে, একি সিংহিনীর অহঙ্কারের বেগে আমার হৃদয় উথলে উঠল ? পালিয়ে বার প্রবৃত্তি হচ্ছে না । প্রতিশোধ নিতে প্রাণ মতে উঠছে, কি যেন বিশাল রাজ্য আমার মুখে—আমি রাজ্য জয়ের অভিলাষে আমার জন্মাসঞ্চিত সমস্ত প্রহরণ হৃদয়মধ্যে সমবেত রেছি । হারি কিংবা জিতি ! হারি,—বেদেনীর জা—তরুতলে গর্গুকীরে চির অন্ধকাবে মুখ কারো । জিতি,—রাজনিকিনী—স্বর্ণ অট্টালিকায় বসে সমস্ত প্রজার মাথার মণি হয়ে—

নেপথ্যে, পুণ্ডরীক । অভিরাম ।

বরুণা । তাই'ত, ভাবতে না ভাবতে ! নর কথা শেষ হতে না হতে ! কোথায় ধবো এখনো স্থির করতে পারি নি !

সোনার ঝাপিতে পুরে রাখব, কিংবা আমার বিজয়-চিহ্ন অট্টালিকার মাথায় বসিয়ে জগৎকে দেখাব, এখনও যে স্থির করতে পারিনি ! মনের কথার বিরাম না হ'তে হ'তেই এখনি এলে ! কে তুমি বুঝতে পাচ্ছিনি,—শুধু স্বপ্ন,—আহা কি মধুর ! এগুতেও পারছি না, পেছুতেও পারছি না । তাহলে এসো অজ্ঞাত অতিথি ! সমুখে কমল কল্লার, আশে পাশে উপহারের ভার লয়ে স্বামী বেলা চামেলি—এস অতিথি ! তাদের আতিথ্য গ্রহণ কর'ব এসো ।

(জনৈক বেদের প্রবেশ)

বেদে । দিদি—দিদি !

বরুণা । কি ?

বেদে । একটা রাজপুত্র !

বরুণা । বুঝতে পেরেছি—চলে আয় ।

বেদে । উঃ ! দিদি ! চেহারা'র কি চেক-নাই ! ঠিক যেন রাজপুত্র !

বরুণা । বুঝতে পেরেছি—দেখা দিসনি—বাগানে আসতে না আসতে চলে আয়—

[প্রস্থান ।

বেদে । এমন রাজপুত্রটোকে ভাল করে না দেখে চলে যাব ? আর দেখতে পাঠি কি না পাঠি—একটা ঝোপের আড়ালে বসে বসে খানিকক্ষণ দেখে নি ।

[প্রস্থান ।

(অভিরাম ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড । দেখলি অভিরাম ?

অভি । দেখেছি, বড়ই সুন্দর বাগান ।

পুণ্ড । শুধু সুন্দর বসলেই এর অভিধান হ'ল না । রাজা শিবস্বামীর রাজধানী মধ্যে এমন উজান নেই, সমুখে অপরোচিত নন্দন কানন, মধ্যে মানস সরোবরের মতন সুধাধিলোলময় জলাশয়,—দেখতে পাচ্ছিস না ?—একি অভি-রাম, এ ঘোর বনে এমন বাগান রচনা করলে কে ?

অভি। তাহিত, এ বাগান রচনা করলে কে ? বনের সঙ্গে কি এ বাগান আপনা আপনি তৈরী হয়েছে ?

পুণ্ড। এ বাগান কি আপনা আপনি তৈরী হতে পারে ?

অভি। তাহলে কি করে হল ? আমরা বেটীকে আকাশে বসে বসে মনের মতন করে তৈরী করে,—শেষে দড়িতে ঝুলিয়ে ঝুপ করে কি বনের ভেতর ফেলে দিয়ে গেল ?

পুণ্ড। এমন গণ্ডমূৰ্খ সহচরটাকে বাবা আমার সঙ্গী করে পাঠিয়েছেন ! হতভাগাটা কিছুতেই আমার ছন্দরের কথা বুঝতে পারছে না।

অভি। (পুণ্ডরীকের বুকে হাত দিয়া) কই ছজুর, এখানে ত কোন কথা নেই, কেবল চিপ চিপ।

পুণ্ড। বেরো গণ্ডমূৰ্খ, তুই এ বাগান দেখবার যোগ্য ন'স।

অভি। আজ্ঞা তা বুঝছি। তবে বাবার আগে এইখানটার একটুকু গড়াগড়ি দিয়ে যাই। আমরা বেটীকে বাগান তৈরী করতে করতে যখন ক্লান্ত হয়েছি, তখন এই ঘাসের গালচের নিশ্চয় বেটীকে শুয়েছে। (গড়াগড়ি দিয়া) আঃ আঃ !

পুণ্ড। এই পাজী নজ্জার, ওঠ।

অভি। আ হা হা ! ছজুর এইখানে বেটীকে মুক্তার চূপ দিয়ে পারিজাতী খিলী খেয়েছে—গন্ধ ভরভর—প্রাণ তর !

পুণ্ড। দেখ অভিরাম, এ রহস্য করবার স্থান নয়। কেন লাক্ষিত হবি, চলে যা।

অভি। বাপ ! এই খেনে এক বেটী হাতুড়ী পিটেছে। যেমন শুয়েছি, অমনি বুকটো চিপ চিপ করে উঠেছে।

পুণ্ড। ওরে হতভাগা মূৰ্খ—রহস্য করছিস কি ? এই বাগানের অন্তরালে একটা হাত দেখতে পাচ্ছিস না ?

অভি। ওরে বাবা তাই হ—ওই ঢুলছে।

পুণ্ড। কি—কি ঢুলছে ?

অভি। একখানা হাত—

পুণ্ড। কই—কই কোথা দেখলি ?

অভি। বাবা ! দেখলে কি আর বাঁচতুম ! আপনার কাছে শুনে ভয়ে ঠিক যেন দেখে ফেলতুম।

পুণ্ড। বুঝতে পাচ্ছিস না অভিরাম, এই বাগান যার হাত দিয়ে রচিত হয়েছে, সে নিশ্চয় কোন শাপম্রা বিজ্ঞাধরী। সে এই স্বর্গা সৌন্দর্যের অন্তরালে অবস্থান করছে। আমি তা সন্দের বাঁহুলতার কারিকারী ঠিক যেন দেখতে পাচ্ছি।

অভি। বটে বটে ! তাহলে আর একটুকু এগিয়ে চলুন। ওই দেখুন বাগানের পাশে একটা হরিণ—নিশ্চয় ওটা বিজ্ঞাধরী বেটীর পোষা নইলে আমাদের দেখে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন ওই দেখুন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে আপনাকে দেখতে লাগল। এই বেলা বন্ধ করে একটু তীর ছুড়ে দিন।—

পুণ্ড। আ—হা—হা !

অভি। আবার অহা কেন, শীকার করে ফেলুন। এমন সুবিধা ফসকে গেলে, আর সমস্ত দিনের ভেতর শীকার ছুটিবে না। শুধু হাতে সহরে ফিরতে হবে।

পুণ্ড। আ—হা—হা ! আমি ওই মৃগী চোখের অন্তরালে আর দুটা বিশাল উজ্জল চোখ যেন দেখতে পাচ্ছি

অভি। আরে রাম ! কবিশ বণ্টা আর রালে দেখলে সন্মুখে দেখবেন কখন ? ক

তানলেই মাথা আসবে। হরিণটাকে বাণ ফোড়া
করুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনার সেই আড়ালের কি
জানি কি ধরা পড়ে যাবে। হজুর, হজুর!

পুণ্ড। কি, কি?

অভি। বিত্যাধরী, বিত্যাধরী।

পুণ্ড। দেখ্‌ মূর্খ! রহস্য করা ব ত এখন
তোতাকে মেরে ফেলব!

অভি। আজ্ঞে রহস্য নয়, এবারে খাটী।
হিরিণের পাশের বন খস্‌ খস্‌ করছে।

পুণ্ড। তাইত! তহিত অভি! আমার
হেঁটা কেমন কেমন করছে,—তুই শীগ্‌গির
শা—কি ওখানে সন্ধান কর। বোণ হচ্ছে
সন সন্ধান পেয়েছি—ওই—বুঝি ওই—
ঝোপের ভেতরে রূপ লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছে না।

অভি। আজ্ঞে ঠিক বলেছেন, ফুটে
বকছে। তাহলে আপনিই যান।

পুণ্ড। না অভি! আমি যাব না, আমি
গলে হয় ত সে ভরবাকুলা হয়ে পালিয়ে যাবে,
বিতি! তুই যা!

অভি। বেশ হবে অপেক্ষা করুন, আমি
সন্ধান করে এখন আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

পুণ্ড। তাইত বিফলমনোরথ হয়ে কিরে
ব? প্রাণ বলছে, সমস্ত চিহ্ন দেখতে
রাছি। কিন্তু তরত সন্ধান করতে পারছি না!

দেবেদীনীর তাকে জানে, কিন্তু আমাকে
কেন না। এত সাধলুম, কেউ আমাকে
করলে না। আমাকে দেখে সবাই
লিয়ে গেল। কিন্তু আমারও প্রতিজ্ঞা,
মি এ রহস্য ভেদ না করে নগরে ফিরছি না।

ত যদি ব্যাধের কুল নির্মূল করিতে হয়, তাও
কর।

অভি। (নেপথ্যে) হজুর—হজুর।

পুণ্ড। কিরে কি খবর?

অভি। আপনার সেই হাত পাকড়াও
হয়েছে।

(অভিরাম ও বদ্রাবৃত বেদের প্রবেশ)

পুণ্ড। য্যা তাইত—এই অবগুণ্ঠনবটাই
কি এই উত্থানের অধিকারিণী!

অভি। আমার কাছে চালাকী, বেটী
বিত্যাধরী। হজুর! বেটী ওই ঝোপের ভেতর
বসে বসে আপনাকে দেখছিল। যেমন আমার
পায়ের সাদা পেয়েছে, অমনি খরসোঁসে তাড়া
পেলে যেমন ভয়ে মুখ শুজে বসে, তেমনি ক'রে
বেটী ঝোপের ভেতরে মুখ লুকিয়েছিল।
হরিণের বাছে একখানা চাদর পড়েছিল, আমি
সেইখানা দিয়ে ঝপ করে বেটীকে চাপা দিয়ে
ধরে এনেছি। উঃ! বেটীর কি কোমল হাত!
উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। দে হতভাগা! হাত ছেড়ে দে।
সন্দরী! আপনি সঙ্কুচিত হবেন না। আপনি
আমাকে আপনার গুণমগ্ন বলেই জানবেন।

অভি। উঃ! চাদর চাপা দিতে গিয়ে—
বাণ! কি চক্‌কে রূপ—এখন হাত ধ'রে—
উঃ! প্রাণ যায়।

পুণ্ড। কি বেরাদব! তুচ্ছ চাকর তুই—
আমার মনোমোহিনীর হাত ধ'রে তোর প্রাণ
যায়। এত বড় স্পর্ধা? এখন হাত ছাড়,
নইলে তোর বেরাদব প্রাণকে এখন আমি হুট্যা
ঘাতে দূর ক'রে দেব।

অভি। তবে থাক্—আমার অনেক কঠোর
প্রাণ—দ্রুদিক থেকে তাড়া। এদিকে কোমল
হাত, ওদিকে কঠোর তুলী—কাজকি কাজকি
—উঃ! কিন্তু উঃ! আগুন—আগুন! বাগান
তাইরি করা হাত—বাণ্‌। কঠোরে কোমলে
বেন আগুনের কুন্ডী—

পুণ্ড। কিসের লজ্জা সুন্দরী ! যে এই বিজন অরণ্যের ভেতরে এমন নন্দন লঙ্কন উদ্ভান রচনা করতে পারে, এ সংসারে তার লজ্জা দেবাবার লোক কে আছে ? আপনি অনানকে একজন রূপা ভিক্ষার্থী বলেই জানবেন । সুন্দরী নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা ক'ন—আমি রাজপুত্র । আমি ভাগ্যক্রমে আপনার কলা-কৌশল দেখেছি—সুন্দরী রূপা করে অধম ভিখারীকে মুখ দেখান ।

অভি। তাইত । পাজীবেটী । শুধু কলা দেখিয়ে আমাদের সোনার রাজপুত্রকে পাগল করতে চান—দেখা যেটী কৌশল দেখা । নইলে এককিলে তোর মাথা ভেঙ্গে ফেলব ।

বেদে । (ক্রন্দন)

অভি। কাদবি কি—মুখ দেখা ।

পুণ্ড। অভে ! এ কাকে অনলি ?

অভি। ঠিক এনেছি—আগুন—আগুন ।

সুন্দরী মুখ পোল, আর মান ক'র না ।

বেদে । (ক্রন্দন) সব মান খাইয়া ফালে—পুড়িয়ে খাইছি—

পুণ্ড। দূর হ'—দূর হ'—(বেদের প্রস্থান)
পাজী নজ্জার অভে ! তোকেকেই আজ আমি দেখে নেবো ।

অভি। এখানে নয় ভজুর—সহরে । সহরে ফিরে আমাকে যা শাস্তি দেবার দেবেন । আপনাকে যেকুল আত্মহারা দেখছি, তাতে আমি আপনাকে এখানে আর একদণ্ড থাকতে দেবো না । আপনি এতই দৃষ্টিহারা যে, কুৎসিৎ বেদে এতক্ষণ আপনার চোখের ওপর রইল, আপনি বুঝতে পারলেন না ।

পুণ্ড। তবে কি আমার অহুমান মিথ্যা ?

অভি। সে কি আমার বলতে হবে ?

পুণ্ড। এ বাগান তবে কি বেদেবেদেনীর রচনা ?

অভি। তা নয়ত কি । আপনি কবে যুগয়া করতে আসবেন জেনে, কে অশ্রয়া আপনাব অপেক্ষায় বাগান রচনা ক'রে বসে আছে ? চলে আসুন, আমি দেখছি, আর কিছু হ'ক আর না হ'ক, বৈশীক্ষণ বেদের বনে ঘুরলে আপনাকে বেদেনীর দড়ায় জড়াতে হবে !

পুণ্ড। তুই ফিরে যা ।

অভি। বলেন যাচ্ছি—আমি ভৃত্য, আপনাকে ফেরাতে আমার ক্ষমতা নেই । তবু যাবার সময় বলে বাই, প্রেমের পাকে হাত পা এলিয়ে বেন বেদেনীর কুঞ্জে বাঁধা পড়বেন না ।

পুণ্ড। তুই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভৃত্য, তুই ভৃত্যের অহুযায়ী কথা বললি । কিন্তু মুখ ! আমি এখনো বলছি, এ অপূর্ণ উদ্ভানরচনা, নীচ জাতীয় ব্যাধনান্দিনীর কার্য্য নয় ।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

তবেরে মূর্ত্যু, তুমি মিথ্যা কথায়, তোমার ভৃত্যের মূর্ত্যুতায় আমাকে ভোলাতে চাও ।

অভি। তাইত—তাইত ! এ যে কিম্বরীর গান ! তবে কি সত্যসত্যই এ বনে অঙ্গরার বাস করে ?

পুণ্ড। প্রলয়কর্ত্তী শুধাদারা—সম্মোহন শরের কোয়াগা—শান্তিরাম ! যদি ওই প্রশ্রবিনী তীরে পৌছিতে পারি, যদি কখন রাজোত্তমেনে বসে ওই শুধা নির্করে কোনও দিন আপনাকে স্নান করাতে পারি, তবেই আমি ফিরব, নইলে এই আমার প্রথম যুগয়া, এই আমার শেষ ।

[প্রস্থান ।

অভি। তাইত ! আমি এখন কি করি ? এ পাগলকে ত আমি ফেরাতে পারব না । এখন রাজধানী ফিরে রাজাকে খবর দেওয়া

ছাড়াও অল্প উপায় দেখি না। আর আমিই বা কতকাল এক পাগল রাজপুত্রের কাছে বীন ভিখারী বেশে অবস্থান করব? বার সন্ধ্যানে ছদ্মবেশে দেশ বিদেশে ঘুরঘুর, সেই কেরল-রাজকে ত দেখতে পেলুম না! তখন মিছে এটা ভূতা সেজে, রাজা ও রাজপুত্রের তিরস্কার খেতে এখানে থাকি কেন? যখন সঙ্গে এসেছি, তখন রাজপুত্রের স্তভাগমনের সংবাদ রাজ্যের কাছে দিতে আমি বাধ্য। সংবাদ দিয়ে, কঙ্কন ত্যাগ করে আমি নিজ রাজ্যে চলে বাই।

চতুর্থ দৃশ্য ।

উদ্যান: (অপরাহ্ন) ।

বরুণা ।

গীত ।

শত প্রেমিকার প্রাণের কান্দনা সে যে পূর্ণিমার শশী ।
বললো কুমলী জানিস যদি, কেন তারে আমি ভালবাসি ॥
তাহার ধরিতে সমীরে সমীরে জলদ পুষ্প ফেরে,
সুখের জালে তারার মালা আছে ঘেরে দিবানিশি ।
সে সব সোহাগ দূরে ফেলে, পড়ে আছে তোর পদতলে,
ছাড়িয়া আকাশ হৃদয় প্রবাস লহরীর শিরে ভাসি ।
না জানি অধরে বেঁধেছ কি করে হৃদয় তুলান হাসি ॥

(মংকুর প্রবেশ)

মংকুর । আর কেনে মা! ক্ষান্ত দে।

বরুণা । এখনি ক্ষান্ত দেবো? আমার আশ্রয়দাতাদের ওপর অত্যাচার করেছে তার শাস্তির এখনও হয়েছে কি?

মংকুর । আর ঘোরালে রাজপুত্র প্রাণে বাঁচবে না।

বরুণা । আর ঘোরাব না?

মংকুর । আর ব্রিজে লাভ কি মা?

বরুণা । লাভ? লাভের কথা আর তোকে কিংবদন্ত বাপ? পশুভরা বনের মাঝে একটা রাজপুত্র মত্ত হরিণের মত আমার গানের টানে

জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করেছে। আমি দেখছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে বিভোর হয়ে বেড়াচ্ছি। :এর চেয়ে বেদের মেয়ের লাভ আর কি হ'তে পারে?

মংকুর । না মা, আর তুই তাকে ঘোরাতে পারবি না। রাজপুত্রকে দেখেই আমার মায়া হচ্ছে। তার কষ্ট দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে। মা সোণার কমল! রাজার দিখিতে কুটতে ছুনিয়ায় এসেছিলি—গরীব বুনো বেদের বরাতে ছেলো, সে দিন কতক নাড়াচাড়া করেছে। মরুভূমি আর কেন? শুকোবার সময় জলো যে মা! মা! মালী তোকে মাথায় ক'রে লিতে এসেছে। দিঘীর কমল! দিঘীরে যা।

বরুণা । তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি বাপ? বেদের মেয়েকে সে নেবে কেন?

মংকুর । কেন, তোর পরিচয় দিয়ে দিই।

বরুণা । বাপ, তাও কি হয়। আমাকে বেদের মেয়ে জেনে যদি সে গ্রহণ করে, তবেই আমি তার হ'তে পারি, নইলে নয়।

মংকুর । দেহাই বিটী গোল করিস্নি।

বরুণা । দেহাই বাপ, অনুমোদন করিস্নি। দ্বিতীয় বার ও কথা বললে, আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরব।

মংকুর । জানি না বিটী, তোর মতলবটা কি আছে। তা হ'লে আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।

বরুণা । আর। আমি ও মাসের পশরা মাথায় নিয়ে আসি। হাটের নাম ক'রে বেরিয়েছি, আমার হাটে যেতেই হবে।

[বরুণার প্রস্থান।

(সোমরা ও সুরমরীর প্রবেশ)

মংকুর । এই সোমরা সুরমরী! বরুণী যত ক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তার দৌর আগলে থাক।

[প্রস্থান।

দ্বৈত গীত ।

সুমরী । প্রাণ উঠছে যে নেচে, খেলা মিলেছে ।
 দোমরা । চুপ ক'রে র' যগ ঘেঁসে সে কাছে এসেছে ॥
 সুমরী । খেলার মতন মিললো খেলোয়াড় ।
 • চুপ করা কি যায়ের বোকা আছলো প্রাণ আড় ॥
 দোমরা । নরম টিগে ধরিসলো তার বাত—
 নইলে সাড় হবে না, ধরলে চেপে গড়বি বিপাকে ।
 সুমরী । আমি কি এমন বোকা ?
 দোমরা । আমিও কি কচি বোকা ?
 (তবু) কি জানি তা, বাছটা পাকা কসকে যায় পাছে ।
 উভয়ে । নরম গরম টান দিলে চল' অনিগে কাছে ॥

(মংক ও গুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড । কই ব্যাধ ! কোথায় আমার মনোমোহিনী ।

মংক । এই যে দেখাচ্ছি রাজা ! ওরে ছোঁড়া ! ওরে ছুঁড়ি ! তোরা আমার বেটীকে এইখানে ধরে নিয়ে আয় ।

উভয়ে । আনছিরে সরদার !

[উভয়ের প্রস্থান ।

পুণ্ড । বেটী কি, ব্যাধ ?

মংক । হামার বেটী, হামার বেটী আবার কি রাজা ?

পুণ্ড । ওরা তরুকাটরে প্রবেশ করলে যে ?

মংক । কোটরেই সে থাকে যে রাজা !

পুণ্ড । এ বাগান রচনা করেছে কে ?

মংক । আমার বেটী ।

পুণ্ড । গমন গাইলে কে ?

মংক । আমার বেটী ।

পুণ্ড । হ' ! আচ্ছা ! তোর বেটীকে নিয়ে আয় ।

(সপত্নীতা ছদ্মবেশিনী বরুণার প্রবেশ)

মংক । এই যে এসেছে রাজা ! এ বেটী, এটা রাজপুত্রের, এটাকে গড় কর ।

পুণ্ড । এইটেই কি এতক্ষণ আমাকে মোহাচ্ছ করে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিল ? কই না—

প্রাণ যে এখনও একথা বলতে চায় না— চোক যে এখনও একপে প্রতাবিত হতে চায় না ?

বরুণা । ধরা পড়লো কে—আমি না রাজপুত্র ? ভগবান ! ছেলেবেলা থেকে আমি ব্যাধের অংশয়ে । কে আমি, কোথাকার আমি, কেন এখানে আমি, কিছুইত জানি না । সহবং শিখিনি, কথা শিখিনি—কেমন ক'রে রাজপুত্রের স্তম্ভে দাঁড়াব ? কি কথা কইব ? হা ভগবান ! প্রাণের ভেতর কামনা দিলি ত কথা দিগিনি ?

মংক । জুজুটী মেরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন—গড় কর ।

(বরুণার প্রণাম করণ)

পুণ্ড । তবেরে পাপিষ্ঠা ব্যাধনন্দিনী !

মংক । ওকি রাজা ! কি কব্ধিস্ রাজা ?

পুণ্ড । চোখে পড়েছ আর তুমি যাবে কোথায় ? সপত্নীত হরে মনে করোছ, তুমি শান্তি থেকে পরিজ্ঞান পাবে ? এইখান থেকে বাণবিন্দু করে তোমাকে আমি নিপাত করব । নিষ্ঠুর কিরাতনন্দিনী । ভগবানকে স্মরণ কর, তোমার মৃত্যু সন্নিকট ।

মংক । দোহাই রাজা, বেটীকে মারিসনি ।

সকলে । দোহাই রাজা ! আমাদের বানীকে মারিসনি ?

পুণ্ড । আমি কারও অমুরোধ রাখব না । দেখ, নিষ্ঠুরা আমার কি করেছে ! পাপিষ্ঠা ! আপনার পরিচিত বনপথে ইচ্ছামত গান গেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ, আমি উন্মাদের মত অপরিচিত পথে তোমার অমুসরণ করতে এই দশায় পড়েছি । যখন ধরেছি, তখন আর তোমায় কিরতে দিচ্ছি না !

বরুণা । একান্তই মারবি রাজা ?

পুণ্ড। নিশ্চয়, কেউ তোমাকে রক্ষা
করতে পারবে না।

বরুণা। তবে মাঝে।

গীত।

প্রাণ নেবো একথা প্রাণ কহো না।

জিহবার চোখে ব্যাকুলতা মেখে

অত যম মুখ পানে চেয়ো না ॥

আমিত দেবো বলি বেধে আছি অঙ্গলি

নেবে—স্বরা নাও, দেখো না তুলে বাও

বঁধুহে নিম্নর এত হ্রো না—

প্রাণ নিতে এসে ফিরে যোয়ো না ॥

(পুণ্ডরীকের হস্ত হইতে ধর্মরূপ পতিত
হইল। পুণ্ডরীক ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া
বরুণার হস্ত ধরিল।)

মংক। হাঁ—হাঁ—সাপে কাটবে, সাপে
কাটবে

বরুণা। মারতে এল, হাত ধরিল, আমি
যে শোধ লেবো, তারও উপায় রাখিনি।

পুণ্ড। তাইত এ আমি কি করলুম? ফণা-
পর! ফণা তুলে নিখর দাঁড়িয়ে রইলে কেন?
আমার মস্তকে দংশন কর। এমন পরাভব
জীবনে আমি কখন অনুভব করিনি। কিরাত-
নন্দিনী! প্রতিশোধ নাও।

বরুণা। আর যে লেবার যো নেই রাজা।
আমি আইকড় মেয়ে। তুই যে হাত ধরিল,
আমার বর হয়ে গেলি।

পুণ্ড। কি সর্বনাশ! কিন্তু কিরাতনন্দিনী!
আমি ত তোকে গ্রহণ করতে পারব না।

বরুণা। তা না নিলি, তান্তে কি—

পুণ্ড। বেশ বল দেখি—এ গান তুই
কাথায় শিখিলি?

বরুণা। এক রাত্তার বেটী আমার
শখিয়েছে।

পুণ্ড। বাগান কে রচনা করেছে?

বরুণা। সেই রাজার বেটীই আমার হাত
দিয়ে তইরি করিয়েছে।

পুণ্ড। সে রাজকন্যা কোথায় থাকে
বলতে পারিস?

বরুণা। :সতীনের খবর কেনে দেবো
রাজা?

পুণ্ড। বেশ তাকে যদি খুঁজে না পাই,
তখন তোকে গ্রহণ করব।

বরুণা। কতদিন খুঁজবি রাজা?

পুণ্ড। শুনে কি তুই খুসী হবি? বৃত্তা-
দিন পর্যন্ত—যদি তোর ভাণ্ডো থাকে, সেই
দিন তুই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিস।

বরুণা। সত্যি বলছিস?

পুণ্ড। সত্যি বলছি।

বরুণা। বেশ।

পুণ্ড। কিন্তু সাবধান! এর মধ্যে আমাকে
পাবার প্রত্যাশা কর না। আমার যথেষ্ট
লাঞ্ছনা করেছ, আর কর না কিরাতনন্দিনী!

[প্রস্থান।

বরুণা। চল ভাই সব, এইবারে আমি
হাটে বাই।

সকলে। রাজপুত্রকে ফাঁদে ফেলে
ছাড়িল কেন রাণী?

বরুণা। দেখাই যাক নারে—কতদূর বাট
দেখাই যাক না।

মংক। হাঁসঘার হয়ে মাকে হাটে লিয়ে
যাবি।

বেদিনীগণের গীত।

বাজারে করাবা বেচা কেনা।

সাদিয়ে দেবো রূপের ডালি, ভরা বুক করবো খালি,
ধরিবার ছুটে হাজার করবে আনাগোনা।

নয়ন-বাণে হানবো শেল,
আসল খাটি নয়কো ভেল
দেখিয়ে দেবো আদ্যারানের খেল—
বনবনালের বিকিরে পেটি, নেবো আঁচল ভরে সোণা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

কঙ্কুরি বাতি ।

অভিরাম ।

অভি । রাজত্রেত কারও মাড়াশক পাচ্ছি না । রাজকুমার ফেরেনি বলেই বোধ হচ্ছে । ফিরলে মোসাহেবগুলোর বিকট হাসিতে এতক্ষণ আসর সরগরম হয়ে যেতো । একবেটা মোসাহেবকেও দেখিতে পাচ্ছি না যে খবর নিই । রাজকুমার না ফিরলেও বাতীতে এতক্ষণ হৈচৈ পড়ে যেতো । রানী কি ছেলেকে এতক্ষণ না দেখলে চুপ করে থাকতে পারত ? তাহিত কার কাছে খবর পাই ! এইত কঙ্কুরি মহাশয়ের ঘর, এরই কাছে খবর নিই । যদি রাজকুমারের সন্ধান পাই ত আজকে রাজত্রেত মত চুপ করে থাকি । যদি না পাই, তাহলে রাজির মধ্যে তল্লীতলা নিয়ে লড়া দিই । কে বাবা, মিনি অপরাধে একটা পাগলা রাজপুত্রের জগা গর্দানা দেবে ! রানী জানতে পারলে হাত রাজাকে বলে বসবে, যে যে রাজপুত্রের সঙ্গে যুগয়া করতে গেছে, সবাই গর্দানা নাও । বুঝে বুঝে মোসাহেব বেটারা পালিয়েছে । তখন আমিই বা কেন থাকি ? তবে খবরটা একবার জেনে যেতে পারলেই ভাল হত । কিন্তু ব্যাপার জানতে না জানতে যদি গোয়েন্দা এসে ন্যাক করে ধরে ফেলে ? এক, দয়াময় দেওয়ানের আশ্রয়ে থাকলে নির্ভর—আরত

কারও কাছে ভরসা নেই । বিশেষতঃ রাণীর প্রিয় মাধবী ছুঁড়ীর আমার ওপর যে রাগ, অন্তরে হাত থেকে নিস্তার পেলেও তার হাত থেকে রক্ষা নেই । কঙ্কুরি মশায় ঘরে আছেন ? কই ঘরে কেউত নেই—ঘরের দোর খোলা অথচ কঙ্কুরি মশায় নেই ! তাহিত, কোন গোল-মাল বাধলো নাকি ? তাই কি তাঁর রাজাস্তঃ-পুরে তলব হয়েছে ?

মাধবী । (নেপথ্যে) কঙ্কুরি মশায় !

অভি । সর্বনাশ ! মনে করতে না করতেই মাধবী ছুঁড়ী—ছুঁড়ী দেখতে পেলেই একটা বিয়ম গুণ্ডগোল বাধাবে ! কিন্তু লুকোবার জায়গাই বা কোথায় ? তাহলে আপৎকালে কঙ্কুরি মশায়ের ঘরেই খিল লাগানো যাক ।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী । কঙ্কুরি মশায় !

অভি । উত্তর না দিলেত ছুঁড়ী দোর ভাঙবে—চীৎকারে বাড়ী মাত্ কববে । দেশের লোককে জাগিয়ে তুলবে ।

মাধবী । বল ওঠাকুর মশায়—

অভি । (বিরতবরে) কেন ?

মাধবী । দোর খুলুন—

অভি । কেন—বল ।

মাধবী । আগে দোর খুলুন না—পরে বলছি ।

অভি । ওই ধান থেকেই বল ।

মাধবী । সে কথা চোঁচিয়ে বলবার নয় !

অভি । বেশ, চুপি চুপিই বল ।

মাধবী । দোর খুলবেন না ?

অভি । বড় জর !

মাধবী । এইত রাণীর কাছে সের দশেক সপুঁরিয়া থেয়ে এলেন, এরই ভেতরে জর হ'ল কখন ?

অভি। পথে ।

মাধবী। একান্তই উঠতে পারবেন না ?

অভি। বড় অর।

মাধবী। রাণীমা আপনাকে ডাকছেন ?

ভাইরাজা—

অভি। এখনও কি ফেরেননি ?

মাধবী। ফিরেছেন, কিন্তু উন্মাদ।

অভি। বল কি ?

মাধবী। তাকে কে বিষ খাইয়েছে ।

অভি। কে গো ?

মাধবী। সে ত এখান থেকে বলতে পারব না ।

অভি। তবেইত মুখিল করলে ! তুমি কপাটের কাঁকে মৃথ দিয়ে বল, আমি কানে বেঁসে কান ঠেসে শুনি ।

মাধবী। কেন, আপনি দৌর ধূলতে পারবেন না ?

অভি। পারলে কি আর তোমাকে দৌর গোড়ায় রেখে কষ্ট দি ? কি জান মাধবী, এত রাত্রে দৌর খুলে তোমার সঙ্গে কথা কইতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে ।

মাধবী। পোড়া কপাল ! তোমার সঙ্গে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে কেন ?

অভি। তবে কার সঙ্গে দেখলে করে মাধবী ?

মাধবী। ওমা ! জরোবুড়োর একি কথা !

অভি। বল না—শুনি ।

মাধবী। বা বলতে এসেছি, শুনবেন ত
শুন—নইলে রাণী মাকে গিয়ে বলিগে ।
রাণীমা পরামর্শ জানবার জন্য আপনাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন ।

অভি। বল ।

মাধবী। কপাটে কাণ দিয়েছেন ?

অভি। তুমি ঠোঁট দিয়েছ ?

মাধবী। দিয়েছি—

অভি। তবে বল ।

মাধবী। অভিরাম ভাই-রাজাকে বিষ খাইয়েছে ।

অভি। কে বললে ?

মাধবী। যে সব লোক রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল, তারা সব সাক্ষী দিয়েছে । তাদের সবাইকে পাঠিয়ে দিয়ে চাকরটা রাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনে ঢুকে গিয়েছিল । যখন বেরিয়ে এল—তখন ভাই-রাজা একেবারে উন্মাদ—

অভি। বটে !

মাধবী। বিষ খাইয়েই অভিরাম পলাতক ।

অভি। বিষ খাইয়েছে জানলে কি করে ?

মাধবী। কেউ কেউ তার হাতে বিষ দেখেছে ।

অভি। তোমার কি বিশ্বাস হয় ?

মাধবী। কার মনে কি আছে, তা কি করে জানব ? তবে সে যে চালাক, সে সামান্য চাকর হয়ে দু'দিনের ভেতরে মহারাজকে আর ভাই রাজাকে যে ভাবে বশ করেছে, তাতে সে সব করতে পারে ।

অভি। তাই'লে তোমাকেও ত সে কতকটা বশ করেছে ?

মাধবী। পোড়া কপাল ! আমি সে বশ করতে যাবে কেন ?

অভি। তুমিও ত তার সঙ্গে কথা কও ।

মাধবী। কথা কইলেই কি বশ হওয়া হ'ল—আমি কি, আর সে কি ? রাণীর মেয়ে নেই—আমিই তাঁর মেয়ে । সকলে আমাকে রাজকুমারী বলেই ডাকে । আর সে সবার ওপর টেকা দিয়ে চলে ব'লে, আমি বিরক্ত ।

অভি। তাহ'লে এক কাজ করি, অভে শালাকে ধরিয়ে দি !

মাধবী। সে কোথায় আছে জানেন ?

অভি। জানি। সে পালাতে না পালাতে তাকে ধ'রে শূলে চাপিয়ে দিই। কি বল মাধবী ! চূপ ক'রে রইলে কেন ?

মাধবী। আপনিও কি তার ওপর চটা ?

অভি। আমি ? আমি তাকে আজ ঘেরে ফেলতে পারলে, কাল অপেক্ষা করি না।

মাধবী। আপনি তার ওপর চটা কেন ?

অভি। কেন ? বলব মাধবী ?

মাধবী। বলুন না !

অভি। বলব ? আমি তোমাকে বড় ভালবাসি।

মাধবী। দূর—এ বামন কেপেছে নাকি ?

অভি। বল মাধবী, অভে শালাকে ফাঁসি দি।

মাধবী। আমি বলতে যাব কেন ? সে ভাল মানুষের ছেলে, যখন দোষী কি নাদোষী জানি না—

অভি। ওই ! সে শালা তাকেও মজিয়েছে।

মাধবী। আরে গেল, বামনের আজ হ'ল কি ?

অভি। জর হয়েছে মাধবী—

মাধবী। শুধু জর নয়—সান্নিপাত বল।

অভি। তার চেয়েও আর একটু বেশি—

প্রেম—প্রেম জর।

মাধবী। দূর বিটলে ভণ্ড তপস্বী বামন—তুমি এই স্বভাব নিয়ে কঙ্কুগিরি কর, এখনি আজ রাণীমাকে বলে দিচ্ছি। তোমাকে আজই রাজবাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি—তুমি এ দিকে আমাদের মা মা কর, আর তোমার কি না এই কথা !

[প্রস্থান।]

অভি। আমারও অপর দিক দ্বারা প্রস্থান।

(কঙ্কু সহ মাধবীর পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী। তাইত এ কি রকম হ'ল ?

কঙ্কু। আমার ঘরে, আমার নাম ক'রে কে তোমার সঙ্গে রহস্ত করলে ?

মাধবী। আপনি শিগুগিরি আসুন। এখনও সে ঘর থেকে বোধ হয় বেরুতে পারেনি।

কঙ্কু। কই মা ! এই যে দার উন্মুক্ত। আর কি সে এ দেশে থাকে।

মাধবী। কে আমাদের রহস্ত ক'রে পালিয়ে গেল !

কঙ্কু। তুমি আমাকে মনে ক'রে কোনও কি গুহা কথা প্রকাশ করেছে ?

মাধবী। করেছি বইকি !

কঙ্কু। অভিরামের কথা বলেছ ?

মাধবী। বলেছি !

কঙ্কু। আমার বোধ হচ্ছে, এ সেই অভিরাম।

মাধবী। কি—সে নীচ জাত হয়ে আমাদের রহস্ত ক'বে ?

কঙ্কু। অভিরাম নীচ জাতি এ কথা কে বললে ?

মাধবী। নীচ জাত নয় ?

কঙ্কু। অমন বুদ্ধি, অমন বাকপটুতা কি নীচ জাতীয় ভূত্যের হয় ? অভিরাম নিশ্চয়ই কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কি কারণে ছদ্মবেশে এখানে ভূতভাবে অবস্থান করেছে। রাজা এ কথা বলেছেন। আমিও ওর সঙ্গে আলাপে বুঝে নিয়েছি।

মাধবী। রাজা জানলেন কি করে ?

কঙ্কু। রাজা স্বন্দর্শী প্রেমিক—ছদ্মবেশ ধ'রে কেউ কি তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতে পারে ?

মাধবী । তা হ'লে অভিরাম ভাই রাজাকে
বিস্বাশ করানি ?

কঞ্চুকি । রাম ! রাম ! এ নীচ কাজ কি
সে করতে পারে ? যাও মা ! আজ রাত্রের
মতন বিশ্রাম করগে, কাল প্রভাতে সমস্ত
রহস্যভেদের চেষ্টা করব ।

(কঞ্চুকির গৃহ মধ্যে প্রবেশ ও দ্বার বন্ধকরণ)
(মাধবীর প্রস্থানোত্তত, অভিরামের পুনঃপ্রবেশ)

মাধবী । আর দেখুন !

অভি । দেখেছি, বল ।

মাধবী । যাঁ—তাইত !

অভি । গীত ।

দেখা দিতে এসে অঁপি ফেরালে ।

কইতে কথা আসতে পাখে থমকে দাঁড়ালে ।

দিশ্বাধরে চাপলে গান

লুকিয়ে রাখলে নয়ননাথ

কোন হরিণের বিধিলেনো প্রশ্ন কি খেলা হলো ।

মাধবী । কি তুমি অভিরাম ?

অভি । এই দেখতেই পাচ্ছ—তোমাদের
ভারবাহী ভূতা ।

মাধবী । আমার সঙ্গে তুমি এমন করে
রহস্য করলে কেন ?

অভি । তুমি আমাকে স্বপ্না কর । আজ
ভাই বাবার সময় একটু শোখ নিলুম ।

মাধবী । তুমি বাবে কেন ?

অভি । তুমি ঘণা কর কেন ? ঘণা করাও
যেমন তোমার ইচ্ছে, চলে যাওয়াও তেমনি
আমার ইচ্ছে ।

মাধবী । তুমি আমাকে রহস্য করেছ ।
আমি কাল প্রাতঃকালে রাজার কাছে নাগিন
করব । যদি আজ রাত্রেই পালিয়ে যাও,
তাহ'লে যথার্থই বুঝব তুমি নীচ ভূতা—
কাপুরুষ ।

অভি । বেশ, কাল প্রাতঃকাল পর্যন্ত
থেকে যাব ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজার শয়নকক্ষ ।

বন্দী ও বন্দিনীগণ ।

গীত ।

উনার অরণ সাধিছে সামরে

মনে। কমলিনী বুঝে যোরে ।

দীরে দীরে কমল অঁখি বুলে দেখে নই,

লেনো বুঝে কমলিনী জাগলে তুমি কই ?

গুপ্তরিয়া বাবুল অলি কাঁদিছে ছুয়ারে ।

মরাল পাশে মেলার আশে ঘন ঘন চায়,

যীবা ডঙ্কে ডঙ্ক নাচারে ;

কিসলর চুমে মলর বৃহ মধুর কর কত হরে ।

(শিবস্বর্গার প্রবেশ)

শিব । ভোরের বেলায় সব মাত্র ঘুমটা
এসেছে, অমনি বেশরো বেতলা—চাঁদা—
কে তোদের আমার এখানে অত্যাচার করতে
পাঠিয়েছে ?

১ম ব । মহারাজ !

শিব । বাটা, আস্তে আস্তে । এইত
গাধার চাঁৎকারে আমার কাণের ভেতরে ঘাটে
খোঁচা মারলে, আবার গিটকির দিয়ে
কাণে শূড় সূড়ি দাও কেন ?

২ম ব । মহারাজ !

শিব । আবার বেটা মহারাজ, আমার
অগাধ ঘুম ভাঙিয়ে দিল !

৩ম ব । আজ্ঞে অপরাধ হয়েছে ।

শিব । শুধু অপরাধ হয়েছে বলেই মনে
করেছ সব লোঠা চুকে গেল । কে আছ ?

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি । (তন্নীয়ন্তকে) আজ্ঞে মহারাজ !

শিব। আবার মহারাজ !

অভি। আজ্ঞে ভৃত্য চলো। তাই—

শিব। বুঝেছি বুঝেছি—তবে একটু পরে। কিছু থেকে বাপধন, আমার ছকুমটো পালন কর।

অভি। (স্বগত) তাইত আমি চলে যাচ্ছি—একথা আমি ভিন্ন আর ত কেউ জানে না ! রাজা জানলেন কেমন করে ?

শিব। ভারতে লাগলে কি ? বুঝেছি, এখনে থাকতে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। আজ্ঞা একটু পরে—আগে আমার ছকুমটো পালন করে।—

অভি। আজ্ঞে তবে ছকুম করুন।

শিব। এই পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্যের ধরে মশানে নিয়ে গিয়ে বধ কর।

অভি। যে আজ্ঞে ! আর পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্য চলে আর, তোদের মশানে নিয়ে গিয়ে বধ করি।

সকলে। দোহাই মহারাজ ! আজকের মতন মাপ করুন।

অভি। মহারাজ ! এরা মাপ চাচ্ছে।

শিব। মাপ আজ আর কিছুতেই করছি না।

অভি। মাপ আজ আর কিছুতেই হচ্ছে না।

শিব। কিছুতেই না—আমি অগাধ নিদ্রায় দাঁত জন্মের স্বপ্ন স্বপ্ন দেখছিলাম। যখন বেটারা নির্দয় হয়ে তা ভেঙ্গে দিয়েছে, তখন কিছুতেই না।

অভি। দোহাই মহারাজ ! আপনি দয়ার অবতার। না বুঝে দাঁস দাসী দুষ্কর্ম করেছে। তাদের আজকের মতন মাপ করুন।

শিব। কিছুতেই নয়। স্বপ্ন স্বপ্ন—রাগ রাগিনী বধ আর ব্রহ্মহত্যা দুইই সমান।

আমার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা ! নিয়ে যাও, অভিন্ন, এখন নিয়ে যাও, বেটা বেটারের বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা কর।

অভি। ঠিক বলেছেন—উঃ ! আপনার বাড়ীতে ব্রহ্মহত্যা ! চল বেটা বেটারে তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি।

শিব। ক্ষমা যদি করি ত আর একদিন করব—আজ তাদের শাস্তি নিতেই হবে।

অভি। আজ শাস্তি তাদের নিতেই হবে। মহারাজ কাল এদের ক্ষমা করবেন।

শিব। বেশ, কাল যদি তাদের গান শুনে ভাল লাগে, তাহলে ক্ষমা করব।

অভি। বস—এখন চল বেটা বেটারে তাদের মশানে নিয়ে বধ করি।

১ম ব। মহারাজ ! আজ যদি প্রাণই গেল—

অভি। চোপ্ চোপ্—কের কথা কইবি ত এইখানেই তাদের বধ করব।

শিব। ওরা আবার গোল করে কেন ?

অভি। বেটারা পালাবার চেষ্টা করছে।

শিব। পিছমোড়া করে বেধে নিয়ে যাও।

অভি। চল—পাণ্ডিত্য পাণ্ডিত্য—তোদের পিছমোড়া করে বেধে নিয়ে যাই। তাহলে আমার তল্লাটে ধরবে কে ?

(মাধবীর প্রবেশ)

শিব। মাধবী—মাধবী—অভিন্নারের তল্লাট ধর—

মাধবী। সে কি মহারাজ ? আমি আপনাদের কথা, আমার নিজের কত দাসী—আমি একটা চাকরের তল্লাট ধরব !

অভি। রাজার কথা অমান্য,—আগে তল্লাট ধর, তার পর বিচার। (তল্লাটদান) মহারাজ ফেলে দিচ্ছে—ফেলে দিচ্ছে—

শিব। হাঁ হা ধরে থাক—বরে থাক—
আজ্ঞা তুমি না পার আমায় দাও ।

মাধবী। না মহারাজ, আমিই রাখছি ।

শিব। বেশ ।

অভি। আর তবে পাণিষ্ঠ পাণিষ্ঠারা, তাদের
এই বারে মশানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করি ।

(বন্দীও বন্দিনীগণের ক্রন্দন)

মাধবী। কি হয়েছে—কি হয়েছে ! ওরা
কাদছে কেন পিতা ?

অভি। মহারাজ ! এই মেয়েটা জিজ্ঞাসা
করছে, “কি হয়েছে ?”

শিব। আচ্ছা, যখন জিজ্ঞাসা করছে,
তখন উত্তর দিতে পার ।

অভি। মহারাজ এদের বধ করতে হুকুম
দিয়েছেন । আমি এদের মশানে নিয়ে যাচ্ছি,
তাই এরা চোঁচাচ্ছে ।

মাধবী। ওদের কি অপরাধ মহারাজ ?

অভি। শুনলেন মহারাজ, শুনলেন ? এ

আপনার কাছে কাজের কৈফিয়ৎ নিতে চায় ।

শিব। তাতে কি বোঝাল ?

অভি। অর্থাৎ ওই যেন রাজা, আর
আপনি যেন ওর তাঁবেদার ।

শিব। তাইত ! এ বেটার তত বড় আশ্পদ্বী !

অভি। এই ভাবটা যেন বোঝালে,
আপনি যেন নির্ধম, নির্ভর, নিখর, নির্দয়,
নির্বন্ধি । আপনি যেন এতকাল বিনা অপরাধেই
মানুষ মেরে আসছেন ।

শিব। ঠিক বলেছ, এই ভাবই ও বুঝিয়েছে ।

অভি। মহারাজ এর শাস্তি ।

শিব। আচ্ছা ওকেও বধাভূমিতে নিয়ে
যাও—নিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ কর ।

অভি। নে চল, তোকেও বধা ভূমিতে নিয়ে
মুণ্ডচ্ছেদ করি ।

১ম ব। মহারাজ ! কাল আমাদের গান
শুনে মাপ করবেন বলেছেন, আজ যদি প্রাণই
গেল, তাহ'লে কালকে মাপ করলে আমাদের
কি লাভ মহারাজ ?

মাধবী। মহারাজ, অধীনী কস্তার একটা
নিবেদন আছে ।

শিব। অভিরাণ ! অধীনী কস্তার একটা
নিবেদন আছে, সেটা শুন্য কর্তব্য ?

অভি। অবশ্যকর্তব্য, বিশেষতঃ মুণ্ড গেলে
যখন ও আর বলতে পারবে না ।

শিব। আচ্ছা বল, তোমার কি আবেদন
আছে ।

মাধবী। যে লোক আপনাকে মিথ্যাবাদী
ক'রে নরকে পাঠাবার চেষ্টা করে, তার কি
শাস্তি ?

শিব। যে আপনাকে নরকে পাঠাতে চায় ?

মাধবী। হাঁ মহারাজ, যে আপনাকে
নরকে পাঠাতে চায় !

শিব। এমন লোকও রাজ্যে আছে !

মাধবী। আছে কি না আছে সে পরে
দেখিয়ে দেব, এখন তার শাস্তিতে কি বলুন ?

শিব। তাকে দেখতে পেলেই গুলে
নিয়ে দিই ।

মাধবী। কাল আপনি এদের গান শুন
ক্ষমা করতে চেয়েছেন ?

শিব। চেয়েছি ।

মাধবী। আর আজ তাদের মুণ্ড নিতে
হুকুম দিচ্ছেন । আজ যদি ওদের মুণ্ড যায়,
তাহলে কাল ওদের ক্ষমা করবেন কি করে ?

শিব। তাইত অভিরাণ ! আজ যদি
ওরা মরে যায় কাল ওদের ক্ষমা করব
কি করে ?

অভি। তাইত—কি করে ? কি ক'রে ?

মাধবী । তাহ'লে ত আপনাকে মিথ্যাবাদী হতে হল ! মিথ্যাবাদী নরকে যায় । তাহ'লে দেশেই এই লোকটা আপনাকে নরকে দিতে চা'ছিল ।

শিব । ঠিক বলেছ, ওর এত বড় আশ্পর্ক! আমাকে নরকে দিতে চায় । শুকে এখনি বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাও ।

মাধবী । চল, বধ্য ভূমিতে চল । তোমাকে শুলে দিয়ে আসি ।

অভি । মহারাজ ?

শিব । আবার কথা কয়—আমাকে নরকে দিতে চাস ?

মাধবী । আবার কথা কয়—চল বধ্য-ভূমিতে চল !

অভি । এর শাস্তি কি মাপ হয়ে গেল ?

শিব । কারও মাপ হবে না ।

অভি । তাহ'লে কে কাকে নিয়ে যাবে ?

শিব । যে থাকে পারবে, সে তাকে নিয়ে যাবে । কিন্তু মনে রেখো, তোমার মুণ্ডচ্ছেদ—আর তোমার শূল ।

অভি । মহারাজ । অতীনের আর একটা নিবেদন আছে ।

মাধবী । মহারাজ ! এই অতীনের আর একটা নিবেদন আছে ।

শিব । কি কর্তব্য ?

মাধবী । শোনা কর্তব্য ।

শিব । বেশ, বলতে পার ।

অভি । আজ্ঞে আপনি সত্যবাদী—বখন শূল দেবেন বলেছেন, তখন শূল আমার হবেই ।

শিব । তাতে আর সন্দেহ নেই ।

অভি । কিন্তু কি শূল দেবেন, তা আমাকে বলেন নি ।

শিব । না তা বলিনি—কি বল মাধবী ?

মাধবী । না মহারাজ, তা বলেন নি ।

শিব । কি বলিস, কালোয়াত কালোয়াত-নীয়ে ?

সকলে । না মহারাজ, তা বলেন নি ।

অভি । শূল কিন্তু অনেক বকম আছে, লোহার শূল, শিরঃশূল, অঙ্গশূল, চক্ষুশূল—

শিব । তা আছে, কি বল মাধবী ? চূপ করলে হবে না, উত্তর দিতে হবে ।

মাধবী । তা আছে ।

শিব । কি বলহে তোমরা ?

সকলে । আজ্ঞে মহারাজ, তা আছে ।

অভি । তাহলে যে শূল আমি পছন্দ করি, সেই শূল অতীনকে দিতে অনুমতি করুন ।

শিব । বেশ নাম কর ।

অভি । এই ছুঁড়ী বদমাইসের খাড়া—মুখখানা যেন কেলে হাঁড়ী—এই আমার চক্ষুশূল ।

শিব । (হাস) ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে—অতীনকে সব'ই মিলে চক্ষু শূল দিয়ে দাও ।

মাধবী । মহারাজ ! মহারাজ ! অতীনের কথা—

শিব । আর না—আর না—চক্ষুশূল দিয়ে দাও—চক্ষুশূল দিয়ে দাও ।

(বন্দিগণের গীত)

আহা মিলে যাও মিলে যাও ।

নিরুপায়ে ঘটল এ দায়, কেন আর এদিক ওদিক চাও ॥

কঠোর প্রেমে পড়েছো বঁধা,

সমান সমান খায়নাকো মিল ছুনিয়ার এইত ত'খাঁদা ।

এখন কাছে এসো প্রেমিক ছুটি, ছেড়ে দিয়ে

বুট নাটি ভরকুটি,

হৃদনকে ঘেরে লাগী দাঁতকপাটী লাগিয়ে দাও ।

শিব । তোরা সব বড়ই ভয় পেয়েছিস না ?

১ম ব । আজ্ঞে মহারাজ । তা কেন—

অভি। বল ব্যাটা বড় ভয় পেয়েছিলুম।

১ম ব। আজ্ঞে বড় ভয় পেয়েছিলুম।

মাধবী। এখনও ওদের বুক টিপ টিপ করছে।

শিব। হাঁ, তাই বল—আচ্ছা যা। ওমা মাধবী! এই ভাত্যের তল্লাটী তুমি চিরকাল বহন কর। আর সেই আনন্দের ফলস্বরূপ এদের এক জনের বুকে দশ সের করে সোণার বাট চাপিয়ে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

ময়নাগৃহ।

কক্কুকি ও সহচরগণ।

কক্কুকি। তোমরা ঠিক দেখেছ ?

১ম সহ। আমরা সবাই মিলে দেখছি।

কক্কুকি। কেমন হে এ কথা ঠিক ত ?

সকলে। আজ্ঞে ঠিক।

১ম সহ। ওর একটা এদিক ওদিক নেই ?

অভে তাঁকে ধরে বনের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল ?

২য় সহ। তারপর একটা ঝোপের ভেতর নিয়ে গিয়ে ঢক ঢক করে বিব খাইয়ে দিয়েছিল।

কক্কুকি। বিব তোমরা জানলে কি করে ?

১ম সহ। আজ্ঞে কড়া গন্ধে। যেমন বোটা কোটোর মুখটা খুলেছে, অমনি ভরভর করে চারিদিকে গন্ধ ছুটে গেছে।

কক্কুকি। এই না বললে তোমরা শিকারে ব্যস্ত ছিলে ?

১ম সহ। আজ্ঞে শিকারও করছিলুম গন্ধও শুঁকছিলুম।

২য়। আমি নাকে কাপড় বেঁধে শিকার করতে লেগে গেলুম।

কক্কুকি। বিষই যদি জানলে ত রাজকুমারকে তার সঙ্গে যেতে দিলে কেন ?

১ম সহ। আজ্ঞে বিব খাওয়াবে জানলে কি আর যেতে দিতুম ?

২য় সহ। তাহ'লে আমরা রাজকুমারের কোমর ধরে টেনে থাকতুম।

কক্কুকি। তা রাজকুমার কি বিষটে জানতে পারলেন না ?

১ম সহ। পাগল হয়ে গেলেন, তা জানবেন কি করে ?

কক্কুকি। খেতে না খেতেই পাগল হয়ে গেলেন।

সকলে। ছুঁতে ছুঁতে—

২য় সহ। একেবারে উন্মাদ।

কক্কুকি। উঁহ! একথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

১ম সহ। কেমন করে বিশ্বাস হবে ?

২য় সহ। একি বিশ্বাস হবার কথা ? আমরা কেউ একথা বিশ্বাস করিনি।

৩য় সহ। অভে বোটা বিব খাওয়াবে, একি বিশ্বাস হয় ?

কক্কুকি। আমার বোধ হয় তোমরা কেউ দেখনি।

১ম সহ। তা কেমন করে দেখব, অন্যদের কি দেখবার উপায় ছিল! সবাই তখন কি হ'ল কি হ'ল, কি সন্ধান হ'ল বলে চোক বুজে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলুম।

২য় সহ। সে নির্দাক্ষ দৃশ্য কি শ্রাণ থাকতে দেখা যায় ?

কক্কুকি। আমার বোধ হয়, তোমরা সকলেই মিথ্যা বলছ।

১ম সহ। আজ্ঞে তা ত বলছিই।

কক্কুকি। সঠিকই মিথ্যা।

২য় সহ। আজ্ঞে সর্বৈব মিথ্যা।

কক্কু। তাহ'লে বললে কেন ?

১ম সহ। আজ্ঞে নিরুপায়ে বলতে হল।

২য় সহ। আজ্ঞে, না বললে যে রাজ-
কুমারের প্রাণ যায়।

১ম সহ। না বললে, কবিবাজ রোগের
নিদান বুঝতে পারবে কেন ?

কক্কু। বেশ, রাজাকে তাহ'লে একথা
বলি ?

১ম সহ। অবশ্য বলবেন।

২য় সহ। এখন, কালবিলম্ব করবেন না।

১ম সহ। ওহ মহারাজ আসছেন !

(শিববর্দ্ধার প্রবেশ)

সকলে। মহারাজ আসছেন—মহারাজ
আসছেন !

শিব। কি ব্রাহ্মণ ! এই সকল দিগ-
বিজয়ী বীর নিদে, প্রাতঃকালে আমার বিককে
ষড়যন্ত্র করছ নাকি ?

কক্কু। মহারাজ ! রাজকুমার কাল
মৃগয়া করতে গিয়ে কিছু চঞ্চলচিত্ত হয়ে
এসেছেন।

শিব। বল কি ?

কক্কু। একটু উন্মাদের লক্ষণ দেখা
দিয়েছে।

শিব। কই আমিত এতখা শুনিনি।

কক্কু। আজ্ঞে রাত্রে আর মহারাজকে
নিবেদন করবার অবকাশ হয়নি।

শিব। এখন কেমন আছে ?

কক্কু। এখন বোধ হচ্ছে একটু সুস্থ
আছেন, কেননা ভোরের বেলায় তাঁর একটু
নিদ্রা এসেছে।

শিব। কাণ্ডটা কি অজ্ঞান করেছে ?

কক্কু। এই হেরা আর অভিরাম
রাজকুমারের সঙ্গে গিয়েছিল। হেরা বলছে,
অভিরাম তাঁকে বিষ খাইয়েছে।

শিব। যা'ল বল কি ? অভিরাম ? বিষ ?

কক্কু। ভয়ঙ্কর বিষ।

১ম সহ। ভয়ঙ্কর—

কক্কু। এমন ভয়ঙ্কর যে, কোটো খুলতে
না খুলতে রাজকুমার পাগল হয়ে গেছেন।

সকলে। উন্মাদ—উন্মাদ।

শিব। একে ভয়ঙ্কর বিষ, তার ওপরে ?
আবার কোটো !

কক্কু। আজ্ঞে এরা সব চক্ষে দেখেছে।

শিব। এই সব বীরের চোখের ওপরে !

কক্কু। কিহে তোমাদের চোখের ওপরে !

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ ! একেবারে
প্রত্যাক।

শিব। কি পাবণ ! তোমাদের সম্মুখে
একটা চাকরে আমার ছেলেকে বিষ খাওয়ালে

১ম সহ। আজ্ঞে মহারাজ ! আমরা
পেছন ফিরে ছিলাম।

শিব। তাই বল, তোমরা দেখনি।

কক্কু। ওরা একবার বলছে দেখছি,
একবার বলছে দেখিনি।

শিব। বেশ এক কাজ কর—তুমি ওদের
একবার করে শুলে দাও, একবার করে তুলে নাও।

সকলে। দোহাই মহারাজ ! দোহাই
দয়াময় !

শিব। তাহ'লে বল, অভিরাম বিষ
খাওয়ায়নি।

১ম সহ। আজ্ঞে অভিরাম কি বিষ
খাওয়ার লোক ?

২য় সহ। বিষ যে কাকে বলে তা সে
জানেনই না।

১ম সহ। অভিরাম বখন খাওয়ারে, তখন
বিব কি আর বিষ থাকবে ?

শিব। বেশ, তবে মাফ করলুম। যাও
ব্রাহ্মণ ! এদের নিয়ে গিয়ে, এক একজনের
পেটে আধমন করে সন্দেশ তৈরি দাও।

কঙ্কাকি। বেশ, চল চল—

১ম সহ। চল চল—প্রাণ যায় সেও
স্বীকার, মহারাজের আদেশ পালন করবে চল।

[শিবব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলে প্রস্থান।]

শিব। বিধাতার অহুগ্রহে এ বয়স পর্যন্ত
ত আমার পূর্ণানন্দ কেটে গেল। এখন জীব-
নের শেষ কটা দিন এই রকম করে কাটাতে
পারলেই এ জীবনটা পূর্ণ মাত্রায় ভোগ
হয়ে যায়।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ !

শিব। কি রাণী ?

রাণী। প্রাতঃকালে আপনার এখানে এত
গাল হচ্ছিল কেন ?

শিব। ও বন্দী বন্দিনীর স্মৃতি করে
গান করছিল।

রাণী। ও বাবা ! ওকি গান ! সারারাত
আমার ছেলে ঘুমিয়ে নি। কত স্তম্ভবায় ভোর
বেলায় এষ্ট তার নিদ্রা এসেছিল, তা আপ-
নার বন্দীর গানে কিনা সর্বনাশ করলে ! গানের
দমকে বাছা আমার কিনা ঘুমুতে ঘুমুতে আঁতকে
উঠে বিহান থেকে লাকিরে পড়েছে !

শিব। তাহলে পড়বেই। বাটল কাগ,
খোঁচা রাগিণী, আর কৌংকা তাল। ছেলের
ঘুমন্ত প্রাণে যেই ঢিপ করে লেগেছে, অমনি
আঁতকে উঠেছে।

রাণী। এমন কাজ আর করবেন না মহা-
রাজ ! ভাল গান গাইতে না পারেন, তা তাদের

বিদেয় দিন। নইলে কোন দিন ছেল আমার
বিছানা থেকে পড়ে মারা যাবে।

শিব। বিদেয় বলছি কি রাণী ! তাদের
একবারে শুলে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু
কথার মার পেঁচে কিছু গোলমাল হয়ে গেল
বলে, কিছু ঘুম দিয়ে সব বেটা বেটাদের ছেড়ে
দিতে হয়েছে।

রাণী। তা বেশ করেছেন, আর যেন তাদের
দিয়ে গান করাবেন না।

শিব। এত অত্যাচার করছি, ব্যাপারটা কি
বল দেখি রাণী ?

রাণী। ব্যাপার আর কি ! ছেলের এ গান
ভাল লাগছে না।

শিব। এমন গান ভাল লাগছে না !
তাইলে বলি, আজ প্রভাতের সঙ্গীত শ্রব লয়ে
আমার কর্ণে এতই মধুর লেগেছে যে, জীবনে
এমন গান কখন শুনিনি।

রাণী। তা না শোনেন, আর শুনবেন
না। ছেলে বলে আর যদি এমন গান কখন
শুনি, তাহলে বাড়ী ছেড়ে সম্রাসী হয়ে চলে
যাব।

শিব। বল কি রাণী ?

রাণী। উঠে অবধি সে মাথা গুঁজে বসে
আছে, আমি তাকে কত বললুম, তবু
উঠল না। সে বলে, “আগে গানের পাট
বাড়ী থেকে তুলে দাও, তবে উঠব।”

শিব। ছেলে নিজে কিছু গান টান
গাইছে ?

রাণী। আজ মহারাজ, মাথা গুঁজে শুন
শুন করছে।

শিব। হঁ ! তাই বল।

রাণী। ব্যাপার কি মহারাজ ?

শিব। হঁ—মাদহী !

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী । মহারাজ !

শিব । চোঁটা ক'রে শুনে এস দেখি,
রাজকুমার কি গান গাইছে ।

মাধবী । শুনে এসেছি মহারাজ !

শিব । বলতে পার ?

মাধবী । আজ্ঞে মহারাজ, দুটা ছত্র তার
আঁড়ন্ত করেছি ।

শিব । বেশ তাই বল ।

মাধবী । শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা
তুমি পূর্ণিয়ার শশী ।

বল্লে কুমদী, জানিস যদি, কেন তোর
আমি ভালবাসি ।

শিব । স্নরে, মাধবী স্নরে—

মাধবী । কিছুইত স্নব পাইনি মহারাজ !

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি । আজ্ঞে মহারাজ ! আমি শোনাছি ।
আমি শোনাছি ।

(বিকৃতস্বরে) শত প্রেমিকার ইত্যাদি ।)

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড । পাণ্ডুরানন্দম-নিষ্ঠুর অভে ! এখন
আমি তোকে হত্যা করব । এই বিশ্ববিমোহন
সঙ্গীতের যদি এই রকম ক'রে অপমান করবি,
তাহ'লে এখনি আমি তোকে হত্যা করব ।

শিব । কে আছ, রাজকুমারকে বন্দী ক'রে
গৃহান্তরে নিয়ে যাও ।

রানী । দোহাই মহারাজ ! একে ছেলে
বিষপানে উন্নত হয়েছে, এই নিষ্ঠুরই তাকে বিষ
খাইয়েছে—দোহাই, পুত্রের প্রতি আপনিও
নিষ্ঠুর হবেন না ।

শিব । গৃহান্তরে নিয়ে যাও—

মাধবী । চলুন দাদা, আমরা অস্ত্র গৃহে যাই ।

পুণ্ড । কিন্তু সাবধান অভিরাম । দেব

সঙ্গীতের আর কখনও এমন অপমান ক'র না ।
দ্বিতীয়বার এ কার্য করলে, হয় তুমি যাবে, নয়
আমি যাব । হু'জুন একসঙ্গে এ ধরপীতে
থাকতে পারবে না ।

মাধবী । চলুন, এখন চলুন ।

[মাধবী ও পুণ্ডরীকের প্রস্থান ।

রানী । কি শুণে এ বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যকে
এত অমুগ্রহ দেখাচ্ছেন মহারাজ ?

অভি । শুধু কি যেমন তেমন অমুগ্রহ রানী
মা । আপনার আদিবার কিয়ৎকণ পূর্বেই এই
ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ তাকে
আপনার প্রিয় কন্যা মাধবীকে দান করে
ফেলেছেন ।

রানী । ব্যা !

শিব । কে আছ ? রানীকে গৃহান্তরে
নিয়ে যাও ।

রানী । আমার মাধবীকে ভৃত্যের হাতে
সঙ্গে দেওয়া হল ?

শিব । কে আছ ! রানীকে গৃহান্তরে নিয়ে
যাও ।

রানী । আর কারও নিয়ে ছাবার দরকার কি,
আমি নিজেই চলে যাচ্ছি । মহারাজ ! এ রকম
ক'রে দত্তে আমার চেয়ে আমার পুত্র কন্যা আর
আমাকে একেবারে হত্যা করে ফেলুন ।

শিব । পরে বিবেচ্য—এখন চলে যাও ।

রানী । কোথা থেকে এ সর্ব্বনেশে চাকর
এল ! এ সবাইকে পাগল করবে ।

[প্রস্থান ।

শিব । এ বিষ কি কাণ দিয়েই ঢুকলে
অভিরাম ?

অভি । আজ্ঞে মহারাজ ! আপনি অন্তর্গামী
দেবতা, আপনার অনুমান কি মিথ্যা হয় ! বন-
পথে চলতে চলতে আমরা এমন এক অপূর্ণ

সঙ্গীত শুনতে পেরেছিলুম যে, মহাযা জীবনে কেউ কখন সঙ্গীত শুনেনি কি না বলতে পারি না। অলসাসঙ্গীত জ্ঞানে রাজকুমার উল্লভের মত সেই সঙ্গীতের অব্যবহাণে ছুটে গিয়েছিলেন। আমি শত চেষ্টাতেও তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারিনি! তাবপরই তাঁর এই দশা।

শিব। তোমার কি মনে হয়, সে কিছু দেখতে পেরেছে—গানের গোড়া কি ধরা পড়েছে?

অভি। বেদেনীর বন, সেখানে আব কি আছে, তা রাজকুমার দেখতে পাবেন? গানের গোড়া ত এক বেদেনীর মালিক।

শিব। অভিযাম! শুনেছি কেবল রাজকুমারী শৈশবে নিরুদ্ধেশ হয়ে গেছে। তার সংবাদ আর বণন কোথাও কি শুনতে পেরেছ?

অভি। আপনি এসব কথাও জেনে রেখেছেন?

শিব। আগে আমার কথার উত্তর দাও।

অভি। আজ্ঞে গরীব ভৃত্য আমি, কি জানি কি পুরুষদের পুণ্যে আপনার কাছে স্বপ্নের অগোচর অমুগ্রহ লাভ করেছি। আমি এ সকল কথা কি জানব মহারাজ?

শিব। তার অব্যবহাণে এক কেবল রাজকুমার বচকাল থেকে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে, তার কোন সংবাদ জান?

অভি। (স্বগতঃ) একি শুনছি, ইনি কি সর্কাস্ত্রায্যমী ভগবান? নতুবা এসব রোমহর্ষণ কথা আমাদের শোনার প্রয়োজন?

শিব। কি ভাবছ?

অভি। আজ্ঞে আমি কি জানব?

শিব। জান না ত? তা হ'লেই হ'ল। আমি নিশ্চিত হই।

অভি। কেন মহারাজ!

শিব। মাদবী কি জান?

অভি। ওই কেবল রাজকুমারী নাকি?

শিব। তোমার কি বোধ হয়?

অভি। মহারাজ অমুযতি করুন, বিদেহ হই।

শিব। কেন হে! ওরই মধ্যে বিদেহ কেন? তোমাকে অমন সুলক্ষণা কত্যা দান করলুম, একটু নিকটে থাক, কৃতজ্ঞ হও।

অভি। মহারাজ! কিয়ৎক্ষণের জন্য অশীনে অবকাশ দিন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

শিব। মিথ্যা কথা। তুমি গেলে আর ফিরবে না।

অভি। ফিরব না কেন মহারাজ?

শিব। তুমি আত্মহত্যা করবে।

অভি। অন্তর্যামিন্। রক্ষা করুন—অজ্ঞানে মহাপাপ করেছি—মাদবী আমার—আমার—

শিব। ভগিনী নয়, ভয় নেই—ওঠ। কেবল রাজকুমারী জ্ঞানে মাদবীকে পালন করেছিলেন। কিন্তু অন্তঃস্থানে জেনেছি তা নয়, মাদবীও রাজকুমারী, কিন্তু কেবলের নয়। অতঃপরেই তার জানবার প্রয়োজন নেই, জেনে লাভও নেই। মাদবী এখন আমার কত্যা। ওঠ মাদবীকে কেবল রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। সবই যখন জানেন প্রভু, তখন আমার পিতৃব্য মহারাজ কেবলপতিরও সন্ধান আপনি জানেন।

শিব। সে পরের কথা—আগে রাজকুমারীর সন্ধান কর।

অভি। যথা আজ্ঞা।

শিব। বেশ, চল আগে দেওয়ানকে তিরস্কার করে আসি।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বন্ধ ।

মানবেজ ।

মান । বড়ই সমস্যায় পড়েছি ! এমন সমস্যায় পড়ব জানলে, কখন কি এ কুহকময় রাজ্যে প্রবেশ করি । রাজ্যচ্যুত হবার পর কেবল ত্যাগ করে যখন দেশে দেশে ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করেছিলুম, তখন যে আমি এর চেয়ে শত গুণে ভাল ছিলাম ! এখানে এখন আমি রাজার মেহে বন্দী । এ বন্দি থেকে কখন যে মুক্ত হ'তে পারব, তার ত আশা দেখছি না । প্রাণময়ী সপ্তমখিলীর মৃত্যু-শয্যায় দত্ত উপহার, আমি উভাল তরঙ্গসমাকুল সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ করে চলে এসেছি । জানি সে নেই, মানব বুদ্ধি বলে—সে কিছুতেই থাকতে পারে না, তবু আশা কাশে এসে রোজ বলে যেন সে বেঁচে আছে ! থাকলেও তাকে কিরে পাবার আর ত আমি কোনও উপায় করতে পারিলাম না ! আমি এখানে রাজার ঐশ্বর্য্য ভোগ করছি, আর সে হস্ত ভিখারিণী—পরের অন্নগ্রহণ প্রার্থী হয়ে, হস্ত কোন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বাস করেছে । এক একবার মনে করি ভাববো না, কিন্তু চিন্তা বন্ধন একবার মনের ভিতরে জেগে ওঠে, তখনই প্রাণে সহস্র বৃষ্টিকের জ্বালা অনুভব করি ।

(শিববন্ধা ও অভিরামের প্রবেশ)

শিব । হাঁ দেওয়ান !

মান । কেন মহারাজ ?

শিব । রাজ্যের সমস্ত ভার, সংসারের সমস্ত ভার তোমার হাতে দিয়েও যদি নিশ্চিন্ত হ'তে না পারিলাম, তবে তোমাকে দেওয়ান পদমুখ্য কেন ?

মান । অধীন কি এমন কাজ করেছে যে, মহারাজকে তার অল্প চিন্তিত হ'তে হয়েছে ?

শিব । কি কাজ করেছে, নিজে বল ।

মান । কই, আমিও কিন্তু বুঝতে পারছি না মহারাজ !

শিব । তুমি কি কেবলবাজের মত আমাকে নির্বোধ মনে করেছে যে, দেওয়ানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে, শেষে তার মতন তোমার কুট-বুদ্ধিতে আমি বৃদ্ধ বয়সে পথের ভিখারী হব ?

মান । তিরস্কার না ক'রে, কি করেছে বলুন ।

শিব । আমার একমাত্র বংশধর, বৃদ্ধ বয়সের পুত্র, তাকে মেয়ে ফেলবার মড়ক্স করবে, আর কি করবে ?

মান । মড়ক্স করেছে ?

শিব । নির্বুদ্ধির মতন অবাঁক হয়ে থাকলেই মনে করেছে, আমি তোমার ব্যবহার ভুলে যাব ? কেবলবাজের ভাগ্যে একটা ভাইপো ছিল, তাই তার রাজ্যটার উদ্ধার হয়েছে । আমার ত আর কেউ নেই যে, তোমার গ্রাস থেকে আমার রাজ্যটার উদ্ধার করবে ।

মান । (স্বগতঃ) ভগবান লাক্ষনার ভেতরেও এক শুভ সংবাদ আমাকে দান করলেন ।—মহারাজ ! বড়ক্স মনে করেন ত এখন আমাকে হত্যা করুন, নইলে এই ভৃত্যের সম্মুখে আমাকে অপমানিত করবেন না !

শিব । এখন আর ও ভৃত্য নয়, ও আমার জামতা, আমি ওকে কত্তা মাখবীকে দান করেছে ।

মান । আপনার কত্তা আপনি যাকে ইচ্ছা দান করতে পারেন, কিন্তু আমি ওকে সামান্য ভৃত্য বলেই জানি ।

শিব। তুমি জানলেইত আর ও ভৃত্য হ'তে পারে না। তোমার বললে আমি ওকে দেওয়ান করব।

মান। তাহ'লে বিলম্ব কেন, এখনি গ্রহণ করুন।

শিব। পোষাক ছেড়ে দাও। অনেক টাকা ব্যয় ক'রে কাল তোমার পোষাক করে দিয়েছি। (মানবেশের গাত্র বস্ত্র উন্মোচন) —নাও অভিরাম, ময়ূরী পোষাক পর।

অভি। বলেন কি মহারাজ? আমি কাক —ময়ূর পুচ্ছে সাজলে, আমার দুকূল বাবে যে। আমি দেওয়ানজীকে দেবতা বলে জ্ঞান করি।

শিব। নেবে না?

অভি। ক্ষমা করুন মহারাজ।

শিব। নাও, তবে তুমি কিয়দে নাও।

মান। আজ্ঞে মহারাজ! আমিও আর গ্রহণ করব না।

শিব। বেশ, তবে আমারই কাঁধে থাক। আমি রাজা, আমিই ময়ূরী।

মান। এখন আমার অপরাধ কি বলুন?

শিব। আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রে আমার ছেলেকে মৃগয়ায় পাঠিয়েছিলে কেন?

মান। আপনি কিছু জানিতে চান না, শুনে চান না ব'লে বলিনি।

শিব। তারপর ছেলে যে মৃগয়ায় গিয়ে পাগল হয়ে এল তার কি?

মান। পাগল হয়ে এল?

শিব। এস—পথে এস। এখন বল তুমি বড়দস্ত করেছ কি না?

মান। কি হয়েছে খুলে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পারলুম না।

শিব। কি, তুমি আমাকে কি হেজিপেজি রাজা পেলে যে, আমি যার তার কাছে কৈফিয়ত

দেব। আগে পোষাক নাও, দেওয়ান হ'তে আবার শুনে পাবে।

মান। মহারাজ! এখনি আপনাকে চিনতে পারলুম না।

অভি। তবে পারবে কে?

শিব। পোষাক নাও।

মান। না মহারাজ! আর ও তার আমাকে দেবেন না। আমি আপনার আসবার আগে অবসর গ্রহণের চিন্তা করছিলাম। রাজকুমারকে বড়ই স্নেহ করি বলে জিজ্ঞাসা করছি, নইলে করতুম না।

শিব। আর যখন অবসরই নেবে, তখন আর মিছে স্নেহ দেখিয়ে দরকার কি? চল অভি-রাম, আমরা চলে বাই।

অভি। দেওয়ানজী পোষাকটা নিন।

মান। আচ্ছা দিন।

শিব। ভাই! ছেলেটা মৃগয়া করতে গিয়ে কি একটা গান শুনে পাগল হয়ে এসেছে।

মান। তা বেশ হয়েছে। ও রাজ-কুমারের বিবাহযোগ্য যখন বয়স হ'ল, তখন তার বিবাহ দিন।

শিব। বিবাহ কি আমি দেবো?

মান। বেশ তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু আপনি একি করলেন? মাধবীকে আ-ভূতোর হাতে সঁপে দিলেন কি?

শিব। সেটা এক রকম গোলমালে হয়ে গেছে। তাই ত তোমাকে ছেলের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করছি। সেটাতেও গোল হবে?

মান। আমি যে তার জন্য পাত্রের অন্ত-সন্ধানে রাজ্যে রাজ্যে ভাট পাঠিয়েছি!

শিব। আর ভাই! দেরি সইল না।

মান। দেরি সইল না কি, মহারাজ?

শিব । মাধবী কালরাত্রে এই চাকরটার সঙ্গে
প্রথম জাতীয় কথাবার্ত্ত করছে ।

অভি । দোহাই মহারাজ ! এ নির্ধুর কথা
বলেন না ।

মান । বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য !—

শিব । আহা যেতে দাও—যুবক যুবতী—
দিনী রাত—মলয় বাত—সাত খুন মাপ ।

শিব ওপর ও এখন আমার জামাতা ।

মান । তাও আপনার জামাতাই চোক,
আর যাই হোক, ও যেন আর আমার কাছে
না আসে । যখন আসবেন, তখন অস্ত্র কাউকে
আপনার সঙ্গে আনবেন । ওই বিশ্বাসঘাতক
ভৃত্যকে যদি আনেন, তখনই আপনার চাকরী
ছেড়ে দেব ।

অভি । নাট বা বইলুম—এখন আমি
জামাই, আমার অভিমান নেই ?

শিব । বাইরে, বাইরে—অপেক্ষা—
অপেক্ষা—

অভি । অপেক্ষা—কেন, কিসের অস্ত্র ?
আমি আমার প্রাণেশ্বরী মাধবীর কাছে চলুম ।
তাকে নিয়ে আমি আর কোন রাজার খানসামা-
গিরি করব—

[প্রস্থান ।

মান । রাম ! রাম ! কি করলেন মহারাজ !

শিব । সে ত চুক গেছে, এখন ছেলের
কি করবে বল ।

মান । বেশ, সুন্দরী রাজকন্যার সন্ধান
চারিদিকে ভাট পাঠাই ।

শিব । ভাট পাঠিয়ে সন্ধান নিরে, তবে
ছেলের বিয়ে দেবে ?

মান । তা না হ'লে যেয়ে পাব কোথায় ?

শিব । মেয়ে পাওয়া পাওয়ায় বুদ্ধি না,
ছেলেই বিয়ে দাও ।

মান । আচ্ছা, হু'দিন অপেক্ষা করুন ।

শিব । অপেক্ষা এক দণ্ডও নয় ।

মান । সে কি ! এখনি ?

শিব । এখনি—কাল বিলম্ব নয় ।

মান । স্বর্গাস্ত্রের অপেক্ষা পর্যাস্ত নয় ?

শিব । স্বর্গ্য অস্ত্র যেতে যেতে ছেলেও
আমার অস্ত্র যাবে ।

মান । তাহ'লে আপনি দেখুন মহারাজ,
আমার কর্ম নয় ।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী । মহারাজ ! তাই রাজা কিছু খাচ্ছেন
না । ক্রমে চোক বুজ্জ নেতিয়ে পড়েছেন ।

মান । হায় হায় ! এই মেয়েটাকে আপনি
ভৃত্যের হাতে ম'পে দিলেন ?

শিব । তাহ'লে আমার ছেলে মরে যাও-
য়াই তোমার সাব্যস্ত ?

মান । কি করব, রাজপুত্রবধু কি মুখের
কথা খসাতে খসাতেই পাওয়া যায় ?

শিব । পাওয়া যায় না ?

মান । ওঃ ! আপনি কি নির্ধুর !

শিব । পাওয়া যায় না ?

মান । মেয়েটাকে একটা চাকরকে দিয়ে-
ছেন, ছেলেটাকে একটা চাকরাণীকে দেবেন
নাকি ?

মাধবী । মহারাজ ?

শিব । পাওয়া যায় কি না যায় বল ?

মান । আমার জ্ঞান ব্যক্তি ত পাবার
সম্ভাবনা দেখছি না ।

শিব । বেশ—অভিরাম !

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি । মহারাজ !

শিব । এখনি আমার একটা পুত্রবধু খুঁজে
নিয়ে এস ।

অভি। যে আজ্ঞে এখনি আনিছি মহারাজ ।

মান। অভিরাম পুত্রবধু আনবে কি ?

শিব। আমি ধন বলছি, তখন নিশ্চয়
ও পুত্রবধু আনবে ।

অভি। নিশ্চয় আনব মহারাজ !

মান। এই—এই—তুনে যা—তুনে যা !

শিব। নেহি—নেহি—চলা যাও—জলদি
পুত্রবধু লে আও ।

[অভিরামের প্রস্থান ।

মান। এই নব্বাধম ফিরে আয় ।

শিব। যাও, যাও—আয় মা মাধবী তোঃ
তাইকে খাওয়াবার জোগাড় করি ।

[প্রস্থান ।

মান। কে আছিস ? (প্রহরীর প্রবেশ)

শিগগির ওই বেজিক বেটাকে গ্রেপ্তার করে
নিয়ে আয় ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাজপথ ।

বেদিনীগণ ।

গীত ।

গোয়ালিনী লো জাম যে এখন হয়েছে রাজা ।

সে আর ভাঙ্কবে নাকো দুশের কেঁড়ে,

খাবে নাকো সর ভাঙ্কা ।

সাধের বেণু বেচে কাণু ধু ধু ধরেছে,

নক্সাপনে বেড়ের বনে হরিণ ঘেরেছে ;

আমরা (তাই) বেচতে এসেছি হাটে,

দেখ কাটে কিনা কাটে ।

সুখ না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা ।

সাধের ননী সিকের হোল, করবি যদি গরম কোল

বিকিরে যায় চট্ ক'রে আর এখনো তাক্সা ॥

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি। যে বেটাদের বনে গিয়ে আমাদের
নাকালের একশেষ, সেই বেটারেই আসছে না ?

তাইজ, বেটারে এখানে পর্যন্ত আমাদের পিছন
পিছন ধাক্কা করলে নাকি ? যাই হ'ক, সুবিধে
হয়েছে ! বনে বেটারে আমাদের বোকা
বানিয়েছে, আমি এখানে বেটারের নিয়ে একটু
মজা করি। একিকে মজা, ওদিকে একটা সম-
স্তার নীমাংসা। মহারাজ কি উদ্দেশ্যে আমাকে
রাজ-পুত্রবধু আনবার ভার দিলেন বুঝতে পাব-
নুম না। রাজাও আদেশ করলেন, আমিও
অমানি চলে এসুম। আমিও বুঝেছি বহুত—
রাজাও কি বুঝে বহুত করেছেন ? অথবা এ
কোন নৈবলীলা ! এই অল্প সময়ের মধ্যে এ
অবটন কেউ কি ঘটতে পারে ? বিধাতা পাত্রে
কিনা জানি না, মাস্তবে ত পারে না। তবে
যদি কোন গুরুকুমারী, কি অপসরকুমারী
মন বুঝে রাজপুত্রবধুরূপে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে
থাকে, তবেই যদি হয়। তাহ'লে একটু মজাই
করা যাক—একটা বেদিনীকে ধ'রে রাজার
কাছে নিয়ে যাওয়া যাক। আনন্দময় রাজাকে
একটু হাঙ্গামে ফেলা যাক। বেদিনী বেটা আর
কি বুঝবে, লাভের মধ্যে তার কিছু অর্থ প্রাপ্তি
হয়ে যাবে ।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

প্রাণ। হারে রে রে।—এই ইদির যাও—

উদির যাও—

১ম বে। কেন হাবরে ?

২ম প্র। বাস্তা ছোড়কে খাড়া হও।

হারে রে রে—

অভি। আরে মর, এবেরটার মাঝখান
থেকে হারে রে রে করে উপস্থিত হল কেন ?

১ম বে। তোর কি কেনা বাস্তা জাহা যে,
তোর ভকুমে বাস্তা ছেড়িয়ে দেব ।

২ম প্র। আলবৎ ছোড়তে হোবে,
হামরা বেজিক বেটাকো গ্রেপ্তার করতে

চলিয়েছে। যো আদমি সড়কপূর খাড়া হোবে,
উস্কো হামলোগ ঠেলিয়ে ফেলিয়ে চলিয়ে
যাবে—হাঁ।

১ম বে। কই বা দেখি বেটা—মোরা
রাম রাজার মনুকে বাস করছি, তা জানিস ?

১ম প্র। কেয়া !

অভি। আরে ক্যা হুয়া তেওয়ারী ভাই ?

১ম। এই যে অভিরাম ভাই আজ।
দেওয়ানজী মহারাজ বেল্লিক বেটাকে ত্রেপ্তার
হকুম করিয়েছে। হামলোক উ বেটাকে পাক-
ভাতে চলিয়েছি।

অভি। এ ত দেখছি, দেওয়ানজী আমা-
কেই দরতে পাঠিয়েছে ! আহাম্যাক বেটারা
পোলমাল করে কেলেছে। ভারি সবিশে
হয়েছে। এর বেদিনী ছুঁড়িয়ে। পথ ছাড়।

১ম বে। মোরা রাণীর হকুম না হ'লে পথ
ছাড়বোনি।

অভি। আবার তোদের রাণী করে ?

১ম বে। রাণী পেছিয়ে আছে, যখন
আসবে তখন দেখবি।

অভি। তাহ'লে তেওয়ারি ভাই, তোমরা
পাস কাটিয়েই চলে যাও।

১ম প্র। কেয়া ! তবে কি হামলোগ রাস্তা
ছোড়ো ?—কেয়া ! এইও ভাগো।

১ম বে। কেয়া ! তবে কি হামলোগ
রাস্তা ছোড়োগা ?

অভি। এ পাড়ে ভাই, এ মোরা লোককে
সাথ কেজিয়া করণেসে কুছ লাফা নেই। দারি
হোক চলিয়ে। দেরি হোনেসে বেল্লিক বেটা
ভাগ-যাগা।

সকলে। চলিযে—চলিয়ে।

অভি। এ তেওয়ারী ভাই, খোড়া সবুর।

১ম প্র। কাহে ভাই ?

অভি। বেল্লিক বেটা আস্তা হায়।

১ম প্র। হায় ? আপ আঁথ সে দেখা ?

অভি। দেখা—একটু খাড়া হও না,
তাহ'লেই আপবি দেখেগা।

১ম প্র। এ ভাই—খাড়া রহিয়ে।

(কঞ্চিকির প্রবেশ)

কঞ্চিকি। হরে বুরাবে মধুকৈটভারে—

আরে কে তোরা ?

১ম বে। মোরা বেদিনী গো।

কঞ্চিকি। তা পথ ছাড়—

১ম। কেনেগো—পথ ছাড়ব কেনে ?

কঞ্চিকি। আরে মর, রান করে এসে
তোদের ছোঁব ?

১ম বে। ওরে ঠাকুর মশায় আছেরে !
পথ ছেড়িয়ে দে।

সকলে। বা ঠাকুর চলিয়ে যা।

অভি। (প্রহরীদের ইঙ্গিত)

১ম প্র। আরে উতো কঞ্চিকিজী হায়—

অভি। ওই ত বেল্লিক হায়, দেখতা
নেই। মেইয়া লোককো সাথ কেজিয়া করতা।
আপ রাস্তা ছেড়ে চলে যাচ্ছি; আর বৃত্তা ওদের
ভাগিয়কে দেখা হায়।

১ম প্র। ইতো সচ্-বাতি হায় !

অভি। পাকভো পাকভো—বেল্লিক বুড়া
বেটা ভাগতা হায়—পাকভো।

১ম প্র। এ কঞ্চিকি মশা—এ কঞ্চিকি মশা—

কঞ্চিকি। কি—থবর কি ?

১ম প্র। আপকো ময়ী মহারাজ কৌ
পাশ হাইতে হোবে।

কঞ্চিকি। কেন ?

১ম প্র। তা হামি কি জানে। আপকো
ত্রিপুর করণেকো হকুম হায়—

কঞ্চিকি। আমাকে ?

১ম প্র। আমি কি মিছে বলছে কক্কি মশা ?

কক্কি। আরে মর ফোপছিদ্ নাকি ?

১ম প্র। যখন নকুরি করছি, তখন ফোপাতো হইয়েছি। চলিয়ে চলিয়ে—

কক্কি। আরে মর এ আধাতোক বেটাৱা বলে কি ? আমাকে ফোপাতো কি ? কেও, অভিরাম ! বাপাখানা কি বল দেবি ?

অভি। কি জানি কক্কি ম'শাদ। কাল রাত্রে নাকি আপনার ঘরে কি ঘটনা হয়েছিল !

কক্কি। কে একথা বললে ?

অভি। আপনি নাকি রাজকুমারী মাধবীকে—কি নাকি বলেছেন—কি একটা গোলমালে কথা, ভাল বুঝতে পারলুম না।

কক্কি। হাঁ!—আচ্ছা চল।

১ম প্র। হাঁ। চলিয়ে চলিয়ে—

[কক্কি ও প্রহরিগণের প্রস্থান।

(বরুণার প্রবেশ)

১ম বে। এ রাণী, এতো দেবি ক'রে আইলি ?

বরুণা। কি ক'রি ভাই ! খন্দের বেটাৱা কি পথ চলতে দেয়। সব বেটাৱা মাস লিতে ছুটে আইছে। সব মাস দুরিয়ে গেছে।

১ম বে। তবে তুই হাতে শুধু-বসে থাকবি আর—হামরা তোরে দেখিয়ে চাই মাস বেচি লিব।

অভি। এই বেনেনীরাণী ! রাণীই বটে !
এই কি রাজকুমারকে পান গেয়ে বুরিয়েছে ?
এরই ভাগ্যে কি রাজ্যদেশ ?

বরুণা। কেনে বে ?

অভি। আমার সঙ্গে বাবি ?

বরুণা। কোথাকে ?

অভি। রাজার বাড়ী।

বরুণা। খেলের বিটর সঙ্গে তামাস করিস কেনে ?

অভি। তামাসা নয় ! হাস ত বল। একটা রাজপুত্র বিয়ে করবি ?

বরুণা। মোর বে বিয়ে কইছে বে !

অভি। আবার না হয় একটা করবি।

বরুণা। দুই তুই বিটলে আইসি।

অভি। বিয়ে না হয়, নিকে করবি।

বরুণা। মোর পোয়ানী যদি না ছাড়ি ?

অভি। তোর সোরামী পরমা পেলেই ছাড়বে।

বরুণা। রাজপুত্র মোকে লিকে করবে ?

অভি। না করে এতকে লাখ টাকা জরিমানা দেবো।

বরুণা। কি বলিস রে ভাই ?

১ম বে। চল না রাণি, মোরাত সাথে রইচিরে, ভর কি ?

বরুণা। আচ্ছা চল।

অভি। হাঁ আচ্ছা, আর কিছুও যদি না হয় তোর বরাত কিরে যাবে। আর ভোকে মাংস বেচে খেতে হবে না। দেখব শুভক্ষিমান মহারাজ কেমন ক'রে তুমি এই শঙ্কট থেকে উদ্ধার পাও।

বস্তু দৃশ্য।

অসিন্দ

মানবেন্দ্র।

মান। তাইত এ প্রহরীগুলো করলে কি ?
এখনও সে বেলিক বেটাকে পরে আনতে পারলে না ! সে বেটা কি করতে কি ক'রে বসবে ! বুঝি গোল বাধালে ! বুঝি সব মাটি করলে !

(প্রৱিষ্টগণ ও কক্কিক প্রবেশ)

কইরে! হোয়া যে লুকুম না করতে করতে
টে গেলি, তা করলি কি?

১ম প্র। এই লুকুম ত তামিল করিয়েছে
হুয়। বেলিক বেটাকে ত গ্রেপ্তার ক'রকে
মানলো!

মান। কই আনলি?

১ম প্র। এই কুক্কি ঠাকুর বেলিক বন গিয়া।

মান। কক্কি ঠাকুর বেলিক বন গিয়া
করে?

১ম প্র। বড়া বেলিক বন গিয়া, বড়া
মানমি হোকে ছোঁই ছোঁই ছুড়িকে সাথ
কেজিয়া কিয়া। ইনিকো ওহাতে উনকো
পাকাড়কে লে আয়া।

কক্কি। কি অপরাধে আমাকে গ্রেপ্তার
করতে লুকুম দিয়েছেন দেওয়ানজী?

মান। ছেড়ে দে, আত্মশ্রমিক বেটারা—
ছেড়ে দে।

১ম প্র। কুক্কি মশা কি বেলিক নেই
মাছে লুকুম?

মান। আরে দূর আত্মশ্রমিক, আগে
ছেড়ে দে! ছেড়ে দে!

(শিববর্মার প্রবেশ)

শিব। কি হয়েছে, কি হয়েছে দেওয়ান?

১ম প্র। এতনা বড়া বড়া ছুড়ী—বড়া
কেজিয়া কিয়া।

শিব। কি হ'ল, কি হ'ল?

মান। কি হ'ল এই দেখুন না। আপনি
নে করেন, আমি পাঁচটা বাদর নাচিয়ে আমোদ
দি, তাতে কি বিদ্রোহ ঘটে দেখুন। অত্বেক
রতে এই ক'বেটা আত্মশ্রমিককে পাঠালুম,
আটটা কুক্কি মহাশয়কে ধরে এনে হাজির
কলে।

কক্কি। ওদের দোষ নেই—এসব অভি-
রামের দুইমি। সেই ওদের কি বুঝিয়ে দিলে,
ওরা আমাকে পাকাড়াও করলে।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাং কেয়া! হাম-
লোককো ঠাকারকে দে দিয়া—কেয়া!

সকলে। কেয়া?

১ম প্র। কিন্ চলো ভাই! অভিরাংকো
কাণ পাকাড়কে হুজুরকো পাশ হাজির করকে—
ঘাড় ধরকে—চলো।

মান। আর ঘাড় ধরতে হবে না বীর-
পুরুষ! যে বীর ভেয়ার বাও—আর সিদ্ধি
পাকাও। তাড় খেয়ে খেয়ে বেটারা একেবারে
বুদ্ধি বুজিয়ে ফেলেছে। বত অকর্ষণ্য লোক
নিয়েই মহারাজের রাজত্ব। বাও—আঁড়ি
চলা বাও।

১ম প্র। কেয়া! অভিরাং! হামলোগকো
ঠাকাইকে দিয়া—কেয়া?

(প্রৱিষ্টগণের প্রস্থান।)

শিব। বাঃ! অভিরাং বাঃ!

মান। যে আনন্দ আপনার, আর একটা
মেয়ে থাকলে তাকেও দান করতেন দেখছি যে।

শিব। ঠিক বলেছ—থাকলে নিশ্চয় দিতুম।

মান। অভিরাংকে কোথায় দেখলেন?

কক্কি। কতকগুলো বেদিনীর মাথপানে
দাঁড়িয়ে আছে ত দেখলুম। সে গুলো এমন
ক'রে পথের নাথ দাঁড়িয়ে আছে যে, কান
ক'রে আসবার পথই পাই না।

মান। কি মহারাজ। আপনার অভিরাং
বেদিনীর ভেতর থেকে আপনার পূত্রবধূ বেছে
আনছে নাকি?

শিব। আরে ভাই, কি করে দেখই না।

কক্কি। বটে! মহারাজ কি তাকে পুত্র-
বধূ আনতে আদেশ করেছেন? তাই বকি সে

তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি পরামর্শ করছে !
তাই বুঝি—বেটীদের পথ ছাড়তে বললে তেড়ে
মারতে আসে—

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

মান। ও মহারাজ ! ওকি শুনি ?

শিব। (স্বগত) তাইত অভিরাম সত্য
সত্যই কি একটা বেদেনীই ম'রে আনবে নাকি !

(অভিরাম, বরুণা ও গীত গাহিতে গাহিতে
বেদিনীগণের প্রবেশ)

গীত ।

(বধূ) নাগায়া আর পেলেমরে তোর কই।

সরম ছিঁড়ে নিলি যদি, কেন করলিনিকো জল সহি ॥

কখন এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ,

কোন ক'কেতে বিধে নিলি বুনে পাখীর আশ।

আঁধারের কোণে পাখী ছিল বুঝে ঘোরের,

চোরের মত লুকিয়ে এলি, পালিয়ে গেলি ভোরের।

কোন পথে পালালি বধু নিশানা নাইকো কিছু তার

গেলি গেলি ফেললি কেন গজার দোণার হার ॥

কক্কুকি। হাঁ হাঁ—ছুঁবি ছুঁবি, ছুঁয়ে
ফেলবি। আরে রাম রাম ! সকাল বেলায়
একি বিপদ !

মান। হোঁরা এখানে কি মনে করে
এসেছিস ?

অভি। এই মহারাজ প্রণাম কর, এই
দেওয়ান—রাজ্যের মান—ওঁকে ভাল ক'রে
প্রণাম কর। আর এই যে দেখছিস—ইনি
কক্কুকি, এ রাজ্যের বাদ বাকী—ব্রাহ্মণ—এর
আশীর্ব্বাদে রাজ্য হয়, রাজপুত্র হয়, কি না
হয়,—একে কেবল টিপ টিপ ক'রে প্রণাম কর।

কক্কুকি। হাঁ হাঁ—ছুঁয়ে ফেলবি, ছুঁয়ে
ফেলবি।

অভি। আরে বেদিনী ! শ্রীচরণপকজ—
ব্রাহ্মণের পদরজঃ—পা ধর, পা ধর ।

(বরুণা প্রভৃতি সমস্ত বেদেনীগণের
কক্কুকির পানিশ্পর্শ)

কক্কুকি। গেল—গেল গেল—সরমাতী
করলে, আবার আমাকে রান করিয়ে তবে
ছাড়লে। দুর্গা—দুর্গা—(প্রস্থান)

অভি। এইবারে দেওয়ানজী—চেপে ধর
পা চেপে ধর।

মান। পা ধরতে হবে না—কি চাপ ওই-
খান থেকেই বল।

অভি। হাঁ হাঁ—উনি তুট হ'লে রাজা
তুট—রাজা তুট—জগৎ তুট। আর এই মহা-
রাজ—মহর্ষির দেবতা, সত্যের অবতার।

মান। হয়েছে—কিছুকি এসেছ বল ?

বরুণা। রাজার বউ হতে এসেছি।

মান। কি মহারাজ ?

শিব। একটু গোলমাল হয়ে গেছে, এইবারে
একটু ভাবিয়েছে। তুমি একটা মীমাংসা কর !

[শিববর্ম্মার প্রস্থান।

মান। তোকে কিছু দিচ্ছি, নিয়ে চলে যা।

বরুণা। কি দিবি ?

মান। কি পেলে খুসী হ'স বল ?

বরুণা। হামিৎ সোয়ামী পেলে খুসী হই।

মান। হোর সোয়ামী কি আর রাজ্য
ধরে পাওয়া যায়। কিছু টাকা দিচ্ছি নিয়ে
বরুণা। হামি টাকা লিবো না—হামি
সোয়ামী লিবো।

মান। তোদের সকলকেই আমি টাকা দিচ্ছি।

বেদিনীগণ। হামরা লিবো না।

মান। তাহলেত বিপদ দেখছি। অভিরাম
তুমি আমার স্মরণ থেকে চলে যাও—রাজাও
যদি তোমাকে ক্ষমা করেন, তথাপি আমি
করবো না। আর যদি মুহূর্ত্ত সময় এখানে থাক,
তাহ'লে তোমাকে হত্যা করব।

অভি । যে আজে আমি এখন যাচ্ছি ।

মান । দেখ, বেচেনী ! ও বেটা চাকর পাগল—ও যা তোকে বলেছে তা শুনিসনি । ওর কথাই কোন মূল্য নেই । তবে রাজার নাম করে যখন এসেছিল, তখন কিছু কিছু অর্থ দিচ্ছি, নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে চলে যা ।

বরুণা । সোয়ামী দিবি না ?

মান । দূর পাগলী ! রাজার বাড়ির কে তাঁর সোয়ামী হবে ?

১ম বে । কেন রাজপুত্রের সোয়ামী হবেবে । সোয়ামী দিবে ব'লেই ত নিয়ে আইচে ।

মান । সকলকে এক একটা সোয়ামী দিতে হবে নাকি ?

১ম বে । সবার কেনরে ! রাজপুত্রের দিব বইলা আমাদের রাণীকে আনিছিস—তাকা হইছিস নাকি ?

মান । টাকা দিচ্ছি, কাপড় দিচ্ছি, গহনা দিচ্ছি ।

বরুণা । হামি লিব নি ।

মান । ঘর দিচ্ছি, বাড়ী দিচ্ছি ।

বরুণা । হামি লিব নি ।

মান । ভাল, একটা ভালুক দিচ্ছি । আজন্ম তাঁদের আর কষ্ট না হয়, তা করে দিচ্ছি ।

বরুণা । হামি লিব নি ।

মান । মহারাজ !

(শিববর্মার পুনঃ প্রবেশ)

শিব । কি দেওয়ানজী ?

মান । আপনি নিজে এ বালিকাকে বিয়া করুন ।

শিব । তুমি পারলে না ?

মান । না মহারাজ, আমি পারলুম না । আমার বা দেবার অধিকার তা দিতে চেয়েছি—আর আমার ক্ষমতা নেই ।

শিব । কি মা, কিছু পুত্রের নিয়ে আমাকে রেহাই দেবে কি ?

বরুণা । কি দিবি রাজা ?

শিব । অর্থ, অলঙ্কার, বাস গৃহ, ভরণ পোষের জন্য বিষয় সম্পত্তি ?

বরুণা । হামি লিব নি ।

শিব । জমিদারী ?

বরুণা । হামি লিব নি ।

শিব । আমার রাজ্য ?

বরুণা । না রাজা, আমি রাজ্য লিবনি, সোয়ামী লিব ।

শিব । দেওয়ান ! পুত্রকে আমার নিয়ে এস ।

মান । কি সর্কনাশ করলেন মহারাজ ?

শিব । কিছু নয়, তুমি পুত্রকে আমার নিয়ে এস ।

মান । আপনার ভ্রমে তার যে এই অবস্থা হুঁতগা হবে, তা আমি কেমন ক'রে হতে দেব মহারাজ ?

শিব । তবে কি আমি সত্যে পতিত হব ?

মান । যে বস্তুতে আপনার অধিকার নাই, তাই নিয়ে সত্য করা আপনার জায় বিজ্ঞ নরেশের কর্তব্য হয় নি ।

শিব । পুত্রের উপর পিতার অধিকার নাই ?

মান । পুত্রের দেহের উপর পর্যন্ত আপনার অধিকার । তাকে বন্দী করতে পারেন, গুরু অপরাধে হত্যা করতে পারেন । কিন্তু তাঁর জাতি ধর্মের উপর আপনার অধিকার নেই ।

শিব । তোমার উপর আদেশ ক'বার ত আমার অধিকার আছে ?

মান । সহস্রবার আছে ।

শিব । তাহ'লে আমার পুত্রকে নিয়ে এস

[মানবেজের প্রস্থান]

শিব । হীমা ! পুত্র যদি আমার অমুরোধ উপেক্ষা করে ? তোমাকে বিবাহ করতে না চায় ?

বরুণা । তাহ'লে চলিয়ে যাব রাজা !

শিব । তাহ'লে কি আমার দত্ত ধন ঐশ্বর্য কিছু নেবে না ?

বরুণা । আমি বেদের বিটী, ধন নিয়ে কি করব রাজা ? আমার হরিণ ভেড়া আমার ঘরের হাঁড়িমা ষায়, তারাতো টাকা থাকবেক্ নি ।

শিব । হুঁ—আমি এ বয়স পর্যন্ত বিপদ কাকে বলে জানি না । আজ আবাহন করে বিপদ এনেছি । হে শকর ! আমার মতি স্থির রাখতে সহায় হও । কিন্তু এ রমণীর রান্না ।

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী । কই পিতা ! আমাদের নাকি বউ এসেছে—ওমা একিগো ? এই বউ নাকি ? এটা যে বেদিনী—মাথায় মাংসের পশরা ! রাম রাম—কি গন্ধ !

শিব । কিন্তু আমিই ওকে পুত্রবৎ করব ব'লে আবাহন করে এনেছি ।

মাধবী । তাহ'লে বউ, একটু তফাৎ দাঁড়া ভাই—এইখান থেকে একটা গড় করি ।

শিব । ভক্তিও করতে হবে, আবার ঘৃণাও দেখাতে হবে ?

মাধবী । কি করব বাবা ! একদিকে গুরুজন, অন্যদিকে বেদিনী । গুরুজনকে ভক্তি করছি, তা'লে বেদিনীকেত ছু'তে পারব না !

(মানবেন্দ্র ও পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড । (শব্দ) এচি ? একে ? এ কুহকিনী এখানে পর্যন্ত আমার অমুরণ করেছে ?

মান । এই মহারাজ আপনার পুত্রকে এনেছি ।

শিব । দেওয়ান । পুণ্ডরীককে আগে

সমস্ত ঘটনা ভেঙ্গে বল, বাতে আমার অবস্থাটা ও বুঝতে পারে ।

মান । পথে আসিতে আসিতে সমস্ত বলেছি মহারাজ ।

শিব । কি পুণ্ডরীক, আমার সত্য রক্ষা করতে পার ?

পুণ্ড । পারি না মহারাজ ।

শিব । পার না ?

পুণ্ড । পাগতুম, যদি আমি নিজে না সত্য করতুম ।

শিব । তুমি কি সত্য করেছ ?

পুণ্ড । সে শুই কিরাতনন্দিণীকেই জিজ্ঞাসা করুন ।

শিব । সে কি ? এর পূর্বে ওর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে ?

মাধবী । দাদা কি ওরই গান শুনে এমন হয়ে এসেছেন ?

পুণ্ড । গান ওর নয়—গান এক রাজ-কন্য়ার ।

বরুণা । হামার সঙ্গে তোর বেটার বিয়ে হয়েছে রাজা !

পুণ্ড । মহারাজ ! আমি রাজকন্য়া নামে ওর হাত ধরেছিলুম ।

বরুণা । তুই না বিয়ে করলে, তামাকে আর জাতে লিবে না ।

শিব । দেওয়ান ! এবারে আমি নিশ্চিত --কর্তব্য স্থির করবার ভার এবারে তোমার ।

মান । তা যদি করে থাকেন রাজকুমার, তাহ'লে এই কিরাতনন্দিণীকে আপনি বিবাহ করুন । প্রজার স্বার্থরক্ষা আপনার সম্মতোভাবে কর্তব্য ।

পুণ্ড । তার পর কি কথা হয়েছে শুকে জিজ্ঞাসা করুন ।

মান। আপনিত বন্ধন।
পুণ্ড। কৃত্যর অব্যাহতি পূর্বে আমি ওকে
পত্নীতে গ্রহণ করতে পারি।

শিব। এখন তুমি ওকে স্বী বলে গ্রহণ কর।
পুণ্ড। আগে যত্ন দিন।
শিব। বেশ, জরাদ!
মান। ক্রোধ করবেন না মহারাজ!
শিব। জরাদ! এই অপরাধীকে মশানে
নিড়ে যাও।

(জরাদের প্রবেশ)

বরুণা। আচ্ছা, এক বরষ সময় লে রাজা!
এই এক বরষের ভিতর ওর যদি মনের মতন
বচ মিলে ত আমি ওকে ছাড়িয়ে দিব।

মান। আর যদি না মেলে?
বরুণা। তাহলে তোরা বিচার করবি।
রাজা আছিস, শুধু কি আমোদ করতে আছিস,
বিচার করবি না? আমি এক বরষ পরে আবার
আসব! নে চল বহিন্ ধরকে চল।

শিব। দাঁড়াও কীরাত-নিনী।
পুণ্ড। বেশ, মহারাজ এক বৎসরের জন্ত
আমাকে দেশদুরগের অক্লমতি দিন।

শিব। তোমার ফিরে আসবার জন্ত দাঁড়া
হবে কে?

মান। আমার শির দায়ী।
শিব। বেশ, এক বৎসরের জন্ত আমি
তোমাকে সময় দিলাম। যে দেশেই যাও,
যত দূরেই যাও, পর বৎসর ঠিক এমনি দিনে
এমনি সময়ে এখানে ফিরে আসবে। যদি
এই সময়ের এক মুহূর্ত পরেও এসে উপস্থিত হও,
তাহলেও তোমার দ্বিতীয় এই সাধুকে প্রাণ
দিতে হবে।

বরুণা। বেশ রাজা, আমি এক বরষ পরে
তোকে গড় করতে আসব। সোয়ামী পাই

থাকব, না পাই তোকে খোঁজসা দিয়ে উঠাও
হইয়ে চলিয়ে যাব (মানবীর প্রতি) বহু ত
হইলেম না বহিন্, তবে তোর গড় ফিরিয়ে লে।

[বরুণা, মানবী ও বেদেনীগণ

বাতীত সকলের প্রস্থান।

মানবী। কি বউ নমস্কার ফিরিয়ে
দিলি যে?

বরুণা। বহু হলোম না যে বহিন্!

মানবী। নে ভাল ক'রে কথা ক'।

বরুণা। খাউড়ী আছি, ভাল কথা কোথায়
শিখবে।

মানবী। ভাকামি করিস নি—ভাল ক'রে
কথা ক'।

বরুণা। তোর ভাইত আমাকে নিলে না ভাই।

মানবী। ভাই আমার কোথা গেল?

বরুণা। রাজকন্তা খুঁজতে।

মানবী। চোকেব সামনে নিধি ভাসছে,
নে তা কেলে সাংগরে ডুব দিতে গেল?

বরুণা। দেখনা কি আনে!

মানবী। আনবে কান্না ঝিকুক। (নেপথ্যে
—মানবী।) এক বছর পরে আনিছিস্ত?

বরুণা। আমার কি আর ঠাই আছে?

মানবী। রাগী। তুই কোন্ জগতের

রাগী? কেমন করে ছাড়িব? না, না—

বেশ, তোকে তিনটে নমস্কার। [প্রস্থান।

গীত।

দেখে আমারে তোর কোথায় আশন আছে।

নাথ! যা ও চাঁদ চলে যা তোর চাঁদবদনীর কাজে।

এই কি ছিল মনে তোর,

(কেনে) নিচুর হলি মনোচোর,

আমি বসে হাপিত্যাশে তুই করিলি নিশি ভোর—

মই যদি তুই নিধি কেড়ে, তুলিলি কেন গাছে।

হাতে দাঁশি কাল শশী ফিরিলি কেন পাছে।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

সরোবর ।

মাধবী ।

মাধবী । বন্ধু আমাকে দেখা দিতে সাহস করলে না । অমনি অমনি চলে গেল । দেখা পেলে একচোট ভাকে নিতুম । একটা বেমনী ধরে এনে তাঁমাসা করার মজাটা সেটের পেতো । রাজার পুণো বেমনী কোন ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা, নইলে রহস্য করতে কি বিষম বিভ্রাটই সেই বাড়িয়েছিল ; যখন পালিয়ে গেল, তখন আর কি করবো । মনের বাগ মনেই মিটিয়ে ফেলি । এমন মূর্খের মতন কাজ কেন সে করেছিল, জানতে আমার বড়ই ইচ্ছে হয়েছিল । নাগর যখন পথ থেকেই পালালো তখন জানা আর হ'ল না । না, না ওই আসছে না ! ও যদি না আসে তাহ'লে ওর সঙ্গে জীবনে আর কথা কইতুম না ।

গীত ।

ও আমার সাধের চন্দ্রনা !

একটা হুটী কাটে বুলি, শেকল কেটে উড়ে গেলি,
আদর সইল না ।

এখনও তোর কচি পাখা, গলায় কাঁচি দেয়নি দেপা,
রাখা বুলি অথবা দেখা কাণে ঠেকে না ।

সাথায় চুকরে দেবে কাক, উড়তে খাবি খোরণ পাক,
কার কানোচে আছাড় খেয়ে ডেকে বাবে জানা ।

এসে পড়ল, আর নয়, ভাল মানুষ্যসীর মতন
ঘাটে একটু বসি ।

(অভিনায়ের প্রবেশ)

অভি । পুরুষটির ধারে, শানটার ওপর
ব'সে, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছ রাজকুমারী ?

হাঁস বেটা পদ্ম ফুল জলে ডুবছে মনে করে,
ডুব দিয়ে দিয়ে যে মল !

মাধবী । আরে বাও, তুমি এমন সৰ্ক-
নেশে লোক ! একটা রাজার কুল মজিয়ে দিলে !

অভি । কুলটো কি একেবারেই মজলো ?

মাধবী । আমার বরাতে চাকর, আর দাদার
বরাতে চাকরাণী । কুল যদি এতেও না মজে
তাহ'লে আর কিসে মজো ?

অভি । তোমার বরাতে চাকর হতে পারে,
কিন্তু তোমার দাদার বরাতে খারাপ নয় ।

মাধবী । কি করে বুঝবেন ?

অভি । তুমিই বল না খারাপ কিনা ?

মাধবী । দাদার বরাতে আরও খারাপ ।

রাজার দান মনে করে, আমি যা তা পেয়ে এক
রকম তুষ্ট হইতুম, কিন্তু দাদা ত তুষ্ট হতে
পারলে না !

অভি । তুমিও কি ঠিক তুষ্ট হয়েছ মাধবী ?

মাধবী । তোমার কি বোধ হয় ?

অভি । যদি তুষ্ট হয়ে থাক, তাহ'লে ভাল
করনি ।

মাধবী । কেন ?

অভি । জাতি গর্ক রক্ষার জন্ত তোমার
ভাই প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে চলে, আর
তুমি আপনার দুর্বৃত্তার চূপ করে বসে বইলে

মাধবী । আমাকে কি করতে বল ?

অভি । রাজার কাছে গিয়ে তুমিও প্রতি-
বাদ কর ।

মাধবী । এখন প্রতিবাদ করলে কি আর
বিবাহ ফিরবে ?

অভি । কেন, এখনও ও আমাদের বিবাহ
হয়নি ।

মাধবী । তব্বী বইলুম, বিয়ের আর বাকী
বইল কি ।

অভি । ওতে কি আর বিবাহ হ'ল, তুমি রাজার কাছে গিয়ে বল ।

মাধবী । বলে দেখেছি ।

অভি । রাজা কি বললেন ?

মাধবী । তা আর শুনে কি করবে ?

অভি । তবু শুনি ।

মাধবী । এষ্ট বেদেদীকে আনতে, রাজা তোমার ওপর মর্যাদিত কুপিত হয়েছেন ।

অভি । কুপিত হয়েছেন ?

মাধবী । তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছে করে তাঁকে বিপদে ফেলেছ । তিনি দেওরানের সঙ্গে রত্ন করে তোমার পুত্রের আনতে বলেন, তুমি তাঁর সর্জনশ করতে, জেনে শুনে একটা ধাতু দিয়ে আনলে । রাজা বলেন, হয় তুমি গণ্ডুগণ্ড, নয় তুমি বিধামাধিক ।

অভি । তাহলে এই শুভাবকাশে তুমি আমাকে পরিচালিত কর ।

মাধবী । তাইত ঘণ্টের ঘণ্টে বসে ভাবছি । কিন্তু তুমি যে ভাড়াটে পারছি না ।

অভি । এল্লীটে পুড়িয়ে ফেল মাধবী ।

মাধবী । কেন, তোমার ত'লে এত আগ্রহ হ'ল কেন ?

অভি । আমি আর তোমাদের এখানে থাকতে পারছি না, অমন শিশুকুল রাজার সর্জনশ করলুম ।

মাধবী । তা করো । দাদা আর প্রাণে বাঁচছেন না—কখন যে কষ্টের নাম জানে না, সে কি করে এক বৎসর পথে পথে ঘুরবে ? আর যদিও কোনও ক্রমে বেঁচে আসে, এসেও বাঁচবে না । তাই রাজা কি প্রাণ থাকতে বেদেদীকে বিবাহ করবে ? তাহলে তাইদী ঠাক, সঙ্গে সঙ্গে রাজা ভোগ করবার লোক গেল । মা শয়্যাগত ।

অভি । বেশ, মাধবী তুমি আমাকে পরিচালিত কর ।

মাধবী । রাজাও ওই ভাবে কথ্য বলছিলেন ।

অভি । তবে আর বিলম্ব কর না । এখন আমাকে বিদায় দাও ।

মাধবী । এখনি ?

অভি । আমি তোমার অনুমতি অপেক্ষা দাঁড়িয়ে আছি । মাধবী । রাজকুমারের জীবনে আশ নেই । এখন তোমার যদি কোন রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহ হয়, তাহলেও রাজা একজন উত্তরাধিকারী প্রত্যাশা করতে পারেন ।

মাধবী । তা'র বৃত্তিতে পারছি—কিছু চাই, তোমার তরী যে ভুলতে পারছি না ।

অভি । না ভুললে চলবে না মাধবী—আমি এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারব না ।

মাধবী । নোখায় যাবে ?

অভি । আগে আমার ভাগ্য কর ।

মাধবী । যে ভারী তরী চাপিয়েছিলে বাধা এখনও ম'ল না, আমি কখন করে ভুলব ।

অভি । তুমি আমাকে বিপদে ফেলো মাধবী ।

মাধবী । বল কোথায় যাবে ?

অভি । রাজকুমারের সঙ্গে যাবে ।

মাধবী । রাজকুমার ও এখন সাঁও মদ্যের নদী পার ।

অভি । তুমি যে আশেও আমাকে এক করে দিচ্ছ ।

মাধবী । তবে তুমিও বছর খানেক দুঃস্বপ্ন—হুতদিনে যদি পিঠের বাধা মরে, অ একটা রাজপুত্রের ছোটো, তখন দেখা যাবে ।

অভি । আমি গেলে আর ফিরব না ।

মাধবী । সে তোমার ইচ্ছা ।

অভি : তাগ করবে না ?

মাধবী : মূৰ্খ ! একটা ধাক্কায় বেদেনী রাজ্যলোভেও স্বামী তাগ করলে না, আর আমি রাজকন্যা হয়ে তাই করব ?

অভি : তবে এক বছরের মত ছুটি দাও ।

মাধবী : যেতে ইচ্ছা করেছ, আমি নিবেশ করব না । তবে একবার যাবার সময় রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যাও । তা না করলে যে বরুতজ্ঞতা হবে ।

অভি : কোন মুখে তাঁর সঙ্গে দেখা দরব ?

মাধবী : কেন হুট আধা মলিন চাঁদমুখে ।

অভি : এই যে বললে রাজা আমার উপর আনুগত্য কুহু হয়েছেন !

মাধবী : কেন, কি অপরাধে ?

অভি : আরে এই যে বললে ।

মাধবী : মিথ্যে বলতে নেই ?

অভি : যা বললে সব মিথ্যা ?

মাধবী : সৰ্ব্বের মিথ্যা ।

অভি : সৰ্ব্বের মিথ্যা ? আমি তুল্যরাজা খন কি কারও ওপর রাগ করেছেন, তা তুমি আমার স্বামী । নিজে হাতে করে তিনি আমাকে তোমার হাতে সমর্পণ করেছেন । যদি গোমা হতে রাজ্যও যায়, তথাপি তোমার ওপর রাগ করবার তাঁর সো আছে ?

অভি : বল কি ?

মাধবী : আমি তোমাকে রহস্য করতিলুম । খলুম রহস্যের বেগ তুমি কতটা সইতে পার ! খলুম, তুমি দেশভক্ত লোককে রহস্য করে ডাও, কিন্তু নিজে এক ছটাক রহস্যেরও বেগ মীলাতে পার না ।

অভি : তার মানলুম মাধবী ! এতক্ষণে হতে পারলুম, করুণাময় রাজা একটা দরিদ্র

ভৃত্যকে এমন রহস্য দান করেছেন যে, রাজ্যে-
স্বরের ভাগ্যেও তা কখন ঘটে কিনা সন্দেহ ।

মাধবী : থাক আর বেশী সূখাতি করতে হবে না । পুকুরটার ধারে বসে আছি, আল্লাদের ধাক্কা শেষে কি টাল খেয়ে অগম জলে ডুবে মরব ?

অভি : বেছে বেছে এখানটতে এসে বসলে কেন ?

মাধবী : কেন আর, তোমাকে কি বলব ? একটা বেদেনীকে কোথা থেকে ধরে আনলে, তাকে ছুঁয়ে ফোলছি । এখন চান না করেও থাকতে পারছি না, চানও করতে পারছি না । বেদেনী ছুঁয়েছি, চান না করে কি করে ঘরে ঢুকি ? আবার এ দিকে গুরুজন, ছুঁয়ে চানই বা করি কি করে ? আচ্ছা, বেছে বেছে তুমি একটা বেদেনী ধরে আনলে কি করে ? সারা সহরের পথে আর কি কোন জাত মিলল না ?

অভি : রাজার পুণ্যের পরীক্ষা করতে এনেছি । ইচ্ছা করে খুঁজে বেদেনী এনেছি ।

মাধবী : কি বকম ?

অভি : শাস্ত্রে বলে সত্যের জয় সর্বত্র ।

মাধবী : কমা প্রভুর আমার শাস্ত্র জ্ঞানও আছে !

অভি : আজ বই কি মাধবী ! দেখলুম রাজা করুণাময় সত্যপ্রিয় । যাতে মানবে বিশ্বরত্ন, রাজা সেই সম্পত্তির অধিকারী । তাই পরীক্ষা করতে বেদেনী ধরে এনেছি, সত্যপালক বুদ্ধিগতির মর্যাদা রাখতে অস্পৃশ্য কুকুর যদি ধর্মমুর্তি ধরতে পারে, তাহলে সত্যনিষ্ঠ রাজার মর্যাদা রাখতে একটা বেদেনী কি রাজনন্দিনী হতে পারে না ? সত্যব্রত রাজার ধর্ম কে নষ্ট করতে পারে মাধবী ?

মাধবী । চাবার কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দশাই
হয় বটে ?

অভি । আচ্ছা দেখে নিও ।

মাধবী । বেদের মেয়ে রাজনন্দিনী হয়ে
বাবে ?

অভি । হওয়াত উচিত ।

মাধবী । এ বিশ্বাস তোমার আছে ?

অভি । সেই বিশ্বাসেই আমি একটা
বনবিহঙ্গিনী ধরে এনেছি । সেই বিশ্বাস এখনও
অটুট আছে বলে আমি রাজকুমারের অন্তরঙ্গ
করতে চলেছি ।

মাধবী । তার অন্তরঙ্গ করবে কেন ?

অভি । তাকে বিপদে আপদে রক্ষা করবার
চেষ্টা করব । আর যদি কোন রাজকন্তার মোহে
আবদ্ধ হতে চায়, ত প্রাণপণে তার বিবাহে
বাধা দেব ।

মাধবী । তাহলে এখনি যাও, আর কাল-
বিলম্ব কর না ।

অভি । একেবারে হঠাৎ পেরমারার ভাড়া
—ব্যাপার কি বল দেখি ?

মাধবী । দাদা যদি এই বেদেরনী ছেড়ে,
আর কোন রাজ কন্যা বিয়ে করে, তাহলে তার
মতন হতভাগ্য আর নেই ।

অভি । আবার রহস্য করছ নাকি ?

মাধবী । এমন রহস্য সে ত্রিভুবন সন্ধান
করলেও খুঁজে পাবে না ।

অভি । বল কি ?

মাধবী । বলছি যাও না । দৃষ্টিহীন ভাই,
শেবকালে কি একটা কুপে পড়ে প্রাণ হারাবে ।

অভি । বেশ চললুম ।

মাধবী । দাদা যে গানটা শুনে পাগল
হয়েছে, সেটা তোমার মনে আছে ?

অভি । যতটা শুনেছি মনে আছে ।

মাধবী । দাদা পাগল হয়ে এস, আর
তুমি কিছু হলে না ?

অভি । পাগল হওয়াটা কি তোমার পছন্দ
নাকি ?

মাধবী । অমন গান শুনে যে পাগল না
হয়, সে কি বকম প্রেমিক আমি বুঝতে
পারছি না ।

অভি । তোমার কথার ঝঙ্কারে যে আমার
কর্ণক্ল, আশে থাকতেই বোধ করে বসেছিল,
সে গান স্থানই পেলে না, তা করবো কি !

মাধবী । বেশ, তবে যাও—গানটা মনে
করতে করতে যাও—কাজে লাগবে ।

অভি । তবে বিদায় !

মাধবী । তোমার ইচ্ছা ।

বৈত গীত ।

অভি । তুমি ছাড়ার পূর্বে বল চক্ষমা ।

সেখনি তোমার আশ্রয়স্থি, রহ চেনা হল না ।

মাধবী । না চাক তাতে কতি কি আমি লাখ টাকার
খুঁটো কিনেছি ।

অভি । মনে কর হারিয়ে গিরেছি ।

মাধবী । তাহলে যদি কেউ ছোঁবে না আমার ঘরের
দেখা ।

অভি । তবে ছুড়ে দাও ফেলে,

মাধবী । আরো বাধছি আঁচলে,

উভয়ে । তবে বিবাহি চল চলে দে বার কাছে
হায় মানা ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দেবালয় দ্বার ।

পুত্ররীক ।

পুত্র । তাহিল বেদের বনের চারদিকে
একমাস ধরে সন্ধান করলুম, কেউ কোন খবর
দিতে পারলে না । বনের ভেতর এত বড়
একটা বাগান রচনা হল, কত কারিকর কতদিন

ধারে যে পরিশ্রম করেছে, তার ঠিক কি ? আমি
তার একটাকেও খুঁজে বার করতে পারলুম না ।
রা খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়লুম । বেদেনী
য বলছে এক রাজকন্যাকে সে গান শিখেছে,
এক রাজকন্যা দিয়ে বাগান রচিত হয়েছে
বেদেনী মিথ্যা বলেনি, মিথ্যা বলবার প্রয়োজন
কি ? সে যদি বলত এ গান আমি রচনা
করেছি, তাকে অবিশ্বাস করবার কারণ ছিল না ।
ক. আমাকে পাবার লোভে সে অনায়াসে বলতে
পারত, কিন্তু সে তা বলে না । রাজকন্যা—
ক. কোথায় সে রাজকন্যা ? সে কোন ভাগবান
রাজার হস্তি ? সে যদি আমাকে গ্রহণ না
করে, তথাপি তার অটালিকার দাবী হয়ে আমি
৫ সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি ? এ গান
বেদেনী কোথায় পাবে ? এ গান বেদেনী কেমন
করে বুঝবে ? পূর্ণ শব্দের নাম নিয়ে প্রেমের
নিগূঢ়ত্ব বেদেনীর বোঝাবার সাধ্য কি ?
(নেপথ্যে—মহীত)

পুণ্ড । এই যে, এই যে । পেমরাণী !
আর তুমি আমাকে লুকতে পারছ না, এতদিন
৫ পরে আমি সুধা-প্রস্রবিনীর মূলের সন্ধান
পেরেছি । এইবারে মন বলছে তোমায় ধরেছি,
এ অপূর্ণ প্রাচীর-বেষ্টিত অটালিকায় একটা বহু
১ বেদেনী কখন বাস করতে পারে না ।
(অননুগিরির প্রবেশ)

অনন্দ । কেহে বাপু তুমি ?

পুণ্ড । তুমি কে ?

অনন্দ । আমি যে চই না, সে ধবরে
তোমার দরকার কি ? তুমি আগে আপনায়
১ পরিচয় দাও !

পুণ্ড । যদি না দিই ?

অনন্দ । তোমাকে ধরে বেঁধে মহাস্ত
৫ মহারাজের কাছে নিয়ে যাব ।

পুণ্ড । কে মহাস্ত ?

অনন্দ । তাইত, তুমি বেহাশের রাজ্য
এসে মহাস্ত মহারাজ কে তা জান না ? তুমি
আমার পরিচয় জানতে চাচ্ছ ? কে তুমি
শিগগির বল ।

পুণ্ড । তাইলে কেবল কণা চাটাকাই
হোক, কেউ কাণ্ড আর পরিচয় নেওক না ।

অনন্দ । তুমি এখানে উঁকি কুকি মেলে
দেখছিলে কি ?

পুণ্ড । অটালিকা প্রবেশের পথ দেখছিলুম ।

অনন্দ । এমন ক্ষমতাবান কেউ নেই,
আজ এই অটালিকার দ্বারে মাথা সলাতে পারে ।

পুণ্ড । কেউ নেই ? (এক হস্তে পথিকে
ধারণ) হস্তভাঙ্গা এ পুরী প্রবেশের পথ দেখা,—
যদি না দেখাশুনা এখন তোকে হত্যা করব ।

অনন্দ । অসম সাহসী যলক ! কে তুমি ?
মৃত্যু-ভয়হীন ! বুঝতে পারছি তুমি প্রেমোন্মত্ত ।
তুমি নিঃশব্দচিত্রে আমাকে পরিচয় দাও ।
আমিই বেহাশের পুত্রক, আমলগিহি ।

পুণ্ড । (প্রশম করিয়া) তবে আপনায়
এ বেশ কেন প্রভু ?

অনন্দ । আজ বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান
বেহাশের মন্দিরে ভারতের বহু কুমারী রাজ-
কন্যা মনোমত পতিলাভের বর প্রার্থনায় পূজা
করতে আসে । সুতরাং অটালিকার দ্বার খোলা
চিরপ্রাণা অল্পসারে আমাকেই প্রার্থীর কার্য
করতে হয় । আজ মন্দির মধ্যে কোন পুরুষের
প্রবেশাধিকার নাই ।

পুণ্ড । আমি কখনের রাজপুত্র ?

অনন্দ । - রাজপুত্র তা অনেকক্ষণ বুঝতে
পেরেছি । কিন্তু কোন্ রাজকন্যা তোমায়
প্রশয়িনী ?

পুণ্ড । তা জানি না ।

অনন্দ । তাকে দেখেছ ?

পুণ্ড । কখন দেখিনি ।

অনন্দ । তবে তুমি কারো দেখতে এসেছ ?

পুণ্ড । তা কেমন করে বলব ?

অনন্দ । তুমি সত্যাত্ত রাজা শিবধর্মার পুত্র । যে সত্যসেবক তাকে আমি বেঞ্চটেশ্বর হাতে ভিন্ন দেখি না, তার পুত্র হয়ে ছলনা শিক্ষা করেছে কেন ?

পুণ্ড । দোহাই প্রভু, ছলনা করিনি । আমি তাকে কখন দেখিনি, কে সে জানি না, তাহা আমি তার জন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছি ।

অনন্দ । এ ত অদ্ভুত রহস্য ! তার কি কোন চিহ্ন দেখেছ ?

পুণ্ড । প্রথম চিহ্ন তার বহুস্ত রচিত উজান, দ্বিতীয় চিহ্ন তার রচিত অপূর্ণ প্রেমোক্তি-বাক্যপূর্ণ গান ।

অনন্দ । তাই শুনেই তুমি পাগল হয়েছ ? সে বাগান সে গান যদি কোন রাজকন্য়ার না হয় ?

পুণ্ড । না প্রভু, ঘন অরণ্যানীর মধ্যে সে অপূর্ণ উজান কোন চিত্রকরী রাতনন্দিনী ভিন্ন যন্ত্রে কেউ আঁকতে পারে না ।

অনন্দ । চিত্রকরের আঁকতে দোষ কি ?

পুণ্ড । এই মাত্র আমি সে কোকিলকন্টার সঙ্গীত শুনেছি ।

অনন্দ । তুমি ওই বেউড়িতে গিয়ে অবতান কর,—আমি রাজকন্যাদের মত গ্রহণ করি, তারা যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ।

[পুণ্ডরীকের প্রস্থান ।

অনন্দ । মন্দকি, এ এক রকম বিপরীত ব্যবহার । ব্যবহার সত্য্য চিরপ্রথা অনুসারে, রাজকন্যাই অসংখ্য রাজপুত্রের মধ্যে আপনার পাত্র

মনোনীত করে নেয় । এ না হয় রাজপুত্র রাজকন্যাগণের মধ্য থেকে আপনার পাত্রী মনোনীত করে নেবে ।

(অভিরামের প্রবেশ)

অভি । এই খানটাই এসে ফসকে গেছে । আর যখন ধরে ফেলেছি, তখন বাবে কোথায় ?

অনন্দ । তুমি আবার কে ?

অভি । (ভ্রূগত) যখন ‘আবার’ শব্দটা প্রয়োগ হয়েছে, তখন রাজকুমারেরও সন্ধান মিলেছে । আজ্ঞে মহাস্ত মহারাজ ! আমি দ্বিতীয় পাগল ।

অনন্দ । তুমি আমাকে চিনলে কি করে ? তুমিত আর কখন আমাকে দেখনি ?

অভি । আজ্ঞে, সামান্য প্রহরীর বেশ ধরেও আপনি ত্রিপুর ত লুকুতে পারেন নি—শিবনেত্র দুটিত ঢাকতে পারেন নি !

অনন্দ । তুমি ত পাগল নও—কে তুমি ?

অভি । আজ্ঞে আমি প্রথম পাগলের ভ্রাতা ।

অনন্দ । মিথ্যা কথা, ঠিক বল ?

অভি । আজ্ঞে, তবে বন্ধু ।

অনন্দ । কোন দেশের রাজপুত্র ?

অভি । আজ্ঞে হিজি বিজি দেশের ।

অনন্দ । হিজি বিজি বলে কি দেশ আছে ?

অভি । আজ্ঞে দেশটা অদৃষ্ট থেকে মুছে গেছে কি না—তাই আমার চক্ষে সেটা অস্পষ্ট হিজি বিজি দেখাচ্ছে ।

অনন্দ । অদৃষ্টে হৃদয় দেশ দেখতে পাচ্ছি—গোপন করছ কেন ?

অভি । আজ্ঞে তবে কেবলের ।

অনন্দ । তুমি কি করতে এসেছ ?

অভি । বন্ধুকে কোরাতে এসেছি ।

অনন্দ । বন্ধুত্ব ঐশ্বর্যিনী না পেলে ফল নেই ।

অভি। তার কি শ্রাণিনি আছে ? সে
একটা গান শুনে কেঁপে গেছে।

আনন্দ। তবে ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আজ
এই দেবমন্দিরে বহু রাজকন্যা সমবেত হয়েছে
—আমি তোমার বন্ধুকে তাদের দেখাব।

অভি। প্রভু ! তার পূর্বে যদি আমাকে
একবার দেখবার অনুমতি দেন।

আনন্দ। কেন ?

অভি। তাহ'লে বন্ধুকে শিগ'গির শিগ'গির
ফেরাতে পারি।

আনন্দ। বেশ, চল। তোমাকেই আগে
দেখিয়ে আনি।

তৃতীয় দৃশ্য।

নাট্যমন্দির।

জটাবতী ও অন্যান্য রাজকন্যাগণ।

গীত।

আমরা পরী রাজকুমারী, করেছি স্বয়ংবরের আয়োজন।

ফুল ফুটেছে, সব নিলেছে, অলির শুধু অনাটন।

বাশ আমাদের মিগ'বিজ্ঞানী বড় বড় বীর,

মারতে মশা কামান পাতে

ছোট বলে ছোঁষ না তারা তীর।

কাজেই সেটা নিজেই মিছি, নয়ন কোণে জুড়ে দিছি

ওংটি মেরে বসে আছি থাকিবে ভুল শরাসন ॥

(অভিরূপের প্রবেশ)

অভি। রাজকন্যা ঐকরূপ ! প্রণাম হই।

জটাবতী। কে তুমি ?

সকলে। ওমা তাহিত এ কেগো !

অভি। আজ্ঞে আমি অভে !

জটাবতী। অভে কে ?

অভি। আজ্ঞে রাজকন্যার ভৃত্য।

জটাবতী। কেন রাজকন্যার ?

অভি। আজ্ঞে তাকেইত খুঁজছি।

জটাবতী। তার নাম কি ?

অভি। সেই জানবারইত চেঁচা করছি।

জটাবতী। নাম জানবার চেঁচা করছিল কি ?

অভি। আজ্ঞে না জানলে কি করব।

জটাবতী। কেন দেশের তা জানিস ?

অভি। কই মনে করতে পারছি না !

জটাবতী। পাকী ! জুয়াচোর তোর সব

মিথ্যা কথা।

অভি। তাহিত ! সব মিথোইত।

সকলে। ওমা তাহ'লে এ কে লো ?

জটাবতী। তুই পুরুষ মানুষ এখানে কেন

এসেছিস ? এখনি তোর মণ্ডচ্ছেদ হবে।

অভি। তাহ'লে তুমিই বটে।

জটাবতী। আমি, আমি—কি—আমি কি ?

অভি। আমি চোঁচিয়ে বলি, আর একটা

ইটগোল হয়ে যাক। আমি ত আর বাস্তবিক

নই যে, হাজার মাথা—সবাই পড়ে মণ্ডচ্ছেদ

কবলেও, এক আখটা কড়তি পড়তি বাদ থাকবে।

এই একটা মাথায় সবার মন জোগাতে পারব

কেন ? শুনতে চাওত চুপি চুপি বলতে পারি।

জটাবতী। কি বল, শিগ'গির বল—

অভি। অনেক কথা—শিগ'গির বলতে

পারব না। তোমরা একটু আড়ালে যেতে

পার। এই রাজকন্যার সঙ্গে গোপনে আমি

একটা কথা আছে।

২য় ক। গোপনে কথা কইতে চাস ত নিজেকে

নিখে যা। এটা শুধু আপনার জায়গা নয়।

সকলে। যেতে হয়, তোরা যা—আমরা

এই পা'চারি করতে লাগলুম।

অভি। শুণো, তা হ'লে কাণটা এগিয়ে

দাও—এরি মধ্যে সবার মনে ঈর্ষা জেগেছে।

(কিংকান রাজকুমারীর কর্ণে কথনের

ইঙ্গিতাভিনয়)

৩য় কস্তা। ওহা কি করছে ভাই ?

২য় ক। চূপ কন্ন না—কি করে দেখে না।

আমরাও কি ছাড়ব—যেটার বাড় ধরে কথা
বার করে নেব।

৩য় কস্তা। বোধ হয়, কোন বরের কথা
কইছে।

সকলে। (পরস্পরে ইঙ্গিতাভিনয়)

জটা। ঠিক হয়েছে।

অভি। কেমন ?

জটা। তোকৈ আমি মতির হার বকসিস
দেব।

অভি। তোমার নাম কি বলব ?

জটা। জটাবতী ?

অভি। ঠিক হয়েছে—তাহ'লে জটাই
বললেও চলবে ?

জটা। খুব চলবে—বাপ আমার আদর
ক'রে ওই নামেই ডাকে।

অভি। বাড়ী ?

জটা। কিরিক্যা।

অভি। রাজার নাম ?

জটা। গয়-গবাক্স।

অভি। ঠিক হয়েছে ! গয়গবাক্স রাজার
কস্তা জটাই—কিরিক্যা—যাও যাও, তাহ'লে
আর দেরি ক'র না।

জটা। আমি এখন যাচ্ছি। তোমরা না
পৌছিতে যাচ্ছি।

অভি। সুরটো তাহ'লে ভাল কালোয়াত
দিয়ে ঠিক ক'রে নিও।

জটা। সে আর তোমাকে বলতে হবে
কেন। বাবার সত্যায় বড় বড় ওস্তাদ আছে।

অভি। বস, তাহ'লে এখনি।

জটা। কি আর একবার বলে দাও ত।

অভি। শত প্রেমিকার।

জটা। শত প্রেমিকার।

অভি। প্রাপের কামনা।

জটা। প্রাপের কামনা—বস আর বলতে
হবে না।

[প্রস্থান।

অভি। ওগো রাজকস্তারা—নমস্কার।

আমি তোমাদের যখন চক্কুল, তখন চক্কুম।

২য় ক। সে কি ? কোথায় বাবি—আমা-
দের না বললে তোকৈ বেতে দেবে কে ?

সকলে। কি বললি বল ?

অভি। ও একটা উটকো বরের কথা।

সকলে। বর ? বর ? কোথায় রে, কোথায়
আছে ?

২য় ক। আরে গেল এগিয়ে যাচ্ছিল কি,
এগিয়ে গেলেই পাবি নাকি ?

৩য় ক। আমি ত ঠিক বলেছি—বর।

২য় ক। বয়স কত ?

অভি। কে কে শুনেচে চাও, বল।

সকলে। আমি শুনব, আমি শুনব, আমি
কথা কইব, আমি গান শুনব, আমি নাচ দেখাব
—আমি খাওয়া দেখিয়ে মোহিত করব।

অভি। কে কি করবে, সব একেবারে
বললে ত মনে থাকবে না। তোমরা সবাই
নামের একটা তালিকা দাও। আর যদি তাকে
পেতে চাও, তাহলে একটা উপায় বাতলে দিই,
তোমরা শোন।

সকলে। বল—বল—

২য় ক। আমি আগে কথা কয়েছি,
তোমরা শোনবার কে ?

৩য় ক। বটে ! আমি সকলের আগে বর
ঠাওয়েছি।

২য় ক। তবে ত একেবারে মাথা কিনে-
ছিল—তুমি বলত ভৃত্য, বলত ?

অভি । ওই কে আসছে—তাহলে এখানে
নয়—এ জায়গা ছেড়ে চল, তাগড়া শিথিয়ে
দিলে, এস ।

সকলে । বেশ—বেশ—বকশিস দেব—
বকশিস দেব । [সকলের প্রস্থান ।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ)

পুণ্ড । এতদিন পরে বেকটনাথ বকি
আমার মনস্বামনা পূর্ণ করলেন । কিন্তু একি
বয়স ? কাছে এসে হাতের কাছে পেয়ে
ধৈর্য ধরতে পারছি না । দেখা দাও প্রাণেশ্বরী,
দেখা দাও—আর আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেল
না । একটা বেদনাকে দিয়ে রহস্য করিয়ে
আমার যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছ । বেদনীর অপবিত্র
কণ্ঠে কি এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত ঢালতে আছে ?
অন্ত রাজকুমার হলে তারই মোহে আত্মহারা
হয়ে হত বেদনাকেই আত্মসমর্পণ করে বসন্ত—
আমি কিন্তু বেদনীর শত চেষ্টাতেও আত্মহারা
হইনি । তোমার লোভে পিতার আদেশ
অমান্য করেছি । দাও প্রাণেশ্বরী—ধরা দিয়ে
পুত্রতার দাও ।

(২য় রাজকুমার প্রবেশ)

২য় ক । ওহো হো ! কেমন করে তাকে
পাব, কোথায় তাকে পাবি—শত প্রেমিকার
প্রাণের কামনা—হার হার ! আমার কি এমন
ভাগ্য যে, আমি তাকে পাব—শত প্রেমিকার
প্রাণের কামনা—উঃ !

পুণ্ড । র্যা ! কি বললে—কি বললে ?
সে তুমি ?

২য় ক । র্যা ! তাইত কি দেখছি—তুমি ?

পুণ্ড । বল, আবার বল—সেই বিশ্ববিমোহন
রে আবার বল ।

(রাজকুমারগণের প্রবেশ)

২য় ক । বটে ! ও একা বলবে—

সকলে । কেন কিসের জন্ত—আমরা কি
বানে ভেসে এসেছি ? (পুণ্ডরীককে বেটন
করিয়) শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা ।

পুণ্ড । তাইত, ব্যাপার কি ?

২য় ক । রাজকুমার ! এরা সব ছলনা-
ময়ী—এদের কথা শুনবেন না ।

পুণ্ড । কে তোমরা ?

সকলে । ও ব্যক্তিও যে, আমরাও সে ।

২য় ক । কি তোরা আর আমি এক—
আমার বাপ রাজা, আর তোদের বাপ ছোট
ছোট তালুকদার ।

৩য় ক । নে ভারী রাজা—ভূ-ই-জু ইটেঘাটা
হাটবাজারের রাজা ।

৪র্থ ক । যা, যা শুমোর করিস নি ।

পুণ্ড । তোমরা একি বলছ, আমি বুঝতে
পারছি না । দোহাই, সত্য করে বল এ গানটা
কে গাইছিলে ? দোহাই মন্দারী ! আমি একটু
পূর্বে তোমাদের মধ্যে একজনের মধুর কণ্ঠ
শুনছি । বল সে কার ?

২য় ক । সে আমার ।

সকলে । আমার গো, আমার !

৩য় ক । তবে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙি
—আমাদের কারও নয়, আমরা সব শুনে
শিখেছি ।

সকলে । শত প্রেমিকের প্রাণের কামনা

আমি পূর্ণ মাসি ।

পথের মাঝে পরাগ বধু দিও না গলায় ফাঁসি ।

পুণ্ড । কি, কি বললে ? আর একবার
বল দেখি শুনি ।

(অভিরামের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত ।

অভি । (আর) দার পাড় গেছে বলতে ।

আবার শুকলে আছাড় খাবে পাহাড় পথে চলতে ।

পুণ্ড । পাণ্ডিত্য নরায়ণ অন্বে । এখানেও
তুই ?

অভি । তুমি শিবরায়ের লগ্নে,
তোমাকে কি পারি ভুলতে ?
একি প্রাণে সবে, তুমি নিতে যাবে,
ভরালীপে পুরে জ্বলতে ।

পুণ্ড । স্মৃতি থেকে যদি না ঘাস ত তোকে
কেটে ফেলব ।

অভি । বল, বল—রাজকুমারীকে চুপ
বরে বইলে কেন ?

সকল । আমরা সবাই, ঘেরছি তোমার
কণ্ঠের নেশায় উল্লাসে ।

পুণ্ড । দূর—দূর—কাছে আসিসনি, কাছে
আসিসনি—দূর ।

অভি । ছেড়ো না—পিছু নাও—পিছু নাও ।
[সকলের প্রস্থান ।

(বরুণা ও মন্দির-গিরির প্রবেশ)

অনন্দ । কি মা ! তুমি সঙ্গে গেলে না ?

বরুণা । ওরা রাজকুমারী ওরা তাই সঙ্গে
গেল । আমি বেদের মেয়ে, আমি গিয়ে কি
করব ? তার ওপর আমিই কুমারী নই !

অনন্দ । তবে তুমি কি মানসে বেকট-
নাথের পূজা করতে এসেছিলে ?

বরুণা । আমার স্বামী দেশ ভ্রমণে বেরি-
য়েছেন, তাই তাঁর পথের কল্যাণ কামনা করতে
এসেছি ।

অনন্দ । বেদের মেয়ে তোমাকে মন্ত্র বলে
দিলে কে ?

বরুণা । কেন আপনি !

অনন্দ । আমি ?

বরুণা । আমি ঠাকুরের স্মৃতিতে লাড়িয়ে
কাদতে কাদতে বললুম—ঠাকুর ! আমি বেদনী
তোমার স্মৃতিতে আর কখন আসিনি—কি বলে

তোমায় ডাকতে হয় জানি না । কি বলে
তোমাকে ডাকব বলে দাঁও !—বলতে না বল-
তেই আপনি এলেন, মন্ত্র বলে দিলেন—আমি
বলতে বলতে ঠাকুরের মাথার ফুল পড়ে গেল ।
আপনি বললেন, ঠাকুর তোমার পূজা গ্রহণ
করেছেন ।

অনন্দ । সে কখন ?

বরুণা । সেই ভোরে ।

অনন্দ । কিরাতনন্দিনী ! সে আমি নই,
স্বয়ং বেকটনাথ তোমাকে নিজের পূজার মস্তো-
পদেশ দিয়াছেন ।

বরুণা । আপনিই ত বেকটনাথ ।

অনন্দ । তা তুমি বলতে পার । এখন
কোথায় যাবে ?

বরুণা । বনে ।

অনন্দ । বেশ যাও ।

[বরুণার প্রশ্ন ও প্রস্থান ।

বেকটনাথ ! আমার মূর্তি ধ'রে, এই কিরাত-
নন্দিনীর গুরু কার্য্য করে তোমার চিরদয়িত্ব
সেবককে অপদস্থ করলে কেন ? তোমাকে যে
পেয়েছে, তার অজ্ঞাতসারে, ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান তার
ভিতরে প্রবেশ করেছে । কিন্তু প্রভু ! আমি যে
অজ্ঞান । দেখো ঠাকুর ! বেদিনীর কাছে যেন
অপ্রতিভ না হই, তাহলে তোমারই সন্মুখে বিদ-
পানে প্রাণ ত্যাগ করব । তা স্বাক্ষর, কেবল-
রাজনন্দিনীকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ? সে
কখন এল, কখন গেল, সে এক পদক ফেলে
গেছে, তাইতেই সে এসেছে জানিতে পেরেছি,
নইলে জানতে পারিতুম না ।

(অব্যবহার অভিনয় দেখাইতে

বরুণার পুনঃ প্রবেশ)

হঁ । খবর পড়েছে ! কি বেটী ! এ পদক
কি তোর ?

বরুণা । আজ্ঞে, আপনি পেয়েছেন ! গলা থেকে কখন পড়ে গেছে জানতে পারিনি ।

আনন্দ । এ পদক আমার কাছে থাক, সময়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

উত্তান ।

(পুণ্ডরীকের প্রবেশ ।)

পুণ্ড । বাক, আর নয়—আর মিছে মরীচিকার লোভে ঘুরব না—এই কুহকময় সংসারে আমার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী মিলল না । যখন মিলল না, তখন মৃত্যুই আমার শেষঃ । শুধু এই দেশটা বাকী, এখানে মিলল ত ভাল, না মেলে গৃহে ফিরে পিতাকে বলব আমাকে মৃত্যু দিন । কুৎসিতা কদাচার বেদিনীকে বিবাহ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল । আর চলতে পারছি না, এই নগর প্রান্তে উপবনে কিছুকণের জন্ত বিশ্রাম করে তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব । এই বাগেই আমার অদৃষ্টের শেষ পরীক্ষা । এইখানে আমার চির আকাজক্ষিত প্রাপেদ্বরীকে পেলুম ত পেলুম, নইলে এই স্থান থেকেই ঘরে ফিরব—চির হিতাকাঙ্ক্ষী মঙ্গীর প্রাণ আমার ক্ষেয়বার জন্ত দায়ী । স্মরণ্য আর বেশী দিন আমার ঘোরা চলছে না ।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

এই—এই—ভগবান এই বার বুঝি আমার ঘোরা ঘুরির শেষ করলেন ! সেই কণ্ঠ—সেই স্বর, কিন্তু এত সে গান নয় । বিধি, এই বাগে বরুণে পেয়েছি, আমাকে সেই অমূল্য মণির খনিতে এনে উপস্থিত করেছে । মরি—মরি ! ভরসে ওরসে এ মোহন স্বর বিশাল আকাশ ব্যাপ্ত করে দিলে—তরলতার পত্রে, ভ্রমরের গুঞ্জনে,

পক্ষীর কলরবে যেন সহস্র বীণায় সে সুরের স্বরান দিয়ে উঠল । এসো মধুময়ী সঙ্গীতরসিনী ! তোমাকে সহসা পাবার প্রত্যাশা করে আমি অপরাধ করেছি । তুমি ধরা দিতে আমার গৃহদ্বারে গিয়েছিলে—এই বাগে এস প্রিয়তমে, আমি দূরে তোমার গৃহদ্বারে তোমার প্রেম-মন্দিরে অতিথি হতে এসেছি । তাইত সর্বাক রত্নবিকৃষিতা কিন্তু দারুণ কুৎসিতা—এ কে ?

(জটাবতীর প্রবেশ)

জটা । কেমন ?

পুণ্ড । তুমি কে ?

জটা । আগে বল কেমন ?

পুণ্ড । কেমন কি ?

জটা । কেমন জন্ম ?

পুণ্ড । কিসের জন্ম ?

জটা । বটে ! এখনও ঘোরবার সখ মিটেনি ? সখি !

পুণ্ড । থাক—থাক, আর সখীকে ডাকতে হবে না । তোমা'তেই যথেষ্ট । কি বলবে বল ?

জটা । আমাতেই যথেষ্ট হ'লে কি এখনও কথা কাটাকাটি কর ? এখনও তুমি জন্ম হওনি । কি বল, তানপুরো আনব ?

পুণ্ড । ও বাবা ! এ কোথায় এলুম ! ঘুরতে ঘুরতে শেব কালে হাবড়ে পড়লুম ! এর চেয়ে যে বেদেনী ছিল ভাল ।

জটা । বসে বসে ভাবতে লাগলে কি ? তানপুরোটা আনাই ?

পুণ্ড । তানপুরো কি হবে ? আমি ত গান জানি না ।

জটা । দেখি এত দিন ধরে শুনলে, আজও গানটা শিখতে পারলে না ?

পুণ্ড । তুমি বোধ হয় লোক চিনতে পারছ না । তুমি কাকে মনে করে কাকে বলছ ?

জটা। আচ্ছা তুমি না পার আমারই একটু শোন—কাকে মনে করে কাকে বলছি, তাহলেই বুঝতে পারবে।

পুণ্ড। থাক, এখন আর গানে প্রয়োজন নেই—তোমার রূপেই যথেষ্ট।

জটা। তুমি গানের পাগল, তুমি রূপের কথা তুলছ কেন তাই?

পুণ্ড। ও বাবা! এ বলে কি?

জটা। রূপ ত আমার আছেই, সে জগতের লোকে জানে। আমার রূপ দেখে হাজার হাজার রাজপুত্র পাগল হয়ে গেছে।

পুণ্ড। আহা! তাহলে অনেক রাজাকে নির্বংশ করেছে বল?

জটা। তা করতে হয় বইকি? বুঝতে পারছ না—এত বয়স পর্যন্ত আমার বিয়ে হয়নি কেন?

পুণ্ড। কেন হয়নি সন্দেহ?

জটা। আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য বাবা এক একটা রাজপুত্র ধরে আনে। সে যেমন আমাকে দেখে, অমনি পাগল হয়ে যায়। আর বাবাও অমনি তাকে দূর করে দেয়। শেষে বাবা রেগে আমাকে বললে, তুই আর কখন কাউকে রূপ দেখাসনি।

পুণ্ড। তবে এ অধীনের প্রতি এ করুণাটা হল কেন?

জটা। তুমি কি দেখে পাগল, তুমি যে শুনে পাগল। তোমায় কি জোর করে করুণা করতে হয়, তোমায় দেখলে করুণা আপনি আপনি উঠলে ওঠে।

পুণ্ড। কে তুমি সন্দেহ?

জটা। সন্দেহী আমি কেন, সন্দেহী তোমার প্রাণহানিকারী বেহেনী।

পুণ্ড। (স্বগতঃ) আরে ম'ল এ বলে কি?

জটা। কি, কথাটা কাণে লাগছে?

পুণ্ড। শুধু কাণে—হাড়ে, মগজে, মজ্জায়।

জটা। তাই বল—যখন দেখলুম, রূপে সুবিধে হল না, তখন লাথো টাকা খরচ করে, কালোদ্যাত দিয়ে গান শিখলুম।

পুণ্ড। আর সেটা আমারই ওপর প্রয়োগ করতে এসেছ বুঝি?

জটা। প্রয়োগ কি আঁজ করছি বধু! তুমি পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছ কার গানে?

পুণ্ড। সে কি, এতদিন আমি তোমারই গান শুনে উন্মত্ত হয়ে বেড়াচ্ছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ।

পুণ্ড। তোমারই জন্য আমি পিতার অবাধা হয়েছি?

জটা। হিঃ হিঃ হিঃ!—দেখ দেখ, আমার গানের মজা দেখ। লাথো টাকা খরচ করে শেখা গান। তাতে কি চালাকিটা করবার যো আছে?

পুণ্ড। সে বাগান তুমি রচনা করেছ?

জটা। হিঃ হিঃ! রচতে রচতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। দেখ—দেখ!

পুণ্ড। এখন থাক, পরে দেখা যাবে। তুমি তত দূরে কি করতে গিয়েছিলে?

জটা। কি করি বধু! কাঁছের রাজপুত্র সব পাগল করে উজোড় করে ফেলেছি, দূরের বধুর মধ্যে এক তুমি আছ বাকী। জানি তুমি একদিন না একদিন মগয়া করতে আসবেই। তাই বনের ভেতরে একটা বাগান তৈরি করতে লেগে গেলুম। আমি কিস্কিন্দার মেয়ে, আমার পূর্ব পুরুষ সীতা উদ্ধারের সময় সাগরে সেতু বেঁধেছে—আমি বা বাগান করব সে কি আর ছনিমার লোকে করতে পারবে?

পুণ্ড। তুমি সত্য বলছ?

জটা। তাহ'লে দেখ একটা মজার কথা কই। তোমায় দেখেইত মন প্রাণ মজে গেল। মনে করলুম তুমি বনে বনে ঘুরে ঘুরে সারা হচ্ছে, তোমাকে ধরা দিই। এই ভেবে আমার পোষা হরিণটে তোমাকে দেখালুম। কিন্তু তুমি এমন বোকা—নিজে না এসে, চাকরটা পাগিয়ে সন্ধান নিতে গেলে। তাইতে আমার রাগ হ'ল, আমি একটা বেদেকে বউ সাজিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লুম। কেমন প্রাণ বধু! বেদে বউটা পছন্দ হয়েছিল?

পুণ্ড। সে পছন্দের কথা আর কি বলছ— সেই অবধি প্রাণ আমার কেবল বেদে বেদে করছে।

জটা। কেমন! কেমন জব্ব করছি! নাও—আর কষ্ট করতে হবে না। এত দিনে তোমার কষ্টের শেষ হ'ল—নাও, এইবারে চল।

পুণ্ড। কোথায়?

জটা। একেবারে ছাঁদনা তলায়, আর কোথায়?

পুণ্ড। অনেক ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি— সন্দরী একটু বিশ্রাম করতে দাও।

জটা। আচ্ছা আমি পাশে বসি, তুমি বিশ্রাম কর।

পুণ্ড। সর্কনাশ করলুম দেখছি—একটা বেদিনীর ওপর অভিমান করতে একটা বাঘিনীর খপরে পড়লুম?

জটা। তুমি শত প্রেমিকার প্রাণের কামনা, তোমায় আমি কি ছেড়ে থাকতে পারি?

পুণ্ড। আরে মল! এ বলে কি?

জটা। তুমি পুর্ণিমার শশী আর আমি কুমুদী।

পুণ্ড। এ কোন মায়াবিনী নাকি? হে ভগবান, যদি আমাকে বেদিনী দানই তোমার

অভিপ্রায় হয়, ত তাই দাও। আমাকে এ রাক্ষসী মায়াবিনীর হাত থেকে রক্ষা কর।

জটা। কি চোখ কপালে উঠছে যে? এখন বুঝতে পারলে আমি কে?

পুণ্ড। তাই বল, তুমি আমার কুমুদী! তা ত্রুতক্ষণ বলনি কেন? তোমার জন্তই ত আমি পাগল হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

জটা। আম কি পর মানুষ ঘরে এনেছি গা! এ কথা তুমি ত্রুতক্ষণ বুঝলে!

পুণ্ড। তাহ'লে বলত আমার প্রাণের কুমুদী, আমি তোমাকে কেন ভালবাসি?

জটা। ব'ব বলব। ইয়া—ইয়া হাঁ—

পুণ্ড। কি মধুর—কি মধুর!

জটা। রিবিরিরি—এই টে হচ্ছে মহড়া—

পুণ্ড। উঃ! কি মধুর, কি মধুর!

জটা। অয়—অয়—অয়—

পুণ্ড। বাপ্!

জটা। এইটে হচ্ছে অস্থারী গিটকিরি।

পুণ্ড। বাপ্! অস্থারী গিটকিরিতেই প্রাণ কঠাগত হয়েছে, স্থারী গিটকিরি হলে আর বাঁচব না। দোহাই প্রাণকুমুদী ক্লান্ত দাও— তোমায় কেন ভালবাসি এই বারে বুঝতে পেরেছি।

(অভিভ্রামের প্রবেশ)

অভি। কি আমার প্রাণকুমুদীর সঙ্গে নির্জনে কে প্রেমালোপ করে? কেও রাজকুমার!

পুণ্ড। কে ও—অভিভ্রাম! আমি তোমার কি শক্রতা করেছি অভিভ্রাম যে, তুমি এমন করে আমার সঙ্গে শক্রতা করছ?

অভি। কি করব রাজকুমার! আপনাকে দেখিলেই মনের ভেতরে আপনা আপনি কেমন এক শক্রতা জেগে ওঠে। তাইতেই এমনটা ক'রে ফেলি!

পুণ্ড। বেশ যথার্থই যদি তোমার, এত শক্রতা জাগে, তাহ'লে এরূপ ক'রে অবমাননা না ক'রে, আমাকে হত্যা কর।

জটা। কিগো তানপুরোটা আনব ?

অভি। হাঁ হাঁ—অত কষ্ট করতে হবে কেন ? এক গাছা দড়ি দিই। তার এক দিক তুমি কোমরে বাঁধ, আর এক দিক দাঁতে ধর। তাহ'লেই পয়লা নম্বরের তানপুরো হয়ে যাবে এখন। তোমার উদ্দেশ্য একটা তুষো নাউ।

জটা। কি আমাকে তোমাসা ? এখন আমি রাজাকে বলে তোমার শিরচ্ছেদ করছি।

অভি। তাই কর ! হোমার রূপ দেখে আমার চোখ টনটন করছে।

(জটাবতীর প্রস্থান)

পুণ্ড। অভিরাম আমাকে মুক্তি দাও, আমি দেশে ফিরে যাই।

অভি। সত্য কথা ?

পুণ্ড। আর আমি মরীচিকার ওলোভনে যুবব না।

অভি। দেখুন, এখনও বুঝে দেখুন।

পুণ্ড। তুমি আমাকে সন্দেহ করছ ?

অভি। গৃহে গিয়ে বেদনাকে বিবাহ করবেন ?

পুণ্ড। তা কেমন ক'রে করব—প্রাণ দেব !

অভি। তাহ'লে আপনাকে আমি যেতে দেব না। আপনি কাঞ্চী রাজকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করুন।

(কাঞ্চী রাজকুমারী নেপথ্যে)

কাঞ্চী-কু। কই অভিরাম কোথায় তোমার প্রভু ?

পুণ্ড। তাইত অভিরাম ! শক্রতার ছল করে এ কি রূপের ডালি সম্মুখে এনে উপস্থিত

করলে। রাজনন্দিনী ! রূপের ভিত্তারী বলে কি আমাকে এতই কষ্ট দিতে হয় ? যেহেঁদে না—দোহাই প্রাণেশ্বরী যেহেঁদে না। পিপাসায় নয়ন আমার পূর্ন হ'তেই শক্তিহীন হয়েছে আর তাকে অন্ধ কর না ! মিলিয়ে দাও—সঙ্গী মিলিয়ে দাও। শুধু রাগিণীর আলাপে আর প্রাণ পরিতৃপ্ত হচ্ছে না। অভিরাম—ভাই ! সঙ্গীতে শব্দ যোজনা কর।

অভি। চলুন রাজকুমার, কাঞ্চী রাজ-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করবেন চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(বরুণার প্রবেশ)

গীত।

পথে কেনে ও কে চলেছে।

ছুট গাওে তারকা ঝরে—

চলিতে চলে, চলে সে চলে, বুঝি কে তারে পথে ছলেছে।

জীবনের সাধ কি ধন আশে,

আজিরে কেন সে পরবাসে—

পবন পরশে ঘন নিহরে সে,

কে যেন কাণে কি কথা বলেছে ॥

অজানা পথ শেষ, হবে না পাবে না দেশ,

ফুল কি কার (ও) সে পায়ে ঢেলেছে।

এ ভাবে কবের পথ মিলেছে ॥

(অভিরামের পুনঃ প্রবেশ)

অভি। এ কি ! বেদিনী যে ! এখানে পর্য্যন্ত ছুটে এসেছিস ?

বরুণা। হামি বেদিনী—মনের সাথে সারা হুনিয়া ছুটোছুটি করি—হামার আবার এখানে সেখান কি আছে ভাই !

অভি। আর মিছে আসা—যার জন্ত এলি, তাকে এই মাত্র রূপের বাঁদে ফেলে দিয়ে এলাম।

বরুণা । তুইই আমাকে সোয়ামী দিলি,
এখন আবার হুসমণি করলি কেনে ভাই ?

অভি । কেনে দিলুম বলব বেদেনী ?

বরুণা । কেনে ভাই ?

অভি । তোকে দেখে আমার প্রাণে কেমন
একটা উল্লাস আসে । আমার একটা বোন
বহুকাল থেকে নিরুদ্দেশ । তাকে দেখতে
পেলে মনে যে একটা আনন্দ হবে, এ যেন তার
চেয়ে কিছু কম নয় । বোধ হয় তোকে দেখে
সেই আনন্দই হয়েছে ।

বরুণা । তবে হুসমণি করলি কেনে ভাই ?

অভি । প্রাণ দিয়ে সে দেখতে শিখেছে
কি শুধু চোখ দিয়ে তার দেখা—তাই বুঝতে
তাকে এই স্তম্ভরীর কৃহকে নিক্ষেপ করেছে । সে
যদি শুধু বাহিরের রূপে মুগ্ধ হয়, তাহ'লে বুঝব
তার গান শুনে মুগ্ধ হওয়া মিথ্যা । তুই যদি
আমার ভগিনী হতিস, আমি কখন তোকে সেই
কপটাচারকে দান করতুম না ।

বরুণা । এতই যদি দয়া করলি, গরীব
বেদেনীকে বহিন বললি, তখন আমি বলি—
হামিই বা একটা কানাকে এ সাধের প্রাণ কেনে
জেলে দিব ? ভাই । তুই হামার নমস্কার লে ।
আমি তোর গরীব বহিন—আমার আশীর্বাদ
কর—হামি যেন তোর মান রাখতে পারি ।
হামি জান দিব, তবু কানাকে প্রাণ দিব না ।

অভি । বোন—আমিও তোকে ভা দিতে দেব
না । তাহ'লে আমি নিশ্চিত হয়ে কল্পে ফিরে
চলুম । বুঝলুম, আমি বাকে প্রথম দেখে
রাজার সমুখে উপঢৌকন দিয়েছি, সে বেদেনী
হ'লেও, যে রাজার ঘরে ঢুকবে, তারই ঘর
পবিত্র হবে ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

উদ্ভান ।

পুণ্ডরীক ও কাকীকুমারী ।

পুণ্ড । এই ত আমি তোমার কাছে
এসেছি । আকাজ্জার আবেগে পৃথিবী পর্যটন
ক'রে, আজ আমি তোমার ঘারে তিথারী ।
প্রাণময়ী ! এইবারে আমাকে তৃপ্তি ভিক্ষা দাও ।

কাকী-কু । আবার কি ক'রে তৃপ্তি ভিক্ষা
দেব ? এইত আমি তোমাকে বল্লম যে আমি
তোমার । তুমিও ত আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ ।

পুণ্ড । মনের আবেগে বলেছি—ঈশ্বর
বিশ্বাসে বলেছি—প্রাণের সামগ্রী পেয়েছি জেনে
বলেছি । কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হয়ে নীরব কেন—
দাসকে পরিচয় দাও ।

কাকী-কু । ওমা আবার কি পরিচয় দেব ?
আমি কাকীরাজকুমারী তোমার কি বিশ্বাস
হচ্ছে না ?

পুণ্ড । তাই কি তোমার পরিচয় স্তম্ভরী ?

কাকী-কু । তবে আবার কি ?

পুণ্ড । একি কথা রাজকুমারী ? আমি
কিসের জন্য তোমার অসুস্থদানে জগৎ ভ্রমণ
করেছি ? যে সঙ্গীতের স্বাক্ষরে তুমি আমার
মানসচক্রে রূপের উচ্ছ্বাস তুলেছ, আমাকে
সহস্র রূপ প্রলেভন তুচ্ছ করিয়ে এখানে
আনিয়েছ, আমাকে তার পরিচয় দাও ।

কাকী-কু । এখন আবার একি কথা !
তুমি আমাকে প্রাণেশ্বরী বলেছ । রাজার
রাজপুত্র আমাকে পাবার জন্য লালসিত
হয়েছে । আমাকে না পেয়ে উন্মাদ হয়েছে ।
আমি তাদের অগ্রাহ্য করে তোমাকে ভাল-
বেলেছি । পিতা আমার বিবাহের আয়োজন
করছেন । এখন আবার পরিচয় কি ?

পুণ্ড। সে কি? এরই মধ্যে বিবাহের উদ্দেশ্য করেছ কি? আমি ত এখনও তোমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি না।

কাঞ্চী-কু। কেন তোমার কি চোখের দোষ হয়েছে? তবে আমার হাত ধরলে কেন? একি বেদেনীর হাত যে, ধরে নিস্তার পাবে?

পুণ্ড। আমি তোমার পূর্ণ পরিচয় না পেলে তোমাকে বিবাহ করতে পারব না।

কাঞ্চী-কু। কি, আমার রাজ্যে এসে তুমি আমার অপমান করতে চাও?

পুণ্ড। এতে যদি অপমান বোধ কর, তাহলে আমি কি করতে পারি?

কাঞ্চী-কু। তোমার কি জীবনের ভয় নেই?

পুণ্ড। তা থাকলে পিতার আদেশ অমান্য করে এতদূর আসি? সেই গীতটী আমাকে শোনও—শুনিয়ে আপনার করে নাও।

কাঞ্চী-কু। বেদেনী যে গান গেয়েছে, আমি তাই গাইব?

পুণ্ড। বেশ, তা না গাও—যে গান শুনেছি, তার উত্তর দাও।

কাঞ্চী-কু। যদি উত্তর পছন্দ না হয়?

পুণ্ড। তাহলে বৃথাও, রূপ দেখিয়ে তুমি আমাকে প্রতারণা করেছ।

কাঞ্চী-কু। একেবারে বাসরেটী শুনে না কেন! দেখ প্রাণেশ্বর, তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তখন মনের আবেগে কি গেয়েছি, এখন তোমাকে পেয়ে প্রাণে ভয় হচ্ছে, যদি তোমাকে না তুষ্ট করতে পারি? তোমাকে কাছে পেয়ে আমার স্বরবন্ধ হয়ে আসছে, কেমন করে তোমাকে তুষ্ট করব?

পুণ্ড। রাজকুমারী—কথার প্রাণে যে একটু সুর আছে, তা গীত মাধুর্যের অপেক্ষা রাখে না। সে যে আপনা আপনিই মিষ্ট—

কাঞ্চী-কু। বেশ, তবে শোন!

(গীত)

রূপের পিয়ারী তুমি, তাইত আকুল প্রাণ।
হৃদয়ের পলকলে, সরসীর কালো জলে, তুমি ঢেলে

দেছ অভিমান।

পুণ্ড। কি বললে—রূপের পিয়ারী আমি? তোমার এই মাংস পিণ্ডের একটা কণহারা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে আমি এতদূরে এসেছি? আমার নেশা কেটেছে—আমি তোমাকে খুঁজতে এতদূরে আসিনি। তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তিনি তোমার জন্ত অল্প ভাগ্যবানের সন্ধান করুন। আমি বিদায় নিরে চললুম।

[প্রস্থান।]

কা-রা। কি, আমার বাড়ীতে এসে, আমার অপমান? মহারাজ! মহারাজ!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সেহু।

কাঞ্চীরাজ ও সৈন্যগণ।

সৈন্য। ওই বাচ্ছে—ওই বেটা চোর

পালাচ্ছে।

কাঞ্চী-রা। আর পালাবে কোথা—ব্রহ্মবে নদী পড়েছে—তাতে পড়লে আর বাঁচাতে হ'বে না। পালিবার এক পথ নদীর পোল, কিন্তু তার ওপারে একদল সেনাপাই, সহরের লোকে মোড় আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক থেকে আমি চলেছি, হুনিয়ায় আর কে আছে, তাকে রক্ষা করে?

সৈন্য। ওই যে পোলের উপর উঠল।

কা, রা। সাধ্য কি, উঠলেই বা করবে

কি—যাবে কোথা? চলে আয়—চলে আয়।

সকলে। মহারাজ! সরে যান—সরে যান—দাঁপ।

সৈ। ও বাবা! কইগো।

কা, রা! কোথায় রে—কোথায় রে?

সৈ। ও বাবা—কোঁস কোঁস করে
কোথায় গেল!

সকলে। সরে যান—সরে যান!

(সম্পূর্ণতা বরুণার প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান)

সকলে! ওরে বাবা ও কে গেল!—

পালা পালা—

নেপথ্যে। ধর—ধর—যেতে দিও না, যেতে
দিও না। পালালো—পালালো।

সকলে। যেতে দিও না—যেতে দিও না।

কা, রা। যে ধরবে তাকে লাথ টাকা
পুরস্কার দেব, ধর ধর—

[সকলের প্রস্থান।

(মংক ও বাধগণের প্রবেশ)

মংক। পোলের জোড়টা ভেঙ্গে দিবি,
দিয়ে কাঁধে নিয়ে খাড়া থাকবি। বেটিকে
জামাইকে পার করে দিয়ে, যেই দেখবি শালারা
পিছন নিয়ে সাঁকোর উপর চড়েছে, অমনি
কাঁধ ছেড়ে দিবি—সব শালারা জলে পড়ে হাব
ডুব খাবে, আর তোর অমনি সাঁতার দিয়ে
শালাদের আধ মণ করে জল খাইয়ে দিবি।

সকলে। আচ্ছা সরদার।

মংক। বেটা জামাইয়ের জ্ঞান বাঁচিয়ে যদি
যান যায়রে শালা, ক্ষেতি কিরে?

সকলে। কিসের ক্ষেতি, একদিন ত জ্ঞান
ঘাইবেরে—চল, চল।

মংক। চল, চল—আমি সাঁকোর নীচে
একটা লা ধরে রেখে আসি। বেটা যখন
জামাইকে নিয়ে চাপবে, তখন আমি তোদের
সকলি।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

নদীবক্ষ।

পুণ্ডরীক।

পুণ্ড। চারদিক ঘেঁরেছে, আর ত পালাবার
পথ নেই। ওপারে অস্বধারী সৈন্ত, আমার
পথ আগলে টাঁড়িয়ে আছে। এপারে অস্বধারী
সৈন্ত রাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে। তল-
দেশে খরস্রোতা তটিনী। কোন দিকে প্রাণ
বাঁচাবার উপায় নেই। তাহ'লে কি করি?
ভগবান, বেদিকে চাই, সেই দিকেই মৃত্যু
দেখতে পাচ্ছি। তাহ'লে কতকগুলো কাপুরুষের
হাতে ধরা দিয়ে মরি কেন?

(পশ্চাৎ হইতে বরুণা)

বরুণা। ঠিক বলেছ, এস বাঁপ খাই!

পুণ্ড। যাঁা যাঁা—কিরাতনন্দিনী তুমি?

বরুণা। কথা ক'বার সময় নেই, এস
আমার সঙ্গে বাঁপ খাও। আমি প্রস্তুত।

পুণ্ড। প্রস্তুত—মৃত্যুর জগ প্রস্তুত, কেন,
কি হুখে কিরাতনন্দিনী?

বরুণা। কেন, তুমিই বল?

পুণ্ড। মৃত্যুর পূর্বক্ষেণে তোমাকে গ্রহণ
করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। কিন্তু কিরাতনন্দিনী!
এখন বুঝছি, অপরাধ করেছে! এক সরলা
হাত ধরে এ ভীষণ মৃত্যুর দ্বারে আমি প্রবেশ
করতে পারব না। ফিরে যাও—দোহাই
বেদেনী কিরে বাণ্ড!

বরুণা। ফেরবার যে উপায় নেই রাজা!

পুণ্ড। উপায় নেই?

বরুণা। না রাজা—নেই।

পুণ্ড। তবে আয়—জীবনের শেষক্ষেণে
পরম্পরে উদ্ধাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—আমি
কিরাতনন্দিনী, উত্তাল তরঙ্গশিরে আমাদের
বাসর শয্যা রচনা করি।

বরণা । আঃ—কি সুখের দিন ।

পুণ্ড । স্বরাজ্যে ততীনী ভীম কলনায়ে
এখনি আমাদের সকল কথা উদরগত করবে ।
এই আমার প্রথম প্রেমালপ, এই আমার শেষ ।
উপরের ভবিষ্যৎ-সঙ্গী অশরীরী সহচরদের সাক্ষী
রেখে এস প্রিয়তমে তোমাকে পত্রীয়ে গ্রহণ
করি ।

(উভয়ের ব্যঙ্গ প্রদান)

নেপথ্যে । পোলে ওঠ, পোলে ওঠ—ওঠ
ওঠ—ওঠ—

(সিপাইগণের পোলের ওপর ওঠা ও পোল ভাঙ)

পটপরিবর্তন ।

নদীবক্ষে তরলীর উপরে বরণা ও পুণ্ডরীক ।

বরণার গীত ।

হামসে অবলা । হৃদয়ে অথলা
মুহি তমু তু জ প্রাণী ।
ভৌৎহারি পিরীতি কো মমুকে রীতি
হাম কুমুদী কি কা জনি ॥
সার। দিবস বুমে রতি অবল
সাঁঝে নয়ন যব মেসি—
বধুয়াকো পিয়াসী চাহি দশ দিশি
হেরি বধুয়া তব খেলি ।
সলিল তরঙ্গ উপরি করত রঙ্গ
তরলী নমুখে গুহি বাণী —
বো হি বিদগম জন, রাসে অমুগমন
নো কছু নহি অমুগনি ।

অক্টম দৃশ্য ।

বধ্যভূমি ।

শিবদাশা, মানবেজ, মাধবী, অভিরাম
ও পূর্ববাসীগণ ।

শিব । আর কেন দেওয়ান ! বর্ষান্তের
আর একদণ্ড মাত্র সময় অবশিষ্ট । আমার
মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ পুত্রের ফিরে আসবার

জন্ত তোমার প্রাণ দায়ী । পুত্র ফিরল না—
তুমি যুড়ার জন্ত প্রস্তুত হও ।

মান । প্রস্তুত কি আজ হয়ে আছি
মহারাজ ! আজ বোল বংসর প্রতি বৃহত্তে আমি
যুড়ার আগমন প্রতীক্ষা করছি, স্বেচ্ছায় যুড়া
এ ভয় গৃহে অতিথি হয়নি । আপনি করুণাময়,
সত্যনিষ্ঠ, অন্তর্ধর্মী, সমস্ত জেনে দরিদ্র ভৃত্যকে
দয়া করে মৃত্যু দান করছেন ।

শিব । কেন ভাই ! সে রুতর পুত্রের
প্রত্যাগমনের প্রতিভূ হয়েছিলে ?

মান । ঠিক হয়েছিলুম—জানতুম সে
ফিরবে, এখনও জানি সে ফিরবে ।

শিব । এর পরে ফিরলে আর তোমার
লাভ কি ?

মাধবী । ক করলে ? উন্মাদ ভাইকে
ফেরাতে গিয়ে আপনি ফিরে এলে ?

অভি । সে আসছে—আসছে ।

মাধবী । আর আসছে—আর এসে
লাভ কি ! এ অমলা জীবনট যদি গেল, তা

আর তার এখানে মুখ দেখাবার প্রয়োজন কি
শিব । দেওয়ান !

মান । এই যে য় কাঁটে মস্তক রাখছি
মহারাজ !

মাধবী । হা ভগবান কি করলে ?

অভি । তাইত ! আমারই ভুলে কি সা
নষ্ট হ'ল ? মহারাজ ! আমি যেন দেখতে পাছি
—উন্মাদের মতন রাজকুমার সময়ে পৌছিবা
জন্ত ছুটে আসছে । মহারাজ ! পবনে
বেগ, পবনের বেগ, তবু বৃষ্টি পারলে না !

শিব । জ্ঞানদ !

সকলে । রক্ষা কর, রক্ষা কর, হে ভগবান
রক্ষা কর, সাধু দেওয়ানকে রক্ষা কর ।

শিব । এখনও এক পল বিলম্ব জ্ঞানদ !

(জল্লাদের খড়া উত্তোলন, সকলের
চক্ষু মুদ্রিত করণ)
সকলে । হুগে ! দুর্গাশিখিনী রক্ষা কর—
রক্ষা কর ।

(পুণ্ডরীকের বেগে প্রবেশ, জল্লাদের
খড়া ধারণ)

পুণ্ড । দেওয়ান, গাজোখান করুন ।

মান । এসেছ ?

মাধবী । জয় দুর্গা, জয় দুর্গা ! তাই এসেছ ?
(সকলের জয়ধ্বনি)

শিব । পুত্র ! তুমি শুধু দেওয়ানকে রক্ষা
করলে না । তুমি দেওয়ানকে রক্ষা করলে,
আমাকে রক্ষা করলে, আমার বংশের গৌরব
রক্ষা করলে ।

অভি । এখনও বাকি আছে মহারাজ !
বেদেনী বিয়ের বাকী আছে ।

শিব । কি স্থির করলে পুণ্ডরীক ?

পুণ্ড । আপনার বেদেনী কই মহারাজ ।
এনে দিন, আমি তাকে গ্রহণ করি ।

শিব । তাইত হে বেদেনী কই ?

মাধবী । ওমা ! তাইত । এতক্ষণ ত
অরণ ছিল না, বেদেনী কই ?

(পুষ্পাভরণভূষিতা বরণা, বেদেনী ও

(ব্যাধগণের প্রবেশ)

বরণা । বেদেনীকে ঈর্ষা-জ্বলে ডুবিয়ে
দিরেছি মহারাজ । (প্রণাম করণ)

মাধবী । কি বেদেনী ! ভোল কেগালি
হে—আমার নয়স্কার কিরিয়ে দে ।

(অনিন্দগিরির প্রবেশ)

শিব । একি প্রভু ! একি ! আপনি !

অনিন্দ । যে বিবাহে শিব স্বয়ং ষটক,

সেখানে নন্দী ভূমী ভূত শ্রেত বরষাজী না হ'লে
শোভা পাবে কেন ? এই নাও মহারাজ !
কিরাতনন্দিনীর পরিচয় । সভ্যত ! তোমার
মধ্যাস্তা রাখতে কিরাতনন্দিনী আজ রাজনন্দিনী
হ'ল । কেয়লরাজ ! এই তোমার কস্তা !

মান । কেও—মা ! এতদিন পরে আমার
হারানিবি এলি ?

অভি । কেও ! ভগিনী—আমার ভগিনী !
আর আপনি ! আপনি আমার পিতব্য !
বেকেটেখর এ আমাকে কি দিলে ?

অনিন্দ । তোমার মহত্বের পুরস্কার !

মংক । এই লে রাজা—তোমার বিটা লে,
যোল বছর কাঁধে লিয়ে মাঝে মাঝে বকরেছি বে !

শিব । তোমার সামগ্রী তোমারই আছে ।
এস কিরাত ! তোমাকে আলিঙ্গন ক'রে ধন্ত
হই । এস মা কুললক্ষ্মী ! আমার ঘর আলো
করবে এস । এস কেয়লরাজ ! বহুদিন থেকে
তোমাকে আমি গৃহে রেখেছি, কিন্তু জনয়ে
রাখতে অবকাশ পাইনি । এস তাই জনয়ে
এস—ঠাকুর আপনার আশীর্বাদে বধাকুসুমি
আজ বাসর গৃহে পরিণত হ'ল ।

(বেদে বেদিনীগণের গীত)

(বনে) কোথাছিল কুমুদিনী সঙ্গোপসে ।

চাক্ষুশী ছিল বসি কোন গগনে ॥

কারে না দেখিল কেউ,

মনে মনে গুঠে চোঁট,

না-কুল বিরহী ছুটি মনোমলনে ।

কুমুদী নয়ন ফেলে, কৌমুদী গেল গলে

চান্দ ছুঁলি কলে আকুল প্রাণে ।

যে বাহারে ভুলে নিল হৃদি আসনে ॥

যবনিকা পতন ।

বেদৌরা ।

(গীতি নাট্য)

স্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯০২ সাল—অভিনয় রজনী ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম, এ,
প্রণীত ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রিট, হিতবাদী কার্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রী বিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১২ সাল ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ ।

| | |
|--|--------------------------|
| শা-জমান | খালেদান রাজ্যের অধিপতি । |
| কমরুলজমান | সাজমানের পুত্র । |
| উজীর | ... |
| দানহাস | অমর । |
| কাসকাস | দৈত্য । |
| চীনরাজ | ... |
| মার্জমান | বেদৌরার ধর্মভ্রাতা । |
| আখানস | এবনি উপদ্বীপের অধিপতি । |
| ওমরাহগণ, রক্ষীগণ, বান্দাগণ, হাকিম, নাগরিক- গণ, উদ্যানপাল, কাপ্তেন ইত্যাদি । | |

স্ত্রীগণ ।

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| বেদৌরা | চীন-রাজকন্যা । |
| মৈমুনী | অমরী । |
| হায়তন | আখানসের কন্যা । |
| খাত্রী | ... |
| বাদী | ... |
| অমরীগণ, ও জনৈক দ্রোলোক ইত্যাদি । | |

প্রস্তাবনা ।

(কোরস)

যুমে যুমে বীধবো প্রাণে প্রাণে ;
 জেগেতো সুখ পাবে না, যোর বাবে না,
 কাজ কি জাগার মিলনে ॥
 জেগে কেউ ধরা দেবে না,
 জাগা প্রেম নদতো একটানা,
 যুমে যুমে প্রেম ক'রে যাও—
 যুমে প্রেম বয়না উজান জীবনে ॥

বেদোরা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপুরী—আলন্দ।

সা-জমান।

(উজীরের প্রবেশ)

সা-জ। উজীর! কিছু ঠিক ক'রলে?

উজীর। জনাব! গোলাম একটা মত-
লব ঠাউরেছে, দেখুন নেখি সেটা আপনার
পছন্দ হয় কি না।

সা-জ। কি বল।

উজীর। জাঁহাপনা যে সময় পুত্রের কাছে
বিবাহের প্রস্তাব করেন, তখন সাজাদা নিতান্ত
বালক। তার ওপর নতুন নতুন কেতাব পড়ে
তখন তিনি বিজ্ঞান অভিযানে অভিযানী। এই
জনাই জাঁহাপনার প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য ক'রতে
সাহসী হয়েছেন। এখন কিন্তু তাঁর অবস্থা
ভিন্ন। কুমারের জ্ঞান ও বহুদর্শিতা লাভ হয়েছে।
তার ওপর তিনি এখন যুবা পুরুষ। মনের
বৃত্তি সকল অঙ্গে অঙ্গে প্রস্ফুটিত হ'চ্ছে। সুতরাং
বিবাহ সঁধকে প্রস্তাব করবার এই হ'চ্ছে উপযুক্ত

সময়। তবু পাচে সাজাদা লজ্জায় আপনার
প্রস্তাবে সম্মত না হ'ন, এইজন্য আমি ইচ্ছা
ক'রেছি যে, আপনি রাজসভায় বিজ্ঞ ওমরাও-
দের সাক্ষাতে প্রস্তাব করুন। আমার বিশ্বাস,
বুদ্ধ্যমান রাজকুমার ওমরাওদের সাক্ষাতে আপ-
নার মর্যাদাহানি ক'র্তে পারবেন না।—
অনিচ্ছা থাকলেও আপনার আদেশ অমান্য
ক'রতে সাহস ক'রবেন না।

সা-জ। এ অতি সুন্দর বৃত্তি।—দেখ
উজীর, তোমাকে আর আমি অধিক কি ব'লব।
—তুমি আমার বাল্যসখা—আমিও তোমাকে
চিরকাল সেই চক্ষেই দেখে আসছি—তুমিই
আমার বল বৃদ্ধি ভরসা।—তুমিই এ সম্বন্ধে
আমাকে রক্ষা কর।

উজীর। আমি গোলাম—জাঁহাপনার
মঙ্গলের জন্য স্তব্ধ বৃত্তিতে যা আসে তাই করি।

ফলাফল ঈশ্বরের হাত । ওমরাওদের আসতে আদেশ ক'রেছি । তারা এলো ব'লে, আমি ইতোমধ্যে সাজাদাকে সঙ্গে ক'রে আনি ।

[উজীরের প্রস্থান ।

সাজ । অ'ন । ঈশ্বর ! দয়া ক'রে বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পুত্র দিয়েছ—এখন দয়া ক'রে সেই পুত্রের মতি ফিরিয়ে দাও ।—সর্ব-শলক্ষণাক্রান্ত সন্তান পেয়েও বংশলোপ চিন্তায় আমি এক লম্বার জন্তও বে স্থখী হ'তে পারছি না । দয়াময় !—যদি পুত্র পেদেও আমার অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন না হ'ল, যদি বংশলোপই আমার অদৃষ্ট, তবে এ পুত্র পেয়েই বা আমার লাভ কি হ'ল ?—দোঁহাই দয়াময় ! কমরল জমানের যৌবন কাল দেখা পর্যন্ত যখন এ গোলামকে হকুম ক'রেছ, তখন রূপা ক'রে আমাকে পোত্রেয় মুখ দেখাও—আমাকে এ বৃদ্ধ বয়সে দুঃস্থতার প্রহারে মেরে ফেলো না ।

পরিবদবর্গের প্রবেশ ।

১ম । কেন জনাব, গোলামদের তলব করিয়েছেন ?

সাজ । শোন ওমরাওগণ—তোমাদের এই অসময়ে কেন আন্তে পাঠিয়েছি শোন । তোমরা সকলেই জান, সাজাদা বিবাহ ক'রতে চায় না ।

১ম । গোলামেরা জানে জনাব—এবং এইজন্তই গোলামেরা কেই স্থখী নয় ।

সাজ । ছেলে যদি বিবাহ না ক'রলে, তাকে পাণ্ডা না পাণ্ডা দুইই সমান ।—

সকলে । তা ত ঠিক ।

সাজ । তাইতে মনে ক'রেছি—আজ আমি, তোমাদের সবার সম্মুখে সাজাদাকে আনিতে, তাকে বিবাহ ক'রতে আদেশ ক'রব ।—আমার বিশ্বাস, তোমাদের সম্মুখে সে আর

আমার কথার প্রতিবাদ ক'রতে সাহস ক'রবে না ।

সকলে । এ অতি উত্তম পরামর্শ ।

(উজীর ও কমরল জমানের প্রবেশ)

কমরল । কেন পিতা, গোলামকে এ সময় তলব ক'রেছেন ?

সাজ । দেখ বাপ ! আমি দিন দিন দুর্বল হ'চ্ছি ।—আমার আয়ুক্ষয় হ'য়ে আসছে—আমি বেশ ব্যথতে পাচ্ছি, অধিক দিন আর আমি বাঁচব না । দু'দিন পরে এ রাজ্য তোমাকেই শাসন ক'রতে হবে । এই সব বিজ্ঞ ওমরাওদের পরামর্শ নিয়ে আমি এতকাল রাজ্য চালিয়ে এসেছি—এঁদেরই সংপরামর্শে আমি সংসারী হ'য়েছি । সংসারী হ'য়ে স্থখী হ'য়েছি—তোমার মতন পুত্র লাভ ক'রেছি ।—তাই এই সমস্ত সদ্ব্যক্তদের পরামর্শ গ্রহণ করবার জন্ত তোমায় ডাকিয়ে আনলুম ।—এঁরা তোমাকে কি ব'লছেন শোন ।

কমরল । যা হকুম ।

১ম । সাজাদা ! আপনি এই বয়সেই প্রচুর জ্ঞান লাভ ক'রেছেন । সুতরাং আপনাকে কোন কিছু উপদেশ দেওয়া বেয়োদয়ী । তথাপি গোলাম কিছু ব'লতে ইচ্ছা করে । রাজা শুধু আকস্মিকের জন্ত সংসার করেন না—প্রজা মঙ্গলই তাঁর প্রধান লক্ষ্য । প্রজা রাজার বিরোধে পাছে অনাথ হ'য়ে যায়, এইজন্ত রাজা পুত্রকামনা করেন । পুত্রে আপনার প্রতিষ্ঠা দেখে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্বর্গে যান । নতুবা বংশলোপ দেখে গেলে স্বর্গে গিয়েও তাঁর শান্তি থাকবে না । তাই আমরা সকলে আপনাকে অনুরোধ ক'রবার জন্ত এসেছি যে, আপনি এই বিবাহযোগ্য বয়সে বিবাহ ক'রে—

বহাগ্ভাব পিতা, বিজ্ঞ উজীর, রাজভক্ত প্রজা,
হয়ন কি আপনাকে পর্য্যন্ত স্মৃতি করুন।

সকলে। আমাদের সবার অহরোধ, বিবাহ
ক'রে আপনি এই পবিত্র বংশ রক্ষা করুন।

কম। বিবাহ ক'রলেই যে বংশ রক্ষা হবে,
তার এমন নিশ্চয়তা কি?

সাজ। তাতে বংশ রক্ষা না হয়, আমার
দৃষ্ট—কিন্তু তা ব'লে যে অবিবাহিত থাকতে
হ'বে, তার মানে কি? অন্ততঃ আমি পুত্রবধূর
দুখ দেখেও দুদিন স্মৃতি হই।

সকলে। আমরা সবাই আপনাকে অহরোধ
ক'রছি—আপনি এই অহরোধ রক্ষা করুন।

কম। এ যে অত্যাচার অহরোধ—

সাজ। ত্রায় হোক—আর অত্রায়ই হোক
—এ অহরোধ তোমায় রক্ষা ক'রতেই হবে।

কম। কেমন ক'রে করি—জাঁহাপনা?
কবি ব'লেছেন;—

লজ্জাহীন নারী যারে ক'রেছে বেঠন,

এ জীবনে মুক্তি নাহি তার;

সহস্র দুর্গের মাঝে যতপি রক্ষণ—

বজ্র যদি দুর্গের প্রাণকর—

তথাপি নিষ্কল বাধা রমণীর প্রাণ,

নিষ্কল সে দুর্গের গঠন;

নিকটেই থাক কিম্বা দূরে অবস্থান,

তথাপি সে করিবে দংশন।

হোক না সে বিজ্ঞাবরণী—

হোক না সে অজ্ঞান নয়নী—

হোক না সে কাঁদনিনী কুন্তল তাহার,

তথাপি মোহের আয়রণে—

পশিয়া সে সংসার কাননে—

মূহুর্তকে সর্কনাশী করে ছারখার।

দৈম্যে যতপি প্রীতি বাধিতে বীমাম্

সেব তাঁরে পূজা উপচায়ে;

রমণীকে দিয়োনাকো ঘরের সন্ধান,

বাধা দিয়া প্রবেশের দ্বারে।

সহস্র বরষাব্যাপী বিষম চেষ্টায়

যদি কর বিজ্ঞান সাধনা,

রমণী পরশ মাত্র পাড়িবে তোমায়—

পূর্ণ হ'তে কখন দেবে না।

সাজ। কবিতে এমন নিশ্চয় ক'রেছে—

অমন সুখ্যাতিও কত ক'রেছে।

কম। দোহাই জাঁহাপনা! বিবাহ ক'রতে

আমায় অনুমতি ক'রবেন না। যুগিতা নারী

দ্বারা আমি পর্য্যাক্ষ কর্তৃক ক'রতে পারব না—

সোণার জীবনকে বিষময় ক'রতে পারব না।

সাজ। ত'হলে এই যে এতগুলো বিজ্ঞ-

লোক তোমাকে অহরোধ ক'রছে—এরা

বিবাহ ক'রে সকলেই কি অসুখী?

কম। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবেন

না। সকল হাসিমুখের আবরণেই সুখের

হৃদয় থাকে না।

সাজ। ও সব বাজে কথা আমি শুনে

চাই না। বিবাহ তোমায় ক'রতেই হবে।

কম। জাঁহাপনার অত্যাচার প্রজার মধ্যে

গোলামও একজন। তাঁদের প্রাণের ওপরই

জাঁহাপনার অধিকার।

সাজ। বেশ, প্রাণে যদি মমতা থাকে

ত'হলে আমাদের কথা রক্ষা কর।

কম। বিবাহ—আমি ক'রব না।

সাজ। বিবাহ তোমায় ক'রতেই হবে।

কম। গোস্তাকী মাফ্ হুয়, দুনিয়ার কেউ

নেই যে, আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাধ্য করতে

পারে।

সাজ। কেউ নেই, কেউ নেই? এত

আম্পর্ক!—পারব না? ওকুতজ্জ নরাধম

সন্তান! তোমার ঔকতের ফলভোগ কর

কই ছায়—পারি কি না পারি দেখাছি—কই
ছায় ?—

(প্রহরীর প্রবেশ ।)

সকলে । যুবরাজ ! কান্ত হউন—কান্ত
হউন ।

সাজ । এই পাপিষ্ঠকে বেঁধে আমার
পুরাতন দুর্গ মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখ । উজীর
এই নরায়ণ পুত্রের চিরকরাবাসের ব্যবস্থা কর ।
যতদিন না ও তোমাদের মতামুখ্যায়ী কার্য করে,
ততদিন সেই অন্ধকূপে আবদ্ধ ক'রে রাখ ।
স্বর্গের মুখ দেখতে দি'য়ো না । দোষ বেয়াদব,
তোমার কত বড় জেদ !

। দ্বিতীয়া দৃশ্য ।

দুর্গ ।

মৈমুনী ।

মৈমুনী । দূর ছাই ! সারাদিন ঘুমিয়ে কাটা-
লুম, স্বাক্ষর প্রথম প্রহর পর্যন্ত আড়ামোড়া ভাঙ্গ-
লুম, তবুও ঘুমের ঘোর গেল না ! মাহুঘের দিন—
আমাদের রাত । মাহুঘ এখন দিবসের পরিশ্রমে
ক্লান্তদেহে নিদ্রার কোলে মাথা রেখে শান্তি
স্বপ্ন ভোগ করে, তখন আমাদের জাগরণ ।
তখন বাতাসের অঙ্গে ভর দিয়ে, নীল সাগরের
এবার থেকে ওদারে—চাঁদের স্তম্ভের ডেউ
তুলে—ভাসন্ত তারাকুল নাচিয়ে নাচিয়ে, আমরা
সাথে সাঁতার কাটি । বেখানে বা কিছু স্নানর,
খেতানে বা কিছু মধুর, সর্কাজে জড়িয়ে মানব
মানবীর ঘুমের ঘরে লুকোচুরি খেলি । এমন
কাজে আমার হেলা কেন ? চোখ এখনও
জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে । দূর ছাই ! ও চোক
ছাড় না । না—না ! এক হ'ল ? অপূর্ণ
সৌরভ কোথা থেকে এল ! গন্ধ ! গন্ধ !

অপূর্ণ গন্ধ—রূপের গন্ধ—ভদ্র ভদ্র ক'ছে ।
এ প্রাণ মাতান রূপ নিয়ে আমার আবাসের
পাশে কে বিচরণ করেছে ?—একি মাহুঘ ?—না
পরী ? শরীরী না অশরীরী ? কে এল ?

গীত ।

ঘুম ঘুম ঘুম জড়ান জাঁখি ।

সামনে খেল রূপের তুফান,

কারে রেখে কারে দেখি ।

চোপের ভণ্ডে দেখার বাহার চোখেরই খেলা

যে বাবে পার চোখে চোখেই

খাণ দুটী খেলা ।

চোক ভরা রূপ ছুটে প্রাণে

সাথে সাথে মাথামাখি ।

প্রাণের জ্বালা সোহাগ খেলা

ভুখু চোখেরি কঁকি ॥

(প্রস্থান)

(দানহাসের প্রবেশ ।)

গীত ।

মেরা মন করে যুবধুর ।

সেতারিক তার হরদম টানা হে গিয়া বেধুর ।

কলিকামে বাজ গির পড়া হার বেবাক বদন চুর ॥

পিরারিক সাথ নেহি মলাকাং,

নাশুন নেই আয়া কি গিয়া,

হাম হুঁড়ে ছনিয়া হাম হুঁড়ে ছনিয়া,

তব নেহি মিলতা, মন মেরা চলতা,

বড়ি দূর আসনাইপুর ॥

দান । ও বাবা যুবতে যুবতে এ কোথায়

এসে প'ড়লুম ! এই না সেই পুরোণা কেল্লা

মৈমুনী রাণীর আস্তানা ? যা চ'লে, সব মাজী !

পরীরাণী টের পেলেই ত গেছি । আমার প্রতি

তার যে ভালবাসা, দেখতে পেলেই ছেকলে

বেঁধে ফেলবে । না—কেমন কেমন ঠেকছে,

মৈমুনী যেন এখানে নেই ব'লে বোধ হ'চ্ছে ।

নইলে এক প্রহর রাত—সাড়া শব্দ নেই ! বোধ

হয় পরীরাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ।

মৈমুনীর প্রবেশ ।

মৈমুনী । এ আমি কি দেখলুম ? একি ?
একি এ অপূর্ণ রূপ ! এমন সুন্দর পুরুষ ত
আমি কখনও দেখিনি । এতকাল এই
কেন্দ্রায় বাস করছি, এখানে কখনও ত যাত্রী
দাস্তে দেখিনি । তবে কে এল ? কে একে
দানলে ? আরে কে ও দানহাস বে !

দান । আঁক্ ।

মৈমুনী । আঁক্ করে আঁতকে উঠলে যে ?
এখানে এমন সময় ?

দান । কেও পরীরাণী ? সেলাম ।

মৈমুনী । হঠাৎ এমন সময় এখানে কি
মনে করে ?

দান । এই তোমাকে দেখতে এলুম ।

মৈমুনী । বল কি ! আমার এত ভাগ্য
য, নিজে উপশ্রীক হয়ে খুঁজে আমাকে দেখতে
সেছে ।

দান । তা'না করলে তোমার দেখা
সহজে মিলবে না । তুমি ত আর গোলামকে
যা করে দেখা দেবে না ।

মৈমুনী । চোঁরাগো—বেরানব—

দান । তাহলে সেলাম পরীরাণী ! ভাল
বাছ—বাড়ীর সব খবর ভাল ? তা বেশ—
এ বেশ—ভাল থাকলেই আমাদেরও ভাল ।
এ হলে আসি, সেলাম ।

মৈমুনী । বল কি করতে এসেছিলে ?
ইলে সাজা নিতে হবে । বল—কোথা থেকে
আসছ—কি করতে আসছ ? সত্যি বল—
খ্যা বললে তোমার আর নিস্তার নাই ।

দান । তা হলে অন্তর দাও ।

মৈমুনী । বহুত আচ্ছা, ভয় নেই ।

দান । আমি এক রূপের নেশায় বৌদ
য়ে এখানে পথ ভুলে এসে পড়েছি !

মৈমুনী । কি রকম ?

দান । তা হলে বলি শোন পরীরাণী—
তামাসার কথা নয় । আমি আজ ঘুরতে ঘুরতে
চীনদেশে গিছলুম—সেখানে এক অদ্ভুত ব্যাপার
দেখে এলুম । সেখানে এক অপূর্ণ সুন্দর
বাগানে, একটা অপূর্ণ সুন্দর মর্মর বেদীর
ওপর, একটা অপূর্ণ সুন্দরী যুবতী নিদ্রা যাচ্ছে ।

মৈমুনী । তা এ আর একটা আশ্চর্য্য
ব্যাপার কি ?

দান । আশ্চর্য্য এই যে, সেরূপ সুন্দরী
আমি আর কখনও দেখিনি । আরও আশ্চর্য্য—
সুন্দরী বন্দিনী ।

মৈমুনী । বন্দিনী ?

দান । হাঁ পরীরাণী—বন্দিনী । বেদীর
ওপর শুয়ে আছে—তিনি গোছা চুল, মুখের
তিনি দিকে পড়েছে । আমি চুল বেয়ে মুখের
কাছটিতে গেছি—এমন সময় সুন্দরী নিশ্বাস
কেললে । আমিও সেই নিশ্বাসের ধাক্কায়
টাউরি খেতে খেতে এখানে এসে পড়েছি ।

মৈমুনী । ভাল, সে মেয়েটাকে এখানে
ভুলে আনতে পার ?

দান । কেন পরীরাণী ?

মৈমুনী । আমি এখানে একটা ছেলে
দেখেছি—আমার বিশ্বাস, তার যোগ্য সুন্দর
হুনিয়ার নেই ।

দান । আর আমি সে মেয়েকে দেখে মনে
করেছি যে, তার যোগ্য সুন্দরী হুনিয়ার নেই ।

মৈমুনী । কে সে ?

দান । চীনরাজ-কুমারী বেদৌরা । রূপের
অহঙ্কারে সে বিবাহ করবে না, প্রতিজ্ঞা
করেছে । কত দেশ থেকে কত রাজপুত্র এসে
হতাশ হয়ে ফিরে গেছে । বেদৌরা সুন্দরী
কায়ও অহুরোধ রক্ষা করেনি । তার পিতা

চীনরাজ শেষে বিবর্ত হ'য়ে তাকে শূন্যলে
বেঁধে, সেই বাগানে বন্দি ক'রে রেখেছে ।
তবু সুন্দরীর তেজ ভাঙেনি ! সে বলে—
আমার যোগ্য পুরুষ ছনিয়ায় নেই ! আর
আমিও দেখ'লুম পরীরাণী, তার যোগ্য সুন্দর
পুরুষ ছনিয়ায় নেই !

মৈমুনী। বল কি ? তুমি কি এ যুবককে
দেখেছ ?

দান। আর দেখতে হবে না ।

মৈমুনী। বেশ, তুমি একবার দেখ, দেখে
এসে বল ।

দান। তুমি যখন হুকুম ক'রলে, তখন
যাচ্ছি। কিন্তু সে কেবল মিছে বাওয়া—
মেহনতই সার ।

মৈমুনী। ভাল, তুমি একেবার আগে
দেখেই এস !

দান। কোথায় যাব ?

মৈমুনী। কেজার মাতের কামরার
দেখবে, যুবক শুয়ে আছে ! (দানহাসের
প্রস্থান) এর চেয়ে সুন্দর হ'তে পারে ! কখনই
নয়। দেখলেও বিশ্বাস ক'রতে পারি না !
মিথ্যা কথা—বেদাদবী। যেমন বেদাদব, না
দেখে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছে, আগে আশ্রক
তার উপযুক্ত শাস্তি দেব । (দানহাসের পুনঃ-
প্রবেশ) কি হ'ল ?

দান। ও আর হওয়া হওয়া কি, আগে
যা ব'লে গেছি—এর চেয়ে সে ডের সুন্দর ।
তুমি তা'রে দেখনি ।

মৈমুনী। এমন বেদাদবী ! আচ্ছা তাকে
নিয়ে এস । কিন্তু যদি এর চেয়ে বেশী সুন্দর
না হয়, তা হ'লে তোমার আর নিস্তার নেই ।

দান। আর যদি হয় ?

মৈমুনী। তা হ'লে যা চাইবে তাই দেব !

দান। দেবে ?

মৈমুনী। দেব ।

দান। দেবে ?

মৈমুনী। দেব ।

দান। দেবে ?

মৈমুনী। দেব !

দান। [বহুত আচ্ছা, সেলাম—আমি
এখনি নিয়ে আসছি ।

[দানহাসের প্রস্থান ।

(ইঙ্গিত ধ্বনি)

(পরীক্ষণের প্রবেশ)

মৈমুনী। এই যুবককে ঘুম পাড়িয়ে রাখ ।

পরীক্ষণ ।

গীত ।

আঁধার বেটে

ঘুট ঘুটে

দাঁতের পাটে লাগিয়ে মিশ ।

কপাট ফেটে

আরণ্যে ছুটে

ঘুমপাড়ানি গীস গিসী ।

ছজনে ছুটোক ধ'রে, [বেশে রাখ ঘুমের ঘোরে,

পাছে ঘুম নে যায় চোরে,

ধাকগো জেগে সারানিশি ॥

তৃতীয় দৃষ্ট ।

দুর্গাভ্যন্তর ।

দানহাস ।

দান। এনে, মেয়েটাকে ছেলের পাশে
শুইয়ে বড়ই কাপরে প'ড়'লুম দেখছি । এখন
এ ছুরের ভেতর কে বেশী সুন্দর, তা ত ঠাণ্ড
ক'রতে পারছিনি । এখন মৈমুনী আসবে ।
আশ্রক না দেখাই যাক—সে যে ধমক মেয়ে
জিতে যাবে, সেটা হ'চ্ছে না ।

(মৈমুনীর প্রবেশ)

মৈ। কি দানহাস। খবর কি ? মেয়েটাকে
এনেছ ?

দায়। এনেছি—কিন্তু আনিষ্ঠি সার।

মৈ। কেন ?

দান। মিছে মেহনত। এ সুন্দরী
যোগ্য পুরুষ মিলল না।

মৈ। বল কি—দেখি।

দান। এই দেখ !

মৈ। বার্থী দানহাস—এ কত রূপে রাণী।

দান। কেমন, ঠিক ব'লেছি না পরীরাণী ?
আগে থাকতেই ব'লেছি ত যে, গোলামের
ভাগ্যে জিত আছে।

মৈ। জিত—এ কথা তোমার ব'লে কে ?

দান। কেন—এই যে তুমি নিজ ব'লে !

মৈ। রমণীর রূপের প্রশংসা ক'রলুম ব'লে
কি, তুমি স্থির ক'রলে যে, এ যুবতী যুবকের
চেয়ে সুন্দর ?—তাও কি কখনও হ'তে পারে ?
এ রমণী যতই সুন্দরী হোক, তবু যুবকের
যোগ্য নয়।

দান। তোমার জোর বেশি—বেশি বেয়া-
দবী ক'রলে শাস্তি দেবে, কাজেই আমি চূপ।—
নইলে, অভয় দিলে বলি, যুবতী বেশি সুন্দর।

মৈ। বেশ, এখন মীমাংসা করছি (ভূমিতে
পদাঘাত করিয়া) কাস্কাস !

দান। রসো পরীরাণী। কাস্কাস ত
তোমারই লোক।

মৈ। বেশ, আমি থাকব না—কাস্কাস !

(নেপথ্যে—হজরাইন।)

জলদি আও—

(কাস্কাসের প্রবেশ।)

কাস ! হকুম পরীরাণী ! এই জিনকে কি
ঠেকাতে হবে ?

দান। না, অতটা কষ্ট তোমার ক'রতে
হবে না। তুমি কাহিল মানুষ, হাতে কি শেষ-
কালে থিল ধ'রবে।

কাস। চোপরাও জিন !

মৈ ! যারধোর ক'রতে হবে না।

কাস। দ্যা—তবে কি হ'ল !

মৈ। দেখ দেখি কাস্কাস—এই যে
দুজন শুয়ে আছে, এ দুয়ের মধ্যে কে বেশি
সুন্দর ? বেশ ক'রে দেখে জবাব দাও !

কাস। বো হকুম। [মৈমুনীর প্রস্থান।

কই—এই দুজনের ভেতরে ?

দান। হাঁ দাদা ! তুমি একবার দেখ ত।
তুমি না দেখলে কিছুতেই এ তর্কের মীমাংসা
হ'চ্ছে না।—(অগত) হাঁদা শালাকে কোণে
গুলিয়ে দিতে হ'চ্ছে।—দেখ দাদা—একবার
ভাল ক'রে দেখ।—হাঁ দাদা ! তোমার তবীয়ত
কি আছি নেই ?

কাস। খোড়া খারাপী হায়।

দান। তাই ত বলি—দাদার সে খবর
চেহারা খানা দেখতে পাচ্ছি না কেন ;—কান-
গুলো লুটিয়ে প'ড়েছে—আগে কেমন খোড়া
থাকত ;—মুখখানা এক ইঞ্চি ক'মে গেছে—
আগে লম্বা ছিল ;—চোখ দুটো অনেকটা
ভেসে উঠেছে—আগে কেমন অগম জলে মিট
মিট ক'রত ;—কেন দাদা ! এমনটা হ'ল ?

কাস। তবীয়ত খোড়া খারাপী হায়।

দান। তা খারাপী হায় কি, অমনি অমনি
হায়—না ভিতরমে খোড়া আসনাই ঢোকা
হায় ?—আমার বোধ হয়, তাই হায় ;—কেমন
না দাদা।

কাস। খোড়া খোড়া—তোকা হায়।

দান। কার সঙ্গে দাদা !—কার সঙ্গে ?—
এমন নসীব কার হ'ল দাদা ?—কে তোমার
নজরে প'ড়েছে ?

কাস। ও বাত ছোড় দেও—আবি এ
দোনো আদমি দেখাও।

দান। তা তো দেখাতেই হবে—এই দেখ দাদা—ভাল ক'রে দেখ। পরীরাণী আমাতে ভারী তর্ক হয়েছে—আমি একজনকে সুল্লর ব'লছি, পরীরাণী ব'লছে আর একজনকে।

কাস। তব তো তোম' হারেগা।

দান। তা তো হারেইগা—তবে নাকি তুমি খাঁটি আদমী—

কাস। আলবৎ—

দান। তোমার বাপ' ছেল খাঁটি আদমি—

কাস। বেসক—

দান। তুমি নিজেও একটা পছন্দদার আদমি—

কাস। ঠিক—

দান। তার ওপর নিজেও সুপুরুষ—

কাস। সচ বাৎ—

দান। মুখখানি বেন অষ্টমীর চাঁদ—

কাস। আমি অষ্টমীতে জন্মিছিলুম—

দান। আর যেমনি হাঁ ক'রেছিলে অমনি চাঁদখানা তোমার মুখের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল,—কেমন?—শেষ টানাটানি হেঁচড়াইচড়ি ক'রতে চাঁদখানা আধাআধি ছিঁড়ে গিয়েছিল—

কাস। চাঁদ আমি বড় ভালবাসি—

দান। তা'হলে চাঁদপানা মুখও বাস— তাই'লে দেখি দেখি দাদা—(কমরলকে দেখাইয়া) এই ছেলটো বেশী সুল্লর নয়—(স্বগত) বতই বোঝাই না কেন—শালা বেঁটে ঘনগিরে জিন—পরগম্বরের হুসমণ, আমি বা ভাল ব'লব, শালা তার উলটো ব'লবেই ব'লবে। দেখ দাদা—ভাল ক'রে—ছেলটো বেশী খুবসরৎ নয় ?

কাস। নেহি—নেহি, লেড়কী—লেড়কী—

দান। না দাদা—এটা হ'তেই পারে না, ভাল ক'রে দেখ।

কাস। চোপরাও—আলবৎ—লেড়কী।

মৈমুনীর প্রবেশ।

দান। নিশ্চয় পরীরাণী টাসারা ক'রেছে।

কাস। কভি নেই,—গাধা—গিধোড়।

মৈ। কৈ—কি—কে সুল্লর ?

দান। আর তুমি ইসারায় আগে ব'লে দিয়েছ—

কাস। নেহি গাধা—উল্লুক—

দান। আর উল্লুক—কখন নয়—লেড়কা—

কাস। নেহি, লেড়কী—

দান। তাই'লে বল পরীরাণী! কার হা'র ?

মৈ। এতেও কিছুই মীমাংসা হ'ল না। ও-গাড়োল এক কাজ কর—হ'জনকে আলাদা ক'রে জাগাও—যে বেশি গুরু হবে, তারই হা'র।—

(অন্তরালে গমন)

নেপথ্যে গীত।

চাদের কিরণ বয়ে যায়।

উঠেই জেমিক রায় এত কি ব্যাঘাত।

(কমরল জমানের উত্থান)

কম। আহা! কে গায়—এমন সুল্লর গান এখানে কে গায়! নিশ্চয় আমার মন নরম করবার অভিপ্রায়ে রাজা অন্তরালে বন্দীদের দিরে গানের ব্যবস্থা ক'রেছেন। না, একি ? পাশে আমার শুয়ে কে ? আমি ত একলা শুয়েছিলাম ! একি ? বান্ধা ভয় পেয়ে কি শু'ড়ি মেরে মেরে আমার কাছটিতে এসে শুয়েছে ? এই বান্ধা—এই বেয়াদব বান্ধা ! ওঠ।—না না—আহা ! একি ! একি অদ্ভুত—একি চমৎকার !—এ আমি কি দেখি ? আমি কোথায় ? দিগা পিতা—পুত্রবংশল পিতা ! তুমি এই অপূর্ণ সামগ্রী আমার জন্ত সংগ্রহ ক'রে রেখেছ। দ্যা—তা তো জানি—তুমি না ! মরি মরি—রমণী এত সুল্লর !!—আমার দর্প চূর্ণ করবার জন্তই কি আমার

অজ্ঞাতসারে এ স্তম্ভরীকে আমার কাছে শুইয়ে
দেবেছ ?—পিতা পিতা—কমা কর—আর
আমি রমণীকে ঘৃণা ক'রব না—আমার দর্প
চূর্ণ হয়েছে। আমি মৃত্যু বৃত্তিতে পারি নি—নিষ্কেষ
মন না বুঝে তোমার সঙ্গে তর্ক ক'রেছি। আর
ক'রব না—আমায় ক্ষমা কর। এই ভুবন
মোহিনীকেই আমাকে দান কর। আমি আর
কিছু চাই না। প্রাণেশ্বরি ওঠ—না বুঝে,
তোমাকে না দেখে আমি তোমার অমর্যাদা
ক'রেছি। ওঠ—দুটো কথা কও—তুখু দেশে
প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না। ওঠ, তোমার হাতে
আজ আমার সর্বস্ব সমর্পণ করি—তোমার দাসত্ব
গ্রহণ করি—ওঠ। তবু উঠলে না, অভিমানে
মুখ ফিরিয়ে রইলে!—এই নাও তবু আমার
সর্বস্ব দানের নিদর্শন—(অঙ্গুরীয় প্রদান)—কথা
ক'ইলে না। ভাল, প্রভাত হোক—তখন কেমন
তুমি কথা না কও, তোমার কত অভিমান
আমি একবার দেখে নেব। (পুনঃ শয়ন)

(বেদোয়ার উত্থান)

বেদ। কিছুতেই নয়—পুরুষের দাসত্ব কিছু-
তেই নয়—আমি আপনাব রাণী—কেন যেচ্ছার
পর্যবীণতা গ্রহণ ক'রব ? কিছুতেই নয়—গ্রীণ
বার তাও স্বীকার, তথাপি পুরুষের দাসত্ব কিছু-
তেই গ্রহণ ক'রব না। পিতা ! আমায় মৃত্যু
নাও, সাদী দিয়ে না। একি ! আমি
কোথায় ?—আমি ত বাগানে শুয়েছিলুম—
এখানে কে আনলে ? বাদী—বাদী !—একি !
পাশে শুয়ে কে ?—একি ! একি ! আহা একি !
—দ্যা—এ আমি কার পাশে শুয়ে ?—পিতা
—পিতা—কছাবৎসল পিতা ! একি ক'রেছ ?
দান্তিক কস্তার গর্ভ চূর্ণ ক'রতে এ তুমি কি
ক'রেছ ? একে ও আমি কখনও দেখিনি—
এমন ভুবনমোহন পুরুষ আছে, তা তো জানতুম

না।—এ'রই হাতে আমার সমর্পণ ক'রেছ ?
কস্তার প্রতি তোমার এত মেহ !—আর নয়,
আর আমি তোমার অবাধা হব না। এই ঈনিই
আমার প্রাণেশ্বর। হৃদয়বল্লভ ওঠ—দাসীর
সর্বস্ব গ্রহণ কর। সে সর্বস্ব তোমার পায়ে
বিক্রিয়ে দাসী হ'চ্ছে ওঠ। না না—এই যে
প্রাণেশ্বর আমাকে অঙ্গুরীয় দিয়েছেন—আমি
সর্বনাশী কালনিজায় আচ্ছন্ন হ'য়েছিলুম—আমার
কত ডেকেছেন—আমার ঘুম ভাঙে নি। এই
নাও—আমারও অঙ্গুরী নাও। (অঙ্গুরীয় প্রদান)
ওঠ—আর ঘুমিয়োনা—একবার ওঠ—উঠে এক-
বার বাদী ব'লে ডাক। তোমার মুখের বাদী
কথা শুনতে আমার বড় সাধ হয়েছে—প্রাণেশ্বর
—প্রাণেশ্বর। এত অভিমান। উঠলে না—
উঠলে না।—ভাল, কতকগুলি ঘুমবে ? আমি
তোমার পদ সেবা ক'রতে এই জেগে রইলুম।
না—একি রকম হ'ল—চোক জড়িয়ে আসে
কেন ? (পুনঃ শয়ন)

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ।)

দান। তার পর, পরীরাণী। কার হা'র ?
মৈমুনী। এখনও ঠিক হ'ল না। দু'জনকে
ছাড়াছাড়ি কর, মেয়েটাকে তার দেশে ফিরিয়ে
নিয়ে যাও। যে যার জন্ত বেনী উন্মত্ত হবে
তার হা'র।

দান। বহৎ আচ্ছা।

(পরীশবের প্রবেশ।)

পীত।

চাঁদের কিরণ বয়ে যায়।
উঠে শ্রমিক রায় এত কি দুয়ার।
চেয়ে চেয়ে মুখের পান,
চলে চাঁদ অভিমানে,
না দেখে চোখের তারা,
তার চলে মেঘের গায়।

(এত কি দুয়ার)

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্স।

সাঁ-জমান ও উজীর।

সাঁ-জ। দেখ উজীর, কালকে ছেলেটাকে তিরস্কার করে কারাগারে পাঠাবার পর থেকে আমি প্রাণের যতনায় ছটকট করেছি। তিনমাত্র সময়ের জন্যও কাল রাত্রে আমার নিদ্রা হয়নি। যে কাছে না শুলে আমার ঘুম হ'ত না, তাকে কিনা সাধারণ বন্দীর মতন আমি কারাগারে নিক্ষেপ করেছি! বল দেখি উজীর, একি কম কষ্ট? এ আক্ষেপ কি ম'লেও যাবে?

উজীর। দুনিয়াটা এমনই মজার জায়গা জনাব! লোকে এই সুখ এই সুখ করে, ছুটোছুটি করে তাকে ধ'রতে যাচ্ছে; কিন্তু সুখের আর নাগাল পাচ্ছে না। এই—ছেলে হ'ল না ছেলে হ'ল না ব'লে কত কষ্ট। ছেলে হ'ল, ভাবলেন এইবারে সুখের নাগাল পেলুম। কিন্তু ছেলে বে করে চায় না ব'লে আবার যে কষ্ট—সেই কষ্ট। ছেলে অব্যাহত হ'লেও কষ্ট। ছেলেকে শাসন করলেও কষ্ট।

সাঁ-জ। আর তোমার মতন উজীরের মু'ওচ্ছেদেও কষ্ট।

উজীর। কষ্ট বইকি জনাব—নইলে এ গোলাম রোজ রোজ কত বেদাদবী করছে, কিন্তু জনাব আজও পর্যন্ত তার যথোপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছেন না।

সাঁ-জ। দিইনি, এই বারে দেব। তোমার মতন উজীর থাকার কোনও ফল নেই। আমি কোথায় গুর কাছে মনের আবেগ প্রকাশ করতে লুম—কি করা না করা জ্ঞান্তে এলুম—সে সব কথার জবাব না দিয়ে উনি পরগণর সেজে

আমাকে বুদ্ধ দিতে এলেন। বত আনিষ্টের মূল তুমি। তোমার জন্তই ছেলে আমার কারাগারে গেছে। সব ওমরাওয়ার সাক্ষাতে পুত্রকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে, তুমিই ত আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। সকল ওমরাওয়ার সাক্ষাতে সে আমার কথা গুপ্ত কথা না কইলে ত, তাকে কারাগারে পাঠাতে ছুঁম দিহুম না!

উজীর। আপনি ঈশ্বরজানিত ব্যক্তি, আপনি যখন প্রিয়তম পুত্রকে শাস্তি দিয়েছেন, তখন সে শাস্তি ঈশ্বরেরই অভিশ্রাব। অবশ্যই তাতে শুভ ফল ফলবে জনাব!

সাঁ-জ। শুভ ফল ফলত ত তুমি এ ব্যক্তি বেঁচে গেলে, নইলে তোমার বর্গদান এবার আর কেউ রক্ষা করতে পারছে না।

উজীর। আমারও যদি কিছু জ্ঞান থাকে জনাব, তাতে আমার এই বিশ্বাস যে, এইবারে শুভ ফল ফলবে।

সাঁ-জ। ফলবে উজীর! ফলবে?

উজীর। এইবারে আপনার ছেলে বিবাহ করতে নিশ্চয় সম্মত হবে।

সাঁ-জ। হবে উজীর? সম্মত হবে? দেখ ভাই, তুমি আমার বাল্য-বন্ধু, তার ওপর আমার পরম হিতৈষী। মনের আবেগে পাগলামী করে দুটো একটা কথা বলি, কিছু মনে করনা।

উজীর। দেখি জনাব—আমি আপনার গোলাম। আপনার কৃপায় আমার শরীর ধারণ। আপনি চিরকালই আমাকে প্রেমচক্ষে দেখে আসছেন। আপনার তিরস্কার, আপনার আদরের চেয়েও বেশী মিলি।

সাঁ-জ। ছেলেকে না দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।

উজীর। ভাল—চলুন, একদিনের কারাবাসেই সাজানার মনের অবস্থা বোঝা যাবে এখন।

সাজ। তা হ'লে চল চল, আর বিলম্ব
সয় না ।

উজ্জীর। চলুন ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

দুর্গাভাস্তর ।

কমরলজ্জমান ।

কম। কি হ'ল! ঘুম ভেঙে উঠে আর
দেখতে পাচ্ছি না কেন? এর মানে ত কিছুই
বুঝতে পারছি না! চারিদিক ঘুরে এলুম, কই
কোথাও ত দেখতে পেলুম না। তবে কি
প্রাণেশ্বরী আমাকে রহস্য কব্বার জন্ত কোথাও
লুকিয়ে আছে? কোথায় তুমি স্বন্দরী?—
আর যে আমি এক মুহুর্তের জন্তও তোমার
অদর্শন সহ্য করতে পারছি না—কোথায় আছ,
নীত্র এস, দেখা দাও।—কই, তবু ত সাড়া
পাচ্ছি না।—এই ত প্রাণেশ্বরী আমাকে কৃপা
ক'রে গেছে—এই ত তার আংটি দিয়ে গেছে!
তবে একপ গোপনভাবে থাকবার মানে কি?—
বান্ধাটাকেও ত দেখতে পাচ্ছি না! বোধ হয়
সে সমস্ত থবর জানে। এই গোলাম।

(বান্ধার প্রবেশ)

বা। জনাব!—

কম। আমার পাশে কে শুয়েছিল,
দেখেছিলি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব, একটা বেরাল-
বাচ্ছা শুয়েছিল।

কম। বেরাল-বাচ্ছা শুয়েছিল কি?

বা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এ পুরাণো কেজা
—এর ভেতর বাঘের বাচ্ছা খুঁজলে পাওয়া
যায়, তা বেরাল-বাচ্ছা।

কম। তা নয়—আমার পাশে যে শুয়েছিল,
কোথায় সে?

বা। তিনি বাইরের বারান্দায় ইঁহুর
ধ'রুছেন।

কম। আ মরু বাটা।—ইঁহুর ধ'রুছেন কি?

বা। সমস্ত রাত আপনার পাশে শুয়ে-
ছিলেন, এখন কিদে পেয়েছে, তাই চুপি চুপি
ইঁহুর ধ'রুছেন।

কম। এসব কি বল্ছিস হারামজাদা বেটা?

বা। তা হ'লে কি বলব জনাব?

কম। তামাসা—বেয়াদব, আমার সঙ্গে
তামাসা? কা'ল যিনি আমার বিছানায় ছিলেন,
তাকে নিয়ে আয়।

বা। কই আর কে ছেল, দেখিনি ত হুজুর!

কম। নিশ্চয় দেখেছিস! বল তিনি
কোথায়, নইলে খুন ক'রে ফেলব!

বা। (শয্যা অধেষণ)

কম। ওকি ক'রুছিস?

বা। বোধ হয় বালিশের নীচে আছে।

কম। তবেই ক'রব—[প্রহার]

বা। দোহাই জনাব—আমি আর কিছুই
জানি না।

কম। নিয়ে আয়, নইলে খুন ক'রব।—
নিয়ে আয়।

বা। (গৃহের চতুর্দিক অধেষণ) জনাব!
ট্যাকটা দেখুন দেখি—যদি ট্যাকে রেখে
থাকেন।

কম। (পুনঃ প্রহার)

বা। দোহাই জনাব! আমি আর কিছুই
জানি না।

কম। নিয়ে আয়—(প্রহার) সাজাদীকে
নিয়ে আয়।

বা। ওয়ে বাবারে, গেছিরে!—

কম। না—এ শান্তিতে তোমার হ'চ্ছে না। দড়ীতে বেঁধে পাতকোর না বুদিয়ে দিলে, তুমি ব'লছ না। [প্রস্থান।

বা। দোহাই জনাব! দোহাই জনাব! গোলাম কিছু জানে না।

(রাজা ও উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কিরে—কিরে? ব্যাপার কি? বান্দা। জাঁহাপনা, গোলামকে রক্ষা করুন।

[রাজার পদতলে পতন।

উজীর। কি, কি, হ'ল কি?

বান্দা। সাজাদা আমায় আঠে পৃষ্ঠে মা'ব' দিচ্ছেন।

সাজ। তুই নিশ্চয় কোন বেদাদবী ক'রেছিলি।

বান্দা। দোহাই জাঁহাপনা! কিছু করিনি।

উজীর। শাস্ত শিষ্ট রাজকুমার তবে কি বিনাদোষে তোকে মারলেন?

বান্দা। জনাব, কার দোষে যে মারলেন, তা ত ব'লতে পারি না!

উজীর। কিছু কি তিনি বলেন নি?

বান্দা। ব'ললেন বই কি,—হাতে মা'ব'তে লাগলেন, আর মুখে ব'লতে লাগলেন। মারেন আর বলেন—সাজাদীকে নিয়ে আয়।

উভয়ে। সাজাদী?

বান্দা। দোহাই জনাব, সাজাদীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন বা'র করে দিন। নইলে বান্দার প্রাণ যায়।

উজীর। সাজাদী কিরে?

সাজ। হাঁ!—সাজাদী! সাজাদী! তাই ত বলি। এসব তোমার চাতুরী। তাই ত বলি! তুমি কিছু জান না? আমায় বোকা বোকাছ?

উজীর। দোহাই জনাব, এ গোলাম কিছুই জানে না।

সাজ। ও বাৎ হাম নেহি শুনেগা, সাজাদী বোলাও।

উজীর। (অশ্রুত) এইবার মুন্সিল ক'বুলে, আবার এক নতুন ফাসাস বাঁধলে দেখছি। ইঁরে বান্দা! সাজাদী কি বল দেখি?

বান্দা। বান্দা ঘুমিয়ে প'ড়েছিল, বান্দা ত সাজাদীকে দেখিনি হজুর। দোহাই জনাব! বান্দা কিছুই জানে না।

সাজ। বান্দা জানবে কি! তোমার কুটকচালে বুদ্ধি, ও গরীব বান্দা বুঝবে কি? নাও, তামাসা রাখ, সাজাদীকো বোলাও।

বান্দা। হাঁ জনাব, বোলাও—নইলে যার কেটো পিট, তাকে সাজাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি আর মার খেলে মরে যাব। আমার প্রাণ কঠায় এসেছে।

সাজ। সাজাদা কই?

বান্দা। আমাকে পাতকোর ঝোলাবার জন্য দড়ী আনিতে গেছেন। দোহাই জাঁহাপনা! রক্ষা করুন। মার পেয়ে অধ মরা হ'য়েছি। দড়ীতে বুললে আর বাঁচব না।

উজীর। জনাব, আপনি একটু অন্তরালে বান। আমি ব্যাপারিণা কি, একবার জেনে দেখি।

সাজ। ব্যাপার আবার কি? ব্যাপার কি তুমি জান না? আমার ছেলেকে গোপন ক'রে, আমাকে পর্যন্ত গোপন ক'রে, তলে তলে সাজাদী জোগাড় ক'রেছ।

উজীর। দোহাই জাঁহাপনা!—খোঁধার দোহাই,—এ গোলাম কিছুই জানে না।

সাজ। সত্যি?

উজীর। গোলাম কি এতই নীচ যে, জাঁহাপনার সঙ্গে প্রতারণা ক'বে? আর, ক'রে গোলামের লাভ কি? রাজকুমার যদি

সংসারী হন, তাতে কি এ গোলামেরও কম আনন্দ ? আমিই ত সাজাদাকে সংসারী দেখবার জন্য জনাবকে প্রতিদিন অহুহোধ ক'রে আসছি। কিসে সাজাদা বিবাহার্থী হ'ন, তার উপায় উদ্ভাবন করবার জন্য প্রতিদিন—প্রতি-ক্ষণ এ গোলাম শাস্তিশূন্য।

সা-জ। তা হ'লে—তাহ'লে এমনটা কেন হ'ল উজীর ? পুত্র কি আমার উম্মাদ হ'ল ?

উজীর। আপনি একটু অন্তরালে যান, সাজাদা এই দিকে আসছেন। ব্যাপারখানা কি, সাজাদার মুখে না ভুলে বুঝতে পারছি না। যারে বান্ধা—সরে যা।

(রাজা ও বান্ধার প্রস্থান, উজীরের অন্তরালে অবস্থিতি)

কমরলজমানের প্রবেশ।

কম। কোথায় গেল পাজী বেটা—কোথায় গেল ? এই যে, ভেবে বদমাস !

উজীর। সাজাদা ! সাজাদা ! আমি।

কম। কে আপনি ? উজীর ! আপনি ? আপনিই এই বালকের দান্তিকতার দমনের জন্য এই তীব্র রহস্ত-শাস্তির বিধান ক'রেছেন ? শাস্তি—চূড়ান্ত শাস্তি ! উজীর ! বালেদান রাজ্যের চিরন্তনাকাজী নিজপ্রধান ! এ অধম অজ্ঞানকে ক'মা করুন।

উজীর। গোলামকে এ আপনি কি বলছেন রাজকুমার ?

কম। গোলাম ? পিতার আবালা-সহচর, মরদাতা, শিক্ষক, আপনি গোলাম ? জানাভি-মানী বালক না বুঝে সময়ে সময়ে আপনার অমর্যাদা ক'রেছে, আজ আমি অমৃতপুত্র, —সমস্তই মস্তক অবনত ক'রছি, আমাকে ক'মা করুন। বখেটে শিক্ষা—চূড়ান্ত শাস্তি—আর

আমি মুহূর্তের জন্য সে সুলতানের অর্দর্শন সহ ক'রতে পারছি না।

উজীর। সুলতান কি ?

কম। এখনও রহস্ত ? আবার রহস্ত ? উজীর। আমি উম্মাদ। আবার রহস্ত ক'রলে হয় ত কি ক'রতে কি ক'রে ব'সব। হয় ত মর্যাদা রাখতে পারব না। এনে দাও, যত শীঘ্র পার এনে দাও।

উজী। রাজকুমার ! আপনি বুক্‌মান—বিদ্বান। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে আপনি এই বয়সেই সংসারে একরূপ বীতরাগ। এখন আপনাকে উপদেশ দিতে যাওয়া আমি বেদাদবী জ্ঞান করি। তথাপি যদি অহুমতি দেন, তাহ'লে গোলাম আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে সাহস করে। আপনি শাস্ত্র পাঠ ক'রে অনেক স্বপ্নেরও রহস্ত জ্ঞাত আছেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি, এটা স্বপ্ন কি না !

কম। স্বপ্ন ? কি বলছ উজীর ! স্বপ্ন ? আজ নিশায় শয্যাপাশে আমি যে লাবণ্যময়ী কোমলার নিশাস-স্পর্শ-সুগন্ধ অনুভব ক'রেছি, তা কি স্বপ্ন ? যার নিদ্রাবেশ লুপ্তি বাহুল্য ! আমার দেহ সংস্পর্শে তড়িচ্ছক্তি-প্রভাবে আমিই হৃদয়ে চিরজীবনের জন্য অবসাদ মাথিড়ে দিয়েছে, তাও কি স্বপ্ন ? ভাল তাও যদি স্বপ্ন হয়, উজীর ! (অঙ্গুরীয় দেখাইয়া) একেও কি তুমি স্বপ্ন বলতে চাও ?

উজীর। তাই ত—একি ! এ অঙ্গুরীয় ত আপনার নয় !

কম। স্বপ্নের—উজীর স্বপ্নের। যা আমি নিজে পারিনি—মুহুর সৌন্দর্যময়ীর রূপে উদ্ভাসবৎ হয়েও, সুলতানের সম্মান রক্ষার্থ আমি নিজে যে কার্য ক'রতে পারিনি, প্রেমময়ী এ

হতভাগ্যের মন বুঝে অপার কল্পনায় তাই ক'রে গেছে। আমার আত্মদানের প্রতিদানস্বরূপ আমাকে তার অঙ্গুরীয় দিয়ে গেছে।

উজীর। রাজকুমার !

কম। অভিমান ! অভিমানে চ'লে গেছে। অভিমান ! না কিসের অভিমান ? কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল না দেখে প্রাণেশ্বরী এ নীরস মুখের প্রেমাস্বাদে হতাশ হ'য়ে ঘুণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেছে। আর কি আসবে না ? উজীর ! আর কি আসবে না ? না না—তাকে দোষ দিচ্ছি কেন ? তোমরা তাকে নিয়ে গেছ—তাকে বলপ্রয়োগে নিয়ে গেছ। আমার নিদ্রাভঙ্গের অবসরে দুটো কথা কইতেও তাকে অবকাশ দাওনি।

উজীর। রাজকুমার ! চিত্ত স্থির করুন।

কম। আমার হৃদয় মন জানি আমার প্রজ্ঞাতসারে অপহৃত। উজীর। যে স্বর্কষ-হারা, তার আর চিন্তাই বা কি, আর সে চিন্তের স্থির-চাই বা কি ?

উজীর। ঈশ্বরের দোহাই, আমি এর কিছুই জানি না।

ল কম। (ধরিয়া) বেইমান ! মিথ্যাবাদী ! প্রবঞ্চক ! এখনও ব'লুছি নিয়ে আয়। নইলে ঠ্যাংঘাতে তোমার এ কুটিল উজীরী-লীলার অবসান ক'রব।

ল উজী। জাহাপনা ! রক্ষা করুন।

ব (বেগে সাধনানের প্রবেশ।)

স-জ। হাঁ হাঁ—কর কি—কর কি ?

উমাদ। কার গায়ে হস্তক্ষেপ ক'রছ ?

ত উজীরের হস্ত ছাড়িয়া কমরলের অবস্থিতি)

ভূমিন জ্ঞানশূন্য ! আমি পর্যন্ত যারে শ্রদ্ধা করি,

রাধম ! তুমি তারে অমর্যাদা কর। কমা

জাহাখনা কহ—নরাধম ! শীঘ্র কমা প্রার্থনা

কর, এখনি—এই দণ্ডে—আমার সম্মুখে। নইলে যে কারাগারে তোমাকে নিক্ষেপ ক'রেছি, তা হ'তে আরও অধিক যন্ত্রণায় কারাগারে চির-দিনের জন্য তোমাকে নিক্ষেপ ক'রব।

উজীর। রাজকুমার ! শাস্ত হ'ন। যথার্থই ব'লেছি—আমি কিছুই জানি না। এ প্রবঞ্চনায় লাভ কি ? স্থিরচিত্তে সমস্ত ঘটনা আমাকে বলে ব'ললে, আমি প্রাণপণে আপনার উপকারের চেষ্টা ক'রতে পারি। সাজাদীর অস্তিত্ব যত্ননি সত্যই হয়, দুনিয়ার সর্বত্র সন্ধান ক'রে তাকে এনে দিতে পারি।

স-জ। নরাধম ! এমন হিতাকাঙ্ক্ষী উজীরেরও তুমি অপমান কর। যদি দুঃখের প্রতিকার চাও, অগ্রে নতজাহু হ'য়ে এ মহাশ্বার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। (কমরলের নতজাহু হওন)

উজীর। কিছু প্রয়োজন নেই জনাব ! রাজকুমারের শ্রুত বা আমার অবদিত নেই। চিন্তের অস্থিরতায় একটা কার্য্য ক'রে ফেলে-ছেন, তাতে ক্ষমা কি ? (কমরলকে তুলিয়া) উঠে আসুন। জাহাপনা ! বা দেখলুম, তাতে এ ঘটনাকে আর আমি স্বপ্ন ব'লতে পারি না। এ ঘটনায়, এ তরলমতি বালকের চিত্তবিকার বিচিত্র কথা নয়। (কমরলের হস্ত ধরিয়া) আসুন রাজকুমার ! সঙ্গে আসুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

চীনরাজ্য—উজান।

ধাত্রা ও বানী ।

ধাত্রী। বলিস্ কি ?

বানী। আর বলাবলি নেই ধাই মা, তুমি একবার দেখ, দেখে ব্যথস্থ কর। সর্বনাশ ধাইমা—সর্বনাশ হয়েছে।

ধাত্রী । যা বলিস্ কি ? বেদৌরা পাগল হয়েছে । কি সর্ব্বনেশে কথা কইলি বান্দী ?

বান্দী । একেবারে উন্মাদ পাগল । ঘুম থেকে উঠে চারিদিক ছুটোছুটি ক'রছে, আপনার মনে কত কি ব'ল'ছে, বান্দা বান্দী সবার ওপর জুলুম ক'রছে । একবার দেখে খাইমা—একবার নিজের চক্ষে দেখে ; দেখে ভালমন্দ যা হোক ব্যবস্থা কর ।

ধাত্রী । সর্ব্বনাশ । বেদৌরা পাগল হ'ল, তাহ'লে কাকে নিয়ে থাকব ? এই রাজাই দেখছি সর্ব্বনাশ ক'রলে । বে বে ক'রে পেড়া-পীড়ি ক'রে মেয়েটাকে ক্ষেপিয়ে দিলে । তা এতক্ষণ তোরা চুপ ক'রে আছিস্ কেন ? হাকিম ডাক, দাওয়াই দে, নইলে মেয়েটা বিধোরে মারা যাবে ?

বান্দী । সে যা করতে হয় তুমি কর, আমি রাজাকে খবর দিইগে । কেন শেষকালে দোষের ভাগী হব । [প্রস্থান ।

ধাত্রী । হায় হায় ! একি সর্ব্বনাশ হ'ল—বেদৌরা পাগল হ'ল ? অমন সোণার মেয়ে পাগল হ'ল ?—ওরে কোথায় আছিস্—ওরে বান্দারা কে কোথায় আছিস্ ! শিগ'গির আয় । আরে মর—কোন চুলোয় গেলি—ওরে বান্দা—ওরে পাঞ্জি ছুঁচো নছাব—

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা । কি হুকুম দাই মা ?

ধাত্রী । এতক্ষণ কোন চুলোয় ছিলি ? ডেকে আমার গলা ভেঙে গেল । ব'সে ব'সে কেবল রাজার অন্ন ধ্বংসাবে—দরকারের সময় পাওয়া যাবে না !

বান্দা । এই ত সব ডেকেছ—এখন কি ক'রতে হুকুম কর ?

ধাত্রী । হায় হায় ! নাতীটেও এ সময়

দেশ ছাড়া । মার্জমান যদি থাকত, তা হ'লে কি ভাবি ? সে এখনি কত রকমের দাওয়াই খাইয়ে মেয়েটাকে আরোগ্য ক'রে ফেলত ?

বান্দা । এখন কি জন্তু ডাকলে বল ?

ধাত্রী । আরে মর—এখনও হাস্‌নি-দাঁড়িয়ে আছিস্ !

বান্দা । কোথায় যেতে হবে না ব'ল'তে যাব কোথায় ?

ধাত্রী । জাহান্নমে যাবি আর কোথায় আমি ব'ল'ব তবে যাবি—কেন তোমার কি বু' শুদ্ধি নেই ? কোথায় যেতে হবে যদি ? জান'বি, ত রাজসংসারে চাকরী ক'রতে এসেছি কেন ? যা—যা—আরে মর যা—তবু দে দাঁড়িয়ে রইল । মিছে সময় নষ্ট ক'রতে লাগ—ওরে মেয়েটা যে মারা যায়—যান ।

বান্দা । এ ত ভারী বিপদ—যাব কোথায়

ধাত্রী । বেমার হ'লে কোথায় যাব ?

বান্দা । গোরে যাব ।

ধাত্রী । বস, তবে আর কি—এই ত জানিস, তাহ'লে গোরে যা !

বান্দা । আমার ত বেমার হয়নি । গোরে যাব ।

ধাত্রী । যার বেমারই হ'ক না বে তোকেই গোরে যেতেই হবে । বান্দা হয়েছে কেন ? আরে ম'ল কেবল কথা কাটাব ক'রছিস, এতক্ষণ দাওয়াই আনলে যে, সাজা বেমার অন্ধেক আরাম হয়ে যেত !

বান্দা । ও ! দাওয়াই ! তাই বল, এখনি আনিছি । [প্রস্থান

(বেদৌরার প্রবেশ)

বেদৌরা । এই যে দাই মা । হাঁ মা । তুই শুদ্ধ আমার সঙ্গে তামাসা আ' ক'রলি ?

ধাত্রী। না দিদি, এমন কাজ কি আমি ক'রতে পারি? আমি যে ছাই তোমার জন্ত নিত্য তোমার বাপের সঙ্গে রগড়া ক'রছি। বলছি বাছা! তোমরা কচি মেয়েকে পীড়ন ক'র না। আমি তোমার সঙ্গে তামাসা ক'রব? এও কি একটা কথা হ'ল বেদোরা?

বেদোরা। তবে লুকেচুরি খেগুছিস কেন? আমার কাছে গোপন ক'রছিস কেন?

ধাত্রী। কেন গোপন ক'রব—কি জন্ত গোপন ক'রব? আমি ছিলুম না, তাই বানী বটীরে গোপন ক'রেছে। আমি কি এমন কাজ ক'রতে পারি?

বেদোরা। তবে দে—শিগুগির ক'রে হনে দে।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আনতে দিয়েছি, এল 'লে দিদি, এল ব'লে। দৈর্ঘ্য ধর—উতলা য়ো না।

বেদোরা। মন ধৈর্য্য মানছে না—প্রাণের এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিছে না।

ধাত্রী। অনেকক্ষণ আনতে পাঠিয়েছি দিদি, ল ব'লে।

(বান্দার পুনঃ প্রবেশ)

এনেছিস বান্দা—এনেছিস?

বান্দা। আনতে আনতে পথ থেকে ফিরে এসছি, কি আনতে হবে তা ত বলনি।

ধাত্রী। আ আমার পোড়া কপাল! তক্ষণ মিছে সময় নষ্ট ক'রুলি? কি আনতে ব—আমি বলে দেব তবে আন্বি।

বেদোরা। ও সব বাজে কথা রাখ! শুধু আমার প্রাণেশ্বরকে এনে দে।

ধাত্রী। যা—শুনলিত, প্রাণেশ্বর নিয়ে আয়।

বান্দা। কতটা আন্ব?

ধাত্রী। এক পেয়লা নিয়ে আয়।

বান্দা। বহুত আচ্ছা।

বেদোরা। এক পেয়লা প্রাণেশ্বর আনবি কি?

ধাত্রী। ওরে তবে এক বোতল প্রাণেশ্বর আন, এক পেয়লায় দিদিমণির কুলুবে না।

বেদোরা। আরে মর, এক বোতল প্রাণেশ্বর আনবি কি?

ধাত্রী। তাহ'লে কত আন্ব দিদিমণি, বেশী প্রাণেশ্বর খেলে যে সর্দি হবে।

বেদোরা। আরে মর বেটা, প্রাণেশ্বর খাব কি?

ধাত্রী। না খেলে চা'বে কেন দিদি। সকাল বেলায় তোমার মাথাটা খারাপ হ'য়েছে কিনা।

বেদোরা। তবেয়ে বেইমানী, তামাসা—পাজী বেটা—নচ্ছ'র-বেটা! 'তুইও সময় বুকে তামাসা আরম্ভ ক'রলি?

ধাত্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেকি?—ও বাবা, তামাসা কি? সেকি? তোমায় তামাসা ক'রব কি?

বেদোরা। লে আর—জলদি লে আও—নইলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

ধাত্রী। দোহাই দিদি, আমি বুড়ো মানুষ, আমার ওপর তা'হুনি ক'র না। আমি তোমার যেমারীর খবর শুনেই, দাওয়াই আনতে পাঠিয়েছি।

বেদোরা। যেমারী কার? আমার না তোর? তাই বৃদ্ধ বয়সে আমার সঙ্গে তামাসা ক'রছিস? আনিস বাবা—এখনি আমি তোকে কেটে ফেলতে পারি।

ধাত্রী। তা পার, কিন্তু :কি অপরাধে কাটাবে মা?

বেদোরা। অপরাধ—ওক অপরাধ। আমার পিয়ারকে সকাল বেলায় আমার কাছ থেকে

তুলে কোণায় লুকিয়ে রেখেছিল। আমি এত সাধছি, তবু আমার কথা কাণে তুলছিল না।

ধাত্রী। পিয়ার—পিয়ার কি মা ? আমি ত তা কিছুই জানি না।

বেদোরা। জানিস, নিশ্চয় জানিস—তোরা সবাই জানিস। তুই বৌ বড়ো বদমাশ—তুই বেশী জানিস—শিগগির আমার প্রাণেশ্বকে এনে দে, নইলে এখন তোকে কেটে ফেলব।

ধাত্রী। ওমা ! দোহাই আমি কিছুই জানি না। কে তোমার কাছে ছিল, আমি কিছুই দেখিনি।

বেদোরা। আবার মিথ্যে কথা, আবার বদমাইসী—বেইমানী !

(রাজা সহ বাদীর প্রবেশ)

রাজা। কি—কি ? ব্যাপার কি ?

ধাত্রী। এই দেখ মহারাজ ! সকলশ হ'য়েচে—দ্বিমিণি আমার কেমন কেমন ক'রছে। দেখ মহারাজ ! ভাল ক'বে দেখে, দেখে দাওগাতি দাও। কি প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রছে, তাই না হয় এনে দাও—

রাজা। এ তুই কি বল'ছিস ?

ধাত্রী। আর তোমরা বল'তে দিলে কই মহারাজ ! বলবার মতন বলতে দিচ্ছ কই। আজ মেয়েটার খসম দেখে কত আমোদ ক'রব, তা না ক'রে কিনা, আজ প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর ক'রে প্রাণটা আকুলি বিকুলি ক'রছে। এখন যাতে দ্বিমিণি আমার শিগগির ভাল হয়, তাই কর। প্রাণেশ্বর বেটে মাখায় দিলে যদি সারে, ত তাই দাও ; আর ঢুক ক'রে খাইয়ে দিলে যদি বেমার আরাম হয়, ত গলা চিরে ঢুক ক'বে খাইয়েই দাও। দ্বিমিণির আমার বকের খড়কড়ানিটে ক'মে থাক।

রাজা। পাপলের মতন বকিসনি, চ'লে যা। ব্যাপার কি, আমার বুঝে দে।

ধাত্রী। বোক বাবা বোক, তোমায় হাতে ক'রে মাহুব ক'রেছি, বাকীকে হাতে ক'রে মাহুব ক'রেছি, আর এই পুটে মেয়েটা—তাকেও কিনা বড়ো কালে মাহুব ক'রলুম। আহা মেয়ে ত নয়—বাবাকে বাবা বলে, মাকে মা বলে, আর আমি যে বড়ো দ্বিধি—আমাকেও চিনেছে।

রাজা। যা, সব বুঝেছি, এখন চ'লে যা—চ'লে যা।

ধাত্রী। হায় হায়, কি হ'ল—কি ক'রলে ?
[প্রস্থান।]

রাজা। কি হ'য়েছে মা ?

বেদোরা। পিতা ! আর আমি অবাধ্য হ'ব না, আর দান্তিকতা দেখাব না। চিরদিন বাদীর মতন আপনার আদেশ পালন ক'রব ! যে যুবাকে ক'ল রাতে আমার পাশে শয়ন ক'রতে আদেশ ক'রেছিলেন, আমাকে তারই হাতে সমর্পণ করুন। আমি বিবাহ ক'রতে প্রতিকৃত হ'ছি। কিন্তু সে না হ'লে বিবাহও ক'রব না, এ জীবনও রাখব না।

রাজা। যুবা পুরুষকে পাশে শয়ন ক'রতে আদেশ ক'রেছি কি ?

বেদোরা। দোহাই জনাব, কস্তার সঙ্গে রহত ক'রবেন না।

রাজা। এ সব কি কথা ?

বাদী। সকাল থেকে জনাব, ওই কথা। রাজকুমারী সকাল থেকেই ওই রকম অস্থির হ'য়েছেন, আমাদের মাহুরতে ধ'রতে আসছেন।

রাজা। কোন অজ্ঞাত যুবা এসে মেয়ের পাশে শুয়েছিল নাকি ?

বাঁদী। না জনাব! কেউ আসেনি—আমরা চারধার বেড়ে শুয়েছিলাম। পাশে থাকবার মধ্যে ছিলুম আমি। কি ক'রে আসবে, আট ঘাট বন্ধ।

রাজা। মা আমার ঐধ্য ধর, উতলা হ'য়ে না। আমি আজই তোমার স্বস্তি ভাল পাত্র আনিচ্ছি।

বেদৌরা। কাল রাত্রে যিনি আমার পাশে ছিলেন, তিনি ভিন্ন অস্ত্র কাউকেও আমি বরণ ক'রব না।

রাজা। কাল রাত্রে কেউ তোমার পাশে ছিল না।

বাঁদী। কেও ছিল না! সওয়ার আমি—আর কেউ ছিল না।

বেদৌরা। নিশ্চয় ছিল, তবেই হারাম-জালী বাঁদী!

বাঁদী। দোহাই মহারাজ! রক্ষা করুন।

রাজা। বেদাদবী আমার স্তম্ভে? কেই হয়। (বাক্সার প্রবেশ) বাঁধ—পাপীন্দীকে গলায় শেকল দিয়ে বাঁধ। লে যাও—জলদি সাম্নেসে লে যাও।

বেদৌরা। মিথ্যে মনে করেন, এই আংটা দেখুন।

বাঁদী। ভেকী—জনাব ভেকী—হাওয়ার আংটা—দেখাবেন না, মাথা গুলিয়ে যাবে।

রাজা। আমি কিছু দেখতে চাই না, যাও—লে যাও, তুমি প্রজার স্তম্ভে আমার মাথা হেঁট করিতে চাও। এখন দেশ বিদেশে আমার ঘরের কলঙ্ক রটে যাবে। আমার শুকুম না হ'লে বুলে দিয়ে না।—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ধাত্রীর মহাল।

ধাত্রী, মার্জমান।

মার্জ। এর ভেতরে এত কাণ্ড হ'য়েছে!

ধাত্রী। তুই হতভাগা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াবি, তা কাণ্ড কারখানা হবে না। দেখ, কি সর্বনাশ হ'য়েছে। ছেলে বেলার রাজকুমারীকে আর তোকে পাশাপাশি রেখে আমি মানুষ ক'রেছি, তোর মা তোকে রেখে ম'রে গেল, রাণীও বেদৌরাকে—আমার হাতে স'পে দিয়েছিল; আমি দুটাকে দু'বগলে ক'রে মাফ ক'রেছি। আজ তোর দুটা পাশাপাশি শুয়ে থাকিস, দেখাত যেন মাণিক জোড়; দুই ভাই বোনে আমার বুকের ওপর কত খেলাই খেলেছিল!

মার্জ। সে দুঃখ শোনার এখন সময় নেই দিদি, ব্যাপারখানা কি খুলে বল। দিদিমণি কি একেবারেই উন্মাদ হ'য়েছে?

ধাত্রী। একদম।

মার্জ। কিছু জ্ঞান নাই?

ধাত্রী। ও বাবা জ্ঞান নেই? জ্ঞান অমনি টনটন ক'রছে—

মার্জ। জ্ঞান আছে, তবে পাগল হ'য়েছে কি?

ধাত্রী। আজ কালকার মেয়ে ছেলের হোগাই ওই। খেতে দাও খাবে, স্নান দাও শোবে। কিন্তু মাথায় হাত দাও গরম, গায়ে হাত দাও ফোঁসকা; জল ঢাল টগবগ।

মার্জ। আর বেত লাগাও।

ধাত্রী। ঠাণ্ডা।

মার্জ। বুঝছি, তা পাগল হ'য়ে বেদৌরার ক'রেছে কি?

খাত্তী। কেবল ক'রছে প্রাণেশ্বর প্রাণেশ্বর—তাই ছাই এ পোড়া বেশের দোকানে গোলাপ ফেঁত-পাপড়া সব ফিললো—কিন্তু ছাই কি প্রাণেশ্বর ফিলল না !

মার্জি। আচ্ছা, আমায় একবার দেখাতে পারিস্ ?

খাত্তী। তুই আর কি ক'রবি ছাই—কত হাকিম তল হয়ে গেল। প্রাণেশ্বর না এনে দিতে পারলে, রোগ কিছুতেই সাববে না।

মার্জি। বেশ, তাই এনে দেব। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা না।

খাত্তী। প্রাণেশ্বর এনে দিবি ?

মার্জি। নিশ্চয়—দুনিয়া ঘুরে এলুম, কত সাপ ককীরের সেবা ক'রলুম, কত তাবিজ গড়া শিখলুম, আর বেদৌরার জন্তা তুচ্ছ একটা প্রাণেশ্বর আনতে পারব না !

খাত্তী। বটে, বটে বলিস্ কিরে ভাই ?

মার্জি। তুই একবার বেদৌরাকে দেখা।

খাত্তী। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আয়।

[প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ বেদৌরা।

গীত।

দেহ বাধা ঘরে আমার প্রাণ বাধা দেখানে।
যুঁজে প্রাণ কতই দেখি কোথায় স্বাছে কে জানে ॥
তোমরা খ'রে রেখেছো গো ভেবেছো বাধাবাধি,
আমি সে চাঁদের পাশে ব'সে ব'সে কতই কাঁদি,
এ দেশের নয়কো সে চাঁদ বাস করে গো কোন্‌ গগনে।

(খাত্তী ও মার্জমানের প্রবেশ।)

খাত্তী। এই দেখ মার্জমান, তোর ভগিনীর কি অবস্থা হ'য়েছে একবার দেখ।

বেদৌরা। কি ভাই। উম্মাদিনী ভগিনীকে দেখতে এসেছ ?

মার্জি। হ্যা—তোমার এই দশা ! ভুবন-মোহিনী বেদৌরা কি না আজ ছেকলে বাধা।

বেদৌরা। আর পাগল হ'লে যা দুর্দশা হয়, তাই হয়েছে।

মার্জি। তুমি পাগল ? যে একথা বলে সে উম্মাদ। ভাল ব্যাপারখানা কি একবার আমায় ভেসে বল দেখি ? দেখি, প্রাণপণে তোমার হৃৎকের প্রতীকার ক'রতে পারি কি না।

বেদৌরা। আর প্রতীকার ! মৃত্যুতে এ অপমান লাঞ্ছনার প্রতীকার। মার্জমান ভাই ! ভগিনী ব'লে চিরকাল স্নেহের চক্ষে দেখে এসেছ। আমাকে তুখী দেখবার জন্ত প্রাণপণে কত চেষ্টা করেছে। আর আজ আমার এই দুর্দশা দেখে তুমি চূপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ ! ভাই ! হত্যা কর, ভগিনীকে হত্যা ক'রে এ যন্ত্রণাময় জীবনের অবসান কর।

মার্জি। রাজা কি এমনই জ্ঞানশূন্য ? আমার এমন জ্ঞানময়ী ভগিনীকে পাগল হির ক'রেছেন ?

বেদৌরার গীত।

তারা বলে আমি পাগলিনী।
কেউ বা দেখে না আমি দেখি,
কেউ বা শোনে না আমি শুনি।
আমি যদি কাঁদি তারা হাসে
হ'লে তাদের আঁখি ভুলে ভাসে,
মরিলে পিয়ারে পোড়ায় ছতাসে,
চলিলে আবেশে করে টানাটানি ॥

মার্জি। ভাল ব্যাপারখানা কি, আমাকে ভেসে বল দেখি ? হাঁ দিদিমণি। তুমি কি কোনও যুবাকে স্বপ্ন দেখেছ ?

বেদৌরা। স্বপ্ন ? হ্যা ভাই দেখ দেখি—এটা কি স্বপ্ন ? স্বপ্নে কি এরূপ অসুখী বিনিময় হয় ?

মার্জ্জ। তাই ত, তাই ত, এ ত বড় আশ্চর্য্য ! এ আশ্চর্য্য ত এ রাজ্যের নয়—এখানে এমন কারিগর ত নেই ? এ রকম আংটি যে আমি একদেখে দেখেছি ! কোথায় দেখেছি—কোথায় দেখেছি—হাঁ হয়েছে—হয়েছে, যে দেশে এ আংটি হয়, সে দেশে যে আমি গিয়েছি, মনে পড়েছে—মনে পড়েছে, খালেদান রাজ্যের কারিগর এই রকম আংটি প্রস্তুত করে । খোদা মুখ তুলেছেন—তোমার এ যন্ত্রণার প্রতীকারের উপায় ক'রে দিয়েছেন ।

বে। হবে ?—প্রতীকার হবে ? ভাই ! ভগিনী আশ্রয় ভিক্ষা ক'রছে তাকে রক্ষা কর ।

মার্জ্জ। ঠিক হবে, প্রতীকার হবে । তুমি আংটিতে আনার হাত দাও—কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! খালেদান রাজ্যের অঙ্গুরী । একরূপ ঘটনা কেমন ক'রে ঘটল ? তোমার সঙ্গে সেখানের কোন যুবাব অঙ্গুরী বিনিময়, এয়ে অতি অভূত ঘটনা রাজনন্দিনী !

বে। খালেদান রাজ্য কোথায় ?

মার্জ্জ। সে এখান থেকে এক বৎসরের পথ ।

বে। তা হ'লে কি ক'রে এ ঘটনা হ'ল ভাই ?

মার্জ্জ। যেমন ক'রেই এ ঘটনা হ'ক, খালেদান রাজ্য বহুদূরই হ'ক, আমি ঠিক যাব । তুমি নিশ্চিন্ত হও রাজকুমারী ! স্থির জেনো, তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার না ক'রে আমি নেমক খাব না । তোমার আংটি নিয়ে আমি আজই চ'ললাম ।

ধাত্রী। ও বাবা ! এ পোড়া প্রাণেশ্বর এক বৎসরের পথ ।

মার্জ্জ। জাহাজে গেলে এক বৎসর, হেঁটে গেলে তিন বৎসর ।

ধাত্রী। তা যা হোক মার্জ্জমান । সেই খানেই—গিয়ে দিদিমণির ভক্ত প্রাণেশ্বর নিয়ে আয় ।

মার্জ্জ। আচ্ছা তাই হবে ।

ধাত্রী। আর দেখ, সেই সঙ্গে কতকগুলো প্রাণেশ্বরের শেকড় আনিস ত । আমি যত্নের কানাহে পুতে দেব, তোর দিদিম মতন এই বয়সে খেপবার পাত্র ঢের আছে । একবারে বাড়ীর উঠানে প্রাণেশ্বরের বন ক'রে রেখে দেব । যে খেপবে অমনি মটমট ক'রে ডাল ভেঙ্গে, পাতার রস বার ক'রে মরীচের গুঁড়ো আর আদার রস দিয়ে বেটীদের ঢুক ঢুক ক'রে খাইয়ে দেব । দেখি বেটীকে কেমন ক'রে খাপে । [প্রহান ।

(নৈমুনি ও কাস্ কাসের প্রবেশ ।)

নৈমু। দেখ কাস্ কাস ! এই মার্জ্জমান, সাজাদা কমরুল-জমানকে আনতে খালেদান রাজ্যে যাচ্ছে ।

কাস। যাচ্ছে, যাচ্ছে—তাহ'লে বেশ হ'চ্ছে ।

নৈমু। আরে মন্ বশ হ'চ্ছে কি ? আগে আমি কি বলি শোন । এ ব্যক্তি গিয়ে কমরুল-জমানকে এখানে নিয়ে আসবে, তাহ'লে ভারি মজা হবে ।

নৈমু। দূর গাথা উল্লুক ! মজা হবে কি ? সাজাদা বেদোঁরার কাছে এসেই আমার হা'র হবে ।

কাস। তা হ'লে উপায় ?

নৈমু। ও বাতে খালেদান রাজ্যে না পৌঁছতে পারে, তার উপায় ক'রতে হবে । ও লোকটাকে কোনও রকমে জাহাজ থেকে সাগরে ফেলে দিতে হবে ।

কাস। তার আর কি ? হুকুম কর, জাহাজ শুদ্ধ ডুবিয়ে দিই ।

নৈমু। না—তা করিস নি—তা হ'লে হয় ত দানহাস আনতে পারবে । কিছুতেই যেন সে না আনতে পারে ।

কাস । তা হ'লে লোকটাকে ফেলে দিয়েই আমি সেখান থেকে সরে পড়ব ?

মৈ । ফেলে দিয়েই সরে পড়বি । তুই ওর সঙ্গে সঙ্গে যা । যেখানে স্থবিধা পাবি, সেইখানেই ফেলে দিবি ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

উজান ।

উজির ও সাজমান ।

সাজ । ছেলে যদি আমার মারা যায়, তাহ'লে কিন্তু উজীর ওমরাও সবাইকে ছেলের সঙ্গে এক গাড়ে পুতে ফেলবো ।

উজীর । ছেলে মাথা বাবে, এ কথা আপনাকে কে বললে জনাব ?

সাজ । ছেলে মারা গেল, আর বাবে কি ? জলটা পর্যন্ত ছেলের পেটে তলাচ্ছে না, তখন আর কেমন করে বাঁচবে ? হা হতাশ করতে করতেই যদি তার দিন কেটে গেল, তখন ছেলের ক্ষিধে কি আর হলে ?

উজীর । সব হবে, আপনি উতলা হবেন না । আমাদের মেয়ে ফেলেন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে আর ছেলে বাঁচবে না । বরং আমরা বেঁচে থাকলে প্রতীকারের ব্যবস্থা করতে পারি ।

সাজ । হায়, হায় ! কেন ম'রতে ছেলেকে পুরাণে কেঁদার করেছিলাম ?

উজীর । আপনি এত উতলা হ'লে, ছেলে আরও ভেবেড়ে বাবে, তা জানেন ?

সাজ । তাহ'লে কি করবে কর—কেমন করে ছেলেকে বাঁচাবে বাঁচাও ।

উজীর । আজ্ঞে—যাবত গোলাম ক্রাণ পাইবে কর'ছে । কিন্তু কি কর'ব জনাব ? কাজে

হ'চ্ছে না । বা'ন—আপনি ততক্ষণ সাজানার পাশে ব'সে থাকুন গে । ওমরাওরা সব তাঁর কাছে আছে, দেখবেন যেন ছেলে বেশী কথা না কয় । কেননা কাহিলের উপর বেশী কথা কইলে, ছেলে আরও কাহিল হয়ে পড়বে ।

সাজ । হায়, হায় ! বৃদ্ধ বয়সে ছেলে পেলাম, সে ছেলে কিনা আসনাই রোগে মারা গেল ? হা আল্লা ! তোমার মনে এঁই ছিল ? দেখা যেন এখানে আর কেউ আসে না । ছেলের এ সমস্ত ব্যাপার বাইরের লোকের শুনলে আমার জান ও বাবে, মান ও বাবে । তাহ'লে কিন্তু আমি তোমার খাতির রাখবো না ।

উজীর । যো হকুম—কাউকেও আর এখানে আনি না । (সাজমানের প্রস্থান) কি বল'ব, আমার ছেলে নয় । আমার ছেলে হ'লে ও রোগ এতদিন কোন্ কালে সারিয়ে দিতুম । বৃদ্ধা বয়সের ছেলে—আমর পেয়ে পেয়ে একেবারে বেগাড়া হয়ে গেছে । ও আসনাই রোগ কি আমার সারে ? আগা পাশতলা জলবিছুটি হয়, তা হ'লে এক লহমায় রোগ ছুটে যায় । এমন বেগামব ছেলে যে, শব্দে কোথাকার কি দেখে মৃগ শুঁ জড়ে পড়ে আছে, আর বাপ কিনা তাহিতে আসকারা দিয়ে ছেলের পরকালটা ঝরঝরে করে দিচ্ছে ! এক ছেলের জন্ত রাজকার্য্য বন্ধ, ধর্ম্মকর্ম্ম বন্ধ । দু'ব হোক—আর ভাবতে পারিনি, যা হয় হোকগে ।

(জনৈক বান্দার প্রবেশ ।

কিরে বান্দা ? পর কি ?

(সাজমানের প্রবেশ ।)

সাজ । কিরে বান্দা ? হমকো ধমকো হ'য়ে ছুটে এলি যে ?

বান্দা । জনাব, একজন লোক দরিয়ায় প'ড়ে হাবডুব খাচ্ছে, তাকে সাহায্য না করলে

কিছুতেই রক্ষা পাবে না। তাই উজীর সাহেবকে খবর দিতে এসেছি।

উজীর। বা, যা, আরও দু' এক জনকে ডাক—শিগগির ডাক। কে হতভাগ্য সাগরে প'ড়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে? তাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

সা-জ। সাগরে ডুবে মরছে তুমি তাকে কেমন ক'রে রক্ষা ক'রবে?

উজীর। জনাব! বাঁচে না বাঁচে খোদার মজি, আমরা রক্ষার চেষ্টা ক'রতে ছাড়ি কেন? বিপন্নকে আশ্রয় দিলে, খোদাও আপনাকে আশ্রয় দেবেন। হয় ত আপনার ছেলের রোগের কোন কিনারা হ'তে পারে।

সা-জ। বেশ, রক্ষার কথাই আমি বাধা দিতে পারি না। কিন্তু সাবধান, যেন লোকটা কিছুতেই আমার ছেলেকে না দেখতে পায়। বিদেশী লোক ভেতরকার খবর দেশ বিদেশে রটালে, আমাদের মান-সম্মান সব নষ্ট হবে। বুঝেছ

উজীর। বুঝেছি, তাকে এইখান থেকেই বিদেয় ক'রে দেব। তাহ'লে হুকুম করুন।

সা-জ। যাও, শিগগির বাত—গরীবকে রক্ষা কর।

উজীর। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন জাহাপনা। চল বান্দা—জলদি চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(দানহাসের প্রবেশ)

দান। এ মৈয়ুনী রাণীর কাজ। মৈয়ুনীর কাজ—নইলে কি ক'রে প'ড়ল?—বাড় নেই, তুকান নেই, কি ক'রে প'ড়ল? হাজার ডুবলো না—জাহাজের আর কেউ প'ড়ল না, যাকখান থেকে নার্কমানি ডলে প'ড়ল কেন? এ নিশ্চয় মৈয়ুনী রাণীর কাজ।

কমরুলজমানকে চীন দেশে নিয়ে যেতে পারলে আমার জিত হবে, সেই জন্তই ফেল দিয়েছে। আমিও ছাড়ছি না, লোকটাকে কিছুতেই ডুবতে দিচ্ছি না।—ডেউএর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে ওকে ডাকার ভুলে দেব।

[প্রস্থান।

(কমরুলজমানের প্রবেশ।)

কম। হা প্রাণেশ্বর! একদিন মাত্র দেখা দিয়ে জয়ের মতন অদৃষ্ট হ'লে? কেন চলে গেলে? কি অপরাধে চ'লে গেলে? কোথা আছ, দেখা দাও।

(সা-জমানের প্রবেশ।)

সা-জ। একি! কে ছেড়ে দিলে? কে এত দূর আসতে দিলে?

(বেগে হাকিম ও বান্দার প্রবেশ।)

বান্দা। সাজাদা—সাজাদা! চ'লে আসুন—চ'লে আসুন।

সা-জ। কোথার ছিল হারামজাদা? সাজাদা উঠে এলো দেখতে পেলিনি?

বান্দা। সাজাদা! মেহেরবাগী ক'রে চ'লে আসুন, উঠবেন না, প'ড়ে সাধে—মাতা মাতন।

সা-জ। আর তুমি কি রকম হকিম?—চোখের সামনে এই কাহিল ছেলেকে উঠে দিলে?

হা। জনাব—জনাব! সাজাদা ওঠেননি, সাজাদার নাড়ী উঠেছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে কি?

হা। আজ্ঞে হা জনাব—(কমরুলজমানের হস্ত পরীক্ষা) একটা নাড়ী আড় হয়েছিল, সেইটে খাড়া হয়েছে।

সা-জ। নাড়ী উঠেছে, তবে ত ছেলে গেল?

হা। ভয় নেই জনাব—ভয় নেই, আমি এখনি বসিয়ে দিচ্ছি।

কম। আমার কিছুই হয়নি, কেন আপনারা আমার উপর এই জুলুম করছেন ?

সাজ। এও কি একটা কথা বাবাজান ? হাকিম বলছে যেমার হ'য়েছে, ডমরাওরা বলছে যেমার হ'য়েছে, যে দেখছে সেই বলছে যেমার হ'য়েছে, তুমি এখন যেমার হয়নি বললে চ'লেবে কেন ?

হা। যেমার—আলবৎ যেমার—বহত যেমার—এই নাড়ী আবার হামাণ্ড দিচ্ছে। —এই সময় চেপে ধর। ভয় কি জনাব ? আর উঠতে দিচ্ছিনি। এই বান্দা ! সাঁড়াশী লে আও।

(বান্দার প্রস্থান)

কম। সাঁড়াশী আমার গলায় দাও—হাতে দিয়ে এ রকম জুলুম করার চেয়ে আমার গলায় দাও—গলায় দিয়ে মেরে ফেল।

সাজ। দেখদিকিনি হাকিম সাহেব ! যেমারটা হ'ল কিসে ?

হা। (নাড়ী দেখিয়া) ইস—বহৎ চিচ্চ উচ্চ নাড়ীমে ঠেকতা হায়। ইস—এ কেয়া হায় —নাড়ীমে আউরং মালুম হোতা হায়।

সাজ। ওই—ওই—ওই আউরংটাই আমার ছেলের সর্কনাশ করছে।

হা। ভয় নেই জনাব ! যখন ধ'রেছি, তখন আর ভয় নেই—এক জোলাপে—এক ঠাণ্ডা জোলাপ দিলেই আউরং হজম হ'য়ে বেরিয়ে যাবে। —উঃ ! বহৎ উমদা আউরং নাড়ীমে ঠেকতা হায়।

কম। আর পরজার ঠেকতা নেই ! (হাকিমকে পদাঘাত)

(প্রস্থান ।)

সাজ। গেল, গেল, গেল, গেল, হাকিমকে মেরে ফেললে।

হা। কিছু ভয় নেই জনাব—নাড়ী এইবারে পায়ে এসেছে—আঙ্গুলের একটা টিপনিতে ওঠা নাড়ী একেবারে পায়ে নেমে প'ড়েছে। আর কি ! সাজাদা ত সেবে গেল বলো।

সাজ। বটে বটে—

হা। আমার আঙ্গুলের টিপনি—নাড়ী ভয়ে কেঁপে উঠেছে। একেবারে পায়ে ধ'রেছে।

সাজ। আহা ! তাহ'লে আর বার হুইচার পা ছুঁড়লে, নাড়ীটে কঁরে যেত যে। —ওরে ধর, ধর,—প'ড়ে যাবে—প'ড়ে যাবে। (প্রস্থান)

হা। উ ! (বয়ণার অভিনয়) শালার ছেলে নাগের মতন মার লাগিয়েছে। —এখন উলটে আমার নাড়ী না ছাড়লে হয় !

(প্রস্থান)

(উজীর, মার্জমান ও জটনক বান্দার প্রবেশ ।)

মার্জমান। আপনি আমাকে মুহুম্মত খেঁকে উদ্ধার করেছেন, আপনাকে যে কি বলি ধন্যবাদ দেব, তা বলতে পারছি না।

উজির। কিছু নয়—কিছু নয়, থোদা করেছেন। মাহমুদের সাহায্যে আপনাকে ওরূপ অবস্থাতে রক্ষা করা অসম্ভব।

মার্জ। আপনি অতি মহৎ লোক, আপনার মহত্বের তুলনা নাই।

উজির। কিছু নয়—কিছু নয়, আপনি ও কথা মনেও আনবেন না।

মার্জ। থোদা আপনার মেজাজ আচ্ছা রাখুন, থোদা আপনার ভাল করুন।

উজির। আপনি এখানে বহন, মুহু হোন, তারপর গোলামের বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। বান্দা ! কাছে থাক—মিঠা সাহেবের তজবিজ কর।

বান্দা । ঘো হকুম ।

উজীর । আর দেখিস, খবরদার । যেন
ওদিকে যায় না । (প্রস্থান ।)

মার্জ । মিয়া সাহেব ! তোমার আর
আমার কাছে থাকবার কোনও দরকার করে
না—আমি বেশ সুস্থ হ'য়েছি ।

বান্দা । না জনাব ! আপনাকে ফেলে
বেতে হকুম নেই ।

মার্জ । বেশ—হকুম না থাকে, তা'হলে
আমার কাছে ব'স ।

বান্দা । ফকির সাহেব ! কোন মূলকে
আপনার ঘর ?

মার্জ । সে অনেক দূর—এক হাজার
ক্রোশ পথ—তার নাম চীন মূলক ।

বান্দা । ও আল্লা ! আপনি চীন মূলকের
লোক ?

মার্জ । হাঁ বাবা ! চীন মূলকের লোক ।

বান্দা । ও বাবা ! চীন মূলকে মাহুব আছে ?
আমি জানতুম চীন মূলকে চীনে থাকে, আর
চীনের মতি থাকে । মাহুব থাকে তা ত
জানতুম না ।

মার্জ । হাঁ বাবা ! চীনে মাহুবও থাকে,
মতিও থাকে ।

বান্দা । তা আপনি চীন মূলকে কেন
ছিলেন ?

মার্জ । সেখানে আমার জন্মস্থান ।

বান্দা । ও বাবা ! আপনি স্থানে
জন্মেছেন, সেখানকার মতি ত তা'হলে খুব
ঝাঁঝাল ! তা মতি ! কি আপনাকে গর্ভে
ধরেছিল ?

মার্জ । আরে ম'ল—এ বেটা ত এমনি
ক'রে জলাতন ক'রবে দেখছি । এ বেটাকে ত
না খামালে চলছে না । দেখ বাপু ! আমার

একটা বড় বেয়ার আছে, সেটা মাঝে মাঝে
চাঁগাড দিলে বড়ই মুস্তল ।

বান্দা । আচ্ছা—আপনার আবার রোগ
আছে ?

মার্জ । বেজার রোগ, আমার মাঝে মাঝে
হাত পা ছোঁড়া রোগ হয়, সরে যাও কাছে
থেকো না, আমার হাত পা সড় সড় ক'রে
আসছে, দূরে গিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাক ।

বান্দা । তা আপনি দাওয়াই খান না কেন ?

মার্জ । কথা করো না—কথা করো না,
এসো—এসো—স'রে যাও ।

বান্দা । এই স'রে যাচ্ছি, কিন্তু দেখুন—

মার্জ । (আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া) হুউ—

বান্দা । এ রোগ আপনার কত দিন
হ'য়েছে ?

মার্জ । এই সব আজ (কিল মারা) ।

বান্দা । (কিয়দূর সরিয়া গিয়া)
আপনার এ রোগ বিষম রোগ, তা এ রোগ ত
কিছুতেই সারবে না । তবে যদি এক কাজ
ক'রতে পারেন, তাহ'লে সারতে পারে ।

মার্জ । বল ত বাবা ! কাজটা কি—বল ত ?

বান্দা । আমাদের সাজাদারও ওই হাত
পা ছোঁড়া রোগ হ'য়েছে । কত দেশ পোঁক
কত হাকিম এসে কত দাওয়াই দিলে, কিছুতেই
সে বোগ আরাম হ'লে না । আপনারা দুজনে
যদি একদিন পাশাপাশি শুয়ে থাকেন, তা হ'লে
একদিনের কিলোকিলি শুতোত্তিতে বেদরাম
সেরে যায় ।

মার্জ । এটা কোন রাজ্য মিয়া ?

বান্দা । এটা খালেদান রাজ্য ।

মার্জ । খালেদান রাজ্য ? ইয়া আল্লা !
তব'তো মেরা বেয়ার আরাম হো গিয়া । তা
মিয়া সাহেব ! সাজাদা কোথায় আছেন ?

বান্দা । কাছেই—এই বাগানেই আছেন,
হুকুম নেই ব'লে দেখাতে পাচ্ছি না ।

মার্জ । দেখবার হুকুম নেই ?

বান্দা । হাঁ ফকির সাহেব ! দেখালেই
উজীর সাহেবের গর্দান বাবে ।

মার্জ । যিনি আমাকে বন্ধা ক'রেছেন,
উনিই কি উজীর ?

বান্দা । হাঁ হজুর ! উনিই উজির ।
উনি আপনাকে জোর ক'রে বিপদ থেকে উদ্ধার
ক'রেছেন, রাজার ইচ্ছে ছিল না ।

মার্জ । রাজার ইচ্ছা ছিল না ? রাজা
এমন নিষ্ঠুর !

বান্দা । তা নয় হজুর ! তিনি বিদেশী
লোককে এ বাগানে আসতে দেন না । বিদেশী
লোক হলে, রাজার ছেলের খবর জেনে দেশ
বিশেষে বড়িয়ে দেবে, তাতে রাজার মান
সম্বন নষ্ট হবে । এই জন্য তিনি উজিরকে পৈ
পৈ ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছেন, বেন কোন
বিদেশী লোক রাজার ছেলের কাছে না যায় ।
সেই জন্য উজির সাহেব আপনাকে এইখানে
বসিয়ে রাখতে আমাকে ব'লে গেছেন ; এমন
কি, এখান থেকে এই খান পর্যন্ত যেতে নিষেধ
ক'রে গেছেন ।

মার্জ । (উরু স্থানে গমন করিয়া) এই
খানে আসতে নিষেধ ক'রেছেন ?

বান্দা । হাঁ হজুর ! পেছন দিকে চাইতে
পর্যন্ত নিষেধ ক'রেছেন ।

মার্জ । কোন্ দিকে—এই দিকে ?

বান্দা । হাঁ হজুর !

মার্জ । ওই যেখানে কতকগুলি লোক
মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছেন ? তার
মাঝখানে ওই যে এক যুবা পুরুষ শুয়ে আছেন,
ওইখানে ।

বান্দা । হাঁ হজুর ! দেখবেন না—
দেখবেন না ।

মার্জ । আচ্ছা ভাই ! মনে কর—আমি
দেখছি না, আমি দুটো একটা প্রশ্ন করি,
জবাব দাও দেখি, কাছে এস—কাছে এস ।

বান্দা । হজুর ! আপনার সে রোগটা ?

মার্জ । সেয়ে গেছে, যে সংবাদ তুমি
দিয়েছ, তাতে কি আর রোগ থাকে ? এখন
কাছে এসে বল ত বাবা । ওই যে শুয়ে
আছেন, ওটা কে ?

বান্দা । উনি সাজাদা । আর যার
মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে, ওয়া ওমরাও ।
ওই রাজা দূরে—গাছের তলায় ব'সে
আছে ।

মার্জ । সাজাদার বোমরাটা কিসে হ'ল ?

বান্দা । সে হজুর ! অনেক কথা ।
সাজাদা যথেষ্ট শুবশরৎ আওরারকে দেখে
দেওয়ানা হ'য়ে গেছে ।

মার্জ । ইয়া আল্লা ! কেনা খোস খবর ।

বান্দা । ওকি হজুর ! আপনি অমন
ক'রছেন কেন ?

মার্জ । ইয়া আল্লা, ইল্‌বিল ইল্লা, কিল্‌বিল
কিল্লা, মসাল্লা, ঠিক মিলা ।

বান্দা । ও কি হজুর ! অমন ক'রছেন
কেন ? এখন আমার গর্দান যাবে ।

মার্জ । (নৃত্য করিতে করিতে) তোকা
তোকা—বড়া খোস খবর, আওরাত দেখবে
পাখা ছা—বড়া খোস খবর !

(বেগে জটনক ওমরাতের প্রবেশ ।)

ওম । চোঁচায় কে ? সর্কনাশ ক'রলে—
চোঁচায় কে ?

মার্জ । আমি, আমি, ইল্‌বিল ইল্লা
কিল্‌বিল কিল্লা, ইয়া আল্লা ।

ওম। কে আপনি? গোল করবেন না—
গোল করবেন না।

বান্দা। জনাব! চটাবেন না, ভর
হয়েছে—ভর হয়েছে।

ওম। র্যা-র্যা! ভর কি—ভর কি?
মার্জ। চাই হু, চাই হু, খুচুমচু কাইকু
—ফোঁচ।

বান্দা। জনাব! চিনে ভর, খেলে—খেলে,
মার্জ। হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়া, কোয়াংটং,
লি হংচং। (ওমরাওকে জাপটাইয়া ধরা)

ওম। ওরে বাবারে! একি বিপদে
পড়লুম? ছাড়ুন—ছাড়ুন।

মার্জ। আপনি কি আমার ওপর জুলুম
ক'রতে এসেছেন?

ওম। আরে আল্লা! জুলুম কেন—জুলুম
কেন? আপনি একটু আস্তে কথা কইবেন।

মার্জ। হাম আপলোককা গোলাম হায়।

ওম। ইসি বাৎ মং কহিয়ে জনাব—
এসি বাৎ মং কহিয়ে, হাম আপলোককা
গোলাম হায়।

মার্জ। হাম আলবাৎ আপলোককা
গোলাম হায়।

ওম। নেহি নেহি, হাম হায়—হাম হায়।

মার্জ। (অগ্রসর হইয়া) আপ মেহের-
বান্, কদর দান, করম্ করমাইয়ে।

ওম। আপ্ মেহেরবান্, কদরদান, করম্
করমাইয়ে।

মার্জ। (অগ্র) আপ্ আলম দলিল্লা,
মতুল্লা; মাসাল্লা।

ওম। (পশ্চাৎ) আপ্ ইলবিল্ ইল্লা,
কল্ বিল্ কিল্লা।

মার্জ। আপ্ জোলা জুলুলা হায়,
নিরালা পরদাদার হায়।

ওম। আপ্, বলু খুল্লা হায়, হুনিয়াকা
রোশনিদার হায়।

মার্জ। বইটিয়ে, বইটিয়ে।

ওম। আপ্ বইটিয়ে।

মার্জ। নেহি—আপ বইটিয়ে।

ওম। নেহি—আপ্ বইটিয়ে।

মার্জ। আপ্।

ওম। আপ্।

মার্জ। (ওমরাওকে ডিজাইয়া) তব
হাম ছুটিয়ে, আপ পিছাড়ি চলিয়ে।

ওম। হাঁ হাঁ হাঁ, ওদিকে যাবেন না—
ওদিকে যাবেন না।

বান্দা। গেল, গেল—মেল—গদান গেল।
(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

উত্থান।

(সা-জমান, উজীর ও ওমরাওগণ।)

সা-জ। উজীর! সে লোকটার উদ্ধার
হ'ল?

উজীর। হাঁ জাহাপনা, আপনার রূপায়
তার উদ্ধার হয়েছে।

সা-জ। আমার রূপায়, না তোমার
রূপায়?

উজীর। না—জনাব! আপনি গোলামকে
হুকুম না ক'রলে গোলাম তা কিছুতেই হত-
ভাগ্যের উদ্ধার ক'রতে পারত না।

সা-জ। তা তাকে কোথায় রেখে এলে?

উজীর। বাগানের এক পাশে তাকে ব'সিয়ে
রেখে এসেছি। একটু শহু হ'লেই তাকে
আমার বাড়ীতে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রেছি।

সা-জ। এখানে এসে প'ড়বে না ত?

উজ্জীর । না জনাব ! এখানকার খবর
সে কিছুই জানে না ।

সাজ । দেখো, সাবধান—এখানে যেন
সে কিছুতেই না আসে । এসে, ছেলের
একপ জব্বা দেখলে দেশ বিশেষে সে খবর
রাষ্ট্র ক'রে দেবে ।

উজ্জীর । না জনাব । সে লোক এখানে
হাসবে না ।

সাজ । তার বাড়ী কোথায় ?

(মার্জমানের প্রবেশ ।)

মার্জ । আজ্ঞে, জাহাপনা ! চিন দেশে ।

সাজ । উজ্জীর—উজ্জীর !

উজ্জীর । হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চ'লে যাও ।

(ওমরাওয়ে প্রবেশ ।)

ওম । এইও—এইও—পাকড়াও—পাকড়াও ।

সাজ । উজ্জীর ! তোমায় জবাবদিহি
ক'রে হবে ।

উজ্জীর । হাঁ হাঁ, চ'লে যাও—চ'লে যাও ।

ওমরাওগণ । হাঁ হাঁ, উপার—উপার ।

(বান্ধার প্রবেশ ।)

বান্ধা । হাঁ হাঁ, কাছে যাবেন না—কাছে
যাবেন না, ভর হয়েছে—চিনে ভর ।

সাজ । আসতে দাও । কি বলতে চায় শুনি ।

(মার্জমান রাজসমীপে গিয়া)

মার্জ । জনাব ! গোলাম সেলাম করে ।

সাজ । কে তুমি ?

মার্জ । আমি একজন মোসাকের, দৈব-
বিপাকে সাগরে প'ড়েছিলাম । এই জনাব
আমাকে উদ্ধার ক'রেছেন । ব'সে ব'সে শুনলাম,
আপনার পুল বড় রম্য । আমি আপনার পুলকে
একবার দেখতে ইচ্ছা করি । গোলামের বিশ্বাস,
তাকে আরোগ্য ক'রতে পারবে ।

সাজ । পারবে ?

উজ্জীর । পারবে ?

মার্জ । একবার আমার দেখতে দিন ।

সাজ । বেশ, তা যদি হয়, তাহ'লে বুঝব,
জীবন আমার জন্ত তোমায় সাগরে নিক্ষেপ
ক'রেছেন ।

মার্জ । জনাবদের একটু অন্তরালে যেতে হবে ।

সাজ । বেশ, সকলে এখান থেকে
স'রে এস ।

মার্জ । (জনান্তিকে) : হাঁ তুমিই বটে—
সে দবার পেরা সুন্দরী, তুমি সবার পেরা সুন্দর;
সে পূর্ষ গগনের উবার ছবি, তুমি পশ্চিম
গগনের সন্ধ্যারাগ,—তুমিই বটে ।

গীত ।

সে যে রূপে গুণে অতুলনা ।

সেবার অতবে বাতনা সহিব,

অপরূপ কার বল না ।

নিরাশে ফেলোছো চোখের জল,

চরণে দিবিছে ধরনীতল,

হাতে পেয়ে ফল দূরে ফেলো সোছা,

তবু বল কুছা গেল না ॥

পাশে নিরুপমা সোপার প্রতিমা,

ধরি ধরি ধরা হ'ল না ॥

কম । তুমি কে মিয়া ?

মার্জ । আর মিয়া ! কি আর বলব ?

সাজাদা । এক জাহায়া থেকে হা হতাশ ক'রলে
কি স্বপ্নের ধন মেনে ? তার জন্ত দুনিয়া চুড়তে
হয়—সাগরে কাঁপ খেতে হয়, পাহাড় থেকে
প'ড়তে হয়—এক জাহায়া শুয়ে আকাজ্জার
ধন মেলে না । এই নাও সাজাদা । তোমার
আঁতী ফিরিয়ে নাও—রাজহুমারী বেদৌরা
আরোগ্য পাঁজ্রে আত্মসমর্পণ ক'রেছেন ।

কম । যা—কে তুমি স্বর্গীয় দূত ?

মার্জ । স্বর্গীয় দূত নই—বেদৌরার অহুচর ।
সাজাদা । বেদৌরা তোমার জন্ত শোকে

মৃতপ্রায় । তুমি কি কুলকামিনীকে গৃহত্যাগ ক'রে তোমার কাছে আসতে বল ? এই কি তোমার প্রেম ?

কম । কমা কর—আমি অজ্ঞান, তাই দুনিয়া ছুঁড়ে তার সন্ধান না ক'রে এক স্থানে ব'সে, হা হতাশ ক'রেছি । বেদৌরা ! প্রাণেশ্বরী ! কোথায় তুমি ?

মার্জ । উতলা হবেন না, রাজকুমার ! উঠুন—আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন । যদি তাকে পেতে চান, তাহ'লে আগে প্রকৃতিস্থ হ'ন—সে এ রাজ্যে নয়—বহুদূর চিন মূলক ।

কম । আমি আপনার গোলাম, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন, সেইখানেই যাব ; যেমন ক'রে নিয়ে যেতে চান, তেমনি ক'রে যাব ।

মার্জ । তাহ'লে আমার সঙ্গে আসুন, আগে জাহাপনাকে সেলাম করি । জাহাপনা ! এই আপনার পুত্র নিন ; এই দেখুন, আপনার পুত্র সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ ক'রেছেন ।

সাজ । আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য,—পুত্র ! তুমি কতু হ'য়েছে ?

কম । হাঁ জাহাপনা, গোলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়েছে ।

উজীর । জাহাপনা ! এ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার—এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি জীবনে কখনও দেখিনি ।

মার্জ । উজীর ! তোমার জন্মই পুত্র আমার আরোগ্য লাভ ক'রেছে, তুমি এই সাধু পুরুষকে এনে না বাঁচালে আমার ছেলে কিছুতেই প্রাণে বাঁচত না ।

উজীর । মিয়া সাহেব ! তুমি যে কার্য্য ক'রেছ, তার বোগ্য পুরস্কার দেবার কমতা আমাদের নাই, তথাপি জাহাপনার হয়ে আপনাকে কিছু পুরস্কার নিতে অস্বরোধ করি ।

মার্জ । না উজীর সাহেব ! পুরস্কার আঁচাই না, আপনি ভুলে গেছেন—আপনি আমার জীবনদাতা ।

কম । উজীর ! তুমি এই মূর্খভেই সমস্ত সহরে আনন্দোৎসবের ঘোষণা কর । গরী ফকীরকে খয়রাৎ কর । এস মিয়া সাহেব—সব এস । উজীর যা ব'লেছে যথার্থ । এর শুণে পুরস্কার নাই ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অলিন্দ ।

উজীর ।

(রাজমানের প্রবেশ)

সাজ । উজীর !

উজীর । গোলাম হাজির, হুকুম জাহাপনা ।

সাজ । ছেলে ত আরোগ্য হ'ল, এখন কোজি রোজ নতুন নতুন বায়নাতে যে প্রাণ যায় ।

উজীর । এখন আবার কি বায়না হুজুর !

সাজ । বলে আমি শীকারে যাব ।

উজীর । এও কি একটা কথা—ছেলেমাছ !

সাজ । বল ত !

উজীর । না না—আজকাল শীকার কিছু-

তেই হ'তে পারে না ।

সাজ । পারে কি ?

উজীর । কিছুতেই হ'তে পারে না ।

সাজ । বেশ, তাও যদি যেতে হয়, তাহ'লে লোক সঙ্গে নে ।

উজীর । একে শীকার, তাই আবার একা ।

সাজ । একা, বলে—গোলাম টোলায় কাউকে সঙ্গে নেব না ।

উজীর। আরে আল্লা !

সাজ। এস ভাই, তুমি বোঝাবে এস।

উজীর। যো হকুম।

[সাজমানের প্রস্থান।]

উজীর। এও বোধ হয় সে বিদেশীর চাল।

নইলে হঠাৎ শীকার ক'রতে সাজাদার ত্রুত আগ্রহ হ'ল কেন ? শীকারের ছল ক'রে স'রে প'ড়বে না ত ? সাজাদার স্বপ্নের সঙ্গে এই ফকীরের কোন সম্বন্ধ নেই ত !

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। উজীর সাহেব, সেলাম।

উজীর। সেলাম মিরা সাহেব !

মার্জ। বেয়াদবী মফ্ হয়, আমি হকুম না নিয়েই আপনার কামরায় প্রবেশ ক'রলুম।

উজীর। আরে ভাই ! এ তোমার ঘর, তোমার দোর। রাজা তোমার ভালবাসেন, রাজকুমার তোমার ভালবাসেন।

মার্জ। কিন্তু আপনি বাসেন না।

উজীর। একি কথা, একি কথা ?

মার্জ। আপনি আমাকে কিছু কিছু সনেক্ষ করেন।

উজীর। আরে :—

মার্জ। হয় ত মনে ক'রেছেন, এই যে রাজকুমার শীকার ক'রতে চ'লেছেন, এও হয় ত আমার কথায়।

উজীর। (হাস্ত) হা হা—ওটা কি জান।

মার্জ। আজ্ঞে ওটা জানি আর নাই জানি, তবে ওটা জানি যে, আপনি আমার জীবনদাতা।

উজীর। খোদা ক'রেছেন—খোদা ক'রেছেন।

মার্জ। তা সে ঘাই করুন, কিন্তু আমি আপনার কেনা গোলাম।

উজীর। ব'লতে নেই—ব'লতে নেই।

মার্জ। কিন্তু আমার বড় দুঃখ, আপনি আমার উপর সনেক্ষ করেন।

উজীর। আরে নানা—এও কি একটা কথা।

মার্জ। হয়ত মনে ক'রেছেন যে, শীকারের অছিলা ক'রে আমি সাজাদাকে নিয়ে ভেগে প'ড়ব।

উজীর। কেন—কি দুঃখে ? আগ্রহ হ'লে ভাগবার কথা ছিল বটে।

মার্জ। তাহ'লে সাজাদা কি জীবনে শীকার করবে না ?

উজীর। আল্‌বৎ ক'রবে। পাখীটে পক্ষীটে হ'ল বা ছিপ নিয়ে কইটা মাগুহটা।

মার্জ। হ'ল বা আর একটু এগিয়ে গিয়ে চাগলটা ভেড়াটা।

উজীর। হ'ল আর একটু পেছিয়ে এসে ইহুহটা ছুঁছোটা।

মার্জ। হ'ল বা টপ ক'রে খানিকটে ডিঙ্গিয়ে বাঘটা সিঙ্গিটা।

উজীর। বাঘটা, সিঙ্গিটা ?

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব ! কি হবুই মাঝামাঝি থেকে হরিণটা, প্রজাপতিটা।

উজীর। প্রজাপতির মতন চেহারাটা, হরিণের মতন চোখটা।

মার্জ। হ'ল সিংহের মতন মাঝাটা।

উজীর। তা একথা আমার আগে বলনি কেন

মার্জ। জনাব আপনারা কেনা ব'ললে যে

বেইমান হব।

উজীর। তাহ'লে ত ভাই, তুমি এ রাজ্যেরই বক্ষাকর্তা, কিন্তু কত দূরে ?

মার্জ। কিছু দূর।

উজীর। বিপদের ভয় নেই ত ?

মার্জ। জনাব, পূর্বেই ব'লেছি—আমি আপনার কেনা গোলাম, আপনার কাছে কিছুই

গোপন করব না। কিছু যে বিপদের ভয় নেই
একথা বলতে পারি না। সাগরের ওলা থেকে
মুক্ত তুলতে একটু আধটু বিপদের ভয় আছে
বইকি। তবে ভয় মুক্তোর কাছে নয়।

উজীর। বকেছি—বিপদ পথে যেতে
আসতে।

মার্জ। আজ্ঞে হাঁ জনাব!—তবে তাও
যে বড় বেশী, তা নয়। ফকীরবেশে যাব।

উজীর। ভাই! তুমি ঈশ্বর-প্রেরিত দূত—
তুমি আমার সেলাম গ্রহণ কর।

মার্জ। সে কি জনাব, আমি আপনার
গোলাম।

উজীর। কিন্তু কার্যে যে সফলতা লাভ
ক'রবে, সে সুন্দরীকে যে পাওয়া যাবে,
সাজাদার যে পছন্দ হবে, এ বিষয়ে তোমার
বিশ্বাস আছে?

মার্জ। আজ্ঞে জনাব! খোদা আগে
থাকতে সব কাজ শুছিয়ে রেখেছেন। আমি
সেইখান থেকেই এসেছি। রাজকুমারও যাবার
জ্ঞাপ্যাকুল হয়েছেন।

উজীর। ঈশ্বর! তোমার অপার লীলা!
একি আশ্চর্য ঘটনা? কিন্তু সমস্ত ঘটনাটা
জানতে পারি কি?

মার্জ। জনাব, আপনি পেড়াপিড়ি করলে
বাধ্য হ'য়ে গোলামকে বলতে হবে।

উজীর। কাজ নেই, কাজ নেই—এই
কেনেই আমি সন্তুষ্ট; জানবই ত।

মার্জ। তাহ'লে মুগয়া?

উজীর। আবার সেই কথা! আমি আর
কোনমতেই বাধা দেব না।

মার্জ। তাহ'লে, সেলাম। (প্রস্থান,
উজীর প্রস্থানোত্তর, অল্প দিক দিয়া সাজমানের
প্রবেশ।)

উজীর। একি জনাব, আবার কিরলেন
যে? গোলাম এই বাড়িছিল।

সা-জা। না থাক। যাবার যখন গোঁ
ধরেছে, তখন বড় পীড়াপিড়ি ক'রলে হয়ত
আবার হিতে বিপরীত হবে। তাহ'লে যেতে
যখন ইচ্ছা ক'রেছে, তখন যাক।

উজীর। আর শীকারে যখনটা অনেকটা
শ্রমফল হয়। চারিদিকে নজরটা ছড়িয়ে পড়ে,
হরিণটা ভেড়াটা দেখতে দেখতে গাছটা
পালাটা, হ'ল বরণটা, হ'ল বা বরণার ধারের
ফুলগাছটা, হয়ত সেখানে খোদা যদি করেন—

সা-জা। খুবস্বরং আওরংটা—

উজীর। এই এই।—

সা-জা। ঠিক ব'লেছে—বাধা দেব না।
তাহ'লে সাজাদা কি কি চায়, জেনে যোগাড়
ক'রে দাও।

উজীর। এখনি দিছি।

সা-জা। কিন্তু দেখ, এক দিনের বেশী সে
থাকতে পাবে না।

উজীর। আলবৎ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

কমরসজ্জমান।

কম। আসি ব'লে সখা গেল কোথায়?
এই বনের ধারে—এই চৌগস্তার ওপরে বসিয়ে
সে গেল কোথায়? আর যে আমার এক
লহমাও পথে অপেক্ষা ক'রতে ইচ্ছে ক'রছে না।
কখন বেদোরাতে দেখব। তার জ্ঞাপ্য মিথ্যা
কথায় স্নেহময় পিতাকে ভুলিয়ে যে চ'লে
এসেছি। একদিন থাকবার নাম ক'রে চ'লে

এসেছি, আজ তিন দিন ! যে পিতা আমাকে এক দণ্ড না দেখলে ছুনিয়া অন্ধকার দেখেন, তিন দিন তাঁর কাছ ছাড়া । সে পিতা কি আমার বিরহে শ্রাণ ধারণে সমর্থ হবেন ! কবে বাব ? কবে ফিরে আসব ? কবে প্রাণময়ী বেদোঁরাকে সঙ্গে এনে পিতার চরণ-প্রান্তে উপহার দেব ? আর যে বিলম্ব সহ্যে না ! সখা—সখা—কোথায় গেলে ?—

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ । এই যে এসেছি ।

কম । একি, তোমার হাতে রক্ত কেন ?

মার্জ । খুন ক'রেছি ।

কম । সেকি ?—এরই মধ্যে কাকে খুন ক'রলে ?

মার্জ । যাক, বসে আছেন, বেশ ক'রেছেন । কোথায় আর জল পাই যে, হাত ধুই ; আপনাদের এই বাহারে পোষাক, এইতেই মুছে ফেলি ।

কম । একি ? এ তুমি কি ক'রছ ?

মার্জ । প্রেমের ফাউ কাগজটা আশে ঝাকতে সেরে নিছি । পিরীত ক'রতে গেলে, কিলোফিন, মারামারি, খুনোখুনি প্রভৃতি যে নানা জাতীয় প্রকরণ আছে, সেগুলো আগে থাকতে সেরে নিলে, পরে আর ঘটবে না,—বুঝেছেন রাজকুমার ?

কম । এসব তুমি কি বলছ ? খুন কি ?

মার্জ । খুন এমন কিছু বিশেষ বস্তু নয় । গলায় ছোঁরা লাগিয়ে—আড়াইটা পেঁচ দিয়ে—দেহ হ'তে মাথাটাকে আলাদা করা । হাঁ হাঁ,—টান্‌বন না—টান্‌বন না, বুড়ো আঙ্গুলে এখনও খানিকটে রক্ত লেগে আছে, মুছে ফেলি—মুছে ফেলি ।—বস—এইবারে আবার প্রশ্ন কার্য্য আরম্ভ করুন, আমি জবাব দিতে থাকি ।

কম । এ পোষাক ত নষ্ট হ'য়ে গেল ।

মার্জ । গেলই ত ! দু হুটো জানই গেল আর এ তুচ্ছ সামগ্রীতে বাবে না ?

কম । দুটো খুন ।

মার্জ । একটা মাথটা নয়—দুটো ।

কম । ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করলে নাকি ?

মার্জ । কিছু না, নিরীহ ভ্রমলোক—আমাদের উপকারেই লাগত কেনও অপকার হ'ত না ।

কম । খুন নিয়ে রহস্য কর, তুমি কি রকম মানুষ ?

মার্জ । নিরীহ—কথাটি পর্য্যন্ত ; কম না । যখন ভাগ্যী স্তম্ভি হয়, তখন চিঁ হিঁ হিঁ করে, আর পা ছোঁড়ে ।

কম । একি ! ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেললে ?

মার্জ । কাজে কাজেই—এখানে মানুষ পাঁচ কোথায় ?

কম । মেরেই যদি ফেললে, তবে সঙ্গে আনিলে কেন ?

মার্জ । মারব বলেই এনেছি, সাজানো ! আপনিই না হয় বেদোঁরার প্রেমে উন্মাদ ! আমি এখনও ত-টা হইনি । পিতার কাছে আপনি শুধু একদিন বাইরে থাকবার ভরস্ব নিয়ে এসেছেন, কিন্তু হ'ল তিন দিন । আপনি কি মনে ক'রেছেন, পিতা আপনার চূপ করে বসে আছেন । ছুনিয়া টুড়ে আপনাকে বুঁজে আনবার ভয় এতক্ষণ চারিদিকে লোক ছুটেছে । আপনি কি তাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারবেন বিশ্বাস ক'রেছেন !

কম । তাইত ! নইলে উপায় !

মার্জ । উপায় এইত ক'রলুম । ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেললুম, টুকরো টুকরো ক'রে হাড় মাস চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি । এই

পোষাকেও রক্ত মাখানুম। পোষাক খুলুন—
এই খানে ফেলুন। তারি আপনাকে খুঁজতে
খুঁজতে এখানে এসে প'ড়ল ব'লে, এসে
পথের ওপর হাড় দেখবে—মাস দেখবে, রক্ত
মাথা আপনার পোষাক দেখবে। দেখেই
ভাববে—আপনাকে হয় ডাকাতে মেরে
কেলেছে, নয় বাঘে খেয়েছে, তখন আর
এণ্ডবে না। এইখান থেকেই ভেউ ভেউ করে
কাদতে কাদতে ঘরে ফিরে যাবে।

কম। সখা, তোমার বুদ্ধির বলিহারি!

মার্জ। কি হ'ল,—কি হ'ল, দূরে ঘোড়ার
পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পোষাক খুলুন,
পোষাক খুলুন, বুঝি আপনাকে ধ'রতে আসছে।
পোষাক খুলে ওই সয়ুথের বনে ঢুকে ব্যাপার—
খানা কি দেখিগে চলুন।—

(পোষাক রাখিয়া প্রস্থান)

(রক্ষীগণের প্রবেশ।)

১ম রক্ষী। চারিদিকে বড়—চারিদিকে হাড়
—নিশ্চয় কোন কবরস্থকে ডাকাতে মেরেছে।

২য় র। ডাকাতে নয়, বাঘে মেরেছে;
নইলে মাথা দেখতে পাচ্ছি না।

৩য় র। ওরে ভাই! দূরে সাজানার ঘোড়ার
মতন একটা ঘোড়ার মাথা প'ড়ে রয়েছে।

সকলে। কই—কই?

১ম র। ওরে! একিরে?

সকলে। কিরে—কিরে?

১ম র। ওরে সর্বনাশ হ'য়েছে—
সাজানার পোষাক প'ড়ে।

সকলে। তাইত রে! ওরে রক্ত
মাখামাখ যে রে! ওরে কি হ'লরে? হা
খোলা কি ক'রলে?

১ম র। পোষাক নিয়ে ঘরে চল—আর কি
—সব শেষ!

সকলে। ওরে কি হ'লরে—কেমন ক'রে
ফিরবোরে?

(সকলের প্রস্থান)

(পরীক্ষণের প্রবেশ।)

গীত।

যদি প্রেম দরিয়ার দেহ গা ভাসান।

চেরো না পেছন পানে পাবে নাশো স্থান।

হোক না দেশ চেনা অচেনা,

প্রাণ ঢেলে যাও সটান ভেসে,

নদীর মুখে সোণার দেশে এটান রবে না।

ফিরলে তো প্রাণ পাবে না, তুফানের ভর হবে না,
ফিরবে না আর কল মান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(চীনদেশ—রাজপথ।)

(মার্জমান ও কমরলজমান।)

মার্জ। দেখুন সাজানো, এইখান থেকেই
আমি আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করব। আপনি
এই চৌরাস্তায় দাঁড়ান, যা ক'রতে ব'লেছি
তাই ক'রবেন। রাজার লোক এসে—
আপনাকে নিতে এলে, আপনি তার সঙ্গে
যাবেন। অত্যা ক'রবেন না।

কম। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে না?

মার্জ। আমি আপনার পেছন পেছন
থাকবো, সঙ্গে থাকতে পারবো না। কেন না,
এখানে আমাকে সাই চেনে, তাতে আপনার
কার্যের হানি হ'তে পারে। রাজা ওমরাও
সঙ্গে ঠিক এই সময়ে বাইরে বেড়াতে বা'র হন।

কম। দেখা পাব কোথায়?

মার্জ। সে সব ভাবতে হবে না।
দেখা আমি নিজে খুঁজক'রব। আগে খোলা
দিন দিন, আগে কার্য সিদ্ধ হ'ক, সেলাম।

[মার্জমানের প্রস্থান।]

কম। (উচ্চৈঃস্বরে) বালা ঘোঁসিনি জগৎশ্রী, ঢাকী ঢাকী ফিরে কুমারী; পায়রাটান গুড়গুড়ী হাঁস, হাজার জিউ বসে হামারী পাশ। মেরী ভক্তি, শুককি শক্তি, ফুরো মত্ত খোদাকী বাৎ। জলদি আও, জলদি আও। পাও রাতখ পটলী বিবি, ভুঁড়ি রাখে রহমন, গলা রাখে বিলিকা বাচ্চা, জান রাখে চনমন। জলদি আও, জলদি আও। ওই রাজা আসছেন; দূরে ছিলুম, তবু যেন এর চেয়ে ভাল ছিলুম—কাছে এসে বেদৌরাকে দেখবার জন্ত প্রাণ অস্তির হয়ে উঠেছে। খোদা! মেহেরবাগী ক'রে বেদৌরাকে আমায় দেখাও। মেহময় পিতার মমতা ছিন্ন ক'রে চলে এসেছি। খালেদান রাজ্যকে শোকের বজায় ভাসিয়ে চলে এসেছি—ভুপু বেদৌরাকে দেখবার জন্ত। খোদা! সে বেদৌরাকে একবার দেখাও।

(রাজা ও পান্দিদগণের প্রবেশ।)

রাজা। দেখ ত, দূরে কে একজন বিদেশীর মত দাঁড়িয়ে আছে না?

১ম। হাঁ জনাব! বিদেশী ব'লেই বোধ হ'চ্ছে।

রাজা। কেন দাঁড়িয়ে আছে সন্ধান নাও দেখি?

(পান্দিদগণের অগ্রগমন।)

পারি। মিয়া সাহেব! আপনাকে বিদেশী ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

কম। আমি বিদেশী, পশ্চিম মুলুকে আমার ঘর।

পারি। কি মনে ক'রে এখানে আসা হয়েছে?

কম। জাঁহাপনার সম্মুখে ব'লতে ইচ্ছা করি।

পারি। এ লোকটা বিদেশীই বটে, আপনাকে কিছু ব'লতে ইচ্ছা করেন।

রাজা। ব'লতে পার—

কম। জাঁহাপনা। আমি পশ্চিম মুলুকের অধিবাসী—চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, আপনার কন্ঠার মস্ততার খবর শুনে আমি সেই দূর দেশ থেকে তাঁর চিকিৎসা ক'রতে এসেছি।

রাজা। দূরদেশ থেকে যখন আমার কন্ঠার রোগের কথা শুনেচ, তখন সেই সঙ্গে আমার আদেশের কথাও বোধ হয় শুনে থাকবে।

কম। কি আদেশ—জাঁহাপনার মুখে শুনে ইচ্ছা করি।

রাজা। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, যে আমার কন্ঠাকে আরোগ্য ক'রতে পারবে তাকে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য ও সেই কন্ঠা দান ক'রব। যে না পারবে, তাকে গদীন রেখে যেতে হবে।

কম। বিবাহ? আমি রাজনন্দিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক'রতে চাই না। আর আপনার রাজ্যেরও প্রয়াস নেই জাঁহাপনা! কিন্তু যদি আরোগ্য না ক'রতে পারি, তা হ'লে গদীন দিতে প্রস্তুত।

পারি। বহু হাকিম এসেছে, কিন্তু এরূপ কথা কারও কাছে শুনি জাঁহাপনা! এর মুখ দেখে—এর কথা শুনে—এর নিঃস্বার্থ উপকারের প্রত্যাশা দেখে, আমার মনে এক অপূর্ব সাহস হ'চ্ছে। বোধ হ'চ্ছে, যেন এই ব্যক্তিই সাঙ্গাদি বেদৌরার রোগ মুল ক'রতে পারবে।

রাজা। আমারও অভিলাষ তাই—তুমি সাঙ্গাদিকে রোগমুক্ত ক'রে তাকে লাভ কর। না পারলে, আমি তোমার জন্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রতে পারবো না। এস—সঙ্গে এস।

[প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য ।

অলিন্দ ।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ বেদৌরা ।)

বেদৌরা । দেখতে দেখতে এক বৎসর অতীত হয়ে গেল, তবুও ভাই ফিরলো না । এক দিন—এক এক বৎসর, এমন এক বৎসর অতিবাহিত করলুম, আর কেমন করে ধৈর্য্য ধরি ? এই সর্বনাশীর জন্ত কত হতভাগ্য এই এক বৎসরের ভেতরে প্রাণ বিসর্জন দিলে । এমন করে নিত্য নিত্য নিরীহের হত্যাই বা কেমন করে দেখি ? ঈশ্বর ! আর যে সহ্য হয় না । দাঁও, দাঁও—আমাকে মৃত্যু দাঁও,—না না—মরতেও বে সাহস হচ্ছে না । প্রাণেশ্বর ! তোমার সে মুখ আর একবার না দেখলে, তোমার মুখের কথা একবার না শুনলে যে, ম'রেও সুখ হবে না ।

(জটনৈক বান্দার প্রবেশ ।)

বান্দা । সাজাদী ! আবার একজন হাকিম এসেছে—সে আপনাকে চিকিৎসা কর'তে চায় ।

বেদৌরা । গ্যা ! আবার কোন হতভাগ্যকে মৃত্যুতে আহ্বান কর'লে ?

বান্দা । সে বাস্তবিকই সকলের চেয়ে হতভাগ্য । জাঁহাপনা তাঁর রূপ দেখে, তাঁর এলেম দেখে এত মুগ্ধ হয়েছেন যে, তাঁকে নিরস্ত করবার জন্ত অনবরত চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই সে নিবেশ শুনছে না । জাঁহাপনা অমনি অমনি তাঁকে অর্ধেক রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হ'চ্ছেন, ভাল সুন্দরী এনে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর গোঁ ফেরাতে পারছেন না । সে বলে—আপনার কন্ঠাকে যদি আমি আরোগ্য না কর'তে পারি, তাহ'লে আমার জীবনই বৃথা । আমার বিজ্ঞানশিক্ষা যদি নিষ্ফল হয়, তাহ'লে প্রাণ বেখে প্রয়োজন কি ?

বেদৌরা । তাহ'লে ত বড়ই বিপদের কথা ! বান্দা । বড়ই বিপদের কথা ! জাঁহাপনা থেকে আরম্ভ করে বান্দার পর্য্যন্ত তার জন্ত দুঃখিত ।

বেদৌরা । দেখতে কি বড়ই সুন্দর ?

বান্দা । এমন সুন্দর যুবাপুরুষ চীনরাজ্যে নেই, চীন কেন—বুঝি দুনিয়াতেই নেই ।

বেদৌরা । তিনি যদি না হন—আমার যদি সে অপ্ৰেত ধন না হয়, তাহ'লে কি ঈশ্বর, আবার এক নিরপরাধের মৃত্যুর কারণ হব ?

বান্দা । তাহ'লে তাকে এইখানে নিয়ে আসি ?

বেদৌরা । কি বল'ব ?

বান্দা । সে ব্যক্তি আসবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছে । বলে—আমার বিজ্ঞান পরিচয় না দিয়ে আমি আর একদণ্ডের জন্তও স্থির হ'তে পারছি না । তাহ'লে তাকে আনি ?

বেদৌরা । দেখ, এতে আমি কোনও কথা বল'তে ইচ্ছা করি না । জাঁহাপনার যা ইচ্ছা হয়, তাই করুন ।

বান্দা । যো হুকুম ।

বেদৌরা । কি বিপদ ! দেখতেও ইচ্ছা কর'ছে, আবার সাহসও হ'চ্ছে না । আমার যদি এতই ভাগ্য হয়, ঈশ্বরের দয়ায় যদি কিছু এসে থাকেন, তা হ'লে আমার আংটা ত তিনি দেখাতে পারেন, দূর থেকেই ত তিনি আপনার পরিচয় দিতে পারেন ?

বান্দা । কি হুকুম সাজাদী ?

বেদৌরা । দেখ, বান্দা, তুই জাঁহাপনাকে সেলাম জানিয়ে বলিস্—যদি কেও সাজাদীকে আরাম কর'তে পারে, সে সাজাদীকে না দেখে দূরে থেকেই তাকে আরাম কর'বে । যে সাজাদীকে দেখতে চায়, তার কেতাবে সাজাদীর

রোগের নাম নেই, নইলে কতকগুলো হাম-বড়া মুখ হেঁকিমের মুতু দেখতে তিনি আর ইচ্ছা করেন না।

বান্দা। যো হুকুম। [প্রস্থান।

বেদোরা। হা ঈশ্বর! এ কি নিত্য নতন বিপদে আমাকে নিক্ষেপ করছে? আর একটা কত অভাগেব মৃত্যুর কারণ হবে? অত্যাশানিলে আমার হৃদয় যে পুড়ে ক্ষার হ'ল। আর যে বাচতে ভাল লাগে না। কেন বেঁচে আছি? সে কি আছে? না না—থাকবে না কেন? ম'রব কেন? তাকে একবার না দেখে ম'রব কেন? কি অপরাধে ম'রব? তাকে দেখেছি, তাকে যে প্রাণ দিয়েছি, সে না বললে কেন ম'রব? ওরা মবে, তাতে আমার অপরাধ কি? গীত।

স্বপ্ন করে সে ঘেরে মরিতে এসেছে।
সে বৃষ্টি মরণ পাশে, সুখের আশা পেয়েছে।
প্রাণ যে বহিতে পারে,
সে কেনরে প্রাণ ধরে,
নাঃসারে আসিতে তারে (কে) পায়ে ধরে সেয়েছে।
যে করে মরণে ভর, তারোত মরণ হয়,
সেবে যে পেয়েছে মরণ,
সে ত জলে জলে মিশেছে।

পঞ্চম দৃশ্য।

চাঁদা-জা—মরণ।

(কমরুল জামান ও পারিষদবর্গ।)

রাজা। এখনও ব'লছি বালক! ক্ষান্ত হও, তোমার স্মন্দর মূর্তি দেখে, তোমার মিষ্ট কথা শুনে আমি বড়ই মুগ্ধ হয়েছি।

পারিষদগণ। জনাব, আমরাও হয়েছি।

রাজা। দেখ, তাই আমরা সকলে তোমাকে নিরস্ত করছি। পথে আসতে আসতে

যে সব মুণ্ড বুলুতে দেখেছো, সে সমস্ত তোমারই জার উদ্ভাসের মুণ্ড! তারাত রাজ-কুমারীকে আরোগ্য করবার সম্পূর্ণ সাহস দেখিয়েছিল, কিন্তু সকলেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাই বলি হুবক! ক্ষান্ত হও।—রাজ্য চাও, তোমার রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হচ্ছি।—কিন্তু না পারলে জান নেবো। তোমার জন্ত প্রতিজ্ঞা লজ্বন করিতে পারব না।

কম। আমি রাজ্য চাই না, আমি রাজ-কুমারীকে রোগমুক্ত দেখতে চাই। নইলে আমি জান দিতে প্রস্তুত।

রাজা। মৃত্যু তোমাকে আহ্বান করেছে আমি কি করব? বেশ—তবে অপেক্ষা কর, বান্দা ফিরুক।

কম। জাঁহাপনা! বিলম্ব নয় না।

১ম পারি। না, এ গেল—একে আর বাঁচান গেল না।

২য় পারি। এটার মতন পাগল একটাও আসেনি।

১ম পারি। এটা বোধ হয় গলায় দড়ি দে মরতে যাচ্ছিল। মাংকশান থেকে রাজকুমারীর সংবাদ শুনেছে, তাই একটু সুখের মরণ মরতে এসেছে।

কম। জাঁহাপনা! না হয় অহুমতি করুন, আমি এই স্থান থেকেই শক্তির পরিচয় দিই।

রাজা। পারি?

সকলে। পারি?

কম। নিশ্চয় পারি।

রাজা। কিন্তু তা না পারলেও জানি বাবে।

(বান্দার প্রবেশ।)

রাজা। কি খবর বান্দা?

বান্দা। জনাব। রাজকুমারী ব'লেছেন, যে তারে আরোগ্য করিতে পারবে, সে তাঁকে

না দেখেই আরোগ্য ক'রবে । নইলে, সাজাদীর
রোগের নাম তার কেতাবে নেই ।

কম । আমিও তাই চাই । (অস্থরী
উন্মোচন ও গোপনে পত্রমধ্যে রক্ষা ও বান্দার
হস্তে দান ।) যাও—জলদি যাও ।

[বান্দার প্রস্থান ।

রাজা । বেশ—এরকমে যদি তুমি আরোগ্য
ক'রতে পার, তা হ'লে যথার্থই তোমার অপূর্ণ
শক্তি । যদি হয়, তা হ'লে শুধু রাজকুমারী কেন,
রাজ-কুমারীর সঙ্গে সমস্ত রাজ্যও তোমাকে দান
ক'রব । নইলে গর্দান দিতেই হবে ।

কম । অবশ্য দেব ।

১ম পারি । আর বেন দাদা—আজ্ঞা আজ্ঞা
বলো ।

২য় পারি । আর কি ! হয়ে গেল ।

১ম পারি । এও না কি হয় ?

৩য় পারি । আর বারা এসেছিল, তারা
যেন মুখস্থ ।

১ম পারি । তের রকমের পাগল দেখা গেল,
এমন পাগল ত কখন দেখিনি বাবা ।

(বান্দার পুনঃপ্রবেশ ।)

রাজা । কিরে বান্দা, খবর কি ?

বান্দা । জনাব ! সর্কনাশ !

রাজা । সর্কনাশ কিরে ? কি হ'ল ?

বান্দা । এই হকিম কি দাওয়াই দিয়েছে,

তার ঝাঁকে মারা গেল ! নাকের কাছে সাজাদী
যেই ধরেছে, অমনি একেবারে তেউড়ে
উঠেছে ।

রাজা । ওরে বলিস কিরে ?

বান্দা । সাজাদী হাত পা ছুঁড়ে বাদীগুলো
হুপোহুপি লাফাচ্ছে, ছেকল স্নান ক'রছে ।

রাজা । পাকড়াও—কই ছায় !

(প্রহরীর প্রবেশ ।)

পারি-গণ । হাঁ জনাব, জলদি জলদি ।

বান্দা । হাঁ জনাব । সর্কনেশে হাকিম, ভয়কর
দাওয়াই, বিষম ঝাঁক । এখন সব বাবে,
জাঁহাপনার বাড়ী শুক পুড়ে যাবে, গোলামরা
যাবে, মূলুক পুড়ে যাবে ।

১ম পারি । গেল, গেল—গা জলছে ।

২য় । কান ভোঁ ভোঁ ক'রছে !

৩য় । বুক গুলগুলায় ।

১ম । শিব টনটন ।

(বেদোঁরার প্রবেশ ।)

বেদোঁরা । হ্যাঁ ! তুমি, তুমি ! সেই,
সেই—

রাজা । দেখ দেখ—কি হ'ল ! কি সর্ক-
নাশ হ'ল ।

সকলে । মারা গেল—মারা গেল—সাজাদী
মারা গেল ।

বান্দা । ব'লেছিত জনাব ! এই বদমাস
বিষ স্ত'কিয়েছে ।

রাজা । বদমাসকে বাধ ! ডালকুন্ডা দিয়ে
খাওয়াও । ছুন দিয়ে মেরে ফেল ।

১ম । না জনাব, শূলে দিন ।

২য় । খোড়ি কুচি ক'রে কাটুন ।

৩য় । ঠাণ্ড বেঁধে ঝুলিয়ে দিন ।

১ম । দেয়ালের সঙ্গে গেথে মারুন !

কম । বেদোঁরা—বেদোঁরা—(বেদোঁরার
উত্থান)

বেদোঁরা । হ্যাঁ এসেছ ? এসেছ ?—পিতা
—পিতা ! কতাবৎসল পিতা ! ইনিই আমার
প্রাণেশ্বর, একেই আমি সে রাতে আমিষ্টে ব-ণ
ক'রেছি ।

রাজা । হ্যাঁ—সোক ? সোক ?

সকলে । সে কি ? সে কি ?

রাজা । শীঘ্র এ যাবার বন্ধন মোচন ক'রে নাও ।

কম । জাহাপনা । আমিও এর বিরহে উন্মত্ত হয়ে, পিতার পর্যান্ত অবমাননা ক'রেছি । আমার স্নেহময় পিতাকে পুত্র-শোকাভূত ক'রে সহস্র ক্রোশ দূরে চ'লে এসেছি ।

রাজা । এ সব ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । হাজার ক্রোশ দূর ! এ মিলনই বা হ'ল কবে ? আর চা'ড়াচাড়িই বা হ'ল কখন ?

কম । সমস্তই জানতে পারবেন । এখন আমাকে পুত্ররূপে স্বীকার করুন । তবে এটা বলে রাখি, এ গোলাম বংশমর্যাদায় রাজকুমারীর সোপা পাত্র নয় । আমি খালেদান-রাজার রাজপুত্র ।

রাজা । খালেদান রাজ্য ! রাজা খালেদান ।

কম । আজ্ঞে হাঁ জাহাপনা ! গোলামের নাম করলজমান ।

রাজা । যতক না জেনে তোমার উপর হাযাচার ক'রেছি । তুমি আমার ক্ষমা কর । তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু । আজ আমার বড়ই আনন্দের দিন । আজই আমি তোমার হস্ত কস্তা সম্প্রদান ক'রব ।

(মার্জ্জানের প্রবেশ)

মার্জ্জ । সাহাঙ্গী ! পেয়েছ ?

বেদৌরা । ভাই ! তোমার করুণায় আমি হারান দিবে পেয়েছি ।

রাজা । কেও মার্জ্জমান ?

মার্জ্জ । হাঁ জনাব ! গোলাম ।

রাজা । তুমি—তুমিও এ ঘটনা জান ?

মার্জ্জ । খোদা জানিয়ে দেন জনাব ।

রাজা । এ যে অদ্ভুত ব্যাপার !

মার্জ্জ । খোদার ছনিয়ায় কিছুই অদ্ভুত নেই জনাব ! স্বপ্নের মিলন আবার সবার আগে ভেসে ওঠে ।

(গীত ।)

আবরণে ঘোর অ'ধার ।
দীরে দীরে কোটে পিরীতি ফুল
আপন গোপন স্বভাব তার ।
মেঘের বরণে ঢাকিয়া গা,
পিরীতি চলে গো টপিয়া পা,
দূরে করে অভিনয় ।
চলিতে কুঞ্জবন পথে,
চাদ না রাখিতে ছায়া সখি,
এখনি গোপত পিরীতি বেকত,
নৌরুড ছুটে চরণধার ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

প্রান্তর ।

তীনরাজ বেদৌরা, কমরলজমান ।

কম । আর কেন জাহাপনা ! রাজ্যের নীমা থেকেও এক পক্ষের পথ হতিক্রম ক'রে এলেন । আর কতদূর আমাদের সঙ্গে যাবেন ?

বেদৌরা । পিতা ! নন্দিনীর জন্ত যদেষ্ঠ কষ্ট স্বীকার ক'রেছেন । আর কেন ?

রাজা । না, আর অধিক দূর অগ্রসর হব না । তোমরাও আজকের মতন এই বলে বিশ্রাম কর । কেননা, এমন বিপদ ছায়ায় স্বস্তি লভ্য প্রান্তর তোমরা আর বহুদিন পাবে না । পথে নানাকণ কষ্ট হবার সম্ভাবনা । সুতরাং এই মনোরম স্থলে আজকের মতন বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে কাল প্রাতে আবার যাত্রা কর । বরাবর এই পথ ধ'রে গেলে সাত মাস পরে এনি উপদ্বীপে উপস্থিত হবে ।

সে স্থান থেকে যদি জলপথে যাও, তাহ'লে তিন মাসে খালেদান বীপে পৌঁছিতে পারবে, কিন্তু স্থলপথে গেলে, আর এক বৎসর। সেই জন্য আমি স্থলপথে তোমাদের পাঠাতে ইচ্ছা করি না। এবনি-উপবীপের রাজা আর্থানিস পরম দয়ালু। তিনি তোমাদের সংবাদ পেলে জাহাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।

কম। আমি আর্থানিস রাজার নাম শুনেছি।

শুনেছি—তিনি আমার পিতার বন্ধু।

রাজা। বেশ বেশ—তাহ'লে ত ভালই হ'ল। কি ক'র'ব, এখান থেকে খালেদান বীপে জাহাজ বাবার স্তবন্দোবস্ত নেই। না হ'লে এইখান থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দিতুম। যাক, তবে আমি আসি। সন্ধ্যার পূর্বেই আমাকে নিকটবর্তী নগরে পৌঁছিতে হবে। তোমাকে ছাড়তে আমার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি ক'র'ব, তুমি পিতার দারুণ পীড়ার স্বপ্ন দেখেছ। পুত্রবৎসল রাজাকে শোকাহুত ক'রে চ'লে এসেছ। আর দেখ মা! না বুকে তোমার উপর অনেক অত্যাচার ক'রেছি।

বেদৌরা। সে কি, জাহাপনা! আপনার বৎসল্যের কি তুলনা আছে? যথার্থই আমি উদ্ভাসিত হ'য়েছিলুম, আপনি তার প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'রেছেন, নইলে ত আমি আত্মহত্যা ক'রতুম।

রাজা।—একবৎসর সেখানে থেকে আবার কিন্তু তোমাদের আশ্রয় কাছে আসতে হবে।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আর দেখ বেদৌরা! (অস্তরালে ইয়া) এই কোমরবন্ধটা সঙ্গে রাখ। এর সঙ্গে একখানা তাবিজ বাধা দেখছ? এটাকে অতি যত্নে রক্ষা ক'রো। তোমার ধর্মভাই মার্জান এই তাবিজখানি দিয়েছে। ব'লে দিয়েছে—

যতদিন এই তাবিজ তোমার কাছে থাকবে, ততদিন তোমার কোনও অনিষ্ট হবে না।

বেদৌরা। যথা আজ্ঞা।

রাজা। আসি বাপ, তোমাদের মঙ্গল হোক। [প্রস্থান।

কম। এস বেদৌরা! পথশান্তি হয়েছে, বান্দারা বতঙ্গণ থানাপানির ঠিক না করে, ততঙ্গণ তাঁবুতে বিশ্রাম ক'রবে চল।

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা নয় যে, তিনি আমাদের সঙ্গে ভাগ করেন।

কম। তা কি আমিও বুঝতে পারিনি বেদৌরা!

বেদৌরা। বাবার ইচ্ছা—যেন কোলুচে ছিঁড়ে প্রাণটাকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।

কম। কি ক'র'ব বেদৌরা! পিতার কাছে অকৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। অনেক বেইমানী ক'রেছি, এখনও ক'রলে আমি সয়তান।

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী! সাজাদী! তাঁবু ঠিক হয়েছে—বিছানা প্রস্তুত।

বেদৌরা। চল—আর দেখ, এই কোমর-বন্ধটা নিয়ে গিয়ে আমার বিছানার উপর রাখত।

[বাঁদীকে প্রদান।

কম। বা, বা! এত বহুত উমদা কোমর-বন্ধ—বহুত উমদা জহরৎ—বহুত দাম!

বেদৌরা। বাবা বাবার সময় শুইতে আমাকে দিয়ে গেলেন। ভাটা সন্ধ্যা কাছে রাখতেই ব'সেন। তবে এখন একটা রয়েছে, আর একটা হাতে রেখে কি ক'র'ব। বড় ভারী।

কম। দেখি—একবার দেখি?

বেদৌরা। কাজ কি—কি এমন, কি দেখবে?—কোমরবন্ধ কি দেখনি? যা বাঁদী!

হঁসিয়ারিসে নিয়ে যা। আমি যতক্ষণ না যাই,
ততক্ষণ কাছে বাসিস।—এস আমরাও যাই।

[প্রস্থান।]

• (মৈমনী ও কাসকাসের প্রবেশ।)

মৈমু। দেখ কাসকাস! দানহাস ভারি
ঠিকিয়েছে—আমাদের বে-অকুফ বানিয়ে ফেলেছে।
এবারে যেন কিছুতেই না ফসকে যায়। হুজনে
মিলে জুলে যেমন খেলদান রাজো যাবে, অমনি
দানহাস আমার কাছে এসে হাত পাতাবে।
কাজেই ওদের হুজনকে ছাড়াছাড়ি—যেমন করে
হুক—ক'রতেই হবে। মার্জমান বেদৌরাকে
একখানা তাবিজ দিয়েছে। সেটা বেদৌরার বড়
প্রিয় জিনিস। সেইটাকে কোনও বকমে হাত
ক'রতে পারলেই হুজনকে ছাড়াছাড়ি করা যায়।

কাস। তাহ'লে কি ক'রব—হুকুম কর।

মৈমু। আমি বেদৌরাকে কামরুলজমানের
কাছ থেকে সরিয়ে আনি, এই অবসরে তুই যেমন
ক'রে পারিস, সেই তাবিজ সরিয়ে নিয়ে যা।
কামরবন্ধে তাবিজ বাধা আছে।

কাস। আমি চলুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির-সমুদয়।

(পরীপণের প্রবেশ।)

গীত।

নবীন বাসনা জাগিয়ে আগে।

বুনের আবেশে, হুজনে প্রপাশে,

সরিয়ে নে যাই যতনে।

ভেঙ্গে বাক সোনার স্বপন বিধ্বংস করে বাণ,

ভরে যাক বীর সর্বাঙ্গে হতাশ-ভরা শান,

বাঁচুক প্রাণ আপন মনে নবীন বাণীর গীতনে।

(বেদৌরার প্রবেশ।)

বেদৌরা। কে গাইলে? কই কেউত নেই?

তবে কে গাইলে? যেন পরিচিত কণ্ঠস্বর। কি
মধুর! এমন সুন্দর স্থানও দেখিনি, এমন সুন্দর
গানও শুনিনি। ধোঁদা যেন নিজের মনের যতন
ক'রে নিজের হাতে এ বাগানটা সাজিয়েছেন।
গাছ পালা, ফুল ফল, ঝরণা দরিদ্রা, যে বার
নিজের রূপে নিজে বিভোর। কিন্তু এ নির্জন
প্রদেশে গায় কে? ধোঁদী, এ সুন্দর বাগান স্থখার
সাগরে ডুবিয়ে গাধবার জন্ত কি বাতাসে স্বর্গের
গান মাখিয়ে রেখেছেন?

(বাঁদীর প্রবেশ।)

বাঁদী। সাজাদী! কোমরবন্ধ কি সঙ্গে ক'রে
এনেছ?

বেদৌরা। কই না।

বাঁদী। কোমরবন্ধ ত দেখতে পেলুম না।

বেদৌরা। সে কি? আমি আসবার সময়,
আমার বিছানার ওপর কোমরবন্ধ দেখে এলুম।

তাঁবুর দোরে পাহারা। কোমরবন্ধ নেবে কে?

বাঁদী। ভাল ক'রে খুঁজে দেখেছি সাজাদী!

বেদৌরা। তবে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস

কর দেখি, সাজাদী ত আমার তাঁবুতে যান নি?

বাঁদী। মো লকুম।

[প্রস্থান।]

বেদৌরা। একি? মনে সন্দেহ গুঠে কেন?

কোমরবন্ধের সঙ্গে তাবিজ বাধা! পিতা দান
করবার সময় সাবধানে রক্ষা ক'রতে বলেছেন!

বলেছেন—যতদিন ওই তাবিজ সঙ্গে থাকবে,

ততদিন আমার বিপদের কোনও আশঙ্কা থাকবে

না। ঘরে রেখেছি, যাবে কোথায়? সাজাদী

দেখতে চে'য়েছিলেন, আমি দেখতে দিইনি,

তাই বোধ হয় কোমরবন্ধ দেখাবার জন্ত তাঁর

বড় কৌতুহল হয়েছে। চারিদিকে পাহারা—

পিতার বিখ্যাত পুরাতন ভূতা, যাবে কোথায় ?—
কি খবর ?

(বাদীর পুনঃপ্রবেশ)

বাদী। সাজাদা তাঁরুতে প্রবেশ ক'রে-
ছিলেন। আপনার কোমরবন্ধ তিনিই হাতে
ক'রে নিয়ে গেছেন।

বেদোরা। যাক্—নিশ্চিত্ত। তবে তুই
চ'লে যা।

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। সাজাদী, সাজাদী! সর্কনাশ হয়েছে।

বেদোরা। সর্কনাশ হয়েছে কিরে ?

বান্দা। আপনার কোমরবন্ধ নিয়ে সাজাদা
বাইরে পাইচারী ক'রুছিলেন, আর হাতে ক'রে
কোমরবন্ধের গড়ন দেখছিলেন, এমন সময়
কোথা থেকে এক বেটা ঢিল এসে কোমরবন্ধ
ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।

বেদোরা। গেছে—গেছে, তাতে কি
হয়েছে। তাতে আবার সর্কনাশ কি ? বে-
আকুফ! এমনি ক'রে এসে ব'লেছিস যে, শুনে
আমার বুকটো ধড় ধড় ক'রে উঠেছে।

বান্দা। তাহ'লে কিছু হয়নি ?

বেদোরা। কি হবে ? একটা তুচ্ছ কোমর-
বন্ধ—অমন কত লাখ লাখ আমার পিতা চীন-
রাজ্যের ঘরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে।

বান্দা। হার হার, তাহ'লে আমি মিছে
টেচিয়ে উঠলুম।

বেদোরা। কিছু হয় নি—তবে তার সঙ্গে
একখানা তাবিজ ছিল—তা গেছে কি ক'রব।
যাক্, তুই সাজাদাকে ডেকে দে।

বান্দা। সাজাদা সেই ঢিলকে ধ'রতে
গেছেন।

বেদোরা। ঢিলকে ধ'রতে গেছেন কি ?
ঢিল কোথা থেকে কোথায় উড়ে যাবে। অচেনা

দেশ, ফিরিয়ে আন—ফিরিয়ে আন, কোন্ দিকে
গেছেন ?

বান্দা। এই দিকে—এখনও বেশী দূর
যান নি।

বেদোরা। যা—শিগগির যা—ফিরিয়ে আন।

বাদী। ওমা, কি হ'লগো !

বেদোরা। খাম বাদী! গোল করিস নি।

বাদী। তাহ ক'রবই না—কিন্তু কি
হ'ল গো ?

বেদোরা। আরে মরু, তবু দেখ্ গোল করে !

বাদী। চুপিচুপিই ব'লছি—হা আলা কি
ক'রুলে গো !

বান্দা। তাই ত কিছু হ'ল নাকি ?

বেদোরা। আরে মরু, এখনও দাঁড়িয়ে
অ'ছিস—সাজাদাকে ফিরিয়ে আন।

[বান্দা ও সকলের প্রস্থান।]

(কাসকাসের প্রবেশ)

কাস। আর ফিরিয়ে আন! ফেরানর
দকা একেবারে রকা !

(মৈমুনীর প্রবেশ)

মৈ। কি খবর ?

কাস। তাবিজ ছোঁ মেরেছি। তার পর
এখন একটা গাছের ঝোপের আড়ালে চি-
হয়ে গুপতী মেরে ব'সে আছি, সাজাদা বেদার
ঢিল মাচ্ছে। তারপর এখন তোমার হুকুম।

মৈ। আর কেন, সরিয়ে ফেল্।

কাস। তাহ'লে ঢিল হয়ে আবার উড়ি ?

মৈ। শিগগির—শিগগির—দেড়ি করিস নি।

কাস। ক দিন বোরাব ?

মৈ। দিন সাতেক। একটু দূরে নিয়ে
যাস, যেন কোন ক্রমে এরা সন্ধান না পায়।

কাস। সে তোমার ব'লতে হবে না।

মৈ। দেখিস্ যেন না খাইরে মেরে ফেলিসনি ।

কাস। ভয় নাই—ভয় নাই, পথে পথে খোঁষাক ছড়িয়ে রাখব। উচ্ছে গাছে বোঁধাই জাব কুলিয়ে দেব। ঘুঘুর ডিমে ছুঁষো ভেড়ার বাঁচ্চা—থাক না কত থাকে ।

মৈ। বহৎ আচ্ছা ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

প্রান্তর ।

(বেদৌরা ও বাঁদীর প্রবেশ ।)

গীত ।

পেয়ে নিধি বিদি আমার স্তবের অবধি নাই ।

সদা ভয় মনে উদয়, বৃষ্টি কখন হারাই কখন হারাই ।

জিল না জিলেম ভাল, বিরহ কেটেছে কাল,

এয়ে আমার ছুকুল গেল, হাসিতে যাতনা পাত ;

প্রবল ক্রোধ নলে (হ'ল) বাড়া ভাতে ছাই ।

বেদৌরা। কি ক'রলুম বাঁদী ! কি সন্দেহ ক'রলুম বাঁদী ! হাতে পেয়ে মাণিক হারালুম। কেন মরতে তাঁর সমুখে কোমরবন্ধ বাঁর করলুম ! নইলে ত তাঁকে হারাতুম না। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তখন দেখতে দিলেও ত এমন সন্দেহ হ'ত না। কোথায় গেলেন ? এমন অচেনা দেশে কোথায় গিয়ে পথ হারালেন ? কোমরবন্ধ না নিয়ে কোমর ক'রে কিরবেন, তাই কি লজ্জায় প্রাণেশ্বর আমার কোন জয়গায় লুকিয়ে ব'সে আছেন ? রাজিও ত অধিক হ'য়ে প'ড়ল, আর কেমন ক'রে সন্ধান হয় ?

বাঁদী। উত্তলা হবেন না সাজাদী। চারিদিকে ত লোক গিয়েছে। তারা আশ্রক, কি বল শুভুন। আগে থাকতে হতাশ হবেন না। খোঁদা কি এমনই ক'রবেন ? আজ আসতে না পাবেন, সাজাদা ক'ল সকালে যেখানে থাকুন না কেন, নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন ।

বেদৌরা। আর কিরেছেন ! আমার বা ঘ'টেছে সব কুখতে পাচ্ছি !

বাঁদী। কেন হতাশ হরেন ?

বেদৌরা। নইলে তাবিজ হারালুম কেন ? সে তাবিজ থাকলে যে আমার কোনই অনিষ্ট হ'ত না ।

বাঁদী। তাবিজও পাবেন, সাজাদাকেও পাবেন ।

বেদৌরা। তাবিজ পেলে সাজাদাকে পাব, নইলে বৃষ্টি এ জন্মের মতন আর তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল না ! কি খবর বান্ধা ?

(বান্ধার প্রবেশ)

বান্ধা। সাজাদী ! কোনও দিক থেকে কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। বারি বারি সন্ধান গিছিল, তারা অমনি অমনি ফিরে এল ।

বেদৌরা। নিকটে কোনও সহরের খবর পেয়েছে ?

বান্ধা। এক একজন দশ বারকোশ ঘুরে এসেছে, কোনও স্থানে লোকালয় দেখতে পাননি ।

বেদৌরা। বেশ, তুই কিছুক্ষণ এইখানে পাহারায় থাক, যদি খোঁদার মর্জিতে কেউ আসে, তাহ'লে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেও যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় ।

বান্ধা। যো হকুম ।

বেদৌরা। আর দেখ, বাঁদী ! সাজাদার তাঁবতে গিয়ে তাঁর পোষাক নিয়ে আয় ত ।

বাঁদী। কেন সাজাদী ?

বেদৌরা। আমি তাঁর পোষাক পরব ! স্বীবেশে এ অচেনা দেশে চলে আসার সাহস হ'চ্ছে না। কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে ।

বাঁদী। খোঁদা যদি এমনই করেন, সাজাদার দেখা যদি কিছুদিন নই মেলে, তাহ'লে যাবেন কোথায় ?

বেদোরা । যে মুখে চলছি, সে মুখেই বাব—সুন্দের আশ্রয়ে উপস্থিত হব । বাবাকে আর এ মুখ দেখাব না । যা—তুই আর একটুও বিলম্ব করিসনি । আমি তাঁবতে চ'ল্লুম । বান্দা ! খাড়া রও ।

বান্দা । যো হুকুম—বান্দা ত চকিণ ফটাট খাড়া আছে, কিন্তু ফাঁকা নসীবে কিছুই বে মিলছে না । সাজাদার সন্ধান আনতে পারলে কত টাকাই না বকসিস্ মারতুম । হয় ত বান্দাগিরিই ঘুচে যেত । ঘুচে যেত কি—ঘুচে ত গিয়েই ছিল । তবে এখনও যে পাবার আশা নেই, এমন ত নয় । এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, নসীব করে ত ক'ল খানিকটে উচুতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি । পরন্তু আরও খানিকটে উচু—এই বকম ক'রে উঠতে উঠতে একেবারে সাতমহলের সাততলায় । অ'সে পাশে, ইলবিল, বুনবুন, ঝিমঝিম, ঝম—কত কেমের আওয়াজ ! তারেনারে, তেলেনা, দেলেনা, প্যা পো—কত বকমের মিষ্টি আওয়াজ ! কেউ ব'লবে প্রাণেশ্বর, কেউ ব'লবে প্রাণকান্ত, কেউ ব'লবে জনাব, মেরা জান ।—উঃ—প্রাণটা আমার যেন কাকুতি মিনতি ক'রছে—নসীব চড় চড় ক'রছে । ওই যেন কে আসছে না ?—আসছে—ঠিক আসছে । ওই সাজাদা—আলবঃ সাজাদা, নইলে এত রাজে এ পথে আর কে আসবে ? ঠিক হয়েছে—ইয়া আল্লা । কিন্তু শ্রমখে যাওয়া হবে না । আমি চুপচাপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি—এটা বুঝতে দেওয়া হবে না । তাহ'লে বকসিস্টে কম হবে । এই দিক দিয়ে ঘুরে, সাজাদার পেছনেই বাই ।

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ । আমি হ'চ্ছি মাসাফের—হুনিদার সবার সঙ্গে আমার সমান সধক, আমার ভেতরে

আবার মায়া ঢোকে কেনরে বাপু ? এ ত বড়ই বেয়াড়া কাণ্ড । সাজাদার অজ্ঞ আবার আমার মন কেমন করে কেন ? তাকে আবার দেখবার জন্য ব্যাকুল হয় কেন ? বড় অজ্ঞায়—মার্জমানি মিহা ! তুমি ফকীর মাহুব, এ বড় অজ্ঞায়, বড় অজ্ঞায় ।—খোবার নাম কর, সাজাদা সাজাদী ভুলে যাও । কেবল ঈশ্বর স্মরণ কর । আর স্তুতি ক'রে বল—ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা, ওয়ালবিল্লা, মসাল্লা, টাইকু ক'টিকু, ক'কুশিশি, শিকিন্ স্তানকিন্, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং । না—হ'ল না—মন বেশে এলো না ! কেমন কেমন ক'রতেই লাগল । সাজাদার কোন অনিষ্ট হ'ল না ত ? না—তা কেমন ক'রে হবে ? যে তাবিজ সাজাদীর কাছে আছে, রাখলে তাদের কেউ কিছু ক'রতে পারবে না । তবু কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে ! একটা ছোট্ট পাহাড়েও ওপর উঠে নেমাঙ্গ ক'রতে ব'সেছি, এমন সময় দেখি না—পাহাড়ের নীচে দিগে একটা লোক আকাশ পানে চাইতে চাইতে ছুটে গেল । ওপরে চেয়ে দেখি—একটা িল তার মুখে একটা যেন কি ঝুলছে । নেমাঙ্গ ক'রছিলুম, উঠতে পারলুম না । উঠে সন্ধান ক'রলুম, আর কাউকেও দেখতে পেলুম না । কেমন একটা সন্দেহ হ'চ্ছে ! দূর হ'ক, আবা গুলিরে বাজি ।—মার্জমানি ! আমোদ কর—আমোদ কর ! দূর ছাই, তাইবা কাকে নিয়ে আমোদ করি । এমন চাঁদিনী রাত, কিন্তু চাঁদমলি আমার কোথায় মুখ লুকিয়ে ব'সে আছেন ! শ্রমখে এমন একটা জলা ! তাতে চাঁদ প'ড়ে কোথায় কিলবিল ক'রবে, না—সব যেন মলিন ; যেন একটা নিখুয়ের পালা ! রস বাবা ! এমন নিখুয়ের আসর গরম না ক'রতে পারলে, ঘুরে ঘুরে বেড়াই বা কেন ?

পীত ।

সোপাননি টাঙ্কিনো নিদি ।

খাকো খাকো মুখ ঢাকো কি হ'ল রূপসী ।

সরসী আরসী বানি পড়ে উঠানে,

বোঁপা মোড়া কুলের তোড়া ঘোমটাটি টেনে,

ব'সে আছি কি অভিমানে ।

নিজের চবি দেখে নিজে,

তাই দেখে প্রাণ যায় গো মজে,

তাই আজি বুকে স্থানে,

লুকিয়ে রাখ টাকের হাসি ॥

এই একজন লোক আসছে । যাক বাবা !
পথে একটু আয়োণ করবার সঙ্গী পাওয়া গেল !
না—কে ও ! বেদোঁরার গোলাম না ? তা'হলে
ত সাজাদা, সাজাদী এই নিকটেই কোন স্থানে
আছে । তা'হলে ত বিপদ চেপে আসে দেখছি ।
না, তা হচ্ছে না—মায়ায় জড়ান আর কিছুতেই
হচ্ছে না । বেটার গোলাম আয়ায় চেনে না, কিন্তু
আমি চিনি । বেটাকে কাছে বেঁসতে দেওয়া হ'চ্ছে
না । মন অমনি অননিত ঘাব ঘাব ক'ব'ছে—বেটা
তা'র ওপর রসী, স্নতরাং কাছে এলেই ঘূষী ।
বান্দা । কই সাজাদা ত নয় ! যেই হ'ক
এর কাছে সন্ধানও ত পাওয়া যেতে পারে ।

মার্জ । কে তুমি মিয়া ?

বান্দা । পথে আসতে আসতে সাজাদাকে
দেখেছি ?

মার্জ । সাজাদাকে দেখিনি, তবে এক
হারামজাদাকে দেখেছি ।

বান্দা । কি রকম, কি রকম ?

মার্জ । আর মিয়া ! সে বড় দুঃখের
কথা । এমন বদমাদেস আমি কখন দেখিনি ।
আমায় তাই বেজায় মেরেছে ।

বান্দা । বটে—বটে ! ঠিক মিলছে—ঠিক
মিলছে ! সাজাদা ঐ রকম বেজাট মারে বটে !

মার্জ । (স্বগত) ওরে বেটা ! আমায়

মারলে, আর তোমার মিলল । বোস্ বেটা
মেলচ্ছি ! কিন্তু সাজাদাকে দেখেছ—এ
কথা ব'লে কেন ? তবে কি যে লোক চিলের
সঙ্গে ছুটেছিল, সেই কি সাজাদা ? চিল কি
কোন অনিষ্ট ক'রেছে ? ব্যাপারটা ভাগে ভাগে
বুঝতে হচ্ছে ।

বান্দা । কি মিয়া ! থেমে গেলে কেন ?
ব'লে কেল না । ঠিক মিলছে, ঠিক মিলছে ।

মার্জ । আরে তাই ব'ল'ব কি, মারের
চোটে এখনও ধুকছি ।

বান্দা । ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে ।
সাজাদার মার—না ধুকলে মারে না ।

মার্জ । একটা লোক আকাশ পানে চেয়ে
পথ চ'লছে ।

বান্দা । বটে—বটে ! ঠিক মিলছে—
ঠিক মিলছে ।

মার্জ । মাথার ওপর চিল ।

বান্দা । ইয়া আন্না ! ঠিক মিলছে—
ঠিক মিলছে—চিলে তাবিজ ছেঁ মেরেছে ।

মার্জ । তাবিজ !—তবেই ত গুণগোলে
কথা হ'ল ।

বান্দা । ব'লে যাও মিজা—বলে যাও ।

মার্জ । এখন হয়েছিল কি, পথের ধারে
ছিল ইদারা ।—লোকটা চ'লতে চ'লতে ইদা-
রার ধারে এসে উপস্থিত । পড়ে আর কি !
আমি অমনি দূর থেকে হাঁ হাঁ—খবরদার
খবরদার—পথ দেখে চল, নইলে মাথা বাবে—
ব'লে চোঁচিয়ে উঠলুম ।

বান্দা । বটে ! বটে !

মার্জ । লোকটা এই কথা না শুনে, কট
মট ক'রে আমার দিকে চাইলে । তার পন
আমার কাছে বরাবর আস্তে আস্তে এল । গায়ে
ছিল দামী শোবারক, সেটা গুললে ।

বান্দা । কেয়া মজা—কেয়া তামাসা—
ঠিক মিলছে, ঠিক মিলছে ।

মার্জ । খুলে ব'ললে—গাথা উত্তক !
আমার চিল হারিয়ে দিল !

বান্দা । (অতি উল্লাসে) ই—ঠিক
মিলছে—ঠিক মিলছে । তারপর—তারপর ?

মার্জ । তারপর আমার টুটা—এই জমনি
ক'রে না ধ'রে—গমাগম কিল !

বান্দা । ওরে বাবারে ! মেরে ফেল্লেরে !

মার্জ । ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে—
আমিও ভাই ঠিক ওই রকম বাবারে মারে
ক'রেছিলুম !

বান্দা । ওরে শালা ! ছেড়েদে—
ছেড়েদে !

মার্জ । ঠিক মিলছে—ঠিক মিলছে, আমিও
এই রকম শালা শালা ক'রেছিলুম ।—বা, ওই-
বারে চ'লে যা । (বান্দা প্রস্থানোত্তত) না—
ফিরতেই হ'ল—সাজাদার সন্ধানেই আমার
যেতে হ'ল !

(বেদোরার প্রবেশ !)

বেদোরা । কিরে বান্দা !—চেষ্টা করে
উঠলি কেন ?

বান্দা । ওই !—শা—শা—শা—(মার্জ-
মানের ইঙ্গিতে ভয় প্রদর্শন)

বেদোরা । শা—কি ? সাজাদা ?

বান্দা । তার ভৃত ।

বেদোরা । চোপরাও বেয়াদব !—কে
আপনি ? কেও ভাই ? কোথা থেকে এলে ভাই ?

মার্জ । যেখানে থেকে আসি—সাজাদা কই ?

বেদোরা । আর সাজাদা !—ভাই !

সাগর ছেঁচে বেরত আমার এনে দিয়েছিলে,
স রত হারিয়েছি ।

মার্জ । বুঝেছি, পথে আমি তাকে

দেখেছি । তুমি নিশ্চিন্ত থাক,—আমি তাকে
খুঁজে আনছি । তাবিজ ?

বেদোরা । সেট তাবিজেই আমার সর্ব-
নাশ হয়েছে ।

মার্জ । একটা চিলে ছোঁ মেরেছে কেমন ?
বেদোরা । ভাই ! এ বিপদে তুমি ভিন্ন

যে আমাকে রক্ষা করবার আর কেউ নেই ।

মার্জ । তোমাকে যিনি রক্ষা করবার,
তিনিই করবেন । য'ক, আমি আর বিলম্ব
ক'র না । যত দেরী ক'রব, ততই সাজাদার
সঙ্গে বেশি তফাৎ হয়ে পড়ব ।

বেদোরা । আমি আর কি ব'লব ?

মার্জ । তোমার আর কিছু ব'লতে হবে
না । যেমন যাচ্ছ, তেমনি যাও—পথে বিলম্ব
ক'র না । কোথায় যাবে ?

বেদোরা । এবনি উপদ্বীপ !

মার্জ । বর্তত আচ্ছা ।—(বেদোরার
প্রস্থান) আয় বান্দা ! সঙ্গে আয় ।

বান্দা । হজুর, জ—জ—জনাব !

মার্জ । না তাকেন ? শা—শা—শা—
শালা ।

বান্দা । গোলাম জনাব—মাক জনাব—
আমি জনাব ।

মার্জ । থাক থাক—হয়েছে জনাব !
কেমন ওইবারে সব মিলল ত ?

বান্দা । আজ্ঞে হাঁ জনাব—বান্দাকী সব
মিলেছে—কেবল পেটটা ।

মার্জ । পেটটা কি ?

বা । ওইটে মিলছে না—হজুরের মারে
একটু গোলমাল হয়ে পড়েছে ।

মার্জ । গোলমাল কিরে বেটা ! ছাড়া-
ছাড়ি নাকি ? যেহে বেটা ! তোর আর
আমার সঙ্গে যেতে হবে না ।—বা, চ'লে যা !

বা । যে আজ্ঞে—তা হ'লে সেলাম ।

[প্রস্থান ।

মার্জ । মনে ক'রলুম—সম্বন্ধ ছাড়ব, কিন্তু
তা মা ক'রে উল্টে ত পাকিয়ে বসলুম দেখছি ।
ধাক, আর ভেবে কি ক'রব—খোদা যা করেন ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

দিয়ার দেশ—পথ

কমরুলজমান ।

কম । এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার ত কখনও
দেখিনি ! আমিও যত বেগে চলি, চলিও তত
বেগে চলে ! আমি ক্লান্ত হ'লে হতাশায় পথের
কোনও স্থানে বিশ্রাম করি ত, পাখীও নিকট-
বর্তী কোন গাছে বিশ্রাম নেহ । সাত দিনের
পথের ক্রমশে যখন আর আমি ভাড়াটাড়ি
চলতে পারছি না, তখন পাখীও আস্তে আস্তে
আকাশপথে আমার সমুখ দিয়ে উড়ে চলে !
একি হেয়ালী ! এ ত কিছুই বুঝতে পারছি
না । একি কোন অমানুষিক জীব, আমাকে
ছলনা কল্পনার অস্ত পক্ষীরূপ ধারণ ক'রেছে ?
তাবিজের আশা পরিত্যাগ ক'রে, বেদৌরার
কাছে ফিরব মনে করি, অমনি পাখী এমন
অবস্থায় এসে উপস্থিত হ'ল—যেন এই ধরি, এই
ধরি । কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারলুম না !
শেষে পাখী এই মহরের ভেতর ঢুকে ঢক্‌কে
নিম্নে মিলিয়ে গেল । আর তাকে দেখতে
পাচ্ছি না । আর যে দেখতে পাব, সে আশাও
নেই ! আশা—কি আছে ? তাবিজ—সে ত
গেছে ; কিন্তু তাহ'তে কোটা কোটা গুণ
মুলাবান—আমার সর্বস্ব—আমার জীবন—
বেদৌরা কোথায় ? সাত দিন আকাশ পানে

চেয়ে এসেছি, কোথায় এসেছি, কত দূরে এসেছি
কিছুই জানি না । আর কি বেদৌরাকে পাব ?
বেদৌরা—বেদৌরা ! প্রাণেশ্বর ! কোথায়
তুমি ? আর কি একীবনে তোমায় দেখতে পাব ?
হায় হায় কি ক'রলুম ? কেন তোমার অমতে,
তোমাকে না ব'লে তাবিজে হাত দিলুম ?
ঈশ্বর, পথভ্রান্ত নিরাশ্রয় আমি—নিজের দোষে
আমি বিপদগ্রস্ত হ'য়েছি । তোমাকেও যে
ডাকতে সাহস ক'রছি না প্রভু ! স্নেহময়
পিতাকে পরিত্যাগ ক'রেছি । আবার যার জন্য
পিতাকে ত্যাগ করেছি, সেই প্রাণ-প্রতিমার
কথাও উপেক্ষা ক'রেছি । কিন্তু খোদা ! আমি
বড়ই বিপন্ন । তুমি অপার করুণাময়, দয়া
ক'রে অদমকে এ বিপদে রক্ষা কর । এই
একজন লোক আসিছে, বোধ হয় ওর কাছে
জায়াগার খবরও পেতে পারি, আশ্রয়স্থানের
সন্ধানও পেতে পারি ।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ ।)

পথিক । শালার গুস্তান আজকে পাখো-
রাজের এমন কড়া বোল শিথিয়ে দিয়েছে যে,
কিছুতেই তার কায়া ক'রতে পারছি না ।
(উক বাজাইতে বাজাইতে) তা ছেড়েনাক্—
মা ছেড়েনাক্—গদি ছেড়েনাক্—গিদিগিড়ি
ছেড়েনাক্ বা—এখন গিদিগিড়ি—কি দিদিবুড়ী ?
কম । মিয়াসাহেব ! সেলাম ।

পথিক । (নিরীক্ষণ না করিয়া) কে তুমি ?

কম । বিদেশী ।

পথিক । বিদেশী—অ ! তা ছেড়েনাক্—
গেদে ছেড়েনাক্—না হ'ল না—গেদেটা
যত পাশে নয় । গেদে, মধ্যে । (পুনঃ বাজনার
অভিনয়) ।

কম । আমি পথ হারিয়ে এখানে উপস্থিত
হয়েছি ।

পথিক। পথ হারিয়েছ ? অ ! তা কতটা
পথ হারিয়েছো ?

কম। পথ আবার কতটা হারিয়েছি কি ?

পথিক। বলি সবটা, না খানিকটে, না
মাঝামাঝি ? তেতে দেদে পেড়েনাক !

কম। আরে মলো, এ বেটা পাগল নাকি ?
মিয়া সাহেব ! বোধ হয় অজমন্সর আছেন।
আমি একজন বিদেশী, পথ হারিয়ে এখানে
এসে পড়েছি।

পথিক। পথ হারিয়ে এখানে এসে
পড়েছো ? অ ! তা কবে হারিয়েছো ?

কম। আজ সাত দিন।

পথিক। সাত দিন হারিয়েছো, অ ! তা
খুঁজে দেখ, পেলেও পেতে পার। তা পথ
তোমার নিজের, না তোমার বাপের ?

কম। আরে মলো, এ বেটা বলে কি ?

পথিক। তা থাকলেই হারায়। না থাকলে
হারাবে কি ? আমার বাপের পরমা ছিল,
আমি হারিয়েছি। হোনার বাপের পথ ছেলো,
তুমি হারিয়েছো। এতে কি জান মিয়া ! তা
খেড়েনাক—আর তোমার বাপের গন্ধি
খেড়েনাক। না না—কই খেড়েনাক ত নয়।
আবার গুলিরে বাচ্ছে যে।

কম। বলি, মিয়াসাহেব ! খেড়ে নাক,
লহা নাক রেখে, গরীবের কথাটা শুনবেন কি ?

পথিক। কে তুই ?

কম। ব'ল্লুম ত মিয়াসাহেব ! আমি
একজন বিদেশী।

পথিক। তুই বিদেশী, তাতে আমার
কি ? আমি স্বদেশী, আমি তা খেড়েনাক—
গন্ধি খেড়ে—তেড়ে হুঁড়ে—না না—সব গুলিরে
গেল। বেদোঁরা ! বদমাস ! আমাকে গং
ভুলিয়ে দিলি ? খুন ক'রবো—খুন ক'রবো।—

(উজানশালের প্রবেশ ।)

উ। হাঁ হাঁ—বাণীর কি ? বাণীর কি ?

পথিক। খুন ক'রবো—বদমাস ! দেখি
তোকে আজ কে রক্ষা করে।

উ। হাঁ হাঁ—খামো খামো মিয়া হ'ল কি ?

পথিক। দেখ দেখি মিয়া—বদমাসটা
কাণের কাছে টিক্‌টিক্‌ ক'রে আমার গং
ভুলিয়ে দিলে।

উ। কি ক'রেছ মিয়া ?

কম। কিছু করিনি মিয়া ! আমি শুধু
বিদেশী ব'লে ওঁর কাছে আশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে
চাচ্ছিলুম।

পথিক। তাই বা বলবি কেন ? আমি
কি, আশ্রয় ট্যাঁকে ক'রে নিয়ে ফিরছি ! কেন
বিদেশী ব'ল্লি—কেন গং ভুলিয়ে দিলি ?—
খুন ক'রবো, খুন ক'রবো।

উ। অহা—খামো খামো—নাফ্‌ কয়।
(পথিকের কমরলকে প্রহারোলোপ, কমরলের
ছুরিকায় হস্ত দিয়া বিভীষিকা প্রদর্শন)

পথিক। ওরে বাবা ! এবে ছুটী—আচ্ছা
মাফ্‌ ক'রলুম !

উ। বেশ, বেশ—এই ত মানুষের কাজ।

পথিক। আচ্ছা তোম খাড়া রও—আমি
এখন চলে বাচ্ছি, মাফ্‌ ক'রব কি না, পরে
এসে ঠিক ক'রছি। (প্রস্থান)

উ। কে আপনি মিয়া ?

কম। আমি একজন পথকারী বিদেশী।

উ। বিদেশী ! কোথায় বাড়ী ?

কম। খালেদান রাজ্যে।

উ। খালেদান ! তাহ'লে ত আপনি স্ত্রী ?

কম। হাঁ মিয়া সাহেব !

উ। বেশ, হয়েছে।—আমি দেখতে
পেরেছি, ভালই হয়েছে। মিয়া ! এ সিয়ার

দেশ । আমি কেবল মরি ।—চ'লে এস, চ'লে এস । কাছেই সমুদ্রতীরে আমার এক বাগান আছে, সেইখানে চল । পথে আরও লোক জুটলে বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা, চ'লে এস ।

(উভয়ের প্রস্থান)

(পথিক ও মার্জমানের প্রবেশ ।)

মার্জ । (স্বগত) বাবু বাবা ! পরিশ্রম সফল ! খোদা সাজানার সন্ধান মিলিয়েছেন ।
—এখন চিলের সন্ধানটা পেলেই হয় ।

পথিক । তুমি যদি লোকটাকে আচ্ছা ক'রে ঠেসাতে পার, ত তোমার ভাল রকম বকসিস্ দেবে ।

মার্জ । আজ আমি বাকে পাব, তাকেই ঠেড়াব ব'লে ঘর থেকে বেরিয়েছি, আমার হাত নিম্পিস্ ক'রছে ।

পথিক । তাহ'লে ঠিক হয়েছে—দেখো দাদা ! যেন তাকে দেখে হাত আবার ঠাণ্ডা মেরে না যায় । গরম রাখ—গরম রাখ ভাল ক'রে বকসিস্ ক'রবে ।

মার্জ । তোমায় বকসিস্ কর'তে হবে না দাদা—তুমি সে বদমাসকে দেখিয়ে দাও ।—আমিই তোমায় বকসিস্ ক'রব ।—আমি তোমায় অরুণোদার মোরকা খাইয়ে দেবো ।

পথিক । তোবা, তোবা !

মার্জ । জ্যান্ত টিকটিকির ঝোল ?

পথিক । তোবা !

মার্জ । তোবা কি ? খেলে, পাখোড়াজের বোল শিখতে আর ওস্তাদের কাছে যেতে হবে না ।

পথিক । বল কি ?

মার্জ । পেটে গিয়ে টিকটিকি যত ক্রাজ নাড়তে থাকবে, যুগ দেও নানা রকমের বোল কুটতে থাকবে ।

পথিক । বা, বা—এ ত ভারী চমৎকার দাওয়াই !

মার্জ । তুমি একবার দেখিয়ে দাও না ।

পথিক । কই ! এখানে নেই ত ! পালাল ?

মার্জ । তা হ'লেই ত মুদ্রিল ।

পথিক । দেখ দেখি ভাই ! লোকটার আকল ! আমি তাকে দাড়িয়ে থাকতে ব'লে গেলুম, লোকটা কিনা চ'লে গেল ?

মার্জ । ভারী অজ্ঞার । তুমি এসে তাকে খুন ক'রবে ব'লে গেল—তাতে কিনা লোকটা অপেক্ষা ক'রতে পারলে না ! বেশ, গেলি গেলি, গর্দানটাই কোন্ না হয় রেখে গেল ?

পথিক । সেট বড়ো মালী বেটা বোপ হয় তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেছে ।

মার্জ । মালী—সে আবার কোথায় ?

পথিক । বেকী দুব নয় দাদা, এই কাছেই । এই সোজা পথ ধরে খানিকটে গেলেই একটা বাগান ।

মার্জ । তা এতটা পথ আমি শুধু বাল কি ক'রে ?

পথিক । কেন, এখনও কি হাত নিম্পিস্ ক'রছে ?

মার্জ । নিম্পিস্ কি—হাতে ভারী লয় এসেছে, সামলাতে পারছি না ।

পথিক । লয় এসেছে ! তাহ'লে তুমি বাজাতে জান ?

মার্জ । কিছু কিছু জানি বইকি ।

পথিক । তাহ'লে শোনত দাদা ! বাজনাটা ঠিক হচ্ছে কিনা—শোন—তা পেড়ে নাকি ; উহ—তা পেড়ে—উহ—

মার্জ । ও ! শুন কিকে তালটা বাজাচ্ছে ?

পথিক । হা দাদা, হা দাদা ! বোলটা কি ?

মার্জ। তা গালের বোল উরুতে বাজালে,
ভুল যে হবেই দাদা!

পথিক। বটে, বটে—তাই আমার
অটিকে যাচ্ছে?

মার্জ। এই বুকেছ—গালের বোল
গালেই বাজাতে হয়, এসো কাছে এসো,
দেখিয়ে দি। (পথিকের গালে বাজের
অভিনয়)

পথিক। বাপু!

মার্জ। হাঁ হাঁ—কথা করো না, কথা
করো না।

পথিক। বাপু!

মার্জ। কি দাদা! তালে মিলছে?

পথিক। তালে মিলছে—কিন্তু দাদা গাল
কেটে গেছে।

(প্রস্থান)

মার্জ। হাঁ—হাঁ—যেয়ো না—যেয়ো না—
এখন হেতাই দাকি—তেরাই দাকি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

এবনি—উপদান সমুখ।

(বেদোরা ও দূত।)

বেদোরা। এ কোন রাজ্যে এসেছি
নিরাস্থে?

দূত। জনাব, এ স্থানের নাম এবনি
উপদ্বীপ।

বেদোরা। এই এবনি উপদ্বীপ? স্থলতান
আফানসই কি এ স্থানের অধিপতি?

দূত। হাঁ জনাব!

বেদোরা। জাঁতাপনা এখন কোথায়
অবস্থিত করছেন?

দূত। নিকটেই তাঁর এক উজান আছে,
আজ কয় মাস ধরে তিনি সেই উজানেই
অবস্থিত করছেন।

বেদোরা। রাজকাণ্ড বন্ধ দিয়ে উজানে
অবস্থান করছেন কেন?

দূত। তাঁর বন্ধ খালেকান দ্বীপের রাজা
সাজমানের একমাত্র সাজাদা কমরুলজহান
আজ প্রায় দুই বৎসর নিকদেপ। এখন
স্থলপথেই হোক, কি জলপথেই হোক, পূর্ব
মলুক থেকে পশ্চিম মলুক যেতে হ'লে, এই
এবনি উপদ্বীপ হ'য়ে যেতেই হবে। তাই
আমাদের স্থলতান, বাটী আগলে ব'সে
আছেন। যদি সাজাদা এ পথে কখনও
যান, তাহ'লে স্থলতানকে তিনি কোনও ক্রমে
এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তা জলপথেই
যান, কি স্থলপথেই যান।

বেদোরা। সাজাদা যে বেঁচে আছেন,
তার কিছু ঠিক আছে?

দূত। সাজাদার পিতা স্থির করছিলেন
সে, তাঁর পুত্রের মৃত্যু হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের
স্থলতান সংবাদ পেয়েছেন, রাজপুত্র এখনও
জীবিত। তিনি একজন সঙ্গী নিয়ে বোড়ার
চ'ড়ে এটা পথ দিয়েই চ'লে গেছেন।

বেদোরা। তিনি যে সাজাদা, তার
ঠিক কি?

দূত। তা ঠিক। তিনি এক দিন ছদ্মবেশে
একরাজের ভক্ত এক মহাঠায়ে অবস্থান করেন।
একজন লোক তাঁকে চিন্তে পেরেছিল। সে
লোকটা সওগাত নিয়ে খালেকান দ্বীপ থেকে
এখানে এসেছিল, সে সাজাদাকে দেখেছে।

বেদোরা। রাজা দেখেছেন?

দূত। তিনি কখনও দেখেন নি। কিন্তু
তাঁকে দেখলে আর চেনবার প্রয়োজন করে না।

তার রূপ জগতে অতুলনীয় । সে রূপ ঢাকবার ঘো নেই, দেখলেই সাজাদা কয়রলজমান বলে চেনা যায় ।

বেদৌরা । তা বা বলেছো মিথ্যা—তার রূপই তাঁর পরিচয় ।

দূত । কেমন, ঠিক বলিনি জনাব ?

বেদৌরা । (স্বগত) সর্বনাশ ! ক'রে-ছিলুম কি ! আত্মহারা হয়ে এখনই ধরা পড়েছিলুম ! তা সুলতানের সাজাদার জন্য এত আশ্রয় কেন ?

দূত । কেন ? জনাব ! সুলতানের মুখেই সব শুনতে পাবেন ।

বে । আমি শুনতে পাব ?

দূত । জনাব কি সুলতানের সঙ্গে দেখা ক'রবেন না ?

বে । যোগ্য হ'লে দেখা করবার আকাঙ্ক্ষা রাব'তুম । আমি একজন ভুল বক্তা ।

দূত । তা আপনি যেই হ'ন সুলতান নিজেই আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসছেন ।

বেদৌরা । সেকি ? কেউ হয় ত তাঁকে বুঝিয়েছে যে, আমিই সাজাদা কয়রলজমান ।

দূত । আপনি সাজাদা কি না, গোলাম বলতে পারে না । তবে জনাবের কথার ভাবে বুঝেছি যে, আপনি সাজাদাকে দেখেছেন ।

বেদৌরা । আমি দেখেছি ?

দূত । কেন জনাব ! আপনি বললেন যে, তাঁর রূপই তাঁর পরিচয় ।

বেদৌরা । মিথ্যা কথা বল'ব কেন, একবার দেখেছিলুম ।

দূত । একবার দেখেছিলেন । কেন, জনাবের আশ্রয় কি একবার মুখ দেখেই ভেঙ্গে গেছে ? আর কি তাতে মুখের ছবি গঠে না ?

বেদৌরা । তা হ'লে মিথ্যা সাহেব । আপনি স্থির ক'রলেন যে, আমিই কয়রলজমান ?

দূত । বেয়াদবী মাক হয়, গোলাম তাই স্থির ক'রেছে ।

বেদৌরা । বেশ, তবে আমিই কয়রলজমান ।
দূত । স্বয়ং সুলতানও এসে উপস্থিত হয়েছেন ।

[দূতের প্রস্থান ।

বে । ঈশ্বর ! এ আমার কি ক'রলে ? যে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি জীবদ্ভূত হ'য়ে র'য়েছি, সেই স্বামীর বেশ প'রে তাঁর নাম নিয়ে আমাকে ছলনা ক'রতে হবে ? আমি কি সে পবিত্র নাম-গ্রহণের যোগ্য ? তাঁর দাসীর দাসী হবার যোগ্য নই,—এ আমি কি ক'রছি ? অথচ আমাকে আ'লোগোপন ক'রতেই হবে । বতকণ না থাকে-দান বাজো পৌড়িতে পারছি, বতকণ না যত্নেরে আশ্রয়ে উপস্থিত হ'ছি, ততকণ আমার এ পুরুষবেশ বাধে ভিন্ন উপায় নাই । আমি অবলা, পথে সহস্র বিপদের সম্ভাবনা । তখন কি করি ? পতি ভিন্ন কবীর আর যোগ্য আশ্রয় কি আছে ? আমি অত্যাগিনী, সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত । নিরুপায় আমি আজ পতির নামের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বর ! আমার মাক কর ।

(আশান্বিত ও পারিষদবর্ণের প্রবেশ ।)

আম্বা । সেই পাগলই বটে । (দূতের প্রেরিত) বাও, চলদি সাজাদীকে অন্তরীক ব্যবস্থা কর ।

[দূতের প্রস্থান ।

পারি, গণ । না—রূপ বটে । জাদোপনা, একরূপ সন্দেহ ঘূরক আমরা আর কখনও দেখিনি !
আম্বা । দেখবে কোথা থেকে, ছিন্নরাতে আর এমনটি থাকলে তবে ত দেখবে ? পাগল নিজেই রূপেই মজেছে । তাই ছিন্নরার কোন সামগ্রী তার ভাল লাগে না ।

বেদৌরা। (স্বগত) হায় রাজা! তুমি তাকে দেখনি। মণিভ্রমে কাছে আজ তুমি আসব ক'রছ। (অগ্রসর হইয়া) জাঁহাপনা! গোলাম সেলাম করে।

আখাঁ। এস বাপ্ এস। বাপ্! কি অভি-
মানে সংসার আঁধার ক'রে বুক বাপকে চোখের
জলে ভাসিয়ে চ'লে এসেছ?—এই সোণার
কমল পথের ধূলা মাথবার জুই কি সৃষ্টি
হয়েছে?—চল বাপ্ চল—আর তোমাকে এ
অবস্থায় দেখে আমি স্থির হ'তে পারিছি না।

বেদৌরা। গোলাম এই ত আপনার চরণ
মূলে আশ্রয় পেয়েছে, আর কোথায় যাবে
জাঁহাপনা?

আখাঁ। শুধু রূপ নয়, পাংগলের আমার
কি মিষ্ট বাব্য!

সকলে। মধু—মধু!

আখাঁ। আমার পাংগলীও বড় একটা
ফেলা যায় না।

সকলে। আরে আঁরা!—যেমন ছেলে,
তেমনি মেয়ে।

আখাঁ। পাশে বসলে মানাবে।

সকলে। রূপে চেউ খেলবে, উথলে উঠবে।

বেদৌরা। (স্বগত) এ আবার কি কথা?
পাংগলী কি?—আমাকে বিয়ে ক'রতে হবে
নাকি? ও বাবা! তাহ'লে ত মুন্সিলের ওপর
মুন্সিল।—সুলতানের যেকোন আগ্রহ দেখছি,
তাতে ত হ'র হাত ঝড়ান দেখছি এক অসম্ভব
ব্যাপার। প্রতিবাদ ক'রলে বিপরীত হবে।—
উপায়?

আখাঁ। কি বাপ—মাথা গুঁজে কেন? চল।

বেদৌরা। জনাব, আমি স্বপ্নে দেখেছি—
পিতা আমার পীড়িত। তাই তাঁকে দেখবার
কাজ আমি উদগ্রীব হ'য়ে চ'লেছি।

আখাঁ। বেশ ত বাপ্! পিতাকে দেখতে
ইচ্ছে ক'রেছ, তাহ'লে তিনি তোমাকে যেকোন
দেখতে চান, সেইভাবে তাঁর কাছে যাও। একা
যাবে কেন, তাঁর একটা বাদী নিয়ে যাও।

বেদৌরা। কিবে এসে নিয়ে গেলে হয় না?

আখাঁ। ওরে বাবা! হাতে পেয়ে তোমায়
ছেড়ে দিতে হবে? তাও কি হয়? তুমি আমার
কন্যা নাও, রাজ্য নাও—আমাকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে
নিজ্জনে ঈশ্বরের নাম ক'রতে দাও। খালেদানে
হুদ্দিন থাক, এখানে হুদ্দিন থাক,—এমনি করে
জুটো রাজাই চালাও।

বেদৌরা। বিবাহ ক'রতে হবে?

আখাঁ। পছন্দ না হয় করবে কেন?

(হায়তনের প্রবেশ।)

হায়। পিতা! বাদীকে তলব ক'রেছেন কেন?

আখাঁ। এস মা এস। যার জন্ত আজও
পর্যন্ত তোমাকে অবিবাহিত রেখেছি, সেই
সাজাদা কমলজামান তোমার সন্তুখে। মা!
তাকে সেলাম কর। মা! আজ হ'তে ইনিই
তোমার রাজা। (হায়তনের সেলাম করণ)
কি, বাপ! মেয়ে কি আমার তোমার পাশে
দাঁড়াবার অযোগ্য?

বেদৌরা। জনাব! আপনার কন্যা আপ-
নার মহেশ্বরের যোগ্য সৌন্দর্যময়ী। এস সুল্করি!
সঙ্গে এস।

আখাঁ। সাজাদা! কণেক অপেক্ষা কর,
আমি তোমাকে যোগ্য সম্মানে ঘরে নিয়ে যাবার
আয়োজন করি।

[প্রস্থান।]

বেদৌরা। তোমার নামটি ভাই?

হায়। পিতা আমাকে হায়তন বলে ডাকেন।

বেদৌরা। যেমন রূপ, তেমনি নাম। তা
সুল্করি! এ গোলাম কি তোমার যোগ্য?

হায় । আমি জানি না ।
বেদোরা । কিন্তু আমি জানি—আমি তোমার যোগ্য নই । হায়তন ! আমি চাঁদ হাত বাড়িয়ে পেয়েছি । তুমি যদি আমার ছাড়তে চাও, আমি তোমায় ছাড়বো না ।

গীত ।

এস, প্রাণ এসে, কলরু আবার তোমা রাখিছে ?
এস, নিধি এসো, আরো কাছে এস,
ক'খি পাশে এস, নখন ডরিয়া তোমা দেখিছে ।
এস অকুল মূল দল সঙ্গ,
মঙ্গল-মারুত-শত-সঙ্গ,
এস আবার সকল সঙ্গ, জীবন সনে রাখি রাখিছে ।
(তোমারে আমার)

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

হায়তনের কক্ষ ।

হায়তন ।

হায় । সাজানার রূপও অতুল, গুণও অতুল । তবে আমার প্রতি এমন ব্যবহার কেন ? অথবা কপে আমি কোনও মহেই তাঁর যোগ্য নই, কিন্তু না হ'লেও, তিনি আমাকে দেখে শুনে, পত্নীতে গ্রহণ ক'রেছেন । তবে আমার সঙ্গে পুরুষকরের কাছ তাঁর আচরণ কেন ?—আমি কোন অপরাধ করেছি কি ? কই, তাও ত কিছু বলেন না । মুখে তাঁমাকে কত আদর দেখান, যত দেখান, রূপগুণের কত প্রশংসা করেন, কিন্তু কার্যতঃ যথা ভিন্ন ত কিছু দেখান না । আমার শয্যা স্পর্শ করাত যেন তিনি পাগল মনে করেন । হা ছন্দর ! এ আমার কি করলে ? বহু দিলে, কিন্তু সে বহু ব্যবহার ক'রতে অধিকার দিলে না ।

যদি আমার কাচের সিঁদুরকেই পোরা রইল ! শুধু দৃষ্টিগ্রন্থ—হাতে করে নাড়তে চাড়তে পেলুম না । খোদা ! এই কি আমার বিবাহের পরিণাম ?

নেপথ্যে । মা আমার ঘরে আছ ?

হায় । একি পিতা !—এমন সময়ে ?

নেপথ্যে । মা আমার—হায়তন !

হায় । (অগ্রসর হইয়া) জনাব ! বালী হাজির ।

(আম্বানদের প্রবেশ ।)

আম্বা । এই যে মা আমার দাঁড়িয়ে আছ । একা যে ? রাজা কোথায় ?

হায় । তিনি এখনও রাজসভায় ।

আম্বা । ইস্ ! বেটা ভারী রাজকার্য্য ক'রছে ! অত মেহনত ক'রলে শরীর থাকবে কেন ? রাত্রি আটটা পর্যন্ত রাজকার্য্য ?

হায় । প্রতিদিনই তিনি এই রকম ক'রছেন ।

আম্বা । তা বুকেছি । এই তিন দিন তাকে রাজ্যভার দিয়েছি । এই তিন দিনের ভেতরেই সাজানী খুব পোসনাম নিয়েছেন । ওমরাও থেকে আরম্ভ করে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেরই মুখে স্তম্ভাতি ।—রাজা সাম্রাজ্যনিকে খবর পাটিয়েছি ।—ভাই আমার এসে দেখুক, তাঁর পাগলা ছেলেকে যেমন বশে এনেছি—তা মা ! সাজানী তোমাকে বহু ক'রছেন কেনন ?

হায় । হ্যাঁ—বহু ? আমাকে—করছেন ।

আম্বা । একি, এমন ঢোক গিলে ব'লে কেন ?

হায় । যত্ন করেন ।

আম্বা । না, করেন না ? মা আমার গোপন ক'র না । তোমারই জন্ত আমি এত করেছি । তোমাকে রাণী নাম দেবার জন্ত—তোমার স্তনের জন্তই আমার এত চেষ্টা, এত

যত্ন। তাই রাজা ভাগ করে তাঁকে রাজ্য দিয়েছি। তোমার স্বখে আমার স্বখ। তুমি যদি সুখী না হও, তবে কি জন্ত রাজ্যভাগ করলুম ?

হায়। অবজ্ঞা করেন না।

আখ্যা। নিশ্চয় করেন। মা বল, কি হয়েছে ভেঙ্গে বল ? আমার মন অস্থির হচ্ছে, বল ?

হায়। বলুন—সাজাবার উপর অত্যাচার করবেন না ?

তার ওপর অত্যাচার করবার যো নেই ত মা ! সে হতভাগ্য যে আমার বন্ধুর পুত্র।

হায়। রাজকুমার আমাকে আদর করেন, মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করবার বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বামীর মত ব্যবহার করেন না। যেন ছাড়াছাড়ি ভাব।

আখ্যা। হুঁ !—এই কয় দিনই এই রকম করছেন ?

হায়। :কয়দিনই এক রকম ব্যবহার। রাজকার্য্য করে আসেন,—আমি অপেক্ষায় বসে থাকি। আমাকে নিয়ে কত রকম রহস্য করেন, কত আদর করেন। তাঁর পর আশনার মনে গান করেন। গানের ভাবে বোধ হয়, প্রাণে যেন তাঁর অসহ্য যাতনা। যেন আমার প্রতি ভালবাসা তাঁর মৌখিক, আমাকে বিবাহ করে মনে তিনি সুখী নন।

আখ্যা। বটে!

হায়। কিন্তু আমার প্রতি ব্যবহার তাঁর ওত ভঙ্গতানিধা যে, আমি কোনও কথা বলতে পারি না।

আখ্যা। যেমন ব্যবহারই করুক না কেন, সে আমাকে প্রতারণা করেছে। বলি শোন, আজ যদি সে তোমার প্রতি একরূপ ব্যবহার করে, তা হলে তার হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে, দেশ

হতে দূর করে দেবে। তোমার জন্তই তাঁর আদর ! তোমার জন্তই আমি আনন্দের সন্তিত তাকে রাজ্যদান করলুম। সেই তোমাকে অন্যায় ! বারনিগর যদি তোমার অমর্যাদা করে, তা হলে রাজসভায় সর্বসমক্ষে, আমিও তাঁর অমর্যাদা করব।

[প্রস্থান।

হায়।— গীত।

কেমন করে ধরিলো তারে।

যে পাশে ব'সে দূরদেশে সাগর পারি।

সে যেন এসে ধরা দেয়,

ধরি বরি সেরে যায়,

মরীচিকা খেলে যেন মজ শিররে।

ভিতরে ছলনা-ভরা হাসি অধরে।

(বেদৌরার প্রবেশ।)

বেদৌরা। হায়তন।

হায়। জনাব !

বেদৌরা। এখনও পর্য্যন্ত জেগে আছ ?

হায়। আজ আমি তোমার সঙ্গে স্তব্ধতাপের কথা কইব বলে জেগে আছি।

বেদৌরা। স্তব্ধের কথায় স্বখ নেই—প্রাণেশ্বরী ! প্রিয়জনের কাছে স্তব্ধের কথাই স্বখ।

হায়। বেশ, তাই তোমাকে বলি, তুমি কাছে ব'সে শোন।

বেদৌরা। তুমি কণেক অপেক্ষা কর, আমি নমাজটা সেরে আসি।

হায়। আজ আর আমি তোমাকে নমাজ শেষ কর্তে দিচ্ছি না ! আমি আজ সারারাত জেগে থাকব বলে প্রস্তুত হয়েছি।

বেদৌরা। তা হ'লে ত তুমি আমার স্তব্ধ প্রাণেশ্বরী নও হায়তন। তুমি আমার স্তব্ধের সহায়। বেশ, বসো। দেখি তুমি কতকণ জেগে থাক।—(প্রস্থানোত্তত)

হায় । আজ তোমার আমি অজ্ঞ ঘরে যেতে
ছি না । ঈশ্বরের আরাধনা ক'রতে চাও,
যামর সন্মুখে কর ।

বেদৌরা । তুমি কাছে থাকলে, ঈশ্বর চিত্তা
বাসবে কেন প্রিয়তমে ?

হায় । দেখ আর আমি তোমার মিষ্টি
কথায় ভুলছি না । তুমি কয়দিন ব'রে আমার
প্রতারণা ক'রে আসছ ।

বেদৌরা । তা ক'রছি, কিন্তু না ক'রে
উদার নেই—কেন না, তোমার মহাহুভব
পিতা আমার ঘাড় ঘেঁষে তার চাপিয়ে দিয়েছেন,
তা বহিতে হ'লে, ঈশ্বরের সহায়তা ভিক্ষা ক'রতে
হয়—হায়তন—প্রাণেশ্বরী । তজ্জন্ম মনে কোভ
ক'রে না ।

হায় । স্তোকবাক্যে আজ ভুলছি না ।

বেদৌরা । (স্বগত) আজ ত তাহ'লে
দেখছি বিসম বিপদ । আর এ বিপদ ভারলে
চলবেই বা কেন ? কত দিন আমি এ বালিকার
কাছে আয়গোপন ক'রব ? (প্রকৃত্তে)—হী
প্রাণেশ্বরী ! তুমি কি আমাকে তবে প্রতারকই
হির ক'বলে ?

হায় । ব্যবহারে ক'রতে হয় বই কি !—রূপ
থাকলেই কি এত স্বার্থপর হ'তে হয় সাজাদা ?—
আপনাকে নিয়েই আপনি উন্নত । পাতের কাছে
একটা বীলী প'ড়ে যে কদিন বই পাচ্ছে, তার
প্রতি একবার দেখবারও অবকাশ পাও না !

গীত ।

রূপের সাগর নাগর আমার ।

অপন কণ্ঠে লহর ঘরে গলার পরে হার,

আমার পানে চাইবে কখন আর ।

আমি শুধু দেখতে লহর ব'সেছি তীরে,

প্রাণিভাসী শুধুই ভাসি লোচনদীরে ;

(তুমি) হেসে বাও হে কির, বুঝতে নারি ব্যবহার ।

বেদৌরা । যথার্থই সাজাদা । আমি তোমাকে
এই কয়দিন প্রতারণা ক'রে আসছি । কিন্তু বড়
অনিচ্ছায় ।

হায় । সেই জন্তই কি তুমি শোকের গানে
মনের দুঃখ প্রকাশ কর ?

বেদৌরা । হায়তন ! আমি শোকের সাগরে
ভাসছি ।

হায় । তা বেশ বুঝেছি । তুমি আমাকে
বিবাহ ক'রে সুখী নও ।

বেদৌরা । তোমাকে সুখী ক'রতে পারছি
না ব'লেই আমার দুঃখ !

হায় । আমাকে সুখী ক'রবার প্রয়োজন
নেই, তুমি সুখে থাক, তা হ'লেই আমার সুখ ।
আমি তোমাকে নিজের জন্ত ব'লছি না,
তোমার জন্তই ব'লছি । পিতা আমাকে তোমার
সদ্বন্ধে অনেক প্রেম ক'রেছেন । আমি মিথ্যা
ব'লতে পারিনি । শুনে তিনি জুড় হ'য়ে ব'লে
গেছেন যে, আজও যদি তুমি অজ্ঞ কয় দিনের
মত ব্যবহার কর, তাহ'লে তোমাকে নির্বাসিত
ক'রে দেবেন । বেশী ক্রোধ হ'লে তোমার গ্রাম
পর্যন্ত সংশয় । আমার জন্ত যে তোমার কোনও
অনিষ্ট হবে, এটা বড়ই দুঃখের কথা ।

বেদৌরা । (স্বগত)—উভয় সঙ্কট !—
এখন যদি আয়ুপ্রকাশ না করি, তাহ'লে মৃত্যু ।
যদি আয়ুপ্রকাশ করি, তা বড়ই সজ্ঞার কথা ।
কেন না, নারী হ'য়ে আমি অতি হুসাহসিকতা
ক'রেছি—এক রাজাকে প্রতারণা ক'রেছি ;
এক সরলী বালিকাকে ছলনা ক'রেছি । এখন
এই বালিকারই আশ্রয় গ্রহণ করি । ঈশ্বর ! তুমি
ভিন্ন এখন আমাকে এ বিপদে রক্ষা ক'রবার
আর কেউ নেই । (প্রকৃত্তে) রাজকুমারী !
একজন হতভাগিনী তোমার কাছে আশ্রয়
ভিক্ষা ক'রছে ।

হায়। সে কি—কে তুমি ?

বেদোরা। আমিও তোমার মতন একজন রমণী।

হায়। তুমি রমণী।

বেদোরা। আমি চীন দেশীয় রাজকুমারী, আমার নাম বেদোরা। আমার স্বামী কমরল-জমানের সঙ্গে আমি তাঁর বাপের দেশে আসছিলাম, পথে আসতে আসতে দৈবদুর্ভাগ্যকে স্বামীকে হারিয়েছি। অবলা—স্বপরিচিত পথ—ভয়ে তাঁরই পোষাক প'রে, তাঁর নাম গ্রহণ ক'রেছি। এখন আমি তোমার আশ্রিতা। ভয়ে, বিধানে আশ্রয়সা; কি ক'রেছি জানি না।

হায়। এ ত বড়ই আশ্চর্য ঘটনা !

বেদোরা। আমার দুঃখের ইতিহাস যথাযথ তোমার বল্লম; এখন সাজাদী ! তোমার যা কর্তব্য, তাই কর।

হায়। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার অবস্থার কথা শুনে আমার মনে বড়ই কষ্ট হয়েছে।

বেদোরা। করুণাময়ি ! তোমার ত অভয় পেলুম, কিন্তু রাজা জানতে পারলে কি হবে ?

হায়। রাজাকে জানাব না। সত দিন না তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ হয়, তত দিন যেমন ভাবে আছি, তেমনি ভাবেই থাক। তুমি স্বামী সেজে থেলা খেলেছিলে ভাল। বার্থ কথা বলতে কি, তোমার রূপে শুধে আমি বড়ই মুগ্ধ হ'রেছিলুম। তোমার আদর সোহাগ পাবার জন্য আমি লালারিত হ'রেছিলুম।

বেদোরা। ও আদর সোহাগ, ও রকম মিষ্ট রসিকতা, আমি স্বামীর মুখেই শুনেছিলুম।

হায়। বাকি, এখন আর অজ্ঞ কথার প্রয়োজ নেই।

বেদোরা। না, এখন এই পর্য্যন্ত।

হায়। এখন চল—চল দুজনে মন খুলে খেলা করিগে। খেলতে খেলতে সমস্ত ঘটনাটা খুলে বল'বে চল। ভুলতে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

বেদোরা। চল, কিন্তু ভগিনী ! আশার জমীনে যে একখানি কুঁড়ে ঘর বেঁধেছিলে, সেটা তোমার বিনা ঝড়ে প'ড়ে গেল।

হায়। আ ! বেঁচেছি। ঝড় হ'লে, চারিদিকে চোকো দিয়ে কুঁড়েটা বাঁচাবার সাধ হ'ত। এ একেবারে নিশ্চিন্ত—চৌলাঠেলির দায় থেকে উদ্ধার পেয়েছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উজান পাখ।

কমরলজমান ও উজানপালক।

উজা-পা। ব'লে আছি ?

কম। না, ব'লে নেই—আপনি যে গাছের গোড়াটা খুঁড়তে ব'লেছিলেন, সেটাকে খুঁড়ছিলাম।

উজা-পা। হাঁ—বেশ ক'রে খুঁড়ে শেকড়-গুলো কেটে গাছটাকে ফেলে দাও। মিছে আর জাদুগা ঘোড়া ক'রে থাকে কেন ? গাছটী দেখতে ছোট, কিন্তু বদল কত জান ?

কম। কেমন ক'রে জানব ?

উজা-পা। আমার বা বয়েস, ওরও তাই। চারকুড়ি বছর। আমার জন্মদিনে আমার বাপ ওটা পুতেছিলেন। ওটা এত দিন পরে গেল ! আমারও বুঝি কেমন কেমন হয়।

কম। সেকি বাপ ? আপনি আরও দীর্ঘজীবী হোন। আপনি না বেঁচে থাকলে আমার মতন অভাগার আগ্রহ হ'ত কে ?

উজা-পা । ম'রতে কি আমার সাধ । তবে সাধ না থাকলেও মৃত্যু ত রেহাই দেয় না । চারকুড়ি বয়স হ'ল, আর কত কাল আমাকে বাচতে বল ? তুমি থাকতে থাকতে মলেই ভাল হয় । তুমি না থাকলে, আমার হয়ত গোয়ই হবে না । যাক—সে যা নসীবে আছে হ'বে । এখন আমি জাহাজের কাণ্ডেনের সঙ্গে দেখা ক'রতে চ'ল্লাম । বছর বছর একখানি জাহাজ এখান থেকে এখনি উপবীপে যায় । এবনির রাজা আমার বাগানের জলপাই বড় পছন্দ করেন । অতীত বছর এতদিনে জাহাজ চলে যায়, এ বৎসর জলপাই নামি হ'য়েছে ব'লে যেতে পারিনি । যাই, কবে যাবে খবরটা নিয়ে আসি । আর সেই সঙ্গে তোমাকেও পাঠাবার বন্দোবস্ত করি । নাও বাণ ! ততক্ষণ তুমি কাজটা সেবে ফেল গে ।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান ।

(দানহাসের প্রবেশ)

দান । বেদৌরা যদিও রাজা হ'য়ে আছে তবু অতি মনকণ্ঠে সে কালযাপন ক'রছে । বেদৌরার কষ্ট ত আর দেখা যায় না । বদমাস কাস্কাসের দৌরায়ে সে এমন ক'রে কহদিন বিরহ সহ ক'রবে ? যেমন ক'রে পারি তাবিজ কমরলজমানকে দিতেই হবে । যেমন ক'রে পারি, হুজনের মিল ঘটিয়ে মৈমনী রাণীর দর্প চূর্ণ ক'রতেই হবে । কাস্কাস্ চিল হ'য়ে তাবিজ নিয়ে দ'রে প'ড়েছে । এখনও চিল হ'য়ে তাবিজ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে । মনে ক'রেছে, আমি সন্ধান ক'রতে পারব না ; কিন্তু আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া কি তার মতন গাখার কাজ ? সে কোথায়, সন্ধান পেয়েছি ; যেমন ক'রে পারি, তার কাছ থেকে তাবিজ কেড়ে নিতেই হবে । যাই ; আমিও চিল হ'য়ে উড়ি ;

বদমাস বেটীকে মেয়ে আধ মরা ক'রে কেড়ে নিই । এই সহরে মার্জমানকে দেখতে পেয়েছি, তাবিজ তার হাত দিয়েই কমরলজমানকে দিয়ে দিই ।

[প্রস্থান ।

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ । না, বহুদিন হ'ল, আর বেশীদিন আমি স্বীতে ছাড়াছাড়ি ভাল নয় । কেননা ; আমি অনেক বিরহ দেখেছি, কিন্তু বেশীদিন একটা বিরহকেও টেকে দেখিনি । দু চার দিন বিরহ গরম গরম থাকে । তার পর অল্প অল্প ক'রে বেবাক বিরহ টুকু গায়ে চ'ড়ে যায় । চড়া বিরহ আর ক্ষরা পিতি দুইই সমান । না—কাজ নেই, সাজাদা সাজাদীর মিলটে ঘটিয়ে দিতে হচ্ছে, কিন্তু এ হুজনের মনে মিল হ'ল ; তাবিজ ত পাওয়া গেল না ! তাবিজটা না পেলে ত এই রকমের ছাড়াছাড়ি আবার হবে ! সাজাদার সঙ্গে তাবিজটাকে না নিয়ে গেলে ত কুষ্টি হবে না । একি বেদাদব চিল—তাবিজের ছেঁ ! বাপধন চিল ! তোমার ত কেবল পুচ্ছ, তাবিজ নিয়ে কি ক'রবে বাবা ? কোথায় আছ এস—এসে তাবিজ ফিরিয়ে দাও । আমি তোমার পুচ্ছ সোপা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব বাবা ! এস বাপধন এস, তোমাকে যগ-মুলুকের নাল্লি খাওয়াব বাবা ! একবার খেলেই ল্যাঞ্জে ময়ূর পুচ্ছ গজিয়ে উঠবে । এস—ধন এস—চৈ—চৈ ।

(জনৈক বৃদ্ধার প্রবেশ ।)

বৃদ্ধ । ওগো মিয়া ?

মার্জ । কেন গো বিবি ?

বৃদ্ধ । মিয়া মোল্লার মাঠে গো মিয়া, এত বড় চিলগো মিয়া, তার এত বড় গলা, তাতে এত খানি কি নড় নড় ক'রছে—আর ঝক ঝক ক'রছে ।

মার্জ । ইয়া আঁলা ! খোঁদা লেনেওয়ালা, খোঁদা
দেনেওয়ালা, ইলবিলু ইলা, ঠিক মিলা । চিল ?

বুঝা । আর একটা চিল তাকে ধ'রেছে, আর
ঠকঠিক চোকোর মার্ছে—ভারী—লড়াই !

মার্জ । বটে, বটে, কোথায় ? আমাকে
একবার দেখিয়ে দাও না ।

বুঝা । এই যে, এই পথে যাও না । ঐয়ে
মাঠ । আমি গিয়েছি, আর অমনি একটা শোলা
চিল মাথার ওপরে ঠকাস্ ক'রে চোকর ।
ঐয়ে গো মিরা !

মার্জ । ঐ বটে, ইয়া আঁলা ! ফেলে দিলে
ঠিক মিলা, ঠিক মিলা । [প্রস্থান ।

বুঝা । বাপ ! আমি যাব না—আবার
যদি চোকোর মারে ! নারে মিরা ।

[প্রস্থান ।

(উদ্ভানপালক ও কাণ্ডেনের প্রবেশ ।)

উদ্ভা-পা । আমি আপনার কাছেই যাচ্ছি—
লেম । আপনি এসেছেন ভালই হ'য়েছে ।

কাণ্ডেন । আর না আসলে চলে ? অমনি
অমনিই ত এবার জাহাজ ছাড়তে দেবী হ'য়ে
গেল । এবনি উপদ্বীপ হ'য়ে যেতেই হবে ।
রাজা জলপাইয়ের জন্ত আগে থাকতেই বায়না
দিয়ে রেখেছেন । জলপাই না নিয়ে গেলে কি
রক্ষা আছে ? তা হ'লে আর দেবী করবেন না
মিরা ! জলপাই সব জালা ভুঁড়ি ক'রে রাখুন ;
পরন্তু সকালে আমাকে রওনা হ'তেই হবে ।

উদ্ভা-পা । বহুত আচ্ছা, আর দেখ মিরা ।
একটা ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, তাকে
এবনি উপদ্বীপে নামিয়ে দিতে হবে ।

কাণ্ডেন । তা হ'লে তাকে তৈরী থাকতে
ব'লবেন, দেরি ক'রলে আমি অপেক্ষা ক'রতে
পারব না । আমাকে পরন্তু ভোরে জাহাজ
ছাড়তেই হবে ।

উদ্ভা-পা । পরন্তু ত ? এর চেহেতবে
খুব তৈরী হ'তে পারবে ।

কাণ্ডেন । বহুত আচ্ছা, সেলাম ।

[প্রস্থান

(মার্জমানের তাবিজ হস্তে প্রবেশ ।)

মার্জ । মিরা মাহেব ! সেলাম ।

উদ্ভা-পা । সেলাম, কে আপনি মিরা ?

মার্জ । আপনি ভাল আছেন ?

উদ্ভা-পা । আমি বৃদ্ধ হ'য়েছি, কবে মাতিতে
মিনি, আমার আবার ভাল মল কি ? কিন্তু
আমি ত আপনাকে চিনি না ।

মার্জ । তবে থাক, আপনার কথা ছেড়ে
দেওয়া গেল, আপনার জলপাই ভাল আছেন ?

উদ্ভা-পা । জলপাই ভাল আছেন কি রকম ?

মার্জ । তবে থাক, জলপাইও চুলোয় থাক
সাজাদা ভাল আছেন ?

উদ্ভা-পা । সাজাদা কে ?

মার্জ । কেন আপনার বাগানে যিনি নাট
খোঁড়েন, গাছের গোড়ার জল দেন ।

উদ্ভা-পা । এ সব কথা তুমি কি ব'লছ ?

মার্জ । দূর চৌক, তবে আর কিছুই
ব'লব না । আপনি সাজাদাকে এই তাবিজটে
দেবেন, ব'লবেন—চিল মিরা ফিরিয়ে
দিয়েছেন ।

উদ্ভা-পা । একি ! এসব কি কথা ?
চিল মিরা ?

মার্জ । দরুন, আর আমি দেবী ক'রতে
পারি না ।

উদ্ভা-পা । কার তাবিজ ? আমি নেব কেন ?

মার্জ । বেশ, তবে আগলে দাঁড়িয়ে
থাকুন । আসি মিরা, সেলাম । আমার কথা
জিজ্ঞাসা ক'রবল ব'লবেন—হুশ্, হুশ্ ক'রে
উড়ে গেল ।

উজ্জা-পা। ও মিঠা ? এ কি কর ? কোথা যাও ? ও মিঠা ! ও চিল মিঠা ! এ কি হ'ল ? কার ধন আমাদের দিয়ে গেল ? বুড় বয়সে ফাসাদে পড়ব না কি ? এ ত বহুত দামী তাবিজ - এ ত হেঁজিপেঁজি লোকের নয় ! সাজাদা ? কে সাজাদা ? যে আবার বাগানে মালীগিরি করছে ? সে লোকটা বাজার ছেলে ? এ ত ভারী গোলমালে প'ড়ে গেলুম !

(কবরলজমানের প্রবেশ)

কম। অ'শ'র'গা বাপাব ! অ'শ'র'গা বাপাব ! গাছের তলায় সোণা ! কেও, মিঠা সাক্ষর ?

উজ্জা-পা। সাজাদা, গরিব আদমী আপনি আমাকে তা'মা'ল ক'রছেন কেন ?

কম। সাজাদা !—সেকি ! কে আপনাকে এতখানি ব'লে ?

উজ্জা-পা। কেন, চিল মিঠা ব'লে গেল।

কম। চিল মিঠা ব'লে গেল কি ?

উজ্জা-পা। শুধু কি ব'লে গেল—এই তাবিজ ফিড়িয়ে দিয়ে গেল।

কম। হ্যাঁ ! একি ! ঈশ্বর ! এক তোমার দয়া ! ফিরে পেলুম ! একি খবর ! না সত্য ? কোথা পেলেন মিঠা ?

উজ্জা-পা। জনাব !

কম। জনাব কি ? আপনি আমার আশ্রয়দাতা—পিতৃভূত। সন্তানজ্ঞানে যে মেহবাক্যে আমাকে এত দিন ব'রে আপ্যায়িত ক'রে আসছেন—তাই বলুন। কোথায় এ তাবিজ পেলেন বাপ ?

উজ্জা-পা। এই যে ব'ললাম বাপ !—চিল মিঠা দিয়ে গেল।

কম। চিল দিয়ে গেল ? চিল দিয়ে গেল কি ? চিলই ত জিনিষ নিয়েছিল।

উজ্জা-পা। তা হ'লেই ঠিক হয়েছে। নিয়েছিল আবার ফিরিয়ে দিয়ে গেল। চিল মিঠা নিজেও ঐ কথা ব'লে গেল।

কম। চিল কথা কইলে কি ?

উজ্জা-পা। এক রাশ কথা ক'রে গেল। কারী জ্যাটা চিল, সেকি চুপ ক'রে থাকে ?

কম। আচ্ছা ! তাকে দেখতে কেমন ?

উজ্জা-পা। চিলের মতন যে ঠিক—তাও নয়। পিঠে খানিকটে পুচ্ছের মতন কি ঝুলছে বটে ! খানিকটে ভুড়িও আছে। একটু বেটে খেটে চিলের ভাবটা বড় নয়—এই পাতি হাঁসের ভাব।

কম। বুঝছি, মার্কজমান ভাই এসেছিল। বাক—আবার আশা, তাবিজের সঙ্গে যেন আমার সব ফিরে আসছে। ঈশ্বর ! আবার কি বেদোঁরাকে দেখতে পাব ?

উজ্জা-পা। কি বাপ ! তাবতে লাগলে কি ?

কম। বাপ ! আপনি আমাকে যে সামগ্রী দিয়েছেন, আমি অশ্রুত হ'লেও ঈশ্বর আপনাকে পুরস্কৃত ক'রেছেন। আপনার সেই শুকনো গাছের গোড়া খুঁড়তে গিয়ে, পঞ্চাশ ঘড় সোণা পেয়েছি, আপনি গ্রহণ ক'রবেন আসুন।

উজ্জা-পা। আমি নিয়ে কি ক'রব বাপ। ঈশ্বর তোমার জন্তই ঐ ধন রেখে দিয়েছেন আমি আজ বাদে কাল ম'রব। আমাকে আধনের প্রলোভন দেখিও না। আর চারকুটি বছর বাগানে থেকেও যখন আমি ও ধনে অধিকারে বঞ্চিত, তখন ও ধন আমার হ'লে হামাদি হয়ে গেছে। বাপ ধন ! তুমিই গ্রহণ কর, আর বাবার জন্ত প্রস্তুত হও। পর প্রাতঃকালে জাহাজ এখন থেকে রওনা হবে প্রস্তুত না থাকলে এক বছরের মধ্যে ত সেখানে যেতে পারবে না। এস—সোণ

ঘড়াগুলো জলপাই দিয়ে ঢেকে দিইগে, আর
কাজ করতে করতে তোমার ঘটনাটা শুনিগে।
[উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

(হায়তন ও বেদৌরা)

গীত।

পুরব গগন গায়।

অরুণ কিরণে সৌণ্ডর্য ফুল আকুলি বিকুলি ভেসে যায়।

দশদিশি ভরা হাসি,

আঁধারে আলোকে মেঘাংশলি,

ফুটে কলি ছুটে আলি, ডায়ে গলাগলি প্রাণ মাতায়।

রঙে রঙ মিশি বাই ভেসে,

আলোকে পুলকে মিশাই কাহ।

বেদৌরা। প্রাণেশ্বরী। হায়তন।

হায়! তুমু?

বেদৌরা। ছি! এই কি প্রাণেশ্বরীর যোগ্য
কথা! আমি তোমাকে এত আদর করে
প্রাণেশ্বরী ব'লে ডাকলুম, আর তুমি কিনা হনো
পাখীর মত গর্জে উঠলে—‘তুমু?’

হায়। জনাব ত এ রাজ্যের রাজা, বেয়াদবী
করে থাকি, গর্দান নিম্ন।

বেদৌরা। বলি, আজ এত ক্রোধ
ক'লে কেন?

হায়। ক্রোধ না হবেই বা কেন, আমার
প্রাণেশ্বরের ত আর একটা প্রাণেশ্বরী আছে?

বেদৌরা। বেশ, তাতে এত রাগ কেন?
তোমার প্রাণেশ্বরীর না হয়, আর একটা প্রাণে-
র ক'রে দেব।

হায়। কি সতীর স্তম্ভে এই প্রস্তাব!

বেদৌরা। বেশ, আমি আগে না হয়
রেই যাই।

হায়। দেখ, ও সব তামাসা আমার ভাল
লাগছে না। তুমি ম'রবে কেন? স্বপ্নের ধন
লাভ ক'রেছ, চিরকাল ভোগ কর। মরি আমি।

গীত।

হায়তন। যাও বঁধু যাও, যাও বঁধু যাও।

নুখের আদর সরিয়ে নাও।

(আমার) হতাশা কিরিয়ে নাও।

বেদৌরা। ও কথা ব'ল না সরলা চলনা,

আশা বিনে শ্রাণ মরুম;

আশা ছেড়ো না আশা ছেড়া না,

করণে নয়নে চাও,

দেখ নবের মতন পাও কি না পাও।

বেদৌরা। ছি হায়তন! ছেই না তুমি
আমায় ভালবাসি?

হায়। বাসি না প্রমাণ পেলে কিসে?

বেদৌরা। এই যে মরণের কথা কইলে।

তোমার এই কঠোর রহস্য আমার প্রাণে কত
আঘাত করে তা জানি? যদি ভালবাসিত,
তাহ'লে কখনও এমন কথা কইতে না।

হায়। আগে বাসতুম।

বেদৌরা। এখন?

হায়। এখন আমি জলপাই ভালবাসি।

আমি এখন জলপাইয়ের চিন্তা ক'রছি, আসতে
বিলম্ব দেখে মনে একটুও স্নেহ পাচ্ছি না, আর
উনি মাঝবান থেকে ‘প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরী’—
জলপাইয়ের কথা যতই মনে প'ড়ছে, ততই
নোলায় আমার জল ক'রছে। সব রস মুখে,
এখন কি প্রাণে রস আছে!

বেদৌরা। কেন, জলপাইয়ে এত ভালবাসা
জন্মাল কেন?

হায়। তোমারই বা হায়তনের ওপর
এত ভালবাসা জন্মাল কেন? ভালবাসা
আমার খুলী।

বেদৌরা । সন্তা, তোমার জলপাই খেতে কি বড়ই সাধ হ'য়েছে ? তাহ'লে বল, হুকুম ক'রে আনাই ।

হায় । এখানকার জলপাই ভাল নয়, সিয়া দেশের একটা বাগানের জলপাই ।

বেদৌরা । এই কথা । আমি সে দেশে এখনি লোক পাঠাচ্ছি ।

(বান্ধার প্রবেশ)

হায় । কি কি খবর বান্ধা ?

বান্ধা । সাজানী ! সিয়া দেশের সওদাগরের জাহাজ এসে লেগেছে । জাহাপনার কাছে গিচ্ছিল । জাহাপনা সওদাগরকে এইখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ।—ব'লে দিলেন—বাজা ও রানী ওইখানে আছেন, সেখান পাঠিয়ে দাও ।

হায় । জলপাই এনেছে ?

বান্ধা । এনেছে—পকাত জালা ।

(বান্ধাগণের জালা লইয়া প্রবেশ)

বেদৌরা । কটাতে প'ড়ে একটা জালা বরে আন'ছিস ?

বান্ধা । জনাব, এবারে পাথুরে জলপাই !
—বিষম ভাবী ।—

বেদৌরা । ভাল, রেখে চ'লে যা ।

[বান্ধাগণের প্রস্থান ।

(জলপাই পরীক্ষা, কোমরবন্ধ দেখিয়া)

জম্বর ! একি ?—একি দেখি ? প্রাণেশ্বর !
প্রাণেশ্বর ! কোথায় তুমি ?

হায় । কি ! কি !—বাপার কি ? বাপার কি ভগিনি ?

বেদৌরা । যার জন্ত তুমি আমায় এ অবস্থায় ফেলে গেছ, সে কিরে এল ! তুমি কই ?

হায় । বাপার কি ?

বেদৌরা । সমস্তই জানবে ভগিনি !
তোমার কাছে আমার গোপন কি আছে, এখন

আমি বড়ই অস্থির, আমি অজ্ঞান, আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না । আমার মাক্ কর । কই হায় ?

(জটনৈক বান্ধার প্রবেশ)

কান্তেনকো জলদি গ্রেপ্তার করবে লে-
আও । বুঝতে পেরেছ হায়তন ?

হায় । বুকেছি, তুমি স্বামীর সংবাদ পেয়েছ !
বেদৌরা । কবে সে দিন আসবে ভগিনি—
কবে স্বামীর সংবাদ পাব ? তবে লুপ্ত আশা পুনরুদীপ্ত হয়েছে । যে তাবিজের সঙ্গে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি, সেই তাবিজ আবার এতদিন পরে ফিরে এসেছে !

হায় । তা হ'লে তোমার স্বামীও তাবিজের সঙ্গে সঙ্গে আসছেন ।

বেদৌরা । আসবে হায়তন ? আশ্বে ?

হায় । ঈশ্বরের কাছে এক মনে প্রার্থনা করি, তোমার স্বামী এই তাবিজের সঙ্গে ফিরে আসুন । কেন না, তোমার কষ্ট আর আমি দেখতে পারি না । রমণী মনের হুগে কান্ডেতে পায় না, উলটে মুখে হাসি মেখে থাকতে হয়, এর চেয়ে কষ্ট আর কি আছে ভগিনি ?

বেদৌরা । হায়তন ! তোমায় প্রাণেশ্বরী ব'লে আমি জীবন সার্থক ক'রেছি, তুমি রমণী-রত্ন ।
(কান্তেনকে লইয়া প্রহরীর প্রবেশ ও প্রস্থান)
কান্তেন । গোলাম কি অপরাধ ক'রেছে জনাব ?

বেদৌরা । তুমি এ জলপাই কোথায় পেলে ?
কান্তেন । জনাব ! যে বাগান থেকে প্রতি বৎসর আনি, এবারও সেখান থেকে এনেছি ।
বেদৌরা । এর ভেতরে কি আছে তা তুমি জানি ?

কান্তেন । না জনাব ! ওখরে জলপাই দেখেছি ; জলপাই জেনেই এনেছি ।

হায়। জলপাই তোমাকে দিয়েছে কে ?

যে বৃদ্ধ বরাবর দেয়, সেই দিয়েছে কি ?

কাপ্তেন। না জিজ্ঞাসাইন। এবারে সে নয়।
এবারে এক ছোকরা দিয়েছে।

বেদৌরা। তাকে দেখতে কেমন ?

কাপ্তেন। গোস্তাকী মাফ হয় জনাব।
কতকটা জনাবেরই মতন চেহারা। সে
ছোকরাও আস্তে চেয়েছিল। কিন্তু দৈব-
ভূর্কিপাকে তাকে আনতে পারলুম না।

উভয়ে। কেন ?

কাপ্তেন। সে ব্যক্তি যে সময়ে জাহাজে
উঠবে, ঠিক সেই সময়ে সেই বৃদ্ধ মারা যায়।
কাজেই সে ব্যক্তি আস্তে পারলে না। আমরা
আস্তে তাকে অনেকে পেড়াপিড়ি করেছিলুম।
কিন্তু সে এলো না। ব'ললে—আশ্রয়দাতার
মৃতদেহের অমর্যাদা করে যেতে পারবো না।
আগে তার সংস্কার করব। আমরা অপেক্ষা
ক'রতে পারলুম না। একে ত ও বৎসর দেরি
হয়ে গেছে—তার ওপর আমাকে বহুদেশে ঘেতে
হবে। সময়ের মধ্যে না ফিরতে পারলে আর
ও বৎসরের মতন ফিরতে পারব না। কেননা
বাহাস কিলে গেলে, আর জাহাজ চ'লবে না।
গরীব আদমী—বাবসা করে খাই—তা হ'লে
জেকেবারে ধনে প্রাণে মারা যাব।

বেদৌরা। এরকম জলপাই কত জালা আছে?

কাপ্তেন। পঞ্চাশ জালা।

হায়। ও সব জলপাইয়ের জালা নয়—
সব সোণা।

কাপ্তেন। সে কি ?

হায়। হাঁ সোণা। ভূমি যদি এখনি গিয়ে
সেই নৌকটিকে নিয়ে আস্তে পার, তাহ'লে
ওই পঞ্চাশ জালা সোণাই তোমাকে বকসিস
দিই—নইলে তোমার গর্দান যাবে।

কাপ্তেন। আমি এখন আনব জনাব।

[প্রস্থান।

বেদৌরা। হায়তন। তোমার এ অদ্ভুত
মহত্বের যোগা যে, কোনও কাজ ক'রতে পারছি
না—সাক্ষাদী! আজ হ'তে—

হায়। (হস্ত ধরিয়া) আচ্ছা সে পরের
কথা। আগ্রহারা হ'লে রাজাশাসন ক'রবেন
কেমন ক'রে ?

বেদৌরা। হাড্ডন! তোমার রূপাত্তেই
আবার আজ আমি কুল পেলাম।

হায়। একশ বারই এক কথা। আগে সব
আস্তন, তোমার খবর ত এসেছেন।

বেদৌরা। এসেছেন কি ? ঐ তিনি
আসছেন, বাজনা বাজছে।

হায়। তোমার স্বামীও আসছেন।

বেদৌরা। ঈশ্বরের রূপায় তিনিও ঠিক
সময়ে এসে পড়েছেন।

হায়। তোমার স্বামী—ঠিক জেনেছে ত ?

বেদৌরা। আগে ঠিক জানতুম বটে; তবে
এখন তিনি আমার হবেন কি তোমার হবেন,
সেটা ব'লতে পারছি।

হায়। আর আমাকে টানা কেন ? আপনি
সুখী হও।

বেদৌরা। বল কি ?

হায়। আমার খুব সাধ মিটে গেছে, খুব
সখের বে ক'রেছিলুম। তোমার বরাতে এখন
সে পুরুষ যাচ্ছে, আমার বরাতে আবার কি
শেষে মেয়ে সান্ত্বন হইবে যাবে ?

চতুর্থ দৃশ্য ।

দরবার ।

আর্থানস, সা-জমান ও উজীর ।

সাজ। ভাই হে ! এসব ক'রেছ কি !
এসব বে তুমুল কাণ্ড !

আর্থ। আমি কি ক'রেছি ? আমি কে ?
আমি ত নগল বুটে, এ সব পাগলা রাজার
আয়োজন ।

উজীর। তা ঠরা যদি একটু আয়েদ
ক'রে তৃপ্তি পান, তাতে জনাবের গুঁৎ গুঁৎ
ক'রলে চলবে কেন ?

আর্থ। এই বলুন ত উজীর সাহেব !

উজীর। জনাবেরই যেন সখ্ নেই, তা
ব'লে আর কারও কি থাকবে না ?

আর্থ। এই—আমরাই না হয় বুড়ো
হয়েছি। ভায়ার ছেলে ত আর বুড়ো হয়নি !

সাজ। বাক—এখন পাগলা পাগলী কই ?
আদের না দেখে যে আমি স্থির থাকতে পারি না !

(বেদৌরার প্রবেশ)

আর্থ। জেই যে !

বেদৌরা। জনাব !

সাজ। একি !—এ কে ?—এ ত আমার
কমরলজমান নয় ?

উজীর। না—ইনি কে ? ইনি ত
সাজাদা ন'ন ?

আর্থ। সে কি, সে কি ? চোখের জোড়ি
গেছে ! ভাল ক'রে দেখুন। পরিবর্তন হ'য়েছে,
ভাল ক'রে দেখুন !

সাজ। আর ভাল ক'রে দেখ'ব কি ভাই !
প্রাণকে হুটী চোখের ওপর এনে দেখতে
এসেছিলুম। ভাই ! এককাল তবু আশায়

আশায় প্রাণ ধ'রেছিলুম। ভাই দোস্ত ! তুমি
না ভেনে আজ বুঝি সে জীবনের শেষ ক'রলে ।

আর্থ। উজীর সাহেব ! আপনিও কি
তাই বলেন ?

উজীর। জনাব ! ইনি আমাদের
সাজাদা ন'ন ।

বেদৌরা। ঠরা ঠিক ব'লেছেন জনাব,
আমি ওদের সাজাদা নই ।

আর্থ। তা হ'লে কে তুই প্রতারণা ?
চাতুরী ক'রে আমার কস্তার রাজ্য গ্রহণ ক'রে-
ছিস্ ! জলদি বল—নইলে আমিই তোবে
কোতল ক'রব ।

(হায়তনের প্রবেশ)

হায়। হাঁ হাঁ—করেন কি, করেন কি
জনাব ! উনি যেই হ'ন, উনিই এখন আমার
রাজা ।

আর্থ। তা ব'লে চেনা নেই, শোনা নেই
কোথাকার কে বাদীর বেটা, তাকে আমি আমা
রাজার রাজা ক'রব ?

হায়। রাজা না করেন, হত্যা ক'রবে
না। আগে দেখা শোনা উচিত ছিল ! রাজ
থেকে আমাদের উভয়কে বা'র ক'রে দিন
পিতা ! গোস্তাকি মাপ হয়, আপনার দোষ
আমি সাজা পাই কেন ?

উজীর। যথার্থ জনাব ! আপনারই সম্পদ
দোষ । একজন অজ্ঞাত কুনশিরের কথায় প্রত
ক'রে এমন একটা গুরু কাজ করা উচিত হয়নি
কস্তার মুখ চেয়ে এ ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন ।

আর্থ। যা, দূর হ—সুমুখ থেকে দূর হ
হায়। তা হ'লে পিতা আমিও যাই ?

আর্থ। যা, তুইও দূর হ। এস রাজ
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, এস—তোমারও গো
আমারও গেল, এস উভয়ে মিলে আসো

করিগে এস। কেন ম'ব? কানের জন্ত ম'ব? বেইমান বেইমানীদের জন্ত? কেন? এস—তুজনে আজ অনেক কাল পরে মিলেছি, এস—আমোদ করিগে এস।

(কমরলজমানকে ঘিরিয়া কাপ্তেন ও
অনুচরণের প্রবেশ)

কাপ্তেন। চল চল চোর! রাজার মাল চুরি। চল।

কম। দোহাই বাবা! আমি কারও চুরি করিনি, খোদা আমাকে দিয়েছেন।

কাপ্তেন। এই যে—খোদা তোমাকে দেওয়াছেন। চল না চোর! ডাকু!

আর্দা। একে? একি ক'রেছে?

কাপ্তেন। জনাব। এ ব্যক্তি জামাই রাজার পক্ষাশ কলসী সোণা চুরি ক'রেছে।

আর্দা। না ছেড়ে দে—সেই বেটাই চোর। সে আর রাজা নেই। ওকে ছেড়ে দে।

কম। কেও—কেও—পিতা!

উজীর। জনাব! জনাব! সাজাদা।

সাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ একি! কমরলজমান! হুই! হুই! হুই! [পুত্রকে আলিঙ্গন।

আর্দা। একি অদ্ভুত ব্যাপার!—এই হামার ছেলে? থুলে দে! থুলে দে—থুলে দে।

(মার্জমানের প্রবেশ)

মার্জ। ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা—সার্লা, ঠিক মিলা—কি সাজাদা! চিনতে পার? এমন বাধন বেঁধে দিয়েছিলুন, সে বাধন কাঁধায় গেল? এ কাপ্তেনের পিঠীতে প'ড়ল এখন?

উজীর। কেও ফকির সাহেব?

মার্জ। হাঁ জনাব! সেলাম। জোড় মিলিয়ে পড়ী পাগিয়েছিলুম জনাব! এ গোলামের

কোনও দোষ নেই। এখন সাজাদার নসীবে জোড় যে মাঝখান থেকে কাপ্তেন হ'য়ে যাবে, তা কেমন ক'রে জানব?

সাজ। এ সব ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছ উজীর! আমি ত হতভম্ব!

উজীর। সেই ছোকরাকে আনিব জনাব! কতাকে আনিব, নইলে এ রহস্যের সীমাংসা হবে না। সেই ছোকরা সব জানে। সেই ছোকরাই এই চক্রের মূল্যধার।

মার্জ। ভাল, আমিই একবার চেষ্টা ক'রছি। সাজাদা! সাজাদী কই?

কম। পথে নিজের দোবে হারিয়েছি।

মার্জ। তা বেশ ক'রেছ। তারপর এ বকন—এও কি নিজের দোবে?

কম। এ যে কেন হ'ল, তা এখনও বুঝতে পারছি না। এখানকার রাজার তরুণে আমি ঘেঁষার হ'য়ে এসেছি। শুনছি—আমি নাকি রাজার সোণা চুরি ক'রেছি।

মার্জ। পাকড়াও সে চোর রাজারকো?

আর্দা। বটে—বটে! পাকড়াও, পাকড়াও।

(বেদৌরাকে লইয়া হায়তনের পুনঃ প্রবেশ)

মার্জ। সাজাদা—সাজাদা! ওই ইলবিল ইল্লা, কিলবিল কিল্লা! টাং কু!

সকলে। একি! একি অপূর্ব সন্দর্ভ!

কম। বেদৌরা—বেদৌরা—প্রবেশন! বেঁচে আছ?

বেদৌরা। বেঁচে আছি, শুধু বেঁচে নয়—একটি ছিলাম হুগী হয়েছি, অগ্রে আমার এই ভগিনীসীকে গ্রহণ কর। কোরাণ ছুঁয়ে আমি এই বালিকাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ ক'রেছি।

কম। কে ইনি বেদৌরা?

বেদৌরা। কে—পরে ব'লব, আগে গ্রহণ কর।

মার্জ। টোক গেলো কেন সাজাদা ? টপ ক'রে নিয়ে ফেল। ওতে আবার ঘেরি কি ? আপসে গিরুতা হায়, গিরনে দেও—গিরনে দেও। বেদৌরা। আগে না নিলে আমার সঙ্গে কোন কথা হবে না। বল—নিলুম।

মার্জ। নিলুম। খুড়ী, ভুলে গেলুম ! সাজাদা নিয়ে ফেল, নইলে কসকে বাঘ।

কম। ছুনিয়ায় তোমার যা আপনার, আমারও তা। আমি তোমার দত্ত উপহার সজ্জা মনে গ্রহণ করলুম।

বেদৌরা। জ্ঞাব ! বাদী কমরলজ্জমান সঙ্গে আপনাকে ছলনা করেছে। পিতা আমি আপনার পুত্র না হ'লেও পুত্র স্থানীয়া।

সাজ। অদ্ভুত ব্যাপার ! অদ্ভুত ব্যাপার ! মা ওঠ, আমি তোমার চিনেছি। তুমিই স্বপ্নে আমার ছেলেকে পাগল ক'রেছিলে। অরি তুমিও এস মা ! তুমিও এস। আমি এক কথা খাঁজতে এসে ছুই কথা পেয়েছি।

আম্মা। এসব কি ব্যাপার ? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না।

উজীর। আর বোঝাবুঝি কি ? ঈশ্বরের লীলা ! এমন আনন্দের ঘটনা বুঝি কেউ কখনও দেখেনি।

বেদৌরা। চলুন, গৃহে বিশ্রাম গ্রহণ ক'রে বাদীর সব ঘটনা শুনবেন চ'লুন। আর রাজো সকলকে বিবাহোৎসবের সমাচার দিন।

(সকলের প্রস্থান)

(দানহাস ও মৈমুনীর প্রবেশ) ।

দান। মৈমুনী রাণী ! আমাদের কাজ ত মিটে গেল, এখনিত যে যেখানে থেকে এসে পরস্পরে মিলে গেল। তারপর ?

মৈমুনী। তারপর কি ?

দান। জিত কার ? অবশ্য মৈমুনী রাণীর কাছে সত্য কথাই শুনতে পাব।

মৈমুনী। সত্য কইতে হ'লে তোমারই জিত।

দান। তাহ'লে বান্ধা যা চাইবে, তাকে দাও।

মৈমুনী। অবশ্য, কি চাও বল ?

দান। দয়াময়ী মৈমুনীর একটু ভালবাসা।

বৈত গীত ।

দান। বিষে বিষে ভালবাসা বিষে বিধকর।

মৈমু। তোমার আনার মিলন যেমন এমনটী কি হয়।

দান। দুটোকে দেখতে নারি, শেষে কিন হলেম তারি।

মৈমু। তবে কেন বলবে নারী, নারীর সকল সব।

দান। তুমি আমার রজনয়ী,

মৈমু। তুমি দরমহ।

উভয়ে। সরসের মধ্য বেধা ভাগবতার জ্ঞান।

(গাও ভালমন্নার জয়)

ব্যবনিকা পতন ।

বাঙ্গালার মসনদ ।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত ।

৭০ নং কলকাতা স্ট্রীট, হিতবাদী কার্যালয় হইতে

শ্রীমহারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১৯ সাল ।

বিজ্ঞাপন ।

মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়

শ্রেণীত ইতিহাস ইহাতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি । এই জন্য উক্ত

বক্তৃত্বকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । নানাকারণে এই

নাটকখানিকে প্রথম সংস্করণে মনোমত করিতে পারি নাই ।

বর্তমান সংস্করণে তাই অনেক স্থলে পরিবর্তন

ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি ।

গ্রন্থকার ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

| | |
|------------|------------------------|
| সরকারাজ | মুর্শিদাবাদের নবাব । |
| আওয়দ | ঐ উজীর (১ম) । |
| আলিবর্দি | পাটনার নাসিব সবেদার । |
| মর্ত্তজা | সরকারাজের উজীর (২য়) |
| গাউস খাঁ | ঐ সেনাপতি । |
| হুসান আলি | ওমরাও । |
| সুবক্তা | ঐ |
| শীর খাঁ | ঐ |
| বাহর খাঁ | ঐ |
| নোয়াজস | আওয়দের পুত্র । |
| আলমচাঁদ | সরকারাজের দেওয়ান । |
| চিশামনি | আলিবর্দির দেওয়ান । |
| ছদন খাঁ | সরদার । |
| হুম্মদ আলি | ঐ |

| | |
|---|--------------------|
| স। হামদারি | ফকীর । |
| নন্দলাল | হিন্দু সরদার । |
| বিজয় | ঐ |
| জালিম | বিজয়ের পুত্র । |
| ফতেচাঁদ জগৎশেঠ | হিন্দু ওমরাও । |
| পাণি খাঁ | আলিবর্দির ভ্রাতৃ । |
| সরদাঙ্গন, মাকীগণ, প্রহরী, ওমরাওগণ ইত্যাদি । | |

স্ত্রী ।

| | |
|--------------|--------------------|
| কাবিয়া | সরকারাজের স্ত্রী । |
| মালেকা | গাউসের স্ত্রী । |
| যেসেট | আলিবর্দির স্ত্রী । |
| জিন্নেত উজীর | সরকারাজের মাতা । |
| মাকীবিনি | জনৈক রমণী । |
| রমাবতী | বিজয়ের স্ত্রী । |

গ্রাম্যমঙ্গীগণ, নর্দকীগণ ইত্যাদি ।

আলি। বেশ।

আহ। যাবার সময় একবার জগৎ শেঠ ও আলম চাঁদকে সেলাম দিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু কি করে তা হবে?

আলি। তা আমি ঠিক ক'রব—সে বিষয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

আহ। তা হ'লে আর দাঁড়িয়ে না—প্রতির অন্ধকারের সহ্যদাতা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় গর্তাক্ষ।

কক্ষ।

(খেসেটী।)

খেসেটী। যাত্রার একপালা শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার দ্বিতীয় পালার আরম্ভ ক'রতে হবে। প্রথম পালায় সজাউদ্দীনকে দুনিয়া জড়িয়ে বাজা শেষ ক'রেছি। দ্বিতীয় পালায় বকরাজ তুমি। এবার তোমাকে দুনিয়া জড়িয়ে, আমার পিতার নবাবী—প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত ক'রতে হবে। তবে এবারের রণজয় তুই চুকহ। সজাউদ্দীনের বৃদ্ধা মহিষী জিরেত-উন্নীনা আমার সঙ্গে সবুখে বৃদ্ধে দাড়িতে যান্ত্র সাহস করেনি। কিন্তু এবারে প্রবল প্রতিদ্বন্দী। নবাব দূরব—আর তার পার্শ্বে দূরব সমস্ত অহঙ্কার স্পর্ধা নিয়ে ঘুরেই রাবিয়া। একটাকে পারস্তবীর রোস্তমের বল ধরতে না দিলে এ বৃদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। পারবোনা? খুঁতেই হবে। দূরপ আমার এই কোমল হৃদয়ে আমারই চিবুক ধরে, আমাইই নয়ন চাঁকের বিনিময়ে আমাকে বৃদ্ধে যাবার ইচ্ছিত 'রছে। আমার এ আসনাংগে লড়াইয়ে ই কত বল ধরিস্ আমি একবার দেখব বিরা। বাদী!

(নোয়াজিসের প্রবেশ)

নোয়া। তার বদলে বাদী।

খেসেটী। একি! তুমি এখনও নাওনি?

নোয়া। (হাস্ত) আমি পাশ কাটিয়ে

চাচার কাছ থেকে সরে এসেছি।

খেসেটী। ও মুখ! তুমি ক'রলে কি?

নোয়। ভারী মজা ক'রেছি। চাচা বলেন নোয়াজেস, তোমাকে এখন আমার সঙ্গে পাটনা যেতে হবে। আমি বুঝলুম, পেড়াশীড়ি ক'রলে চাচা ছাড়বে না। বল্লম যাব। চাচা শুনে ভারী খুসী—বলে এত দিন পরে তোমার বৃদ্ধি এসেছে। কেন যাব প্রশ্ন ক'র না, বিলম্ব ক'র না, এখন যাবার জন্ত প্রস্তুত হও। অমনি বিনা বাস্তাব্যে চাচার ঘোড়'তে চেপেই বসুম, এত প্রস্তুত। চাচা হাঁ হাঁ করে উঠল, তোমলা খাপি গা নালা আং আং করে উঠলো। আর আং আং ক'রলে কি হান, আমি ছুটলুম ব'লেই পগার পার। চাচা আর কি করে, আর একটা ঘোড়ার চেপে আমার পাছ পাছ ছুটলো। ছুটে যখন আমার প'নে? ধ'রতে পারিলে না, তখন চোঁচিয়ে ব'লে দি। "রাজমহলে আমি'ব অপেক্ষা করো। আমি আচ্ছ। ব'লে ছুটের উপর ছুট দিলুম। তারপর আর এক পথ দিয়ে দূরে তোমার কাছে উপস্থিত হ'লুম।

খেসেটী। তাই ত! এবে সব মতলব ফাঁস হ'ল। এ বোকা স্বামী নিকটে থাকলে ত কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

নোয়া। কি খেসেটী! চুপ ক'রে ধইলে যে? আমাকে দেখে কি তোমার ক্ষুধি হ'ল না?

খেসেটী। ক্ষুধি?—কি বলে নোয়াজেস? ক্ষুধি? তোমার মতন বোকা স্বামী যাব—তার কখন কি ক্ষুধি-থাকতে পারে?

নোয়া । কি আমি বোকা ? আমি চাচাকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম—আমি বোকা ?

ঘেসেটী । চাচাকে ফাঁকি দিলে না নিজে ফাঁকি পড়লে । ভবিষ্যতে যাকিছু উন্নতির আশা ছিল, সব পণ্ড করে ফেললে ।

নোয়া । কিসে পণ্ড হ'ল ?

ঘেসেটী । কিসে পণ্ড হ'ল, তা' যদি বুঝতে পারি তা হ'ল আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হ'য়ে—বাংলার উজীর হাজী আকবরের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ হ'য়ে আমার এত দুঃখ কেন ? কোথাকার কে তারা সব নবাব সরকারে বড় বড় চাকরি করচে, আর উজীরের বড় ছেলে হয়ে—সুবেদারের বড় জামাই হয়ে—তুমি কিনা একটা তুচ্ছ দারগাগিরি করতে কবুতরায় পড়ে রয়েছো ? তোমার কি স্বপ্ন আছে, না লজ্জা আছে ? তোমার ভাই জৈরুদ্দীন, সেও রংপুরের ফৌজদার । আমার ভগিনী আমিলা মহল থেকে ফিরে এসে দেমাকে মাথা তুলে যখন আমার সঙ্গে কথা কয়, তখন মনে হয়, মদিনী যদি বিধা হয়, আমি জীহু কবরে প্রবেশ করি । নরাদম মূর্থ স্বামী ! ভবিষ্যতে ফৌজদার হবার আশায় এক দিন সাধ করে অঙ্গ নাড়িয়েছি, তাও তোমার সহ হল না ?

নোয়া । কি করে বা ফৌজদার হব, আর কোথাকার ফৌজদার হব সেটা আগে বল, তবেত আমার বিশ্বাস হবে !

ঘেসেটী । হুগলীর ফৌজদারগিরি খালি হয়েছে তা জান ! নবাব সুলতান মৃত্যুর কিছু দিন আগে ফৌজদার পির খাঁকে বরখাস্ত করেছে । তোমার বাপ তোমায় সেই চাকরি দেবার চেষ্টায় আছে । তুমি সরকারের বিনা হুকুমে তলীল ছেড়ে এসেছ জানলে নবাব

তোমাকে সে চাকরিতে কি বাহাল করবেন ? এই জন্তে বাবা রাতারাতি তোমাকে পাটনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন । মুর্শিদাবাদে আমাদের অনেক শত্রু, তাদের মধ্যে যদি কেউ দেখতে পায়, তোমার চাকরি পাওয়া ঘুচে যাবে, তোমার বাপের সম্বন্ধ নষ্ট হবে । তোমার বাপ নবাবকে বলেছেন, তুমি কবুতরায় আছ । আমার বাপ তোমাকে আনতে নিজে হুকুমনামা নিয়ে চলে গেছে ।

নোয়া । হোঃ হোঃ হোঃ !

ঘেসেটী । আবার হোঃ হোঃ কেন ? কথাটা মাথার প্রবেশ করলে না বঝি ?

নোয়া । খব প্রবেশ করেছে ঘেসেটী ! পিরখার ফৌজদারি নবাব আমাকে দেবে ? পির খাঁ একে কালোয়াত ! তার চোখে সুরক্ষাকতাল, হোটে হুংরি ! তার পর অন্যকে টোপী-কুপ্টি পঙ্গাঙ্গ-পিন্স বারোয়া এই এমনি থেকে ভারত্ব করে, এত বড় বড় বাগিনী । সাবেকের চড়িতে কুলোয় না—তার চাকরী ছিনিয়ে নেবে বাবা ! বাবা কি বুদ্ধিতে সজা খাঁকে বশ করেছিল ? যে জোরে বাবা বাঙ্গালার উজীরী পেয়েছ, সে জোর আমার থাকলে আমি এতদিন বাবাকে ছেলে উজীর হয়ে যেতুম ।

ঘেসেটী । কি বললে বেবাদব ?

নোয়া । সে যাই বল বিবি ! বেবাদবই বল, বোকাই বল, আমি সে সব কথায় জরফেপ করি না । আমার মন যখন যা বলে তাই বলি, মন যখন যা করতে চায় তাই করি । ভাই আমার রংপুরের ফৌজদার হয়েছে, তাতে আমি স্বাধী । যদি সে নিজ বুদ্ধি বলে সেই উচ্চ পদ পেয়ে থাকে—আব তা যদি আমি জানতে পারতুম—তা হ'লে আমার সুখের অবধি থাকত না ।

ঘেসেটী। ছাঁসিয়ার বেয়াকুব ! ফের যদি এ
রকম কথা কও, তা হলে আমি বাবাকে এখনি
ডাকব ।

নোয়া । ডাক না বাবাকে, কবতরার দারগাগিরি
করছি, না হয় মোদাগে চরার যুক্তীগিরি করব ।

(খাপিয়ার প্রবেশ)

খাপি । যা যা চা ছা উজুর যা—

নোয়া । ওরে বেটা খেঁকশিয়ালি ! ফেউর
নতন পিছনে পিছনে আছ ?

খাপি । কেং কেং—হ্যানো থাকব না !
নাও চল !

নোয়া । কোথায় যাব ?

খাপি । কোথায় তাকি চছুর জান না ?

নোয়া । আমি যদি না জানি, তোর বাবার
কি ? দেখ্ বেটা এক কথায় যদি বলতে না
পারিস তাহ'লে যাব না ।

খাপি । এক কথাতই বলব তার আর কি !

নোয়া । তুই বেটা যে দিন এক কথাত
বলতে পারবি, সে দিন আমি তোকে আমার
দারগাগিরি বকসিস দেব ।

খাপি । ইস্ তা আর দিতে হয় না ?

নোয়া । তবেরে পাজি বেটা, দিতে হয় না ?
আমি কি মিথ্যাবাদী ? বন্ বেটা এখনি বল
আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি ।

খাপি । এই যে বলছি ! পাং ! পাং ! পাং !

নোয়া । বল্ বেটা বল্, (খাপির কথা
কহিবার চেষ্টা) বল্ বেটা, বল্ পাজী বেটা—
ঠিকরে তুমি আমার দারগাগিরি নেবে ?

খাপি । কে তোমার দাং আং আং আরগা
গিরি চায় ।

নোয়া । তুই চান্ না তোর বাবা চায়,
ঠিকরে আমার দারগাগিরি নেবে ? আমার
সাদেবের দারগাগিরি ! বিবি চটে লাল—বাপ

রেগে কাঁঠ—আমার এমন সাদেবের দারগাগিরি
তুমি ঠিকরে নেবেরে বেটা তোছলো ?

খাপি । আমি বলব না ।

নোয়া । তাই বল্ ! আমি নিশ্চিন্ত হলাম ।

শোন ঘেসেটী, যদি কৌজদারি আমার নিতে
হয়, তা হলে তোমাদের এমন নীচ সাহায়ে আমি
তা গ্রহণ করব না । যদি নিজের শক্তির উপর
নির্ভর ক'রে সংকার্যের ফলস্বরূপ কখন আমার
ভাগ্যে কৌজদারি লাভ ঘটে, তবেই তাই আমার
যথার্থ উপভোগ্য বস্তু বলে আনন্দের সহিত
গ্রহণ কর্তে পারি, নতুবা নয় । আর তোমাকে
বলি, তোমার প্রবৃত্তি অদম্য তেজে যে মুখে
ছুটেছে, যদিও তা উপদেশে রোধ কর্তে পারব না,
তবু কর্তব্যের অনুরোধে তোমায় বলে বাই,
সবকরাজ সুজা খা নয় । স্বামীর সামান্য
কৌজদারির জন্ত ধর্ম বিক্রয় কর্তে গিরে অবিক্রয়
অপযশের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফির না ।
যতই সাজ সজ্জা কর, যতই স্তরগুদে দেহ লিপ্ত
কর, যতই চোখে সুরমা লাগিয়ে কটাক্ষ প্রস্তুত
কর, সবকরাজকে প্রলুব্ধ কর্তে পারবে না ।

ঘেসেটী । কি ! এমন করে অপমান ?
চাচা !

[প্রস্থান]

খাপি । ছছুর, চল ! (ইঙ্গিত)

(আহমদের প্রবেশ)

আহ । বেদাদব তুমি চাচার সঙ্গে পাটনায়
যেতে পথ থেকে পালিয়ে এসেছ ? তোমার এত
বড় স্পর্ধা ! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহ'লে
খাপি খাঁর সঙ্গে ফিরে যাও !

নোয়া । কেন বাবা ! সবে মাত্র এক দিন
আমি এসেছি, কি মঙ্গল না বলে আমি যেতে
পারি না !

আহ । পাটনায় যাও, আমার ভাই
তোমাকে বুঝিয়ে দেবে ।

—এখন—

নোয়া । আমার বন্ধিমান পিতা থাকতে পিতৃব্যের কাছে বৃদ্ধত যাব কেন ?

অহ । খবরদার নোয়াজেস ! তক্রার ক'র না ।

নোয়া । বলুন আপনার মঙ্গলের জন্ত, আমার জন্ত নয় ।

অহ । বেশ তাই । তোমার নয়, আমাদের মঙ্গলের জন্ত, তুমি সং পুত্র, আমার মঙ্গলের জন্ত এখন মুশিদিবাদ সহর ত্যাগ কর ।

নোয়া । বেশ, আয় খাপি খাঁ চলে আয় ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

অহ । ভাল একটা আহাম্মুখের পালায় প'ড়ে অস্থির হ'তে হয়েছে । আরে হতভাগা—এত যে উদযোগ আরোজন ক'রচি—এ সব ক'র জন্তে ? তোর চাচাকে যদি একবার মুশিদিবাদের মসনদে বসাতে পারি, কালে বেঁচে থাকলে তুইও যে বসবিরে হতভাগা ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ ।

— সরফরাজ খাঁ ।

সর । সাত দিন ঘরে ব'সে মাথা ঘামিয়েও কিছু মীমাংসা ক'রে উঠতে পারলুম না । কি মর্শি নিয়ে আমি প্রজার সমুখে উপস্থিত হই ? রাজ্য বক্ষা করি, না আয়রক্ষা করি ? রাজ্য রাখেতে হ'লে আত্মাটা চিরদিনের জন্ত শয়তানের কাছে বিক্রয় ক'রে ফেলতে হয় । সাত বৎসর ধরে, নিভৃত, নীরবে দীক্ষার মহিমার নাম শুধু হৃদয় মধ্যে পূরে এই যে আমি সাধন ক'রে এলুম, এই সাত দিনের রাজ্য চিন্তাতেই ঘন থেকে তা একরূপ বিপুল হ'য়ে গেছে । এ কয়দিন তাঁকে একবারও স্মরণ ক'রেছি কিনা হুকুমে তোলা ছেলে...

স্মরণে আনতে পারছি না । রাজসভা হাতে ক'রতে না ক'রতেই যদি এই অবস্থা, হাতে ক'রলে কি অবস্থা হবে তাই বৃত্তে পারছি না । পিতার অন্তিমের অন্তরালে বসে আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখ'বার সুন্দর অবকাশ পেয়েছিলুম । পিতার রাজত্বকাল মধ্যে একদিনও আমি মুশিদিবাদ ছেড়ে অস্ত্র যাইনি । অথচ আমি মুশিদিবাদবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত । মাতামহ প্রসিদ্ধ লোকচরিত্রবন্ত মুশিদ কুলী খাঁ জানতেন—আমি কাদের । শত তিরস্কারেও আমার মুখ থেকে আমার সদয়বল্লভের নাম বার ক'রতে পারেন নি । হুণয় তিনি আম'র মুখ দর্শন ক'রতে চাইতেন না । পিতা জানতেন আমি স্বীলোক, না জানেন আমি শিশু, স্বী জানেন আমি অলস । বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে এসেছি । কিন্তু আর ত লুকুনো চলে না । রবিন্দ্র দীপ্ত দিগন্তের প্রজার পিপাসিত লোচনের সমুখে আর ত আত্মগোপন করা চ'লবে না । তা' হ'লে কি করি ?

নেপথ্যে । আপুকে যো খোস ছার ।

সর । একি, কে বললে ? আমার মনের কথা এ অপূর্ণ উত্তর কে দিলে ? কোন্ হায়েরে ? একি বেগম সাহেব, তুমি এখানে ?

(রাবিরার প্রবেশ)

সর । বাইরে কথা কইলে কি তুমি ?

রাবির । কই না জাঁহাপনা ।

সর । তবে কে কইলে ?

রাবির । কি কথা জাঁহাপনা ?

সর । আপু! যো খোস ছার ।

রাবির । কই, আমি ত বলি নি ।

সর । কে বললে, সদ্দান নাও দেখি ।

রাবির । সমস্ত প্রজাকে বিদ্রোহী করে, তবে কি আপনি ঘর থেকে বেরুবেন জাঁহাপনা ?

সর। আগে তার খোঁজ নিয়ে এস, তবে আমি তোমার কথা বলব।

[বাবিরার প্রস্থান।]

*(জিন্নেত উল্লীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব !

সর। পুত্র বল মা !

জিন্নেত। না, তা কেন বলবে ? এখন সংসারের ভেতর মায়ের আদর দেখাতে আসব, তখন তোমাকে পুত্র বলব। এখন মলুকের কথা নিয়ে তোমার কাঁচ এসেছি ! মলুকের নালিশ তুমি, সকলে যে আখায় তোমার সম্বোধন করে, আমিও তাই করব !

সর। কি বলতে এসেছ বল।

জিন্নেত। কাল তুমি দরবার করবে শুনতে পাচ্ছি। তাই বলতে এসেছি, যদি দরবারই কর, তা হলে সকলের আগে উজীরকে বরখাস্ত কর।

সর। বিনা দোষে বরখাস্ত কেমন করে করব না ?

জিন্নেত। বিনা দোষ ? ওই বেইমানই আমার স্বামীর প্রাণ নিয়েছে।

সর। সে কথা এখন বললে ত আর চলেবে না—সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

জিন্নেত। উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই বা তাতে কি ? তুমিই ত নবাব। আমি বিচার প্রার্থনা করছি। সেই নরাদমই নানা প্রকারে আমার স্বামীর চরিত্র কলুষিত করেছে। তারই জন্য আমি স্বামী পাইনি। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর কজা হয়েও আমি ত্রুতকাল লাক্ষনার জীবন কাটিয়েছি। স্বামীর মৃত্যুকালেও বেইমান আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি।

সর। তাতে উজীরের দোষ বেশী কি পিতার দোষ বেশী জান ?

জিন্নেত। আগে ত তোমার পিতা ওরফ

জিলেন না। যে দিন থেকে ওরা দুই ভাই তাঁর সঙ্গী হয়েছিল, সেই দিন থেকেই তাঁর মাথা বিগড়ে গিয়েছিল।

সর। উজীর দোষী তুমি দখত বলতে পায় ? জিন্নেত। ঠিক কেমন করে বলবে ?

সর। তা হলে আমিই বা তোমার কথা কেমন করে রাখব ? আমার বোধ হয় সে বিষয়ে পিতা বত দোষী, ওরা দু'ভাই তত দোষী নয়।

জিন্নেত। স্ত্রী কজার ইজ্জত বেচে যারা সস্ত্রম কেনে—তুমি তাদের সঙ্গী করে কি রাজত্ব করতে পারবে ? কোন দিন না চক্রান্ত করে বসে। তুমি বালক—হুনিয়ার কিছুই জান না।

সর। সেটা ত তোমারই দোষে মা ! তোমার অভায় সন্তানবাৎসল্য আমার মত অনিষ্ট করেছে। ওরা তার চেয়ে বেশী কি অনিষ্ট করবে ? আমি এ বয়স পর্যন্ত কোন কার্য করতে শিখিনি। পিতা আমাকে নায়ের শ্রবদার নিযুক্ত করে পাটনায় পাঠাতে চাইলেন, তুমি একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে আমাকে যেতে দিলে না। শেষে ঢাকার নায়ের নাজিমী আমাকে দেওয়া হ'ল। তুমি পদা পায়ের ভয় দেখিয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখলে। আলিবর্দী একদিন মাত্র মুরশিদাবাদে এসে যে রকম পরিচয় হয়ে গেছে, মুরশিদ কুলী খাঁর দৌহিত্র আমি পিচিশ বৎসরেও সেরূপ পরিচিত হ'তে পারলুম না।

জিন্নেত। ছিঃ!—সে ত দুর্গাম নিয়ে গেছে। তাঁরা দুই ভাই নবাবকে হত্যা করেছে, এ কথা সমস্ত সহরে রাষ্ট্র।

সর। যাট হ'ক, তাদের ত একটা পরিচয় হয়েছে, আমার যে কিছু নেই !

জিন্নেত। না বাপ, পরিচয় না হয় তাও ভাল, এমন পরিচয়ে তোমার দরকার নেই।

সর। বস—সেই আশীর্বাদ কর—আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। অতি বড় তুমি আমার পরিচয় ডুবিয়ে রেখেছিলে—ডুবিয়ে মাথের কাজ করেছিলে। এখন আবার তা ভাসিয়ে তোলবার এত ব্যাকুলতা কেন মা ?

জিন্নেত। এত হুঁসিয়ার লোক, সরকারে নকুর ক'রছে, তারা থাকতে তোমার ভাবনা কি ?

সর। ভাবনা কিছু নেই। ভাবনা তাদের ! জেনানা মহল থেকে একটা সুসজ্জিত স্বর্ণকুম-গদ্বিত বেরবে, তারা তাই দেখবার প্রত্যাশায় সাত দিন ধ'রে দরবারে গলা বাড়িয়ে বসে আছে। গদ্বিতটীকে দেখলেই তাবা নিশ্চিন্ত হয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাদের ভাবনা বাড়ছে।

জিন্নেত। তবে আমি আর বেশী কি বলব, তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কর। [প্রস্থান।

(রাবিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

সর। কে বললে জানতে পারলে ?

রাবিয়া। ও একটা বাদী আর একটা বাদীকে তামাসা ক'রে বলছিল।

সর। তুমি সেই বাদীকে একবার ডেকে আনতে পার ?

রাবিয়া। এই তুচ্ছ কথার জন্ত তাকে আর ডাকিয়ে কি হবে ? এ বাদি যা' জিজ্ঞাসা ক'রলে, তার উত্তর এখন কি বলুন।

সর। কি প্রশ্ন ক'রেছিলে, আর একবার বল বেগম সাহেব।

রাবিয়া। আপনি দরবার ক'রতে আর বিলম্ব ক'রছেন কেন ?

সর। না, আর বিলম্ব করব না। আজ আমি বাদীর মুখে হুকুম পেয়েছি। তবে, তুমি যখন আমার জীবনপথে সুখ দুঃখের সজিনী, তখন যাত্রা করবার পূর্বে তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাবিয়া। করুন।

সর। পিতা মৃত্যুকালে গোপনে আমাকে একটা পরামর্শ দিয়ে গেছেন ! বলে গেছেন, রাজ্য শাসনের কূট নীতিতে তুমি একেবারেই অভ্যস্ত নও। যদি শূণ্যালে রাজ্য চালাতে চাও, তা হ'লে পুরাতন কণ্ঠচাবীর একজনকেও কণ্ঠচাত ক'র না। বিশেষতঃ হাজী আহম্মদকে কোনও কারণে তা সে কারণ যতই গুরুতর হ'ক, বরখাস্ত ক'র না। বরখাস্ত ক'রলে ছ'মাসও রাজ্য রাখতে পারবে না। এদিকে না হাজী আহম্মদকে বরখাস্ত করতে একান্ত অনুরোধ ক'রে গেছেন। এখন তোমার মত কি বল, ক'র কথা রাখব ?

রাবিয়া। মা হুঁসিয়ার কিছুই জানে না। আপনি পিতার পরামর্শানুসারেই কার্য করুন।

সর। কিন্তু আর একটা কথা বলে গেছেন। সে তোমার পক্ষে বড় বিবম কথা।

রাবিয়া। আমার পক্ষে বিবম কথা ? আমাকে কি ত্যাগ করতে বলছে গেছেন ?

সর। তার চেয়েও বেশী।

রাবিয়া। তবে কি পুন ?

সর। তার চেয়েও বেশী। তোমাকে জীবন্তে দফ ক'রতে হুকুম দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, তোমার এক-পত্নীনিষ্ঠ হয়ে থাকতে চলবে না। আমার মতন নিত্য নতুন আয়োজ নিয়ে থাকতে হবে। প্রতি সন্ধ্যায় কবরবাসে ইয়ারকির তোড়ি চালাতে হবে। আর উজীরকে সেই ইয়ারকির খোলাক জোগান কাজে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে শুধু রাজ্য-কার্যে নিযুক্ত রাখলে, অরাদিনের ভেতরেই তোমাকে রাজ্য-চ্যুত করবার পছা বার ক'রে ফেলবে। যদি রাজ্য ক'রতে চাও, তা হ'লে এই ক'টা কাজ কর—উজীরকে রাখ, সন্ধ্যা থেকে সকাল

পবিত্র হরদম্ ইয়ারকি দাঁও—রাতে একদম ঘুমিয়ে না, আর বেগম মহলের কানীচেও ঘুমো না। রাবিয়া বেগমের চোখের জলে তুমি রাজনীতির শুক পথকে সিক্ত কর। মা বলেছেন, তুমি আমার কথা রাখ—বেইমানকে বরখাস্ত কর। এইবার বল কি করব ?

রাবিয়া। কেন, মহাদ্বা নবাব মরশিদকুলিও ত এক-পত্নী-নিষ্ঠ ছিলেন।

সর। তখন দুধ কলা দিয়ে পোষা সাপ কণা হোলবার যোগ্য হয়নি। এখন তারা হুঁভাই শ্রক্কাও ফণাধর অজগর। তারা দিল্লী থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন মুক্তকেরই স্বাবাদারী সনন্দ নিজেরদের নামেই আনিবার চেষ্টায় ছিল। শুধু পিতার জন্ত পেরে ওঠেনি। এখনও তারা চেষ্টায় আছে। নিবৃত্ত করতে হলে, উজীরকে পিতার মতন রমণী সংগ্রহ কর্তব্যে নিযুক্ত রাখতে হয়। বল রাবিয়া, একে-বারেই স্থির করে বল কি করি।

রাবিয়া। জাঁহাপনা ! হাদী আর কি বলবে, আপকো যো খুস্ হায়।

সর। বেশ, রাবিয়া বেশ। ওহি বাস্ত বোলনা, মেরা যো খুস্ হায়। (চক্ষে ক্রমাল দিয়া রাবিয়ার প্রস্থান) বা ! বা ! পৃষ্ঠে লখিত বেণী, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বক্ষে গজমতি হার—সমস্ত বিলাস-ব্যয়ের আবরণের মধ্যেও রাবিয়া দ্বিবার শর-মকানকে বার্থ করতে পারলে না ! মর্ষ-পীড়িতা কুরঙ্গিণী বিহ্বল-লুপ্তি দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে দ্রুত চলে গেল ! আপনার লোভে আপনি আহত হয়েছে, এ মর্ষবেদনা তরলতাকেও জানাবার উপায় নাই। বা ! রূপের দরিয়া আজ নিজের তরঙ্গে নিজেকে আঘাত করছে, চূষন প্রয়াসী সমীরণ ব্যাপার দেখে অপতিভ হয়ে স্থির ! বা ! রাবিয়া বা !

(বাথরের প্রবেশ) বাথর ! কব্বা লাগ সাজিয়ে রাখতে উজীরকে বলে এসেছ ?

বাথর। আজ্ঞে জাঁহাপনা ! উজীর সাহেব আগে হতেই তার বিপুল আয়োজন করেছেন।

সর। বেশ, এখন এক কাজ কর। একটা দরবেশের পোষাক তুমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমার জন্ত তৈরি করিয়ে রাখ।

বাথর। কেন জাঁহাপনা ?

সর। কাল রাত্রে আমি একবার ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করব।

বাথর। সেকি জাঁহাপনা ? তা কেনন করে হবে ?

সর। কেন হবে না ?

বাথর। চারিদিকে হুসমন।

সর। কত ?

বাথর। তা হিসেব করে বলব কেনন করে ? কে যে হুসমন নয়, তা ত বলতে পারি না !

সর। বেটা একটা আন্দাজী হিসেব বল না—মিছে তক্বার করিস কেন ?

বাথর। প্রায় সবই হুসমন। জাঁহাপনা ! তা'হ'লে সত্য কথা বলি, এ সহরের উঁচু নীচ যে যেখানে আছে, উজীর তাদের এরূপ বশ করেছে যে, তারা সবাই অলিবর্দীকে চায়, আপনাকে চায় না।

সর। তাই বল, বাহিরে শত্রু—ভিতরে শত্রু ! বাথর দরবেশের পোষাক এনে দে !

বাথর। সত্যি সত্যিই বেরবেন ?

সর। এই ত বেরিয়ে হয়েছি ! শুধু একটা আবরণ—বাথর ! একটা আবরণ !

[প্রস্থান।]

চতুর্থ গর্ভাক্ষ ।

প্রাসাদ-কক্ষ ।

আলিবর্দী ।

আলি । কি করব ? কর্তব্য অকর্তব্য সব বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারছি না । ওরে ! (সটকা লইয়া খাপি খাঁর প্রবেশ) সটকা বাখ, রেখে দেওরান এস কি না খবর নে ।

খাপি । যো হুকুম ।

আলি । আর শোন, যদি দেখিস না এসে থাকে, তাহলে এক দৌড়ে তার বাড়ীতে চলে যাবি ।

খাপি । এখান থেকে ছুটব ?

আলি । এখান থেকে ছুটিব কিরে পাঞ্জি !

খাপি । আজ্ঞে হজুর যে বললে ।

আলি । আমি কি তোকে এখান থেকে ছুটতে বললুম ?

খাপি । হজুর বল্ল, যদি দেখিস সে না এসে থাকে ! বললে না ?

আলি । তা'ত বসুম, তাতে কি !

খাপি । তাতেই সব ! আমি ত দেখে এলুম সে আসেনি ।

আলি । যা বেটা যেতে হবে না, দেউড়িতে থাকগে যা । এলে বরাবর সঙ্গে করে নিয়ে আসবি ।

খাপি । যো হুকুম ।

আলি । আর দেখ । আমি এসেছি যেন বেগম সাহেব জানতে না পারে ।

খাপি । কেং কেং কেং ।

আলি । যা বলুম করগে, কেং কেং কেং ক'রে মরিসনি । যা না বেটা ।

খাপি । এই যে বাচ্চি ! [খাপিখাঁর প্রস্থান ।

আলি । বুঝতে পারছি অজায় করছি, কিন্তু বাংলার মসনদের প্রলোভন ত্যাগ কর্তে পাচ্ছি না ! অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সামান্য মুহুরির শতধাছিন্ন মলিন আসন থেকে সিংহাসনের বাহুপ্রমাণ অন্তরে এসে দাঁড়িয়েছি । বুঝতে পারছি একবার ছুঁতে পারলেই সে আসন চিরদিনের জন্য আমার । এ প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছি না । বাংলার সিংহাসন গ্রহণের এমন সুসময় আর আসবে না । দিল্লীর এখন শোচনীয় অবস্থা । এক সময় দিল্লীর এই অবস্থায় পাঠানেরা বাংলায় স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠা করেছিল । এখন আবার সেই দিন এসেছে ! একবার সিংহাসনে বসতে পারলেই আমি বাংলার স্বাধীন নরপতি হতে পারি । বড় প্রলোভন— বড় প্রলোভন !

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা । জনাবালি গোলামকে তলব করেছেন কেন ?

আলি । এই যে ভাই এসেছে ! আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছিলুম ।

চিন্তা । কেন জনাবালি ! কোন কি বিপদ ঘটেছে ?

আলি । সমূহ বিপদ ! তাই থেকে কিসে উদ্ধার পাব, সেই বিষয় স্থির করবার জন্য জরুরী তোমাকে ডাকিয়েছি ।

চিন্তা । আপনি কখন মুরশিদাবাদ থেকে এসেন ?

আলি । এই এসে দাঁড়িয়েছি ! এখনও পর্যন্ত মহালে প্রবেশ করিনি । বেগম সাহেব পর্যন্ত আমার আগমন জ্ঞানেন না । শীঘ্র একটা কর্তব্য স্থির করতে না পারলে আমাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হতে হবে । আমি নবাবের তলব-আনা চিঠি অমাত্য করে পাটনার চলে এসেছি ।

— চিন্তা । আপনিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ কর্তে গিয়েছিলেন ?

আলি । তা তো গিয়েছিলুম । ছ'দিন পর্যন্ত সাক্ষাতের জন্ত অপেক্ষা করলুম । ভায়ের ইচ্ছা, আমি মুরশিদাবাদে না থাকি, তবুও ছ'দিন রইলুম ! নবাবের বাঁর হল না দেখে কাল রাত্রে চলে আসছি, এমন সময় হজুরে হাজির হবার জন্ত এক জরুরী তলবআনা চিঠি এসে উপস্থিত হল ! স্তনলুম মর্দান আলির সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে । আমি বাবার জন্ত প্রস্তুত ছিলাম, ভাইয়ের কিন্তু তা অভিশ্রাব ছিল না । তাই কিছু ভেই সরকারে হাজির হতে দিলেন না । তারই ইচ্ছায় আমি মুরশিদাবাদ সহর ত্যাগ করে চলে এসেছি ।

চিন্তা । ভালই করেছেন । থাকলে আপনাদের বিপদ ঘটত । মর্দান আলির পরামর্শই কাল রাত্রে নবাব আপনার ওপর তলব আনা চিঠি পাঠিয়েছে । গেলে আপনার বিপদ হত । মর্দান আলি আপনাদের দুই ভাইয়ের চির শত্রু ! সুতরাং তার পরামর্শ কিছুতেই আপনাদের অমুকুল নয় ।

আলি । তা হলে চলে এসে ভাল করেছি ?

চিন্তা । খুব ভাল করেছেন । দেখা হলে আর আপনি মুরশিদাবাদ থেকে আসতে পারতেন না । আপনার পরিবর্তে মর্দান আলি এসে পাটনা শাসন করত । দুই ভাইকে আরও এমন নবাব আপনারের কি অনিষ্ট দে না করতে পারতো, তা বলতে পারি না ।

আলি । এখন ?

চিন্তা । বুদ্ধিমানের সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হয়ে থাকি কর্তব্য । আপনি প্রস্তুত হন ।

আলি । কি নিয়ে প্রস্তুত হবে ? নবাব

ভোজপুরী জমিদারের বিদ্রোহ-সময়ের জন্ত যে সৈন্ত পাঠিয়েছিলেন, এখন যদি তাদের তলব করেন ?

চিন্তা । তলব করলেই যে তারা যাবে, তাঁর মানে কি ?

আলি । এ তুমি কি বলছ দেওয়ান ?

চিন্তা । যাতে না তারা যায়, তাঁর এখন ব্যবস্থা করছি । খাপি বাঁ !

(খাপিখাঁর প্রবেশ ।)

মুস্তাফা খাঁকে সেলাম দাও ।

খাপি । আঃ আঃ সেত অনেকক্ষণ দিয়েছি । তিনি আসছেন ।

(মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ)

চিন্তা । নন্দলাল সিং বাবুকে সেলাম দাও ।

(খাপি খাঁর প্রস্থান) খাসাহেব ! আপনার পলটনের তলবানা আনতে জনাবালি মুরশিদাবাদে গিয়েছিলেন ; কিন্তু সেখানে তিনি সরকার থেকে এক পয়সা আদায় করতে পারেননি ।

মুস্তাফা । ইয়া আল্লা ! তবেই তো মুসকিল, অনেক স্তোক বাঁকা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রেখেছিলুম । এখন তারা জানতে পারবে তাদের টাকা শাওয়া কতিন, তখন তারা বিদ্রোহী হবে, আমি তাদের কিছুতে শাস্ত করতে পারব না ।

চিন্তা । কিন্তু আপনার পণ্টন নবাবের প্রাণ । নবাব সব ত্যাগ করতে পারেন, কিন্তু আপনার পণ্টনের ব্যয় প্রভুভক্ত বীর সকলকে তিনি প্রাণ থাকতে ত্যাগ করতে পারেন না । তাই তিনি নিজের তহবিল থেকে টাকা নিয়ে আপনাদের সমস্ত চুকিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন । কাল প্রাতঃকালে আপনাদের সমস্ত পণ্টনকে ছাউনিতে থাকতে আদেশ করুন । আমি নবাবের সম্মুখে পাই কড়া ক্রান্তি পর্যন্ত চুকিয়ে দেব ।

মুস্তাফা। বহুত আচ্ছা সেলাম জনাবলি !
নইলে যে কি বিপদ উপস্থিত হ'ত, তা আমি
আপনাকে অনুমানও বলতে পারছি না।

চিন্তা। কিন্তু তাই! নবাবের বহু কষ্টের
সম্মিত অর্থ। তার দিকে আপনারা একটু দৃষ্টি
রাখেন, এই আমাদের অভিপ্রায়।

মুস্তাফা। দৃষ্টি কি বলছেন জনাব! আমরা
চক্কুরালির গোলাম। চক্কুরালি আমাদের দারুণ
অধীনায়ে যে উপকার করলেন, আমার পণ্টন—
জেনে রাখুন জনাব—যাক থেকে চক্কুরের প্রাণ
রক্ষার জন্য জিন পর্যাণ্ট দিতে প্রস্তুত থাকবে।

চিন্তা। বহুত আচ্ছা, সেলাম!

[মুস্তাফার প্রস্থান।]

আলি। এমন কি করেছ দেওয়ান? আমি
যে তোমার ব্যাপার দেখে বড়ই বিস্মিত
হচ্ছি।

চিন্তা। এতে বিষয়ের কিছুই নেই জনাবলি!
আপনি যেদিন থেকে মুরশিদাবাদ গেছেন, সেদিন
থেকে এক লক্ষ্যেরও জন্ত আমি নিশ্চিন্ত নাই।
এই চার হাজার রোহিলা নৈশ্বের রসদ ও তন্থা
দেওয়ার ভার রায় রায়ান আলমচাঁদ আমার
উপর দিয়েছিলেন। প্রথম দুইমাস আমি পূর্ণ
প্রাণত্যাগে বীতিমত সময়ের মধ্যে সৈন্যদের
রসদ ও তন্থা দিয়ে আসছিলাম। তৃতীয় মাসে
বন্ধ নবাবের পীড়ার সংবাদ আমার কর্ণগোচর
হল। আপনারা কে কি মনে করেছিলেন জানি না,
আমি কিন্তু পীড়ার কথা শোনা মাত্রই বুঝেছিলাম,
এবার নবাবের আর নিস্তার নাই। তাই ভেবে
আগে থাকতেই সাবধান হয়েছিলাম। নবাবের
বোগের দোহাই দিয়ে বীতিমত তন্থা বন্ধ
করেছিলাম। এইরূপে অল্পে অল্পে সমস্ত পণ্টনের
তিন মাসের তন্থা হস্তগত করে রেখেছি। পূর্বে
নবাবকে সমস্ত সেপাই ভক্তি করত বলে, কেউ

এতদিন কোনও অসন্তোষের লক্ষণ
করেনি। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেই নবাব
উঠবেন, অমনি তিনি একদিনে তাদের মুসন্ত
বকেয়া মাফিনা চুকিয়ে দিতে জরুম দিবেন।
আমিও তাদের সেই আশা দিয়ে রেখেছিলাম।
নবাবের মৃত্যু-সংবাদ শোনা মাত্র তাদের মাথা
আকাশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। তারা তখন
উন্নতের মত আমার কাছে ছুটে এলো। আমি
প্রথমে তাদের সরকারের কাছে টাকা প্রাপ্তির
সম্বন্ধে হতাশ করে দিলাম। তার পর—আর আপ-
নাকে কি বলব—অল্পে অল্পে আপনার দোহাই
দিয়ে তাদের অবদান করে এসেছি। আর আর
সরকারের প্রবল শক্তিশালী পণ্টনকে জনাবলির
পণ্টনে পরিণত করেছি।

আলি। বন্ধবর, তোমার এই অপূর্ণ কায়েদে
পুরকার, আমার কোম্পানির সমস্ত রত্ন
একত্র করলেও অযোগ্য। তাই। আমার এই
উল্লুক্র অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই তোমাকে দেব
নাই। রূপা করে নিজ বকে গ্রহণ করে আমাকে
কৃতার্থ কর।

চিন্তা। কিছু করতে হবে না জনাবলি।
আমি আপনার গোলাম। শুধু আমি আপনার
প্রীতি ভিক্ষা করি। যদি আপনার বিপদ আমাকে
কর্ণগোচর হত, তা হ'লে চার হাজার রোহিলা
উল্লুক্র অঙ্গ হস্তে আপনাকে মুক্ত করতে মুরশিদা-
বাদ অভিমুখে পাতিত হত। মুরশিদাবাদ এমন
কোন পণ্টন নেই যে, তাদের প্রতিরোধ করতে
সমর্থ হয়। তার পর আপনার প্রভুভক্ত বীর
নকলালের অধীনে পাঁচ হাজার প্রভুভক্ত অজ্ঞেয়
রাজপুত আছে। সে গেলে আপনাকে মসনদে
না বসিয়ে ফিরে আস্ত না।

আলি। বন্ধ, আর অধিক বলবার প্রয়োজন
নেই! বন্ধুসমূহ একপ বন্ধু-ভাগ্যে ভাগ্যবান

আলিবর্দীকে অপদস্থ কর্তে—সুদূর সহকরাজ ত
পরের কথা—দিল্লীসরেরও সাধ্য নাই !

.. (নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ । গোলামকে কেন তলব করেছেন
জনাবালি ?

আলি । আমি মুরশিদাবাদ থেকে ফিরে
এসেছি, তুমি এর পূর্বে কি সংবাদ রেখেছ ?

নন্দ । একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন
জনাবালি ?

আলি । জিজ্ঞাসা করবার কারণ না থাকলে
জিজ্ঞাসা করব কেন !

নন্দ । জনাবালি জানতে পেরেছি ! স্তম্ভ
হই কেন, কখন কোন্ মুহূর্তে আপনি উজ্জীর
সহিতবের গৃহভাগ করেছেন, কখন জগৎ শেঠের
সঙ্গে দেখা করেছেন, নোয়াব্রেস খার জন্ত কোন
স্থানে অপেক্ষা করেছেন—সমস্ত খবর রেখেছি ।

আলি । তা বুঝতে পেরেছি । তুমি
তোমার সেই চরটিকে আমার কাছে এনে উপ-
স্থিত করতে পার ?

নন্দ । কেন জনাবালি ?

আলি । আমি তাকে এই মতির মালা
বকসিস দেব । হুবহুস পর্য্যন্ত আমি অনেক
অগ্রগোষ্ঠী দেখেছি, কিন্তু একজন কুশলী অখা-
রোহী আমার আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।
আমি তার কাছে হার মেনেছি !

নন্দ । বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ নোড়সোয়াদ
পর্য্যাপ্ত স্বীকার করেছেন, এর চেয়ে তার
অধিক কি পুরস্কার হতে পারে জনাবালি ?

আলি । আমি বৃহত্তে তাকে পুরস্কার দেব !
প্রথমে নবাবের চর মনে করে তাকে আমি
ধরবার চেষ্টায় ছিলুম । কিন্তু সে লুকোচুরি
খেলেয়ে প্রতি মুহূর্তে আমাকে পরাস্ত করেছে ।
কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন সম্মুখে, কখন

পশ্চাতে, কখন বিদ্রোহ-গণিতে পশ্চাৎ থেকে
এসে আমার আশুগাত প্রসিক্ত অথ আসমানকে
পশ্চাতে বেধে অদৃশ্য হয়ে গেছে । শেষে অবশ্য
সে ধরা পড়েছে, তা না হলে আমি নিশ্চিন্ত
হতে পারতুম না । তাকে তোমার গৃহে প্রবেশ
করতে দেখেছি ।

[নন্দলালের প্রস্থান ।

চিন্তা । এখন তাকে আনাছেন কেন ?

আলি । আমি এখনি এ সংবাদ আমার
ভাইয়ের কাছে না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি
না । নবাবের চার হাজার পাঠান পটন আমার
হয়েছে, একথা তাঁর কর্ণগোচর হলে, তিনি
মুরশিদাবাদে দিগন্ত উৎসাহে আমার কার্য্য করতে
সমর্থ হবেন । কাল দরবার, স্তম্ভরং এ শুভ
সংবাদ দিয়ে আজ তাঁকে বলীয়ান কর্তেই হবে ।

চিন্তা । তা হলে সংবাদ পাঠান অবশ্য
কর্তব্য । তা হলে অল্পমতি করান, আজকের
মতন বিদায় হই ।

আলি । স্তম্ভ বিদায় হই বললে চলবে না ।
তোমার বুদ্ধির সত্যতা ব্যতিরেকে আমি এক-
পদও অগ্রসর হতে অসমর্থ । চিন্তা কর, কেমন
করে এবিষয় সমস্তা থেকে উত্তীর্ণ হই ।

চিন্তা । কিসের সমস্তা জনাবালি ? নবাবের
সঙ্গে সত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, না আর
কোনও অভিপ্রায় আপনার মনে আছে ?

আলি । বুদ্ধিমান দেওয়ান ! তোমাকেও
বুঝিয়ে বলতে হবে ?

চিন্তা । তাই বলুন । তা হলে মুরশিদাবাদে
দিকে চাচ্ছেন কেন, দিল্লীকে হাত করান,
মুরশিদাবাদ হাতে আসতে কতক্ষণ ?

আলি । কি ক'রে হাত করব ?

চিন্তা । বেশ, গোলাম যথাসাধ্য চেষ্টা
করবে ! [প্রস্থান ।

আলি। চিন্তাশর্ষণ চিন্তা—এবারে আমি নিশ্চিত!

(বিজয় সিংহকে লইয়া নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এই জাঁহাপনা! সেই অখারোহী!

ইনি আমার ভগিনীপতি—নাম বিজয় সিং।

আলি। আপনি কি রাজপুত্রাঙ্গনী?

বিজয়। আজ্ঞে না জাঁহাপনা, বাঙ্গালী।

আমার পূর্বপুরুষ রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। এসে এই খানেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা চৌহান রাজপুত্র, পূর্ববাস জঙ্গীপুর, এখন বিষ্ণুপুর।

আলি। তুমি এ অখারোহণ বিজ্ঞা করি কাছে শিখেছিলে?

বিজয়। বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে। তিনি আমার আত্মীয়।

আলি। বর্তমান রাজা?

বিজয়। না জনাবালি! এর পিতামহ দুর্জন সিংহ। আমার পিতামহ তাঁর বকসী ছিলেন। আমার পিতামহ ও সেই রাজা উভয়ে বাংলা জয়ের সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পে তারা বিশ্ববিজয়ী মল্ল সৈন্তের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতামহের এক দামামায় বিষ্ণুপুরের চতুঃপার্শ্ব জঙ্গল এক মুহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্ত রাজধানীকে উপহার প্রদান করতো।

আলি। তার পর?

বিজয়। তার পর কোথা থেকে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে রাজা দুর্জনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার নিগ্‌বিজয় লালসার নির্যাস হয়। বৃদ্ধ রাজধানী বিষ্ণুপুরে শ্রীনন্দনমোহন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে সেই খানেই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। জনাবালি! সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বীরত্বগর্ভ আবার ভীম অরণ্যের অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

আলি। তুমি কি নে অপূর্ণ সৈন্ত গঠন দেখেছ?

বিজয়। শুধু কি দেখেছি জনাবালি, তাঁর কিছুদংশের অবিনায়কত্বও করেছে। কেন আপনি ত জানেন, প্রবল প্রতাপ মুরশিদ কুলি খাঁ বাংলার সমস্ত জমীদারের প্রভুত্ব নষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমন কি দুর্জয় শীতারাম রায়কেও তিনি সবংশে নিধন করেছিলেন, কিন্তু দুর্জন সিংহকে বেশ অন্তে পারেননি। যতবার তিনি বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, ততবারই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে চলে আসতে হয়েছে। তথাপি তখন সৈন্তদল গঠনের প্রারম্ভ। সেই নতুন ধরণে শিক্ষিত সৈন্ত নিয়ে রাজা যদি একবার হুশিয়ারি দিয়ে এসে পড়ত, তাহলে দিল্লীর এই দুর্জনে, বাংলার উপর যোগল সম্রাটের আধিপত্য রাখা তাঁর হয়ে উঠত। যেই দল গঠন সম্পূর্ণ হল, অমনি রাজা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে চিরজীবনের মত অন্তর্ভাগ করলেন। বাংলায় হিন্দুর আধিপত্য এখন ঈশ্বরের বৃদ্ধি অতিশ্রুত নয়! নিকলা বিজ্ঞা শিক্ষা করে আমি পাগলের মতন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আলি। এ রাজা?

বিজয়। জনাবালি! এ রাজাও পিতামহের দশপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে দিন-বেশে মালা হাতে দিন রাত মদন-মোহনজীর দ্বারে পড়ে আছেন। তার লক্ষ সৈন্ত অধিনায়কহীন হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা জয়ে আমি তাঁকে অনেক বার উত্তেজিত করেছি, কিছুতেই রাজাকে ক্ষমিথোচিত কার্যে প্রবৃত্ত করতে পারিনি। শেষে বিরক্ত হয়ে, তাঁর দত্ত জায়গীর কেলে, আমি চলে এসেছি।

সর। আমি যদি কিছু দিন এই বাংলার মসনদে বসতে পাই, তা হ'লে এই ছবি আগ্রহের সঙ্গে চূর্ণ করে দেবো।

বাথর। একি বলছেন হুজুরালি ?

সর। ওই মোহিনী মূর্তির অন্তরালে, যবনিকার অপর পার্শ্বে কি বিভীষিকাময় মুখের দস্ত বিকাশ রমণীদের গানের লয়ের সঙ্গে দেখা দিয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারলে না ?

বাথর। কই হুজুরালি ! সেটা বুঝতে পারিনি।

সর। একটু নিবিষ্ট চিত্তে শুনলে বুঝতে পারতে। বাংলার সৌভাগ্য চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ভাঙ্গালক্ষীর আর অগ্রসর হবার স্থান নাই। অথচ রাণী ফকরা—সীমাস্ত্রে এসেও তাঁর গতির নিবৃত্তি হবে না। স্তব্ধ সজ্জা খাঁর রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের অন্ত হল। ভাগ্যশ্রী বিপরীত পথে চলবার জন্ম পা বাড়িয়েছে। এখন থেকে যে বাঙ্গালীর নবাবী করবে, তার মত ভাগ্যহীন আর নাই।

বাথর। এ সব আজগুবি ভাব, কোথা থেকে মনে আনছেন জনাবালি ?

সর। মূর্খ ! একটু যত্ন করে প্রশ্নদান কর। রমণীরা কি বলে গেল, একটু নিবিষ্ট চিত্তে যদি শুনতে, তা হ'লে দেশের দুর্দশার আভাস বুঝতে পারতে

বাথর। বাস্তবিকই ত আমি মূর্খ, একটু ব্যথিয়ে বলুন জনাবালি।

সর। আমার মাতামহ ঢাকায় চার মণ চাল বরাদ্দ করে, প্রজাদের পরিতোষের সহিত আহারের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর বিনামূল্যে একটা তণ্ডুল-কণাও বাঙ্গালার বাইরে যেতে পেত না। ঢাকার নায়ব-হবেদার সায়েস্তা বা এ কার্যে আমার মাতামহকেও পরাস্ত করেছে। তাঁর সময়ে চাল এক দোয়ানিতে এক মণ—

ঢাকায় আট মণ ! যশোবন্ত রায় তাকেও পরাস্ত করে আরও অল্প মূল্যে চাল বেচবার ব্যবস্থা করেছিল। ফল কথা, বিনা মূল্যে অন্ন—ভিখারী ও নবাবের এক আহার ! বুঝলে কি বাথর ? বাঙ্গালার পর্ণকুটার থেকে আরম্ভ করে, বিশাল অট্টালিকা পর্যন্ত মাতামহ ও পিতার কল্যাণে কেবল নবাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। অভাব চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে কার্যও চলে গেছে। শুনলে না রমণীরা বললে কি ? গৃহে গৃহে শক্তিমান পুরুষ প্রয়োজনভাবে নিদ্রিত। দেখতে গেলে না মুরশিদাবাদের পথপাথরের তরু-তল—মুরশিদাবাদের আশ্রয়কানন—কেবল নিদ্রিত নরনারীতে পূর্ণ ? তাদের পার্শ্বে সবলকায় কুকুর ঘোর নিদ্রায় দেশের বিরাট আলস্যের দৃশ্য দেখাচ্ছে। বারো জেগে আছে, তারা নিদ্রিতের অপেক্ষাও সংজ্ঞাহীন। অত্যধিক মাদক সেবনে অর্ধ নিম্নীলিত চক্ষে কেবল পরনিদ্রায় সময় অতি-বাহিত করছে।

বাথর। জাহাপনা ! ঝড় উঠলো ! আমুন, আপনার ভাগীরথীতীরস্থ উদ্যানে আশ্রয়গ্রহণ করি।

(নেপথ্যে) গেলরে—গেলরে (শব্দ ও কোলাহল) মাঝী ভিড়ে যা—কিনাওয় লাগা।

সর। বাপার কি বাথর ?

বাথর। জনাবালি ! এক ডিকি নদীগর্ভে ঝড়ে পড়েছে। গেল—গেল—রাখতে পারলে না, মাঝীরা ঝাপ দিলে—আরোহী ডুবলো ! একজন না—দুইজন ? হে খোদা রক্ষা কর !

সর। বাথর। যে কোন উপায়ে আরোহীকে রক্ষা কর। তীরের নিকটে এসে প্রাণ হারাবে ? রক্ষা কর।

বাথর। যো হুজুম জাহাপনা—খোদার নাম নিয়ে ঝাঁপ দিলাম, রক্ষাকর্তা তিনি।

[বাথরের স্বপ্ন প্রদান।]

সর। আমিই বা দাঁড়িয়ে আছি কেন ?
যদি একজন বিপন্নকেও রক্ষা করতে পারি।
তাইত। এই বে একজন রমণী এ দিকে জলে
পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। ঈশ্বর। বিপন্নকে দেখিয়েছ,
সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করবার শক্তি দাও।

[ঝম্প প্রদান।

(রমাবতীকে লইয়া সরফরাজের প্রবেশ)

রমা। কি করলে ফকীর, আমার স্বামী
প্রচণ্ড শ্রোতে ভেসে গেছেন। আমার প্রাণ
নদীর গর্ভে, আমার এ দেহ রক্ষা ক'রে কি
করলে ? তীরের সমীপে এসে তিনি জলমগ্ন
হয়েছেন।

সর। এস মা আমার সঙ্গে। ফণেক এই
তীর ভূমিতে অবস্থান কর, আমি আবার তোমার
স্বামীর অন্বেষণে ভাগীরথীগর্ভে ঝাঁপ দিতে
চলুম। শুধু একবার দেখবার অপেক্ষা। আশ্রয়ে
অবস্থান কর বিবি সাহেব, আর ঈশ্বরের কাছে
স্বামীর রক্ষা প্রার্থনা কর। শুধু তাঁর করণ।
করণময়—করণাময় ! যে হস্তে রমণীকে রক্ষা
করিয়েছ, দাসের সে হস্তের কার্য্য অসম্পূর্ণ
রেখ না।

রমা। রক্ষা কর—ফকীর রক্ষা কর, তা হ'লে
চিরদিন আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্তন ।

রমাবতী।

রমা। তাইত ! কি করলুম ? অহঙ্কারে গর্বে
আত্মহারা হ'য়ে, স্বামীকে অবিধাস ক'রে স্বামী-
পুত্র দু'টাকেই জাহ্নবীতে বিসর্জন দিলুম ? যিনি
আমাকে রক্ষা করে আমার স্বামীকে রক্ষা করতে
গেলেন, তিনিও ত এখনও ফিরলেন না !

আমার স্বামীর প্রাণ বাঁধতে তিনিও কি জলে
নিমজ্জিত হলেন ? কই কোথায় কিছুই ত আর
দেখতে পাচ্ছি না ! কোথায় গেলে প্রভু ?
কোথায় গেলি জালিম ? কোথায় আপনি দয়াময় ?
ভাগীরথী ! উন্নত তরঙ্গ বন্ধে ধরে আজ তোর
একি বিখনাশিনী মূর্ত্তি মা ? কিরিয়ে দে, কয়ঘোড়ে
তোর কাছে আমার ধর্ম্ম ভিক্ষা করি। মা !
আত্মহারা হয়ে, আমার আপনার সামগ্রীকে রক্ষা
করতে আর একটা অমূল্য রত্ন বিসর্জন দিয়েছি।
মা ! একজন পব-দুঃখ-কাহর মুসলমান আমার
দুঃখের কথা শুনে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে,
জলে ঝাঁপ দিয়েছেন ! তিনি যদি না ফেরেন,
আমার সর্ব্বস্ব যাবে—ধর্ম্ম যাবে। মা এই অধম
কন্ডাকে কোলে নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা কর।
কই মা ! এখনও ত কাউকে দেখতে পেলুম না ?
—আর কি—কই—কে—কোথায়—কেউ
ফিরলো না ? জাহ্নবী ! তবে তাদের সঙ্গে
আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও।

(বাঁধর ও বিজয়ের প্রবেশ)

(পশ্চাৎ হইতে বিজয়সিংহ কর্তৃক রমার হস্ত ধারণ)

বিজয়। কি কর রমা ? আত্মঘাতিনী হও
কেন ? এই মহায়া ফকীরের কৃপায় প্রাণ পেয়েছি।

রমা। দ্যা—ফিরেছ ? ক্ষুধার্ত্তি উন্নত
দরিয়ার জঠর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ ?

বিজয়। আমি এসেছি—জালিম কই ?

রমা। জালিম আমার হস্তচ্যুত হয়ে,
তোমার অন্বেষণে জাহ্নবীগর্ভে চলে গেছে।

(জালিমের হস্ত ধারণ করিয়া

সরফরাজের প্রবেশ)

সর। কেন যাবে মা ? ঈশ্বর যার প্রতি
কৃপা করেন, তার কিছু যায় না। দুনিয়ার জীব
তার নকুরি করতে অগ্রসর। দরিয়া তার

স্বাক্ষরিত প্রিয় বস্তুর তরঙ্গ-বাহু দিয়ে তুলে ধরে? দেখে দেখি না এটা কার সন্তান?

রমা। তাইত—তাইত! এ সব আপনি কি করলেন ফকীর? হজরৎ! ঐশ্বরিক সামর্থ্যে শক্তিমান না হ'লে, কখন কেউ এ অসম্ভব কার্য্য করতে পারে না।

(মাঝির প্রবেশ)

মাঝি। জাঁহাপনা! হুকুম।

সর। ছিপ নিরে চলে যাও। বাধর। দেখে দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথীর চাকুলোর অবসান হ'ল। [মাঝীর প্রস্থান।

বিজয়। জাঁহাপনা? নবাব? এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবের জন্ত আপনিই এই মহামূল্য জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন? হজুরালি একটা বিষম অভিমান নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। সে অভিমান চূর্ণ হ'ল। মনে করেছিলেন, আমি অস্বাভাবিক মলেও নবাবের চাকরি গ্রহণ করব না। জাঁহাপনা সে অভিমান চূর্ণ করতে মানবের মর্জিতে সময়ে সময়ে ছদ্মবেশী দেবতা পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তা জানতুম না। হজুরালি, আমি আপনার গোলাম।

রমা। আমারও অহংকার চূর্ণ হয়েছে। পাছে স্বামী নবাবের নকুরী গ্রহণ করেন, এই জন্ত পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলাম! জনাবালি! এই নবীন বয়স—এই সুকান্ত দেহ—এই অতুল ঐশ্বর্য্য—যিনি এক নগণ্য অপরিচিত বিপন্নের জন্ত মুহুর্তে দরিদ্র্য্য বিসর্জন দিতে সক্ষম, তাঁর তুল্য ফকীর ত আমি এ দুনিয়ার কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! হজরৎ! আমি পুত্র ও স্বামী নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হলুম।

সর। বাধর! উপযুক্ত স্থান দিয়ে এদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ত্ত স্থ।

নদাতীর।

মর্ত্তজা, মালেকা ও গাউস থা।

মর্ত্তজা। দেখে দোস্ত! সহরে প্রবেশ করার আগে এস একবার কোন লোকের কাছে মুরশিদাবাদের খবর নিই।

মালেকা। এখানে আমি এক জনের গান শুনলুম।

মর্ত্তজা। তার আশ্রয় কি! রাহী লোক কত কাছে আসছে। হয়ত তার ভেতরে কেউ গান গাইছে।

মালেকা। সে রাহীর গান নয়! দিল্লীসহরে ঘরের বারান্দায় বসে একবার সেই গুস্তাদের গান শুনেছিলুম। আর আজকে শুনলুম।

গাউস। গানের কিছু কাগদা আছে নাকি মালেকা?

মালেকা। কাগদা? ঘেরি খসম! উস মাসিক উমদা খেয়াল হায় কভি নেহি শুনা। আমি অনেক গুস্তাদের গান শুনেছি, কিন্তু এরকম গানের কাগদা কখন শুনি নি।

মর্ত্তজা। তা হলে বোধ হয় ওই বাগানের ভেতর মজলিস চলেছে।

মালেকা। না ঘেরি দোস্ত, ও আদমিকো জুদা মজলিস হায়। যাঁরা ইয়ারকি চলতা, জবর ওস্তাদ হ'তা মিলতা নেহি।

মর্ত্তজা। তুমি একজন সুর-সমজ ওয়ালি। তুমি যখন বলছ, তখন রাহীও নয়, গুস্তাদও নয়, তাহলে দানা ওনা কিছু হবে।

মালেকা। তা সে যা বল। আমি কিন্তু সে গলার আর একখানি গান শোনার জন্ত ব্যাকুল হয়েছিলাম, আজ বুঝি শুনলুম।

(নেপথ্য) । ও জটী সাহুমানলে জাদিয়া
বাঁগম তেবে শোরে—

মর্তজা । ওই আসছে বিবি ! তোমার
জ্বর ওস্তাদ এইদিকেই আসছে ।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীরখাঁ । ও জটী সাহুমানলে জাদিয়া বাঁ
গম্ তেবে—মেয় তেবে শোরে—নবাব আজ
ফররা বাগে আসছে । সাত দিন ধরে নবাবের
সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা করতে
পারছি না । যত শালা ধড়িবাঁজ তাকে ঘেরাও
করে রেখেছে, দেখা করতে দিচ্ছে না । কিন্তু
কতদিন শালারা নবাবকে লুকিয়ে রাখবে ?
আমি পীরখাঁ কালোয়াত, আমাকে ফাঁকী দেওয়া
কি ঘোষা বুদ্ধি উজীরের কাজ ? কেমন ? আজ ত
নবাবকে বেরুতে হল—কই লুকিয়ে রাখতে
পারলে না ? (গীত) এ জটী ইত্যাদি ।

মর্তজা । কি বিবি, ওস্তাদ ত মিললো, এটবার
একবার তার সঙ্গে মলাকাত কর ।

মালেকা । তাইত, শুনেছি কি ভুল করলুম ?
দিল্লীতে বাড়ীর বারান্দায় বসে, দূর প্রান্তর থেকে
যে দেবকণ্ঠের সঙ্গীত শুনেছি, সে মধুর ভজন
শুনে অবধি দিল্লীর সমস্ত ওস্তাদের ওস্তাদী
আমার কাছে ছেলেখেলা বলে বোধ হরেছে ।
মনে হল, বাংলার দরিদ্রা এতদিন পরে সেই স্বরের
প্রতিধ্বনি আমার কাণে ফুললে ! তাইত !

গাউস । বন্ধ ! ওকেই একবার সহরের
খবরটা জিজ্ঞাসা কর না কেন !

মর্তজা । মিয়া সাহেব সেলাম । আপনি কি
সহর থেকে আসছেন ?

পীরখাঁ । সে খবরে তোমার দরকার কি ?

মর্তজা । দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা
করব কেন ?

পীরখাঁ । কেয়া বেরাদব ?

মর্তজা । আচ্ছা মিয়া বেরাদবি বোধ হয়,
মাক্ কর ।

পীরখাঁ । কেয়া—মাক্ করো ? বদমাস,
ডাকু, রাহাজান—মাক্ করোগা ?

মর্তজা । তব কি ফাঁসি দেগা ভেইয়া ?

পীরখাঁ । কি বেরাদব—ভেইয়া ?

মর্তজা । তবে সেইয়া ।

পীরখাঁ । কেয়া উল্লুক ! তেরা মরণেকে
পর উঠা ?

মর্তজা । বই, আভি ত দেখতা নেই মিয়া !

গাউস । মাক্ কিজিয়ে মিয়া সাহেব, উ
বাউরা ছায়, আপ চলা বাইয়ে ।

পীরখাঁ । কেয়া ? হাম চলা যাগা, আর
তোম রহোগা ?

গাউস । বেশ, তাহলে তোমার যা ধুসী
তাই কর ।

পীর । কেয়া, তোমাকে হুকুমসে করোগা ?

গাউস । তোমাকে ভালো খবর নিতে বলুম
ত বন্ধ ! একি বিপদ ?

মর্তজা । বিবি সাহেব ! একটা ঝক্‌ঝক্‌
করে ফেলেছি । দয়া করে তুমি এ বিপদ থেকে
উদ্ধার কর ।

মালেকা । ওস্তাদ ! মাক্ কিজিয়ে ! ইনলোগ
কো কুছ কসুর নেহি ছায় ! আপকো কালোয়াতি
গান শুনকে ইনলোগ বাউরা হোগিরা ।

পীরখাঁ । সচ ? ইয়ে—সচ ?

মালেকা । আপ্ দিক্ত-ভৈরবীকো পর
বীরোয়াকো করতব লাগাচা—জান উখাড় যাতা
সাব ।

পীরখাঁ । ইয়ে—আপ্ ত সমজদারগী নালুম
হোতা ।

মালেকা । আপকো মেহেরবানিসে খোড়ি
সমজদারগী ছ ।

পীরখাঁ । বহুত আচ্ছা, খোড়া সবুর—হাম
আতি কিন্ আওয়েঙ্গে—খোড়া সবুর । মেয় তেরে,
মেয় তেরে । আপকো বড়া জোয় নসীব হায় ।
মেয় তেরে শোয়ে । আপ বেগম বন্ যায়েকি ।

মালেকা । আপকো মেহেরবানি হায় ত
চট্ বন্ যাই ।

পীরখাঁ । আলবৎ—আলবৎ—আলবৎ—
খোড়া সবুর ! আলবৎ মেহেরবানি হোগা—
হামারি একটো বড়া অকরী কাম হায় । মেয়
তেরে । মেয় ছোটো আদমী নেহি—কোজদার
—সমঝা ?

মালেকা । উ ত দাঁদী পহেলা সমঝ লিয়া
তুহুরালি !

পীর । বহুত আচ্ছা—খোড়া সবুর—মেয়
তেরে, মেয় তেরে শোয়ে । [প্রস্থান ।

গাউস । আর সবুর কেন দোস্ত, এইবেলা
সবে পড়া থাক্ চল । একি সহসা আলোকমালায়
ভাগীরথী-বন্ধ উজ্জলিত হয়ে উঠল সে !

মালেকা । বাঃ—বাঃ—সহরের কি শোভা !
মরি মরি ! ভাগ্যে অপেক্ষা করেছিলুম, নইলে
ত এ শোভা দেখতে পেতুম না ! আজ সহরে
যাবার বাসনা পরিত্যাগ ক'রে এস আমরা এই
নির্জনে বসে শ্রীমদী মুবশিাবাদ নগরীকে দেখি ।

গাউস । বেশ দেখ । দিল্লীর বায়ু এত উষ্ণ
হয়ে উঠল যে, আর সহ্য করতে পারলুম না ।
তাই আর দিল্লীতে থাকতে প্ররতি হ'ল না ।
মনের হুখে মুবশিাবাদ—কুদ্দ সুবেদারের
অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে চলছি । এখানে আসতেই
এই প্রথম আলোক উল্লাস দেখলুম । দিল্লীতে
আর তা দেখবার আশা নেই । নীল যমুনা
অন্ধকার মেখে এখন কাসিন্দী হয়েছে । এখানেও
এ উল্লাস আর দেখতে পাব কিনা বলতে পারি
না । তাই'লে দেখ মালেকা, বেশ ক'রে এ

শোভা দেখে নাও । নয়নাকর্ষণ করেছে, নয়ন
নিমীলিত কর না ।

মর্তজা । বেশ, তোমরা একটু বিশ্রাম কর,
আমি একবার এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে দেখে
আসি ।

গাউস । বেশী বিলম্ব কর না বন্ধু । কি
জানি যদি এখানে থাকবার সুবিধা বেঁধে না
করি, তা হলে অত্যাচার যেতে হবে ।

মর্তজা । যদি একান্ত বিলম্ব দেখ, তাই'লে
আমাকে ঐ বাগানের কাছেই সন্ধান ক'র !
আমি ও জায়গার নিকট ছেড়ে অত্যাচার যাব না ।

[প্রস্থান ।

গাউস । মালেকা ! সেই লোকটা আসছে
না ? সঙ্গে দুপাঁচজন অস্ত্রধারী সৈন্য দেখছি যে !

মালেকা । তাইত ! পাপিষ্ঠের মনে দুঃভি-
সন্ধি আছে নাকি ?

গাউস । বুঝতে পারছি না মালেকা !
চল স্থান ত্যাগ করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(উজ্জীর, পীরখাঁ ও সৈন্যগণ ।)

পীরখাঁ । দেখলে আপনার তাক্ লেগে
যাবে ।

উজ্জীর । তা ত যাবে—কই দেখান ।

পীরখাঁ । কিন্তু আমাকে হুগলীর ফোজ-
দারীতে দের বহাল কর্তে হবে জনাবালি !

উজ্জীর । সে ত বললুম—আর কতবার
বলব । আপনি আমার মন জুগিয়ে চলুন,
দেখুন আমি আপনাকে খুঁজি করতে পারি কিনা ।

পীরখাঁ । মেয় তেরে—মেয় তেরে শোয়ে ।

উজ্জীর । তেরে তেরে করলে ত হবে না !
কোথায় সে বিবিকে দেখেছেন দেখান ।

পীরখাঁ । এই যে দেখাচ্ছি জনাব ! বিবি
সাহেব ! তাইত এই খানেই দেখেছিলুম !

উজীর। তবেই আপনার ফৌজদারী
হয়েছে। আপনার কেবল দমবাজী ?

পীরখাঁ। তাইত। কি হল ? ও বিবি
সাহেব ! ও বারোয়ঁ। বিবি সাহেব !

উজীর। আপনার সমুদয় কথাই মিথ্যা !

পীরখাঁ। নেহি নেহি জনাবালি—কতি
নেহি। কতি নেহি। এ বিবি ! কোথা গেলি ?
এ শূর-সমজ ওয়ালী—কাঁচা গেলি ?

উজীর। মাঝি ! (মাঝির প্রবেশ)
একজন আওরংকে দেখেছিম্ ?

মাঝি। হাঁ। হজুর, দেখেছি।

উজীর। সে কি পার হয়ে গেছে ?

মাঝি। আজ্ঞে না। হজুর পার হয়নি।

তার সঙ্গে আর দুজন আদমী আছে।

পীরখাঁ। কি জনাবালি মিথ্যা কথা ?

মাঝি। তারা একটু আগে এইখানেই
ছিল। তারা এখানেই আছে।

উজীর। আচ্ছা বা। হঁ। সিয়র, আজ আর
কাউকেও পার করিস নি ! না ওস্তাদ, আপনার
কথা সত্য। (মাঝির প্রস্থান) তারা আমা-
দের দূরে থেকে দেখতে পেয়েছে। দেখে
সরেছে ! আমি তাদের পাকড়াও করবার
দোসরা ব্যবস্থা করছি। আপনি আমার সঙ্গে
আসুন।

পীর। যো হকুম, যো হকুম জনাবালি !

দ্বিতীয় গর্তাক ।

তরুল ।

হায়দারি ।

গীত ।

তুরসে হামনে দিকো লাগার,
যো কুহ হায় দব তুঁহি হায় ।

হায় ! এস প্রিয়—এস মধুময় ! শূর হৃদয়
পূর্ণ করিতে একবার এস। এস প্রিয়ের প্রিয়,
তোমরা কোথা আছ একবার এস ! আমি
তোমাদের পেয়ে আমার প্রিয়ের আগমন শূর
অনুভব করি। হুনিয়ার যেদিকে চাচ্ছি, সেই
দিকেই যেন একটা অসহ উত্তাপ আমার চোখের
আলা উৎপন্ন করছে। কোথায় আছিস আর
ভাই—তোরা কোথা আছিস আর। আলিসিতে
বাহ প্রসারিয়ে আমি ব্যাকুল প্রত্যাশী
বদে আছি।

(গাউস খাঁ ও মালেকার প্রবেশ ।)

গাউস। তাই ত মালেকা করি কি ?
অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, বন্ধু ত ফিরল না। আমরা
জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি, সে হয় ত আমাদের
খুঁজছে ; আমার ত তাকে খোঁজা কর্তব্য ?

মালেকা। সে কথা আর বলতে !

গাউস। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি
কেমন করে ? অথচ তোমাকে কোথাও রেখে
যেতে সাহস করছি না। বুঝতে পারছি, এ
নবাবী বড়ই কুৎসিত চরিত্রের লোক।

হায়। কেমন ক'রে বুঝলে ?

গাউস। তাই ত ! কে একজন গাছতনার
দাড়িয়ে রয়েছে না।

মালেকা। তাই ত দেখছি।

হায়। দেখ-পাগল ! নিজে প্রত্যক্ষ না
জেনে, কখন কারও ওপর দোষারোপ করা
উচিত নয়। দিবা দিবালোকে উন্মুক্ত চক্ৰই
যে অনেক সূর্য ভুল দেখে, তা জানিস্ ? তবে
বাকে দেখিসনি, কখন যার সঙ্গে ব্যবহার করিসনি,
তার চরিত্র সমালোচনা করে অপরাধী হ'স্
কেন ?

গাউস। তাই ত ! এত এক ফকীর !
কিন্তু ফকীর কি বললে ? কাকে বললে ? একি

আমাকে ? আমিও ত থাকে দেখিনি, যার সঙ্গে প্রত্যেক পরোক্ষ এক দিনের জ্ঞাত কোন ব্যবহার বিনিময় করিনি, তার চরিত্র সমালোচনা য প্রবৃত্তি হ'য়েছিলুম ! হজুর—সেলাম !

হায় ! সেলাম !

গাউস । আপনি ত দেখছি একা—তবে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন ?

হয় । তুমিও ত দেখছি একা, তবে তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে ?

গাউস ! আমার সঙ্গী আছে ।

হায় । আমারও সঙ্গী আছে ।

গাউস । কই আর কাউকেও দেখতে ত পাচ্ছি না !

হায় । তবে একা !

মালেকা । একে ত ফকীর দেখছি । তা হ'লে আমাকে এঁরই আশ্রয়ে রেখে যাও না ।

গাউস । তুমি পাগল হ'লে মালেকা ! নবাবের অসংখ্য অনুচর । তারা তোমাকে ধরতে এসে, উনি কি রক্ষা ক'রতে পারবেন ? মাঝ থেকে ফকীর সাহেবকে বিব্রত ক'রবে ।

মালেকা । তুমিও একা ! নবাবের লোক যদি আমার ধরতে আসে, তুমি কি রক্ষা ক'রতে পারবে ?

গাউস । জান যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ত কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না ।

মালেকা । তাহলে আমার লাভ কি ? তোমার জান গেলে ত আমার গায়ে হাত দেবে । তখন তোমার শোক আর ইজ্জতের ভয়, হ'য়ে পড়ে আমাকে যে পাগল ক'রে তুলবে, তার কি ? যদি সঙ্গে মরবার সুবিধা না পাই ?

গাউস । তাই ত, ঠিক ব'লেছ ত মালেকা !

মালেকা । ধর্মবলকে সন্দেহ কর কেন ?

গাউস । ফকীর সাহেব ! আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জ্ঞাত আশ্রয় দেবেন ?

হায় । আমার আশ্রয়ে রাখতে সাহস হবে ?

গাউস । নিরুপায়ে সাহস ক'রতে হচ্ছে ।

হায় । তা হ'লে, রেখে যাও ।

মালেকা । আমার মন বলছে আপনার আশ্রয়ে থাকলে নিশ্চিন্ত হ'তে পারব ।

হায় । তোমার মনকে তুমি বিশ্বাস কর ?

মালেকা । বিশ্বাস করা উচিত কি অসুচিত, আপনি বলে দিন জনাবালি !

হায় । তা আমি বলতে পারব না বিবি ! বিশ্বাস কর—থাকতে পার । তা নইলে, যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, তোমার স্বামী মনকে কিছু না বলে, এ গরীব ফকীরকে যেন উৎপীড়ন না করে ।

মালেকা । কি ক'রব-হুকুম কর ?

গাউস । আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ফকীরের কাছেই থাক । মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে হজুরং আমি আমার স্ত্রীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম ।

হায় । কতক্ষণে ফিরবে মিয়া ?

গাউস । তা কেমন ক'রে বলব জনাবালি ! যাচ্ছি, ফেবাফির স্রষ্ট্রের হাত । ক্ষণ হ'তে পারে, দিন হ'তে পারে, বরাবর হ'তে পারে । যদি না ফিরি আপনার কাছেই থাকবে ।

হায় ! বেশ, রেখে যাও । (গাউসের প্রস্থান) এস মা, কাছে এস ।

মালেকা । একটু চিন্তায় পড়লুম যে হজুরং ! স্বামী কি বিপদে পড়বেন ?

হায় । সে চিন্তায় লাভ কি মা ? তোমার স্বামী ফেরে, আবার তার সঙ্গী হবে, না ফেরে আমার সঙ্গী হবে । এই—তোমার স্বামী তোমাকে আমার কাছে এক রকম গচ্ছিয়েই

গেল! নাও মা, বসে একটা গান শোনাও দেখি। বহুক্ষণ তপ্ত হৃদয়-ভূমিতে ঘুরে প্রাণটা আমার নীরস হ'য়ে গেছে।

মালেকা। আমি গান গাইব?

হায়। কেন দোষ কি?

মালেকা। আমি গান জানি, আপনি জানিলেন কেমন ক'রে?

হায়। আমার জানবার প্রয়োজন নেই।

তুমিই জান, তুমি জান কি না।

মালেকা। অতি সামান্যই জানি।

হায়। বেশ, অতি সামান্যই গাও।

মালেকা। কি গান গাইব?

হায়। তোমার যা পুসী।

মালেকা। না বাবা! আপনি বাংলে দিন।

হায়। বেশ, দিল্লীতে নিজের বাড়ির বারান্দায় বসে, এক দিন যে গান শোনাবার জন্য তুমি ব্যাকুল হ'য়েছিলে, সেই গান গাও।

মালেকা। (পদতলে পড়িয়া) হজরৎ! উ আপ্ হায়?

হায়। ওঠ মা! আমার পিপাসিত কণ্ঠকে শীতল কর।

মালেকা। সে গান জানি না যে বাবা।

হায়। আপনিই পূরণ হবে—প্রথম কলি ত জানা আছে। গাও।

মালেকা। যো হুকুম হজরৎ।

গীত।

মহা তেরী গুজর গেই গুজরাণ রে।

কই দিন লক্ষে তল্লে রহে না, কই দিন শাল দোশালা অছে,
কই দিন ভালো চক্ষে রহে না, কই দিন বঁদ ভগবান রে ॥
কই দিন রিখা মিখা খাদা, কই দিন দুখ মলিজে খাদা,
কই দিন পাঁত পাতেড়া বঁধা, কই দিন জোড়া তান রে।
কই দিন মহল দু মহলমে ঠারি, কই দিন বাগবাগিচে বাড়ী
কই দিন রহে না জঙ্গল পাড়ি, কই দিন কাড় ময়দান রে।

হিলি হিলি রহে না বেধে খাদা, লেকী কাম শিখাতে রহে না
কংগরিত রহে না রহে না কি কখনা এহি গাত মস্তান রে ॥

নেপথ্যে। চার দিকের মোহাড়া আগ-
লাও। আর পালাবে কোথা?

মালেকা। বাবা! আমাকে ধরতে আসছে যে!

হায়। এতক্ষণ তোমার সন্ধান করিতে পারিনি। তোমার গান শুনে সন্ধান পেয়েছে।

মালেকা। আপনি যে গান গাইতে চকুম করলেন!

হায়। তোমার গান শুনে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। তোমার গান শুনবো বলে একদিন আমি ব্যাকুল হয়ে দিল্লীর প্রান্তরে বেড়িয়েছি।

মালেকা। তার পর?

হায়। তার পর খোঁজা।

মালেকা। তাহ'লে আপনি গাইয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলেন বহন?

হায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি বুদ্ধিমতী, নিজেরই বুঝে পারছ।

মালেকা। হা আন্না! কি করলুম? তা হ'লে নবাবের লোক ধরতে এলে আপনি নিবেদন করবেন না?

হায়। নিবেদন করলে, তারা শুনবে কেন?

মালেকা। বাধা দেবেন না?

হায়। বাধা দেবার আমার ক্ষমতা কি?

মালেকা। তা হ'লে কথার মারপেচে আমার স্বামীকে প্রভাবিত করলেন?

হায়। কথা এক—শুধু তার মারপেচেই ত হুনিয়া চলছে মা।

মালেকা। দোহাই হজরৎ আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

হায়। রক্ষাকর্তা জয়র।

মালেকা । দোহাই হজরৎ, আপনি ইচ্ছা করলেই পাবেন ।

হায় । যাতে আমার অনধিকার, তা করব কেন ?

মালেকা । তাহিত, কি করলুম ? বামী : য় আমাকে কাছছাড়া করতে চাননি ! আমিই যে উপযাচিকা হয়ে, তাঁকে এর কাছে রেখে যেতে বাধ্য করলুম !

নেপথ্যে । বাতী, বাতী—একটা বাতী ।

মালেকা । পালাবো না, পালিয়েই বা এদের হাত থেকে কেমন করে নিস্তার পাব ? ফকীর যদি নবাবের গুপ্তচর হয়, তা হ'লে ত পালাবার চেষ্টা করাই বুঝি । না, না মন ! বিশ্বাস ক'রে মহতের আশ্রয় নিলি, আশ্রয় পেয়ে বিশ্বাস ফেলে দিস্ কেন ? নে এই ছদ্মবেশী গুরুর পদপ্রান্ত হতে পরিত্যক্ত বিশ্বাস আবার কুড়িয়ে নে ।

(নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী । তোরা সব দূরে দাঁড়িয়ে থাক, গোলমাল করিস নি ! আমি সহজেই কাজ নিষ্পত্তি করছি । ধরলে পুটি মাছ, তাতে বিশ পঞ্চাশটা 'পোলো' বেরিয়েছে । একটা গুচরো বাই আগে থাকতেই স্থপথ চিনে হুটো উচকা ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ীর বার হয়েছে, তাকে ধরতে কতকগুলো মামদোয় পড়ে বেন নামড়া লাফ লাফাচ্ছে । নে, সব ওইখানে খাড়া থাক । বা ! বা ! তাহিত বলি কোথায় ছুঁড়ীটা গেল ? খবর পাবামাত্রই ছুটেছি । লোকের ঘর, পথ বাট চটি মাঠ আতিশাতি করে খুঁজেছি । আমাদের বরের লোকের কাছে আটকা পড়েছে, তা কেমন ক'রে জানিবো ? আর কষ্ট কেন সা'জী, জরুম কর, বিবিকে তুলে নিয়ে যাই ।

হায় । বাও মা !

মালেকা । কোথায় যাব ?

হায় । এই বিবিকে জিজ্ঞাসা কর ।

মালেকা । কোথায় যাব বিবি ?

নাকী । সমস্তই বুঝে ছাফা সাজছ কেন ?

এর পরে কি তুমি আমাকে তোমার দৌলতের বকরা দেবে ? সা'হিজী । বিবিকে একটু আশীর্বাদ দিয়ে দাও, বেন বাবামাত্রই নবাব সাগেবের স্নানঘনে পড়ে ।

হায় । বেশ আশীর্বাদ করছি ।

নাকী । বস, তবে আর কি ! আশীর্বাদ—বাঁটা পটোল—ফলের সঙ্গে কুল—নাও চল ।

মালেকা । এইও শরতানি ! আমায় ছুঁ'সনি ।

নাকী । কি ফকির সাহেব ! তোমার স্তম্ভে কি জ্বরদন্তি করে নিয়ে যেতে হবে ?

হায় । মা ! ওরা বল প্রয়োগ করলে

তুমি ত আত্মরক্ষা করতে পারবে না ।

মালেকা । আপনি যেতে বলছেন ?

হায় । তোমার ইচ্ছা !

মালেকা । ফকীর ! তোমাকে হজরৎ বলে সম্বোধন করেছিলুম, গুরু বলে আশ্রয় নিয়েছিলুম ।

হায় । ভুল করেছিলে মা ! হজরৎ তোমার হৃদয়ে, তাঁর আশ্রয় নাও ।

মালেকা । ভাল, সেলাম ।

হায় । সেলাম ।

(বেগে পীর খাঁর প্রবেশ)

পীর । মিলেছে বিবি, মিলেছে ?

নাকী । মিলবে না ত কি কালোয়াং সাহেব ? নাকীর নাকে রূপের গন্ধ—মিলবে না ?

পীর । ইয়া আল্লা—মাসালা ! এ জগী সাজ্জামিনে জাদিয়া খাঁ গম তেরে, মেয় তেরে ।

নাথী। শুধু তেরে করলে হবে না। শিগ-
গির উজীর সাহেবকে খবর দাও।

[পীরখাঁর প্রস্থান।]

মালেকা। তাহিত কি কবলুম? অনাশ্রিতা
হ'য়ে কাকে ধরলুম? মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে
ককীর তোমাকে আপনার জ্ঞান করেছিলুম।
সেই মন টলছে, কত বিভীষিকার কথা আমার
কাণে তুলছে। খোঁদা তুমি আছ, হৃদয় মাঝে স্তব্ধ
ধরে প্রতি মুহূর্তে আমার মনকে টান দিচ্ছ।
জীবের মঙ্গলবিধাতা। শুধু তোমার ভরসা।

[হায়দারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

হায়। একদিন না একদিন ঘরের মন ঘরে
ফিরবে। তবে সাহস করে হৃদয় ধ'রে, যা
মালেকা চলে যা। সাহস হারালে সব হারানি।
সাহস ধ'রে ছুনিয়া পাবি। [প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উজানের বহির্ভাগ।

সরফরাজ ও বাখর।

সর। দেখ বাখর! প্রথম দিনটে আমি
ছদ্মবেশে এলুম।

বাখর। বেশ করেছেন জাঁহাপনা।

সর। এখনও দরবারে বসিনি; স্তব্ধতা
এখনি এত প্রকৃষ্ট হওয়াটা ভাল নয়।

বাখর। তাহো ঠিক কথা।

সর। তবে আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে
উজীর এত রোসনাই করলে কেন?

বাখর। তাহে কি? লোকে জানছে কাল
নবাব দরবারে বসবেন, তাই সহরে আজ আলো
দিয়েছে।

সর। দেখ, ফরদাবাগে আমি এর পূর্বে
কখন আসিনি।

বাখর। কেন জাঁহাপনা?

সর। পিতার কুশীল্লির লীলাভূমি বলে
মা আমাকে আসতে দিতেন না।

বাখর। আপনি এখানে থাকতে
পারবেন না।

সর। রাবিয়া নিশ্চয়ই খুব কান্দছে।

বাখর। না হজুরালি, আপনি কিছুতেই
এখানে থাকতে পারবেন না।

সর। কেন পারবো না? না পারলে
আমার নবাবী থাকবে না। নবাবরা ত দুশো
পাঁচশো বেগম রাখে। তবে রাবিয়া কান্দবে
কেন? আমি পোনেরশো বেগম রাখবো।

বাখর। না ম'লে, আমিও তা দেখবো!

সর। বেশ তুই যা, উজীর কি আনলে
খোঁজ নে। আমি ওতকণ এদিক ওদিক একটু
বেড়িয়ে বেড়াই। (বাখরের প্রস্থান) তাই ত,
কি করি? বাগান-ভগা ফুল এক সঙ্গে ফুটেও
এখনকার অপবিত্রতার গন্ধ দূর করতে পারছে
না। কিন্তু রাজা! বড় প্রলোভনে
আমাকে আকর্ষণ করছে! রাবিয়া কান্দছে—
কি জ্ঞানহারা হয়ে আমার অহসরণ করছে,
তাহে বা ঠিক কি? কিন্তু প্রলোভন—রাজ্যের
প্রলোভন! কই রাবিয়া তুমিও ত বলতে
পারলে না। রাজ্যের প্রলোভন তুমিও
ত্যাগ করতে পারলে না! আমার ইচ্ছার ওপর
ভার দিলে কেন? কেন বললে না, আমি
রাজ্য চাই না, তোমায় চাই। আর হয় না—
লীলারঙ্গরসে ডুব দিতে আমি সরোবরের মাঝে
এসে পড়েছি। আর হয় না। যদি এসো—ফিরে
যাও। যদি একান্ত তীরে ফিরতে চাও—
খোদার আশ্রয় নাও।

(মর্ন্তকার প্রবেশ)

মর্ন্তকার। জনাবালি!

সর। কে আপনি ?

মর্তজা। আমি বিদেশী।

সর। কোথায় আপনার বাস ?

মর্তজা। বাস পূর্বে বোখারায় ছিল।
বহুকাল দিল্লীতে ছিলুম।

সর। এখানে কি মনে করে এসেছেন ?

মর্তজা। মনে যে একটা বিশেষ কিছু
ক'রে আসা, তা বলতে পারি না। আমার
একটা বন্ধু নবাব সরকারে চাকরীর চেষ্টায়
এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। এখানে
পৌঁছিতে বাধি হয়ে গেল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী
আছে। অপরিচিত স্থান বলে তিনি পার হ'তে
ইচ্ছা করলেন না। তাই আজ রাজের মতন
আমরা এখানে রয়ে গেলুম।

সর। কিছু কি জানতে চাচ্ছিলেন ?

মর্তজা। আপনি এখানকার কে ?

সর। আপনি কি নবাবের সঙ্গে দেখা
করতে ইচ্ছা করেন ?

মর্তজা। তাঁর চরিত্র না জানলে, দেখা
ক'রে কি ক'রব ?

সর। তবে আমার কাছে আপনার বন্ধুর
স্ত্রীর কথা তুললেন যে ?

মর্তজা। আপনা হ'তে কোনও অনিষ্ট
হবে না। আমি লোকের দুখ দেখে মন
বুঝতে পারি।

(গাউস বীর প্রবেশ)

মর্তজা। একি বন্ধু, তুমি এখানে যে!

গাউস। যাক, অবশেষে অন্ততঃ তোমাকেও
খুঁজে পেয়েছি। কাছে এস, শোন।

মর্তজা। মালেকাকে কার কাছে রেখে
এলে ?

গাউস। বলছি—কাছে এস শোন।

মর্তজা। তুমি নিঃসঙ্কোচে এর কাছে

বলতে পার। একে আমাদের একজন বন্ধু
বলেই মনে কর।

গাউস। বিশ্বাস ক'র না।

সর। বলত ভাই, তোমার নিকোঁদ
বন্ধুকে বুঝিয়ে বল ত। ও মুখ দেখে লোকের
মন বুঝতে পারে।

মর্তজা। বাপারখানা কি বল ? ভীতের
মতন গোপনে বলতে চাচ্ছ কেন ?

গাউস। পাঁচও নবাব লোক দিয়ে আমার
স্ত্রীকে ধরে এনেছে।

মর্তজা। তুমি কি মরেছিলে ?

গাউস। তোমার ফিরতে বিলম্ব দেখে
আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছিলুম।

মর্তজা। স্ত্রীকে একলা রেখে ?

গাউস। তবে আর বলছি কি ? দুনিয়াকে
বিশ্বাস ক'র না! এক ফকীরের আশ্রয়ে তাকে
রেখে এসেছিলুম।

সর। এ দুর্ভাগ্য তোমার হ'ল কেন মিয়া ?
যে নিজে আশ্রয়হীন, তার আশ্রয়ে তুমি কি
বিশ্বাসে স্ত্রীকে রেখে এলে ?

গাউস। বিশ্বাস! কি বিশ্বাসে রেখে
এসেছিলুম, তা শুনলে আপনি আমাকে পাগল
বলবেন। কথার কোণে ফকীর আমার ও
আমার স্ত্রীর মনে এমন একটা অপূর্ণ বিশ্বাস
উৎপন্ন করে দিলে যে, স্ত্রীকে তার আশ্রয়ে
রেখে দিলুম। রেখে যেন নিশ্চিত হইলুম।
মনে হ'ল, দুনিয়ার কোন শক্তিমান তার কাছে
থেকে আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।
তারপর ফিরে এসে দেখলুম, ফকীরও নেই—
স্ত্রীও নেই। শুনলুম নবাবের লোকের হাতে
আমার স্ত্রীকে দিয়ে ফকীর সরে পড়েছে।

সর। ফকীর না থাকতে পারে, তোমার
স্ত্রী না থাকতে পারে; কিন্তু তুমি ত আছ ?

বোমার মন ত আছে ? সে মনে একবার
বিশ্বাসের বীজ বপন করে আবার তাকে তুলে
ফেলছে কেন ? ফুলের সৌগন্ধে আপনাকে
স্বথী করতে ধৈর্য না থাকে, অন্ততঃ অন্ধুর
বেকবার অবসর দাও ।

মর্তজা । মিয়া সাহেব ! এ গরীবের
আবেদন শুনবেন ?

সর । কি বলুন ?

মর্তজা । আপনার সেরেস্তার এ গোলামকে
একটা নকুরি দেবেন ?

সর । আমার সেরেস্তার ? কি কাজ
করবে মিয়া ?

মর্তজা । যা বলবেন—নকলনবিনী—তাও
না দিতে চান, সামান্য ভৃত্য যে কাজ করে
সেই কাজ ।

সর । তা হ'লে মিনি মাইনেতেও রাজী
নাকি মিয়া ?

মর্তজা । তাহেই যদি আপনার মত হয়,
তাই !

সর । গরীবের প্রতি এত মেহেরবানি
কেন মিয়া ?

মর্তজা । আপনি দেবেন কি না বলুন ?

সর । নবাব সরকারে চাকরি কর ত
দিতে পারি ।

মর্তজা । নবাব ? আমি যদি তাকে
দেখতে পাই, এখন আমার বন্ধুর অপমানের
শোধ নিই ।

সর । তোমার কি মিয়া ?

গাউস । যদি দেখিয়ে দিতে পারেন,
আজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকি ।

সর । তা হ'লে চল, আগে নবাবকেই
দেখিয়ে দিই । (সকলের প্রস্থান ।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

নাচঘর ।

পীর খাঁ ও নর্তকীগণ

গীত ।

ভেল রঞ্জিলা অঁবি সখীরা দীঘল রকুনী জাগি ।

হিয়া থির নেহি, ঘন কম্পই, পিয়া পরশ অমরাগী ।।

অঙ্গহি মে চড়ি, চলত গির পড়ি,

কায়সে রহব উনে ছোড়ি—

শিখিল কবরী ভেলি, রাঙ্গা বাস খসি গেলি,

ভাগল মদন ছুধ ভাগী ।

নরম সরম ছোড়ি পিয়া লাগি পিয়া লাগি ।

(আহমদ ও বাথর খাঁর প্রবেশ)

আহ । এ কেলোয়াং সাব ! গান বন্ধ করুন,

হজুরালি আসছেন ।

পীর খাঁ । হজুরালি—হজুরালি !

(নর্তকীগণের প্রতি শিখাইবার ইঙ্গিত)

আহ । দেখুন আমি সব শুছিয়ে গাছিয়ে
চলুম । হজুরালি এলে যেন ফুটির কোন ক্রটি
না হয় । আর দেখুন, সেই নয়া বিবি এলে, তাকে
তোমরা সব বেগমের মতন আদর করবে ।

বাথর । যো হকুম । তবে কালোয়াং
সাহেবকে একটা কথা বলে যান । কোথায়
কিছু নেই হঠাৎ কথার মাঝখানে যেন ‘ম্যা’
হেরে’ করে না উঠেন ।

পীর । নেহি জনাবালি । গোলাম ত বে-তমিজ
নেহি ছায় । বেতলা হাম কতি নেহি গায়েঙ্গে ।
বাথর । ওইটে আপনি বুঝিয়ে বলে যান !
না হ'লে মজলিসের মাঝখানে পাঁচটা রংদার
কথার ভেতরে মেয় ভেবে করে পেটের পিলে
যে চমকিয়ে দেবেন, তা হবে না ।

আহা । আহা । কালোয়াং সাহেবকে
কিছুই বলে দিতে হবে না । কালোয়াং সাহেব
তালে ঠিক আছেন ।

বাথর । বস, তা হ'লেই হ'ল ।

[আহম্মদের প্রস্থান ।

পীর । কেয়া ! হাম আনিড়ি হায় ?

বাথর । অ'রে বাপ, আনিড়ি হবে কেন
কাজদার সাহেব ? আপ' সানিড়ি হায় । কিন্তু
তে কেয়া হায় ! মাথর বাজেরইত একঠো
টি হায় ? আর সে পেটেমে ত একটা করে
লে হায় ?

পীর । আলবৎ হায় ।

বাথর । ও শালা আনিড়ি হায়—

পীর । বেসক !

বাথর । ও শালা আপকো ওস্তাদী সম
তা নেই । ও শালা আপকো ওস্তাদী গান
নলেইচন্কাতা হায় ।

পীর । ঠিক বোলা ।

বাথর । এসিকো ওয়াস্তে ও শালার ভদ্র
জলিসে টাই নেই হোতা ।

পীর । ও শালাকো কভি টাই নেই হোগা ।

বাথর । তাই পেটকা ভিতরমে মুখ লুকায়ে
তা হায় ।

পীর । ঠিক বোলা ভেইয়া । ও শালা
হা পেটেমে ডেরা কিয়া ?

বাথর । নাক বাহারমে হায়, দোঠো কাণ
হারমে হায়, আঁখ হায়, হাত পা গুলো সব
য়, আর ও শালা ভিতরমে কা করতা ?
সকো হ'য়া কুচ কাম নেহি ।

পীর । কুচ নেহি ।

বাথর । যকৃত রস দেতা হায়, কুসকুস দম
তা হায়, কলেজা ধুকধুক করতা হায়—ও
লা ব্যা করত ?

পীর । কুচ নেহি । সচ্ বোলা—ইসিকো
য়াস্তে শালা লাখ খাতা হায়, আউর ফাট
তা হায় ।

বাথর । এই, আতি আপ' সমঝা ।

পীর । হাম বরাবর সমজদার হায় ।

মায় হেরে—

বাথর । আবার ?

পীর । ভুল হো'য়া ভেইয়া, ভুল হোগিয়া ।

অ'রে, হজুরালি আতা হায় ।

(সরকারজ, ওমরা'ওগণ ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ । হজুরালি, ফুরসৎ নিন্ । আপনার

মহামাছা পিতা পোনেগো বৎসর এই ফররা
বাগে আনন্দ উপভোগ করে গেছেন, এক
দিনের জন্য এ বাগানে আমোদের বিরাম হয়নি ।
মৃত্যুর পূর্ষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বাগানে ।
শেষ মুহূর্ত্তে কেবল ঘরে গিয়েছিলেন, তার পর
এইখানে আবার তাঁর সমাধি । মৃত্যুর পরও
তিনি এখানে ভাগ করতে পারেন নি । কেবল
মাত্র দিন এ বাগান অন্ধকার ছিল ।

সর । আমি নাব হ'লে ফররা বাগ দুনি-
য়ার লোকে দেখতে পেত কনা সকেহ ! এ
পর্যবসায়োগ্য স্থান—আমি এর মর্যাদা কি
রাখতে পারবো ?

আহ । খুব পারবেন হজুরালি ।

আহ । নাও, বিবি জানেবা জাহাপনাকে
সব খুসী কর । বহৎ বকুসিস মিল বাগা ।
হজুরালি ! গেলামকে তাহ'লে অচুমতি করুন,
বিদায় হই ।

সর । আপনি বিদায় নিচ্ছেন কেন ?

আহ । আজ্ঞে হজুরালি ! আমি হজ
করে এসেছি—দুনিয়ার একরূপ ফকীরীই সাং
করেছি । ফকীরত এখানে থাকবার যোগ্য নয় ।

[প্রস্থান ।

সর । বেশ, আমরাত থাকবার যোগ্য ।
কি বল কালোয়াৎ ?

পীর । আলবৎ ! বরাবরজাহাপনা-বরাবর !

সর। কিন্তু কালোয়াং, তুমি আমার বাপের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছিলে !

পীর। হাঁ জাঁহাপনা দিয়েছিলুম—তবদম্ দিয়েছিলুম ।

সর। তা হ'লে আমার সঙ্গে কেমন ক'রে ইয়ারাক দেবে ?

বাখর। ইয়ারের কি বয়স হয় জাঁহাপনা ?

সর। বা ! বা ! আচ্ছা বাং হায় ।

সকলে। আচ্ছা বাং হায় ।

পীর। জাঁহাপনা ! আপন'র বাপকে এ গোলাম খুসী করেছে, আবার আপনাকে খুসী করবে ।

সর। তা হ'লে পিয়ারের সামগ্রী কি এনেছ, জলদি নিয়ে এস ।

পীর। যো হুকুম । [পীরখাঁর প্রস্থান ।

(নর্তকীগণের গীত)

দেখেছি গো তারে অতি দুরে ।

যেমন দেখা ছবি আঁকা, দূর হ'তে প্রাণ সঁপেছি তারে ।
নে যদি এখন কাছে আসে, কি বলে তারে বসাই পাশে !

কথা শুনে যদি হাসে—অশ্রুত মধু ভাসে—

তখন মরমে যাবগো মরে ।

দূরের পথ তুমি দূরে থাক, নিকটে এস না কথা রাখ,

(স্বাধীন) আপন রচিত সরমে জড়িত,

কাছে এলে দূরে যাব সরে ।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীর। এরে বাপ—এরে বাপ !

সর। কি হ'ল—কি হ'ল কালোয়াং ?

পীর। ও আওরং নয়, জাঁহাপনা নেকড়ী—
নেকড়ী !

সর। নেকড়ী কি ?

পীর। ছজুরালি ! আপনার জন্তু বিবিকে আনতে গেলুম । গিয়ে দেখি নাকী বিবি আপনার পাশের ঘরের দরজার সমুখে হুমড়ি হয়ে বসে নাকে হাত দিয়ে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করছে । চারিদিক রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে ।

সর। কেন জানিলে ?

পীর। নাকী বিবি, বিবি সাক্ষেবকে ভোঁয়াঙ্ক করতে যেই কাছে গিয়েছে—অমনি সে তার নাকে এক খাবা মেরেছে—নাক্ত গেছেই—
এখন জান থাকলে হয় ।

সর। তুমি কি তাই দেখে পালিয়ে এলে ?

পীর। না জাঁহাপনা, আমি পালিয়ে আসিনি । বিবিকে আনবার জন্তু যেই দোরটী খুলে ঘরটার ভেতর মাথাটি গলিয়েছি, অমনি পাশের দিক থেকে ঝাঁপ মেরে গালে এক খাবা । ছজুরালি ! সেত খাবা নয়—ঝাঁপতাল ।

সর। তুমি বুঝি সেট খবর দিতে এলে !
আর ওদিকে বাঘিনী লিঙ্করে ভেঙ্গে পালাল—
কেমন ?

(নাসিকার বস্ত্র দিয়া বেগে নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। হুঁ হুঁ (ঈর্ষিতে দোরে শিকল দেওয়া প্রকাশ) বেঁটে দিইনি—বেঁটে দিইনি ।

বাখর। দরজা বন্ধ করে দিয়েছ ?

সকলে। দিয়েছ ? (নাকীর ইঙ্গিতে প্রকাশ)

সর। বহুত আচ্ছা নাকীবিবি—বহুত আচ্ছা ।
তুমিই আজকে নবাবের যান রক্ষা ক'রেছ ।
নইলে এত লোক জন থাক্তে সে বিবি যদি পালিয়ে যেত, তা হ'লে নবাবের অপমান রাখ্তে আর ঠাই থাক্ত না !

বাখর। কুচ পদোয়া নেই বিবি, যদিই নাক দিয়ে থাকো, সোনা দিয়ে তা বাঁধিয়ে দেব ।
নাকী, তোমায় ফাঁকি দিয়ে যেতে দেব না ।

সর। ভাই সব—কিছু কালের জন্তু অপেক্ষা কর, আমি বাঘিনীকে পোষ মানাতে চল্লুম ।

বাখর। একলা যাওয়া হবে না জাঁহাপনা—
গোলাম সঙ্গে যাবে ।

সর। বেশ ইচ্ছা হয়, আসতে পার ।

[নাকী, সরফরাজ ও বাখরের প্রস্থান ।

১ম ওম । কি কালোয়াৎ সাহেব ! নেক-
ডীর পিছন পিছন যদি নেকড়ে আসে ?

পীর । আনে দেও, হাম উস্কো দেখ-
লেঙ্গে—

(তরবারি হস্তে, গাউস ও মর্তজার প্রবেশ)

গাউস । পাকও শয়তান নবাব । দুর্কল হুকে
তুমি রমণীর ওপর বীরত্ব দেখাবে মনে করেছে ?

সকলে । আরে সামাল, সামাল—(পীরগাঁ
বাতীত সকলের পলায়ন)

মর্তজা । এক ধার থেকে কাটতে শুরু কর—
কাউকেও বাদ দিয়ো না । তোমার স্ত্রীর ওপর
অত্যাচারের শোধ নাও । (পীরগাঁকে ধরিয়া)
এই যে শালা ‘মের তেরে’ !

পীর । দোহাই বাবা, তোমরা ভুল করেছে
—চোদ্দ পুরুষে আমার মের তেরে নয়—

গাউস । তুই ন’স ?

পীর । এই পরীক্ষা করে দেখ বাবা, সে
শালার গাল ত এত ফুল নয় ।

গাউস । না বন্ধু এ ত নয় !

মর্তজা । তুই তাকে চিনিস ?

পীর । খুব চিনি বাবা । সে শালা শয়তান ।

তাই তাকে চিনেও চেনা যায় না বাবা ।

গাউস । একটী দ্রীনোককে যে ধরে এনেছে,

তাকে কোথায় রেখেছে জানিস ?

পীর । জানি বাবা !

গাউস । যদি দেখিয়ে দিস্ তবেই তোকে
রাখব, নইলে মেরে ফেলব ।

পীর । তাই’লে এস বাবা সঙ্গে এস ।

মর্তজা । আর সেই কালোয়াত শালাকে
দেখিয়ে দিতে পারিস্ ?

পীর । সে শালা কি করেছে বাবা ?

মর্তজা । সেই শালাই যত নষ্টের মূল ।

পীর । খুব দেখাব—সে শালাকে আগে

দেখাব । শালা কেমন ক’রে আমার চেহারা
নকল করেছে । তাতে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে
পড়তে হয় বাবা । গাল ফোলা না থাকলে
তোমরা ত আমাকে মেরেই ফেলেছিলে !

গাউস । এখনও তোমার বিপদ গেছে মনে
কর না । যদি সে বিবিকে দেখাতে না পারি, তা
হ’লেও তোমার মৃত্যু ।

পীর । এস বাবা, দেখাই এস ।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক ।

পথ ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া । না, তুমিত পারবে না, তুমিত
পারবে না ! তোমার ও কমলোৎপল আঁখি থাকে
থাকে দূর গগনের কোন আলুয়ায়িত গলিত-
কাঞ্চন কুন্তলার কমল আঁখির ইজিতে ইজিত
বিনিময় করে, তুমিত ছুনিয়ার রূপে মুগ্ধ হতে
পারবে না প্রাণেশ্বর !

(হায়দারির প্রবেশ)

হায় । একি রমণী ! উম্মাদিনীর মত তুমি
একি কাজ করেছে ?

রাবিয়া । হ্যাঁ ? তাইত কি করেছে ? কি
করেছি ফকীর, কি করেছি খোদাবন্দ ?

হায় । কাউকেও না জানিয়ে তুমি গৃহত্যাগ
করেছ ? আর কি করবে ?

রাবিয়া । তাইত ! কে আপনি ?

হায় । আমি যে হই তুমি কে ?

রাবিয়া । আমি ? কে আমি—তুচ্ছ রমণী !

হায় । তুচ্ছ রমণী নও—বাঙ্গালার রাজকন্যা ।

এখনও ত তোমার গৃহত্যাগের সময় হয় নি মা !

পূর্ণ অর্ধম্ব এখনও ত বাংলার অস্থি মজ্জার প্রবেশ

করেনি—মস্তিষ্ক এখনও অস্তিত্ববোধের শক্তি

আছে। যাও—এখনি ফিরে যাও। সহস্র প্রহরীর চকু এড়িয়ে ঘরের বার হয়েছ, ধস্তা তোমার সাহস।

রাবিয়া। তাইত কি করলুম? খোদাবন্দ!

রক্ষা করুন, কেমন করে ফিরব বলে দিন?

হায়। স্বামীর আচরণ দেখতে কখন অভি-
লাষিনী হয়ে না। তাতে স্বামীর ক্ষতি হবে না,
হুনিয়ার কারও ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হবে
তোমার। সে ক্ষতিতে আকাশ থেকে একবিন্দু
অশ্রু পতিত হবে, এইমাত্র। হুনিয়ার বালুকা
প্রান্তরে পড়তে না পড়তেই শুকিয়ে যাবে।
চাহকেও খোঁজ পাবে না। এস নবাবপট্টা,
আমার সঙ্গে চলে এস।

রাবিয়া। যে মনের আবেগ বিজ্ঞানী ছাত্র
হুজুর কম্পনে আমাকে ঘরের আশ্রয় থেকে দূর
করে দিয়েছে, সেই আবেগ নিয়ে আমি কেমন
ক'রে ফিরে যাব? অনুমতি করুন, আমি
ভাগীরথীর জলে স্নান মিই।

হায়। তাতে তোমার স্বামীর ত কিছু ক্ষতি
নেই মা, ক্ষতি তোমার।

রাবিয়া। তা হোক, হজরৎ আপনি অনুমতি
করুন।—

হায়। আমি অনুমতি ক'রে রুপ্তহাগী হব
কেন, তোমার ইচ্ছা। নাও, কি করবে একেবারেই
ফির কর। আমি আর সহায় নষ্ট করতে পারব না।

রাবিয়া। আমি যদি ঘরে না ফিরি, তাহলে
কি হবে?

হায়। কি হতে পারে, তুমিই বল। তুমি
নবাবের বেগম। হুগ্য সম্ভরণে তোমার ঘরে
আলোক বিকীরণ করে।

রাবিয়া। স্বামী আমাকে হত্যা করবেন?

হায়। তাও করতে পারেন, আজন্ম অন্ধ-
কারাগারে আবদ্ধও রাখতে পারেন।

রাবিয়া। দেখুন খোদাবন্দ, আমি আমার

স্বামীকে নাস্তিক জানি, কখনও তাঁর মুখে ঈশ্বরের
নাম শুনিনি। অলস জানি, যেজ্ঞায় কোন
কাঁধেই তাঁর উৎসাহ দেখিনি। হুনিয়ার কাছে
যে একটা বুদ্ধির প্রয়োজন, তাও দেখিনি। আমার
প্রতি যে একটা বিশেষ প্রেম, তাও কখন অনুভব
করতে পারিনি। তবে একটা জানি—আমার
স্বামী একপত্নী-নিষ্ঠ, নির্খল স্বভাব, সদাশয়। যদি
সে গুণও তাঁর না থাকে, তাহলে এমন কাঙ্ক্ষের
স্বামীর কাছে থাকার চেয়ে মৃত্যু কিংবা অন্ধ
কারাগার কি অধিক যন্ত্রণাকর?

হায়। তা হলে কি করতে চাও?

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) হুগ্য যাকে
দেখেনি, তাকে আপনি চিনেছেন—অন্তঃস্বামী,
বীর্ষীকে আগ্রহ দিন।

হায়। পরিণামের জন্ত প্রস্তুত হতে পারবে?

রাবিয়া। পারব।

হায়। বেশ, আমার সঙ্গে এস।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

হুদজ্জিত কক্ষ।

মালেকা।

মালেকা। দোহাই ফকীর, দোহাই হজরৎ
হুর্ল বমণী আমি, আর আমাকে পরীক্ষা করুন
না। এস্থানের কি একটা পুষ্টিগন্ধে আমার
প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। রক্ষা কর হজরত—
রক্ষা কর।

সর্। (নেপথ্যে) কই বিবি! কোন ঘরে?

মালেকা। মিলিয়ে গেল—শয়তানের
প্রলোভনে মুগ্ধ হয়েছিলুম। না না—এখনও যে
বলুতে সাহস হচ্ছে না। খোদা! কেউ না থাকে
তুমি আমাকে রক্ষা কর। ফকীরের একটা কথাও
যদি সত্য হয়, যদি যথার্থই ঈশ্বর তুমি আমার

দেখে থাক, তা হ'লে এই সঙ্কট সময়ে তার
রিচয় দাও ।

সর্। বা ! বা ! কি অপূর্ণ রূপরাশি নিয়ে
মি ছুনিয়াতে এসেছ সুন্দরী !

মালেকা । কে আপনি ?

সর্। অজ্ঞান কর—অহরূপ বৃদ্ধি দেখিয়ে
পের মর্যাদা রক্ষা কর ।

মালেকা । আপনি নবাব ।

সর্। ঠিক বুকে বল—আমার মনস্তষ্টির জন্ম
স্রষ্টাব্যাক্য প্রয়োগ কর না ।

মালেকা । আপনি যেই হন, নিকটে
হাসবেন না ।

সর্। কেন সুন্দরী ?

মালেকা । (ছুরিকা বাহির করিয়া) তা
লে আপনার জীবন থাকবে না ।

সর্। যদি তোমার বোধ হয়ে থাকে, আমি
বরাবর, তা হ'লে তোমার মতন সুন্দরীর কোমল
হাতের ছুরী দেখে ভয় পাব বলে কি আমি
দমননে বসেছি ? বেশ, আমি তোমার নিকটে
এলুম, জীবন নাও ।

মালেকা । আর কাছে এলে, আমি নিজে
নিজেও বুকে ছুরী নাবব ।

সর্। তাইবা দেব কেন ? যে আত্মরক্ষা
করতে জানে, সে অপরকেও রক্ষা করতে পারে !

মালেকা । কই রক্ষা কর দেখি শয়তান ।
(নিজের বক্ষে ছুরিকা উত্তোলন ও সর্ফরাজ
কড়ক ধারণ)

সর্। কই সুন্দরী, পারলে না ।

মালেকা । (অগত) তাইত ! কি বজ্রমুষ্টিতে
আমার হাত ধরলে ! ধোঁদা ! তোমাকে ডেকেও
নি রক্ষা করতে পারলুম না !

সর্। ছুরীর ওপর সূতীত্বের ভর দিয়ে

তুমি নিশ্চিন্ত ছিলে সুন্দরী ? কই ছুরী ত
তোমার মর্যাদা রাখতে পারলে না ।

মালেকা । দোঁহাই জাঁহাপনা, পরস্পর হাত
ধরবেন না ।

সর্। তুমিই বাধ্য ক'রে ধরালে—ছুরী
ফেল । (মালেকার ছুরী ত্যাগ) ছুনিয়ার কোন্
গুণ কৃষ্ণে অঙ্কুরিত হয়ে, জন্ম শালিতা, তুমি
ইচ্ছা ক'রে আমার উত্তানে ছায়া দান করতে
এসেছ ? এসে এখন এত উগ্র হও কেন ?

মালেকা । নাফ করুন নবাব, আমি আপ-
নার শরণাগত ।

সর্। ভয়ে বলছ, না ভালবাসায় বলছ ?

মালেকা । আপনি অবিশ্বাস করছেন কেন ?

সর্। বিশ্বাস না হলেই অবিশ্বাস করতে
হয় । আমি আজও যখন নিজের মনকে বিশ্বাস
করতে পারি না, তখন তোমার শরণাগতি গ্রহণ
করব কেন ? আর আমি শরণ দিলেই কি তুমি
বিশ্বাস করতে পার ? সহসা উত্তর দিয়ে রমণী
হৃদয়ের অসারত্ব প্রতিপন্ন কর না । ভেবে বল ।
বল, মনের উপর বিশ্বাস করে, তুমি কাজ করতে
পেরেছ কি না ?

মালেকা । তাইত ! (মত জাহ) আপনি কি
নবাবের মূর্তি ধরে আমার আশ্রয়দাতা হজরত ?

সর্। উঠ ভগিনী ! আমি ক্ষুদ্র দান—ও মহৎ
অভিধানের বোগা নই । তুমি আমার চেয়ে
ভাগ্যবতী, তুমি শরণ পেয়েছ, আমি শরণপ্রার্থী ।
জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে তিন তোনার সাহায্যে
আমাকে জীবনের পথে ফিরিয়ে এনেছেন ।

(গাউস খাঁ ও মর্ন্তজার প্রবেশ)

গাউস । শয়তন ! এখন তোমাকে কে
রক্ষা করে ? তাইত ! ঐকি ! আপনি ?

সর্। বীর ! অদ্য উত্তোলন করে, আঘাত
করতে এসে পেছিয়ে না ।

মর্তজা । পেছুব—আমরা পেছুব ? দিল্লীর প্রবল প্রলোভন পশ্চাতে ফেলে আমরা সূর্য্যের উদয় স্থান অন্বেষণে বহির্গত হয়েছিলাম । আমরা সেই কিরণ-প্রস্রবণ-মূলে এসে পেছিয়ে যাব ? পেছুব কেন জাঁহাপনা, এই যে অস্ত্রকে যোগ্য স্থানে রক্ষা করছি । [পদতলে রক্ষা ।

গাউস । এখনও যে আমি মনকে বিশ্বাস করতে পারছি না । মালেকা ! মনের অসাধারণ বলের অহংকার নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেছিলাম । মুরশিদাবাদ প্রবেশ-মুখে, আমি নিজের কাছে অপদস্থ, পরাভূত হলাম । কাল প্রাতঃকালে আয়নাতে নিজের এ অবিশ্বাসীর মুখ দেখতে আমার সাহস হবে না । মালেকা ! আমি কি করলুম ? তোমায় যে আমি তাঁর হাতে অজীবনের ভার দিয়ে এসেছিলাম ? একই মধ্যে আমি মিথ্যাবাদী প্রবন্ধক হলাম ? কি করলুম ? মালেকা । মূৰ্খ স্বামী ! দাঁড়িয়ে আছ কেন ? অস্ত্র উপচৌকন দিয়ে এই চরণে আশ্রয় নাও ।

মর্তজা । আর যে মহাপুরুষের উপর অবিশ্বাসের অপরাধ করেছ, দূর থেকে সেই ফকীরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও । জাঁহাপনা ! মনের মাত্র যজ্ঞতে শূদ্র বোখারি থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলাম । এতদিন পরে এতদূরে তাঁকে পেয়েছি । আগেই মনের কথায় গোলামী নিয়েছি জাঁহাপনা ! আপনি ত্যাগ করতে চাইলেও গোলাম আপনাকে ছাড়তে পারবে না ।

মালেকা । কি করছ ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না ? জাঁহাপনা ভগিনী সন্মোখনে আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন । তুমি নিতে বিলম্ব করছ কেন ?

সহ । আবার আশ্রয় ? কিসের আশ্রয়—কার আশ্রয় মালেকা ? প্রাবৃত্ত রক্তনীর আধার

ধারা বর্ষণে জর্জরিত পথিক যদি কখন ভাগ্যবশে দীপালোকিত অট্টালিকায় আশ্রয় পায়, সে কি তা ত্যাগ করে আবার তরুণল আশ্রয় করতে ইচ্ছা করে ? বিপর পথিক ! আমিও তোমার মত নিরাশ্রয় ! ভাই ! তোমার ঈশ্বর রূপায় প্রাপ্ত আশ্রয়ের একপার্শ্বে আমাকে একটু স্থান দাও ।

গাউস । জাঁহাপনা ! সে আশ্রয়ে শুধু আপনার অধিকার । আমি তা অবিশ্বাসে ত্যাগ করে এসেছি । এখন কৃতকার্যের জন্ত আপনার কাছে শান্তি ভিক্ষা করি ।

সহ । বেশ, তা হ'লে, আজ নয়—কাল—মরবারে । বাধর !

(বাধরের প্রবেশ)

বাধর । এ সব কারা জাঁহাপনা ?

সহ । কই বাধর ? রক্ষা করতে সঙ্গে এলে, কিন্তু কই এ দুই আততায়ীর গৃহ-প্রবেশ তুমি বোধ করতে পারলে না ?

বাধর । মৃত্যুকে যে ক্ষমতার পথ চেয়ে নিমগ্ন করে এনে বালিসের নীচে লুকিয়ে রাখে, তাকে রক্ষা করা এ গোলামের ক্ষমতা নয় ! জাঁহাপনা আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম ।

সহ । (অস্ত্র তুলিয়া) ক্ষমা কর বাধর আমি তোমাকেও আজ মনের কথা গোপন করেছিলাম ! এই নাও আমার ভগিনী মালেকা । একে বেগমের সহচরী করে চেম্বেল সেতুনে রক্ষা কর । এই এই স্বামী, আর এই আমার বন্ধু । তুমি এদের সঙ্গে নিয়ে তিন সহচরী আমার শরীর রক্ষা কর্যে নিযুক্ত থাক ।

বাধর । আগে প্রতিজ্ঞা করুন, গোলামকে নিয়ে এরূপ রহস্ত আর করবেন না ।

সহ । না—আজ থেকে তোমরা অন্তরঙ্গ

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তীক ।

কক্ষ ।

আহম্মদ ।

আহ । হুত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘরে এনেছি ।

এখন যে আর অস্থশোচনা করতেও সাহস করি না ! পদ্মপলাশ মনে করে নাগিনীর ফণায় হাত দিয়েছি । পাশিষ্ঠা ধরা দেবার জন্তই যে ফররা বাগানের নিকটে বসেছিল, তাকি জানি ? মূৰ্খ পীরবীর কথায় অত্র পক্ষাৎ না ভেবে রক্ততলতা মনে করে নাগিনীকে গলায় জড়িয়ে আনলুম ! ঠিক হয়েছে—আহাদুখি । নিজের উজীরীত খেয়ে ফেলেছি, এখন তাইয়ের ভবিষ্যতের আশা পর্যন্ত নিজ হাতে নির্মূল করতে চলেছি । নিজে চিঠি লিখে পাটনা থেকে আলিবর্দাকে অন্তে হবে ! এরকম করে নিজের জালে নিজেকে জড়ান আমি ছাড়া আর কারও ভাগ্যে কখনও হতে শুনিনি । আমার নামের সাক্ষর দেখলে আলিবর্দা মুহূর্ত মাত্রও বিলম্ব করবে না—পত্র-পাঠ সে পাটনা পরিত্যাগ করবে । কি উপায়ে তাঁকে প্ররত কথা জানাই ? দুই তাকি মুরশিদাবাদে এক সঙ্গে পেলে আমাদের বিনাশে নবাবকে আর অস্ত্র ধরতে হবে না । কি করলুম—কি করলুম ? পা থাকতে পদ্মর মত বসে, হাত থাকতে হাত গুটিয়ে শোণ দেব ? প্রতিকারের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে । যেসেটী ! (যেসেটীর প্রবেশ) জেগেছে ?

যেসেটী । জেগেই আছি । আপনার ফররা-বাগ থেকে ফেরা না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারিনি ।

আহ । মা । আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুম-বার কার্যে ব্যাঘাত ঘটেছে ।

যেসেটী । সে কি ?

আহ । কেন এখন বলতে পারব না । বলবার অবকাশ নেই । আজ রাজেই তুমি পাটনা রওনা হতে পারবে ?

যেসেটী । আপনি যে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেছেন ?

আহ । অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, তুমি আমার একথানা পত্র নিয়ে এই রাজেই তোমার পিতার কাছে চলে যাও । নবাবের কাছে এখন গেলে, যদি তিনি তোমার কোন অমর্যাদা করেন, নীরবে চকু জলে আমাকে সে অপমান সহিতে হবে । তুমি এখন পাটনার যাও ।

যেসেটী । যো হুকুম !

আহ । আমি তোমার বাত্মার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি । এস মা আমার সঙ্গে এস ।

যেসেটী । বেশ চলুন ।

নেপথ্যে । হুঁসিয়ার—খবরদার—হুকুম !
খবরদার ।

যেসেটী । একি হল ? প্রহরী আপনাকে যেন সাবধান করছে না ?

নেপথ্যে । খবরদার—খবরদার—সাক্ষাৎ শহ-তান—হুকুম, খবরদার ।

আহ । তাইত যেসেটী, তাইত মা ! নবাবের হুকুমে কেউ আমাকে হত্যা করতে আসছে নাকি ?
যেসেটী । বৃত্তান্তে পারছি না, আপনি শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করুন ।

আহ । ঘাঁ ! পরিত্যাগ—কোন দিকে যাব ? যদি সেই দিক দিয়েই বাতক এসে পড়ে ?
যেসেটী । তাইত পিতব্য ! আমিও কি করব, কোন দিক দে পালাব ?

(আলিমের প্রবেশ)

আহ । ও যেসেটী মারে যে, কে আছে দেখ না, খুন করে যে ।

ঘেসেটী। খুন করলে—খুন করলে—চাচাকে
খুন করলে—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(পলায়নোন্মোহে)

জালিম। (ঘেসেটীর গমনে বাধা দিয়া)
ভয় নেই বিবি সাহেব! আমি হত্যাকারী নই।
আমি উজীর সাহেবের কাছে দরকারে এসেছি।
এই অস্ত্র ফেলে দিলুম, আর কি আপনার
ভয় আছে বিবি সাহেব? আপনিই কি উজীর
সাহেব?

আহ। তোমার কি প্রয়োজন তাই?

জালিম। আগে বলুন, আপনি উজীর কি না।

আহ। আমিই উজীর।

জালিম। এই বিবি সাহেবকে চলে যেতে
বলুন।

আহ। একলা পেয়ে আমাকে হত্যা করবে
নাকি?

জালিম। আপনি না জনাবালি, একটা
ছুরিয়ার মতন মূলকের উজীর? আপনার এত
প্রাণের ভয়!

আহ। ঘেসেটী চলে যাও।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।]

(আহমদের হস্তে জালিমের পত্র প্রদান)

আহ। (পত্র পাঠ) ইয়া আল্লা! একি!
একি শুভ সংবাদ! ঘেসেটী—ঘেসেটী!

ঘেসেটী। কি খবর, কি খবর পিতৃব্য?

আহ। এই বালকবেশী দূতকে ছদ্মবেশে তুলে
নাও। তোমার গলায়, তোমার অঙ্গে যা
অলঙ্কার আছে সে সমস্ত এই বালককে উপহার
দান কর।

জালিম। উপহার আমি নেব না।

আহ। নিতেই হবে। শুধু তাই নয়,
হাজার মোহর তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব।
বালক বীর। প্রবেশকালে তোমাতে যত্ন-

হুতের মর্শ্ব দেখেছিলুম। এখন তোমার রূপের
প্রভাব আমার অন্তর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে
উঠেছে। যে ভাষাবানের পুত্র তুমি তাকে
আমি অসংখ্য সেলায় করি। বকসিস্ তোমাকে
নিতেই হবে।

জালিম। কত্তি নেহি লেগা জনাবালি।

আহ। এত আনন্দ দিয়ে আমার মর্শ্ববেদনা
কেন দিবি তাই? পাটনা থেকে এত অল্প সময়ের
মধ্যে খবর আনা জীন তির পারে না।

জালিম। চিঠি আজ আসেনি—চিঠি কাল
এসেছে জনাব!

আহ। কাল?

জালিম। কাল সন্ধ্যায়—আমার পিতা এই
চিঠি এনেছেন। কাল তিনি বরাবর আপনার
কাছে এসেছিলেন। আপনার দেখা পান নি।
সারা রাত তিনি আপনার অপেক্ষায় বাড়ীর
দেউড়িতে ঘুরেছেন। ভোরে এই পত্র আমার
হাতে দিয়ে তিনি পাটনার ফিরে গেছেন। আমরা
বলে গেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি যেন এ চিঠির খবর
জানতে না পারে। তাই জনাব আমি কাউকেও
কোনও কথা কইতে পারিনি। আমিও সারা-
রাত আপনার অপেক্ষায় ঘুরেছি।

আহ। আমার দুর্ভাগ্য—আমি কাল থেকে
বাড়ীতে ছিলাম না। কোথায় ছিলাম, বাড়ী
পরিবারকে পর্যন্ত বলে যাইনি। আমার দুর্ভাগ্য,
তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হচনি। বালক!
নারাজিন হুশিয়ার মর্শ্ববেদনায় আমার জলধ
মর্শ্বিত হয়েচে। তুমি সেই মর্শ্ববেদনাকে
উল্লাসে পরিণত করেছ। বৃদ্ধ করজোড়ে তোর
মেহেরবানি চাচ্ছে, পুরস্কার নয়—তোকে কিছু
নজর দেবো—নিবি নি?

জালিম। মাফ করুন জনাবালি। পিতার
আদেশ নাই।

ঘেসেটী । একবার তোকে বুকে কর্ত্তেও
পাব না ?

জালিম । কতক্ষণ থাকবো মা । চিঠি
দিয়েই আমার চলে যাবার আদেশ ।

ঘেসেটী । তোমার বাপ্ত দেখতে আস-
ছেন না !

জালিম । আমার অন্তর ত আমার সঙ্গে
সঙ্গে দেখবার জ্ঞান এসেছে । জনাবালি—
সেলাম ! মাঝি—সেলাম ।।

[জালিমের প্রস্থান ।

ঘেসেটী । একি বিচিত্র ছেলে ! এমনত
কখন দেখিনি বাপ !

আহ । হুনিয়ার এর মোড়া নেই, কোথা
থেকে দেখবে মা ? ভয় নেই, তোমার বাপের
লোক । ওদের পরিচয় জানতে আমার বিলম্ব
হবে না ।

ঘেসেটী । কি খবর জানতে পাব না ?

আহ । তুমি জানবে না ! অবজ্ঞা জানবে ।
ভাই আমার একদিনে নবাবের চার হাজার
বোহিলাকে নিজের করেছে । এই চিঠি পেয়ে
আমি আজ যে খুসী হয়েছি, মুরশিদাবাদের
মসনদ পেলে বখি এত খুসী হতুম না ।

ঘেসেটী । বলেন কি ?

আহ । আর তুমি পাটনাতেই যাও, কি
এখানেই থাক—তোমার যা অভিকচি ।

ঘেসেটী । তা হ'লে চেহেল সেতুনে আর
বাব না ?

আহ । সে তোমার ইচ্ছা । তবে যদিই
যাও, রাবিয়া বেগমের মুখ চেয়ে তোমাকে
পাড়িয়ে থাকতে হবে না । নবাবের বল গেছে ।

ঘেসেটী । বস ! এর চেয়ে সুখের সংবাদ
আর আমি শুনতে চাই না ।

আহ । যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও ।

রাবিয়া একটা অজ্ঞাতনামা নবাবের স্ত্রী, আর
তুমি স্বনাম-যত্ন আলিবর্দি খাঁর হুজিরা ।
নবাবের সমস্ত শক্তি এখন তার হাতে ।

ঘেসেটী । তা হ'লে আজই একবার চেহেল
সেতুনে যাবি । রাবিয়ার দেখাক ভেঙ্গে দেবার,
তাকে টিট্কারী দেবার এইত সময় ।

[ঘেসেটীর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

পথ ।

রমাবতী ও জালিম ।

রমা । কিরে ছেলে চিঠি দিতে পারলি ?
জালিম । হাঁ মা, পেরেছি, একেবারে
উজীরের হাতে দিয়েছি ।

রমা । যাক্ এতক্ষণ পরে নিশ্চিত হলাম ।
উজীর কি তোর স্তম্ভে চিঠি পড়লে ?

জালিম । শুধু কি পড়লে মা ? চিঠি পড়ে
এমন আফ্লাদ আমি আর কখন দেখিনি ।
আফ্লাদে বড়ো উজীর তার ভাইবীকে সমস্ত
অলঙ্কার খুলে আমাদের বক্‌সিস্ দিতে লক্ষ্য
দিলে । আমি যদি সর্ব্বস্ব চাইতুম, বখি বড়ো
আমাকে সর্ব্বস্বই বক্‌সিস্ দিয়ে দিত ।

রমা । কেন, তাকি বুঝতে পেরেছিল ?
জালিম । কেন মা ?

রমা । ওরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে ।
জালিম । তবে এমন পত্র বাবা আমাকে

দিলেন কেন ?

রমা । তিনি ত পত্রের মর্ম্ম জানেন না ।
আর তাতেই বা কি । তোমার পিতা না দিলেন,
আর একজনও ত দিত । কিন্তু জালিম ষড়যন্ত্র—

জালিম । তা হ'লে কি হবে মা ! নবাবকে
কি ওরা মেরে কেলবে ?

রমা । তা কেমন ক'রে বুঝব ? ওবে যড়-
যন্ত্রে ওরা কতকটা কৃতকার্য হয়েছে, নইলে অত
উল্লাস কেন ?

জালিম । অমন নবাবকে মেরে ফেলবে ?

রমা । তা কি করবে কেমন ক'রে বলব ?
তোর যদি সেই ভয়ই হয়, তা হলে তার কি
প্রতিকার করতে পারিস চিন্তা কর । দেবতার
কাছে অস্ত্রবিদ্ধা শিখেছিস, সে কি শুধু শশক-
হতা করবার জন্ত ? তোর প্রাণদাতার প্রাণ-
রক্ষার দায়িত্ব তো—আমার কি ?

জালিম । কেমন ক'রে রক্ষা করব বলে
দাও না ?

রমা । আমি তোকে বলে দেব বালক,
তবে তুই প্রাণদাতার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন
করবি ? রাজপুত্রের ছেলে—কেন, তোর
নিজের বুদ্ধিতে কি কিছু আসছে না ?

জালিম । আসছে ।

রমা । কি আসছে ?

জালিম । ঘাতকের ছোরা যদি কখন নবা-
বের বুকে প্রবেশ করতে চায়, আগে সে আমার
বুক দিয়ে প্রবেশ করবে ।

রমা । বেশ তবে আর কি ! মৃতের রাজ্য
থেকে ফিরে এসেছিস । সে রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার
রাজপুত্র সন্তানের জন্ত চির উন্মুক্ত । দেখিস
জালিম, মৃত্যুদূত কর্তৃক হৃত হয়ে মাথা হেঁট
ক'রে, চোরের মতন যেন সেবাজ্যে প্রবেশ
করতে না হয় । [উভয়ের প্রস্থান ।

(হারদারি ও রাবিয়ার প্রবেশ)

হার । দেখলে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে
কি মা ?

রাবিয়া । দেখে, চক্ষু আমার জলে গেছে ।
মোহাই ফকীর সাহেব, বোঝবার কথা নিয়ে
আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না ।

হার । বেশ, এখন আমি কি করব বল ।

রাবিয়া । চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, কত্তাকে
সঙ্গে নি ।

হার । তুমি যে স্বাধীন নও মা—তোমার
স্বামী আছেন । তিনি মূল্যকের মালিক ।

রাবিয়া । কোথায় বাব ? ঘরে ফিরতে
গেলে যে লোক জানাজানি হবে । আমার
গৃহভ্যাগের কথা স্বামীর ত অগোচর
থাকবে না ।

হার । বিবি সাহেব ! বাগানে প্রবেশ
করবার জন্ত কি বলে তুমি আমার সাহায্য
চেষ্টাছিলে, তাকি তোমার মনে আছে ?

রাবিয়া । কি কথা, আমার মনে নেই
যে ফকীর !

হার । তুমি পরিণামের জন্ত প্রস্তুত হবে
প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, আর সেই কথা শুনেই
আমি তোমাকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ
করিয়েছিলাম ।

রাবিয়া । গেলুম, দেখলুম, কিন্তু কিছুই
বুঝতে পারলুম না !

হার । সে তোমার নসীব ।

রাবিয়া । কিন্তু হজরৎ ! আপনার ত
কিছুই অবিনশিত নেই ।

হার । যদি ভাই মনে কর, তা ত
নেই ।

রাবিয়া । (পদতলে পড়িয়া) দয়াময় !
তাহলে জান-শূন্য কত্তার প্রতি দয়া করুন ।
আমি সমস্তই অন্তরাল থেকে দেখেছি । দেখে
কিছুই বুঝতে পারলুম না । স্বামীর পরত্নীর হাত
ধরে চরিত্রহীনতার অভিনয় দেখে আমার কল-
জের পরদায় বাণ বিদ্ধ হয়েছে । বলুন দয়াময়,
ভিক্ষা চাচ্ছি একবার বলুন, স্বামী কি আমার
এখনও পর্যন্ত অকলঙ্ক শুধাকর ?

হায়। কেন বৃথা প্রাণ করছ রমণী ? অ-
বিশ্বাসের চক্ষু মকলময় দিবাকরের শুভ্রজ্যোতিতেও
মলিনতা দেখে ।”

রাবিয়া। আমি বিবাহ করব !

“হায়। হুনিয়া তোমার স্বামীর চরিত্র
দখলে কি জানে ?

রাবিয়া। চরিত্রহীন।

হায়। তুমি কি জানতে ?

রাবিয়া। পবিত্র !

হায়। তা হ'লে তখন বাধ নবাব-পত্নী,
তুমিও হুনিয়া ছাড়া নও। স্তম্ভভাং বাহিরে থেকে
হুনিয়ার চক্ষু নিয়ে মাহুদ চিনতে যেয়ো না,
শকে যাবে।

রাবিয়া। দোহাই, তা হ'লে লোকে না
জানতে পারে এমন করে আমাকে চেহেল
সেতুনে প্রবেশ করিয়ে দিন।

হায়। “মাক কর বিবি সাহেব, তা পারব
না। আপনার বুদ্ধিতে গৃহত্যাগ করেছে, আপ-
নার বন্ধির সাহায্যে তুমি সেই গৃহে প্রবেশ কর।
[হায়দারি প্রস্থান।]

রাবিয়া। ক্ষুদ্র প্রাণে স্বামীকে অবিশ্বাস
করেছি। নিজের মৃত্যু নিজে ডেকেছি, এখন
ভয়পেলে চলবে কেন ? হুজুর ! চল গেলে ?
দাঁত—কিন্তু তোমার করুণা এখনও এখানে
পড়ে আছে। সেই করুণা অবলম্বন করে
আমি স্বামি-গৃহে প্রবেশ করতে চললুম।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

কক্ষ।

কতেচাঁদ।

কতে। মুরশিদ কুলিখাঁ মৃত্যুকালে আমার
আমার কাছে সাত ক্রোর টাকা পঞ্জিত য়েছে

যান। কাক শব্দীতেও সে টাকার কথা জানে
না। সে টাকা জানি কেবল আমি। টাকা
আমার কাছে থেকে থেকে আমার বন্ধুর
সঙ্গে যেন যিশ গিয়েছে। বিশ বৎসরের
মধ্যে নবাব পরিবারের মধ্যে কেহই কোন
মুহুর্তে ভুলেও সে টাকার কথা উত্থাপন করেনি।
কুলিখাঁর মৃত্যুর সময়ে ওঠেনি, কুলিখাঁর মৃত্যুর
পর আজও পর্যন্ত ওঠেনি। জানবার লোক
একজন আছে, সে দৌলি সরফরাজ। নইলে
কুলিখাঁ কি এতই নিরীক যে, মৃত্যুকালে কোন
আত্মীয়কেই সে টাকার কথা করে গেল না ?
কিন্তু সরফরাজ ধাঁ যদি জানত, তা হলে কি
এত দিন সে টাকার দাবী না করে চুপ করে
থাকতে পারত ? তাকে ত আমরা বুঝতে
পারছি না ! তার পেটের কথা সেই জানে,
আর কেউ জানে না। এখন যদি নবাব সেই
টাকার দাবী করে ? চাইলে ত ওর আপত্তি
করতে পারব না ? নবাবের সঙ্গে আলিমদার
বিবাহ বাধবেই, আর বিবাহ বাধলে পরিণামে
নবাবকেই সম্মতে হবে ; আর নবাব গেলে এই
টাকা সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিত।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, বায় রাহান !

কতে। বহত আজ্ঞা, নমস্কার দাঁত-
(প্রহরীর প্রস্থান) সব দিক বজায় রেখে ি
কাজ হয় ? টাকা রাখতে হলে সরফরাজকে
হুনিয়া থেকে সরাতে হবে, সরফরাজকে রাখা
হয় টাকা দিতে হবে। আসুন বায় রাহান
নূতন খবর কি !

(আলিমদারের প্রবেশ)

আলিম। বাধর ধাঁ এই রাজ্যেই যোগ
চেপে কোথায় গুণ্ডা হ'ল ?

ফতে। কোথায় আর যাবে—আমার বোধ হয় আলিবর্দীর প্রতি ভুলবানী চিঠি গেল।

আলম। আমারও বিশ্বাস তটী।

ফতে। তা হলেই ত মুন্সিলের কথা হ'ল রায় রায়ান! আলিবর্দী খাঁ আসবেন না।

আলম। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন?

ফতে। সে বিষয়ে আপনি স্থির ধারণা করে রাখুন। সে কথা থাক, বলজিলুম কি, ব্যাপার ত ভাল রকম বোঝা যাচ্ছে না। আলিবর্দী খাঁ আমার বন্ধু।

আলম। আলিবর্দী খাঁ আমারও বন্ধু জগৎশেঠ জী!

ফতে। তবেই ত হল, তা হ'লে তার বিপদ ঘটলে কেমন করেই বা চুপ করে দেখা যায়? আর এ রকম ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বিবাদ করে, নবাব কাকে নিয়ে রাজ্য চালাবে? আর কদিনই বা চালাবে?

আলম। বিশেষতঃ দিল্লীর এখন যে রকম দুর্বল।

ফতে। আর সেই সঙ্গে যেকোন শক্তিপূর্ণ চারিদিক থেকে বাংলার মসনদকে বেঁটন করছে, তাতে আলিবর্দীর মত জবরদস্ত লোক না থাকলে নবাবকে দেখতে দেখতে পথে বসতে হবে!

আলম। তবে যখন বয়েন, তখন বলি, এ ভীষণ সময়ে এক আলিবর্দীই বাংলার মসনদে বসবার যোগ্য পাত্র।

ফতে। ও আর বলাবলি কি রায় রায়ান, আলিবর্দী খাঁর মত লোকের হাতে বাংলার শাসন-দণ্ড না থাকলে, বাংলার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হজুর, উজীর সাহেব।

(আইমাদের প্রবেশ)

আলম। এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি? ফতে। নবাব ওঁকে উজীরী থেকে বরখাস্ত করেছেন।

আলম। সে কি? কবে করেছেন?

আহ। একরূপ করাই। তবে প্রকৃত দরবারে আপনাদের সম্মুখেই আমার এত দক্ষিণ অপমানের চূড়ান্ত হবে।

ফতে। কি কারণে হল?

আহ। আপনারা বুদ্ধিমান, আপনারাষ্ট বুঝে বলুন কিসে হ'তে পারে।

ফতে। বুঝতে পেয়েছি, হতভাগ্যের হুঁতুখের আচরণের মূলে রমণী। কিন্তু কে সে?

আলম। সে এর মধ্যে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল?

আহ। তা আমি কি করে বুঝবো? তবে সে রমণী একবার দেখা দিয়েই নবাবকে বাত করে কেলেছে। নবাব এক মুর্খি নিয়ে বিলাস-গৃহে প্রবেশ করলে, আর এক মুর্খি নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমার এত বয়স হয়েছে, এই বয়সে বহু সদস্য লোকের সঙ্গে মেলাদেশ করেছি, কিন্তু মাফ-বের এমন আকস্মিক পরিবর্তন আর কখন দেখিনি।

আলম। উজীর হবে কে?

আহ। হবে কি হয়েছে।

ফতে। এ আপনি কি বলছেন জনাবালি?

আহ। বলি দরবারে ত নিমন্ত্রণ হবে, তা হলেই আমি কি বলছি জানতে পারবেন। সেত আর বেশী বিলম্ব নয়।

আলম। কে উজীর হল?

আহ। সে ত দরবারে হাজির হ'লেই দেখবেন।

ফতে । তবু আগে থাকতেই জেনে রাখি । আগে থাকতে সেলামটা ঠিকতে পারলে নেক্ নজর পড়া যেতে পারে ।

আহ । সেই দুশ্চরিত্রটার সঙ্গে চুটো লোক এসেছে ! একটা স্তন্যময় তার ভেড়ুয়া সেটা হল উল্লীর ; যেটা স্বামী, সেটা হল সেনাপতি ।

আলম । দেওয়ান ?

আহ । না রায়রায়ান ! আপনার চাকরী এখনও বজায় আছে ?

আলম । তা হলে আমাদের ত পালাতে হল দেখছি ।

আহ । আপনারা না পালান, আমাকে কিছু পালাতে হল । আমি এই বৃদ্ধ বরসে সকল লোকের চক্ষে অপমানিত হতে পারব না । আমি এই রাষ্ট্রেই পাটনা বসব হচ্ছি ।

ফতে । আপনি কি পাগল হয়েছেন জনাবালি ? এমন মতিভ্রষ্ট মুক্কের ভয়ে বুদ্ধি যান কি কখন দেশভাগী হয় ? এ রকম বুদ্ধির দৌড় দাঁড়, সে কি পূর্ণ বাংলায় এক দিনের জজ্ঞও রাজত্ব করতে পারে ? তাঁরই নবাবীর অবদান হয়েছে জেনে রাখুন ।

আহ । কিন্তু নবাব তালিবদ্বীপে পাটনা থেকে তলব করেছেন ।

ফতে । আপনি গোপনে তাকে আসতে নিষেধ করে পাঠান ।

আলম । তা হলে বখন আপনি যাবার মনন করেছেন, তখন নিজেই যান ।

ফতে । না রায়রায়ান, ঐর যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না । উনি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না ।

আহ । তা হলে কি কর্তব্য বলুন ?

ফতে । আমি আপনার হয়ে যাবছি ।

আলম । আপনিই বা কেমন করে যাবেন ?

ফতে । আমার যাবার উপায় আছে । আমার পৌত্র বিবাহ করতে কানী গেছে । রাজ খবর এসেছে বরগাজ বাড়ী ফেরবার জন্ত রওনা হয়েছে । আমি পৌত্রকে আগিরে আনবার অঙ্কিলা করে আজ রাতেই মুবশিলাবার পবিত্রাগ করি ।

আহ । আমি আর কি বলব—বৃদ্ধ চিব দিনই আপনারদের আত্মীয় দেখে এসেছে, আপনারদের অন্তঃপ্রবেশেই তার এখন মর্যাদা রক্ষা ।

[আহমদের প্রস্থান ।

আলম । তা হলে আমিও আপনার সময় নষ্ট করব না ।

[আলমটার প্রস্থান ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া । জনাবালি !

ফতে । কে আপনি বিবি সাহেব ?

রাবিয়া । এই অপরিচিতা বিপদ হয়ে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে । আপনি যদি দয়া করে চেহেল সেতুন প্রাসাদে আমাকে পাঠিয়ে দেন ।

ফতে । এতে আর দয়ার বিষয় কি, তত্ত্বাম দেব ?

রাবিয়া । আজ্ঞে হাঁ জনাবালি ।

ফতে । বেশ, এখন দিচ্ছি ।

রাবিয়া । যে তত্ত্বামে জগৎশেঠ-গৃহিণী আগ্রহণ করেন, সেই তত্ত্বাম চাই ।

ফতে । কে আপনি ?

রাবিয়া । ভিধাবিগীই জেনে রাখুন ।

ফতে । তা কেমন করে দেব ? মর্যাদা সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারি, কিন্তু জগৎশেঠনীর তত্ত্বাম আপনাকে দিতে পারি না ।

রাবিয়া। পারেন না ?

ফতে। কিছুতেই পারি না। জগৎশেঠনীর তজ্জাম কখন নবাব প্রাসাদে প্রবেশ করেনি। তাতে আমাকে সমাজে অপদস্থ হতে হবে।

রাবিয়া। নবাব-বেগম চাইলেও পারেন না।

ফতে। নবাব-বেগম বাইরে আসবেন, এ কথা কে বিশ্বাস করবে ?

রাবিয়া। দোহাই জনাবালি বিশ্বাস করুন। কেউ জানতে না জানতে নবাব বেগমকে তাঁর মহলে পাঠিয়ে দিন।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার কশে কলঙ্ক দিয়ে নিজের ইচ্ছাত বন্ধা করতে চান।

রাবিয়া। কলঙ্ক কেন হবে জনাবালি ?

ফতে। কেন হবে তা যদি জানতে পারিতেন, তা হলে আপনি এই গভীর রাত্রে এই অসম্ভব কার্যে সাহস করেন ?

রাবিয়া। আমি আপনার কত্তা।

ফতে। আমার কত্তা যদি এরূপ অসহায় গৃহভ্যাগিনী হয়, তাহলে তখনি তাকে পাখরে বেঁধে জারুবী জলে নিক্ষেপ করি। বুঝতে পারছি, আপনি জগৎশেঠনীর নাম নিয়ে মহলে প্রবেশ করতে চান। অস্ত তজ্জাম চান দিতে পারি। নইলে আপনি গৃহ প্রবেশের অস্ত উপায় অবলম্বন করুন। [ফতেচাঁদের প্রস্থান।

রাবিয়া। হজরৎ! বুঝতে পারিনি, অভি-
মানে মনের আবেগে পরিণামকে অগ্রাহ্য করে-
ছিলুম। তাই তোমার কত্তা তোমার প্রেমপূর্ণ
বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তুমি যেখানেই
থাক না কেন, তোমার ককশ-পূর্ণ দৃষ্টি এ
অভাগিনীর প্রতি এখনও প্রবৃত্ত রয়েছে। অভয়-
দাতা। কত্তাকে অভয় দাও, আমার মান রক্ষা
কর। কই কিছুই ত হল না, তা হলে আর অস্ত
উপায় কেন? এখন মহলে প্রবেশ করতে গেলেই

লোকের চক্ষে পড়তে হবে। সে কলঙ্ক বহন
করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। ঘাই, অন্ধকার থাকতে
থাকতে ভাগীরথীতে বাঁপ দিই।

(আলম চাঁদের প্রবেশ)

আলম। কিছু করতে হবে না মা, আমার
সঙ্গে আসুন। আমি যেতে যেতে আপনাকে
দেখেছি! দেখেই ফিরেছি, কথা শুনেছি।
শীঘ্র আসুন মা, আপনাকে সকলের অজ্ঞাতসারে
মহলে প্রবেশ করিয়ে দিই।

রাবিয়া। আপনি কেমন করে দেবেন ?

আলম। কেন, রায়রায়ান-গৃহিণীর তজ্জামে
আপনাকে মহলে প্রবেশ করাব। যদি কলঙ্ক
হয়, রায়রায়ানেরই হবে, নবাব-গৃহিণীর নাম স্পর্শ
করবে না। কি জন্ত আপনি গৃহ থেকে বহির্গত
হয়েছেন, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। আসুন
মা, আমার সঙ্গে আসুন।

রাবিয়া। এরূপ মহৎ আপনি, ঈশ্বর কখন
আপনার মাথায় অপবাদের ভার দেবেন না।
যদি তার উপক্রম দেখি, যদি লোক অগোচরে
গৃহে প্রবেশ করতে না পারি, তা হ'লে স্থির
জাহ্নন, আপনার নামে অপবাদের ক্ষীণ রেখাও
স্পর্শ করতে দেব না।

চতুর্থ দৃশ্য।

চেহেল সেতুন—কক্ষ।

সরুফরাক ও মালেকা।

সরু। আজকের মতন আমার বেগম মহলে
বিশ্রাম কর বিবি সাহেব! কাল মহল-সরায়
তোমাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেব। এখন
একটা বাঁদীকে ডেকে দিই, সে তোমাকে
বিশ্রাম স্থান দেখিয়ে দেবে।

মালেকা । তা যা হ'ক, এ কি রকম দেখছি হজুরালি ? এত বড় প্রাসাদ—এই প্রাসাদ পার্শ্ব দিতে কি একজনও প্রেতী জাগরিত নেই ? আপনি গৃহে প্রবেশ করলেন, আপনাকে অভিযান করতে একজনও কি এসে উপস্থিত হল না ?

সর । আমি ঘুমিয়ে আছি জেনে, এতদিন তারা সব ভয়ে ভয়ে আমার গৃহ রক্ষার জন্ত জেগেছিল । আজ আমি ফররাবাগে বিলাসে জেগেছি জেনে, আর গৃহরক্ষার প্রয়োজন নেই মনে করে, অবসর বুঝে তারা সব ঘুমিয়েছে ।

মালেকা । তাইত দেখছি ।

সর । তাদের ব্যাকারে দুঃখিত হয়ো না মালেকা ! একদিনের জন্ত তাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে দাও । তারা জানে না, বিলাস করতে গিয়ে নবাব এক স্বর্গীয় স্ত্রী পান ক'রে, বোর নিজায় চকু বুজে ধরে ফিরেছে ! এ বস্ত্র তার চিরনিদ্রা—জানতে পারলে আর ত তাদের ঘুম হবে না ! মালেকা । একদিনের জন্ত তাদের ঘুমতে দাও ।

মালেকা । একি বলছেন হজুরালি ?—নিদ্রা কেন ? বরণ জাগরণ বলুন ।

সর । না মালেকা, নিদ্রা । আজকের এ মাদকতা—যার স্রবণমাত্রাই আমার সর্বেশ্বর অবশ হয়ে আসছে—এ মাদকতা মৃত্যুমিহন পর্যন্ত আমাকে আশ্রয় করে থাকবে । কিন্তু কি বললে মালেকা ? ককীর তোমাকে গান গাইয়ে ধরিয়ে দিলে ?

মালেকা । আর সে কথা কেন তুলছেন নবাব ? কি ক'রে বুঝব ? দুর্বল রমণী ধর্ম-রক্ষার ভয়ে পরীক্ষায় পরাস্ত হয়ে গেলুম । হজুরালি ! করুণাময়ের করুণা বিশ্বাস করতে পারলুম না । বুঝতে পারলুম না, এই মহৎ

সদ আমাকে দেবার জন্ত তিনি কৌশলজাল বিস্তার করেছিলেন । যতদিন না তাঁর হুঁটা চরণ অহুতাপের অগ্রজলে সিক্ত করতে পারছি, ততদিন পর্যন্ত আমার মর্ধ্যবেদনার অবসান হবে না । এমন বিভীষিকাময় ঘটনার সংযোগে এমন মহামূল্য মণি উপহার কিছুতেই ত বুঝতে পারলুম না জাঁহাপনা !

সর । আর কি তাঁর দেখা পাবে ?

মালেকা । পেতেই হবে হজুরালি !

সর । এ ঐশ্বর্য ও বিলাসের মধ্যে প্রবেশ করলে, কখন তাকে পাবে না ।

মালেকা । না পাই, ঐশ্বর্য বিলাস ত্যাগ করব ।

সর । ভেবে চিন্তে—ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে, ঐশ্বর্য ত্যাগ কখন হয় না ভগিনী !

মালেকা । বেশ, এখনি ত্যাগ করি ।

সর । তোমার স্বামী ?

মালেকা । স্বামী আমার অধিকার ত্যাগ করেছেন ।

সর । না মালেকা দুদিন অপেক্ষা কর । বুঝতে পারছি তুমি পারবে । আমি তোমার পরীক্ষা করছিলাম । দুদিন এ দরিদ্রের বিষ-জর্জরিত সংসারে অবস্থান করে বিষের তীব্রতার একটু লাঘব কর—দুদিনের জন্ত একটু শাস্তি দাও ।

মালেকা । যো হকুম হজুরালি !

সর । কি গান গেয়েছিলে মালেকা ?

মালেকা । হজুরালি আজ বিশ্রাম করুন ।

সর । বেশ, কলেক এই গৃহে অপেক্ষা কর, আমি একজন বাদী ডেকে আনি ।

[সরকরাজের প্রস্থান ।

মালেকা । বেগমের আশ্রয় নিতে না পারলে আর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া । খুব এসেছ, মানে এসেছি ।

পথ জনশূন্য—দ্বার কে যেন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় থলে রেখেছে । তার পর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ঘুমিয়েছে । একি তাজ্জব ব্যাপার ! সব ঘুম ! এ ঘুম চোহেল সেতুনে কে তেলে দিলে ? হজরৎ তুমি । কল্লার মর্যাদা রাখতে তুমিই এই কাজ করেছ । তাইত ? ওখানে দাঁড়িয়ে কে ? স্ত্রীলোক দেখছি না ? কে তুমি গা ?

মালেকা । আমি এক জন বিদেশিনী । আপনি কে বিবি সাহেব ?

রাবিয়া । এ ত দেখছি সেই ফরহাবাগের বিবি ! বিদেশিনী, তা এত রাত্রে এখানে কেমন করে জুটলে ?

মালেকা । আমি এখানে নবাবের সঙ্গে এসেছি । আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব ?

রাবিয়া । নবাবের সঙ্গে যখন এসেছ, এই এই গভীর রাত্রে যখন নবাবের কামরায় বসে আছ, যে কামরায় নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, তখন বিদেশিনী বলে রহস্য করছ কেন ? তুমিইত এই চোহেল সেতুনের মালিক ।

মালেকা । এ ঘরে নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত ঢুকতে পারে না ?

রাবিয়া । এই রকমত শুনেছি ।

মালেকা । আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব ?

রাবিয়া ! আমি একটা বাদী ।

মালেকা । না বিবি সাহেব, বিদেশিনী পেয়ে প্রতারণা করছেন । নইলে যে গৃহে নবাব-বেগম প্রবেশ করতে সাহস করেন না, সে গৃহে আপনি প্রবেশ করলেন কি করে ?

রাবিয়া । আমি বাদীগিরি করতে এসেছি ।

মালেকা । তা হ'লে হুকুম করব ?

রাবিয়া । কর ।

মালেকা । আমাকে বেগম মহলে নিয়ে চলুন ।

রাবিয়া । সেইটা পারব না । তুমি এখন নবাবের নবসোহাগের অধীশ্বরী, তাঁর কলিজা—নবান্নরাগের আলিঙ্গন—তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর বাহু যুগল বিক্ষত করতে পারব না ।

মালেকা । ওকি বলছেন, বেগম সাহেব ? এতকাল সহ্যাস করে আপনার স্বামী যে কি বস্ত্র তা চিনতে পারলেন না ? অভাগিনী ! ঈর্ষার পরকোলাহ চক্ষু আবৃত ক'রে, অকলঙ্ক স্রবাকরে কালিমা দেখছ কেন ? আমাকে ভগিনী বলে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়েছেন ।

রাবিয়া । অকলঙ্ক স্রবাকরই যদি জেনেছ, তা হ'লে কলঙ্কের পুঁটুলিটা হয়ে এত রাত্রে এ গৃহে প্রবেশ করলে কেন ? এ গভীর নিশীথে যে তোমাকে নবাবের সাথের দেখবে, সে কি তোমাকে নবাবের ভগিনী বিশ্বাস করবে ? মুহূর্ত্তে নবাবের কলঙ্ক কথাই সহর পূর্ণ হয়ে যাবে । কে কৈফিয়ৎ শুনবে স্ত্রীর ?

মালেকা । ঠিক বলেছেন ত বেগম সাহেব ! দুনিয়া কখন কাজের ভিতর দেখবার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না, সে কেবল কাজের বাহির দৃষ্টি বিচার করে ।

রাবিয়া । ওকি চলছে যে ?

মালেকা । বড় আত্মীয়ের মতন কথা কয়েছেন ।

রাবিয়া । তাত কইলুম, কিন্তু বাচ্ছ কোথা

মালেকা । আর আমি এ গৃহে থাকব না

রাবিয়া । তাকি হয়, আমি তোমায় যে দেব কেন ?

মালেকা । নবাবের মান সন্তান বজায় রেখে চলে যাবার এই উপযুক্ত সময় ।

রাবিয়া । আমাকে মাফ কর বিবি সাহেব !
কলপক্ষে তোমাকে ঘণার চক্ষে দেখেছিলুম ।
এখন দেখছি তুমি স্বন্দর, তুমি মধুর । তোমায়
যেতে দেব না ।

মালেকা । না বেগম সাহেব ! আর বাধা
দেবেন না, মন যাবার জন্ত ব্যাকুল হয়েছে ।

রাবিয়া । দুনিয়া শুধু বাহির দেখে, ভেতর
দেখে না ! এক কথায় তুমি আমার মর্মভেদ
করে দিয়েছ । আমিও তোমার মত দুনিয়ার
বিচারালয়ে দাঁড়িয়েছি—আমি স্বামীর ব্যবহারের
সাক্ষী হতে গৃহত্যাগ করেছিলুম । তোমার
আমার সমান অবস্থা । ভগিনী আমার অপরাধ
মার্জনা কর, তোমার যেতে দেব না ।

(সর্দারাজের প্রবেশ)

সর্ । মালেকা ! মোহ নিজায় চেহেল
সেতুন আছর হয়েছে । একজনও বাদীর সাড়া
পেলুম না । কে তুমি ? রাবিয়া ? তুমি এত
রাত্রে এখানে কেন ?

রাবিয়া । মালেকা যদি এত রাত্রে এখানে
আসতে পারে, আমি আসতে পারি না ?

সর্ । তোমার ত আমি ডাকিনি ।

রাবিয়া । তাই ভাববেন না জানি । সেই
জগুই উপহাসিকা হয়ে এসেছি ! করদাবাগ
থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এ পর্য্যন্ত
বাদীকে দেখা দেন নি । বাদী আছে কি নেই,
এ পুর পর্য্যন্ত নেন নি ।

সর্ । সেটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি ?
রাবিয়া ?

রাবিয়া । বাদী অল্প বৃদ্ধি—সে এ কথার
উত্তর কেমন করে দেবে ?

সর্ । বাদী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে এ প্রশ্নের
যথাযথ উত্তর দিতে পারে ।

রাবিয়া । আমিও উত্তর দিতে পারছি না ।

সর্ । ভাল, অল্প বকমে প্রশ্ন করছি । তুমি
নিজে এসে দেখা করেছ—ভালই হয়েছে !
রাবিয়া ! আমার মনে বড়ই একটা কৌতূহল
জেগেছে । তুমি সেটা চরিতার্থ কর ।

রাবিয়া । বসুন জাঁহাপনা !

সর্ । তুমি রাজ্য বেশী ভালবাস, কি
আমাকে বেশী ভালবাস রাবিয়া ?

মালেকা । এ প্রশ্ন যে, উত্তরযোগ্য নয়
জাঁহাপনা !

সর্ । কেন মালেকা ?

মালেকা । এ বিশাল দুনিয়ার ভিতর সতীর
প্রিয়তম পদার্থ কি তা সতীই জানে । মুলকের
মালিক হয়েছেন, এটুকু জানেন না জাঁহাপনা
যে, একথা কাউকেও বলতে নেই !

সর্ । কেন, স্বামীকেও কি বলতে নেই ?

মালেকা । না জাঁহাপনা ! একথা বললে,
স্বামীর যদি প্রত্যয় না হয়, তা হলে তিনি
অপরাধী হন । সেটা ত জীব পক্ষে সুরথের
কথা নয় !

সর্ । বেশ, মালেকা বেশ । ভাল রাবিয়া,
যদি এ কথার উত্তর দিতে না পার, অল্প প্রশ্ন
করি তার উত্তর দাও ।

রাবিয়া । অধিনীকে আজ এত প্রশ্ন কেন
জাঁহাপনা ?

সর্ । বড়ই কৌতূহল জেগেছে রাবিয়া !

রাবিয়া । রাজার এত কৌতূহল হওয়া
কি ভাল ?

সর্ । কি ভাল, কি মন্দ বুঝতে পারছি না
রাবিয়া ! জীবনের এক স্তরে যে কাজ ভাল
বলে মনে করেছি, অল্পস্বরে তাই আবার মন্দ,
এমন কি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে । তাই আমি
দুনিয়ার ভাল মন্দ দুনিয়াতেই ঢেলে দিতে ইচ্ছা
করেছি । তুমি উত্তর দাও ।

রাবিয়া । বলুন !

সর্। বিলাসিতার আমোদে গা ভাসান দেব শুনে, তুমি বসনাঙ্কলে নয়ন ঢেকে, মর্খাহত কুরগীর ভায় আমার নিকট থেকে ছুটে পালিয়েছিলে ! আমি তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করে ফরাবাগে বিলাস স্তম্ভভোগ করতে চলে গিয়েছিলুম । আমার জানবার বড়ই কৌতূহল হয়েছে, বল ত রাবিয়া, এই সুদীর্ঘ সময়টা তুমি কি করেছিলে ?

রাবিয়া । (স্বগতঃ) আর কেন রাবিয়া, মরণের ভয় প্রস্তুত হ' ।

সর্। আমি জীবনে তোমাকে ইচ্ছানুযায়ী সুখী করতে পারিনি ।

রাবিয়া । কই জাঁতাপনি, আমি ত কখন আপন কে 'অসুখী' একথা বলিনি !

সর্। বলনি, সে তোমার মহত্ব ।

রাবিয়া । আপনি সদাশয়, তবে আমি অসুখী হব কেন ?

সর্। তুমি না অসুখী হ'তে পার । কিন্তু আমি তোমাকে সুখী রাখবার মতন বিশেষ কোনও কাজ করিনি । তথাপি রাবিয়া, আমার বোধ হয় এমন কোনও কাজ করিনি, যাতে তোমার মর্খপীড়া উৎপন্ন হয় । কিন্তু আজ তোমার সেই কোমল মস্তিষ্কে বজ্রের প্রহার করে চলে গিয়েছি । তোমাকে সামান্য দুঃখেই আমি চঞ্চল দেখেছি ! এই দারুণ দুঃখে তুমি কি ভাবে দার্দ্র সময় যাপন করেছে জানতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে ।

মালেকা । নীরব কেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন বেগম সাহেব ! স্বামীর আদেশ ভক্তিসহকারে পালন করলে, রমণীর কখন অধোগতি হয় না । তাহলে আপনাকে বলি, স্বামীর আদেশে এক মুহূর্তের ভয় অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এই

গভীর রক্তনীতে চলে এসেছি । তার পরিশ্রমের প্রধান সাক্ষী আপনি । আমি গৃহত্যাগ করতে বাচ্ছিলুম, আপনিই আমাকে কুলটা জানে জিরস্কার করতে এসে আগ্রহসহকারে ধরে রাখলেন । বলবার কিছু থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন ।

রাবিয়া । আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন ?

সর্। জানলে প্রশ্ন করব কেন ? আমি যা আছি, তাই আছি, ছল তোমার সঙ্গে কেন করব রাবিয়া ?

রাবিয়া । কি করেছি একটা অনুমান বকুন ।

সর্। আবার অনুমানে প্রয়োজন কি ?

রাবিয়া । যদি মেলে, আমার জীবনের সকল দুঃখ, আমার হৃদয়ের সকল অবসাদ এই মুহূর্তেই বিলীন হয়ে বাবে । তখন বুঝব আমার মতন ভাগ্যবতী রমণী হুনিয়ায় নেই ।

সর্। ফরাবাগে বেড়াতে বেড়াতে আমার হঠাৎ মনে হল, যেন তুমি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করেছ । কিন্তু কেমন ক'রে কোন্ সাহসে বাংলার রাণী তুমি গৃহত্যাগিনী হবে, আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও বুঝতে পারলুম না । আমি যুক্তিতর্কে মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারিনি রাবিয়া । যতবারই বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ততবারই তর্কের পীড়ন অগ্রাহ করে আমার মানস চক্রে গৃহত্যাগিনী রাবিয়ার ছবি ভেসে উঠেছে ।

রাবিয়া । আপনার ও দেবচক্ষু, আপনি যা দেখেছেন তা মিথ্যা নয় ।

সর্। তুমি কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগিনী হয়েছিলে ?

রাবিয়া । হয়েছিলুম ।

সর্। কি করে সমস্ত লোকের চক্ষে তুমি গৃহত্যাগ করলে নবাবগৃহিণী ?

রাবিয়া। যাবার সময়ে পরিণাম চিন্তা করিনি। কে দেখলে কি না, গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছিলুম, এগৃহে আর কিরক না। ফররা-বাগে বিলাসের প্রোতে আপনি কেমন ভেসে-ছেন, দেখে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ভাগীরথীতে ভাসব। কিন্তু আমার বোধ হয়, কেউ দেখেনি। শুধু দেখেছিলেন এক ককীর। আমি আশ্র-ণোপন করলেও তিনি আমাকে চিনতে পেরে-ছিলেন, এবং আমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে বাড়ীতে ফিরতে বলেছিলেন। আমি তা না করে ফররাবাগে আমাকে নিয়ে যাবার জন্ত তাকে অনুরোধ করি। আমি পরিণামের জন্ত প্রস্তুত কি না তিনি জানতে চাইলেন। আমি তখন বললুম “প্রস্তুত”, তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সর্। তার পর ?

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, আর প্রশ্ন করবেন না। গৃহস্থামিনী মানের সঙ্গেই গৃহে ফিরে এসেছেন। আমার বিশ্বাস, হুনিয়ার কেউ বেগম সাহেবের গমনাগমন বার্তা জানে না। পুরীর নিস্তরঙ্গতার কারণ আমি এতকণে বুঝতে পারলুম।

রাবিয়া। না মালেকা ! জানতে পেরেছে, আমারই বুদ্ধির দোষে জানতে পেরেছে।

সর্। কে জেনেছে ?

রাবিয়া। আপনার দুই হিন্দু ওমরাও।

সর্। তাদের কাছে প্রকাশের ভয় নেই। আর কেউ জানতে পারেনি ?

রাবিয়া। আমার বিশ্বাস তাই।

সর্। এ বাড়ীর মধ্যে কেউ ?

রাবিয়া। এ বাড়ীর সকলে এখনও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। কেমন করে তারা জানবে ?

সর্। তা যদি না জানে, তা হলে তুমি আমার গৃহের অধীশ্বরী গৃহেই অবস্থান কর। আর যদি কেউ জানে ?

(ঘেসেটীর প্রবেশ ।)

ঘেসেটী। আমি জানতে পেরেছি হজুরালি !

সর্। কে তুমি ? একি ঘেসেটী বেগম ?

তুমি এত রাত্রে নবাবের প্রাসাদে কেন ?

ঘেসেটী। জাঁহাপনা আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

সর্। মিথ্যা কথা ! তুমি তোমার পবিত্র স্বামীর মর্যাদা নষ্ট করে এই গভীর রাত্রে অভিসার করেছে। তুমি জানলে ক্ষতি নাই। তোমার কথা হুনিয়া বিশ্বাস করবে না।

ঘেসেটী। দোহাই জাঁহাপনা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবেন না।

সর্। সত্য কথা চিরদিনই একটু কঠোর হয় বিধি সাহেব। তুমি এখন মহলে ফিরে যাও।

ঘেসেটী। জাঁহাপনা !—

সর্। কথা কাল দিনমানে শুনব, তুমি এ প্রাসাদ ত্যাগ কর।

ঘেসেটী। উঃ ! কি অপমান !

সর্। সমস্ত মান গৃহত্যাগ-মুখে পথে ফেলে এসেছ বিধি সাহেব। সেইখানে যাও। পথে প্রতিভাক্ত মান কুড়িয়ে পুনর্বার গৃহে প্রবেশ কর। এ মোহ-নিদ্রাক্ষর পুরীর মধ্যে এমন একজনও কি নেই, যে জেগে আছে ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুকুম জাঁহাপনা !

সর্। কে তুমি বালক ? তুমি ? এত রাত্রে ? জেগে আছে ?

জালিম! দরিয়া আমার ঘুম যে ভাসিয়ে
নিরে গেছে জাঁহাপনা!

সর! রাবিয়া! পরিণামের জন্ত ত তুমি
আগে থাকতেই প্রস্তুত আছ।

রাবিয়া। আছি।

সর! জাগন্তু প্রহরী! এই রমণীকে
মুরশিদাবাদের বাণ করে দিয়ে এস।

জালিম। এস বিবি সাহেব!

[রাবিয়া ও জালিমের প্রস্থান।

মালেকা। জাঁহাপনা! আপনি গান শুনতে
চেষ্টাছিলেন না?

সর। চেষ্টাছিলুম, কিন্তু শোনার কে?

মালেকা। তুমি করুন।

সর। মৃত্যু রাগিনীতে আলাপ করতে পার?
মালেকা। গৃহের চতুর্দিকে তার সুর
উঠছে, শুনতে পাচ্ছেন না?

সর। মালেকা! যদি সেই সুরে সুর
যেশতে পার, তাহলে আমাকে শুনিয়ে দাও।

মালেকা। সে ত এখানে স্তবধ হবেন
জাঁহাপনা! সে আলাপের স্বর এখানে নেই।
সমীরণের মুহূ ক্রন্দনে, নদীর কল্লোলে, তরু
লতার অশ্রুজলে সে গানের সুর বাঁধতে হবে।
এখানে নয় নবাব! যদি বেঁচে থাকি, একদিন
সে গান আপনাকে শোনাব! কবর প্রাস্তরে—
আপনার সমাধির উপরে! নবাব! আজ আমি
সেলাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

সর। বহুত আচ্ছা! বিবি সাহেব, সেলাম!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহিঃ কক্ষ।

(আলিবর্দী ও নন্দলাল।)

আলি। কি হল নন্দলাল, তোমার ভগিনী-
পতি কি করলে?

নন্দ। সে কি করেছে জনাবালি?

আলি। আমি তাকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে
চিঠি পাঠালুম। ব'লে দিলুম, আমার ভাই
ছাড়া হুনিয়ার কেউ চিঠির কথা যেন না জানে।
সে কি না একটা বছর বশেকের ছোঁড়ার ওপর
সেই চিঠি বিলির ভার দিয়ে চলে এল?

নন্দ। আমার বোধ হয় সে ছেলের ওপর
ভার দিয়েছে। তা যদি সে দিয়ে থাকে, তাহলে
সে কি না বুঝে দিয়েছে? জনাবালি! পরি-
ণাম না জেনে, আগে থাকতেই তাকে এত ছোট
ঠাওরাচ্ছেন কেন?

আলি। তুমি একি বলছ নন্দলাল? ছোট
ঠাওরান কি বলছ? তোমার ভগিনীপতি না হলে
সেই মুহূর্তেই তাকে আমি কোতল করতে তুমি
দিতুম। পরিণাম না জেনে কি আমি তাকে ছোট
ঠাওরাছি? ভাই আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছেন।
তিনি যদি আমার পত্র পেতেন, তাহ'লে কখনই
তিনি সে চিঠি আমাকে পাঠাতেন না।

নন্দ। তাহ'লে সে চিঠি উজীর সাহেবের
হাতে পড়েনি?

আলি। উজীর সাহেবের পাওয়া দুসে
থাক, সে চিঠি নবাবের হাতে পড়েছে। তাই
আমার ওপর এক জুকরি তলবানি চিঠি
এসেছে। নবাব নিজেকে লিখলে পাছে আমি
যেতে ইতস্ততঃ করি, তাই উজীর সাহেবকে
দিয়ে লিখিয়েছে, বুঝেছ?

নন্দ । জনাবালি ! গোষ্ঠীক মাফ হয়, আপনি যা অন্তর্যমান করেছেন, সেটাই যে ভুল নয়, তা আপনি কি ক'রে জানলেন ?

• আলি । সে কি নন্দলাল ! আমি যা অন্তর্যমান করব, তা আবার ভুল হবে কি ? তবে আর আলিবর্দীর বিশেষত্ব রইল কই ? ঈশ্বর আমার সহায়, দেখছি কি ! নইলে যা কখন দিল্লীর বাদসা আশা করেন না, আমার নসীবের তাই ঘটেছে— হিন্দুদের শৌলভের সম্রাট আমার কাছে দূত হয়ে এসেছে ।

নন্দ । কে—জগৎশেঠ জী ?

আলি । এই প্রভাতে তিনি আমার এখানে এসে খবর দিয়ে গেছেন । বলে গেছেন, খবরদার ! অসহায় অবস্থায় মুর্শিদাবাদে বাবেন না । নবাব উজীর সাহেবকে বাধ্য করে সেই চিঠি লিখিয়েছেন । তারপর তোমাকে কি জ্ঞাত ডাকিয়েছে শোন ! ফতে চাঁদ কথার সঙ্গে সঙ্গে একটি ইঙ্গিত ক'রে গেলেন । তিনি অসহায় অবস্থায় মুর্শিদাবাদে যেতে নিষেধ করে গেলেন । অর্থাৎ সহায় নিয়ে মুর্শিদাবাদে যেতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বুঝেছ ?

নন্দ । তাহ'লে এখন থেকে কি আমাদের প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে ?

আলি । থাকতে হবে কি নন্দলাল, বল প্রস্তুত হয়েছি ।

নন্দ । যো হুকুম । নিজস্ব সিং গেল কোথায় ?

আলি । সে কি বিড় বিড় করে বলে গেল । সে বলে, 'জনাবালি । পুত্রকে যোগ্য বুঝেই আমি তাকে চিঠি দেবার ভার দিয়েছিলাম । যদি সে অপরিণত হয়, তাহ'লে তাকে ধরে এনে আপনার সম্মুখেই হত্যা করব ।' আরে পাগল ! বালককে হত্যা করলে, আমার কি লাভ হবে !

কিন্তু আমি যদি মরে যেতুম, তা হলে বাংলার যে ক্ষতি হ'ত, ওরূপ লক্ষ বালকের জন্য গ্রহণেও সে ক্ষতি পূরণ হ'ত না ।

নন্দ । আপনি কি তাকে কোনও কটু কথা বলেছেন জনাবালি ?

আলি । অজ্ঞ কোন কটু কথা বলিনি, তবে তার কথা যে কিছুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ কথা বলেছি ।

[বেগে আলিমের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতঃ

খাপি খাঁ ।

খাপি । হজুর ! সরে যাও । (হস্তহার আলিবর্দীকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করণ)

আলি । কে এ ! ব্যাপার কি ?

জালিম । কার নাম আলিবর্দী খাঁ ?

আলি । কি এ ! কে এ বালক নন্দলাল ?

জালিম । নবাব ! এত বড় আশ্পদ্য ! আমার বাপকে মিথ্যাবাদী বল ।

নন্দ । একি—একি জালিম ! মুলকের মালিক, তাকে তুমি একি ভাবে সম্বোধন করছ ? জালিম । কেও মামা ! গোলামী ক'রে আপনার বুকি ভুল হয়ে গেছে । আপনি হিন্দু হয়ে মর ভুলে গেছেন । সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ভুলে গেছেন । পিতা স্বর্গ ! পিতা ধর্ম ! পিতাহি পরম তপঃ । আমি বাবার চেয়ে এ হুনিয়ার আর কাউকেও বড় মানি না । বাবার যে অপমান করে, সে হুনিয়ার মালিক হলেও আমি তাকে গ্রাহ্য করি না ।

নন্দ । তোমার পিতা কি তোমাকে এই নীতি শিক্ষা দিয়েছে ?

জালিম । পিতা কেন, আমার গুরু দেবতা রাজা হুজ্জন সিংহ । তিনি বলেছেন, 'জালিম ! সকলের কাছে তুমি নম্রতা দেখাবে ; কিন্তু যে তোমার বাপ মার নিন্দা করবে, তার কাছে তুমি

সিংহ হবে, কেশর ফোলাবে, নখর দিয়ে তার
মুণ্ড ছিঁড়ে নেবে। তাতে পাপ নেই।’

আলি। ভাল; তুমি আমার কি করতে
পার ?

জালিম। অস্ত্র ধর !

আলি। যদি না ধরি, তাহ’লেই বা কি
করতে পার ?

জালিম। (বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে ‘বাঘ নখ’
বাহির করিয়া) বল, কি না করতে পারি ?

আলি। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ গমন)

জালিম। ভয় নেই নবাব, আমি শূণ্য
নই। আমি অন্ধকারে বিছান থেকে ঘুমন্ত
ছেলেকে তুলে নিতে আসিনি।

আলি। কি করব হে নন্দলাল ?

নন্দ। তুমি কি উজীর সাহেবকে পত্র
দিয়েছিলে ?

জালিম। সে কৈরিয়ৎ দিতে আসিনি
নাশ। সে নবাবকে খুঁজে নিতে বসুন।

নন্দ। তোমার মাতুলের প্রভু—

জালিম। বেশ—“অত্যাচার করেছি” বলে
নবাব নিজ হাতে বাবাকে আমার চিঠি দিন।

আলি। তোমার বাবাকে নিয়ে এস, আমি
তোমার সমুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

জালিম। তিনি আসবেন না।

আলি। বেশ, তিনি কোথায় আছেন বল,
আমি গিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

নন্দ। আর কেন জালিম নবাবকে লালিত
কর। এইত নবাবের কথার আশি নাকী
হইল !

জালিম। (নতজান্ন হঠাৎ) জনাবালি
লাফ ককন।

আলি। (হাত দরিয়া তুলিয়া) এইত খুন
হরা হয়ে গেল। এখন আমার কাছে থাক।

আমি তোমাকে বালক সৈন্তের মনসবদার
করে দিই।

জালিম। জনাবালি ! ওই ছকুমত করবেন
না। আমি থাকতে পারবো না। কেন, তাও
বলতে পারবো না। (নবাবকে অভিবাদন,
মাতুলের পাদবন্দন ও প্রস্থান)

আলি। নন্দলাল ! ওকে ধর।

নন্দ। এখন কি আর ওকে ধরতে পারিব ?

আলি। আবে তা নয়, বাপ বেটাকে হারান
কর। ও দুটো যদি আমার কাছে থাকে, তা
হ’লে দুটোতে দুলাখ দৈন্তের কাজ করবে, অস্ত্র
জাহাজ বিঘোরে মারা যাবে।

নন্দ। আয়ত্ত করা কঠিন।

[নন্দলালের প্রস্থান।

আলি। তা হক, তুমি তাদের আয়ত্ত
করবার চেষ্টা কর। একি ! একি দৃশ্য
দেখালে ঈশ্বর ? আর কে তুমি অজ্ঞাত বৈষ্ণব
সন্ন্যাসী ? এই অপূর্ণ শক্তির মূল্যদায় হুজ্জন
সিংহের হাত থেকে তুমি অস্ত্র কেড়ে নিয়ে
তাতে জপের মালা পরিয়ে দিবে—দিয়ে মোগ-
লের পরম সখার কার্য করবে। অথবা, কেন
ভাগ্যবান জাতিকে তুমি হিন্দুস্থান পুরস্কার দেবে
বলে, এই অপূর্ণ শক্তি-স্রোত বিপরীত মুখে
ফিরিয়ে দিবে ? একি মোগল ? তা যদি হয়,
তবে দিল্লীতে মোগল অশ্ব বেগে ধবধবের মুখে
ছুটেছে কেন ?

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

খাপি। হুজুর ! ছোঁড়া গেছে ?

আলি। (মুখ বিকৃত করিয়া গেছে) এতক্ষণ
কোথায় প্রাণ নিয়ে লাফিয়ে ছিলে ?

খাপি। মুখ বেঁধেই না হুজুর ! ও
ছোঁড়া ভার খেলোয়াড়—এক টিপে বাকী মুখ
মোজা করে দেবে।

আলি। :বেয়ো বেটা স্নুখ থেকে ।

খাপি। ছোঁড়াটা না বলে না কয়ে ঘরে
কে দেখে, আমি যেমন তার কাণ ধরতে গেছি,
ডা. ফস্ ক'রে কাঁক মেয়ে আমার কাণ ধরে
আঁকে মাটিতে বসিয়ে দিলে। ঝাঁকারি মেয়ে
নে উঠতে যাব, অমনি ছোঁড়া কাঁধের এই
টার কোথায় বুড়ো আঙ্গুলের একটা টিপ
ল! অমনি হাত পা অসাড়। আমি
লুম, বাপ! আমি আলিমন খেলা জানি,
মানজী খেলা জানি, বিনোটা খেলা জানি,
ক খেলা বাপ? ছোঁড়া বললে মদন-
হেনজী খেলা।

আলি। তুই তাহলে বাধা দিয়েছিলি?

খাপি। তবে কি বসে বসে কেবল
বি খাচ্ছিলুম? তবে ওই যে বললুম, মদন-
আহন মিয়া কি তলোয়ার বার করতে সময়
লে! এক টিপেই শুইয়ে ফেললে।

আলি। বলিস কি?

খাপি। ছজুর! বলবার কথা নেই।
মিও দশ বিশ হাজার ফোজ ছেড়ে দাও।
রে বদলে ওই মদনমোহন মিয়াকে নিয়ে এসে
দউড়ীতে বসাত, পাটনার পায়ের আর হুসমন
হাসবে না।

আলি। বেশ, সে বালক তই দরশিদা-
দের দিকে কোথায় গেল দেখ।

[খাপি খাঁর প্রস্থান।]

(চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কি খবর দেওয়ান?

চিন্তা। বা সন্দেহ করেছিলাম তাই। উজীর
সাহেব কক্ষ্যাত। পুরাতন কক্ষ্যারীদের অনেকেই
কক্ষ্যাত,—হাজি লুৎফুল্লা, মদান আলি আর
জেন দিল্লী থেকে নবাগত ব্যক্তি নবাবের
প্রিয়পাত্র হয়েছে।

আলি। নবাগত ব্যক্তি এসেই প্রিয়পাত্র
হ'ল?

চিন্তা। শুধু তাই নয়, সকলেই অতুলমান
করেছে, তারা ছজনেই দরবারে সর্বসম্মতি হবে।

আলি। তাদের নাম জেনে এলে?

চিন্তা। একজনের নাম মীর মক্তেজা খাঁ,
আর একজনের নাম গাউস খাঁ।

আলি। তাহলে উলোাগ করি?

চিন্তা। আর কাল বিলম্ব নয়।

আলি। দিল্লীর পবর না পেলে ত উলোাগ
আয়োজন বুঝা হবে?

চিন্তা। সে বিষয়েও খুব অবিধা হয়ে
গেছে—আপনার নাথে নবাবী সনন্দ এলো বলে
আপনি জেনে রাখুন। আপনি নিশ্চিত হ'রে
যুকের উলোাগ করুন।

আলি। দরত আছে চলো।

দ্বিতীয় গর্তীক।

কক্ষ।

সরফরাজ!

সদু। দিল্লীর বাদশাহ দা এখন অবস্থা,
তাতে উপযুক্ত পদমা পেলে বাদসা পথের
পথিককে বাংলার দেওয়ানী ধরে দিতে পারে।
বাদসাহী প্রবাস্ত্র বিক্রয় করতে পারে। তাই
সব, আমাকে প্রণা করার জন্য বাংলুল
হয়ো না! হালিবর্দী ব্যক্তিগত ব্যাং বাংলার
ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিহীন হয়েছে। প্রতিকার
করতে গেলেই, আমাকে প্রাণ দিতে হবে।
কিন্তু তাতে কি? আমি সর্বদা মহাব্যাধি নিয়ে
দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি
যথার্থই তোমরা আমার বক্তৃতির অভিমান
বাধতে চাও, তা হলে বাংলার নবাবী দফার জল
ব্যগ্র হও।

(জিন্নেত উন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব !

সর্। একি মা ! তুমি এমন সময় একপ-
ভাবে এখানে কেন ?

জিন্নেত। আর তুমি নিজেই যখন বেগম
মহলের আবরু ভেঙ্গে দিয়েছ, তখন আমার
এমন সময়ে এখানে আসতে দোষ কি ? ওরা
কারা তোমার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছিল ?

সর্। ওরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিন্নেত। নবাব ! আমার পুত্রবধু কই ?

সর্। এই চেহেল সেতুনের বাণী কই ?

সর্। সে আপনার লোবে নিজের অপকার
থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জিন্নেত। আপনার দোষে—না তোমার
দোষে ? বালক ! আমার হৃদ্বা দেখে তোমার
জ্ঞান হ'ল না ! বাপের অপমৃত্যু দেখে তোমার
ভয় হল না ? তুমিও শেষে বিলাসে মত্ত হলে ?
সে পাপিতাকে কোথায় রেখেছ ?

সর্। মা ! তুমি পরের কথায় আত্মহারা
হয়ে না। কে তোমাকে এই সকল কথা
শুনিয়েছে ?

জিন্নেত। নিজের চোখে দেখেছি, শুনতে
হবে কেন ?

সর্। বেশ, কি বলতে এসেছ বল ?

জিন্নেত। পুত্রবধুকে এখনি গৃহে ফিরিয়ে
নিয়ে এস। তার সন্তান মাকে না দেখে
বাকুল হয়েছে। আমার কাছে সে আর
থাকতে চাচ্ছে না।

সর্। সে কোথায় আছে তার ঠিক কি ?
আমি তাকে কোথা থেকে ফিরিয়ে আনবো।

জিন্নেত। হুদিন গদি পেয়েই তোমার
এমন পরিবর্তন হয়ে গেল সরফরাজ ? বালকের
কোমলতা কোন্ পাপীয়সীর কুহকে এমন নিষ্ঠুর-

তায় পরিণত হল। ফিরিয়ে আনবে কি না ?

সর্। যদি আত্মহারা না হয়, তাহলে
আনবো না।

জিন্নেত। তবে আমি আনি ?

সর্। সে তোমার ইচ্ছা। তবে এখন
আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না।

জিন্নেত। কিছু প্রয়োজন নেই। সে
রমণী একদিন তার চরিত্রহীন স্বামীকে পরিত্যাগ
করতে পেরেছিল, সে চরিত্রহীন পুত্রকে
পরিত্যাগ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

সর্। মা ! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা
করব ?

জিন্নেত। কব !

সর্। সত্য বলবে ?

জিন্নেত। আমি নবাবের কন্যা, নবাবের
পত্নী, নবাবের মা ! হুনিয়ার ভয় করবার আমার
কে আছে যে, মিথ্যা কইব ?

সর্। তুমি রাবিয়াকে ঘরে এনেছ ?

জিন্নেত। আনিনি—আনতে চলেছি।

সর্। রাবিয়াতো নিজে বলেনি। কে
তার খবর তোমার কাছে এনে দিলে ?

জিন্নেত। বল, তুমি তাকে কমা করবে ?

সর্। বেশ, কমা করব।

জিন্নেত। রাজা আমলচাঁদ।

সর্। বৃহতে পেরেছি, বাও।

জিন্নেত। তা হ'লে আমি আনতে চললাম।

সর্। তা হ'লে আমাকে দেখার আশা
ত্যাগ কর।

জিন্নেত। বেশ, ত্যাগ করলাম।

[প্রস্থান।]

সর্। কে আছে ? (বাথর খাঁর প্রবেশ)
আলমচাঁদ রাঘকে খবর দাও।

[বাথর খাঁর প্রস্থান।]

জানিছি আমার মাতামহ ব্রাহ্মসন্তান।
নবাবীর সমস্ত কঠোরতার অভ্যস্ত হয়েও তিনি
শুভ্রলভ কোমলতা ব্যক্তি করতে পারেন
নি। কেজ্ঞতা মাঝে মাঝে তাঁকে অনেক
কঠোর হাতে ধরে—আমি সেই কোমল
মর্শের আংশিক উত্তরাধিকার। আমি
আমার অপর সমস্ত উত্তরাধিকার হতে
হতে চলেছি। তবু এ পাপ কোমলতাকে কিছুতেই
পরিভাগ করতে পারছি না। পরিত্যক্তা,
দীনার মত লজ্জিতা রাবিয়া। তুমি কিরে আসছ
হলে আমি খুব চেঁচাতে চেঁচের জল নিবারণ
করতে পারছি না। কিরে এস রাবিয়া! কিরে
এস! যার দর্শনলাভের জন্য আমি রাজ্য সম্বল
এমন কি তোমার জায় দ্বী পূর্ণাঙ্গ পরিত্যাগ
করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি, তুমি তাঁর দর্শনলাভ
করেছ। জানি না তুমি আমার চেয়ে কত অধিক
ভাগ্যবতী! সেই ভাগ্য পূর্ণমাত্রায় ভোগ কর
বার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ-ছলে আমি তাঁর
উপপ্রাস্তে নিষ্কম্প করেছিলাম। হাঁক, কিরে
দখন আসছ—যখন কোমল-মর্শী হিন্দু নিজের
পরিণামকে অগ্রাহ্য করে, নবাবের ক্রোধকে
ভুজ্বল করে, তোমাকে ধরে ঘরে ফিরিয়ে আনছে,
তখন এস ঘরের রাবিয়া তোমার ঘরে এস।
হরতঃ! জীবনে বৃষ্টি আর তোমার সঙ্গে দেখা
হ'ল না। তা হোক তোমার করুণা তুমি
রাখ, আমার কোমল মর্শ আমি রাখি।

(বাথর খাঁ ও আলম চাঁদের প্রবেশ।)

সব। কি রায় রায়ান! শুনলুম তুমি নাকি
পরিভ্রান্ত নবাবপন্থীকে বালী রেখেছ?

আলম। (বারম্বার অভিমান করিয়া)
সে কি হজুরালি! তিনি আমার মা! আমার
মাথার মণি, আমার হজুরাইন। আমি তাঁর
গোলামের গোলাম, তাঁর বালী আমার দ্বী।

সব। তাঁকে তুমি গৃহে স্থান দিয়েছ?
আলম। আজ্ঞে হজুরালি, প্রভুর অপরাধে
প্রভুপন্থীর লজ্জা দেখা এ গোলাম সহ করতে
পারেনি।

সব। কেহা বেয়াদব!

আলম। (মন্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান)

সব। তা হ'লে তুমিই তার গৃহপ্রবেশের
করেছিলে?

সব। করেছেলাম।

আলম। আমায়?

তাঁকে গৃহ প্রবেশ করিয়েছি।

সব। অর্থাৎ রায় রায়ান গৃহস্থীর
একটি কলহের বোমা চাপিয়ে দিয়ে। দ্বিধায়
অর্থাৎ, আমার মাথায় আর একটি বোমা
চাপিয়ে—আমার দ্বী মান বাধতে চির-
দিনের জন্য নিজে—দুর্গার কিনে আনলে,
আর আমাকেও লোক সমাজে সম্পদ বলে
প্রচার করলে।

আলম। সে দুর্গাম হজুরালিইত করবা
বাগ থেকে বহন করে এনেছেন।

সব। ফতেচাঁদ আমার দ্বী সর্বদা কি
বিচার বীমাংসা করেছিল?

আলম। হজুরালি, তাঁর কথা কিছু বলতে
পারব না।

সব। তোমায় বলতে হবে কেন—আদি
কি এতই বুদ্ধিহীন রায় রায়ান! ফতে চাঁদ জগৎ
শেঠনীর তজ্জাম দিতে বীকৃত হয়নি, কেমন?

আলম। হজুরালি! নিজেই সব জানেন।

সব। জগৎশেঠ বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ, তাই
সে আমার বুদ্ধিহীন দ্বীকে সাহায্য করেন।
তুমি আমার দ্বী তুলা বুদ্ধিমান, তাই তুমি
সাহায্য করতে ব্যগ্র হয়েছিলে।

আলম। (মোনাবলয়ন)

সর! সে কথা বাক, দ্বিতীয় বার যখন মৎকর্ষক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজ গৃহে স্থান দিয়েছ, তখন অবশ্য এ কার্যের পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই দিয়েছ।

আলম। তা হয়েছি।

সর! কি পরিণাম করনা করবে!

আলম। বন্ধন অথবা বধ উভয়েরই ভয় প্রস্তুত হয়েছি।

সর। বধের কত প্রকার?

আলম। তাও অল্প কয়েকটা আছে। কাসী অথবা গায়েল, বিবশন, অথবা দেহকে বণ্ড করে তাতে লবণ প্রয়োগ অথবা জীবন্ত সমাধি গায়েলের চম্ব উন্মোচন।

সর। যে বালকের উপর আমি বেগম মরশিদাবাদের সীমাস্ত্রে রেখে দেবার ভার দিয়েছিলুম, সেও তখন তুমি অমাত্য করবে না, অপমান দেয়া করবে না।

আলম। আমি কৌশলে তাকে ভুলিয়ে ছিলাম। মরশিদাবাদের সীমা কোথায় সে বালক জানতো না। সে আমাকে সীমা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করে। আমি তাকে আমার বাটিন দল্লিকটে বাগানের দারে নিয়ে বলি “এই মরশিদাবাদের সীমা।” সীমা শুনেই বালক মাকে সেইখানে পরিত্যাগ করে চলে গেল! আমিও অমনি অতি যত্নে মাকে তাঁর গোলামের গৃহে প্রবেশ করিয়েছি।

সর। শাস্তি পাবেই এটি তুমি স্থির বুঝেছিলে।

আলম। স্থির বুঝিনি—তবে অনুমান করেছিলাম।

সর। কোন পুরস্কার অনুমান করেছিলে?

আলম। পুরস্কারের কাজ যখন করি তখন এমন অজ্ঞায় অনুমান করব কেন?

সর। বাখর খাঁ। আমার পিতা যা পূর্বে যে মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়েছিলেন সেই সঙ্গে বে মস্তির মালা, যে সব অলঙ্কার তৈরি করিয়েছিলেন—যে সব অলঙ্কার সেদিনের বাবহার করতে পাননি, সে সব মালা, সেই অলঙ্কার এখনি রুদ্ধকে পরিচয় দাও—তারপর আমায় তাজা চাপিয়ে তাকে বাড়ী পাঠান দাও। সেখান হাঁ হার! একটুখেন ঘেন বাগ বাগ না।

[সরকারজের প্রস্থান]

আলম। দোহাই হাজারি ও হাজারি কিরিয়ে নিন।

সর। কি! হাজারি কি মিথ্যাবাদী, তকুম ফিরিয়ে নেবেন!

আলম। দোহাই ভাই—হামি গোলা হামি সে দরগাহ নানবের পরিচ্ছদ প্রাপ্যে নিজের দেহে তুলতে পারব না।

বাখর। ওকথা এখন শোনে কে? চ চপুন, নইলে এখন লোক ডাকব, তারা চ দোলা করে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

আলম। আমি কিছুতেই সে পত্রি পরবো না—হামি কিছুতেই স্বর্গপদ প্র অনুমান করতে পারবো না।

বাখর। জানেন, আমি মহলের ভেতর মাত্র নবাবের অধীন?

আলম। বেশ আমাকে কোতল কর।

বাখর। জানেন, তকুম তামিল না ক আমার কি হবে?

আলম। আমার মাথা দাও। মা করে পরে নিয়ে যাই—নানবের স্মৃতি চিরদিনের জন্য আমার ঘরে তুলে রাখি।

বাখর । খজা রাইরাইয়ান ! খজা আপনাকে প্রভুভক্তি । নবাবও কি তা বোধেন নি । ক্রোধের বশে তিনি যে গর্হিত কাজ করেছেন, আপনি হতেই কেবল তাঁর বিষম পরিণাম ঘটতে পায়নি, আপনি নবাবের সম্মম রক্ষা করেছেন, সুতরাং আপনিই সেই মহামূল্য পুরস্কারের যোগ্য পাত্র । আশুন আপনাকে সে সমস্ত দিবে প্রভুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করি ।

আলম । কিম্ব বাখর খাঁ, আমি যে বড় গোলমালে পড়ে গেলুম ।

বাখর । কি, জজুরালির চরিত্র নিয়ে ?

আলম । আমি যে তাঁর আর এক মূর্তি ভেবে অনবরত তাঁর অনিষ্ট চিন্তা করছি ।

বাখর । শুধু কি আপনি রাইরাইয়ান—গোলমালে না পড়েছে কে ? আমিও পড়েছি । কারও অপরাধ নেই ! তবে যে তাঁর প্রকৃত মূর্তি না দেখতে পেয়ে জজুরালির অনিষ্ট করতে অগত্য হইবে, তাঁর মত দুর্ভাগ্য দুনিয়ায় আর নাই ।

আলম । তবে কি ফরাসিরাগের ঘটনা সত্য নয় ?

বাখর । মিথ্যা কি সত্য কি করে বুঝাব রাইরাইয়ান ? সে রাইরির ঘটনা যে প্রত্যক্ষ না করেছে, সে বুঝতে পারবে না, যে দেখেছে সে যোগ্যতাতে পারবে না । দেখিই আর আমাকে প্রমাণ করবেন না, চলে আসুন ।

আলম । নবাব ! নবাব ! এক নয়, গোলামের শত অপরাধ—সাক্ষীনা কর । আমি আর সে অপরাধের ভার সহিতে পারছি না ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

মালেকা ।

বন-পথ ।

গীত ।

সপট করি কহিব বধু কপট নাহি রাখনি,

ইহ রজনী আছিলি কার ঘরে ।

কপট যদি কর বধু হামারি নাই মল্ল-হে

নব প্রেমসী শরণি লাগে তোরে ।

মধুননে সাধ ছিল সেবিব হাম তোরে,

মিনি বেতনে নিজ কেতনে কিনি হামারি মোহে—

এ সব যত ধরম বাত পছন্দা তোহারি সাথ

কাছ কাচে গোশলি নাথ মোরে ।

(গাউসের প্রবেশ)

গাউস । তাইত ! যা মনে করছি তাই মনকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না । অস্ত্র পাতে চলে যাচ্ছিলুম ! কিম্ব সঙ্গীত আমাকে লক্ষ্য দ্রষ্ট করেছে । যে সঙ্গীত-ভরস একদিন ধূমের তরঙ্গে শত প্রতিধ্বনির বীধনে জনরকে বন্দী করতো, আজও সেই প্রাশ্বেবাদিনী সঙ্গীত-ধারা আমাকে ভাসিয়ে উজান বাহিরে তোমার কাছে এনে উপস্থিত করেছে ! মালেকা ! তোমাকে যে আমি বন্ধুত্বের পোষার মধ্যে গোপনে সংরক্ষিত করিয়েছিলুম, এই মধ্যে তোমাকে পথের তরুতলে নিক্ষেপ করলে কে ?

মালেকা । হারি জিহ্বাচ আমারি রেবে এসেছিল, সেই আমাকে এই খানে নিক্ষেপ করেছে ।

গাউস । সে কি, নবাব ? একথা বিশ্বাস করতে পারছি না মালেকা !

মালেকা । নবাবের অন্তঃপুরে বাংলা রাজলক্ষীর সঙ্গিনী হতে গিয়েছিলুম । গিবে দেখলুম, সেই রাজলক্ষী নবাব-গৃহ হতে নির্বাসিত হচ্ছেন । যেখানে অধীশ্বরীর স্থান হ'ল ন

সেখানে সন্নিহিত স্থান কোথায় ? আমি নবাব-বেগমের অবশেষে ছুনিয়া ঘুরতে চলেছি ।

গাউস । ভুল করেছ মালেকা ! আমি আসবার সময়ে একটু সামান্য ধবর শুনে এসেছি । নবাব-গৃহিণী কোনও গুমরাওয়ার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন । নবাবের মাতা জিন্নেতউল্লাহা বেগম তাঁকে আজ আনতে সেই গুমরাওয়ার গৃহে গিয়েছেন । এতক্ষণ বোধ হয়, নবাব-বেগম মহলে প্রবেশ করেছেন ।

মালেকা । নবাব নিজেকে আনতে যাননি ?
গাউস । না, তাঁর মা ।

মালেকা । তবে নবাব-বেগম মহলে প্রবেশ করেছে তুমি জানলে কেমন করে ?

গাউস । নবাবের মা আনতে গেছেন, তিনি আসবেন না ?

মালেকা । এক নবাব ছাড়া, তাঁর সৃষ্টিকর্তা পর্য্যন্তও যদি বেগমকে ফিরে আসতে অনুমতি করেন, তথাপি তিনি ফিরে সে পরিভ্রমণ গৃহে প্রবেশ করবেন না ।

গাউস । তুমি পাগলের মত যা বললে, তাই কি আমি বিশ্বাস করব ?

মালেকা । আমি পাগল ? বীর ! আজীবন অস্ত্র সাধন করেছে, রমণী হৃদয়ের মৰ্যাদা তুমি বুঝবে কি ? সত্য-হৃদয়ের অভিমান-মৰ্যাদা হুনিয়ার কে জানে জানি না ! সত্যি নিজেই তা অনুভব করতে পারে না । সৃষ্টিকর্তা যদি বলে পারি, তাঁর সৃষ্টিতে আমি সন্দেহ করি ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া । তাইত ! হুনিয়ার কোন স্থান চিনিনি ! আমি এ কোথায় চলেছি ঈশ্বর !

মালেকা । কি দেখছ স্বামী ! হৃদয় আমার দর্প রক্ষার জন্য আমার প্রাণের প্রাণ আমার কাছে এনে দিয়েছেন । এসু গাঙ্গী, এস

বাংলার রাজশ্রী ! কোথায় চলেছ বুঝতে পারছ না ? তার বাবীর কাছে (ছুটিয়া রাবিয়াকে ধারণ) । ঈশ্বরের নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তিনি পথে পথে তোমার জন্য বাবী রেখেছেন । আমি ভাগ্যবতী, তাদের মধ্যে প্রথম ।

গাউস । এই রাণী ? তাইত একি দেখলুম ? এই রাণী ? কি করলে নবাব ? সরোবরের মুহূর্তে হিলোলে যে কাতর হয়, সেই পুষ্পরাণীকে বৃষ্টিচ্যুত করে পথে নিক্ষেপ করেছে ?

রাবিয়া । তাইত ! তাইত ! তুমি ভগিনী মালেকা ? তুমি ঈশ্বরের প্রলোভন, স্বামীর প্রলোভন ত্যাগ করে আমার অপেক্ষায় পথে দাঁড়িয়ে আছ ?

মালেকা । তা'ত চেড়েছিলুম, কিন্তু কমলি ছাড়ে কই ! ওই দেখ আমার গাভোল স্বামী—তোমার গোলাম, আগে থাকতেই আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে । এস বিশাখা বুদ্ধিহীন ! মৰ্যাদা দাও, প্রভুপত্নী তোমার সম্মুখে ।

গাউস । (নতজানু হইয়া) অভিমানে একি করলে মা ? ফের মা—ফের । স্বামীর উপর অভিমানে আয়তন্য—স্বামীর মত । দোহাই মা, দেশের স্ত্রী নষ্ট কর না । বল মা একবার বল, তোমাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাই ।

রাবিয়া । আমি ফিরব না । আমি ভিক্ষা-পাত্র করে হুনিয়াবাসীর দ্বারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চলেছি ।

গাউস । দোহাই রাণী, নিকটে আছি, এখনও একবার নিজের অবস্থা প্রণিধান করুন । পথে অগণ্য দস্যু—আপনারা দু'জন অবলা ।

রাবিয়া । আর আপনি ?

গাউস । আমি কি, তা আপনাকে কি পরিচয় দেব ? আমি আমার তিন হাজার পাঠান

চরকে অনিতে চলেছি। যদি আসবার অব-
শ্য পাই, তখন মুরশিদাবাদবাসীকে জানাব,
মি. কি। এখন আমি আপনাদের চেয়ে
দিক বলশালী নই।

রাবিয়া। তবে তুচ্ছ অবলার ইচ্ছা রাখতে
জার অনিষ্ট কেন করছেন জনাব? শীঘ্র
ন, আপনার দিগ্‌বিজয়ী পাঠান সহচরদের
নে আমার স্বামীর মননর রক্ষা করুন। তখন
তীব্র অরোগে ব্যাঘ্রে আমাকে গ্রাস করতে এসে
আমাকে পিঠে করে মহলে রেখে আসবে।
জা গেলে, স্বর্ণ অট্টালিকার ভিতরে বাস
কলেও, পথে পথে এখন আমার যা ইচ্ছা,
যে (অস্থির অস্থিরিত্তে সংলগ্ন করিয়া)
তাকে অংশও থাকবে না।

(জিন্নেত ও অশ্বারী নৈভগণের প্রবেশ)

জিন্নেত। মা অভিমান ত্যাগ কর,
ধরে এস।

রাবিয়া। কেন মা, জ্ঞানহীনীর মত অসু-
বোধ করেছে, আমি কিরব না।

জিন্নেত। কিরব না বললে শুনতে পারব
না, আমি তোমাকে না নিয়ে ঘরে ঢুকব না—
বহন করছি।

মালেকা। কে তুমি? কোথায় তোমার ঘর?

জিন্নেত। সে পরিচয় তোকে কি দেব?

মালেকা। তোমার কি পরিচয় আছে
নবাবজননী?

জিন্নেত। কি অত্যাগিনী, বংশমর্যাদা পথে
ভড়িয়েছে? এই ছোটো নগণ্য পথিকের কাছে
আত্মপরিচয় দিয়েছে?

মালেকা। ছড়িয়েছেন তোমার পুত্র—
কুসারে তাকে আরও বিকশিত করতে এসেছে
তুমি। আমায় সেই নির্দোষ স্বামীর গোলাম ও
বানী—তাকে আঁচলে কুড়িয়ে নিতে এসেছি।

জিন্নেত। এই, তোরা এই :পাগলিনীকে
ধরে নিয়ে ঘরে চল। যদি কেউ বাধা দেয়—
তাকে হত্যা করবি।

গাউস। হজরাইন—মহলে ফিরে আসুন।
মালেকা। কি পুরুষ! অবলাকে শুধু
উপদেশ দেবার দাফা আছে, না এই বীরপুরুষ-
দের বাধা দেবার শক্তি আছে?

গাউস। কি রাণী, ফিরে যাবার ইচ্ছা
আছে?

রাবিয়া। কোথায়, কার ঘরে ফিরব?
উনি কে? উনি অতি ভালমানুষ, তাঁর সংসার-
জ্ঞান কিছু নেই। পুত্রের চরিত্র উনি কিছু
জানেন না। আমাকে তাঁর বিনা আদেশে
সঙ্গে নিয়ে গেলে, তাঁকেও পুত্র মৃৎ সেখান
মাশা এ ভয়ের মত তাগ করতে হবে।

গাউস। তাহলে ফিরবেন না?

রাবিয়া। না। এক নবাবের নিমন্ত্রণ
ছাড়া, জনমীর আর কারও নিমন্ত্রণে ফিরব না।

গাউস। যাও, নবাবজননী, ফিরে যাও।

জিন্নেত। ধরে আন—তোদের চক্ষে
উপরে যদি কুলীখীর বংশের গৌরব নষ্ট হয়,
তাহলে তোদের সকলকেই তার জবাবদিহি
করতে হবে। নবাবের কোষের এক সময় না
এক সময় উপশম হবে, কিন্তু তোদের আর
বাঁচতে হবে না। যা, ধরে আন—আমি বলছি
ধরে আন—বন্দিনীর মত ধরে আন—যদি ওই
ছোটো বাধা দিতে আসে, তখনই কোঁতল
করবি।

গাউস। এইও উল্লুকে!—মালেকা!

মালেকা। এই যে সরদার—পাঠান
আত্মরক্ষার সহচর সঙ্গে সঙ্গে আছে।
(মালেকার অস্ত্র বহিষ্করণ। গাউসের নৈভগণকে
আক্রমণ)

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। খবরদার! মূর্খ! ক্ষুদ্র প্রাণীবধে হাত উৎসাহ দেখাচ্ছ কেন? এত আয়তনাব্যাপ্তি, একটা তুচ্ছ রমণীকে জল থেকে তুলতে তুমি রাজ্যটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ! এক লম্বাঘাট অস্ত্রাঘাত জীবনের ঘটনার কত পরিবর্তন করে তা জান?

গাউস। হজরত, এই একটু বিলম্বে অনিষ্ট হবে?

হায়। কালকে কখন ক্ষুদ্রজ্ঞান কর না। কালের একটু ক্ষুদ্রাংশও অনন্ত—গাউস খাঁ, সেও অনন্ত শক্তিদধি।

গাউস। মালেকা, আর আমি তোমার বাণীর রক্ষায় সময় নষ্ট করতে পারলুম না। তিন হাজার পাঠান সৈন্যের আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

(অভিলাষন ও প্রস্তান)

হায়। দাঁড়িয়ে দেখছ কি রাজবাণী, পুত্র-বধূকে পথে ছেড়ে নিজে গৃহ প্রবেশের চেষ্টা কর। বিলম্ব করলে গুরুই সঙ্গে তোমাকেও পথে গুরুত্ব হবে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পুত্রবধূকে পথে নিক্ষেপ করেছে কে? আমি বলব তুমি। মমতাময়ী রমণী, মনস্তা ভিন্ন তোমার ভাণ্ডারে আর কিছুই ছিল না। সেই মমতায় হুনিয়াকে আবৃত করতে গিয়ে, আপনাকে অনাবৃত করেছ, পুত্রকে অনাবৃত করেছ, পুত্রবধূকে অনাবৃত করেছ।

জিন্নেত। হজরত—হজরত। রক্ষা কর। আমি অক্ষকার দেখছি।

হায়। আলোকশূন্য দেশে আর যে দেখবার কিছু নেই রাজবাণী? যাও মা মমতাময়ি, হবের বাও। এখানে আলোক দেখাই মরীচিকা। অক্ষকারই এখানে সত্য, অক্ষকারই এখানে আশ্রয়, অক্ষকারই আলোক।

জিন্নেত। হা হুহুহু, আমার অদৃষ্টে শেবে এই ছিল!

[জিন্নেত ও সৈন্যগণের প্রস্থান।]

হায়। এস মালেকা, এস বাণী, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, বাজালার নবাবাধিকার নাশের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। সে অভিনয় দেখবার যদি চরমবল থাকে, সঙ্গে এস।

মালেকা। রাজা রক্ষা হবে না?

হায়। কই মা, প্রকৃতির মুখের এক প্রান্তে যে একটু হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছি না!

রাবিয়া। হজরত! আপনিও পারবেন না?

হায়। রক্ষা! জরুর প্রাণ ব্যাকুল, কি অদৃষ্টের বাণী।

মালেকা। রক্ষার চেষ্টা?

হায়। বিড়ম্বনা—অদৃষ্টের বাণী।

রাবিয়া। অদৃষ্টের বাণী কি মিথ্যা হয় না?

হায়। অদৃষ্টের বাণীতেই হুনিয়ার সৃষ্টি। সৃষ্টির আগেও তা যেমন সত্য, সৃষ্টির পরেও তা যেমন সত্য। এখন তোমরা কে কি করতে উত্তর দাও। আমার নেমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। (মালেকা অবনত জাহ্নু হইল) কি অভিপ্রায়?

মালেকা। অন্তর্যামী গুরু—অভিপ্রায় আপনি বলুন।

হায়। বাও, চেষ্টার ইচ্ছা হয়েছে—চেষ্টা কর।

মালেকা। আপনার কথাব ভাবে বুঝছি, বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রে মুরশিদাবাদের কণা ছিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু হজরত, যতদিন পর্যন্ত আমার স্বামী জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গ ভাগ করতে কষ্টাত্মক আদেশ করবেন না। অদৃষ্টের বাণী আপনার রূপায় যেন স্তন্যপান পাচ্ছি—অতি সুস্বাদু।

ভাড়া। তীরে—ওই ওই যেন বলছে—
বর্গচাত্ত তারকা সরস্বতী, আর কেন দুনিয়ার
অবজ্ঞান পড়ে যরণী পাও ?” আবাহন গানের
শব্দ উঠেছে। স্বর্গের দূত তাকে আলিঙ্গন
করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। তবু, তবু—
আমার সে গুরুদত্ত সঙ্গোদর—গুরু, গুরু,
আমরা পাঠান দম্পতী তাকে পরিত্যাগ করতে
পারব না। সেলাম হজরত, সেলাম রাণী।

হায়। এত মা নবাবমহিলা! স্বামীর উদ্দেশ্যে
বতীর সন্দেশ করে যে অবস্থা তুমি সাগ্রহে
আবাহন করে এনেছ, সেই ভিক্ষুগণীর
অবস্থা, তোমার স্বামীর চিরস্তন নথী—এই
ভিক্ষারী সঙ্গে নিত্য ভোগে তুলিলাভ হবে এস।
রাণিয়া। আর কণ্ঠ্যকে কেন তিরস্কার
করেন হজরত—মদ্যপের গা মিথ্যা নয়।

হায়। তা নর বুঝে থাক মা, তাহলে
সকল অবস্থায় তুমি রাণী।

চতুর্থ গর্তীক ।

কক্ষ ।

আলিবর্দী ও ঘেসেটী।

আলি। নবাব কি করেছে ? ভাই
দাহেবকে বরখাস্ত করেছে ?

ঘেসেটী। বরখাস্ত সে ত করেছে। তাছাড়া
নিত্য অপমান করেছে। চাচা আর বাচবে না।

আলি। নবাব নিজের অপমান করেছে ?

ঘেসেটী। নিজের দরবারে সমস্ত ওমরাওয়ার
সম্মুখে সামান্ত মুচরীকে যেমন বরখাস্ত করে,
সেই রকম করে বরখাস্ত করেছে। তারপর
তার ওমরাওয়ার দিয়ে অপমান করেছে।
মর্দীন আলি ও লুৎফুল্লা, ঘাটে পথে, চাচাকে
যেখানে দেখেছে, সেইখানেই মুখে বা আসে
তাই বলছে। আমার কথা, চাচীর কথা,

আমিনার কথা—আর কার না? পিতৃব্য
বুঝি আর বাচেন না? তিনি দিব্যরাজি
করে কাঁদছেন।

আলি। ক'রো, তোর চাচাকে সঙ্গে
ক'রে আনিয়া দেখে ?

ঘেসেটী। আমি নিজের হুখে জানাতে এসেছি?

আলি। তোর স্বামীর হুখে কি ?

ঘেসেটী। বরং নবাব আমাকে—

আলি। আর বলতে হবে না। রক্ষা কর

ঘেসেটী, আর আমাকে ব্যাকুল ক'র না,
চলে যাও। ভাল, দাবার সময় একটা কথা
বলে যাও। এক বালক তোমার পিতৃব্যকে
এক খানা চিঠি দিতে গিয়েছিল, পিতৃব্য সে
চিঠি পেয়েছেন ?

ঘেসেটী। পেয়েছেন। সে অল্প বালক
অল্প উপায়ে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির
জোরেই পিতৃব্য শত অপমান করে মরশিদাবাদে
এখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

আলি। বেশ! তা হ'লে তুমি এখন
বিশ্রাম নাও।

ঘেসেটী। আমি বিশ্রাম নিতে আসিনি, আমি
আপনার সম্মুখে জ্বর খেয়ে মরতে এসেছি।

আলি। অত অস্থির হ'লে ত চলবে না মা!

ঘেসেটী। আমার অপমানের, আমার পিতৃব্যের
অপমানের প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করুন।

আলি। এ ত জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করবার
কথা নয় মা! এ সব অপমান আমার। তোমাদের
কি মর্ম-বেদনা? তার শতগুণ মর্ম-বেদনা আমার।
বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সে অপমানের প্রতিশোধ
নিতে হবে। নাও, এখন আমার চিত্তের ব্যাকুলতা
বুঝি কর না। আমাকে চিন্তা করবার
অবসর দাও, মহলে যাও, বেগম সাহেবের সঙ্গে
সাক্ষাৎ কর। [ঘেসেটীর প্রস্থান।

বাঙ্গালার মসনদ ।

আলি। শ হয়েছে, অজিলা হুটেছে।
মানার কার্যে এই সহায়, কেবল বাদী এক
বেগম। কিছুতেই এক বোঝাতে পারলুম
না! তার একবার বাদীকে একে চলচ্ছক্রিহীন
করেছে, সমস্ত উদ্দেশ্য অধিকার করে আজও
অগ্রসর হতে পারছি না। মরশিমাণে নিকে
অভিযান করবার কোনও কারণ নিশ্চয় করতে
পারলুম না। আজ অজিলা হুটেছে, বেগম
সান্তেব আর আমার গন্তব্য পথে থাকা দি-
পারছে না। (খাপি খাঁর প্রবেশ।)

খাপি খাঁ। শিগগির দেওয়ানকে খবর দে।
খাপি। খাপি খাঁ কবে দেরি করে খবর
দিয়েছে?

আলি। গিয়ে বলবি, “যে অবস্থায় আছেন,
সেই অবস্থায় আছেন।”

খাপি। বলব না ত কি বোঝার মতন
দাঁড়িয়ে থাকব?

আলি। আরে মর বেটা! আর দাঁড়াইনি—
এখনি যা।

খাপি। তাই বল।

[প্রস্থান।

(নোয়াজেস প্রবেশ।)

আলি। কেও? নোয়াজেস? তুমি এত রাত্রে
এখানে কেন?

নোয়া। আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে
এসেছি।

আলি। কি শুভ সংবাদ?

নোয়া। আপনার কত্তা নবাব কর্তৃক
অপমানিতা হয়েছে।

আলি। মূর্খ! এটা তোমার পক্ষে শুভ
সংবাদ হল?

নোয়া। আমার পক্ষে হবে কেন পিতৃব্য,
আপনার পক্ষে। আপনি মুরশিদাবাদে অভিযানের

সমস্ত উদ্দেশ্য করে, শুধু এক চাঁচীর
পত্নীর ভায় বসে আছেন। আপনি প্রব-
শক্রির অধিকারী হয়েও সেই পবিত্র রমণীর দৈব-
শক্তিকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। তার
একটি একটি স্মৃষ্টি কথার আঘাতে আপনার
অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আপনার কত্তা
অপমান কথার মালিশ দিয়ে আপনার সেই সৃষ্টি
দৃঢ় করে দিয়েছে। যেসেটা তার মায়ের কাছে
কানছে—মায়ের মূণ মলিন হয়েছে। তিনি
বুঝলেন, আর তিনি আপনার অভিযানে বাধ
দিতে পারছেন না। এমন শুভ সংবাদ আপ-
নি অন্তে পাবেন না, এমন শুভ দিন আপনা
আর আসে না।

আলি। এক দুঃখের কথা নোয়াজেস
তুমি তোমার পিতৃব্যকে এত হীন বিবেচনা কর
তোমার পিতাসেখানে নজরবন্দী—অপদস্থ—
কর্তৃক লাঞ্চিত, আমার কত্তাও অপমানিত—যা
বীরের অহংকার নিয়ে শক্তি থাকতে প্রতিবাদ
করে চূপ করে থাকবো?

নোয়া। হীন বিবেচনা করলে, আমি আ-
নার কাছে আসতুম না। আপনি শক্তির
বলেই, আপনার সেই শক্তির জাগরণ দেখে
এসেছি। তবে কি জানেন পিতৃব্য, শক্তি থাকা
চূপ থাকা অতিবড় শক্তিমানের কাজ।

আলি। তা কি কখন কেউ থা-
নোয়াজেস?

নোয়া। আছে বই কি পিতৃব্য। আ-
তাকে দেখেছি।

আলি। কোথায় দেখেছ?

নোয়া। যেখানে আপনি সর্বসম্মত দাব
মানস করেছেন। সেই মুরশিদাবাদে।

আলি। বলতে যদি বাধা না থাকে,
হল বল কে সে।

নোয়া। যার বিরুদ্ধে আপনি অভিযান করেছেন, সেই নবাব সরকারই খাঁ।

আলি। আর একটা আমি জানি।

নোয়া। কে সে পিতৃব্য?

আলি। সেটা আমার গুপ্তর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-পুত্র ও জামাতা নোয়াজেস খাঁ।

নোয়া। আপনি রহস্য করছেন। কিন্তু আপনি যখন রহস্যের ছলেও আমার শক্তির কথা প্রকাশ করেছেন, তখন আপনাকে বলি, আপনি আমার পিতৃব্য, চির মাননীয়; সুতরাং যাবেন আমি আপনাকে রহস্য করছি না। আমি বড় হতভাগ্য। আমি এক দিন ওই মহাদ্বার কাছে শক্তি মন্ত্রের সাধন শিক্ষা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অপারগ হয়ে ফিরে এসেছি। তথাপি মন্ত্র পিতৃব্য! অতি অল্প দিনের সাধনায় আমি যে বংশসাম্রাজ্য শক্তির অধিকারী হয়েছিলাম, তাতেই আমি বলদ্রুপ দান্তিক আলিবর্দী খাঁকে এক মুহূর্তে বিধ্বস্ত করতে পারি, তাঁর প্রভুত্বক বিধ হাজার সৈন্যকে এক মুহূর্তে উন্মুক্ত রূপায় হস্তে তাঁরই বক্ষ বিদ্ধ করবার জন্ত ধাবিত করতে পারি। বোল বছরের নীরব সাধনায় তাঁর শক্তি বোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চলেছেন? [প্রস্থানোত্তত।

আলি। নোয়াজেস খেন।

নোয়া। আপনি বাংলার মসনদের ভিত্তারী। একবার নবাবের সমুখে যান, হাত পাতুন, তৎপরেই বাংলার অধীশ্বরত্ব আপনার লাভ হবে। সেটা তুচ্ছ নামঘরীর জন্ত আপনার অভিযান কেন? বাংলার রাজশ্রী বহন করে আনবার জন্ত এত বাহক কেন? তবে দুর্ভাগ্য, একথা আপনার বিশ্বাস হবে না।

আলি। নোয়াজেস! একি সত্য বলছ?

নোয়া। যদি অপর দিকে পূর্ণ বোল কলায়

বল পান, ওই অগ্রসর হোন। নতুবা হবেন না।

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

আলি। তাইত, এ পাগলটা বলে কি? আমাকে যে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল! না না, আমিও কি পাগলটার সংস্পর্শে পড়ে পাগল হলাম! সরকারাজ শক্তিমান! এয়ে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না। তবে অগ্রসর হবার মুখে পাগলটা আমার মনটাকে কেমন টলিয়ে গেল! সরকারাজ শক্তিমান? চিরদিন থাকে নিষ্ক্রিয়, অলস, অকর্মণ্য, মতিহীন, ধর্মহীন বলে জানি, যে কখন সাহস করে একটা দিনও বেগম মহলের সীমা-অতিক্রম করলে না, সে কেমন করে লোকের চক্ষু ধুলি দিয়ে শক্তিমান হ'ল? এক অলসের শক্তির সাক্ষী, আর একটা নিষ্ক্রিয় স্ত্রী-স্বভাব-বিশিষ্ট অলস। কার কথার আলিবিদি তুমি অগ্রগমনে বিরত হচ্ছ?

(চিন্তামণির প্রবেশ)

ছি চিন্তামণি! আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা বাচ্ছ!

চিন্তা। নিদ্রা বাচ্ছি কে বললে জনাবালি? আর বিলম্ব করবেন না। আমি ত দেখছি আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। চলে আসুন—

আলি। কোথায়?

চিন্তা। এ আপনি কি বলছেন? সমস্ত ফৌজ আপনার আদেশের অপেক্ষায় এক পা সুরক্ষিতাবাদের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলি। কই সনাক্ত এল না।

চিন্তা। কে বললে এল না? বাদসাঁ মহম্মদ সা আপনাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা সুবেদার নিযুক্ত করেছেন।

আলি। সনাক্ত—সনাক্ত—চিন্তামণি সনাক্ত।

চিন্তা। গোলাম কি আনীর সঙ্গে রহস্য করছে জনাবলি ? (সনত বাতির করিয়া) এই দেখুন বাবসাহী পাঞ্জা, এই দেখুন নবাব আলিবর্দী খাঁ, আর এই দেখুন নতুন উপাধি নবাবজঙ্গ ।

আলি। (হাত) চিন্তামণি ! শুনলে না ? তোমার অন্তর্গত দিবে কি এক মোহকর আবাহন গান দ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করলে শুনতে পেলো না ? বলছে সন্দেহ কর না আলিবর্দী ! আমি তোমাকে বাংলার সিংহাসনে বসবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। কিয়ৎ পে গান কত দূরে ? অতি সঙ্গ স্ববে—যেন ভাগীরথী তীরে। বলছে আলিবর্দী চলে এস, অনেকক্ষণ অপেক্ষায় দাড়িয়ে আছি। চিন্তামণি ! শোন, কি মধুর ! শুনতে পেলো না ?

চিন্তা। আমাদের নাগরীর আওয়াজ শোনা কাণ। সেই মুরশিদাবাদেই গিয়ে শুনব জনাবলি।

আলি। বেশ, চল—চল চিন্তামণি কিয়ৎ চলতে চলতে শোন, এক ফকীর আমাদের বলে গেছে, তোমার অদৃষ্টে মননদ লেখা আছে। অদৃষ্টের লেখা মিথ্যা নয়। এবারি মুরশিদাবাদ দরবারে খবর পাঠাও, আমি ভোজপুরী জমীদারদের দমন করতে মজবুত পথে বদ যাত্রা করলুম।

পঞ্চম গর্তাক্ষ ।

নিবির।

(ছেদন খাঁ ও সরদারগণের প্রবেশ)

১ম সর। আমাদের কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে সরদার ?

ছেদন। ভোজপুর। ভোজপুরের জমী-

দারের বিদ্রোহী হয়েছে। দিল্লীতে পাঠাবার জ্ঞা বে সমস্ত থাকনা সংগ্রহ হয়েছিল, তা তারা লুণ্ঠ করেছে। ভোজপুরীদের দমন করতে এক বৎসর পূর্বে আমি আলিবর্দী খাঁর সহায় হতে স্ববেদার কর্তৃক প্রেরিত হয়ে ছিলাম। অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করে বহু চেষ্টায় ভোজপুর দখল করেছিলাম; কিন্তু নারৈব স্ববেদারের দয়ার জ্ঞা আমাদের সে বারের যুদ্ধজয় বিফল হয়েছে। নবাব আলিবর্দী খাঁ তাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে আমাদের শত্রুকুল নির্মূল করতে নিরস্ত করেছিলেন। আজ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করতে যেতে হবে।

২ম সর। পথ কি অতি দুর্গম ?

ছেদন। অতি দুর্গম। আজন্ম যুদ্ধ বাবসাহী আমি, আমাদেরও পথের জ্ঞা সময়ে সময়ে বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছিল।

১ম সর। এবার কিন্তু আর তাদের কমা করতে দেব না।

ছেদন। এবারে ভোজপুরকে মজবুত পথিত করব। কারও অহুদোধ রাখব না। আমার করুণাময় প্রভু সরফরাজ নিজের যদি ভোজপুরীদের কমা করতে আদেশ করেন, ত তাঁরও আদেশ অমান্য করব।

(কোরাণ হস্তে মহম্মদ আলি ও গঙ্গাজল লইয়া চিন্তামণি, সঙ্গে নন্দলাল ও আলিবর্দীর প্রবেশ)

আলি। ভাই সব ! পাটনা পরিত্যাগের পূর্বে আমি তোমাদের কাছে একটা প্রার্থনা করতে এসেছি।

ছেদন। বেকি ছজুরালি ! কি ছকুম করবেন করুন।

আলি। ছকুম নয়, প্রার্থনা। মুসলমান সরদারকে কোরাণে স্পর্শ করে, হিন্দু সরদারকে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

ম সর । কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন ।
 আলি । আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ
 চাচ্ছি । তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী
 ক মাত্র বিদ্যাসী । কেবল তোমাদেরই
 ঘো আমি জয়লাভের আশা করি । আমি
 দিগকে অতুরোধ করছি যে, যদি তোমরা
 র ভাগ্যের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর,
 লে শপথপূর্বক প্রতিজ্ঞা বন্ধ হও সে, যদি
 গভীর জলমধ্যে কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে
 হই, তাহলে তোমরা কদাচ আমাকে
 াপ করবে না । অফিসিয়ার কি ক্রান্তম যে
 আমার শত্রু হ'ক না, তাদের সমুদ্বীন
 ও পরাজয় হবে না । আমার বন্ধুদিগকে
 াদের বন্ধু, আর আমার শত্রুদিগকে তোমরা
 শত্রু বলে বিবেচনা করতে হবে । আমার
 া যাই হোক না কেন, তোমরা আপন
 ন জীবন ও ভাগ্য উদ্ধার করে আমার
 া অবস্থিতি করতে ইচ্ছা করবে না ।

ম সর । হজুরালি আমা প্রতিজ্ঞা করলুম ।
 দ্বারা স্পর্শ ।
 আলি । মুসলমান সরদারগণ !
 সকলে । হজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম ।
 আলি । হাজারি সরদার ।
 ছেদন । আমি ত আপনাদের আছিই
 রালি ।

আলি । তবু তাই প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা করি ।
 ছেদন । বেশ, হজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম ।
 আলি । মুসলমান ভাই সহক্রে আমি
 গুপ্ত । এইবার নন্দলাল !
 নন্দ । হজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম !

(তুলসী স্পর্শ)

আলি । হিন্দু সরদারগণ !
 সকলে । হজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম ।

চিন্তা । হজুরালি, এইবার তকুন ।
 আলি । সরদারগণ ! তোমরা এইবারে নিজ
 নিজ সৈন্য মুশিদিবাদের পথে চালিত কর ।
 ছেদন । মুশিদিবাদ ? সে কি ?
 আলি । ভোজপুর ।

আলি । ভোজপুরের এই শত্রুর জন্য
 আমাদের একসকল শক্তির একত্রে
 প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল না ।

ছেদন । হাজারি ! মুশিদিবাদ ! সেখানে
 কে আপনাদের শত্রু ?

আলি । বরং নবাব ।

ছেদন । সে কি ? তিনি যে আমার আশ্রয়-
 দাতা !

আলি । কিন্তু আমার ঘোর শত্রু ! নবাব
 আমার জাতের অপমান করেছে, আমার কল্যাণ
 অপমান করেছে । আমাকে বিনাশ অথবা বন্দী
 করার চেষ্টা করেছে । এখন আমার আমার বংশ-
 মর্যাদায় আঘাত করার জন্য বন্ধপরিচর হয়েছে ।
 আমার জাতের জাতি আত্মীয়ের কল্যাণ
 লুণ্ঠকউন্মিষার সঙ্গে আমার দৌহিত্র দিবারাজের
 সহক হির করেছিলুম । নবাব সেই কল্যাণ নিজের
 পুত্রকে দেবার জন্য আমার ভাইকে দিবারাত্রি
 উৎপীড়িত করেছে । অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে
 পারি, কিন্তু মনসবদার আমি বাশমঘাটার হানি
 সহ্য করতে পারি না । যে করতে চায়, তার তুল্য
 আমি আর কাউকেও হুময়ন মনে করি না । মীরবে
 দাঁড়িয়ে থাইলে কেন মনসবদার ? শপথ করার
 আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন ?
 ভাল, নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান যদি তোমার
 অভিযুক্তি না হয়, তুমি এই স্থান থেকে প্রতিনিবৃত্ত
 হও, আমি প্রকৃত মনে তোমাকে ফুরসৎ দিচ্ছি ।
 তুমি আমার সাহায্য না করলেও তোমার প্রতি
 ক্রিয়ামাত্রও আমার মেহের হ্রাস হবে না ।

এন বই সব, তোমরা কে কে আমার ভাগ্যের
আদার চাও, সঙ্গে এস।

ছেদন বাতীত সকলের প্রস্থান।

ছেদন। মুখ! মুসলমান-কলক! না জেনে,
এক বিম-ঘাতকের মিষ্টবাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে
একি শপথ করি? আমার আশ্রয়দাতা মান-
দাতা করুণাময় প্রেমের সুরক্ষা! তোমার
বিকল্পে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে? তোমার
আলিঙ্গন দানে ক্ষুধা পবিত্র জগৎ-কুপার প্রবেশ
করতে হবে? কে আছ? কোথায়
আছ? আমার বিকৃত বৃত্তিকে স্বপথে
চালিত কর।

(মালেকার প্রবেশ)

মালেকা। আপনিই হাজারি মনসদার
ছেন বা?

ছেদন। কে তুমি স্তম্ভরী? সংসারে বাকুব-
হীনার সাহস বকে ধরে, কে তুমি এই গভীর
রাজিতে সৈনিক শিবিরে প্রবেশ করলে?

মালেকা। বাকুবহীনাই যদি জেনে থাকেন,
আর বাকুবহীন যদি ধর্মিকের আত্মীয় হয়, তা
হলে শুভ্রন ধর্মিক মুসলমান আমি আপনার
আত্মীয়।

ছেদন। আমি ধর্মিক একথা তুমি কার
কাছে শুনেছি বিবি সাহেব?

মালেকা। আপনি পরম ধর্মিক। আপনার
এ সুযশের প্রতিবাদ করে, এমন একজন
লোককেও আমি আজও পর্যন্ত দেখতে পাইনি।
জীবনে আপনি অধর্মের কাজ করেন নি। এ
বহন পর্যন্ত পবিত্র কোরাণের আদেশ আপনি
অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

ছেদন। ঠিক শুনেছ?

মালেকা। ঠিক শুনেছি, আর আপনার
পবিত্র মূর্তি দেখে আমি তা বিশ্বাস করছি।

ছেদন। আপনি কে বিবি সাহেব?

মালেকা। আমি কে—আমি কে? বেশ

তৎপূর্বে আপনার পরিচয় আমাকে দেবেন?

ছেদন। আমার পরিচয়! কি জানি

চাও স্তম্ভরী?

মালেকা। আপনি নবাবের কে?

ছেদন। আমি নবাবের গোলাম। তাঁর
করণায় বঞ্চিত।

মালেকা। আমার স্বামীও নবাবের
গোলাম।

ছেদন। তিনি কে?

মালেকা। আপনি তাকে চিনবেন না।

তিনি মুরসিদাবাদে নবাগত।

ছেদন। আমি অহুমান করছি, তিনি
দিল্লী-খুসিদ্ধ পাঠান সেনানায়ক গাউস বা?

মালেকা। আপনি ঠিক অহুমান করেছেন।

ছেদন। ওর দ্বী হয়ে তুমি আমার কাছে
কি ভিক্ষা করতে এলো বিবি সাহেব?

মালেকা। বড়ই দুঃখের সন্ধান, বিবি
আমি দুনিয়ার কোনও বীজের চেয়ে পরাক্রমে
ক্ষুদ্র মনে করিনি—

ছেদন। ক্ষুদ্র মনে করবার কারণ নেই
বিবি সাহেব!

মালেকা। তাঁর দ্বী হয়েও আমাকে আপ-
নার দয়া ভিক্ষা করতে আসতে হয়েছে। আমার
স্বামী এসেছেন, কিন্তু তাঁর দুঃখের পাঠান সৈন্য
সঙ্গে আসেনি। তিনি তাদের আনতে গেছেন,
ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয়। আপ-
নার বিদ্রোহী।

ছেদন। আমাকে ধর্মিক বলছিলেন না?

মালেকা। এখনও বলছি। ধর্মিক মুসল-
মান। ভৃত্যের ধর্মরক্ষা করুন। প্রতারকের
কথায় প্রভুর সর্বনাশে যোগ দিবেন না।

ছেদন। ধর্ম রক্ষা করতে যদি মর্ম
ভেঁ যায় ?

মালেকা। মুসলমান! ধর্ম বড় না মর্ম বড় ?

ছেদন। তুমি বল। তোমার বাক্য শুকর
জ্ঞানে আমি কার্য্য করতে প্রস্তুত আছি।

মালেকা। ধর্ম বড়।

ছেদন। সুন্দরী, আমার সেলাম নাও, আর
সঙ্গে তোমার প্রভুকে জানাও যে,
লিবর্দী গার শিবিরে, আমার তুলা তাঁর শত্রু
দায়ী নাই। এই রণাভিনয়ের মীমাংসায় হয়
মি বাব, নয় তাঁর চিরস্থায়িত্ব গোলাঘের
হতে তাঁর পবিত্র হৃদয় বিকৃত হবে।

মালেকা। একি বলছেন সরদার ?

ছেদন। তুমিই বলিবেছ সুন্দরী! আমার
চলিত কৃত্তিকে সুপথে চালিত করবার জন্য আমি
মকাত্তর হয়ে একজন আত্মীয়কে ডেকে-
য়ে। খোদা তোমাকে সেই আত্মীয়রূপে
দেখ করেছেন। ধর্ম—মর্ম বিপক্ষে ধর্ম রাখ।

দেখছ আত্মীয় ? সরল বিশ্বাস—মূর্খতা—
মি আলিবর্দীর প্রতারণাবাক্য বুঝতে পারিনি
কারণ ছুঁয়ে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান
তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। যাও সংবাদ দাও,—
মি প্রভুদেবী—অনুদের বাণী।

[ছেদনের প্রস্থান।]

মালেকা। বা! বা! মজল সাথতে এসে
ছেই নিয়তি হলুম! (নেপথ্যে ভেরীধ্বনি)
রণভেরী বাজল, মরণের গান জাগল!
মালেকা, চল, তোরা প্রিয় সঙ্গোদর! তোরা
পক্ষায় মুহাউদা রণাঙ্গণে প্রাণত্যাগ করে বসে
ছে। সে আমাকে মরণের গান শোনাবার
দরশন করেছে। রণভেরী বাজল, মরণের গান
গল, চল মালেকা, চল। [প্রস্থান।]

যষ্ঠ গভীক্ষ।

সুসজ্জিত-কক্ষ।

সরফরাজ।

সর। কই এলে না? অপেক্ষায় অপেক্ষায়
বসে আছি, কই এখনও তোমরা কেউ এলে
না? কল্যাণময়ী রাবিয়া, আমার নীরব জীবনের
সহচরী প্রেমদরী রাবিয়া। এত অভিমান!
আমার এ কোলাহলময় জীবন একদিনের জন্যও
তোমার সহ্য হ'ল না! অভিমানিনি! অপেক্ষায়
বসে আছি—একবার এস—কোলাহলের মধ্যে
মৃত্যুর ভীম নীরবতা যদি দেখতে চাও, তাহলে
একবার এস। সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস মালেকা!
নবজীবন প্রভাতে নব বসন্তে স্বর্গচ্যুত কুসুম!
সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস! সমস্ত জীবন মরণের
আবরণে আবৃত হয়েছে, শুধু নিশ্বাস বাকী আছে
—বিলম্ব কর না, গনি শোনাতে এস! এস
হজুরত! দূর থেকে স্বপন-ইঙ্গিত দেখিয়ে
আমায় ব্যাকুল কর না—কাছে এস। এস
আলিবর্দী! বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন
হয়েছি। তুমি এসে আমাকে বিপন্ন কর।
মর্ম ফেলে এস না, মুসলমানের অমূল্য অদি-
কার বিশ্বাস ফেলে এস না। আমি বাংলার
মসনদ তোমাকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে
দাঁড়িয়ে আছি।

(বাথরের প্রবেশ)

বাথর। হজুরালি!

সর। কি বাথর?

বাথর। আলিবর্দী দূত পাঠিয়েছেন।

সর। এখনি তাকে পাঠিয়ে দাও—একা—
সঙ্গে যেন কেউ না আসে। [বাথরের প্রস্থান।]

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

সর। আলিবর্দী খাঁ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

খাপি। আং—

সর। কিছু বলবার আছে ?

খাপি। আং আজ্ঞে না হজুরালি।

সর। বুঝছি, তোমার জিহ্বার জড়তা আছে। বেশ ইঙ্গিতে বল—পত্র এনেছ ? (খাপিখাঁর পত্র দান ও সরফরাজের পাঠ) তোমার প্রভু কবে পটিনা থেকে রওনা হয়েছেন, তার তারিখ দেন নি। তুমি জান ? (খাপিখাঁর কথা কহিবার চেষ্টা) বান্দা ! যদি তোর সত্য বলতে সাহস থাকে, তাহলে সত্য বল। খোদার রূপায় এখনি তোর জিহ্বার জড়তা দূর হয়ে যাবে।

খাপি। সত্যই বলব হজুরালি।

সর। তোমার মনিব ভোজপুরীদের দমন করতে সঠিক পটিনা ত্যাগ করেছে, না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ?

খাপি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সর। সঙ্গে কত সৈন্য ?

খাপি। ঠিক বলতে পারি না হজুরালি— তবে আন্দাজ বিশ হাজার।

সর। কত দূর এসেছে ?

খাপি। আমি মুন্সের পার হতে দেখে এসেছি। এতদিন হয়ত তেলিয়াগড়ী।

সর। আর কাউকে গিঠি দিয়েছ ?

খাপি। তাঁর ভাই হাজী সাধেবকে।

সর। আর কাউকে দিয়েছ ? ভয় পেয়ো না—ঠিক বল। যে বাকশক্তি একবার স্মৃতি হয়েছে, ভয়ে সত্যের অপলাপে আর তাকে স্তম্ভিত ক'র না।

খাপি। আর দিয়েছি জগৎশেঠকে।

সর। বেশ ! বাখর ! এই হুতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দানের ব্যবস্থা কর।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হজুরালি ! জগৎশেঠজী !

খাপি। হজুরালি ! হজুরং ! (নতজাহ) অজ্ঞান ছিলুম, অন্ধ ছিলুম, কোন দূরদেশে পড়ে-ছিলুম ! এত করুণা ? কেন করুণা ? ভয় হচ্ছে !

সর। কিছু ভয় নেই ভাই ! ঈশ্বর তোমাকে যে করুণা দিয়েছেন, সেই করুণা অন্তরে অন্তরে অনুভব কর। আজ থেকে সত্য্যাম্রী হও। আমি সর্কাস্ত্রকরণে তোমার প্রভুকে ক্ষমা করলুম। আমি নিজ হাতে তাকে পত্রের উত্তর দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও। পত্রে আমি তাকে মননদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেছি। (বাখর ও খাপিখাঁর প্রস্থান) এনে দাও করুণাময় ! হজুরং ! যে যেখানে আমার পাওনাধার আছে, সব এনে দাও। আমি অঞ্জলিপুরে তাদের দেনা দিয়ে মুক্তি সাধন করি।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ)

ফতে। হজুরালি ! আদাব !

সর। পৌত্রের বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হল জগৎশেঠজী ?

ফতে। হাঁ হজুরালি ! ঈশ্বরের রূপায় নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে।

সর। সুনন্দ, আপনার পৌত্রবধু নাকি অপূর্ণা সন্দরী !

ফতে। হাঁ হজুরালি সন্দরী।

সর। মুরশিদাবাদে নাকি সেরূপ সন্দরী নেই ?

ফতে। তা কেমন করে বলব হজুরালি ?

সর। বেশ, আমাকে দেখান, আমি দেখলে বলতে পারব।

ফতে। তা কেমন করে হবে খোদাবন্দ !

সর। কেন দোষ কি—সুনন্দ সূত্র লম্ব বৎসরের বালিকা। কতাকে দেখব, তাতে বাধা কি জগৎ শেঠজী ?

ফতে। বাধা আছে। জগৎশেঠের পদানতীন মহিলা কখনও নবাব গৃহে প্রবেশ করেনি। দোতুই হজুরালি, ও আদেশ করবেন না। প্রজার কুলমর্যাদায় ইন্তক্কেপ করবেন না।

সর। আপনি কি রাজার মর্যাদা রেখেছেন জগৎশেঠ ?

ফতে। রাজার মর্যাদা এ গোলাম নষ্ট করেছে ?

সর। করেন নি ? ভিখারিগীবেশে যে সময় নবাব-গৃহিণী আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, আপনি তাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়াছিলেন, না কাদালিনীর মতন দূর করে দিয়েছিলেন ?

ফতে। তিনি জগৎশেঠনীর তাকাম চেয়েছিলেন।

সর। দিলে কি আপনার বংশের গৌরব চূরে যেত, না আরও বর্দ্ধিত হত। শুনেছি আপনারদের এক সাধু বিধমকুল এক বণিকের গৃহে অতিথি হয়ে, তাঁর স্ত্রীর সতীক ভিক্ষা করেছিলেন। কই তাতে কি সতীর মর্যাদা নষ্ট হয়েছিল, না আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল ? এরূপ ক্ষেত্রে জগৎশেঠ, ঈশ্বর নিজে এসে মর্যাদা রক্ষা করেন। রমণী ভুল করেছিল—সেই ভুল সংশোধনের জন্যে যোগ্য আশ্রয়দাতা বরেন আপনার ঘরে অতিথি হয়েছিল। হিন্দু! মর্যাদের কোন শাসনে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে ? আর এক আপনারাই মত মর্যাদাবান হিন্দু সেই বিপন্নাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মর্যাদা রাখতে নধুর ঘুমে মুরশিদাবাদকে ঢেকে দিয়েছিলেন। এক ঈশ্বর দ্রষ্টা—জগৎশেঠ। হুনিয়ার আর কোনও প্রাণী নবাব-গৃহীণীর গমনাগমন জানতে পারে নি।

ফতে। জাহাপনা! অপরাধ করেছি।

সর। প্রায়শ্চিত্ত করুন। জগৎশেঠনীর তাকামে পৌত্রবধূকে নবাব গৃহে প্রেরণ করুন।

ফতে। হজুরালি! তার চেয়ে আমার শির গ্রহণ করুন।

সর। আপনাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি।

ফতে। আমি ভেবেই বলছি—আমার জানি নিন।

সর। পারবেন না ?

ফতে। প্রাণ থাকতে জগৎশেঠ কুল-বধূকে নবাব গৃহে প্রবেশ করাতে পারেন না।

সর। ভাল, তা না পারেন আর এক কাজ করুন। আপনার কাছে আমার মাতা-মহের গচ্ছিত সাত ক্রোর টাকা আছে। কেমন জগৎ শেঠ—কথা সত্য না মিথ্যা ?

ফতে। সত্য।

সর। সূরে আসলে এতদিনে তা চৌদ্ধ ক্রোর হয়েছে, কেমন ?

ফতে। হয়েছে।

সর। একদিকে চৌদ্ধ ক্রোর, অন্ডদিকে আপনার পৌত্রবধূ। শুধু মাকে একবার দেখব। দেখতে পেলে চৌদ্ধ ক্রোর রেহাই। দেখতে যদি অন্তিকটি না থাকে, আজই আমার প্রাণ্য অর্থ আমার কাছে প্রেরণ করুন। পার্শ্বের গৃহে আপনাকে বিবেচনার অবসর দিলুম। কর্তব্য স্থির করে এখনি আমাকে উত্তর দিন। [সরকারাজের প্রস্থান।]

ফতে। তাইত! এঘে দেখছি সমস্ত জানে! কিন্তু কি আশ্চর্য! সমস্ত জেনেও এতকাল এ ব্যক্তি কেমন করে এই অগাধ অর্থ সম্বন্ধে নীরব ছিল? কি করব? এমন সমতায় ত আমি জীবনে কখন পড়িনি। আলিবর্দীখা তেলিগাড়ীতে এসে ছাউনী করেছেন। আর পাঁচদিনের মধ্যেই তিনি মুরশিদাবাদে এসে

পড়বেন! এই পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে যে আমি নিশ্চিত হই। পাঁচটা দিন—পাঁচটা দিন! তা হলে কমবখত নবাব! তোমার জগৎশেষের কুললক্ষী দেখার সাধ জন্মের মতন আমি মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান (মর্তজা, মর্দীনআলি ও লুৎফুলার প্রবেশ)]

মর্তজা। যে রাজা নিজের রাজ্য হাতে করে অপরকে বিলিয়ে দেবে, আমি তার উজীর করতে পারব না। ভাই সব! আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আজই উজীরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। পথের ভিখারী আবার পথে পথে বেড়াব।

মর্দীন। দোহাই উজীর সাহেব শান্ত হন লুৎ। দোহাই ক্রোধ করবেন না। আপনি উজীরীতে ইস্তফা দিলে, মার একদিনের জন্তও মুরশিদাবাদ নবাবের হাতে থাকবে না। প্রতি হিন্দা-পুরুষ হাজী আহম্মদ একদিনেই এরাজ গ্রাস করে ফেলবে।

মর্তজা। এক এক করে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ থেকে বিশ্বাসঘাতক আহম্মদের লোকদের সরিয়ে দিলুম, বিশ্বাসী লোকদের দান করলুম, নবাব সেই সকল পদ আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোন ফল ত হলই না লাভের মধ্যে আমার উপরে তাদের ক্রোধ নিক্ষেপিত হল।

মর্দীন। আপনি বীরশ্রেষ্ঠ গাউস খাঁর প্রত্যাগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। দোহাই উজীর সাহেব! সহসা উজীরীতে ইস্তফা দেবেন না। লুৎ। উজীর সাহেব! কতর মাফ করেন ত একটা কথা বলি।

মর্তজা। বলুন।

লুৎ। (চারিদিক চাফিয়া) গোপনে—এখানে বলতে সাহস করছি না।

মর্তজা। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ভাই! সে আমা হতে হবে না।

মর্দীন। আমিও বুঝছি—হতেই হবে উজীর সাহেব। আমরা জীবন দিয়ে আপনার সাহায্য করবো।

মর্তজা। বলেন কি? বিশ্বাসঘাতকতা—আমা হতে? আমি বোখারার সুলতানীর লোভ ত্যাগ করে চলে এসেছি।

লুৎ। এ লোভ নয়—রক্ষা—ধর্ম রক্ষা।

মর্দীন। শুধু ধর্ম নয়, নবাবকে রক্ষা।

লুৎ। ইচ্ছা করেন, নবাবের অধিকার আবার তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

মর্তজা। এ চিন্তিত বশেও আমার মনে উদয় হয় নি। আমাকে ভারতে অবসর দিন।

লুৎ। অবসরের সময় নেই—এখন—উজীর সাহেব, এই মুহূর্তেই কর্তব্য স্থির করুন। মর্দীন। বলুন আপনি প্রস্তুত। পাণ্ডিত আলিবর্দী এ বাজার কে?

মর্তজা। তাইত মাথা যে গুলিয়ে যাচ্ছে! বঙ্গভূমি! তোমার আদিপত্যের এক মাদকতা?

লুৎ। তা হলে নবাবের সঙ্গে এখন দেখা করার কোনও প্রয়োজন নেই, চলে আসুন।

মর্দীন। ঈশ্বরের নামে পথ নিয়ে চলছি, আমরা আপনার সহায়।

মর্তজা। গাউস খাঁ না ফিরলে, আমি কেমন করে এ ব্যর্থ সাহস করি?

লুৎ। আমরা কাজ হাঁসিল করতে না করতে তিনি ফিরে আসবেন। চলে আসুন, আর এখানে দাঁড়াবেন না।

(সরফরাজ, বাখর ও আহম্মদের প্রবেশ)

সর। ভাই সব! বুকের জন্ত প্রস্তুত হও! আলিবর্দী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুরশিদাবাদ দখল করতে আসছে।

আহ। দোহাই হজুরালি বিশ্বাস করবেন না। আলিবর্দী আপনার গোলাম। সে কখন আপনার সঙ্গে বেইমানি করেবে না।

বাথর। তবে কি বিশ হাজার কোজ নিয়ে আপনার ভাই মুরশিদাবাদের হস্তগত খেতে আসছে ?

সর। আহম্মদ ! পবিত্র মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন—সেখানে সমস্ত বিষয়ামুক্তিকে কবর দিয়ে এসেছেন তেনে আমার পিতা ও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করিনি। কিন্তু পদে পদে আপনি সেই বিশ্বাসে আঘাত করেছেন !

আহ। না হজুরালি, কখন কবি নি, করব না। হুসমনের কথা শুনবেন না। আমরা আপনার বংশের কাছে চির ধনী।

বাথর। তাই বুঝি বিশ হাজার সজী নিয়ে আপনার ভাই হজুরালির বকে বিশ হাজার কলের উপচৌকন দিতে আসছে ?

আহ। মিথ্যা কথা—দোহাই হজুরালি, মিথ্যা কথা। আলিবর্দীর অণু কোনও উদ্দেশ্য নাই। সে চিরকালই নবাবের আজ্ঞাকারী ভূতা।

বাথর। হাজি আহম্মদ ! আর তোমার ম্যানা রাখতে পারলুম না। আমি, তোমার বেইমানির সাক্ষী সবুখে—করুণায় মনিব তোমার সমস্ত অপরাধ কেনেও তোমাকে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বরের দোহাই, আর প্রভুকে মিথ্যা কথায় প্রতারণিত কর না।

সর। আহম্মদ ! কাল আমি আমার এই হিতৈষী উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপনার লোকের উপর আমার জীবন রক্ষার ভার দিয়েছি। এই ব্যক্তি অপমানে মগ্ন হতে হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আমার চির হিতৈষী বন্ধুও চলে

যায়। বাকী রইল স্বজনগণের উপর তত্ত্ব আমার রাজ্য—সেই রাজ্যের উপর লোণরূপ দৃষ্টি নিয়ে আপনার ভাই ছুটে আসছে। এখন আমার কর্তব্য কি আপনি অহুগ্রহ করে বলে দিন।

আহ। দোহাই—দোহাই—পশ্চিমে চেয়ে বলছি—হজুরালি, আপনার কোনও অনিষ্ঠ হবেন না। আমাকে ছেড়ে দিন—যদিও সে সৈন্ত নিয়ে আসে, আমি যাওয়া মাত্র তাকে পাটনা বুথে ফিরিয়ে দেব।

সর। বেশ, আপনাকে যেতে অহুমতি দিলুম।

লুৎ। একি আদেশ করছেন হজুরালি ?

মর্দান। দোহাই হজুরালি এমন কাজ করবেন না—বুদ্ধকে কিছুতেই ছাড়বেন না।

লুৎ। ওর কথা বরফের উপর লেখা, দেখতে দেখতে গলে যাবে। বুদ্ধের মাথা জামিন রাখুন।

বাথর। কোন প্রয়োজন নেই। ওর মাথা নিয়ে হজুরালির কি লাভ ? হজুরালি বুদ্ধের উপর শেষ বিশ্বাস স্থাপন করুন।

সর। যাও বুদ্ধ ! তোমার ভাইকে বেই-মানী কাজ হতে প্রতিনিবৃত্ত কর।

আহ। ঠিক করবো হজুরালি ! আপনি নিশ্চিত হন, যুদ্ধ যাত্রা করবেন না ! যদি আলিবর্দী আসে, বিশ হাজার তরোয়ার হজুরালির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হবে। [আহম্মদের প্রস্থান।

সর। ভাই সব ! কর্তব্য কি ?

মর্দান। ও বেইমানকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। বুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হন।

সর। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হও।

[মর্দান, লুৎফুল ও বাথরের প্রস্থান।

সর। কই উজীর। সকলেই মতামত প্রকাশ করলে, আর তুমি যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে ?

মর্তজা ! আমার ত মতামত প্রকাশের উপায় রাখেন নি । ওই বেইমানের লোক সব দূর করে দিয়ে আমি বিশ্বাসী বীরের ওপর মুরশিদাবাদ রক্ষার ভার দিয়েছিলাম । তারা থাকলে, লক্ষ সৈন্য নিয়ে এলেও আলিবর্দি সহজে সহর দখল করতে পারত না । আপনি তাদের বরখাস্ত করেছেন ।

সর । বিশ্বাসী ? কোথায় বিশ্বাসী মর্তজা ? মুরশিদাবাদের জলবায়ু বিশ্বাসের অক্ষুণ্ণ নয় । এখানে দুদিন বাস করলে দেহ-জন্ম কলুষিত হয় । তাইত উজীর ! তোমারও মুখে আজ আমি সে নির্মল সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

মর্তজা । (পদতলে পড়িয়া) হজরত !

সর । কি করেছে উজীর ?

মর্তজা । হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছি ।

সর । তুলে ফেল, আলিবর্দীর বিশ্বাসঘাতকতার বিষমাখা তীর ফলক দিয়ে তাকে এখনি হৃদয় থেকে তুলে ফেল । যথের সৌন্দর্য্যে শয়তানি কালিয়া মাখিয়ে না । মুলতান-পুত্র সংসার ত্যাগ করে ভিখারীর বেশে বাংলায় এসেছিলে । বাংলার বাতাস অংগনমাসেই তোমার প্রাণে আকাজক্ষা জড়িয়ে দিয়েছে । যেতে পারছি, তোমার মনে মসনদ নেবার অভিলাষ জেগেছে । আর নয়, ওঠ মর্তজা ! হুঁ, স্তম্ভের সমর-মৃত্যু আমাদের দূর থেকে ক্ষুদ্রিত ধ্বনিতে নিমগ্ন করছে । মৃত্যু বন্ধ, তাকে আলিঙ্গন করবে চল ।

মর্তজা । প্রাণে অতৃপ্তাপের জ্বালা ! এক-টি প্রভু-রক্ষার চেষ্টায় প্রায়শ্চিত্ত করতে পার না ?

সর । বেশ, কণেক পাখের গৃহে অপেক্ষা

কর, উত্তর দিচ্ছি । ঘরে জগৎশেষ বিশ্রাম করছে, তাকে পাঠিয়ে দাও । (মর্তজার প্রস্থান) মুসলমান তার পবিত্র সম্পত্তি চির জলন্ত বিশ্বাস হারিয়েছে । হিন্দু ! এইবারে তোমার অপেক্ষা দাঁড়িয়ে আছি । যদি তোমাকে এখন ধর্ম্ম দেখি, তা হলে এখনও একবার রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করবো, যদি না দেখি, আমার সাধের জয়স্থান চির মধুর মুরশিদাবাদ ! তোমাকে বিশ্বাস-ঘাতকের রক্তাশ্রয় করতে চির নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করব ।

(কতেচাঁদের প্রবেশ)

কি জগৎশেষজী ! কি কর্তব্য স্থির করলেন ?

কতে । হজুরালি ! গোলামকে ভাবাব জন্তু সপ্তাহ সময় দিন ।

সর । ততদিন বিলম্ব সহ্য হবে না । আলি-বর্দী সপ্তাহে বাংলা জয় করতে আসছে, আপনি জানেন । সময় নিয়ে আমাকে প্রতারণিত করবেন না । শুধু তাই নয়, আলিবর্দী কোথায় এসে ছাটিনি করেছে, তাও আপনার জানা আছে । ভীত হবেন না, আমি ও প্রহর আর করব না । এখন যা জানতে চেয়েছিলাম, আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিন ।

কতে । তা—তা—একান্তই যদি হজুরালি জেল না ছাড়েন, তা হলে রাত্র—

সর । পৌত্রবধুকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন !

কতে । কাজেই—গোলামের আর উপায় নেই ।

সর । এই না কতে চাঁদ, একটু আগে বংশ-মর্যাদা রাখতে তুমি জান দিতে চেয়ে-ছিলে ! সেই মর্যাদা তুচ্ছ অর্থের কাছে লবু হয়ে গেল ? অর্থলোলুপ বেনিয়া ! বাও, তোমার পৌত্রবধুকেও দেখতে চাই না, তোমার কাছে

যে প্রাপ্য অর্থ, তাও চাই না। সে অর্থ তোমার
পাপ হস্তে পড়ে কলুষিত হয়েছে। যাও,
মুর্শিদকুলি খাঁর সন্ধিত অর্থ তার বিশ্বাসঘাতক
ভ্রাতার প্রয়োজনে নিযুক্ত করে বংশমর্যাদার
পোষণ কর। উজীর! (মর্দনার প্রবেশ)
স্বাভাবিকগত গৃহ রক্ষার আর প্রয়োজন নেই।
এখন যুদ্ধের আয়োজন কর। হিন্দুর ক্রতজ্ঞতা
দেখবার মোহে দাঁড়িয়েছিলুম। মোহ টুটেছে,
বাধন ছিঁড়েছে। যুদ্ধের আয়োজন কর, মুক্তির
আয়োজন কর। উজীর! জীবনের পরপারে
ওই দেবভূমি বেজে উঠেছে, আর বিলম্ব কর
না, সঙ্গে চল, সঙ্গে চল।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম গভীর।

রণস্থল।

মর্দনার।

মর্দনার। যাক, তুমি আমাদের সময়ের
আয়োজন দেখে, ভয়ে সন্ধি করতে এসেছে।
লাল কুমালে কোরাণমুড়ে নবাবের কাছে পাঠি-
য়েছে। সেই কোরাণ ছুঁয়ে যুদ্ধ করব না প্রতিজ্ঞা
করেছে—কমা চেয়েছে। করুণাময় নবাব
কোরাণ দেখেই তাকে কমা করেছেন। সুতরাং
এ যাত্রা আর আলিবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধ হল না।
এখন বাহিনী রণক্ষেত্রে কোনও রকমে কাটিয়ে
প্রাতঃকালে নবাবকে নিয়ে মুরশিদাবাদে ফিরে
গেই। গাউস খাঁ তার পলটন নিয়ে আজও
পৌছিতে পারেন না। মুরশিদাবাদী সৈন্য
অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয়, তাঁর অধিকাংশ
স্বাভাবিক বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং যুদ্ধ না হওয়া
এক রকম ভালই হয়েছে। (নেপথ্যে রণকোলা-
হল) একি? সহসা পূর্ব ফটকে লড়াইয়ের

গোলমাল উঠল কেন, (মর্দনার প্রবেশ)
কেও—কেও?

মর্দনার। এইযে উজীর সাহেব! এই নিন
আপনার যুদ্ধের পুরস্কার। (লাল কুমালে বদ্ধ
ইষ্টক দান)

—মর্দনার। কি এ? একি? এ যে ইট!

মর্দনার। খুলে দেখলেন না এতে কি
আছে? কোরাণ বলে হাতে দিতেই আপনারা
কোরাণ বলে বিশ্বাস করলেন।

মর্দনার। তাইত, একি প্রতারণা!

মর্দনার। আর কেন মৃত্যুর জ্ঞান প্রস্তুত
হন। আমাদের ঘুম পাড়িয়ে আলিবর্দী অন্ধ-
কারে নদী পার হয়ে গেছে।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

মর্দনার। ভাই সব, প্রতারণিত হয়েছি।
বিশ্বাসঘাতক লাল কুমালে ইট বৃড়ে কোরাণ
বলে পাঠিয়েছে। হামাদিসকে নিশ্চিন্ত করে
অন্ধকারে নদীপার হয়েছে। এখন চারি দিকে
আক্রমণ! রক্ষা করুন, এক এক জন বীর
এক এক দিক রক্ষা করুন।

মর্দনার। আর রক্ষা করবার রাখলেন কি
উজীর?

মর্দনার। বৈচে থাকি, কিংবা বৈচে থাকি
সরদার, কাল তিরস্কার কর।

(লুৎফুল্লার প্রবেশ)

লুৎফুল্লা। পাঠান সরকার মুত্তাফা প্রবল বেগে
নবাব শিবির আক্রমণ করেছে। আলিবর্দী
সহরের পথ আক্রমণ করেছে। কে কোরাণ
আছ এস—বাধা না দিলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু।

মর্দনার। তবে আর কথার প্রয়োজন কি?
বাঁচি, বাঁচেন, নবাবকে রক্ষা করতে পারি,
পারেন, কাল প্রাতঃকালে যে থাকে সেলাম
দেওয়া যাবে।

লুৎ। খোদা! বেইমানের হাত থেকে
নবাবকে রক্ষা করবার বল দাও।

মর্তজা। চল, ভাই সব চল—নবাবকে
রক্ষা কর—বাংলার মসনদ রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাণ ও কোলাহল)

সরফরাজ ও বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। দোহাই জাঁহাপনা! অন্ধকার—
পথ চিনতে পারবেন না! শত্রুর গুলি চারি
দিকে ছুটছে! দোহাই জাঁহাপনা—আর অগ্র-
সর হবেন না।

সর। বিজয় সিং কি বুঝেছে? ধর্মের নামে
যুদ্ধ। হিন্দু! কেন সাহসে তুমি আমাকে
অগ্রসর হ'তে নিষেধ করছ? পবিত্র কোরাণ
আবৃত ছিল, দেশের ভূভাগো আবরণ উন্মোচনে
সে ঈর্ষকে পরিণত হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত করতে
দাও, সত্যের অন্তর্দ্বানে মরতে দাও। মৃত্যু সত্য,
মৃত্যু প্রাণ! বিজয়! তাকে আলিঙ্গন দিয়ে
সত্যের পথ উন্মুক্ত করে না দিলে, বাংলার গৃহে
আর সত্য প্রবেশ করতে পারবে না। সত্যের
পথ উন্মুক্ত কর। হিন্দু! সত্যের আগমনের
জগৎ অন্ততঃ একটা পথ-রেখা কণ্টকের আক্রমণ
থেকে রক্ষা কর।

বিজয়। কি ক'রে রক্ষা হবে জনাবলি?

সর। কি করে হবে? কে যেন আমাকে
বলছে শিবির পরিত্যাগ কর! বেইমানের
ছুরীতে মর না! যদি মরণই তোমার ঐশ্বর্য,
তা হ'লে অগ্রসর হও, হৃদয় শোণিতে সত্য-
শত্রুর ছুরিকার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

[প্রস্থান।

বিজয়। তবে নবাব! আপনাই সমুখে,
আপনারই জীবনরক্ষায় আমার মৃত্যু গোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। বাবা যে আমাকে ফেলে
চললো! কে আমাকে নিয়ে যাবে! গুগো
কে আমাকে পিতার কাছে নিয়ে যাবে—নবাবের
কাছে নিয়ে যাবে?

(রমার প্রবেশ)

রমা। কেউ নেই ক্ষুদ্র সরদার?

জালিম। ওমা সব চলে গেল—লড়াই
বাহল—অন্ধকারে আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না,
আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

রমা। এই যে আমি আছি সরদার—
কোলে ওঠ—রাজার রক্ষা হ'তে চাও ত আর
এক লহমাও দেরি কর না।

(জালিমকে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাহ্ন)

(নেপথ্যে রণকোলাহল, আলিবর্দী ও চিন্তামণির
প্রবেশ)

আলি। কই ভাই, কার্যাত সম্পন্ন হ'ল
না?

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। ঠিক হবে—ঠিক হবে। কামান
বালি ভগেছি। বাকুদে জল দিয়েছি। ভয়
নেই আলিবর্দী! ও মুহর্তের যুদ্ধ চেঁচা—এখন
বন্ধ হবে। এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও।

আলি। এস চিন্তামণি, এস—অনেক দূর
অগ্রসর হয়েছি—আর পিছু হটেতে পারব না,
এস।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। ইস্দিয়ার! ফিরে যাও পিতা—
ফিরে যান পিতব্য—আপনাদের হুর্ভিসন্ধি পূর্ণ

হন না। স্বর্গ থেকে দূত নবাবকে রক্ষা করতে এসেছে। কি তীব্রগতি! বাধা দিতে নন্দলাল মরেছে, মুতাকা মরেছে—

আহ। সে কিরে? ও আল্লা! একি হ'ল?

নোয়া। ওই অসছে—গালাও—পালাও।
(প্রস্থান)

আহ। পালিয়ে এস—পালিয়ে এস—
(পলায়ন)

(গাউসের প্রবেশ)

গাউস। কই আলিবর্দী—কই বিশ্বাস-দাতক আলিবর্দী?

আলি। ভয় কি ভাই—মসনদ গ্রহণ করতে এসে মুতাকারে পালাব কেন?

গাউস। তুই—বেটমান?—তুই?

(আলিবর্দীকে আক্রমণ, পশ্চাৎ হঠতে ছেদন করুক গাউসখাকে গুলি করণ। গাউসখা ও আলিবর্দীর ভূতন।)

ছেদন। বস—সব শেষ—আলিবর্দী! তোমার রাজ্য-প্রাপ্তির দুর্ভেদ্য বাধা মুতাকাসাৎ করেছি, প্রভু সরকারাজের বিশাল বক্ষ আমার হস্তনিষ্কল অস্ত্র আলিঙ্গনের আকাঙ্ক্ষায় যেন অপেক্ষায় মুক্ত ছিল। বস—সব শেষ। না না এখনও বাকী আছে। প্রতারণিত মুসলমান! এবার কার প্রাণ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। এবার তোমার।

(ছেদনের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

ছেদন। আহ! কোথা থেকে এলি? বলক বীর। আমার অমানুষিক বীরত্বের অপূর্ণ পুরস্কার দিতে কোন্ দেবরাজ্য থেকে ছুটে এলি?

জালিম। তুমি আমার পিতাকে হত্যা

করেছ, প্রভুকে হত্যা করেছ—তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম।

ছেদন। স্বন্দর প্রতিশোধ—পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত করবার সমস্ত সুযোগ থাকতে তুই সুস্থে এসে ছোঁরা মেরেছিস। ছোঁরা আমূল বকে বিধে গেছে। রণক্ষেত্রে অস্ত্রশূন্য হয়েছিল, নে ভাই, মেহেরবানি ক'রে আমার অস্ত্র উপহার নে।

জালিম। নেব?

ছেদন। যদি না নিস, আমার মর্ষবেদনা তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

জালিম। তবে দাও—

[অভিবাदन ও প্রস্থান।

(আলিবর্দী উঠিয়া)

আলি। কে তুমি অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধু, সকলের অলক্ষ্যে আমাকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করলে? উদ্ধার ক'রে সঙ্গেপনে বাংলার মসনদ আমার হাতে তুলে দিলে? কে তুমি? আমার প্রাণদাতা, জয়দাতা, রাজ্যদাতা কে তুমি? সমস্ত দেহে রক্ত ধারায় প্রকৃত বীরত্বের গৌরব বহন ক'রে উলতে উলতে আসছ—কে তুমি?

ছেদন। চিনতে পারছেন না নবাব?

আলি। কেও, হাজারি মনসবদার—তুমি? তুমি এসেছ? তুমি আমার বাঁচিয়েছ? ছেদন। পবিত্র কোরাণ—হজরতের দান—অমাত্য করতে পারিনি।

আলি। তুমি গাউস খাকে মোরে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে? নবাবকেও তুমি কি বিনাশ করেছ সরদার?

ছেদন। করেছি। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আমি সেই মহাবীরকে ধরণীর কোলে স্থান দিয়েছি।

আলি ! এস মনসবদার তোমার বীর বক
একবার বক্কে ধারণ করি ।

ছেদন । (হাত) তার উপায় নেই । এই
মাত্র এক বালক দেবদুত বেইমানের বকের স্পর্শ
থেকে, এই প্রভাবিত মুসলমানের বকের ব্যব-
ধান দিয়েছে । (বক্কে সংলগ্ন ভোজালি প্রদর্শন)

আলি । তাইত একি ? এ যে ভোজালি !
ছেদন । এখনও কি এ বকে বক ঠেকাতে

সংহাস কর আলিবর্দী খা ? হাও, বাঙ্গালার মস-
নদ গ্রহণের বাসনায বেইমানির উপর বেইমানি
করেছ ! সরে বাও, আমি মরিয়া—কাছে এলে
তোমাকেও হত্যা করবো । নবাব, নবাব !
ক্ষমা চাই না । চোরের মতন হত্যা করেছি ।
করণ্য ক'রে তোমার চরণের কাছে, আমাকে
মাথা রাখতে দাও । (প্রস্থান ।

আলি । আর কেন, এস চিন্তামণি !
মসনদের পথ নিকটক হ'ল ।

চিন্তা । দাঁড়িয়ে আর কি দেখছেন নবাব ?
কাঁটায় কাঁটা বিধে আপনার সিংহাসনের পথ
কুশুম্বকোমল করে দিলে ।

আলি । প্রহারের বেগ সামলাতে আমি পড়ে
গেছি । চিন্তামণি ! আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

রণস্থল (অপরাংশ) ।

(সর্করাজ)

সর্ । কাল সাংসারমুক্তি নিয়ে খেলা ক'রছে ।
কুদ্র আমি, তার খেলায় বাধা দিতে হাত
বাড়িয়েছিলুম ! অভিমান চূর্ণ হয়েছে—বিক্র
জন্মে সঙ্গীহীন অবস্থায় কালাহত নরদের প্রাবিত
প্রান্তরে আমি কালের খেলনা হ'য়ে যসে
আছি । আলিবর্দী ভাইকে মসনদ গ্রহণের

নিমন্ত্রণ করলুম—মুর্শিদাবাদের সৌন্দর্য্য অটুট
রাখতে বিশ্বাসের পুষ্পপাত্রে সৌহারদের কুশুম্ব
উপহার নিয়ে আলিবর্দীর সম্মুখে ধ'রতে এলুম,
ভাইজান ছুটী হাতে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে
এলো—আত্মীয় স্বজনের বকের রক্তে পুষ্পপাত্র
কলুষিত ক'রে দিলে ! আর কেন নয়ন !
নির্মীলিত হও—শোণিত-শীকর-সিক্ত বক-প্রকৃতি
দেখতে দেখতে মলিন হ'য়ে এলো—
বিশ্বাসঘাতকতা মসনদ গকের দ্বার অধিকার
ক'রলে—মুর্শিদাবাদ ওই বিপুল অন্ধকারে
ঢেকে গেল !

(ছেদনকে লইয়া আলিমের প্রবেশ)

জালিম । হুজুরালি !

সর্ । কেও ভাই, জালিম এলি ?

জালিম । আসতুম না । তোমার মরণ
দেখতে আসতুম না । অন্ধকার পথ চিন্তে
পারিনি বলে, মাথামাকে কোলে ক'রে এনে-
ছিল, সেই মা পথে মরে গেছে—বাবা মরে
গেছে । তুমি ছিলে, তুমিও চললে । কি
স্থখে তোমার কাছে আসব নবাব ? তবু
এসেছি, তোমাকে যে মেরেছে, বাবাকে যে
মেরেছে, মালেকা বিবির স্বামীকে যে মেরেছে,
আমি তাকে মেরেছি ।

সর্ । সে ব্যক্তি কে জালিম ?

ছেদন । করুণাময় শত্রু সর্করাজ—এই
শয়তান ।

সর্ । কেও, ছেদন ! তুমি ?

ছেদন । নবাব—বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দী
প্রগ্রাসণ—কোরণ—ছুঁয়েছি—মেরেছি ।

সর্ । বুঝেছি—আর আমার কোন দুঃখ
নেই । আমি অগ্নিশিকের হাতে মরিনি ।
হাও ভাই—শাস্তিমন্দের রাজ্যে গিয়ে বিশ্রাম
নাও ।

(আলিবর্দী ও নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া । ঠিক এইখানে তাকে হত হ'তে দেখেছি পিতৃব্য ।

আলি । যাক, আজ অন্ধকারে আর খোঁজা চলে না । রাত্রি প্রভাতে তার দেহের খোঁজ করব ।

সর্ব । (বক্ষে এক হস্ত দিয়া) খোঁজ হবে কি করবে আলিবর্দী ? দেহটাকেও কি নিশ্চেষ্ট হয়ে মাটিতে মিশতে দেবে না ?

আলি । হ্যাঁ—হ্যাঁ !

সর্ব । পাড়া বড়—কাপড় কেন—কথার ফাঁদে সহ্য করবার শক্তি নেই, তুমি না যুদ্ধ করতে এসেছ ? দাঁড়াও—শোন আদে—শোন—শোন—আলিবর্দী ! তোমার বিশ্বাস-বাক্যের শাস্তিস্বরূপ—বাংলার মসনদ তোমাকে দান করলুম । (পতন)

আলি । তাইত এক শক্তি !—এক শক্তি ! সর্ব শরীর কঁপে গেল । (প্রস্থান)

নোয়া । পাড়াও পিতৃব্য, দাঁড়াও—নোয়াজেসের কথায় বিশ্বাস করনি—দাঁড়াও ।

সবফনাজকে সেলাম কহিতে কহিতে প্রস্থান)

মালেকা । নবাব ! নবাব ! নবাব !

সর্ব । ভাই বল—নবাব মরে গেছে—তোমাদের কল্পনাধৃত অনন্ত সম্ভব বহন করে নেয়ে যাবার জন্য একটি ব্যাকুল ভিক্ষারী পথপার্শ্বে পড় আছে । কিছ কই মালেকা ! আমার

কবরের উপরে গান গাইবে প্রতিশ্রুত হয়েছিল, যে মধুর মরণচ্ছায়ায় সারা জীবনটা আমি স্বপ্নে কাটিয়েছি—আমার সে সমাধির আবরণ রাবিয়া কই ?

(হায়দারির প্রবেশ)

হায় । এইবে এনেছি সখা ! তোমার গন্তব্যপথ কুসুমাকীর্ণ করবার জন্য, কল্পনাময়—তাকে আগে থাকতেই সেই মতাপথের মূখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলাম । অন্ধকারে গুলি এসে তোমার আগে তার বক বিদ্ধ করেছে !

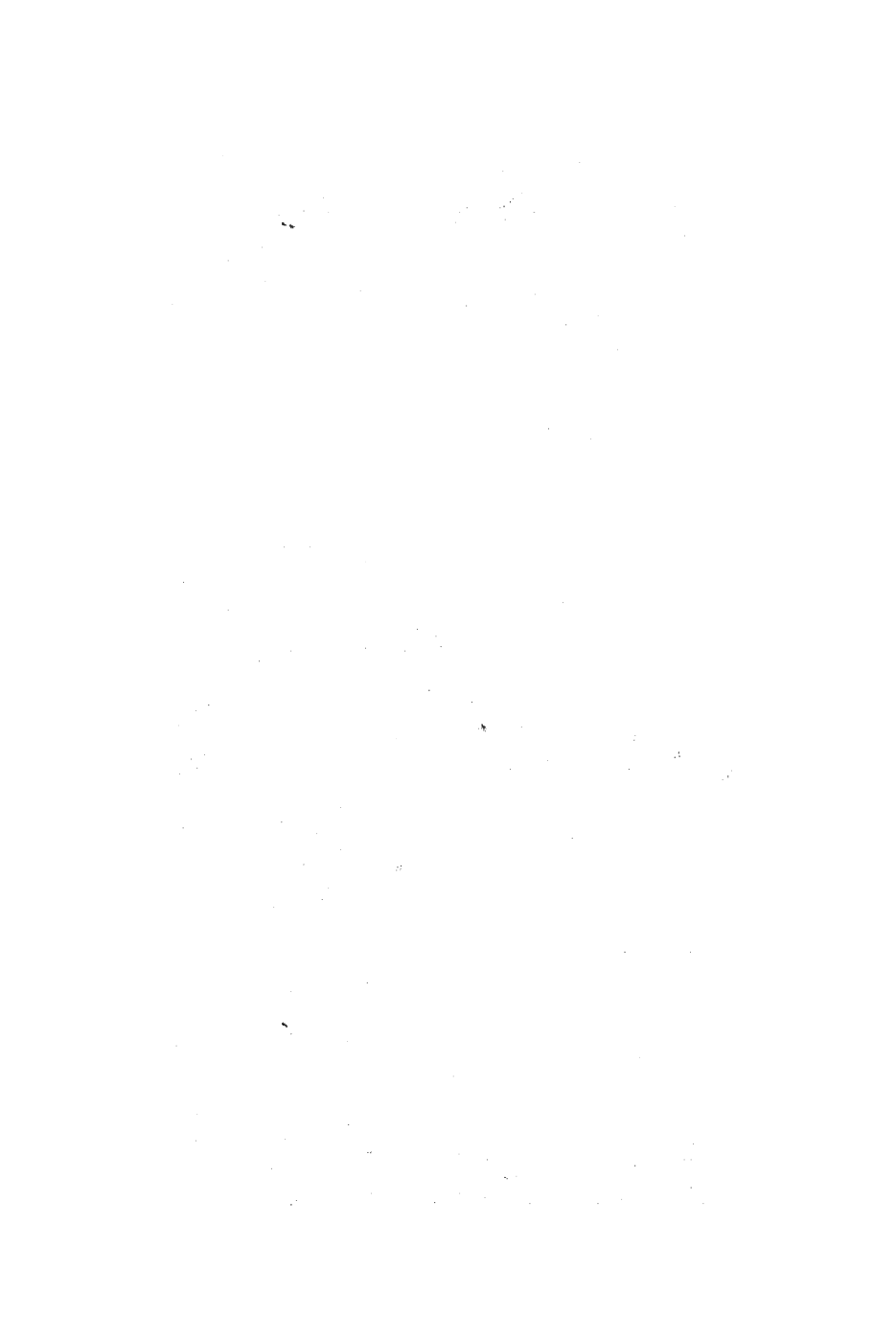
সর্ব । এস হজরত, মৃত্যু-পথে হাত ধর ।

হায় । তোমার সখা ।—তোমারই সম্মেলোভ আমি ব্যাকুল হ'য়ে মুরশিদাবাদে ছুটে এসে-ছিলুম । চির বৃক্ক পথ, চলে বাও ।

সর্ব । মালেকা—মালেকা—অনন্দময়ী মালেকা ! বিলম্ব কেন, কল্পনাময়ের আবাগন কর । এস হৃদয়ে হৃদয়েধরী ! (মৃত্যু)

হায় । মালেকা ! চক্ষু জল ফেল না । আমার হৃদয়ের গোপন কথা শ্রবণ কর । ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ব্রাহ্মণ-সম্মানকে কিনে এনে তাকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম—সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার দৌহিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মসনদের উচ্ছেদ হল ।

যবনিকা পতন ।



সাবিত্রী ।

(পৌরাণিক নাটক ।)

ছার থিয়েটারে অভিনীত ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত ।

৭০নং কলুটোলার ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীবিজ্ঞানবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা বহিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১২ সাল ।

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

বম
নারদ
মাণ্ডব্য
সত্যবান
ছামৎসেন
হম্পতি
সনাতন
তুষ্ক

সত্যবানের পিতা ।
সাবিত্রীর পিতা ।
অলিঙ্করার স্বামী ।
মালিকার ।

কঙ্ককী, স্বয়িকুমারগণ, কাঠুরিয়াগণ,
দূত ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

সাবিত্রী
অলিঙ্করা
মালবী
শৈব্যা
মালিনী

মাণ্ডব্যের পালিতা কন্যা ।
সাবিত্রীর মাতা ।
সত্যবানের মাতা ।
তুষ্কর স্ত্রী ।
সপ্ত সতী, কাঠুরিয়া-স্ট্রী ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।

পবনা প্রকৃতি তুমি, সতী তুমি, গতি তুমি মার ।

(তুমি) চির মধুমর সোণার স্বপন, স্তম্ভা চির পিপাসার ।

তুমি সংসার, তুমি আশ,

অনাদি জীবনে আপন গান,

তুমি ক্ষেত্র মায়া, পতি স্তম্ভ জায়া, তুমিই জননী তার ।

(তুমি) আপন অঙ্গে জড়িতা রঞ্জে জলদে বিজলী হার ।

সাবিত্রী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

নগরপ্রান্ত ।

কঙ্কী ।

কঙ্কী । এক এক ক'রে সমস্ত ভাট দেশে ফিরে এলো । কেউ রাজকুমারীর পাত্র আনতে পারিলে না । এত বয়স হ'ল, এমন অদ্ভুত ব্যাপার ত কখন দেখিনি । রাজার মেয়ে,—তায় রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এমন সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার পাত্র মিলে না ? কেন ? কি দৈব বিড়ম্বনায় ? কোন বিধাতার কি প্রহেলিকাময়ী ইচ্ছায় ? কন্যার বোল বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয় হয় হয়েছে । কন্যার চিন্তায় রাজা ও রাণী একরূপ উন্মাদ ব'লেই হয় । একরূপ অবস্থায় ভাটেরা অমনি অমনি ফিরে এসেছে শুনলে, তাঁরা হতাশায় জ্ঞানশূন্য হবেন । কি বলি ? কেমন ক'রে বলি ? প্রতিদিন রাজা আমাকে ভাটেরদের প্রত্যাগমনের কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, কিন্তু কোন মুখে বলবো—‘মহারাজ, এ পৃথিবীতে আপনার কন্যার পাত্র নেই । যদি কোন দেবতা মাছুষের মূর্তি ধ'রে বিবাহ ক'রতে

আসেন, তবেই এ মেয়ের বিবাহ হবে, নতুবা উপায় নাই ।’

(তুঘুর প্রবেশ ।)

তুঘুর । যা বলেছো ঠাকুর !—আপনা আপনি মনের ভুঁথে যা প্রকাশ ক'রে বলছো, সব ঠিক ।

কঙ্কী । কে ও তুঘুর ?

তুঘুর । আর তুঘুর । বাপের বড় পুণ্ড্র ছিল, তাই মানে মানে যে তুঘুর সেই তুঘুর ফিরে এসেছি, নইলে জগৎমোহ হয়ে গিয়ে ছিলুম আর কি !

কঙ্কী । জগৎমোহো কিরে ?

তুঘুর । আর কিরে ! পিঠে অনবরত বাড়ি পড়লে জগৎমোহাই বা কেন—ঢাক হয়ে যেতুম । কেবল “বঃ পলায়তি স জীবতি” ক'রে, পালিয়ে এসে বেঁচেছি । শুনলুম—

দিদিরাণীর যে পাত্র সন্ধান করে এনে দিতে পারবে, সে অর্ধেক রাজ্য পুরস্কার পাবে। ভাবলুম—অল্প মেহনতে যদি বড় মানুষ হয়ে যাই, তা হ'লে বাজে খেটে মরি কেন ? এই না ভেবে কক্ককী মশায়, পাত্রের সন্ধানে ত বেরুলেম ।

কক্ককী । তার পর ?

তুষরু । তার পরে গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ,—সাত সমুদ্র তের নদী—কোন জায়গা খুঁজতে থাকি রাখলুম না। কোথাও পাত্র মিলল না। নানা কারণে প্রাণটা বড়ই চ'টে গেল। শেষে মনে ক'রলুম—বয়স পাত্র ত পাওয়া যাবেই না, অথচ পাত্র না পেলে আমার রাজ্যলাভও হচ্ছে না, এই না ভেবে কক্ককী মশায়, এক বুদ্ধি ক'রে ফেললুম। আচ্ছা ঠাকুর, আমার কথা জবাব দাও দেখি। বল দেখি, পাত্রের বয়স কত হ'লে ভাল হয় ?

কক্ককী । এই চব্বিশ পচিশ।

তুষরু । উঃ ! তা হ'লে ভারি লোকসান ক'রে এসেছি কক্ককী মশায়, ভারি লোকসান করে এসেছি। হাতে পেয়ে পাত্র ফেলে দিয়েছি।

কক্ককী । সে কি রকম ?

তুষরু । চমৎকার—চমৎকার।

কক্ককী । বলিস কিরে ?

তুষরু । খাঁট চব্বিশ বছর।

কক্ককী । আস্তে চায় ?

তুষরু । তার আর আসা'আসি কি, আনলেই হ'লো।

কক্ককী । দেখতে কেমন ?

তুষরু । পাঁচ মিশিলি—খানিকটে ফরসা খানিকটে কাল, খানিকটে বা মেটে মেটে, খানিকটে বা টাপালুর মতন। কথা কয়—

খানিকট আধ আধ, খানিকটে জাকা জাকা খানিকটে খোনা খোনা, খানিকটে বা কল-কঠ। বুদ্ধি—খানিকটে নেই ব'লেই হয়, খানিকটে টনটনে। খানিকটে বেশভি, খানিকটে আমি,—এই রকম।

কক্ককী । এ সব কি ব'ল্‌ছিস ?

তুষরু । বুঝতে পারছ না, তবে বলি শোন। পৃথিবী ঘুরে ঘুরে যখন দেখলুম, একটাও পাত্র মিললো না, তখন গোটা চেরকে ছ' বছরের ছেলে জোঁগাড় ক'রলুম। ব'লব কি কক্ককী মশায়, যে ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করি 'বে ক'রবি ?' সেইটেই বলে 'কক্কো।' আমি মনে ক'রলুম—এই ব'রাে ঠিক হয়েছে। একেই চব্বিশ বছর ব'ধন পাওয়া গেল না, তখন চারটেই চব্বিশ ক'রে নিয়ে যাই। এই না ভেবে চাবটে ছেলেকে—একটাকে মাথার, দুটাকে দু'বগলে, আর একটাকে শিকে ক'রে গলায় ঝুলিয়ে আনতে লাগলুম। বেশ আসছিলুম, চারটে ছেলেকে চুরি ক'রে বেশ গোছগাছ ক'রে আনছিলুম। পথে আস্তে আস্তে শিকে ছিড়ে গলার ছেলোটা চিপ ক'রে প'ড়ে গেল,—সামলাতে গিয়ে মাথার ছেলোটা টাউরি থেয়ে গড়াতে শুরু ক'রলে। দেখতে দেখতে বগলও কসকে গেল। তখন এটা সামলাতে ওটা যায়, ওটা সামলাতে সেটা যায়। চ্যা ভ্যা লেগে গেল—দেখতে দেখতে হলধূল কাণ্ড। বাদে ছেলে চুরি করে আনছিলুম, তারা না শব্দ শুনে 'মাঠে মাঠে' ক'রে আমার দিকে ছুটে এলো—আমিও অমনি 'বা'বা'রে বা'বা'রে ক'রতে ক'রতে দে ছুট।

কক্ককী । বুঝতে পেরেছি—এইবারে থাম।

তুষরু । সত্যি কক্ককী মশায়, রাজকুমারী পাত্র ত চব্বিশ বছরে একটা পাওয়া যাবেই না,

—এই বকম চার পাঁচটার চলিশ চাও ত, হাত চাও এনে দিতে পারি। কক্কুকী মশায়, সঙ্গে পড়, সঙ্গে পড়—ওই এক বাবা আসছেন। উনি বরাবর আমার সঙ্গে নিয়েছেন। উনি ঠাণ্ডী বাবা—ওর সঙ্গে দু'চারটা খুচরো বাবাও আছেন। উনি যদি করেন 'মাইভে', তাঁরা করেন 'মাম্ম ভৈষী'—বাপ! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! কি বিভীষিকা!

কক্কুকী। কোন মহাপুরুষ যেন এদিকে আসছেন না।

তুশুক। নিশ্চয়—মহাপুরুষ, তাতে আর সন্দেহই নাই। তবে কি জান কক্কুকী মশায়, একে যে বাগিয়ে গায়ে হাত টাট বুলিয়ে, তুমি জেকুমারীর পাত্র করে ব'সবে, আর সেই সঙ্গে জা করে অর্দেক রাজ্য মেঝে দেবে, সেটা হচ্ছে না।—সে গুড়ে বালি। ওর কাছে গিয়ে যেমন প্রস্তাব ক'রলুম যে, বড়ো ঠাকুর, একটা কত্যা আছে,—সেটার বোল বৎসর পার হয়ে গেছে, কাজেই বাপ নার ধর্ম বাব, কেউ তাকে ব করতে চায় না—তুমি সেটাকে ব কর না।

ওনেই বড়ো ঠাকুর বলে, 'ঘোল বছরের মেয়ে!' আমি বল্লুম—'হাঁ দেবতা।' 'কেউ ব করতে চায় না?' আমি বল্লুম—'না দেবতা।' তখন ঠাকুর মেয়ের রূপের কথা জিজ্ঞেস ক'রলে। মনে ক'রলুম বৃষ্টি ঠাকুর বাগে এলো। এই যা তেবে, দেবার রূপ বর্ণনা ক'রতে লাগলুম। রূপের বর্ণনা শুনে শুনে ঠাকুরের চোক বুজে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে টম্ টম্ হল—দেখতে দেখতে দমবন্ধ—পেট ফুলে গেল—গেল গেল—মনে ক'রলুম বৃষ্টি ব্রহ্মহত্যা হলো। কাজেই ঠেলাঠেলি ক'রতে লাগলুম। অনেক ঠেলাঠেলির পর হুন্ ক'রে এক দীর্ঘ নিশ্বাস। তার পর না উঠেই, আমাকে একে-

বারে—এই যেমন সেমাকুলে কাপড় জড়ায়—এই এমনি ক'রে (কক্কুকীকে বেঁটন) জড়িয়ে ব'রলে। বল্লে—তুশুকরে। এতদিন কোথায় ছিলিবে।

কক্কুকী। হাঁ হাঁ—করিস কি—করিস কি?

তুশুক। রাস, ভাল করে বুঝিয়ে দিই।

কক্কুকী। আরে গেল—ছাড়্ ছাড়্।

তুশুক। শেষে জড়া জড়ি থেকে গড়াগড়ি—সেটা কি বকম দেখিয়ে দেবো?

কক্কুকী। যা, যা,—আর দেখাতে হবে না।

তুশুক। যে আজ্ঞে—ঐ ঠাকুর আসছে, তা হ'লে জড়া জড়িতে ওর কাছেই দেখে নিয়ো। ওর শুনেছি নাচোড়বা'না পিরাতি। শুনেছি—একবার উনি শূলে বসেছিলেন।

কক্কুকী। শূলে বসেছিলেন?

তুশুক। হাঁ—তা এমনি কৌশল ক'রে বসেছিলেন যে, বসবারাত্রই ঘুম। হাজার বৎসরে সে ঘুম ভাঙেনি।

কক্কুকী। শূল?—তবে কি উনি মহাতপা মাণ্ডবা?

তুশুক। এই—তবে ত তুমি সব খবর রাখ। ওই গো ঠাকুর, উনি আপনাকে দেখে এই দিকেই আসছেন। তুমি ওর সঙ্গে আলাপ কর, আমি পলায়ন করি। [তুশুকর প্রস্থান।

(মাণ্ডবোর প্রবেশ।)

কক্কুকী। আশ্বিন দয়াময়।—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

মাণ্ডবা। বিষ্ণুবে নমঃ।—আপনি কে?

কক্কুকী। অধীন—রাজকক্কুকী।

মাণ্ডবা। মহারাজ কি রাজধানীতে অবস্থান ক'রছেন?

কক্কুকী। আজ্ঞে হাঁ প্রভু। কোথায় আপনাব গমন হচ্ছে?

মাণ্ডব্য । তীর্থ-পর্যটনে ।

কঙ্করী । মহারাজের প্রতিনিধিরূপ রাজ-
গৃহে আপনার পদধূলি ভিক্ষা করি ।

মাণ্ডব্য । পদধূলি নয় ব্রাহ্মণ,—মহারাজ
অশ্বপতির ঘরই আজ আমার গন্তব্য তীর্থস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রাজবাটি ।

অশ্বপতি ও মালবী ।

মালবী । মহারাজ, আর ত লোককে
বুঝিয়ে রাখতে পারিনে ।

অশ্ব । বিকট কি মহিষি যে লোকেরা
তোমার কাছে বোঝবার জ্ঞাত এত উদ্গ্রীব
হয়েছে ?

মালবী । লোকের উদ্গ্রীব হবার কারণ
কি, মহারাজ কি জানেন না ? কত যে ঘোল
বছর পার হয় । বাড়ীতে যে আসে, সেই
জিজ্ঞাসা করে—রাজকুমারীর বিবাহযোগ্য বয়স
উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে, অথচ তাকে পাত্রস্থ করা
হচ্ছে না কেন ?

অশ্ব । সে কি আমাকেও জিজ্ঞাসা ক'রেছে
না মহিষি ? কিন্তু কি ক'রবে, আমি ত চেষ্টার
কটা ক'রছিনি । সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন
স্থান নেই, যেখানে সাবিত্রীর পাত্রের অনুসন্ধান
লোক না পাঠিয়েছে । নানা দেশে থেকে কত
শুলক্ষণযুক্ত পাত্রও ত এলো, কিন্তু কেহই ত
তোমার মেরেকে বিবাহ ক'রতে চায় না ।
তোমার মেরের অদৃষ্টে পাত্র জুটেও জুটেছে না,
তা আমি কি করব ?

মালবী । এ কথা কি লোকে বিশ্বাস করে ?
তারা মনে করে, আপনি ইচ্ছাপূর্বক কন্যাকে
কুমারী রেখেছেন ।

অশ্ব । মনে যদি করে, তা হ'লেই বা কি

ক'রবে ? লোকের মনের উপর আধিপত্য ক'রতে
পারব, এমন পুণ্যই বা কি ক'রেছি ? যথার্থ
কথা ব'লতে কি মহিষি,—এক সাবিত্রীর জ্ঞাত
আমার এত সৌভাগ্যও স্মরণ নাই । সাবিত্রীর
জ্ঞাত দিব্যরাত্রি চিন্তাভাবকান্ত হৃদয়ে আমি
জীবন্ত হয়ে অবস্থান ক'রছি । মনে মনে
ভাবছি যে, ক'রলুম কি ? আঠার বৎসরের
কঠোর সাধনায় দেবতার দ্বারে ভিক্ষা ক'রে
অশান্তি ঘরে নিয়ে এলুম । যৌবনত্যাগ কন্যা,
কুমারী অবস্থার চাক্ষুর উপর বিচরণ ক'রছে ।
চাক্ষুর উপর যেন পিতৃদুষ্কষের অশোগতি দেখতে
পাচ্ছি । দশম বর্ষ পর্যন্ত বালিকাদের কন্যা-
কাল । মায়ের আমার সে কন্যাকাল বহুদিন
উত্তীর্ণ । এখন দেখছি কুমারীকাল পর্যন্ত
উত্তীর্ণ হয়ে যায় । আমি নিজেই আমাকে কি
ব'লে যে প্রবোধ দিব, তাই বৃথাতে পারছি না :
তা তোমাকে আবার কি প্রবোধ দিব প্রাণে-
ধরি ? দেবতা-আরাধনায় কন্যাপ্রাপ্তি । যদি
আমার দশলোপই তার অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে
বৃথা অনুশোচনায় ক'রবে কি ?

মালবী । তবে কি আমার সাবিত্রীর বিবাহ
হবে না ?

অশ্ব । হবে কি না হবে, বিধাতাই ব'লেতে
পারেন । আর যদিই বিবাহ হয়, তাহ'লেই
ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ হয়ে হ'লেই বা ফল কি ?
আমাকে ত মধ্যে পতিত হ'তে হ'ল ।

মালবী । হা ভগবান, এ কি বিড়ম্বনা !
এমন সর্বশুলক্ষণা ধীরা সাক্ষী—এমন ভক্তিমতী
—দেখলে বোধ হয় যেন সাক্ষ্য কৈলাসেশ্বরী
সতী কন্যারূপে আমার ঘরে অবতীর্ণা । আমার
এমন কন্যা কি না পতিভাগ্যে বঞ্চিত !

অশ্ব । সে হুখে আর আমার কাছে ক'রে
কি ক'রবে ? আর আমার কাছে হুখে জানিয়েই

হা লাভ কি ? সর্বশুলক্ষণা হয়েই ত মা আমাকে বিপন্ন ক'রেছেন । মা আমার শক্তি-রূপিনী, প্রভাভাঞ্জনবর্ণী, সকল কোমলতার আধার হয়েও তেজোময়ী । যে দেখে, তারই দেবীসঙ্গে ভক্তির উদ্বেক হয় । মাতৃজ্ঞানে সকলেই মার চরণপ্রাপ্তে মত্তক অবনত করে । রূপ অবস্থার তোমার মেয়ের কেমন ক'রে দিবাহ হয় ? সাবিত্রী দেবীর আরামনার আমি এ কলারই লাভ ক'রেছি । জানি না দেবীর মনে কি আছে ।

মালবী । দেবীর মনে কি আছে, সে বলতে কি আর তেতকাল যায় ? কুলরক্ষার জন্ত পুত্রকামনার আপনি আঠার বৎসর ধ'রে কঠোর তপস্তায় সাবিত্রী দেবীর অচনা ক'রলেন, কোথা থেকে প্রজাপতি ব্রহ্মা কিনা ওপর-ওড়া হয়ে বর দিতে এলেন । আরে বাম রাঘ, দেব-প্রাণে কিনা আমার অদৃষ্টে প্রতারণা চল ! কুলধর্মরক্ষার জন্ত তপস্তা—পুত্রের কামনায় শ্রম,—ফল হ'ল কিনা কথা । তা হোক, সাবিত্রীকে পেয়ে আমি শতপুল্লাভের আনন্দ পেয়েছিলুম । কিন্তু মহারাজ, তাকে এ অবস্থায় দেখে কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত থাকি ? চক্ষুর উপর কুলনাশ কেমন ক'রে দেখি ? পিতৃপুরুষের অদোগতি অরণ ক'রে প্রাণ আমার বড়ই কাতর হয়ে উঠছে । মহারাজ, হতাশ হ'লে চলবে না । এখনও সময় আছে । আর একবার চেষ্টা করুন । পাত্রেয় সন্ধানে আর একবার দেশ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন । অবশ্যই সাবিত্রী দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রবেন ।

অথ । আমি কি নিশ্চিন্তই আছি প্রাণেশ্বরী ? আবার আমি দেশ বিদেশে লোক পাঠিয়েছি । দেখি, তারা কতদূর কি ক'রে ওঠে । তারা যখন না পারবে, তখন নিজে আমি একবার পাত্রেয়

সন্ধানে বহির্গত হব । তাতেও যদি না হয়, তখন কুলধর্ম-রক্ষার জন্ত শাস্ত্রের যে আদেশ, তাই পালন ক'রব ।

মালবী । কি ক'রবেন ?

অথ । কি ক'রব ?—কি ক'রব—মালবি, জিজ্ঞাসা ক'র না । রমণী তুমি—কোমলা । তুমি সে কঠোর বাক্য শোনবার যোগ্য নও ।

মালবী । তবু শুনি ।

অথ । সে বাক্যের একটি একটি অক্ষর সহস্র বজ্রের বলে তোমার কোমল বক্ষে আঘাত ক'রবে । মালবি, তুমি সহ্য ক'রতে পারবে না ।

মালবী । যখন সে কার্য্য ক'রবেন, তখন যদি সহ্য ক'রতে পারি, তাহ'লে এখন শুনে সহ্য ক'রতে পারব না কেন ?

অথ । শাস্ত্রে ব'লেছে—কুলরক্ষার জন্ত যদি লোক পরিত্যাগ ক'রতে হয়, তা হ'লে লোক পরিত্যাগ ক'রবে । গ্রামের জন্ত কুল ত্যাগ ক'রতে হয়, কুলত্যাগ ক'রবে । দেশের জন্ত যদি গ্রামত্যাগ প্রয়োজনীয় হয়, ত গ্রাম ত্যাগ ক'রবে । আর আত্মার জন্ত যদি পৃথিবী পরিত্যাগের প্রয়োজন হয়, তাহ'লে যেদণ্ডে আত্মার বিভীষিকা উপস্থিত হবে, সেই দণ্ডেই এই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ ক'রতে কুচিত্তি হবে না । রাণি ! সাবিত্রীর জন্ত যদি কুলধর্মনাশের সম্ভাবনা দেখি, তাহ'লে অমন সোণার মেয়েকেও আমাকে বিসর্জন দিতে হবে !

মালবী । হা ভগবান, এই কি স্বামীর আমার কঠোর তপস্তার পরিণাম ? মহারাজ, সমগ্র রাজ্য যোতুক দেবার ঘোষণা দিয়ে পাত্রেয় সন্ধান করুন না কেন ?

অথ । রাণি ! সাবিত্রীকে যে পত্নীরূপে গ্রহণ কর্তে সমর্থ, সে কি তুচ্ছ রাজ্যের ভিত্তারী ?

(দূতের প্রবেশ :)

অথ। কি সংবাদ ?

দূত। সংবাদ শুভ নয়। সমস্ত ভাট বিকল মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছে।

মালবী। সমস্ত ভারতের মধ্যেও আমার কস্তার একটা পাত্র মিলে না ?

দূত। রাজপুত্রদের উন্নততার সংবাদ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র হয়েছে ? কোন রাজপুত্র রাজকুমারীকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হয় না। কোন রাজাও আপন সন্তানকে মন্ত্রদেশে পাঠাতে চায় না।

অথ। তাহ'লে কস্তার বিবাহের আশা পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি।

দূত। তাই ত কার্যতঃ দেখছি মহারাজ ! এত বয়স হ'ল, একপ বিচিত্র ব্যাপার ত কখন দেখিনি ! ভাটেরা ব'লে—মায়ের নাম শেন্নি-মাত্রই লোকে সেই দূরদেশ থেকে উদ্দেশে তাঁকে প্রণাম করে। কেউ কি তাহাদের কাণে ব'লে দেয় যে, দেবী আমাদের ঘরে কস্তারূপে অবস্থান ক'রছেন ?

মালবী। তা হ'লে কি হবে ? মহারাজ কি হবে ? মহারাজ, দাসীর প্রতি দয়া করুন। মায়ের গ্রাণ—অভাগিনীর মায়ের প্রাণের দিকে একবার দয়া করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।

অথ। দারুণ কর্তব্য—প্রজারঞ্জন, লৌকিকতা-ধর্ম-রক্ষা। বৃহতে পেরেছি, আমার জীবনের সমস্ত সাধ আকর্ষণ ক'রে, অকুল দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ক'রবার জন্ত, আমার কামনার শাস্তি দিতেই যেন বিধাতা আমার গৃহে এ কস্তা পাঠিয়েছেন।—সোৎসবক নয়নে সমস্ত প্রজা আমার পানে চেয়ে আছে। আজ আমি হ'তে যদি সমাজ-ধর্ম নাশ হয়, তাহ'লে সর্বনাশ হবে—সর্বনাশ হবে। মানুষ একে স্বভাবতই স্বাধীনতা-

প্রিয়। স্মরণঃ তারা যদি একবার আমার আচার দেখে প্রশ্রয় পায়, তাহ'লে অল্পদিনের মধ্যে কুলদ্বীগণ আপন আপন মর্যাদার হানি ক'বে। বর্ণদক্ষরের সৃষ্টি হয়ে পাপের প্রথর স্রোতে চক্ষের নিমিষে সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

মালবী। মহারাজ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ ত্রিকালদর্শী ত্রাঙ্কণও ত আপনার সভায় আছেন। এ দারুণ-বিপত্তি সময়ে তাঁহাদের শরণাপন্ন হোন না কেন।

(কঙ্কুরীর প্রবেশ।)

কঙ্কুরী। মহারাজ, মহাতপা মাণ্ডব্য ঋষি আপনাকে আশীর্বাদ ক'রতে এসেছেন।

অথ। মালবি, সমস্ত ঋষিরাজের জন্ত পাত্র অর্থ নিয়ে এসো। মা জগদীশ্বরী এতদিন পরে সন্তানের প্রতি রূপা-কটাক্ষে চেয়েছেন। শীঘ্র যাও, শীঘ্র যাও। [প্রস্থান।

মালবী। নারায়ণি ! মা ! এ কুলক্ষরূপ মহাপাক হ'তে স্বামীকে আমার রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য।

অলিন্দ।

মাণ্ডব্য।

মাণ্ডব্য। তাইত ভাবি, এ কি বিচিত্র ঘটনা ! প্রতি প্রভাতে যথাদীতি স্নানান্তে আঙ্কি করি, তথাপি প্রাণে তৃপ্ত পাই না কেন ? আমি নিজেই কি যথাদীতি দেবজ্ঞানা ক'রতে অসমর্থ হ'য়েছি ? না নিত্য নিত্য এ তৃপ্তি আমার, কোন নিশাচর কিংবা নিশাচরী কর্তৃক অপহৃত হয়েছে ? প্রতিদিন চিন্তা ক'রেছি, কিন্তু কোন উপায়েই এতদিন আমার এ ভাবনার মীমাংসা হয় নি। ধ্যানান্তে উদ্রীলিত চক্ষে ভগবতী গায়ত্রীর চিদাভাস দেখতে আকাশপানে

চেছেছি, দেখি আকাশস্থল স্নান।—প্রাণের
আবেগে নবোদিত অরুণের অভাস্তর অমুসন্ধান
ক'রুছি, দেখি আদিভা-সুদয়ে জ্বলন্তমসক্কাশা
হাসিময়ী ভুবনোন্মলকরী কুমারী জ্বর কিরণময়
সিংহাসন শূন্য! প্রাণের বাতনায়, যারের
অনুরাগে আমি ভুবন প্রদক্ষিণ ক'রে এসেছি,
সমস্ত নিষ্ফল। যা যে আমার ধ্যানের সীমাস্তে
অবস্থান ক'রছেন, তা কেমন ক'রে জানবো?
শিশুশাসিনী! দেবরূপা জননি। অধম
সন্তানকে লুকিয়ে বোল কলায় পূর্ণ হয়ে তুমি যে
মন্ত্ররাজগৃহে অবস্থান ক'রছ, তা ত জানতুম না
মা! কিরণময়ী আজ পতিততা-মহাভায়া প্রচারের
জন্ত মানবী মূর্তিতে ধরায় অবতীর্ণ। মা, মা,
ইদেবি সাবিত্রি! অধম সন্তান আজ ভোর
মানবী মূর্তি দেখতে এসেছে। দেখা দিবি কি
মা? কত্না হয়ে মন্ত্ররাজের ঘর কেমন ক'রে
আলো ক'রে আছ, দেখবার জন্ত প্রাণে আমার
অস্তিত্বতা। মা! দেখা দে, দেখা দে।

(অশ্বপতির প্রবেশ)

অশ্ব। আশ্বন দরায়, আশ্বন, এ দাসের
গৃহ পবিত্র করুন। [প্রণাম।

মাণ্ডব্য। জ্যেষ্ঠ মহারাজ!

(মালবীর প্রবেশ ও পত্র পুষ্প)

মাণ্ডব্য-চরণে প্রদান)

সর্কাজীবি পূর্ণ হোক মা, চিরায়ত্তী হও।

মালবী। প্রভু, আসনে উপবেশন করুন।

মাণ্ডব্য। এই যে বসুঁছি মা, তার জন্ত
যাত্র হবার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি মা,
জ্বালোক-বিশুদ্ধা ধর্মরতা। তোমার গৃহে অতিথা
গ্রহণ, অতিথির বহুভাগ্যের কথা। মহারাজ!
আমি বহুদেশ, বহুরাজ্য, বহুভীর্ণ পর্যটন ক'রে
এই পথ দিয়ে পূণ্যভীর্ণ কালী গমন ক'রছিলুম।
পথে আসতে আসতে গুনলুম—তোমার গৃহে

পবিত্রা ভক্তিময়ী, সদগুণানচাবিনী, ষোড়শী
কুমারী অবস্থান ক'রছেন। গুনই বুললুম, মা
অন্নপূর্ণা যখন নিকটেই, তখন তাঁকে দর্শন
ক'রতে আবার অতদূরে যাবার প্রয়োজন কি?

অশ্ব। বলেন কি প্রভু!

মাণ্ডব্য। শাস্ত্রসম্মতা কুমারী যদি ষোড়শী
হন, তিনি স্বরূপ অম্বিকা। তিনি পার্বিণী জীবনে,
নারীদেহে মাতৃ-মূর্তি। সর্কাজীবে—সর্ক মান-
বে—এমন কি সর্কদেবতারও—নমস্তা। এমন
কত্নাকে যিনি বিবাহ করেন, তিনি নরদেহে
উদ্যাপতি। মহারাজ! আপনি গিরিপতি হিমা-
লয়তুলা ভাগ্যবান। মা মন্ত্ররাজী! তুমিও
উদ্যাপনিনী মেনকার ভায়া মহাভাগ্যবতী।

অশ্ব। বলেন কি প্রভু, এ সব কি কথা?
আমি যে আপনার এ অদ্ভুত লোমহর্ষণকর
বাক্যে জ্ঞানশূন্য।

মাণ্ডব্য। আমি শাস্ত্র-কথাই বলছি মহারাজ।

মালবী। আপনার কোন শাস্ত্র মান্বে
দেবতা? আপনি এখন দেবীদর্শন ক'রতে
কালী যাওয়া বন্ধ ক'রে এখানে এসে উপস্থিত
হয়েছেন। আমরা কিন্তু যে দেবীর আলার যাই।

মাণ্ডব্য। সে কি রকম মা? মা কি
আমার চক্কা?

মালবী। চক্কা হ'লেও হুংখ ছিল না। মা
যদি আমার যথার্থই দেবী হন, তাহ'লে রণ-
রঙ্গিনী মূর্তি ধ'রে এলেও, আমি বৃকের ধন বৃকে
তুলে নিতুম। যদি মা আমার এ অভাগিনীর
ঘরে আসবার সময়ে দয়া করে তাঁর দেবতাকেও
তাঁর সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতেন! আপনার
দেবী যে এখন আমাদের চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত
নরকস্থ ক'রতে ব'সেছেন।

মাণ্ডব্য। এ সব কি বলছ মা, আমি যে
সম্যক প্রণিধান ক'রতে পারছি না!

অম্ব। ঠাকুর, কতাদ্বায়ে অস্থির হয়ে প'ড়েছি ।

মালবী। ঠাকুর, শত চেষ্টা ক'রেও, সাবিত্রীর আমার বর জুটলো না । কি হবে দেবতা ? কি ক'রে ধর্ম রক্ষা হয় ? কি ক'রে লোকনিন্দার হাত থেকে নিস্তার পাই ?

মাণ্ডব্য। বর জুটলো না ! মা আমার কি কুংসিতা ?

মালবী। বড় কুংসিতা ঠাকুর, বড় কুংসিতা ! আপনার শচী, লক্ষ্মী, সরস্বতীই বা কি কুংসিতা !—আপনাদের উমারগিই বা কত কুংসিতা ! অন্তর্যামী ঠাকুর, প্রাণের যাতনায় কাতর হয়ে আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলুম, আপনিও কিনা সময় বুঝে রহস্য কর্তে এলেন ! মা আমার কুংসিতা ? ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য মা আমার ক্ষুদ্র দেহে আয়ত্ত ক'রেছে—সে মা আমার কুংসিতা ?

মাণ্ডব্য। ভাল, মাকে একবার আন দেখি । দেখে শুনে বুঝে দেখি, ব্যাপারখানা কি !

অম্ব। যাও মহিষী, শীঘ্র সাবিত্রীকে এখানে নিয়ে এস ।

মালবী। ও সব ব্যাপার বোঝাবুঝি আমি বুঝি না । যখন রূপা ক'রে আপনার দাসদাসীর গৃহে পদার্পণ ক'রেছেন, তখন আমাদের একটা গতি না ক'রে পায়ে ঠেলে যে চলে যাবেন, সেটা হচ্ছে না ।

অম্ব। ভাল, আগে সাবিত্রীকে নিয়েই এস, তার পর মা বলবার ব'লো ।

[মালবীর প্রস্থান ।

মাণ্ডব্য। (স্বগত) মায়ের আগমনবার্তা জানবার জন্ত প্রাণে বড়ই কৌতুহল জেগে উঠেছে । (প্রকাশ্যে) সাবিত্রী—সাবিত্রী—কি সুন্দর নাম ! এ নাম কোথা পেলে মহারাজ ?

অম্ব। সাবিত্রী দেবীর আরাধনা ক'রে মাকে পেয়েছি, তাই সাবিত্রীর প্রসাদস্বরূপ কন্টার নাম রেখেছি সাবিত্রী ।

মাণ্ডব্য। যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে ঘটনাটা জানতে পারি কি ?

অম্ব। আপনি শুনুন ; আপনার কাছে ব'লতে বাধা কি ? পুত্রকামিনা আমি কুলদেবতা সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করি । আঠার বৎসরের তপস্যার দেবী দাসের প্রতি প্রসঙ্গ হন । অপূর্ণ মূর্তি ধারণ করে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে, আমাকে বর গ্রহণ ক'রতে আদেশ করেন । আমি ধর্মরক্ষার্থ মায়ের কাছে কুলোজ্জ্বলপুত্র কামনা করি । দেবী সেই কথা শুনে ব'লেছিলেন—“তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হ'তেই অবগত হ'য়ে আমি প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট তোমার জন্ম পুত্র প্রার্থনা করি । তিনি তোমাকে একটা কন্যা দান ক'রতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন । মহারাজ, ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করি, অচিরে তুমি একটা তেজোময়ী কন্যা লাভ কর । দিকান্তি না ক'রে এই মুহূর্তেই তুমি গৃহে প্রতিগমন কর ।” এই কথা বলেই দেবী দেখতে দেখতে অন্তর্দান হ'লেন । গৃহে ফিরে এলুম । মায়ের আশীর্কাদের ফলে অচিরেই এক কন্টার লাভ ক'রলুম । বলব কি দেবতা ! জগতের সকল সৌন্দর্য একত্র হয়ে দেখতে দেখতে আমার গৃহে নন্দনানন্দকরী নব শিলোদগাক্ষে প্রফুটিত হ'ল । কিন্তু হুঃখের কথা কি বলব প্রভু ! ষোড়শ বর্ষ অতিক্রান্ত হ'তে চললো, তথাপি আজও পর্যন্ত মাকে পত্রিক্ত ক'রতে পারিলাম না ।

মাণ্ডব্য। এমন কন্টার পাত্র মিলল না ?

অম্ব। বহুপাত্রেব সন্ধান ক'রেছি, বহু সুলক্ষণযুক্ত যবাকে কন্যা দান করবার জন্ত গৃহে

এনেছি ; কিন্তু লজ্জাভর-নমিরাঙ্গী কুমারীকে আজও পর্য্যন্ত কোন পুরুষ প্রেমচক্ষে দেখেন্তে সাহস করেনি। অতাবদি যত রাজপুত্র বিবাহার্থী হয়ে এসেছে, সকলেই আমার কণ্ঠ্যাকে মাভ-জ্ঞানে ভক্তিসহকারে দূর থেকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করেছে।

মাণ্ডব্য। পাত্র মেলেনি ব'লে, গৌরী কিনা আজও পর্য্যন্ত কুমারী ! তা মহারাজ, এতদিন চেষ্টা ক'রেও তোমরা নিজের তখন কিছু ক'রেতে পারনি, তখন মাকে নিজের উপর পতি-নির্ভরতার ভার প্রদান কর নি কেন ?

অম্ব। তাই ত প্রভু ! একথা ত এক সময়ের জ্ঞান আমার মনে উদয় হয় নি।

মাণ্ডব্য। শুভদিন শুভক্ষণে দেখে, যত শীঘ্র পার, মাকে পতি-অন্বেষণে প্রেরণ কর। আশী-ক্ষাদ করি, মহারাজ, আপনার গৃহে শান্তি ও ধর্ম চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোক।

(মালবী ও সাবিত্রীর প্রবেশ)

মাণ্ডব্য। (স্বয়ং) আসিস্ না আনন্দ-ময়ি ! সন্তানের আকুল আগ্রহের কাতর স্বর তাঁর কাণে কি পৌঁছাল মা ? মহেশবন্দনানোং-পরা, বিষ্ণুহৃদয়সম্ভবা, বেদ-প্রসাবিত্রী গায়ত্রী ! দিবাকরের জলয়-আদন শূন্য ক'রে—মদরাজগৃহে প্রচ্ছন্নবেশে—অবলা-বালিকাপ্রলভ কোমলভাব কার প্রাণ গলাতে এসেছে মা ? মা দূর হ'তে অদম সন্তান তোমার চরণাবলিনে কোণী কোণী প্রণাম করে। তুমিই না হয় কল্যাপ্রদীপী—পিতা মাতার মমতাজালে সর্কাজ জড়িয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বিমুগ্ধ হ'য়েছে। তাতে আমার কি জননি ! আমি তোমার সঙ্গে আশ্বিন্মুগ্ধ হ'তে বাব কেন ? মা, আবার—আবার—বারবার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

মালবী। এই নিম্ন প্রভু, আপনার দাসী।

মা, ঠাকুরকে প্রণাম কর। প্রণাম ক'রে পদধূলি মাখায় নিয়ে, ঠাকুরের কাছে আমি-সৌভাগ্য প্রার্থনা কর। বল—গেন মনোমত পতিলাভ করি, বেন আমি হ'তে মদ্রবংশের কুলধর্ম রক্ষা হয়। (সাবিত্রীর প্রণাম)

মাণ্ডব্য। বেটী ! চূপ ক'রে থাকবে মনে ক'রেছো ? কল্যাপ্রদীপিণি ! শুধু কি নয়নজ্বরের চরিতার্থতার আশ্রয় তুমি হয়। যে বিষোত্তের স্নেহকম্পনে চতুর্দেদের সৃষ্টি হয়েছে, অক্ষরময়ি ! সেই তুমি, আমার পিপাস আশ্রয় নমীপন্ন হয়ে নীরব থাকবে ! দেখি বেটী, সন্তানকে ছলনা ক'রে কতক্ষণ থাকতে পার !

মালবী। কি মা, ঠাকুরের কাছে বর প্রার্থনা না ক'রে নীরব রইলি যে ?

মাণ্ডব্য। নীরব কি সাম্য থাকে ! মহারাজ, এখন বুঝতে পেরেছি যে, এ কল্যার বিবাহ হয় না কেন। বোবা মেয়েকে কে বে ক'রবে ?

মালবী। ও সাবিত্রি, কথা কওনা মা !

অম্ব। মা, দেবতার কাছে আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। প্রভু শাস্ত্রে শুনেছি—কামনা তাগ ক'রে ভগবানের আরাধনাই হচ্ছে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আরাধনা। যদিই বা কামনা করতে হয় তা হ'লে অগ্রে দেবতার যথাশক্তি আরাধনা করা প্রয়োজন। আরাধনার তুষ্টি হয়ে যদি দেবতা স্বেচ্ছায় বর প্রদান করেন, তা হ'লে সেই আরাধনাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কাম্যাদর্শ। নতুবা ভিক্ষা দেবতার কাছেও নিন্দনীয়। তবে এও শুনেছি—জনক জননীর বাকা বেদব্রূপ ; আজ্ঞা শাস্ত্রের আদেশের ছায়া অলঙ্ঘনীয়। যে পিতা মাতার আদেশ লঙ্ঘন করে, সে দেবদান উপ-বিষ্ট হ'লেও ধর্মে পতিত হয়। তাই আজ জন

কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে, আপনার কাছে প্রার্থনা করি, যেন আমি হ'তে মঙ্গলবংশের কুলধর্ম নষ্ট না হয়।

মাণ্ডব্য। শাস্ত্র ব্রাহ্মণের উপর আশীর্বাদের যেটুকু অধিকার দিরাছেন, তাইতে বলি, না তোমার মনোভীষ্ট পূর্ণ হোক।

মালবী। আরাধনা ক'রতে পাওনি বলে দুঃখ ? তার জন্ত দুঃখ কি মা ? তুমিই না হয় আজকে এই অতিথি সেবার ভার গ্রহণ কর।

অম্ব। সাবিত্রি, কাল পরীক্ষা তুমি উপবাসিনী ছিলে, স্মৃতরাং আজ এই দৈব অতিথির সংকার ক'রে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ কর। আর শোন—তোমার সম্প্রদানকাল উপস্থিত, অথচ কোন ব্যক্তি আমার নিকট প্রার্থনা ক'রছেন না। অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণসদৃশ স্বামী আহ্বণ কর। যে পুরুষ তোমার প্রার্থিত হবেন, আমার কাছে তাঁর কথা নিবেদন ক'রো; পরে আমি বিবেচনা ক'রে তোমাকে সম্প্রদান ক'রব। কল্যাণি! আমি ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণগণকে যে বচন পাঠি ক'রতে শুনেছি, তা তোমাকে বলছি শোন। 'যে পিতা কন্যাদান না করেন, তিনি নিম্ননীয় হন; যে সংসারী বিবাহ না করেন, তিনিও নিম্নাশ্রয় হন; আর যে পুত্র স্বামিহীন জননীর প্রতিপালন না করে, সেও নিম্নাশ্রয় হইবে থাকে।' তুমি আমার এই কথা শুনে যত শীঘ্র পার, স্বামীর আহ্বণ কর। যাতে আমি দেবগণের নিম্ননীয় না হই, তাই কর। আজই শুভদিন। আমি তোমার বাক্যের উপযোগী বাহনাদি আয়োজন ক'রতে আদেশ প্রদান করি।

সাবিত্রী। কোথায় যেতে আদেশ করেন ?

অম্ব। তোমার ধর্ম বেগানে তোমার আকুর করে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাবে। কল কথা, স্বামীর সংবাদ না গ্রহণ ক'রে তুমি আর ঘরে

ফিরো না। যদি অকৃতকার্য হও, তা হ'লে মঙ্গলবংশের সঙ্গে সম্বন্ধ জন্মের মত পরিত্যাগ কর।

সাবিত্রী। যথা আজ্ঞা।

(পুরবাসিনীগণের প্রবেশ ও গীত ।)

তবে যাও তবে যাও আসিতে।

একা চ'লে সরলে ঘুগলে ফিরিতে।

বাধি গলে গলে বাধলতা-হারে,

অচেনা দেশ হ'তে আন ধ'রে তারে,

সে প্রিয় মোহন মন মোহিতে।—

স্বখ-বারিদ-প্রাবিত নরে ভাসিতে ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

তুষুর ও মালিনী।

তুষুর। দেখে দেখি বউ, কি ক'রলি ? রাজকুমারী বনবাসে চ'লেছে ব'লে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে এলি, এখন কোথায় এসে পড়লি বল দেখি ? আর পথ চিন্তে পারছিনি।

মালিনী। কি ক'রব ? আমি স্বীলোক, চ'লেই না হয় এসেছি; তুই পুরুষ মানুষ, তুই পথ ঘাট চিনবিনি—তা আমি কি ক'রব ?

তুষুর। বেশ, আর তবে পথের মাঝখানে হুঁজনে হাত পা মেলিয়ে মরি।

মালিনী। দিদিরাজী যে দণ্ড থেকে আমাদের ত্যাগ ক'রে এসেছে, সে দণ্ড থেকে আমরা কি বেঁচে আছি। তা আর মরণের ভয় দেখাচ্ছি কি ? ভয় হোগেগে তোমার। আমি ত তোকে রেখে মরতে পারলে বেঁচে যাই।

তুষুর। ভারি স্বাবদের কথাটাই কইলি ! কিদেয় নাড়ী ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে—তেঁটায় প্রাণ টা টা ক'রছে—তার ওপর অর্ধেক রাজ্যটা

পেচুম, সেটা হ'ল না ব'লে মন খা খা ক'রছে ।
নিজে নিজেকে নিয়েই নড়তে পারছিনি, এমন
সময় তুমি মলে এই সারা পথটা তোমায় কাঁধে
করে নিয়ে বেড়াই । ভারি সখের কথাই
কইলি বউ !

মালিনী । বলিস্ কি মিনসে, এক দয়া !

তুঘুক । না বউ, বরবার কথা বলিসনি ।
অনেক দিন তোর মিষ্টি মিষ্টি গালাগালি খাইনি ।
গালাগালের সাধ এখনও আমার মেটেনি ।
আগে দিদিরাকীকে খুঁজে খাঁর করি, তার পর
নরতে হয় হুজনেই এক সঙ্গে মরা যাবে । এখন
কিদের মরি তার কি ? সঙ্গে করে কতকগুলো
চিড়ে এনেছিলি, দে না ।

মালিনী । শুধু চিড়ে হাড়ের মতন চিবিয়ে
খাবি, একটু অপেক্ষা কর—পথের ধারে আস্তে
আসতে একটা গরু চরতে দেখে এগুম—রোস
সেইটেকে টেনে দিই ।

তুঘুক । বা, তা হ'লে আর দেরি করিসনি ।
(মালিনীর প্রস্থান) না বাবা, আর নয়, চেষ্টার
কৃতান্ত হয়েছে । রাজা রাজকুমারীকে এক রকম
বনবাসেই দিয়েছে । বর মেনে ত দিদিরাকী
দেশে ফিরবে, নইলে আর তাকে দেখতে পাব
না । বউ তা হ'লে আমার আর দেশে ফিরছে
না । সে নিত্য নিত্য রাজকুমারীর শিবপূজার
কল ঘণ্টায় এসেছে । তার ত্রুতদিনের কুল
যোগান বুঝা হ'লো । দিদিরাকীকে দেখতে না
পেরে সে কি বাঁচবে ?—অমনিতেই ত সে
অদম্বর হ'য়ে আছে । আর অমন বউ গেলে
কি ছাই আমিও আর বাঁচব ! অহা বউ ত নয়—
যেন পৈতৃক বউ ! দরদ কি !—নাহা কি !—
যাক বাবা—ভাবলে আর জ্ঞান থাকে না ।
কাজেই বউ যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এই
চিড়ে কটার সাহায্যে একটু অভ্যস্তনয় হয়ে যাই ।

ও বাবা—আবার সেই মাতিঃ এ দিকে আসছে
যে ! লুকবো এমন জায়গাও ত নেই, কি করি ?
ও বাবা ! এসে পড়লো যে । তা হ'লে কি করি ?
দূর ছাই, কি আর ক'রবো, তা হ'লে এই করি
(চিড়ে ভক্ষণ) ।

(মাণ্ডবার প্রবেশ) ।

মাণ্ডবা । মা আমার স্ততক্ষণে পতি-
অধিবশে গৃহ থেকে যাত্রা ক'রেছেন । মায়ের
স্বামি-সম্মিলন যতক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ
কিছুতেই প্রাণে শান্তি পাচ্ছি না । একি ? কে
তুমি ? পথের ধারে—গাছের তলায়—আধ-
জাদারের ভেতর ব'সে, কে তুমি ?

তুঘুক । ধ'রেছে, ঠিক ধ'রেছে । শয়খে
শেচনে চোক, গুর হাত এড়িয়ে যাবার বো কি ?

মাণ্ডবা । কে তুমি ? কথা কচ্চ না কেন ?

তুঘুক । আমি ।

মাণ্ডবা । আমি কে ?

তুঘুক । চিনে নাও ।

মাণ্ডবা । নাম কি ?

তুঘুক । বাতা বন্ধ—গলা দিয়ে নাম বের-
বার পথ নেই ।

মাণ্ডবা । সে কি রকম ?

তুঘুক । আজ্ঞে, খাণ্ডবা চলছে দেখে,
কথাগুলো আসবার সুবিধে পাচ্ছে না ।

মাণ্ডবা । তা হ'লে ত্রুতগুলো কথা এল
কি ক'রে ?

তুঘুক । আজ্ঞে, কথাগুল পিহলে এসেছে,
আর কতকগুল টোঁটের ডগায় এসে ব'সেছিল,
টোঁট নাড়তেই বেরিয়ে প'ড়েছে ।

মাণ্ডবা । আর কেও—তুঘুক ?

তুঘুক । আজ্ঞে, আর তুঘুক নেই, এখন
ডুগ-ডুগি ।

মাণ্ডবা । সে কি রকম ?

তুষ্ক। আজ্ঞে, প্রাণের তার ছিড়ে
এখন বেসর মেরে গেছি দেবতা ।

মাণ্ডব্য। তুমি ত রাজকুমারীর বরের
সন্ধানে গিয়েছিলে ?

তুষ্ক। আজ্ঞে গিয়েছিলুম ।

মাণ্ডব্য। তার পর ?

তুষ্ক। তার পর এই চিড়ে থাকছি ।

মাণ্ডব্য। চিড়ে থাক কি ? পাত্রের সন্ধান
পেলে না ?

তুষ্ক। পাব না কেন, হাজার ।

মাণ্ডব্য। তবে অমনি অমনি কিরূপ কেন ?

তুষ্ক। আজ্ঞে দেবতা, চিড়ের পক্ষে
ধমিট ভাল, চিটকে পাত্রে বড় সুবিধে হয় না ।

মাণ্ডব্য। পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে দেশ
বিদেশ ঘুরে, শেষে কি এই চিড়ে নিয়ে এসে
উপস্থিত ক'রলে ?

তুষ্ক। আর কি করি দেবতা ! রাজকুমা-
রীর বরান্তে বর নেই ব'লে কি আমাদের ক্ষিদেও
থাকবে না ?

মাণ্ডব্য। তা এখন যাচ্ছ কোথায় ?

তুষ্ক। যেখানে দু চোক মায় ।

মাণ্ডব্য। তা হ'ল বল বৈরাগ্য ! কেন
তোমায় সংসারে কি কেউ নেই ?

তুষ্ক। সে কি দেবতা, থাকবে না কেন ?
আমার সংসারে কেবল আমিই নেই ।

মাণ্ডব্য। স্ত্রী পুত্র নেই ?

তুষ্ক। স্ত্রী ? সখা না বিধবা ?

মাণ্ডব্য। স্ত্রী—বিধবা ।

তুষ্ক। আজ্ঞে হাঁ দেবতা, আমার এক
বিধবা স্ত্রী আছে ।

মাণ্ডব্য। বিধবা স্ত্রীলোক বল ।

তুষ্ক। আজ্ঞে না দেবতা,—স্ত্রী । যে
দুদিন থেকে তাকে ঘরে এনেছি, সেই দিন থেকেই

তার গুণে মরে আছি । শোণামী ম'রে গেলেই
ত স্ত্রী বিধবা হয় দেবতা ?

মাণ্ডব্য। তা হয় । কিন্তু অমন স্ত্রীকে
যে একাকিনী ফেলে আসতে নেই । তাকে যে
পাপ হয় ।

তুষ্ক। বল কি দেবতা ?

মাণ্ডব্য। স্ত্রী হচ্ছেন গৃহ-দেবতা—বংশ-
জননী । তাঁকে পরিত্যাগ আর জননী পরিত্যাগ
দুইই সমান ।

তুষ্ক। বল কি দেবতা । স্ত্রী জননী ?

মাণ্ডব্য। বংশজননী—কুলরক্ষয়িত্রী দেবী ।
জননীও যে ব'লতে না পারা যায়, এমন নয় ।
শাস্ত্রে ব'লেছে—

পতির্জায়াঃ প্রবিশতি গর্ভে ভূত্বৈব মাতরং ।

তত্তাঃ পুনর্বো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে ॥

তুষ্ক। আর বলতে হবে না দেবতা ।
শেনবামাত্রেই প্রাণে আমার ভক্তিরস পাক
মেরে উঠেছে ।

মাণ্ডব্য। দেখ তুষ্ক, তোমার কাছেই
আমি মায়ের সন্ধান পেয়েছি । তোমার এ
মহোপকার আমি জীবনে বিস্মৃত হব না
তুষ্ক, যদি গৃহত্যাগেই তোমার অভিরূচি হয়,
তা হ'লে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার আশ্রমে
চল । আমার বিশ্বাস সেখানে তুমি রাজ-
কুমারীকে দেখতে পাবে !

তুষ্ক। পাব দেবতা—দিদিরাণীকে দেখতে
পাব ?

মাণ্ডব্য। দিদিরাণীকেও পাবে, আর তার
বরকেও পাবে ।

তুষ্ক। বল কি দেবতা !

মাণ্ডব্য। শীঘ্র যাও, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে
এস ।

ভূরু। দেখাও দেবতা—দিদিরানীকে দেখাও। রাজ্যলোভে দিদিরানীর বর খুঁজতে গিয়ে বরও হারিয়েছি, দিদিরানীকেও হারিয়েছি। বরের লোভে গেলে বরও পেতুম দিদিরানীকেও হারাতুম না। দেখাও দেবতা,—স্বামী স্ত্রীতে তোমার দোরে হতা মেরে প'ড়ে থাক্‌ব।

মাণ্ডব্য। তা হ'লে আর বিলম্ব ক'ব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

কাননপথ ।

কঙ্ককী ও সাবিত্রী ।

কঙ্ককী। এ কি ক'রলে রাজনন্দিনি! মহারাজ তোমার সঙ্গে যান বাহন, ঘন রত্ন অসংখ্য অস্ত্রচর পাঠিয়ে দিলেন, তুমি সে সমস্ত ভাগ ক'রে, এই ছাগিনীর বেশে, পৃথিবী ভ্রমণ ক'রতে চ'ললে?

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণ, আপনি মঙ্গলেশ্বর চিরহিতাকাঙ্ক্ষী। আমার বর্তমান অবস্থা ত আপনি সবই বুঝতে পারছেন। কি কর্তব্য, আপনিই আমাকে বুঝিয়ে বলুন না কেন।

কঙ্ককী। তুমি বৃদ্ধিমতী—শাস্ত্রাণ্ডর্শিনী, তোমাকে আমি কি বোঝাব মা? তবে তোমার এ অবস্থা দেখে, আমি প্রাণে কেমন ক'রে পৈর্য ধরি?

সাবিত্রী। সপ্তাহ পরে আমার কি অবস্থা হ'তে পারে, তা কি বুঝতে পেরেছেন ব্রাহ্মণ?

কঙ্ককী। ভবিষ্যতে কার কি অবস্থা হ'তে পারে, কেইবা ব'লতে পারে রাজকুমারি? অতি দূর ভবিষ্যৎ কেন, কালকের কথা আজকে ব'লতে পারে, এমন ভবিষ্যৎদর্শী বা কে আছে?

সাবিত্রী। ব'লতে পারুক আর নাই পারুক, সকলেরই ভবিষ্যতের অন্তিছে একটা না একটা

বিশ্বাস আছে। আর সেই বিশ্বাসে আত্মনির্ভর ক'রে মানুষে চিরদিনই কার্য্য ক'রে আসছে। ভবিষ্যতে জ্ঞানী ব'লে প্রতিষ্ঠালাভ ক'রবে ব'লে লোকে বিত্তা অর্জন করে। বংশরক্ষার জন্ত পুত্র কামনা করে। দারিদ্র্যের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্ত অর্থ সঞ্চয় ক'রে রাখে। ভবিষ্যতের অন্তিছে বিশ্বাস না থাকলে সংসারের পথে নান্নব কখনও এক পাও চ'লতে পারত না।

কঙ্ককী। তবে কি মা তোমাকে সন্ন্যাসিনীর বেশেই থাকতে হবে, তোমার বিশ্বাস হয়েছে?

সাবিত্রী। আমাকে বিবাহিতা দেখবার জন্ত পিতা সমগ্র ভারতে পাত্রাভিসন্ধান ক'রেছেন, তথাপি পাত্র মেলেনি। রাজরাজেশ্বরের সন্তান-গণের ভেতরে এমন কেউ নেই যে, আমাকে ভাষায়ে গ্রহণ করে। কাজেই যোগিনী বেশ ধারণ ভিন্ন আমার গত্যন্তর নাই। যদি স্বামী পাই, নিশ্চয় তিনি বনবাসী—সন্ন্যাসী। যদিই না পাই—যদি কুমারী অবস্থাতেই আমার ষোড়শবর্ষ উত্তীর্ণ হ'রে যায়, তাহ'লে মঙ্গলেশ্বর সঙ্গে আমার জন্মের মত সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ।

কঙ্ককী। সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ!—সে কি! এ কি কেউ কখনও স্বপ্নেও মনে স্থান দেয়? তুমি রাজা ও রাণীর নয়নস্বরূপা—জনপদবাসীণী প্রাণ—ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলস্বরূপ। বাৎসল্যে—মায়ার—দর্শে—তুমি যে সিংহাসন প্রতিষ্ঠা ক'রে ব'সে আছ, স্বয়ং বিধাতাও যে তোমাকে সে সিংহাসন থেকে বিচ্যুত ক'রতে পারে না।

সাবিত্রী। কিন্তু ঠাকুর, সর্বদা অশুভ লোকে হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে। আমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হ'তে সপ্তাহমাত্র অবশিষ্ট।

এই সময়ের মধ্যে স্বামীর শ্রীপাদ দর্শন যদি আমার ভাগ্যে না থাকে, তা হ'লে মঙ্গলেশ্বর কলধর্ম-রক্ষার্থ আমিও পিতা মাতার কাছে এমুখ দেখাশোনা পারব না,—পিতা মাতাও কতাকে গৃহে স্থান দিতে পারবেন না। বিধাতার ইচ্ছায় আমি বনবাসিনী। বনবাসিনীর আবার ঘনবাহনাদি ঐশ্বর্যের প্রয়োজন কি? ওই সম্মুখে উপবন। ফলমূল্যশী ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষিগণ ওই উপবনে অবস্থান করেন। ব্রহ্মর্ষ্যে তাঁরা ধনী। সেখানে অক্লিষ্টকর বাইজর্ষ্যের অভিমান নিয়ে যাওয়া কেন? তরুলতাশিতা, বনজ-লতা কুমুদ-ভূষণা শ্মশিকভাগের চরণবেগ-স্পর্শে ওই স্থান পবিত্র। ওজন তানে পদব্রজে, ভক্তি সহকারে প্রবেশই শাস্ত্রসম্মত। ব্রাহ্মণ, অন্নমতি করুন। আপনি অন্নমতি না করলে তা আমি গ্রহণ তাগ করতে পারি না। আপনি পিতৃহত্যাজনিক। আপনার অন্নমতি ব্যতিরেকে ত আমি এতান তাগ করতে পারব না। করলে ধর্ম্যে পতিত হব।

কঙ্কী। হা ভগবান, এই ক'রতেই কি বাড়ীথেকে বরাবর মায়ের সঙ্গে সঙ্গে এলুম?

সাবিত্রী। প্রভু, চিন্তার সময় নেই। দুঃখ করে ফল নেই।

কঙ্কী। এ তুমি কি বলছ সাবিত্রী? আমি যে বাল্যকাল থেকে তোমাকে বকে করে মাতুল করে এসেছি।

সাবিত্রী। মায়ী—মায়ী—জানবুদ্ধ ব্রাহ্মণ! মায়ী পরিত্যাগ করুন। সমস্ত সংসার একমাত্র ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। মায়ী সেখানে অদৃষ্ট-আকাশে মাতুলের তীর ভোগবাসনাশ্রয় ঘন ঘোরা কান্দবিনীর গায়, চকল চপলায় হাসি-নাচ। জ্ঞানে নিবৈ বাহ, অজ্ঞানতায় ঘন ঘন নতন শ্রী ধারণ করে মাতুলের সদয় আকর্ষণ

করে। মায়ী—মায়ী—বড় প্রলোভন—মাতুলকে চূর্ণেস্ত অন্ধকারে ফেলবার জন্ত মুহূর্ত্ত: কল্পিতা বিজলী। ব্রাহ্মণ! মায়ী পরিত্যাগ করুন আমাকে পরিত্যাগ করুন, মঙ্গলেশ্বর একমাত্র ভিত্তি—ধর্মের দিকে লক্ষ্য করুন।

কঙ্কী। তবে আর আমি কি বলব মা! —সদয়ে একটা পর্কতের ভার নিয়ে কিরে চললুম।

সাবিত্রী। আশীর্বাদ করুন, কিরে আপনাদের যেন চরণ দর্শন করতে পারি।

কঙ্কী। একান্ত মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, পিতার মর্যাদা রাখতে—বংশের মর্যাদা রাখতে—শাস্ত্রের মর্যাদা রাখতে—তুমি যেমন এই অতুল স্বার্থত্যাগ দেখালে,—কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—মর্যাদানামসি! তোমা হ'তে যেন সমগ্র নারীজাতির মর্যাদা রক্ষা হয়। তা হ'লে আসি মা! তোমার আগমন-প্রতীক্ষার কাননের প্রান্তভাগে আমি এই সপ্তাহ কাল পর্যন্ত বানাদি নিয়ে অবস্থান করি।

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। পিতার আদেশ শুনেই চ'লে এসেছি। কোথায় যাব, কি ক'রব—কিছুনা—ই বিচার করার অবকাশ পাইনি। এইবার বিবম পরীক্ষা! সম্মুখে গভীর বন—বিভীষিকা দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করার জন্তই যেন, চারিদিকে প্রকাণ্ড বাহু বিস্তার করে অর্ধগগনভেদী মস্তক সঞ্চালনে, আমার গন্তব্যপথের মহাবির-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে। সূর্য্যাকিরণ প্রতিহত—সমস্ত পথ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে। এই পথে এখন আমার একা চলতে হবে। সঙ্গে চিরহিতাকাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্তব্যানুরোধে তাঁহাকেও পর্যন্ত নিরস্ত করলুম। দেবতাকে দেখতে

লে একান্তিকতার প্রয়োজন। সঙ্গরহিত না হতে পারলে সে একাত্মতা আসে না। দেবতা বর্ণনোদ্দেশ্যে পথ চ'লেছি,—শাস্ত্রাদেশে নিঃসঙ্গ হয়েছি। তবে মন, আজ তুমি এত চিন্তাকাণ্ডে কেন? প্রজ্বল হও—ইষ্টদেবতার স্মরণ কর। পিতা মাতার আলীকর্ষাদ—দেবতা ব্রাহ্মণের আলীকর্ষাদ—বর্ষাবস্রাব হ'য়ে তোমার অঙ্গের চতুর্দিকে বেঁধে ক'রে আছে। মা মঙ্গলুলের ইষ্টদেবী সাবিত্রী। তুমি স্বয়ং এই নির্জনে বনপথে আমার পথ প্রদর্শিকা হও।

(গীত।)

ভাষণ বন অধিয়ার।

কানি না কোথায় চলি, আফো কি অধিয়ার পরপার ॥
চলিতে এসেছি চলছি তাই,
নিরাশে কি ভাসি কূল কি পাঠ,
জানিতে নাই সা অধিকার ;—
শুধু চলিতে এসেছি চলিয়া যাই
অভয় চরণ করিয়া সার ॥

(অলিঙ্গার প্রবেশ)

অলি। পিতা বললেন—নবোদিত অরুণের কিরণমালা পুঞ্জীকৃত হ'য়ে জীবনময়ী পুতলিকা-মুষ্টিতে এই বনপ্রান্তে বিচরণ ক'রছে। কিন্তু কই—কোথায়? এখনও যে আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখছি। আশা কি স্তব্ধ—কি স্কন্দর! বনগিলাসিনি! এই দরিদ্রা ভগিনীর প্রতি রূপা ক'রতে এসে, দারসমীপস্থা হ'য়ে বিলম্ব ক'রছ কেন? অদূরে এই গভীর বনাভ্যন্তরে আমার পিতা মহাভগা মাণ্ডব্য মূনির আশ্রম। এস, তোমাকে সে স্থানে নিয়ে যাই।

সাবিত্রী। আশ্রয়-রূপিণী কল্যাণি! আমি আশ্রয়দানগোয়া কি না, আপান বিবেচনা করুন।

অলি। তুমি বাজ্যেখরী হও, কি ভিখারিণী হও—দেবী হও কিংবা মানবী হও—ব্রাহ্মণকন্যা হও, কি চণ্ডালকুমারী হও,—আমার আশ্রয়সমীপে যখন নিরাশ্রয়ার কত বিচরণ ক'রছ, তখন তুমি আমার ইষ্টদেবী।

সাবিত্রী। দেবী—

অলি। ভগিনী—দেবী কেন?—এই ত তোমাতে আমাতে কি সঙ্গ, প্রকাশ ক'রে বল্গুন। তবে সাময়িক জীবনের যদি একটু মধুর আশ্বাদ অনুভব ক'রতে আমাকে অনুমতি কর, তা হ'লে তুমিও আমার দেবী নও, আমিও তোমার দেবী নই। আমার ছুটি ভগিনী। আমি ব্রাহ্মণকন্যা—আর তুমি—

সাবিত্রী। কত্রিয়ানন্দিনী।

অলি। স্তবরাং আমি জ্যোতা—আর তুমি কনিষ্ঠা। এস যেমনটা আমার! কোন স্বপ্নপ্রাজ্ঞের কোন স্বপ্নময় গগনের সোণার ফুল! ভূতলাপতীর্ণ হ'য়ে রূপা ক'রে তোমার জুগুপ্সিত ভগিনীটিকে দেখা দিতে এসেছ! তোমায় কি আমি আমি ছাড়তে পারি। ওস, সঙ্গে এস।

সাবিত্রী। ভগিনী। এ প্রাণ যদি তোমাকে দান ক'রবার আমার অধিকার থাকত, তা হ'লে এখনি তোমাকে সঙ্গের সমর্পণ ক'রে চির-জীবনের জন্য তোমার দামিদ্ধ গ্রহণ ক'রতুম। এক্ষণ আনন্দ আমি জীবনে কখনও অনুভব করিনি। কি বল্গ, আমি সঙ্গ ক'রে ইষ্ট-দেবের মন্দিরে আমার এ প্রাণ-পুষ্প উপহার দিতে চ'লেছি।

অলি। ভাল, আগে উৎসর্গ হোক, তার পর আমি না হয় দেবতার ঘারে এ পবিত্র নিম্নালাটী ভিক্ষা ক'রে নেবো। এখন ত সঙ্গে চল।

(গীত ।)

পথহারা শুকতার। তুমি মধু-বামিনী-ফল ।

মধু-বাঁতাসে এসেছে ভেসে ক'রেছ আঁকল ।

(প্রাণ মন ক'রেছ আঁকল)

মুখ দেখে কাছে প্রাণ, জাগে সত্যতের গান ।

দূর তটিনীর সেই চাঞ্চল্যের কল ।

(এস) বেঁধে আঁচলে, নে যাই চ'লে, জীবনভরা জ্বল ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

তপোবন-সান্নিধ্য ।

তাপস-কুমারগণ ।

১ম তা, কু । দেখে ভাই, আজ অনাধারের দিন । স্তম্ভরাং যখন আচার্য্যগৃহে পাঠি নাই, তখন সকলে মিলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ফল সংগ্রহ করা যাক । যেহেতু শাস্ত্রে ব'লেছে—বাক্যরূপের স্তম্ভাদি দ্বারা ক্ষুদ্ররূপে হস্তের সাধার পার হওয়া যায় না ।

২য় তা, কু । তাতে কিঞ্চিৎ হস্তপদ সঞ্চালনে বৃক্ষারোহণ ক'রতে হয় । আর পক্ষ হরী-তকী, বিহীতকী, আমলকী, লাড়িষ ইত্যাদি ফল—বদন বাদান করতে তদ্রূপে নিষ্কিপ্ত ক'রতে হয় । তাবপর একটীবার কোনও প্রকারে উদর মধ্যে প্রবিষ্ট করতে পারলেই—

সকলে । হস্তরা ক্ষুধা-সাগর পার ।

১ম তা, কু । হাঁ হাঁ—ক'বলে কি—ক'বলে কি ? একটা বাক্যরূপের কথা করে ফেললে ?—নাগরকে হস্তরা ব'লে ফেললে ?

২য় তা, কু । সর্বনাশ ! বাক্যরূপ-দোষ ! বাক্যরূপ-সোঘে সর্ব নষ্ট—কাব্য নষ্ট, বিজ্ঞান নষ্ট, ক্ষুধা নষ্ট । বাক্যরূপের রসনা দিয়ে ফল আশ্বাদন ক'রলেই অগ্নিমান্দ্য, অন্ন, অজীর্ণ, উদারগান, বিষচিকা—

১ম তা, কু । এমন কি, সত্যিকা পর্য্যন্ত হ'তে পারে ।

সকলে । বেশ ! তবে আমরা হস্তের ক্ষুধা-সাগরের এপার ।

২য় তা, কু । ওহে ভাই, তা হ'লে কি-কর্তব্য ?

১ম তা, কু । কোন্ বনে প্রবেষ্টব্য ।

২য় তা, কু । আমি বলি কি আজ আর বনে প্রবেষ্টব্য নয় । আজকে চল কোন প্রতি-বানীর আশ্রম বৃক্ষে ।

১ম তা, কু । সে কি ! তাতে যে অপহরণ করা হবে ?

২য় তা, কু । আগে হ'লে অপহরণ হ'ত । এখন গুরুগৃহে যে শিক্ষালাভ ক'রেছি, তাতে অপহরণ আর হ'তেই পারে না ।

১ম তা, কু । কি শিক্ষা লাভ ক'রেছ বল ?

২য় তা, কু । শাস্ত্রশিক্ষা ।

১ম তা, কু । বল—বল, এমন শাস্ত্রকথা শুনে সন্তোষ লাভ করা যায় ।

সকলে । শুধু ফল ? ফলানি । বথা—ফলম্ ফলে ফলানি ।

২য় তা, কু । তবে বলি শোন, শাস্ত্রটা গুরুমুখেই শ্রবণ করা হয়েছে ।—এক দিন আমার আচার্য্য পথে যেতে যেতে একটা বৃক্ষে একটা সুন্দর কটাঁল ফল পকাবস্থায় দেখতে পান । বেমন সেই পক্ষ ফল দর্শন, অমনি তাঁর বদনার জল সঞ্চরণ । আমাকে আদেশ ক'রলেন—বৎস, ক্ষুধা প্রবলা, জীর্ণ-আলা নিবারণ ক'রতে তুমি সস্তর ঐ বৃক্ষারোহণ ক'রে কটাঁল ফলটা আনয়ন কর । আমি বললাম—প্রভু গুণী যে পরের সামগ্রী । এই কথা না শুনেই প্রভু ক্রোধে অগ্নিফুল্লিবৎ হয়ে, রোষকবায়িত-লোচনে আমাকে ব'ললেন—ওরে মূর্খ ! এ সংসারে সব আপনার, পর কে ? তুই যদি সস্তর ঐ ফল পেড়ে না নিয়ে আসিস, তা হ'লে

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ই—আমার

হৃৎকণ্ঠ তাকে ভয়ানক ক'রব। কি করি, ভয়ে ভয়ে কাঁটালটা পেড়ে আনয়ন ক'রলেম। প্রভু অমনি ধান-মিনীলিত চক্ষে সেই কাঁটালটা—কোষ, ভুতুড়ি, মায় আঁটিগুলি পর্যন্ত—সর্বসমেত উদরস্থ ক'রে ফেললেন, আর বলতে লাগলেন—“অয়ঃ নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসার।” এ আমার, ও পর; এনব লঘুচিত্ত লোকেই ব'লে থাকে। “উদারচিহ্না-নস্ত বসুধৈব কুটুম্বকঃ।” যে সব লোক উদার, তাদের পৃথিবীস্তক লোক কুটুম্ব। সেই অবদি তাঁর প্রিয় শিষ্যও যৎ সামান্য উপরচরিত হ'তে আরম্ভ ক'রেছেন। আজ কয়দিন ধ'রে বড়-কুটুম্বদের উত্থান থেকে কাঁটাল, পেয়ারা, রসাল—এইগুলো দিয়েই উদরের জ্বালা নিবারণ ক'রে আনছেন।

সকলে। সাধু—সাধু—মহাজনো যেন গরঃ স পত্ন্যঃ।

১ম তা, কু। এস আমরা সবাই মিলে আজ সেই পথই অবলম্বন করি।

২য় তা, কু। ওহে ভাই! দেখ দেখ, এক দম্পত্যী এদিকে আগমন ক'রছেন।

১ম তা, কু। সত্যি ত হে—এক জায়া-পত্নী—জম্পত্নী বা দম্পত্যী।

সকলে। ইতি নিপাতনং সাধু।

২য় তা, কু। স্তব্রাং ওরা যখন নিপাতনে সিদ্ধ হয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই সাধু।

সকলে। সাধু—সাধু—

১ম তা, কু। তবে এস আমরা সমস্তম ও সলজ্জ হ'য়ে দণ্ডায়মান হই।

(ভুতুম্ব ও মালিনীর প্রবেশ)

ভুতুম্ব। বৃক্ণেত গেরেছিন্ বউ, আমার কোথায় এসেছি? এই হ'চ্ছে সেই দেবতার আশ্রম।

মালিনী। প্রণাম কর। বল—বাবা আশ্রম। আমি মা যন্ত্রির দাস, আমার বাঁচিয়ে রাখ। ওগো কারা সব ওখানে দাঁড়িয়ে আছে দেখনা। ঐ বুঝি দেবতারা গো।

ভুতুম্ব। দেবতার বাচ্ছা। ভয় নেই, এগিয়ে চল। হাঁ দেবতা, বাবা ঠাকুরের আশ্রম এখান থেকে কতদূর?

১ম তা, কু। বাবা ঠাকুর! তাঁর আশ্রম?

২য় তা, কু। বাবা ঠাকুর! তিনি ত চির-কালই গাছের তলায় বাস করেন।

সকলে। বেল-তলার সন্ধান কর।

মালিনী। ওগো এই যে বেশ সুপাত্র রয়েছে। এদের ভেতর থেকে একজনকে জিজ্ঞাসা কর না। দেখ না, যদি দিদিরানীর বর এর ভেতর থেকে মেলে।

ভুতুম্ব। ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছিন্ বউ! দেবতা, অতীনের একটি নিবেদন আছে। এই যে আমার সঙ্গে মেয়েটী দেখছেন—আমি এটীর বর।

১ম তা, কু। আর ওটী তোমার কত্তা?

ভুতুম্ব। আজ্ঞে সেটী আমি কেমন ক'রে ব'লব দেবতা? আমি মুকদ্দু—শান্তর জানি না। শান্তরে যদি বলে, তবে তাই।

১ম তা, কু। অবস্থা—ব্যাকরণ শাস্ত্র এ বিষয়ে তন্ন তন্ন ক'রে বলেছে।

২য় তা, কু। যথা—পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী—বর কত্তা।

১ম তা, কু। তা যা হোক, হাঁ সাধ্বী!

মালিনী। আজ্ঞে দেবতা আমি সাধ্বী নই—মালিনী! সাধ্বী আমার পিস-শাওড়ী।

২য় তা, কু। বেশ, বেশ। তা আপনায় এ পথে কোথা গন্তব্য।

তুষ্ক। কোন বিশেষ জায়গায় যে গন্তব্য
তা নয়।

১ম তা, কু। তা হ'লে ইত্যন্তঃ ভ্রমশীলা।

সকলে। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

তুষ্ক। হাঁ দেবতা, আপনাদের একটা
কথা নিবেদন ক'রব?

সকলে। কর।

তুষ্ক। আপনারা কি বিবাহ করেননি
দেবতা?

১ম তা, কু। কি? আমরা বিবাহ করিনি?

২য় তা, কু। বিবাহ? কোন বিবাহ? বি

পূর্বক বহু দাঁতু ঘণ্ড?

তুষ্ক। আজ্ঞে ঘণ্ড কি ঘড়, ঘড়, তা
জানি না। তবে—বিবাহ।

১ম তা, কু। আমরা বিবাহ করিনি?

সকলে। অষ্ট প্রহরেই বিবাহ করছি।

আমরা বিবাহ করিনি?

২য় তা, কু। গুরুগৃহে যা পাচ্ছি, তাই
বিবাহ করছি। যজ্ঞকণ্ঠ বিবাহ করছি—অরুণি
উদুখল—কি না বিবাহ করছি!

১ম তা, কু। এই তোমার ভাষণ। পথ-
নাস্তা। তুমি বল, এখন আমরা সবাই মিলে
একে বিবাহ ক'রে, আশ্রমে নিয়ে চ'লে
সাই।

নালিনী। ওরে মিনসে!

তুষ্ক। হাঁ হাঁ—কুশি, আর কেন?

সকলে। তাই ভাল, এস সকলে আজ
পূণ্য সঞ্চয় করি। এস সকলে মিলে একে
বিবাহ ক'রে নিয়ে যাই।

নালিনী। ও মিনসে। এ কোথায় এনে
কৈল্লি?

তুষ্ক। রক্ষা করবাবারা—আমি নিজে
আবার বিবাহ ক'রছি। আয় বউ, পালিয়ে আয়।

সকলে। সলজ্জা ভীত চকিতনয়না
পলাতিকা। [সকলের প্রবেশ।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

মাণ্ডব্য। মারের অধেষণে যেমন আমি
অস্থির হ'য়ে সমস্ত সংসার পরিত্যক্ত ক'রে বেড়ি-
য়েছি, তেমনই মা আমার পতি দেবতার অধেষণে
অস্থির হ'য়ে সন্তানের আশ্রমে ছুটে এসেছেন।
পাছে বাথা লাগে ব'লে যে পায়ের বজ-
চন্দন-চর্চিত জবা-কুমুম অতি সাবধানে অঙুলি
দিয়েছি, সেই চরণ আজ আশ্রমপথকণ্টকে ক্ষত
বিক্ষত। শিরীষ-কুমুমের ত্রায় কোমল শয্যায়
শয়ন ক'রেও যে মারের অঙ্গ নিষ্পীড়িত হয়েছে,
তিনি আজ পর্যটনশ্রমে কাতর হ'য়ে তরুতলে
ধূলিশয্যায় শয়ন করবার জন্ত ব্যস্ত হ'য়ে বেড়া-
চ্ছেন। বেশ হয়েছে—বড় সন্তুষ্ট হয়েছে। হরে
না—কষ্ট হবে না। শ্রীচরণের দর্শন দিতে তুমি
যেমন সন্তানগণকে অনন্ত কাল ধ'রে কষ্ট দিয়ে
আসিছ, তার ফল পাবে না। ইষ্টদেবতার অমু-
সন্ধানে মানুষকে কত কষ্ট পেতে হয়, তা একবার
বোঝ। কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আজীবন ধ্যান
করে, অন্যতরে দেহকে গুরু—এমন কি বজ্রীক-
ল্পে পরিণত ক'রেও তোমার দর্শন পায় না।
নরসিং-দ'র্শনে। দেহীর সে দারুণ কষ্ট একটু
হৃদয়ঙ্গম কর। দেখে একটু সমবেদনার আনন্দ
অনুভব করি।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবিত্রী। প্রভু! বলতে পারেন—এ
স্থানে বিশ্রামযোগ্য স্থান কোথায় পাই? এ
কি? আপনি? প্রভু! (প্রণাম)

মাণ্ডব্য। কেও—মা মহাদেবানন্দিনী?

সাবিত্রী। হাঁ প্রভু!

মাণ্ডব্য। স্বামী-অধেষণার্থে এই স্থানেই
এসে উপস্থিত হয়েছ?

সাবিত্রী । দেবতার অবস্থানযোগ্য আর স্থান কই ?

মাণ্ডব্য । স্বামী-দর্শনলাভ ঘটেছে ?

সাবিত্রী । স্বপ্নেই ঘটবে বিশ্বাস । এ দাসী সতীর আশ্বাস ও আশ্রয় পেয়েছে !

মাণ্ডব্য । এত বিশ্বাস ?

সাবিত্রী । সতী ধর্মের যদি বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারি, তা হ'লে কোন ধর্ম বিশ্বাস করি প্রভু ? তা হ'লে কোথায় দেবতা—কোথায় শাস্ত্র ? ধর্মশাস্ত্র কে বরে ? অধ্যাত্মিকের শাস্তি কে দেয় ? তা হ'লে কুলধর্ম-নাশভয়ে পিতাই বা আমাকে ত্যাগ করবেন কেন ? আমিই বা পিতা মাতার মমতা ছিন্ন করে ঐক্যসভোগের লীলাঙ্গল রাজপ্রসাদ পশ্চাতে ফেলে, বনে প্রবেশ করব কেন ?

মাণ্ডব্য । মা ! চির কৌমাৰ্য্য-ব্রতাবলম্বী সংসারী আমি । সতী-ধর্মের মর্যাদা আমি কি বুঝব ? তবে অনুমানে এটা বুঝতে পারি—যার বৈয়াক্তিক কমললোচনের কটাক্ষে, যিনি বিবর্তা—সর্বজীবের সৃষ্টিকর্তা—সর্বশক্তিমান—সেই ব্রহ্মার পুলক-সভাঙ্কলে—সর্বদেবতার সম্মুখে ছাগমুণ্ড লাভ করেছিলেন,—তঁার রূপায় তঁার আশ্বাসে কি না সাধিত হ'তে পারে ? তঁার অতিক্রম প্রাণহীন কোমল অঙ্গের ভার একদিন ধরিতীর ও অঙ্গ হয়েছিল । তাই অগৎরক্ষার জন্য স্বয়ং নারায়ণ সহস্র শতদর্শন চক্রে সেই অঙ্গ ছিন্ন বিছিন্ন করেছিলেন । সেই এক একটা ছিন্ন অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভারতবর্ষে একপক্ষাংশ পৌঁঠের সৃষ্টি করেছে । ধরণীর যে যে স্থান সতী-দেহ স্পর্শ করেছে, আজ সেখানে এক এক মহাতীর্থ । তাদের মুক্তিকার কণায় কণায় পুঞ্জীকৃত ধর্মশাসি !

সাবিত্রী । এমন স্থানে এসেও যদি ধর্ম-

লোপ হয়, তা হ'লে ধর্মের লোপই—আমার চক্ষে মহাদর্শন ।

মাণ্ডব্য । তা মা, সেই সতী জননী আছেন কোথায় ?

সাবিত্রী । আমাকে দেখে তার যে আনন্দ হয়েছে, তাই তার পটিকে উৎসর্গ করিতে, আমাকে এই স্থানে অপেক্ষা করিতে ব'লে চ'লে গেছেন । কিঞ্চিৎ ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল ব'লে কোন বিরামস্থানের অনুসন্ধান করছিলাম ।

মাণ্ডব্য । অপাত্ততঃ ওই আশোক-মূলে কিছুকণের জন্য বিশ্রাম কর । তার পর মা সাবিত্রী !—ব'লেতে পারি না—এই অত্যন্ত সময়ের পূর্বে তোমার নিকটে আতিথ্য গ্রহণ করে এসেছি—সে রাষ্ট্রোচিত সেবা—আমি নিত্য ভিক্ষারভোগী ফলমূলশী—সে ভোজনদ্রব্য এক মুখে কেমন করে বর্ণনা করব মা ? আমি তোমাকে কি ব'লে নিমন্ত্রণ করব মা ?—

সাবিত্রী । আমি যে দাসী প্রভু !

মাণ্ডব্য । বেশ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—অতী তুমি সকলকামা হও । তার পর আমার আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ কর ।

সাবিত্রী । যথাআজ্ঞা ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

তপোবন ।

অলিঙ্করা ও সনাতন ।

সনা । বলি, আর কতদূর আমায় যেতে হবে ?
অলি । আস্তে আস্তে । পৌঁস ক'রো না । হয়ে এলো এলো হয়েছে ।

সনা । হয়ে এলো এলো ক'রে ত এক-
ক্রাশ পথ নিয়ে এলে !

অলি । তাতে কি হয়েছে—অলিঙ্করাকে যখন চোখে দেখনি, তখন যে হাটতালশে

একদণ্ডে কত বিশকোশ মেঘে দিয়েছ—এখন
এই সামান্য মেঘগুচ্ছ কোশ—এও তুমি দ্বীয়
হাত ধরে আসতে পার না ?

সনা। আরে গেল, আমার যে ফল পাড়া
হ'ল না ।

অলি। তবে এত ক্ষণ ধরে পম্পা-সরোবর-
তীরে কি করছিলে ?

সনা। জল-হিম্মোলে নীলপদ্মের নীলা
দেখছিলুম ।

অলি। কেন, নীলপদ্ম দেখে ত্রোতা যুগের
কথা মনে পড়ে গেল নাকি ? ওঃ ! প্রভু একে-
বারে ভ্রময় ! তুল ধরে টানি, তবু প্রভুর সাড়ি
নাই । একেবারে নিশ্চল—নিষ্কম্প ! মাথা আর
নড়ে না । যেন মাথায় গুরুমাদনের ভার ।

সনা। এ ত ভেলা বিপদ !—ফল আনি ।

অলি। গোল করো না—সঙ্গে চল—
একেবারে পুণ্যফল পর্যন্ত তোমাকে পাইয়ে
দিচ্ছি ।

সনা। বল কি ?

অলি। ও আর বলাবলি কি !—তোমরা
মজা ক'রে খাটিবে খুটেবে, আর আমরা একটু
কষ্ট ক'রে তোমাদের অজ্ঞ একটু পুণ্যসঞ্চয় যদি
না ক'রতে পারব, তবে শাস্ত্রে আমাদের সহ-
ধর্মীরা বলবে কেন ? নাও—আর একটুখানি
পা চালিয়ে চল ।

সনা। কোথায় যেতে হবে, না বললে,
সনাতন শব্দ আর পাদমেধ না গচ্ছতি ।

অলি। যেতে হবে কেন ? কোথাও যেতে
হবে না । সঙ্গে যখন আমি রয়েছি, তখন আর
বাণী হ'ল কোথায় ? গৃহীণী গৃহমুখ্যতে ।
আমার সঙ্গে পথে চলছ—সে ত ঘরেই আছি ।
প্রান্তরে ভ্রমণব্যয় আকাশ পানে চেয়ে গা ঢেলে
পড়ে আছি—যেন স্বর্ণ অটালিকার হৃদকেননিত

শযায় হাবডুব খাচ্ছি । গাছের ওপর হুড়ুক
তুড়ুক ক'রে লাফাচ্ছি—যেন নন্দনকাননের
পরিজাতি-কুঞ্জের দৌল্যমান ফল ।

সনা। আর তুমি সেই বৃক্ষের তলদেশে
ভ্রমনশীল রত্না ।

অলি। না—এই যে দেখছি তোমার
দিব্যজ্ঞান জন্মে গেছে ? আমাকে একেবারে
অপরা ঠাউরে ফেলে । হোক না সে ভ্রম-
মোহিনী—রত্না স্বর্বেশ্বা—তুমি কিনা তার
সঙ্গে আমার তুলনা ক'রলে ?—তুমি কেন তার
চেয়ে কোন পতিপরায়ণা চণ্ডামিনির সঙ্গে আমার
তুলনা ক'রলে না ? যাও, তোমার সঙ্গে আর
কথা কইব না ।

সনা। ক্রোধ করো না—ক্রোধ করো
না—রূপে তুমি রত্না, স্বদয়ে বিশ্বেশ্বরীর প্রাণ ।

অলি। আবার রত্না—

সনা। মর্তমান, মর্তমান—রাগ কর কেন ?
আমি কোথায় তোমার অজ্ঞ দূর বনে আহারের
অধেষণে কত পরিশ্রম ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আর
তুমি কিনা পতিবিরোগ-বিধুরা হ'য়ে মনের সাথে
দেহবিন্দে পল্লভ্রমণ কচ্ছ ?

অলি। তবে কি তোমার প্রত্যাশায় ঘরের
ভেতরে আশাপপ চেয়ে বসে থাকতে হবে ?

সনা। থাকবে না ?

অলি। কেমন ক'রে থাকব প্রাণেশ্বর !—
আমি যে পূর্বে একছটাকে বিরহিনী । কাজেই
একটুমাত্র বিরহ পেলেই—গণ্ডক-জলমাত্রেণ
শফরী ফরফরায়তে—অর্থাৎ চারিদিকে কিলির
বিলির ক'রে ছুটে বেড়াই । গভীর বিরহের
অগম জলের কই কাংলা বিরহিণী ত নই যে,
কখনও কালে ভঙ্গে—স্রোতবরের মাঝখান
থেকে—ভ্রম ক'রে একটা ঘাই মাঝবো ।—
নাও, চল—আর দূর নেই । থাক গল্প ক'রতে

ক'রতে—কথায় কথায় অনেক দূর এনে ফেলেছি। প্রভুর সখাটিকে অনেকক্ষণ সঙ্গীতধারা ক'রেছি। দেখি সত্যবান সখার অদর্শনে কতক্ষণ পম্পা-সরোবরতীরে ব'সে থাকতে পারে! এখনি তাকে আসতে হবে। চির সত্যপ্রিয় মহাত্মা দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্য-প্রিয় সত্যবান ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য স্বামী আর কে আছে? আমার প্রাণ ব'লুছে যোগ্য পাত্রী! পিতাও এ শুভ মিলন-কাণ্ডে সাহায্য ক'রতে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। প্রজাপতি! এ শুভকার্যে আমার সখায় হও। এ শিবপার্বতী মিলন দেখে আমি জীবনকে ধ্বংস করি।

সনা। তবে সত্য কথা বলি অলিঙ্করা! সখাকে একলা পম্পাতীরে রেখে এসে কাজ ভাল করিনি। তুমি এত দূর আনবে জানলে তাকে সঙ্গে ক'রে আনতুম। জানিইত, তার পিতা মাতা ব্রহ্মরূপ মাত্র তার অদর্শনেই কাতর হন। এই জন্ত দূরদেশে ফল আহরণ ক'রতে নিবেদন করেন।

অলি। তা জানি; কিন্তু পিতৃস্নেহই বল—আর ম তৃপ্তস্নেহই বল—কমলকলারের লীলাস্থল—পম্পার তীর থেকে টেনে আনব—এ দুইটা যোগ্য আকর্ষণ নয়। তার শোভার প্রলোভন থেকে ফিরিয়ে আনতে হ'লে—একটা সখী চাই।

সনা। বনবাসিনী—অন্ধ রাজার পুত্রকে কোন রাজা কল্যাণ-দানে স্বীকৃত হবে অলিঙ্করা?

অলি। আর আমি যদি একটা পাত্রী যোগাড় ক'রে দিই?

সনা। অসম্ভব! তুমি বনবাসিনী—তুমি রাজাদের অভিমান বুঝবে কি?

অলি। যদি দিই?

সনা। তা হ'লে অলিঙ্করা! তোমাকে

জটায় বেঁধে, মহেশ্বরের মতন আমি একবার ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াই।

অলি। বস, শুনে একেবারে অন্ধ জল!

সনা। আহ! এ অন্ধ কবে জল হবে অলিঙ্করা? তা হ'লে এ পুণ্য জলতরঙ্গ জটায় বেঁধে, ভাকড় ভোলানিধের মতন আমি চির-জীবন নেশার বোদ হ'য়ে ব'সে থাকি।

অলি। নাও, তামাসা রাখ। রেখে এক-বার ওদিক পানে চেয়ে দেখ দেখি। দেখ দেখি ওখানে—ওই দূরে মালাবান পর্বতের অধিত্যকার,—কি একটা অপূর্ণ সামগ্রী অবস্থান ক'রেছে।

সনা। কই? কোথায় কি? কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না।

অলি। দেখতে পাচ্ছ না। সেকি?—ওই অশোক তরুচ্ছায়ায় অবস্থিত। যেন মালাবানের গলদেশে নন্দনবিচ্যুত সন্তানদের মালা! দেখতে পাচ্ছ না?

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সনাতন—সনাতন—সত্য! দেখেছ? এমন অদ্ভুত প্রকৃতিলীলা আর কখন কি দেখেছ?

সনা। কি সখা? কোথায় সখা?

সত্য। পম্পাতীরে। অদ্ভুত—অদ্ভুত!—

শীঘ্র এস—দেখবে এস।

সনা। কি দেখবো?

সত্য। বলতে পারব না—কিছুই ব'লতে পারব না। ভাষায় সে সৌন্দর্য্যবর্ণনার সাধ্যান নাই। ব'লে বৈচিত্র্য ভেঙ্গে যাবে—শীঘ্র দেখবে এস।—কোথায় কিছু নেই—অকস্মাৎ পম্পা যেন এক নূতন প্রাণে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে! পম্পার সেই অগণ্য স্বেত শতল ক'রে যেন সহস্র সিঁদুর রাগে রঞ্জিত ক'রে দিয়েছে। তিমোলে স্বাক্ষর—ভ্রমণে স্বাক্ষর—পম্পাতীরের তরুলতা

সহসা ফলিত ও কুস্থমিত হয়ে অগণ্য পক্ষীর
ঝঞ্ঝায়ে মুখরিত ।

অলি। শুধু এই ! এ ত আমরা গেলেও
দেখতে পাই। আমি মনে ক'বলুম—না
জানি আরও কত কি দেখেছি। শুধু এই দেখে
উন্মাদের মত ছুটে এলে ?

সত্য। আর দেখেছি—কিন্তু সে কি দেখ-
লুম ? সেই স্বচ্ছ পম্পা-জলর আলো ক'রে গভীর
জলাভ্যন্তরে, অশোকমূলসিংহাসনে ধ্যানভ্রমিত
নেত্রা—অলিঙ্করে ! আমি কি দেখ লুম ?

অলি। বৃষ্টি কোন দেবীমূর্তির ছায়া ।

সনা। এসব কি কথা সখা ?—এসব কি
কথা অলিঙ্করা ?—একি ! একি ! সখা সত্যবান
একি অদ্ভুত ? দেখ দেখ সহসা অকালে অশোক-
তরু মঞ্জরিত হয়ে উঠলো ।

সত্য। সেই—সেই। যেন দেখা—কত
দেখা ! দণ্ডে দণ্ডে—পলে পলে—অবিচ্ছিন্ন
মিলনে কত দেখা ! কত মাথামাথি ! দূরে—
অতি দূরে—পৃথিবীর সীমার পারে—পূর্বাচল-
শিখরে কত দেখা। সেই চিরমধুময়ী দামিনী-
লতা—কত মাথামাথি। সনাতন—সনাতন—
ভাই। কোথায় তুমি ?

অলি। কি সখা ! দিগন্তময় হয়ে গেল নাকি ।

সত্য ! আমি কোথায় ? এখানে—এত-
দূরে ? কেন ? তুমি কোথায় ? এখানে—এত-
দূরে ? কেন ?

অলি। কাকে বলছ সখা ?

সনা। একি ! একি ! এ তুমি কি বলছ
সখা ?

সত্য। মোহিনী—মোহিনী ! কোন মহা
প্রেলোভনে মুগ্ধ হয়ে, সংসারের কঠিন মৃত্তিকায়,
শলিকলা আবৃত্তা ক'রতে এত দূরে চলে
এসেছে ? [প্রস্থান ।

সনা। ও সখা ! ও সখা ! কোথায় যাও ?
কি হল ! কি দেখলে ?

অলি। এখানে দাঁড়িয়ে, সখা সখা ক'রে
চীৎকার ক'রে হাত পা ছুঁড়লে কি হবে ? সঙ্গে
যাও—ছুটে যাও—ঘর। ব্যাপার কি সংবাদ
নাও, প্রতিকার কর ।

[সনাতনের প্রস্থান ।

[পট-পরিবর্তন ।]

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ ।)

মাণ্ডব্য। অলিঙ্করা—মা আমার ! দেখছ কি—
আমূলতো বিক্রমরাগতাস্রং সপল্লবং পুষ্পচয়ং

দধনানং ।

কুর্কল্লশোকা জহয়ং সশোকং নিরীক্ষ্যমাণা

নবযৌবনানং ॥

মূল থেকে আরম্ভ ক'রে অকালে মুকুলিত
অশোক কোন পুষ্পময়ী বরবর্ণিনীর শুভাগমন
সূচিত ক'রেছে—একবার দর্শন কর । দেখ দেখ
চারিদিক দেখ । করবীর-বন, জবা-বন, কুলদ,
মালতী, সেকালিকা নবপ্রকৃত পুষ্পভারে অবসরা
—যেন চারুৰূপা বরাঙ্গনাগণ বরণ-ডালা মাথায়
লয়ে, কোন নববধূর গৃহপ্রবেশপ্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে
আছে ! বিস্মুক জলনিধির জদয়োচ্চাস শুভ্রজল-
মূর্তিতে সমস্ত মালাবান শৈলকে আবৃত ক'রে
পর্কটনিনীর্ঘর মস্তকে ছত্রাশ্রুপ হয়ে অবস্থান
ক'রেছে ! দেখ মা—চেষ্টে দেখ ।

অলি। পিতা ! এ সমস্তই ত আপনার
আনন্দময় বিশাল জদয়ের প্রতীক ।

মাণ্ডব্য। যাও মা কল্যাণময়ি ! চির-
আকাজিকতের ক্লমিক দর্শনে অবসরা যায়ে
আমার জাগরিত ক'রে আশ্রমে নিয়ে এস ;

[প্রস্থান]

অলি । (অগ্রসর হইয়া) সাবিত্রী—
সাবিত্রী ! উঠ—বেলা হয়েছে—আশ্রমে চল ।

সাবিত্রী । (উঠিয়া) চল ভগিনি—গুরু
পদাবিলম্বে সৰ্ব্বাঙ্গ অঙ্কিত করে জীবন সার্থক
করি ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

পথ ।

নারদ ও মাণ্ডব্য ।

নারদ । তাই ত বলি, সম্মুখে একটা অন্ধ-
কারের জাল ফেলে কে আমার ভবিষ্যদৃষ্টি রোধ
করে বসে আছে । দুঃখপালিনী—হ্রিসঙ্কা-
রপিনী—তুমি ? পতিব্রতা-মহাত্ম্যা প্রচারের জন্ত
মা আমার ধরায় অবতীর্ণা—মহরাজ গৃহে প্রচ্ছন্ন-
বেশে বোল বৎসর কুমারী মুহুরিতে অবস্থান ক'র-
ছেন ; এ বোল বৎসরের ভিতর একটা দিনের
জন্তও আমাকে রূপা ক'রবার অবকাশ পাননি ।
রাজা অশ্বপতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার স্মৃতি
থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন । পাছে আমি
ভুলে কোন দিন এ পথে পদাৰ্পণ করি ; পাছে
কজাদায়গ্রস্ত রাজা, কজার পাত্রহুসন্ধানের জন্ত
আমাকে অহুবোধ করে বসেন ! এবারে তোমারই
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন । মা এবারে পতিনির্দীচনের
ভার তোমারই উপর প্রদান করেছেন । মাণ্ডব্য ।
মাণ্ডব্যের চিরসেবক—গারুড়ী-সাপক—তুমি আমার
পরমাত্মীয় ! স্মৃত্যং যোগ্য ব্যক্তিতেই এ ভার
সমর্পিত । আয়ীহ—প্রিয়—তপসিপ্রধান !
তোমার এ সৌভাগ্য আমি নিজেরই সৌভাগ্য
জ্ঞান করি । তাই বা কেন ? আমি নিজে এ
এ ভার গ্রাস্ত হলে যত না আনন্দিত হতুম,
তোমার পাণ্ডর্য্য তা হতে শতগুণ আনন্দ লাভ
করেছি । বাক, এখানে আর বৌর সঙ্গে দেখা

করব না । দেখা, একেবারে তার পিতৃভবনে
মহরাজ সম্মুখেই করা যাবে । পাথ আর তার
গমনের বিষম্বন্ধপ হয়ে দাঁড়াব না । বৎস !
কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করি—তুমি সফল-
কাম হও ।

মাণ্ডব্য । মাণ্ডব্যের রূপায় আপনি একবার
শিবশক্তি-মিলনের অধিকার পেয়েছিলেন । দক্ষ-
মুখে পতিনিন্দা শুনে যে দিন সতী অভিমানে
দেহত্যাগ করেন, সতীবিরোগকাতর উদ্বস্ত
ভোলানাথকে প্রকৃতিস্থ দেখবার জন্ত, মাণ্ডব্যের
অহুসন্ধানে আপনি একবার ত্রিভুবন পরিভ্রমণ
করেছিলেন । সে দিন আপনার কি দিন !—
যে দিন নগেন্দ্রকন্দরে কুসুমিত কুঙ্কবন মধ্যে
সখীগণ-পরিবৃত্ত শিবার্চিন নিবৃত্ত আনন্দময়ীকে
আপনি প্রথম দর্শন করেন,—প্রভু, সেদিন
আপনার কি দিন ! শৈলশিখরের অধাধিজ্যোত্ময়
সরোবরতীরে অগণ-স্নেহ-শতদল-পরিমল-নিবে-
ষিতা কমলেশ্বরী নগেন্দ্রনন্দিনী অষ্টমবর্ষায়
গৌরীবেদিন, দুর্কী চন্দন বিষপত্র করপল্লবে—
অর্ঘ্যগ্রহণ ক'রে—নিমীলিত নয়নে শিব শিব
শব্দে সমস্ত মেদিনী কলঝঙ্কারে মুখরিত ক'রে-
ছিলেন, বীণাধর ! তখন আপনি আত্মবিস্মৃতা
জননীর সম্মুখে আত্মবিস্মৃতা—চিত্রপুত্নিকাবৎ
নিশ্চল । অরণ্যেই যে মহাভাগ, সর্বস্বরীর
রোমাঙ্কিত হয়ে উঠে !

নারদ । ঋষিরাজ, তুমিই বা দেখতে বাকি
রাখলে কই ? অভাগ্য আমি অভিমানাক চক্ষে
মাণ্ডব্যের সম্মুখে দাঁড়িয়েও যা দেখতে পাইনি,—
অতুল লাভ্যময়ীর সে সময়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য
এইমাত্র তোমার মানসচক্ষের আয়তীভূত
হয়েছে । আমি তোমার রূপায় আবার দেখতে
পাচ্ছি—যা তখন দেখিনি, তাও দেখতে পাচ্ছি ।
সেই বহু দূরে—যুগ যুগান্তরে—ভক্তিবিনয়া

উমাশীলার জলভারাক্রান্ত নয়ন যেদিন শৈল-
শিখরে অমিদ-নির্ঝরীকীর সৃষ্টি ক'রেছে—ধুমি-
রাজ, তোমার রূপায় শতগুণ সৌন্দর্য্যে সে
শোভা আমার মানসপটে অঙ্কিত হয়ে উঠেছে।
তুমি ধন্য ! আবার বলি—তুমি ধন্য ! !

মাণ্ডব্য । আমি আপনার শিষ্য—দাস !
দেবর্ষি, বীর নামস্বরূপে মানব-জন্মে ভক্তিরস
প্রবাহিত হয়, আমি ভাগ্যবশে আজ সেই আপ-
নার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত ! যদি কিছু
দেখতে পাই, সে আপনার ওই শ্রীচরণেরই
রূপায় বহিত নয়।

নারদ । ভাগ্যবান, তুমি আজ প্রত্যকে
পরোক্ষে আমারে চরণ দর্শন ক'রছ । শুধু তাই
নয়,—আমি অষ্টমী পৌরীর ঘটকালী করেছি,
তুমি ষোড়শী অধিকার স্বামি-সম্মিলনের ব্যবস্থা
ক'রছ । আমার সময়ে যেটা কচি আট বছরের
মধ্যে—চন্দ্রলা—সংসারের কোন কথাই জানে
না, বোকে না—তোমার সময়ে যেটা ষোড়শী,
বীরা গম্ভীরা জ্ঞানময়ী মাতুলপিতৃ । আমার
নয়নে মা অকুটন্ত কমলকোরক ; আর তোমার
সময়ে মা আমার সহস্রদলে প্রস্তুটিতা ভুবনব্যপি-
সৌরভময়ী । আমার সময়ে যোগেশ্বর আমারে
অনুসন্ধান সহস্রকোশ দূরে যোগাসনে উপ-
বিষ্ট ; আর তোমার সময়ে যোগেশ্বরী নিজেই
পতি-অধেষণে নিরতা । ঋষিরাজ, তবে আমি-
দের মধ্যে অধিক ভাগ্যবান কে ?

মাণ্ডব্য । আমি কি এ শিব-শক্তি-মিলনে
হোগ্য ঘটক ?

নারদ । নিশ্চয়, নইলে মা গুণে গুণে
তোমাকেই বা এসে ধ'রবেন কেন ? ভক্তিরসের
বখির—মাদের প্রিয়সেবক—তুমি হোগ্য
নও ! তবে হোগ্য কে ? তাহলে ঋষিরাজ,
আমাকে অনুমতি কর, আমি বিদায় হই । যখন

এতদূরে এসেছি, তখন আর মাকে না দেখে
কেমন ক'রে ফিরব । মাকে দেখবার জন্য প্রাণ
আমার বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

মাণ্ডব্য । এ কথাই আমি আর কি বল'ব,
আপনার সমস্ত—স্বর্গস্থত হ'তেও যথুর !
দেবর্ষে ! সে যে চিরদিনের উগভোগ্য সামগ্রী ।
চিরদিন পাশে থাকলেও যে, এ স্মৃতিসাঁধ মেটবার
নয় । আপনার ইচ্ছায় বাধা দিই, আমার
এমন শক্তি কি ? তা হ'লে আমার প্রণাম গ্রহণ
করুন ।

[প্রণাম ও প্রস্থান ।

(প্রস্থানোত্তর নারদ—সম্মুখে তুষ্কর ও
মালিনীর প্রবেশ ।)

তুষ্কর । বস ! এইবারে বেচে গেছিস,
আর ভয় নেই । নে, এইবারে এই ঠাকুরকে
মনোযোগ দিয়ে প্রণাম কর । ঠাকুর দয়াময়,—
তোকে এখনি এই গোলক-বাঁধা থেকে বাঁচ
ক'রে নিয়ে যাবে এখন ।

মালিনী । বাবা ঠাকুর, প্রণাম হই ।

[উভয়ের প্রণাম ।

নারদ । কে তুমি ভদ্রে ?

মালিনী । না বাবা ঠাকুর, আমরা ভদ্রে
নই—শূদ্রে ।

নারদ । ভাল, তোমরা এখানে কি ক'রতে
এসেছ ।

তুষ্কর । আজ্ঞে, আমরা ছুটোছুটি ক'রতে
এসেছি ।

নারদ । ছুটোছুটি আমরা সবাই ক'রতে
এসেছি ।

তুষ্কর । দ্যা—বল কি দেবতা ! তুমি শুক,
ছুটোছুটি ক'রছ !

নারদ । আমি শুধু কেন, সমস্ত সংসার
ছুটোছুটি ক'রছে ।

তুহুসু। বাঁয়া—ও বউ!

মালিনী। তাই ত গো। তাই'লে আমা-
দের সংসার ?

তুহুসু। আর সংসার! সে ত একখানা
কুঁড়ে ঘর; সে একতঞ্চ ছুটোছুটি ক'রে, কার
পাঁদাড়ে হয় ত হাড় গোড় মূচ ফে প'ড়ে আছে।

নারদ। কোথায় যাবে ?

তুহুসু। আর কোথায় যাব! যে স-বাণ
মিলে, তাতে ত যাবার দফা রফা।

নারদ। ভাল, কোথায় যেতে চাও বল ?
আমি তোমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবি।

মালিনী। গিয়ে কি ক'রবে দেবতা! আমি
'মবলা',—সংসারের সঙ্গে ছুটতে পারব কেন ?

নারদ। (স্বগত) হেরালিতে কথা কইতে
গিয়ে দেখছি বিপদ ক'রে ব'সেছি। (প্রকাশ্যে)
তোমাদের বাতে না ছুটতে হয়, তার উপায়
ক'রে দেব। এখন চল,—কোথায় যাবে বল,
আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাই।

তুহুসু। আমি চ'লে কি হবে দেবতা! বউ
কি আমার আর চলতে পারবে ?

নারদ। আমি এমন ক'রে তোমার বউকে
নিয়ে যাব যে, বউ তোমার পথের কোনও কষ্ট
টের পাবে না।

মালিনী। তা হ'লে কি বাবাঠাকুর তুমিও
আমাকে বিবাহ করে নিয়ে যাবে ?

নারদ। বিবাহ ক'রবে কি ?

তুহুসু। তোমার কি বিবাহ ক'রতে ব'লতে
পারি দেবতা! আমার সতী লক্ষ্মী স্ত্রী তোমার
কাঁধে চাপিয়ে কি মেয়ে ফেলবে ?

নারদ। ওঃ। বি—বাহ।

তুহুসু। আজ্ঞে, বি—পুর্কো নিয়ে বদেব
বাঁহে ঘড়ম্ ঘড়ম্।

নারদ। ঘড়ম্—ঘড়ম্ কি ?

তুহুসু। আজ্ঞে, তারা ব'লেছিল ঘঃ ;
কিন্তু আমি এখন দেখছি ঘড়ম্ ঘড়ম্।

মালিনী। আর ঘড়ম্ ঘড়ম্ও নেই দেবতা
এখন সাঁই সাঁই—ছুটোছুটা ক'রে এখন গলা
সাঁই সাঁই ক'রছে।

নারদ। বি-বাহ! বিশেষ প্রকারে বহন
ক'রে নিয়ে যাওয়া।

তুহুসু। হাঁ দেবতা! তোমার ঢেঁকিকে
হুকুম কর, সে আমাদের বিবাহ ক'রে নিয়ে
যাক।

নারদ। সে যা ভাল বিবেচনা হয় করা
যাবে এখন। এখন কোথায় যাবে বল ?

তুহুসু। মদ্রদেশে।

নারদ। তোমরা কি রাজকুমারী সারিজীর
সঙ্গে এসেছিলে ?

তুহুসু। আজ্ঞে, সঙ্গে আসিনি। আমরা
এসে দেখি রাজকুমারী এখানে! সেই বাবা-
ঠাকুর, রাজকুমারী আর তার বরকে দেখা'বে
ব'লে, আমাদের এখানে আসতে বলেন।

মালিনী। এসে রাজকুমারীকেও দেখলুম,
আর তার বরকেও দেখলুম। কিন্তু বে দেখ-
লুম না। কেবল মালা গেঁথে ঘুরে বেড়ালুম।

নারদ। তোমরা মালাকার ?

মালিনী। হাঁ দেবতা, আমি আর আমার
স্বোয়ামী—দুজনে রাজকুমারীর শিবপুজোর ফুল
যোগাড়তুম।

নারদ। বটে। তবে ত তোমরা ভাগ্যবতী
ভাগ্যবান।

তুহুসু। আজ্ঞে আগে বাণ ছিলুম, এখা-
দিদিগারীরা বাণের দেখে তেউড়ে ধুক হ'য়ে
গেছি। বর দেখলে, আমাদেরও দেখলে-
কিন্তু বে ক'রলে না!

মালিনী। আমাদের মালাও নিলে না।

নারদ । বোধ হয় এখনও সময় হয়নি ।
তুফুর । দেখে দেবতা, অভিমানে আর
আমরা দিদিরাণীর সঙ্গে কথা কইনি ।

মালিনী । দিদিরাণী সঙ্গে যেতে অস্বরোধ
করোভল, আমরা যাটনি ।

নারদ । মালা কি করলে ?

মালিনী । দিদিরাণী এখন নিলে না, তখন
করি কি, মালা সঙ্গে নিয়ে চ'লেছি ।

নারদ । কই দেখি । (মালিনীর মালা
প্রদর্শন) বাঃ বাঃ ! এখনও ত অটুট রয়েছে মা !

তুফুর । কি ! এ মালা শুকুবে ? দিদিরাণী
আর বরের নামে গাঁথা মালা—এ মালা শুকুবে ?
তা হ'লে দিদিরাণীর মুখ দেখব না ।

মালিনী । কি ! এ মালা শুকুবে ? এ
মালা শুকুলে আমরা দুজনে জলে ক'পি
দেব না ।

নারদ । না না, শুকুবে কি ! সাগর শুক
হবে, সৈন্য স্বর্গে কিরণবিতরণে নিমজ্জ হবে,
তথাপি তোমাদের রচিত এ মালা শুকুবে না ।
দেখ মা, এখনও গলদেশে ধারণের সময় হয়নি
হ'লে তোমাদের দিদিরাণী এ মালা গ্রহণ
করেনি । এক বৎসর পরে সেই সময় আসবে,
তখন চিরদিনের ভক্ত অটুট সৌরভে এই মালা
তোমার দিদিরাণী ও তার বরের গলদেশে
আশ্রয় ক'রবে । এখন আমার সঙ্গে চল ।

[প্রস্থান ।

গীত

পিরীতি লাঞ্ছনা অতি মনোবাথা কারে কই ।

তার, কাছে রাখা দূরে থাকা কিছু না যাতনাই ।
রয় যদি সে দূরে দূরে আশ জলে বিরত জ্বরে,
কাজ এনে রাখলে পরে হই তপ খেলায় আঁকা খই ।

মালকে ক'মিনী ফুল, দূরে থেকে হয় আশাকুল
ছ'তে গেলে বেজায় ফুল, সেন পাকা ধাবে মই ।

দেখতে যেন হৃথের বাটী সরসুদ্বিধা পরিপাটী
হাতটি দিলে হয়লো খাটি, বাহ-তাদান টকো দই ।

মঠ দৃশ্য ।

রাজবাটী ।

নারদ ও অশ্বপতি ।

নারদ । মহারাজ, তোমার গুণে দেব
দানব গন্ধর্ব সকলেই মুগ্ধ ; আমিও যে তোমার
ভক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে তোমাকে দেখতে
এসেছি, এতে বিস্মিত হবার কি আছে ? তুমি
রাষ্ট্রধি জনকের তুলা নিরাম সংসারী । রাষ্ট্রধি
জনকের কাছে জ্ঞানশিকার আমি একদিন নারী-
চণ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলুম । সেই মহারাজ
কাছে আমি যে শিক্ষা লাভ ক'রেছিলুম, আমি
এইদিনের সোণ সাধনায় তার শতংশের
একংশও শিক্ষা পাইনি । সুতরাং তোমার তথ্যানে
আগমনে আমারও যে কিছু স্বার্থ নেই, এটা
বোধ ক'রো না । মহারাজ । তুমি মহাপ্রাণ—
যোগীরও পূজ্য । তোমার রাজ্য—ধর্মরাজ্য,
প্রজা—চিরস্থায়ী, কালে পরজন্ম বর্ষণকাল, পৃথিবী
শতশালিনী—চির জামলা । স্বী মালবী—যেন
বর সতী-জননী প্রসূতি । পুণ্য তীর্থের স্থার
—তোমার রাজ্য দর্শনেও পুণ্য সঞ্চিত হয় ।

অশ্ব । বহু বৎসর আপনার এ দাঁসের গুণে
পদধূলি পড়িনি । নিজ গুণে আমাকে কই যে
সুমিষ্ট বাক্য দ্বারা পরিভূষ্ট ক'রলেন, আমি যদি
এ সমস্ত গুণের কথা মাত্রেরও অধিকারী হ'রে
থাকি, তাও শুধু আপনার শ্রীচরণের রূপায় ।
সুতরাং আমার গর্হিত জীবনে যদি কিছু দণ্ড
সঞ্চিত হয়ে থাকে, সে সমস্তের আধিকারী
আপনি । আমি আপনার চরণ ধ্যান ক'রে সে
সমস্তই আপনাতাই সমর্পিত করি, আপনি গ্রহণ

করুন । কিন্তু এই পর্য্যন্ত শুকনো । যদি রাজ-
বাংশে কিছুমাত্রও অর্থ স্পর্শ করে, অসুখমতি
করুন, শুদ্ধমাত্র আমি যেন তার ফলভোগ করি ।
দয়াময়, একটী ভিক্ষা—এইটী দেখবেন—যেন
আমার পিতৃপুরুষকে সে পাণ স্পর্শ না করে ।

নারদ । সে কি, তোমার বাংশে পাণস্পর্শ ?
আবার সে পাণের কিনা তোমা হাতে উৎপত্তি
হবে ? এ যে অসম্ভব কথা মহারাজ !

অথ । প্রভু, আপনাকে উপদেশচ্ছলে
কোন বর্ণা কণ্ডা গৃহীত । আপনি জানেন না,
—এ কথা মনেও বিশ্বাস করা উন্নততা । দয়াময়,
নরবাংশে এক মহান্ অনর্থ সংঘটিত হবার উপক্রম
হয়েছে । ত্রিরাত্র মধ্যে আমাদের এক দাক্ষণ
পাণ অধিকার করবে । এই আশঙ্কা আমি
বড় ভীত হয়ে আছি ।

নারদ ! বলতে যদি আপত্তি না থাকে,
তা হ'লে কথাটা কি শুনতে পাই না কি ?

অথ । কিন্তু ভয়—কেন ভয় ? আমার
এই সঙ্কট সময়ে ভবভরহরী স্বয়ং ভগবান আমার
গতে । যৌগিক আমি—ভীত ভীত হ'ছি । এই
ঐতিহ্যকালেই আমাতে পাণস্পর্শ ক'রছে ।

নারদ । এমন ভক্তিবানই তুমি বটে !
মহারাজ, তোমার পবিত্র রুদয়ে যদি কখন পাণ
স্পর্শ করে, আমার বিশ্বাস—সে পাণ স্পর্শমাত্র
এক কীর্ত্তনমণিরূপ মহাপাণে পরিণত হবে ।
কিন্তু মহারাজ ! বিষয়টা কি, জানবার ইচ্ছা
হয়েছে যে ।

(বেগে মালবীর প্রবেশ)

মালবী । মহারাজ ! মহারাজ ! সাবিত্রী
আমার ফিরে আসছে । কেও—প্রভু ।—
দয়াময় !—আপনি ? তাহাঁত বলি, আমার এ
সৌভাগ্য কে আনলে ? আমার নয়নের নিধি
—আজ আবার আমার সংসার আনন্দময় ক'রতে

ফিরে আসছে । আমার হারানিদিকে কে ফিরিয়ে
এনে দেয়—কে তাকে ফিরিয়ে আনলে ।
তুমি—দয়াময়—তুমি না হ'লে এ অঘটন কে
ঘটায় ? আর ভয় কেন মহারাজ ! স্বয়ং
অভয়মাত্রী নারায়ণ আপনার সমুখে । রূপাসিদ্ধ !
রূপা ক'র ; এই দেখুন আমার এই সুখের সংসার
এতক্ষণ অন্ধকার ছিল । যোগিরাজ তুল্য অটল
অচল মহাত্মন হ'য়েও, স্বামী আমার কন্ডা-
বিয়োগে বালকের জায় দিব্যবারে অশ্রুজল বর্ষণ
ক'রছিলেন । সে আনন্দময়ী মা আমার,
আবার আমার ঘর আলো ক'রতে ফিরে
আসছে । রূপানিধান ! দয়া ক'রে মন্দরাজ-
গৃহের চারিদিকে তোমার চরণচৈত্র্য একটা গভী
দিয়ে দাও,—আর যেন কোনও ক্রমে আমার
ঘরে নিরানন্দ না প্রবেশ করে !

নারদ । কন্ডা—কি বলছ ? নিরানন্দের
কথা কি বলছ ? আমি ত কিছুই বুঝতে
পারছি না মা !

মালবী । কেন প্রভু ! জ্ঞানের চাপে ভিম-
বতি হয়ে গেছেন নাকি ? সে দিন এক প্রভু
এলেন, তিনিও কিছু জানেন না ; আপনি এলেন,
আপনিও কিছু জানেন না । অথচ বিপদ বুঝে,
একটী একটী ক'রে দীরে দীরে এসে এখানে
পরশুনি দিচ্ছেন । বলি, সমস্ত জগতে জ্ঞান
ফিরিয়ে নিজের জ্ঞানের ঘর খানি ক'রে ফেলে-
ছেন নাকি ? তা বেশ—বুঝতে পারুন আর
নাই পারুন, নষ্টরূপে আমার স্বামীকে হুটো
একটা সংগ্রামশও ত দিতে পারেন । তাতে ত
আর আপনার ভূত ভবিষ্যৎ বোঝবার দরকার হবে
না । দয়াময় ! রক্ষা করুন । মঙ্গলময়, আশী-
র্কাদে, দাস দাসীর হিতকর কার্যে মঙ্গলময়
দয় রক্ষা করুন । কন্ডা আমার ফিরে আসছে
—ত্রিরাত্র অরণ্যবাস ক'রে আবার রাজধানীতে

কিরে আসছে। শুভ সংবাদ কি অশুভ সংবাদ করে কিরে আসছে, তা বলতে পারি না। প্রাণ কাঁপছে! একমাত্র নন্দিনী—কুলের প্রদীপ-রূপা—কথাপি তাকে প্রত্যাগমন করে আনতেও প্রাণ কাঁপছে। ভবভয়াবি! ভয় দূর করুন—কিছুক্ষণের জ্ঞান মাতৃহন্যের, সম্ভ্রান্ত-জনিত আশঙ্কা উদ্বেগের সহস্র তরঙ্গ, আপনার বিশাল হৃদয়ে ধারণ করুন—সন্তানের জ্ঞান মায়ের প্রাণ কি করে বুঝুন—বাবু অভাগিনী মাকে রক্ষা করুন। ভয় করছে—আমার বড় ভয় করছে—মাকে যে বসন্ত ধরে চুম্বন ক'রবে, তা পয়ের কথা—মায়ের মুখের দিকে চাইতেও আমার সহ্য হচ্ছে না।

নারদ। মা আসছেন—ওই সন্তানকে রূপা ক'রে দেখা দিতে আসছেন। আহা কি রূপ। বোল কলায় পূর্ণ হয়ে সুধাময়ি! এক নিতাইনব মোহিনী মূর্তি ধারণ ক'রেছে। পাগল ভোলাকে ভোলাতে তোর এত রূপ কেন মা! তিনি যে তোর বরণস্বর্ণী মূর্তি দেখলেও প্রেমানন্দে ধরায় বিলুপ্ত হ'লেন!

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

মালবী। মা আমার! সম্মুখে তোমার মনুবাশের কুলগুরু—দেবর্ষি নারদ। অগ্রে তাঁকে প্রণাম কর। (সাবিত্রীর প্রণাম।)

নারদ। কল্যাণীকে কুমারি দেখছি না মহারাজ?

অম্ব। হাঁ প্রভু! বক্সা আমার এখনও কুমারী।

নারদ। এ কথা কোথায় গিয়াছিলেন, কোথা হ'তেই বা আগমন ক'রলেন? আর এমন ঘবতী কল্যাণকে তুমি স্বামীগণ্ডে সঙ্গদান ক'রছ না কেন?

অম্ব। ইনি এই কার্যের জন্তই প্রেরিত।

হয়েছিলেন, সম্ভ্রান্ত এই আগমন ক'রলেন। ইনি যে ভক্তীকে বরণ ক'রেছেন, আপনি কল্যাণী কাছেই তার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। মা আমার! কি ক'রে এলে, না এলে, দেবর্ষির কাছে বিস্তারিত রূপে বর্ণন কর।

সাবিত্রী। পিতৃবাকা আর দেবর্ষিকা উভয়ই তুল্য। সুতরাং প্রতিগ্রহ না ক'রলে ধর্মে পতিত হ'তে হয়। দেব! পিতৃকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে আপনাকে নিবেদন করি শ্রবণ করুন।—শ'ল্যদেশে দুঃমৎসেন নামে বিখ্যাত এক ধর্ম্মাচার্য্য কলিহতুপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অদম্য হয়ে পড়েন। যে সময় এই বীমান মল্লীপতির নয়ন বিনষ্ট হয়, তখন তাঁর পুত্র নিতান্ত বালক। সুতরাং নিকটবর্তী কোন রাজা—পূর্নশত্রু—এই ছিদ্র পেয়ে তাঁর রাজ্য অপরগ করে। রাজা দুঃমৎসেন ভায়া ও শিশু পুত্রকে সঙ্গে করে বনে গমন করেন। এখন তিনি সেই মহাবনে অবস্থিত হ'লে মহারত্নিনী—বংশ-পরিবার—রাজর্ষি। তাঁর পুত্র সত্যবান, নগরে জন্মগ্রহণ ক'রেও তপোবনে গুনিগণ মধ্যে তপস্কার্য্য অবস্থিত হ'য়েছেন, অতএব তিনিই আমার উপযুক্ত ভক্তা জানে আমি তাঁকে মনে মনে বরণ ক'রেছি।

মালবী। মা মল্লভাতী! হেড়েনেচপটী! কোমার পূজা দে মা! তুমি আজ মন্ত্ররাজ্যে মুখ রক্ষা ক'রেছ।

নারদ। দুঃমৎসেন-পুত্র সত্যবান। তাঁকে বরণ ক'রেছ! কি ক'রলে সাবিত্রী? হার হার হয়! মহারাজ, সাবিত্রী না কেনে মহৎ পাপ ক'রেছেন!

মালবী। সে কি দরামহ? সাবিত্রী কি করেছে? হা সাবিত্রী অভাগিনী! কি ক'রে এলি?

অম্ব । কেন দেবর্ষে ? সত্যবান্কে আঘাত
হ'লে আমার কৌলীজের কি হানি হবে ?

নারদ । তা নয় মহারাজ—দ্রাঘৎসেনের
তুলা কুলীন রাজা আর কে আছে ?

মালবী । তবে ?

অম্ব । সত্যবান্ কি গুণবান ?

নারদ । তাও নয় মহারাজ,—সত্যবানের
তুলা গুণবান বরক আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যেও
দেখতে পাই না ।

মালবী । তবে ? সত্যবান্ গুণবান—কুলীন,
যোগি সাবিত্রীর বরণের কথা শুনে আপনি হার
হার ক'রে উঠলেন কেন ?

নারদ । সত্যবানের পিতা ও মাতা উভয়েই
সত্য বলেম, পুত্রও সত্যপ্রিয় ; এই জন্য স্মৃতিগণ
তার নাম বেখেছেন সত্যবান ।

মালবী । তবে প্রভু ! তাঁর বোধ কি ?

নারদ । সত্যবান্ মহত্বের জায় শৌর্য-
দাম্পত্য, বৃহস্পতির তুলা বজ্রিমান, সর্গসদৃশ
বেজহী, পৃথিবীর জায় ক্ষমাবিত ।

মালবী । এমন সদগুণযুক্ত স্বামী ত বহু
পত্নীর কলে পাওয়া যায়, তবে যেয়ে আমার
প্রার্থাপ ক'রেছে—এ কথা বললেন কেন ?

অম্ব । রাজযোগ্য সমস্ত গুণই যখন তাতে
বর্তমান, তা হ'লে দেবর্ষে । তার মোব কি ?

নারদ । রাজকুমার দাতা, দর্শনিষ্ঠ, সত্য-
বান্, রূপবান্, মহাত্মভব, প্রিয়দর্শন ।

(অলিঙ্করার প্রবেশ)

অলি । বস্, তবে সে কেমন ক'রে সাবিত্রীর
ব'লে হ'ল ।

নারদ । তাতে সত্যল্য নিত্যানুভূতিও !
সত্যবান্ নিশ্চল ।

অলি । সাবিত্রী ! ভগিনী ! বেচে বেচে
এমন মহাপুরুষকেও আত্মসমর্পণ ক'রে এলেছ ?

দেবর্ষি ঠাকুরকে এ কার্যের জন্য ঘটক নিযুক্ত
ক'রতে হয় । চিরদিন তাঁর যেমন ক'রে আসা
অভ্যাস, এবারেও তাই ক'রতেন—তোমাকে
কোথা থেকে একটা ভয়মাত্রা ভুতুড়ে বড়ো বর
যোগাড় ক'রে এনে দিতেন । এবারে ত আর
সেটার সুবিধে হ'ল না—চোখের ওপর সোণার
বিজলী নবজলধরে সংলগ্ন হ'ল,—এও কি তাঁর
প্রাণে সহ হ'ল ?

অম্ব । একি মা ! কে তুমি ?

মালবী । সাবিত্রী ! সাবিত্রী !—মা আমার !
এই অপরূপ তেজস্বিনী বালিকাটি কে ? মায়ের
যশুর কথায় আমার ছদরে আবার নববাংসবের
সম্ভার হ'ল । সাবিত্রী ! আজ যেন আমি আর
একটা নতন সর্বশোভাময়ী কস্তা লাভ ক'রলুম !
কে মা তুমি ?

সাবিত্রী । গুটি আমার পূর্বজন্মের গুণা-
জিতা ভগিনী ।—

নারদ । উনি মাংগবানন্দিনী, তাঁর নাম
অলিঙ্করা ।

অলি । না ! নন্দিনী কাছে এসেছে—
সুতরাং কস্তাই আমার পরিচয় । তাঁরপর চুপ
ক'রে রইলেন যে ঠাকুর ? সাবিত্রীর সম্প্রদানে
রাজাকে অনুমতি প্রদান করুন ।

নারদ । কেমন ক'রে করি ? একটা রাজ
মহৎকৌষ সত্যবানের গুণবান্কে অভিত্যক্ত
ক'রে রেখেছে । সত্যবান্ স্বজাঘ্ন । সুতরাং এ
সমস্ত গুণ এক ক্ষণস্থায়ী পাত্রে রক্ষিত হ'লে
নিমগ্ন । শুধু তাই নয়—দ্রাঘৎসেন কারণ হয়ে
প'ড়েছে ।

সকল । স্বজাঘ্ন ? সেকি স্বজাঘ্ন ?

নারদ । আজ হ'তে ঠিক একবৎসর পরে
সত্যবান্ সতসা শিরোরোগে আক্রান্ত হ'য়ে
সেহত্যাগ ক'রবে ।

সকলে । বলেন কি ?

নারদ । বিধিলিপি । এত সদগুণের আধার রাজকুমার বৃদ্ধ অন্ধ পিতাকে ও বৃদ্ধ জননীকে অকুল শোক-সাগরে ভাসিয়ে পরলোকে প্রস্থান করেন ।

অলি । কেউ ধ'ন্নে রাখতে পারবে না ?

নারদ । আজও পর্যন্ত ত কেউ পারেনি জননী !

অম্ব । সাবিত্রী ! সত্যবানকে পতিভেদীকার করবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর ।

নালবা । হা ভগবান ! পূর্বজন্মে এত কি কঠোর শাপ ক'রেছিলুম যে, প্রতিদিন আমি এই কঠোর যন্ত্রণানলে দগ্ধ হচ্ছি । আর নয়—অসহ্য । নারী আমি কত সহ্য ক'রব ? আমার সর্বস্বরী কেনন কচ্ছে ! পারলুম না—আর বন্ধি রাখতে পারলুম না । ধর্ম গেল—কন্ডা গেল—নারী মমতা যেহ ! তোরাই বা থাকিস কেন ? সব যা—একেবারে যা—আর এ অভাগিনী রমণীর দুর্কল জনম পীড়ন ক'রতে আসিস নি ।

অম্ব । সাবিত্রী ! অভাগা সত্যবানকে পতিভেদীকার করবার সঙ্কল্প জন্মের মত পরি-ত্যাগ কর ।

অলি । আপনারও কি এই মত প্রভু ?

নারদ । জেনে শুনে একজন স্বহস্তার হস্তে কেনন ক'রে রাক্ষসকে কন্ডাদানের পরামর্শ দিই মা ?

অলি । তা হ'লে মদবংশের কুলধর্ম ? তা তো আর রক্ষা হয় না ! তিন দিনের ভিতরে সাবিত্রীর কুমারী-কাল উত্তীর্ণ হবে । ধর্মলোপের কাছে কি সাবিত্রীর বৈধব্যের তুলনা হ'ল ?

নারদ । ধর্মলোপ হ'তে বাবে কেন ? এখনও যে সময় আছে, তাতে সহস্র সহস্র

সাবিত্রী-যোগ্য বর এই রাজসভায় উপস্থিত করা যায় । সাবিত্রী স্বয়ংরা হোন । তাদের মধ্যে যোগ্য পাত্রকে মনোনীত ক'রে স্বামিভে-বরণ করুন ।

অলি । পৃথিবীর মধ্যে এক সত্যবান ভিন্ন সাবিত্রীর যোগ্য বর আর দ্বিতীয় নাই ।

নারদ । বেশ, পৃথিবীতে না থাকে, স্বর্গে ত আছে । ইচ্ছা কর, স্বর্গ থেকে সহস্র বর চক্ষের নিমেষে এখানে এনে উপস্থিত করছি । ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কারে চাও ?

অলি । তাদের একজনও সাবিত্রীর পদবরণ স্পর্শের যোগ্য নয় ।

অম্ব । কি কঠোর গর্ববাক্য !—বল কি কল্যাণী ।

অলি । দেবতার ভিতর নিরুলক চরিত্র কে আছে ? গুরুপদা'হারী ইন্দ্র চন্দ্র কি পবিত্রতা-ময়ী সাবিত্রীর সমুখে দাঁড়াতেও সাহস করে ?

অম্ব । সাবিত্রী ! তুমি নীরব কেন ? বক্রবা বা থাকে বল । আমার আর চিন্তা করবারও অবকাশ নেই ।

সাবিত্রী । ঠাকুর, সম্পত্তি-বিভাগ-নির্ণায়িকা গুটিকা একবার মাত্র ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয় লোকে কন্ডাকে একবার মাত্র প্রদান করে এবং দান ক'রলুম—একখণ্ড লোকে একবার মাত্র ব'লে থাকে । অতএব আমি দাঁকে একবার পতি ব'লে বরণ ক'রেছি, তিনি লীলায়ুই হউন বা অল্লায়ুই হউন—গুণবানই হউন বা নিস্ত'গই হউন—তিনি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে আর আমি বরণ ক'রতে পারি না ।

অম্ব । এ সঙ্কটে কি করি প্রভু ?

সাবিত্রী । মন—মহারাজ,—মন । সাবিত্রীর মনের নিকে লক্ষ্য করুন । লোকে অগ্রে কোন বিষয় মনে নিশ্চিত ক'রে তবে কথার ভাণ্ড

প্রকাশ করে ; অবশেষে কার্যে তাহা অস্বষ্টিত হয় । কস্তার মন নিয়েই স্বয়ং-প্রার্থীর প্রতিষ্ঠা । কস্তা কর্তৃক মনোনীত, নিঃস্বর্ণ কদাচার পাত্রকেও কোন রাজা কখন প্রত্যাখ্যান ক'রতে পারেন না ।

অম্ব । কি আদেশ দয়াময় ?

নারদ । বড় বিধম সমস্তা । আদেশ—কি দেবো ?

সাবিত্রী । কেন,—প্রশস্ত অসীম বিস্তৃত ধর্মপথ আপনার চক্ষের উপর প'ড়ে রয়েছে । সে পথের কোথায় কি, আপনি নথদর্পণের জ্বায় দেখতে পাচ্ছেন ! আমাকে সেই ধর্মপথে যোগাযোগী দেখাবার জ্ঞান বা আদেশ ক'রবেন, আমি তাই ক'রতে প্রস্তুত আছি । আদেশ করুন ।

নারদ । মহারাজ । তোমার কস্তা সাবিত্রীর বুদ্ধি অবিচলিতা । এই সত্যিক-ধর্ম হ'তে একে বিচলিত করি, আমার এমন সাধা নাই । এদিকে সত্যবানে যে গুণ আছে, অজ্ঞ কোন পুরুষে তা দেখতে পাওয়া যায় না । অতএব আমি ইচ্ছা করি, তুমি সত্যবানকেই এই কস্তা সম্প্রদান কর । আশীর্বাদ করি, তোমার কস্তা সাবিত্রীর সম্প্রদানে যেন কোন বিঘ্ন না হয় ।

অম্ব । আপনি গুরু, আপনার আদেশ লজ্জন করা গাপ । এস মা অজ্ঞই তোমাকে সত্যবানের হস্তে সমর্পণ ক'রতে যাত্রা করি ।

অলি । মা, আমি ব্রাহ্মণকস্তা—প্রাঙ্গণ-পত্নী, আশীর্বাদ করি—তোমার কস্তা সাবিত্রী যেন চিরায়ুযুগী হয় !

মালবী । কে তুমি মা, মঙ্গলচণ্ডিকার মূর্তি ধ'রে আমার গৃহে উদয় হয়েছে ?

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

আশ্রম ।

অলিকরা ও সাবিত্রী ।

সাবিত্রী । স্ত্রের সংসারে বাস ক'রতে স্বামীর পরিণাম চিন্তার আমার মনে এক দশের জ্ঞানও শাস্তি নাই । দেবর্ষি নারদেব সেই ব্রহ্ম-নির্ঘোষ তুল্য কঠোর তপস্যাদ্বারা যথেষ্ট—জাপ-রণে—প্রতি মুহূর্তে আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে । “সত্যবান আজ হ'তে এক বৎসর পরে, করাল কালকবলে নিপতিত হবে ।” এখনও যেন সে গন্তীর স্বর বর্ণে বর্ণে আমি শুনেতে পাচ্ছি । শুনে আমি স্তম্ভিতা, জ্ঞানশূন্য—এক মুহূর্তের ভিতর সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখেছিলুম । হৃদয়ের শোণিত-ভরক যেন এক মুহূর্তে নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল । সর্কসরীরে কম্পন—কণ্ঠ অবরুদ্ধ—কিছুক্ষণের জন্ত যেন আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছিল, শুধু মা সর্বস্বতী কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হ'য়ে, আমার অজ্ঞানস'নে আমার মনের কথা বার করে সে সঙ্কট সময়ে মর্যাদা রাখা ক'রেছিলেন । তার পর আজ এক বৎসর অতীতপ্রায় । আর চার দিন মাত্র অবশিষ্ট । সমুদ্রে সেই ভীষণ কুম্ভা চতুর্দশী !—মনে হচ্ছে, আর সর্কস শিউরে উঠছে—চার দিক আবার আমি অন্ধকার দেখছি । আমার অদূরে সে ব্যক্তি কি নির্কিয়ে অতিবাহিত হবে ?—না,—মন বলছে—‘না’ । আমার বিশ্বাস বলছে—‘না’ । দেবর্ষির বাক্য মিথ্যা হবে । হরিণাম উচ্চারণে চিরবিদ্যুৎ রসনা—সন্তোর অধিষ্ঠানভূমি—সে রসনা থেকে মিথ্যাবাক্য নির্গত হবে ! কেমন ক'রে বিশ্বাস করি ?—অলিকরে, বিশ্বাস করায় যে মহাপাপ ! কেমন করে বিশ্বাস করি ?

অলি । তবে কি এক'ল চতুর্দশী রাতি
কিছুতেই নির্কিয়ে অতিবাহিত হবে না ?

সাবিত্রী । কিছুতেই হবে না ।

অলি । এ নিয়তির গতি কি রোধ হয় না ?
বিদিলিপির কি খণ্ডন নেই ?

সাবিত্রী । দেবর্ষি বলছেন—গতায়
ব্যক্তিকে কেউ কখন ক্ষিত্তে দেবেনি ।

অলি । তুমিও কি তাই জেনে নিশ্চিন্ত
হয়ে থাকবে ?

সাবিত্রী । কি ক'র আদেশ কর ।

অলি । আমি আদেশ ক'রব কি ? আমার
হৃদয়েই কি চক্র-স্বর্গ্য গ্রহ তারা সকলে চলা
ফেরা ক'চ্ছে যে, এই নিয়তির ভীষণ আক্রমণ
থেকে তোমাকে আত্মরক্ষার উপায় বলে দেব ?

সাবিত্রী । উপায়—আত্মরক্ষার উপায় ?
অকালমৃত্যুর হাত থেকে আমি কে নিস্তার দান ?
—অসম্ভব ।—অলিফেরে সহি ! এ কি সম্ভব ?
প্রকৃতির আক্রমণ—আমি অবলা—এ ভীষণ
গুহে আমি কি তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী ?

অলি । শুধু দুটো হাত পা নাড়াতেই কি
প্রতিদ্বন্দ্বিতার একশেষ হল ? মানসিক বল কি
বল নয় ? মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যখন সমস্ত
দেবতারা প্রাণ নিয়ে স্তম্ভক-কন্দরে গহবরের
ভেতর মুখ লুকিয়ে বসেছিল, কে তাদের সে
দাক্ষিণ বিপদ থেকে মুক্তি প্রদান করে, আবার
অমরাবতীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল ?

সাবিত্রী । এ তুমি কি বলছ ?

অলি । শুভ-নিশ্চিন্ত-দলনী অবলাটা তোমার
চেয়ে কত বড় ? সে ত তোমারই মতন একটা
অর্দ্ধ-প্রাণুটি কুশুমকলি । হিমালয়ের শীতল
সমীপে শুধু একটু রূপের লহর তোলবার জন্ত,
আপনার মনে, বস্ত্র কুশুমগাশির সঙ্গে খেলায়
নিযুক্ত ছিল ।

সাবিত্রী । তাই ত ! ঠিক বলছ ত সাধি !

অলি । সেই জীবন্ত ফুলটির সৌরভে
আকুল হয়ে, দৈত্যরাজ শুভ তাকে তুলে আনত
সামান্য অশুচর প্রেমাণ করেছিল ! ভেবেছিল—
একটা ছোট মেয়ে—শুধু রূপ বই ত নয়—তার
ওপর অমহাদ্ একাকিনী—সে শুধু দৈত্যরাজের
অন্তঃপুংস্ব উজ্জ্বলনের শোভা-বর্ধনের জন্তই জন্ম
গ্রহণ করেছে । এই না ভেবে, সামান্য দুই
একজন অশুচর দিয়ে-মেয়েটিকে দাসত্বে আদেশ
করেছিল । কিন্তু সাবিত্রী, জান নাকি ? কত
মানব—কত দৈত্য—কত বুয়ালোচন—কত রক্ত-
বীজ—সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হ'ল, তবু সে অবলায়
কিছুমাত্র স্থানচ্যুতি হল না । সে সর্বমানী যে
হিমালয় শিখরে, সেই হিমালয় শিখরে । তারপর
কত চণ্ড গেল, মুণ্ড গেল, ইন্দ্রবিজয়ী—দরদী
অদীশ্বর—তপোবলে বলীমান—দৈত্যপ্রধান
শুক্র নিশ্চল দুই ভাই গেল, দৈত্যকুল একে-
বারে সংবশে নির্মূল হল, তথাপি ধবলীর কোন
শক্তি সে অবলাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি না ।

সাবিত্রী । এ তুমি কি বলছ ?—অলিফেরে
ভগিনী । এ তুমি কি বলছ ?

অলি । বলব কি—মাথা আর মুণ্ড ।
সব বোঝ । বুঝে যে অজ্ঞান, তাকে বোঝায়
কে ? যুমন্তকে তুলতে পারি,—তুমি যে জেগে
ঘুমছো । দেবর্ষি বলেন—কেউ কখন
দেবেনি, তাইতে তুমি একবারে হাল ছেড়ে দিয়ে
বসে আছ । কেউ দেখেনি—কেউ কি দেখবেও
না ? দেবর্ষি ত এমন কথা বলেননি যে, কেউ
দেখেবেও না ।

সাবিত্রী । কই—তা বলেননি ।

অলি । তবে ? দেবর্ষির বাক্যে বিশ্বাস
কর—ঠার ভবিষ্যৎবাণীতে বিশ্বাস কর, কেবল
শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করতে পারছ না । তবে আর

রত নিয়মাদি কেন—স্বস্ত্যয়ন পাতি কেন ?
শাস্ত্রে বলেছে—কর্মযোগে নিয়তির আক্রমণ
প্রতিষেধ করা যায়। এই জন্মই তু দৈবের
সঙ্গে পুরুষকারের প্রতিবন্ধিতা ।

সাবিত্রী । দৈবের সঙ্গে প্রতিবন্ধিতা !

অলি । হাঁ—দৈবের সঙ্গে লড়াই ।

সাবিত্রী । তাও ত বটে । শাস্ত্রার্থশিখী
সতী, আজ তুমি আমার চোঁক দুটিয়ে দিলে ।
সগ্রাই ত । বা ঘটবে, তা নিশ্চয়ই যদি সংঘটিত
হয়, তবে তাঁর জন্ম শুধু শুধু চিন্তার ফল কি ?
অগ্রজাত্যাবী পতিলায় শুধু চক্ষুজলে ত মুছে ফেলা
যায় না ।

অলি । চক্ষুজল :—চক্ষুজলে কি হয় ?
যাতে শুষ্কমাত্র কাদবার অভিস্রাব বন্ধি করে ।
চক্ষুজলে, যসীর্ণ অন্ধকারময় পরিণাম, আরও
গভ্রতা প্রাপ্ত হয়—বিবিলিপি উজ্জলতর অক্ষরে
মৃত্যুরে বিভীষিকা উৎপাদন করে । জেনে শুনে
দৈবাবীর ভবিস্যৎ বাক্য অগ্রাহ্য করে, পিতার
আদেশ পর্যন্ত অমান্য করে, সগ্রবানকে পতিত্বে
বরণ করেছ—ইচ্ছাপূর্ণক অকালবৈধবা শিরে
প্রতিষ্ঠিত করেছ । এখন ভাবলে কি
হয় তাই ?

সাবিত্রী । আর ভাবব না ! জ্ঞানদাত্তী
শিক্ষিত্রী সতী । অদমা ভগিনীকে পদমূলি
প্রদান কর ।

অলি । চিরায়ত্ত্রী হও ।

সাবিত্রী । একদিকে নিয়তির আদেশ,
অন্যদিকে সতীর আশীর্বাদ । দুই মহাশক্তির
পরস্পরে ছীবন-সংগ্রাম । মন বলেছে—বুঝি
সতীর আশীর্বাদেই জয় হবে ।

অলি । তোমার মন বলবে না ত বলবে
কার ? তুমি যে ভগিনী—সতীকুলগাণী । তোমার
কাছে একথা না শুনে তুমি পাব কেন ?

সতীত্ব—বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ বহুভাণ্ডারের মহা-
মূল্য উজ্জলতম রত্ন । তাইলে আর গড়ে না ।
দৈবত্ব হারালে দৈবত্ব ফিরে পাওয়া যায়, ইচ্ছার
গেলে আবার ইচ্ছাভেদর সৃষ্টি হয় ; কিন্তু যে
অমূল্য নির্দিষ্ট রমণী-হৃদয়ের প্রিয়তম সম্পত্তি, সে
সতীত্ব একবার গেলে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-সমেত
ব্রহ্মাণ্ড-বিনিময়েও আর পাওয়া যায় না । এমন
মহাশক্তির কাছে অস্ত্র তুচ্ছ শক্তির তুলনা ।
কার্যমনোবাক্যে সতী তুমি, তুমি কিনা অদৃষ্টের
আক্রমণে চিন্তাকাতরা ! মুছে ফেল—ললাট
থেকে বিবিলিপি মুছে ফেল । স্বেচ্ছায় মনো-
মত অদৃষ্টের সৃষ্টি কর ।

সাবিত্রী । যথা আজ্ঞা ।

অলি । এই—এই ত তোমার যোগ্য
কথা । বৈধবা—কে দেয় ? আত্মক দেখি
বিধাতা—স্পর্কার সঙ্গে তাকে আহ্বান করি ।
বৈধবা গ্রহণ—সে ত রমণীর নিজের হাতে ।
পত্নী যদি নিজে ইচ্ছা না করে, তাহলে তাকে
পতি-বিরোগিনী করা বিধাতারও সাধ্য নাই ।

সাবিত্রী । নিশ্চয় । তোমার আশীর্বাদ
সর্বোচ্চে বেঁধে কবচ করেছে—প্রস্তুত হয়েছে ।
মনে মনে কার্যের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে—
জিরাজ ব্রত গ্রহণ করেছে ।

অলি । অগ্রসর হও—তোমার আদেশে
মৃত্যু হার থেকে এসে ফিরে যাক । বিশ্বজনীন
আয়ত্তি বক্ষা করবার জন্য সমুদ্রমহনে আকর্ষ
হলাহল পান করেও বিশ্বেশ্বর মৃত্যুকে জয়
ক'রেছিলেন । সেই অবধি নাম তাঁর মৃত্যুঞ্জয় ।
সবি । তুমিও সেই অলৌকিক কাব্য নিষ্পন্ন
কর । দেব দানব গন্ধর্ব—সকলে সমন্বরে
সতীর জয় গান করুক । সমস্ত জগৎ সাবিত্রীর
জয়ধ্বনিতে পূর্ণ হোক । (নেপথ্যে—
সাবিত্রী !) । ওই ভাই, তোমার স্বামী

আসছেন। তাহ'লে আমি আসি।—তোমার আমি বোঝাব কি ? তুমি জ্ঞানময়ী—তোমাকে বোঝাতে যাওয়া আমার ধুট্টা।

সাবিত্রী ! তুমি আমার গুরু—তুমি আমার আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

[অলিঙ্গার প্রস্থান।

(নেপথ্য—সাবিত্রী)

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। এই যে, এই যে—সাবিত্রী সাবিত্রী ক'রে আমি এত ডাকছি, আর তুমি নীরবে এখানে দাঁড়িয়ে আছ ?

সাবিত্রী। কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে কি ?

সত্য। প্রয়োজন ?—তোমাকে প্রয়োজন ? কি প্রয়োজন, তা কি জান না। অন্ধরাজা এক মুহূর্ত্ত তোমার কথা না শুনলে কত কাতর হন, তা কি জান না প্রাণেশ্বরী ? তার ওপর তুমি ব্রতচারিণী—উপবাসিনী।

সাবিত্রী। আমি ত তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছি !

সত্য। তোমাকে হৃদের তাঁর কি আছে ? অনুমতি চেয়েছ—অনুমতি পেয়েছ ; কিন্তু কত কষ্টে প্রাণ ধ'রে যে তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন, তা কি বুঝতে পার ? তোমার পাঠিয়ে তিনি পূজার নিমন্ত্রণ হয়েছিলেন, কিন্তু তুমি কাছে না থাকাতে পূজার নোনানিবেশ ক'রতে পারছেন না।

(শৈব্যার প্রবেশ।)

শৈব্যা। এই যে, এই যে। শুভা ! কি ক'রে এসেছ মা ! একদণ্ড কাছে না থাকলে যার মূগ ব'লে জ্ঞান হয়, তাকে কিনা তুমি এতক্ষণ একাকী রেখে এসেছ ? দেখবে এস, বৃদ্ধরাজার ব্যাপারখানা দেখবে এস।

ইষ্টদেবতার নাম জপ করতে তিনি কেবল সাবিত্রী সাবিত্রী নাম মুখে উচ্চারণ ক'রছেন। দু-গুণ দিয়ে তাঁর দশ বাটা পড়ছে। কি ক'রবে মা ! বৃদ্ধ রাজর্ষি—সর্বগ্রাসী সম্রাসী—সংসারের সমস্ত সামগ্রীতে লোভ ত্যাগ ক'রে গাছের তলায় আশ্রম নিয়েছিলেন, তুমি কিনা শেষকাগটা তাঁকে ইষ্টমন্ত্র ভুলিয়ে দিলে ?

সাবিত্রী। তাই ত—তাই ত—তাহ'লে কি হবে মা ?

শৈব্যা। কি আর হবে ! সোণার পুতুল সোণার সিংহাসন ছেড়ে বনে পড়েছ, হৃদ্ধ-কেন-নিভ শব্দ। ত্যাগ ক'রে আশ্রমের কঠোর মুক্তিকার গড়াগড়ি খাচ্ছে। এ নদীর দেহে কি ক'রছে, তিনি ত বুঝতে পাচ্ছেন। তাই দিব্যরাজ তোমার কথাই চিন্তা করেন। চিন্তা ক'রতে ক'রতে তম্বুহ হ'য়ে গিয়ে, ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ ক'রতে তোমার নাম স্মরণ ক'রে বসেছেন !

সাবিত্রী। আমার যে বড় ভয় ক'রছে। পিতা যে আমার জ্ঞান-বৃদ্ধ ঋষি, তিনি এমনটা ক'রলেন কেন ?

শৈব্যা। ভয় কিসের মা ? আমি আমার অর্চনার সময়েও যদি তোমাকে স্মরণ ক'রতে সে তোমাকে আনন্দিত। মাদার পুতুল—তুমি তাঁর মা'র ঘরটা দখল ক'রেছ। তোমাকে পেয়ে রাজা আবার সংসারী—বনে ব'সে ভবিষ্যতের একটা সোণার সংসারের ছবি তাঁর মনের ভেতর ভেঙে উঠেছে। তুমি এ দর্য ক'রে শিবরাজের কুলরক্ষার জন্ত এসেছ মা ! পিতৃপুরুষের জগদগুরুর আশা তোমার হ'তে। তার ওপর তুমি ত্রিগাত্র-ব্রত গ্রহণ ক'রেছ। তোমার বিষয় দিব্যরাজ তাঁর ভাববেন না ত, কার ভাবনা ভাববেন ?

সত্য । নতি—চল—পিতাকে সাহসনা
ক'রে চল ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পম্পা সরোবর ।

মাগুবা ও সনাতন ।

মাগুবা । সনাতন জান কি ? কত
জমাখা তীরের প্রাভাভন পরিভাগ করে, এই
মালাবানের তলদেশে যে এতকাল পড়ে আছি ;
এই কারণে জান কি ?

সনা । কিছুইত জানি না, প্রভু ! আমি
মনে করি, বহি, মালাবানের ভুবনমোহন
সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হ'য়ে আপনি এই স্থান যোগা-
সনের উপযোগী স্থানে অবস্থান করেন ।

মাগুবা । সৌন্দর্য্যই বাটে, তবে এ পবিত্র
নীরতরীর্থে বহিসৌন্দর্য্যে মালাবান অপেক্ষা
যে সমীচীনতর স্থান নাই, একথা ব'লতে পারি
না । তবে অস্ত্রসৌন্দর্য্যে মালাবান আমার
মনস্তক্ষেপে যেমতী শোভা ধারণ ক'রে আছে,
সনাতন ! মন্দাকিনীমিবিত নন্দনেও বৃষ্টি
সে শোভার অভাব । এ স্থানের একটী ক্ষুদ্র
কবী গন্ধাভিশয্যে দেবকৃষ্ণম প্যাক্ষিকাতকেও
বিস্ময় করে । কেন জান সনাতন ?

শোন তবে, মন দিও শোন । সহস্র পুণ্য-
তীর্থ ভ্রমণ, গোকোণী দানের পুণ্য সঞ্চিত
হবে । সনাতন ! অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ।
অতএই আমার প্রাণ বিগলিত হ'য়ে আসছে !
—দাঁড়ি দিবা চক্ষু দেখতে পাচ্ছি ! সমুখে
দামকাকণ্ডব-সেবিতা কমলোৎপলশালিনী শুভ-
কলা পম্পা । ঠিক গুইখানে—সনাতন ! ঠিক
এই পম্পাসদয়ের তরঙ্গ সিংহাসনে—গুণগগাভ

চ'লে গেছে, স্বামী বিচাগবিধুরা সতীর নন্দন-
কমল থেকে এক কোটা জল পড়েছিল । সেই
জলকণার লোভে দেবতার চাতক মূর্তিতে গুই
সমীরণে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করেছিল ।

সনা । কেমন ক'রে পড়ল ? কোথা থেকে
পড়ল ? পিতা ! পিতা ! সে কোঁন দেব-
তার চক্ষের জল ?

মাগুবা । এই যে ব'ল্লেম বাপ সতী-
দেবতা । আমার এ পম্পা, আমার এই অরণ্য-
বেষ্টিত মালাবান, সতী দেবতার লীলাভূমি ।
মা আমার যখনই আসেন, তখনই এক আশ
কোটা চখের জল, এই দরিদ্র সন্তানের আশ্রমে
নিষ্ক্ষেপ ক'রে যান । সেই জলসিক্ত মূর্তিকার
এ স্থানের তরুলতা সমস্ত সুষ্ট হ'য়েছে । সনাতন
এ হ'তে পবিত্র স্থান কি আর জগতে আছে ?
আনি নিম্নে পম্পাতীরে ধানময়, সহসা দুঃ
আকাশে যেন ত্রিবিধাশ্রিতী জলকমলার ক্রন্দন-
কল্লোল আমার কর্ণে প্রবেশ ক'রুলে । হা রান,
কোথা রাম ! মুহূর্ত্ত মধ্যে কাননে মালাবানে
পম্পাজলে সেই অপূর্ণ শোকময় নাম অপূর্ণ
পাণ্ডেয়াদিকর প্রতিধ্বনি তুলে মনের গহিতে
ত্রিভুবনে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল । রাম ! রাম !
কোথা রাম ! কোথা রাম ! চেয়ে দেখি গগন-
মার্গে মগ্নাময় যথৈচ্ছায়া রাবণ কর্তৃক কেশ-
পাশে নিগুণ্ডিতা রামকন্দ-বিহারিণী জনকনন্দিনী
বিচেতনা,—তথাপি পাতিশোকে স্তম্ভিতাং,
রাম রাম ব'লে রোদন ক'রেছেন । সনাতন !
চক্ষে দেখিছি, কর্ণে শুনেছি, সে তপস্বিনীর
কাঁতর রোদন আজও পর্য্যন্ত পম্পা-জলকল্লোল
সম্প্রসারে গান করে । যে একবার সে কাঁতর
রোদন শুনেছে—সে জনয়ের গভীর ব্যতনার
উখিত রাম নাম একবার শুনেছে, সে কি আর
আছে ! তার পর, এই সরোবর তীরে, সীতা-

হারা রাম—হৃদয় নিরাশায় অবসর নবজলধর—
হা নীতা হা সীতা ক'রে কমল-লোচন বিগলিত
সুখার যে সময় পম্পার কলসের বৃদ্ধি করেন,
সে দিনও আমি এই স্থানে। তারপর রাবণ
সবংশে নিহত হ'ল, সীতার উদ্ধার হ'ল, কিন্তু
শোকোচ্ছ্বাসে সীতা-রাম নাম আর ধরণী
থেকে বিলুপ্ত হ'ল না।

সনা। পিতা জগতে এ স্থানের তুলনা
কোথায় ?

মাণ্ডব্য। আর একদিন, সনাতন, আর
একদিন। এই স্থানে, ঠিক এই স্থানে আমি
দানবময়। এক রমণী গলি-বৃদ্ধগ্রস্ত স্বামীকে
রুদ্ধ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন। স্বামী
মহাপাপী, এক বেস্তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে
স্বীকে তার গৃহে বহন ক'রে নিয়ে যেতে আদেশ
করে। প্রতিপরায়ণ, স্বামীর আদেশ পালন
ক'রতে স্বামীকে রুদ্ধ করে সেই পাপাচার
অভিযুক্ত স্থানে গমন ক'রছিলেন। রাজি
অন্ধকার—সুতরাং চলতে চলতে পথভ্রান্ত রমণী
আমার ঘোগদান সমীপে উপস্থিত হ'ল। পাপা-
চার ক্ষত পদ কোনও প্রকারে আমার অঙ্গ
স্পর্শ ক'রে। পাপস্পর্শে মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমার
যোগভঙ্গ হয়। ক্রোড়ে, আমি সেই পাপিষ্ঠকে অভি-
শাপ প্রদান করি, যেন রজনী প্রভাতে সূর্যো-
দয়ের সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। স্বামীর অপনানে
কুপিতা সতীও তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন, আপনি
ব্রাহ্মণ, তাতে ভগবানের অর্চনায় নিযুক্ত,
সুতরাং আপনাকে প্রোত্‌শীল্য প্রদান ক'রলুম
না। তবে যদি আমি সতী হই, তা'হলে
আমিও বলি, যেন রাজি আর প্রভাত না হয়।

সনা। তা'রপর ?

মাণ্ডব্য। তারপর দণ্ডের পর দণ্ড পেলো,
দিন যায়, হৃদয় আর উন্মত্ততা পরিভ্রান্ত ক'রে

অবকাশ পান না। সৃষ্টিরোপ পায়! সমস্ত
দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলে এই স্থানে
সমবেত হ'লেন। সবার অঙ্গরোধে আমাকেই
পর্যভব স্বীকার ক'রতে হ'ল। স্বয়ং উঠলো।
সতীর রূপায় নরাদম স্বামী পাপমুক্ত রোগমুক্ত
দিব্যাঙ্গে ধারণ ক'রে, সতী সঙ্গে স্বর্গে স্থান
প্রাপ্ত হ'ল। সনাতন, সতী-ধর্ম্মই আযাচারের
প্রতিষ্ঠা; আযাচারই সতীর আশ্রয়স্থান
আযাচারই সতীর লীলা নিকেতন। এই
মাল্যবানের উপত্যকায়ই আবার সেই লীলাভূমির
সমুদ্র—আমার তীর্থ, আমার স্বর্গ, আমার সর্কার।
যতদিন এ দেবরাজ্যে সতীর অধিষ্ঠান, ততদিন
সমস্ত কোটা রাক্ষসের অত্যাচারেও এ ভা'রতের
কোনও অনিষ্ট হ'তে পা'রবে না।—নাও
সনাতন এই চিরপবিত্রা পম্পার জল গ্রহণ কর।
আর এক সতী জিবাজ্জ ব্রত গ্রহণ ক'রে প্রায়ো-
পবেশনে উপবিষ্টা আছেন। আমি এত মহা-
ব্রতের হোতা—হোমানলে পূর্ণাঙ্গী প্রদান
ক'রে এসেছি। এই পম্পাজল শাস্তিক্রমে তার
মন্তকে প্রদান ক'রলে তবে মা আমার জল
গ্রহণ ক'রবেন।

সনা। যথা আজ্ঞা—

(অলিঙ্গতার প্রবেশ ।)

মাণ্ডব্য। অলিঙ্করে! আর বিলম্ব ক'র
কেন মা ? হোনার সখী যে তিন দিন নিরপ
উপবাসে অধিস্থতা। যাও মা—শীঘ্র যাও, এই
জল গ্রহণ কর। এই মনুসতী-গৃহীত জলে
অভিষেক ক'রে শীঘ্র মা'কে রক্ষা কর।

তৃতীয় দৃশ্য ।

আশ্রয় ।

দ্যুমৎসেন, শৈব্যা ও সাবিত্রী ।

দ্যুমৎ । কেমন করে যে প্রাণ ধরে তোমাকে এই ব্রত গ্রহণে অনুমতি দিয়েছি, তোমাকে কি করে বোঝাবি মা ? তুমি স্বামীর প্রেমার্থে ব্রত গ্রহণ করেছ, “ব্রতভঙ্গ কর” এমন কথা বলা আমার মত লোকের কোন ক্রমেই তাজব নয়, তাই ‘ব্রত সমাপ্তি কর,’ এই কথা আমাকে বলতে হয়েছে । কি কঠোর ব্রত ! দিন দিন নিরঙ্ক উপবাস ।

শৈব্যা । তিন দিন কই মহারাজ ! চতুর্থ দিনেও তৃতীয় প্রহর যায় যায় হয়েছে ! সোণার প্রতিমা কাঠের পুতুল হয়ে গেছে !—মা উঠ ; পাত্রোদ্যান কর । ভবানীর রূপায় তুমি যে জীবনে ব্রত উল্লাসন করেছো, এই আমাদের বড় সৌভাগ্য । তোমার মুখের দিকে একবার করে চেয়েছি, আর ঠক ঠক করে কেঁপেছি । আর কেবল মাকে ডেকেছি যে, মা, সতীরাগী, সতীর মর্যাদা তুমি রক্ষা কর । সাবিত্রীকে আমার প্রাণে বাঁচিয়ে রেখ ।

দ্যুমৎ । ভগবান আমাকে ক্ষমা করেছেন জগতের কোনও কিছু দেবার অধিকারে বঞ্চিত । যথোপায়ে আমি যেন দিবাচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমার দেহের কি অবস্থা হয়েছে । যে দিন সর্ক প্রথম মা লক্ষী, পূর্ণশ্রীকলা মূর্তিতে আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়ে, আমাকে প্রণাম করেছিলেন, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে মস্তকে হস্তার্পণ করে পান্মর্মান্নেই এক অপূর্ণ রূপ-রাশির আভাস অনুভব করেছিলাম । আর আজ মা আশীর্বাদ করতে গিয়ে সর্বশরীর আমার আত্মকে শিঁহরে উঠেছে । মনে হয়েছে যেন সে পূর্ণিমার পূর্ণগগনের গলিত-স্রবণধারা-

রূপিনী-কৌমুদী, দ্বিতীয়ার কণীচক্র-লেখায় পরিণত হয়েছে । কেন মা, এমন কঠোর ব্রতে তোমার অভিরুচি হল ?

সাবিত্রী । পিতা সন্তাপ করবেন না । ব্রত সমাপ্তির একমাত্র কারণ নিশ্চল উৎসাহ । আমিও অবিচলিত উৎসাহ সহকারে ইহা অবলম্বন করেছি । বাবা, আপনাদের আশীর্বাদে আমি উপবাসের যৎসামান্য কষ্টও অনুভব করিনি ।

(মাণ্ডব্যের প্রবেশ)

শৈব্যা । আ ! বাচসুম ! ঠাকুর আসছেন । আস্ত্রন প্রভু, মাকে আমার শান্তিতে অভিযুক্ত করুন ।

মাণ্ডব্য । আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী । সরস্বতীকী পুণ্যা যেতগঙ্গা চ কৌশিকী ।

ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা ।

সর্কঃ স্মনসো ভূত্বা ভূত্বারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥

সিদ্ধ-ভৈরব-শোভায়া যে হুতা ভূবি সংস্থিতাঃ ।

সর্কঃ স্মনসো ভূত্বা ভূত্বারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥

লবণেন্দু-স্রবঃসর্পির্দধিহুত জলাঙ্ককঃ ।

সংপুষ্পে স্নাপরাঃ সর্কঃ ভূত্বারৈঃ স্নাপয়ন্ত তে ॥

সমস্ত বস্তুক্ষার মধো,—আকাশে পাতালে

দেবলোকে—সপ্তর্ষিমণ্ডলে—ব্রহ্মাণ্ডের যে যে

স্থলে শান্তিদায়িনী শক্তি আছে, সকলে আজ

সাবিত্রীর শুভপ্রদানের জন্য শান্তি অলঙ্কারে

অবতীর্ণ হও । সকলে স্তম্ভন হয়ে সাবিত্রীকে

নাথীর চিরমোভাগ্য—অবৈদ্য প্রদান কর ।

(অলিঙ্কবাস্তুও সতীশ্বরের প্রবেশ)

সাবিত্রী-মস্তকে তল সেচন ।

(স্তব্ধ)

এস শুভদায়িনী গণ্ডে ।

উদলি আকাশ তটে, শশ ঘটে স্রবট তরল ওরগে ।

এস চির শুভকারী বারি—

যমুনা বঁকশা। উছলিত করণা
নন্দনা সিদ্ধু কাবেরী;
মানস সরোবর পুষ্ট জলধর—
শুভ বর সুধাধার সঙ্গে।
শুভ গ্রহ তারা লশাক ধারা বর বর শুভ সতী অঙ্গে।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

আশ্রম সমুখ ।

সত্যবান ।

সত্য। প্রভাতে যে সমস্ত ফল সংগ্রহ
ক'রেছিলাম, সাবিত্রী রান্নাভোজনে সমস্তই
নিঃশেষিত ক'রেছে। ব্রাহ্মণভোজনাবশিষ্ট বা
কিছু আছে, তাতে বালিকা আজকের মতন
কথকিং প্রাণধারণ ক'রতে পারবে। তার পর
কাল!—কালকে না খেতে গেলে সাবিত্রী
কেমন করে বাঁচবে? প্রশ্নময়ী সর্পস্ব আমার,
স্বামীর জন্ত দেহত্যাগ ক'রতেও কুন্তিতা নয়।
উপবাসক্রিয়া পিপাসাবোধ যে মুখ দেখে
ক'রেছি, তাতে আমার সর্পস্ব শিউরে উঠেছে।
এমন অপূর্ণ রত্ন লাভ ক'রে, বনবাসী দ্বিধারী
হ'য়েও আমি মহেশ্বরের ভাগ্যে ভাগ্যবান। এ
রত্ন পেয়ে, অবহেলার কিনা হারিয়ে ফেলব! এ
দিকে অধিরকার কাঠের পর্যন্ত অভাব। সমস্ত
কাঠ হোমনালে দগ্ধ হ'য়ে গেছে। ঘাই—বেলা
অবসানপ্রায়—আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

(সাবিত্রীর প্রবেশ ।)

একি সাবিত্রী, উঠে এসে যে ?

সাবিত্রী। বাবা ও মাকে আহ্বান করিয়ে
এসেছি।

সত্য। আর তুমি ?

সাবিত্রী। আমার এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব
আছে।

সত্য। সে কি সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। আর যখন তিন দিন কেটে
গেল—তখন আর একটু সময়ের জন্ত মনে পুঁত
রাখব কেন ?

সত্য। স্বামীর মঙ্গলের জন্ত কার্য্য ক'রছ,
কিছু কার্য্যতঃ বিপরীত ক'রছ সাবিত্রী। তোমার
কিছু অমঙ্গল হ'লে কি আমি প্রাণধারণ ক'রব
মনে ক'রেছ ?

সাবিত্রী। ভয় নেই, আমি ম'রব না।

সত্য। আর আমাকে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে
না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার মঙ্গলের
জন্ত নয়—আমাকে চিরজীবন বরণানলে !

দয় করিবার জন্ত—তুমি আমার বরে উদয় হ'য়ে

সাবিত্রী। ভয় নেই আমি ম'রব না।
আপনার শ্রীচরণের নীতল ছায়ায় যে আশ্রয়
পেয়েছি, সে কখনও কি ম'রতে চায় ? বিশেষতঃ
এখনও আমার শতর শাস্ত্রীর সেবার আকাঙ্ক্ষা
যেটেনি। তাই আমাকে অস্থায়ী দিয়েছেন।
তা বা হোক, এমন অসময়ে কোথার বাতায়
হ'চ্ছে ?

সত্য। অগ্নিহোত্র কার্য্যের জন্ত কার্য্যে
অভাব।

সাবিত্রী। তা হ'লেই নিশ্চয়ই বেতে
হবে—এ হ'লে আমিও সঙ্গে যাব।

সত্য। সে কি ?

সাবিত্রী। আজ একলা ছেড়ে দিতে আমার
ইচ্ছে হচ্ছে না।

সত্য। সে কি ? তুমি ইতঃপূর্বে কখনও
বনে বাওনি। পথ অতি ক্লেশকর। বিশেষতঃ
প্রাণপন্যাসে তুমি ক্লান্ত হয়েছ, শ্রুতরায় পদব্রজে
কেমন ক'রে যাবে ?

সাবিত্রী। 'কেমন ক'রে যাব'—দেখতেই
বে এখন—চল না।

সত্য। এ কি নিপদ! এদিকে যে সন্ধ্যা হয়।
সাবিত্রী। তা হ'লে আর দেবী করা কেন?
কবারে দুর্গা বলে যাত্রা কর। কুড়ুল আমার
দেখ দাও! মুখপানে চেয়ে দেখছ কি?
আমার উপবাস জন্ত পরিশ্রম কিংবা মানি কিছুই
হয়। তার ওপর তোমার সঙ্গে যাবার আমার
কান্ত ইচ্ছা হয়েছে, সুতরাং আমাকে বাধা
না।

সত্য। ভাল, বন-গমনে যদি তোমার একান্তই
বন্দাই হয়ে থাকে, তা হ'লে আমিও তোমার এই
প্রকার্য্য ক'রব। কিন্তু এই দোষ আমাকে
পাশ কাঁটতে পারে, এজন্ত তুমি জনক-জ্ঞানীর
কট অমুমতি গ্রহণ কর।

(দ্রামবৎসেন ও শৈব্যার প্রবেশ)

দ্রামবৎস। কে কথা কয়?

সাবিত্রী। পিতা, আমি।

দ্রামবৎস। আমি?

শৈব্যা। আপনাব পুত্রবধু।

দ্রামবৎস। আহা মা! এত দুর্কল্য হয়েছে যে,
আমার বীণা-বিনিমিত কঠোর শুনেও আমি অমু-
ব ক'রতে পারিনি। এখানে কি ক'রছ মা?

সাবিত্রী। আত্মপুত্র গুরু ও অগ্নিহোমের
যে কঠি সংগ্রহের জন্ত বন-গমন ক'রছেন—

দ্রামবৎস। এই অপরাহ্ন সময়ে?

সত্য। সমস্ত কঠি হোমের জন্ত ব্যবস্রুত
গেছে। সমস্ত রাত্রি অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত থাকবে
এ কঠিও নাই।

দ্রামবৎস। তা হ'লে অধিক দূর বনে যেন
ন ক'রো না। আজকে রাত্রির মতন যা
যোজন, তাই আমি। তার পর কাল প্রাতঃ-
লে গেলেই চ'লবে।

সাবিত্রী। পিতা, কতবার একটা প্রার্থনা আছে।
দ্রামবৎস। প্রার্থনা! কি প্রার্থনা মা? এসে
অবধি একদিনের জন্তও কখন কিছু প্রার্থনা
ত ক'রনি। কি প্রার্থনা মা?

শৈব্যা। আর প্রার্থনা ক'রলেই বা দেব
কি মা? শুধু আমরা আশীর্বাদ দিতে পারি।

দ্রামবৎস। কি প্রার্থনা মা?

সাবিত্রী। দেখুন, পিতৃগৃহ থেকে আসা অবধি
প্রায় এক বৎসর আমি আশ্রম থেকে বহির্গতা
হই নাই, সুতরাং কুমুমিত কানন দেখতে
আমার বড়ই কৌতুহল হয়েছে। পিতা! অমু-
মতি করুন, স্বামীর সঙ্গে যাই। কেননা, অজ্ঞ
বহুউল্লাসপূর্ণ দিন। পতি-বিবাহ আমার কোন-
মতেই উপযুক্ত নয়।

দ্রামবৎস। রাকী! সাবিত্রী পিতৃগৃহ থেকে
এখানে এসে কখন যে কিছু চেয়েছেন, তা ত
আমার স্মরণ হয় না।

শৈব্যা। কৈ? আমারও ত স্মরণ হয় না।

দ্রামবৎস। তা হ'লে কি কর্তব্য?

শৈব্যা। যে নাছোড়বান্দা মেয়ে—ওকি
অমুমতি না দিতে ছাড়বে। এখনি কত শাস্ত্রের
দোহাই দেবে। অত শাস্ত্র বৃষ্টিও না ছাই।
কাজেই জবাবও দিতে পারি না।

সাবিত্রী। শাস্ত্রে বলেছে—

শৈব্যা। আর শাস্ত্রে কাজ নেই মা।
ঘেঁতে ইচ্ছা হয়েছে, যাও। শাস্ত্র আবার কি?
পতিপরায়ণা দাক্ষী তুমি, তুমি যে বাক্য বুধে
উচ্চারণ ক'রবে, তাই শাস্ত্র। মহারাজ! বউমাকে
অমুমতি দিন।

দ্রামবৎস। মা সাবিত্রী! সঙ্কট মনে অমুমতি
ক'রছি—তুমি স্বামীর অগ্নিগমন কর। চল মহিষী,
আর বিলম্ব কর না। আমাকেও সম্প্রদায়ীবে
নিয়ে চল। সন্ধ্যার সময় যেন উত্তীর্ণ না হয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

বন ।

কঠুরিয়াগণ ।

১ম । আজকে এ বনে সমস্ত শুকনো কাঠ
নির্মূল করে ফেলা গেছে । কি বলিস্ দাদা ?

২য় । আজকে আর যে কেউ এখানে
এসে কাঠের কুঁচিচি পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন, এমন
অবস্থা রাখনি ।

৩য় । না দাদা, এমন কথাটা বলা না ।
এ বনের শুণ তোমরা কেউ জান না । এ বনে
শুকনো কাঠ গজায় ।

১ম । বলিস্ কি ?

৩য় । আমি স্বচক্ষে দেখিছি দাদা—স্বচক্ষে
দেখিছি ।—পাহাড়ের তলায় সেই যে একটা
অশোক গাছ দেখেছিলাম, যেটার ডাল পাল। সব
শুকিয়ে গিয়েছিল—কতকালের বড়ো গাছ—
মাথায় কেবল একটু শিখের মতন ছুঁচরটে
পাতা । একদিন মনে ক'রলুম—শরীরটে
সেদিন ভাই ম্যাকমেজে ছিল—তাইতে মনে
ক'রলুম—বেশি দূর আর যাব না, ওই শুকনো
গাছ থেকে খানকতক কাঠ কেটে নিয়ে আসি ।
এই না মনে করেরে ভাই । কুড়ুলটা না কাধে
ক'রে টুকটুক ক'রতে ক'রতে গাছের কাছে
যাচ্ছি !—কাছ বরাবর গেছি !—ওই ওখানে
গাছ, আর আমি এখানে !—এমন সময় বলব
কিরে ভাই ! একটা ফ্যাস করে শব্দ হ'ল ।

সকলে । সে কিরে ? সে কিরে—শব্দ কি ?

৩য় । ভয় নেইরে ভাই—বলি শোনা না—
ভয়ের কথা হ'লে কি এই বনের ভেতর দাঁড়িয়ে
দাঁড়িয়ে বলি ? এ দেবতার বন, এখানে ভয় ক্রি ।

২য় । ভয় নেই—একথা আগে বলতে হয় ।
তা হ'লে ব্যাপারখানা কি ভেঙ্গে বল ।

সকলে । আমরা আগাগোড়া শুনেছি ।

২য় । তার পর আবার একটা ফ্যাস ।
সকলে । আবার ফ্যাস !

৩য় । প্রথম প্রথম মনটার একটু ভয় হ'ল ।
এই চেনা বায়না—চুবোলা যাতায়াত ক'রছি
এখানে ফ্যাস করে কি !—এই না ভেবে
ভাই একটু থমকে দাঁড়িয়েছি, এমন সময়
চারিদিক থেকেই ঐ শব্দ—যেদিকে চাই, সেই
দিকেই শব্দ ।

সকলে । ওই ফ্যাস ?

৩য় । হাঁ দাদা ! ওই ফ্যাস—যত সব
শুকনো কাঠে ডাল গজাতে লাগল । একটা
ক'রে ফ্যাস ক'রে শব্দ হয়, আর একটা ক'রে
ফ্যাকড়া বেরায় ; সে অশোক গাছটার মত
কি জানিসের ভাই—একেবারে হাড়ে হাড়ে ভয়
গজিয়ে গেল ।—আমিত অরাক ! তার
যেদিকে চাই, সেই দিকেই গজায় ।

সকলে । বলিস্ কি ?

১ম । হাঁ । হাঁ—এ ঘটনাটা ঘটেছিল
শুনেনিচলুম ।

৩য় । সে আজ এক বছরের কথা হ'ল ।

সকলে । তুই স্বচক্ষে দেখেছিন্ ?

৩য় । স্বচক্ষে দাদা—স্বচক্ষে ।

২য় । তাহ'লে ত বড় আশ্চর্য্যের কথা দাদা ।
সকলে । আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য !

৩য় । শুনলুম—একটা বেদের বউ নাচ
সেই বনের ভেতর দে যাচ্ছিল । সে মরতে
মরতে বেঁচে গেছে ।

সকলে । কেন, কেন ?—

৩য় । তার মাথায় ছিল তালপাতার
চ্যাঙড়া—তাতে ক'রে সে শুকনো পাতা কুড়িয়ে
এসেছিল ।—দেখতে দেখতে তাতে পাতা
বেসতে শুরু ক'রলে ।

সকলে । তার পর, তার পর ?

৩৪। তার পর—এই এত বড় শুঁড়ি ।

সকলে । বউয়ের মাথায় ?

৩৫। দেখতে দেখতে সেই শুঁড়ি বাড়তে লাগিল—যায় বাত, এমন সময় কে কোথা থেকে এসে বউয়ের চুলের গোছা না ধরে তড়াক করে সেই গাছের ওপর উঠে—হাতে না ছিল, তাই দিয়ে গাছের মাথাটা কেটে ফেললে । নইলে কাঁদি গজালে বউটো ও একেবারে গেছেলো ।

১ম। আর ভাঁজ মাসে সেই বউ-গাছের ফলা দে গেলে কি হ'ত ?

সকলে । বেষরক্ষ ভেদ ।

২ম। তাই বলি এ বনের মর্ম কিছু বোকা যায় না দাদা, কিছুই বোকা যায় না । এ বনে মাভস পুংলে গাছ হয় । এই বে বউ আসছে, তা হ'লে কি একটা কাণ্ড ঘটেছে !

(জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ ।)

স্ত্রী । ওগো, তুমি কোথায় গো ?

৩য়। কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ ?

স্ত্রী । আছ—এখানে আছ পা ?

সকলে । কি হয়েছে—কি হয়েছে বউ ?

স্ত্রী । ওগো ঠাকুরপো ! পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো । আবার তাই !

সকলে । আবার গজান ?

স্ত্রী । এবারে যেমন তেমন গজান নয় গো—যেমন তেমন গজান নয় । শুনলুম—দাদা বাকীদার বউ একটা কাঁটাল কাঁটের পিড়ির উপর বসে ভাঁজ খাচ্ছিল । তার পর দেখতে দেখতে সেই পিড়ি—শুঁড়ি ভাল পালা নিয়ে—একেবারে এক বিগোল গাছ !

৩য়। ওই শোন তাই ।

সকলে । তারপর বউ ?

স্ত্রী । সে এটোড় হ'য়ে ঝুলছে গো—এটোড় হয়ে ঝুলছে । আলা কচি বউ—সে আর কত বাড়বে—চতুম আমরা, ত একেবারে খালা কাঁটাল হ'য়ে যেতুম । এমন অদৃষ্ট কি ক'রেছি যে, কাঁটাল-কাঁটের পিড়িতে ব'সে ভাঁজ খাব ? চোঁটাই এর ওপর ব'সে কোন দিন কি ছাই তালের তাঁটি হ'য়ে খাব ? শেষকালে বরাতে কি এই আছে ? নাও—কাঁচি কাঁচি রেখে অল্প দেশে যাই চল—এ ভূতের দেশে থাকে না ।

সকলে । ও দাদা, ঘাড়ের কাঁচি যে খড় খড় ক'রছে !

স্ত্রী । চারিদিক থেকে যে আবার ফাঁস ফাঁসের শব্দ হয় ! ওই বুঝি গজাল—ওই বুঝি গজাল !

সকলে । ওই বুঝি গজাল দাদা—হ্যাঁ পাতা ঠেকেছে !

স্ত্রী । ওরে মিনসে পালিয়ে আর—ওরে পালিয়ে আর—শেষকালে কি গজিয়ে উঠে ক হয়ে ঝুলবি ? কোন দিন অজ্ঞান হয়ে পেটে পুটে ফেলবি । পালিয়ে আর—পালিয়ে আর ।

[প্রস্থান]

(সাবিত্রী ও সভাবানের প্রবেশ ।)

সভা । কি হ'ল সাবিত্রী ! সমস্ত ব অচ্যুতদান ক'রলুম, তবু ত কোথাও শুকন ক দেখতে পেলুম না ।

সাবিত্রী । তাই ত—বড়ই ত বিশ্বাসের কণ

সভা । এতটা পরিশ্রম ক'রে কি শুধু তা

কিরতে হবে ?

সাবিত্রী । তাও কি হয়,—দেবগুরুদ ক

—শুধু হাতে ফেরা কি চলে ?

সভা । তা হ'লে ত দূর বনে প্র

ক'রতে হবে ?

সাবিত্রী । তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাই না ।

সত্য । কিন্তু সাবিত্রী ! এদিকে যে অঙ্গকার হয়ে এল ।

সাবিত্রী । বনে প্রবেশ ক'রতে কি ভয় ক'রছ ?

সত্য । রাজ্যহারা হয়ে আছি ব'লে কি, সাবিত্রী ! ক্ষত্রিয়ের জীবন পর্যন্ত হারিয়ে ব'সে আছি ?—ভয় নয় । তবে তুমি সঙ্গে আছ—তার ওপর রক্ষা চতুর্দশীর রাত্রি—সমুখে ঘোর অঙ্গকার ।

সাবিত্রী । তুমি যে আমার সঙ্গে আছ—তাঁটা কি ভুলে গেছ ? আমি যে পূর্বমার চাঁদ ললাটে বেঁধে চ'লেছি, তা কি তুমি জান না ?

সত্য । বেশ, তবে এস,—দুর্গা স্মরণ ক'রে এই সমুখস্থ গভীর বনভাস্তরে প্রবেশ করি ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

বন ।

সত্যবান ও সাবিত্রী ।

সত্য । কি গভীর অঙ্গকার ! আর ত কিছু লেখা যায় না সাবিত্রী !

সাবিত্রী । কেন, আমি ত এখনও বেশ দেখতে পাচ্ছি । তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?

সত্য । কই না—কিছু না—কেমন যেন একটা অঙ্গকার ! কি হ'ল প্রাণেশ্বরী ! সহসা ষ্টিলজি অপরূপ হ'ল কেন ?

সাবিত্রী । একদণ্ডে অবিশ্রাম কাঠের ফ্রামে প্রতি বক্ষ পাঠনে চেয়ে আসছি, তাই বোধ হ'ল, চোকে বাধা ঠেকছে । চোখটা মুছিয়ে । এইবারে দেখ দেখি ।

সত্য । হাঁ আবার দেখতে পাচ্ছি—বেশ

দেখতে পাচ্ছি ।—ওই যে সমুখের গাছে একটা নীরস শাখা দেখা যাচ্ছে ।

সাবিত্রী । বোধ হচ্ছে ।

সত্য । বোধ হচ্ছে কেন—ষ্টিক দেখতে পাচ্ছি । তোমার পবিত্র করকমল-স্পর্শে আমার চক্ষু এক নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হচ্ছে । তুমি ক্ষণেকের জগৎ অপেক্ষা কর, আমি কাঁট সংগ্রহ ক'রে আনি ।

সাবিত্রী । কি ব'লব ?—না ছাড়লে নয়, তাই তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি । নষ্টলে কিছুতেই তোমার সম্মুখতে আমার মন সরুতে না । অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে । বাবা ও মা হয় ত এতক্ষণ আমাদের জগৎ উৎকলিত হয়ে পড়েছেন ।

সত্য । যখন দেখতে পেরেছি, তখন আর ভাবনা কি ? ধাব, আর ডালটা কেটে নিয়ে আসব ।

সাবিত্রী । দেখ স্থান ভাল নয়, সময় ভাল নয়—বাফসী বেলা । একই সাবধানে পথ চ'ল । আর গাছেই যদি উঠতে হয়, অতি সাবধানে উঠ । (যগত) স্বামীর মৃত্যুর ভাব পরিস্থিত হয়ে আসছে । যেন যন অঙ্গকারের পূর্বভাস সজ্জার দূসর ছায়া—

সত্য । ভাল সাবিত্রী ! একটা কথা তোমায় দিচ্চামি করি—বহুক্ষণ ধ'রে ব'ল'ব ব'ল'ব মনে ক'রছি, কিন্তু কেমন বাধ বাধ ঠেকছে ব'লে ব'লেতে পারছি না ।

সাবিত্রী । কি ব'ল'বে ব'লেই ফেল না । আমাকে ব'ল'লে, তার আর আবার লজ্জা কি ?

সত্য । সমস্ত পথটা তুমি কেবল আমার মৃত্যুর দিকে চেয়ে এসেছ—

সাবিত্রী । এই কথা ।

সত্য । কথাটা বড় এট নয় । বাড়ীতে তুমি ব'ললে যে, আমার কানন-শোভা দেখ বার

দুটোকে হয়েছে। পথে আসতে আসতে, তোমাকে কত অপূর্ণ প্রাকৃতিক শোভা দেখালুম—পূর্ণাতার নদী দেখালুম, পুষ্টিত ভরলতা দেখালুম, এমন শৈলোত্তম মাধ্যমানের সর্ব-শোভাধার উপত্যকা দেখালুম। সেই অশোক—মাতব্য-আশ্রম প্রবেশমুখে যার হলদেদেহে তুমি পথশ্রম-কাতরা হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলে—অপূর্ণ ফুলভারে যে তোমার পবিত্র সমাগম-আভ্যুপাখ্যাত সকলকে জ্ঞাত করছে—হাও দেখালুম, কিন্তু হুই একটি প্রশ্ন করেই, তোমার উত্তরের ভাবে বৃন্তলুম, তুমি কিছুই দেখনি। সমস্ত পথ কেবল আমার মথের পানে চেয়ে চলেছ। কেন বল দেখি সাবিত্রী?

সাবিত্রী। কেন?—কি বলব?—একদিন বৈশাখের এক নব জলধর একটি চাতকীকে এই রকম একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিল—‘পৃথিবীতে অনেক নদ নদী, হ্রদ সরোবর, এমন কি স্বচ্ছজলা গিরিপ্রস্রাবিনী থাকতে—হী চাতকী! তুমি আমার মুখ পানে চেয়ে থাক কেন? চাতকী কি উত্তর দিচ্ছিল জানি না। কি বলেছিল—‘তুমি জানি কি প্রশংসার? তুমি ত সর্বশুদ্ধবিশুদ্ধ—আমি নিষা—আমার বলে দাও না। কেন—কেন? কি বলব প্রভু! কতে পাবে সমস্তই স্তব্ধ কিন্তু—

অশাঃ কি তুমিই ন বারিধারা।

আহঃ সগন্ধিঃ স্বদতে কুচারা।

তোমার রূপ দেখে যে তুলি লাভ করেছে, সে কি আর অস্ত্র সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়?

সত্য। মিলে কথাই ভুলিয়ে দিলে সাবিত্রী! ভাল, আগে কাঠ কেটে নিয়ে আসি।—তুমি এই স্থানেই অপেক্ষা কর।

[সত্যবানের প্রস্থান।]

সাবিত্রী। দুর্গা দুর্গা! বৃক কাঁপছে,—প্রাণ কেমন কছে! সেই কাল সময় উপস্থিত। চক্ষে দেখলুম—কে যেন কোথা থেকে ঘন ঘোর অন্ধকারের জাল ধীরে ধীরে আমার স্বামীকে জীবনের চারিদিকে বেষ্টিত কছে। কি হবে? ও মা মঙ্গলচণ্ডী! কি হবে মা?—তুর্গে—শিব—জগজ্জননি—ভদ্রা! তোমার নামস্মরণে শুনেছি সকল ভয় দূর হয় মা! শুনেছি—স্বামীর মঙ্গাদান দেখে, অনিমগ্নিতা হয়েও তুমি একদিন পাগলিনীর মত পিতৃগৃহে ছুটে গিয়েছিলে। সেখানে পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনে অসহ্য বরষার মূহূর্মণ্যে জীবন বিসর্জন দিয়েছিলে। মরণেও সে জালার নিবৃত্তি হয়নি। তাই দেহাবসানে উত্তম প্রাণের শাস্তির সন্ধানে তুমি প্রাণ আত্মকরতে হিমালয়ের ঘরে গিয়ে মাদ্রবক্ষা করেছিলে! এমন পবিত্রতাময় সর্বাধীশ্বর সর্বদেবতাময় পতি আমার বিপন্ন। ঈশানি! এ দাসীর মনের অবস্থা তুমি না বুঝলে কে বুঝবে মা? এ সঙ্কট সময়ে তুমি ভিন্ন দাসীকে রক্ষা করতে আর কে আছে? করাল কাল আমার চোখের সামনে আমার স্বামীকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। শক্তিবরুণিণী! এ দারুণ সঙ্কটে আমি তোমার শরণাপন্ন হ’লেম এ দাসীকে রক্ষা কর—মা, দাসীর মঙ্গাদান রক্ষা কর।

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। সাবিত্রী—দাসিত্রী।

সাবিত্রী। কি প্রভু?

সত্য। কোথায় তুমি?

সাবিত্রী। এই যে প্রভু!

সত্য। আমি বাই—দারুণ শিরঃপীড়া।

দর—আমায় দর—প্রেমমতী। শেখ মুহম্মদের জন্ত আমাকে একবার দেখা দাও—আশ্রম দাও। দেখতে পাচ্ছি না—সাধ মেটেনি। সোণার

সংসার—বাবা—মা—ভূমি। (ভূমিতে পতন।
সাবিত্রী কর্তৃক সত্যবানের মন্তক আক
রক্ষণ) কারে রেখে গেলুম। সাবিত্রী—
সাবিত্রী—উঃ—

সাবিত্রী। আর্ধ্যপুত্র, হৃদয়-সর্বস্ব, প্রাণে-
স্বর!—সব শেষ। দেবধির বাক্য—সেই দিন,
সেই বেলা, সেইক্ষণ, সেই মুহূর্ত্ত সব শেষ। কি
হল—কি হল? কি ক'রলুম? রাখতে পারলুম
না—কিছুতেই তোমাকে রাখতে পারলুম না।
চ'লে গেলে—দাসীকে বনে একা ফেলে চলে
গেলে? আর্ধ্যপুত্র—কী বিতেশ্বর। কথা কও—
উঠ। রাজা রাণী তোমার আগমন-প্রতিক্ষায় পথ
পানে চেয়ে বসে আছেন। তাঁরা যে তোমাকে
একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল করতে কাতর হন।
না যে তোমাকে সন্ধ্যা না হতেই ঘরে রুদ্ধ করে
রাখেন। জেনে শুনে সম্মুখে রাত্রি দেখেও,
ভূমি এখানে শয়ন করলে কেন? এই দেখ
ডামসী নিশা উপস্থিত। নিশাচরগণ নিষ্ঠুর নিনাদ
আরম্ভ করেছে, বস্ত্রজঙ্ঘ ইত্যন্তঃ সঙ্করণ করছে।
চতুর্দিকে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শুনে
আমার বুক কাঁপছে। ওগো। ওঠ—ওঠ—
জাগো—আমার ভয় দূর কর! আমার এক-
বার সাবিত্রী বলে ডাক। আমাকে নির্জনে
পেলে, কত মধুর বাক্য—কত সোহাগ আমারে
—আমার প্রাণে কত যে মৃতন সাধ জাগিয়ে
তুলতে। আমাকে কত কি চাইতে যে অনু-
রোধ করতে! আমি না চাইলে যে বিমর্ষ মুখে
কিয়ে যেতে। তাই কি আমার পূর্বাচরণের
প্রতিশোধ নিছক? প্রাণেশ্বর! ক্ষমা কর।
চম্পাশ্রিতা দাসী কাতর প্রাণে তোমার অনুরোধ
করছে, আজ একটীবার আমাকে সাবিত্রী বলে
ডাক।

(গীত)

অন্ধের নয়ন ভূমি এ কথা কি নাই মনে।
তাই কি হে বোণীবর আজ ঢলে বোণাসনে।
ভুলেছ কি একবারে তোমারে কখন না হেরে
আকুল জননী তব আঁখার হেরে মননে।
এস নাথ এস কিরে তুল না হে আধিনিদে,
গলহার দামিনীয়ে কল্প কি ছাড়িয়ে যনে।

ওগো! আমার শোনবার সাধ যে কিছুই
মেটেনি। প্রাণেশ্বর—প্রাণেশ্বর। অপূর্ণ সাধে
আমাকে অনাধিনি কয়ে ঘেঁষে না। তবু
শুনছো না—তবু কি'রছো না। হে
জনর্দিন! স্বামীকে আমার কিরিয়ে দাও।
অকীবন তপস্তায় তোমাতে আত্মসমর্পণ
ক'রে এককাল স্বামী আমার, তোমারই সেবা
ক'রে এসেছি। তাঁকে এ অকাল মৃত্যু দিও
না। বন্ধা কর—কিরিয়ে দাও। হে জনর্দিন!
হে শঙ্কর! হে ধর্ম! এসকটে আমি তোমাদের
আশ্রয় ভিক্ষা করি, আশ্রয় দাও—অনাধিনীকে
আশ্রয় দাও।

(যমের প্রবেশ)

একি! রক্তবস্ত্র-পরিধারী, বক্ষমুকুট, কর্ণা-
সদৃশ তেজস্বী, জাম গৌরবর্ণ, লোহিত-লোচন
কে ইনি মহাপুরুষ পাশ-চলন্ত আমার স্বামীকে
নিরীক্ষণ করতে ক'রতে আগমন ক'রছেন
ভয়ে সর্পি শরীর কাঁপছে। না শক্তিকপা
সনাতনি। শক্তি দাও—সাহস দাও। (যমের
প্রতি) বোধ হচ্ছে, আপনি কোন দেবতা।
কেন না, আপনার শরীর অলৌকিক। হে দেব,
যদি ইচ্ছা হয়, বলুন—আপনি কে এবং কি
নিমিত্তট বা হেথা আগমন ক'রেছেন।

যম। সাবিত্রী! ভূমি পতিব্রতা ও তপ-
সুষ্ঠান সমধিতা, এই জন্ত তোমার সঙ্গে সম্ভাষণ
ক'রছি। আমি যম। তোমার স্বামীর আত্মক
হয়েছে, তাই তাকে নিয়ে যেতে এসেছি।

সাবিত্রী । ভগবন ! শুনতে পাই—আপনার দুহেতাই মাছুষকে নিতে আসে, তা ঠাকুর ! আপনি এসেছেন কেন ?

যম । সত্যবান্ ধর্ম্মায়া, রূপবান্ ও গুণ-সাগর । এরূপ লোককে নিয়ে যেতে আমি নিজেই আসি । তার ওপর তুমি তাকে স্পর্শ ক'রে ব'য়েছ । এই জন্ত আমি নিজেই এসেছি ।

সাবিত্রী । দয়াময় ! যদি দাসীকে রূপা ক'রে দেখা দিয়েছেন, তা হ'লে আপনার রূপা অসম্পূর্ণ রাখবেন না । আপনার নিকটে আমি স্বামীর জীবন ভিক্ষা করি ।

(গীত ।)

দয়া ক'রে দেহ দেখা সে দয়া নিত্যা না তুলে ।

অধিনী হৃদয়-মণি ভিক্ষা চায় পক্ষমূলে ॥

সকল সংসার যুগে, এসে কানন ভিতরে

পোহেছি হৃদয় ভরে কলহ-ভ্রম ।

দিও না যে ছুঁবাইরে সে মণি অতল জলে ॥

যম । তা যে হ'তে পারে না সাবিত্রী ! যুহু কখনও ত পুনর্জীবিত হয় না ।

সাবিত্রী । ধর্ম্মের করুণায় কি না হতে পারে দয়াময় ?

যম । এ নিয়তির ক্রিয়া, করুণার কথা নয় বালিকা ! তুমি সত্যবান্কে পরিত্যাগ কর । আমি তার প্রাণ গ্রহণ করি ।

সাবিত্রী । আমার ধর্ম্ম, পুণ্য, জীবন সমস্ত গ্রহণ করুন ।

যম । তোমার ধর্ম্ম—তোমারই সত্য—জীবন গুণে তোমারই সচ্চর, অপরে তার ফলভাগী হতে পারে না । যাও সত্যবানের জীবনের যমতা পরিত্যাগ ক'রে ঘরে ফিরে যাও ।

সাবিত্রী । আর আমার ঘর কোথায় ?—আপনি আমার ঘর ভেঙে দিয়েছেন । আমার বলছি—প্রভু ! দেবতা ! ধর্ম্ম ! দয়া করুন—আমাকে অকালে পতিতীনা করবেন না ।

যম । অস্ত্রার উপকোষ ক'রো না সাবিত্রী ! স্বামীকে পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাও ।

সাবিত্রী । কেমন ক'রে ফিরব ? বৃদ্ধ অন্ধ বনবাসী রাজার হস্ত নিয়ে বনে এসেছি—আশাপথ চেয়ে অন্ধ ব'সে আছেন । একা সেখানে কেমন ক'রে ফিরবো ! প্রতি পদশব্দে রাজর্ষি আমার স্বামীর আগমন প্রাণ ক'রছেন সেখানে একা কেমন ক'রে ফিরবো ? আমার যখন জিজ্ঞাসা করবেন—সাবিত্রী ! কই—কই আমার জীবন কই ? অন্ধের সর্ব্বস্ব ধন—আমার চক্ষুরত্ন—আমার সত্যবান্ কই ! ধর্ম্মরাজ ! তুমিই আমার শিখিয়ে দাও—আমি কি ব'লব ? কোন্ প্রাণে ব'লব যে মহারাজ ! তোমার পুত্রকে আমি যমের হাথে সমর্পণ ক'রে এসেছি । ধর্ম্মরাজ ! চরণে ধরি—ভিক্ষা দাও । আমাকে দয়া প্রকাশ ক'রতে যদি আপনি অশক্ত, বৃদ্ধ পরম ধর্ম্মিক রাজার প্রতি রূপা করুন । এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে পুত্র-বিমোহ করবেন না । তাঁর কেউ নেই—কিছু নেই—চক্ষুরত্ন, তাও নেই । দয়া করুন । আবার ভিক্ষা ক'রছি, স্বামীর জন্ত নিজের জীবন প্রদান ক'রছি—ক্রীতদাসী হ'তে প্রতিজ্ঞিত হ'ছি স্বামীকে আমার ফিরিয়ে দাও ।

যম । সাবিত্রী ! অস্ত্রার উপকোষে আমার সময় নষ্ট ক'রো না । এই দণ্ডেই স্বামীকে পরিত্যাগ কর । আমি সত্যবানের প্রাণ গ্রহণ করি । আমি বিধির আদেশ পালন ক'রে এসেছি । বিবিলপির খণ্ডন নেই ।

সাবিত্রী । বেশ ওবে গ্রহণ করুন ! (সত্যবানের মস্তক ভূতলে রাখা, সাবিত্রী দণ্ডায়মান) যম কর্তৃক সত্যবানের বক্ষে হস্তক্ষেপ, প্রাণ গ্রহণের অভিনয় ও গমনোন্মোহণ এবং সাবিত্রী পশ্চাদ্দৃশ্যসংগ ।)

যম। তুমি আর আমার সঙ্গে আসছ কেন? প্রতিনিবৃত্তা হও, সত্যবানের অস্ত্যোষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন কর। যতদূর পর্যন্ত তোমার আসা সম্ভব, তুমি ততদূর এসেছ। যাও—হামীর নিকটে তোমার কোনও ঋণ নাই।

সাবিত্রী। জীবনে মরণে হামীর অন্তবস্ত্রিনী শওগাই স্ত্রীর কর্তব্য। যে হেতু এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম।

যম। আমার সঙ্গে যাওয়া ত তোমার সম্ভব নয়।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যখন যাচ্ছেন, তখন আমিই বা যেতে পারব না কেন?

যম। তোমার স্বামী স্বপ্ন দেখে পাশবিক হয়ে আমার সঙ্গে যাচ্ছেন। ঐ দেখ—তার মূল দেখ—পক্ষি-হীন পিঙ্গুরের ছায়ে—ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। দেহীর এ পথে এমন অসম্ভব। ফিরে যাও।

সাবিত্রী। আমার স্বামী যেথায় যাচ্ছেন, আপনিও যেখানে যাচ্ছেন, আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, যে হেতু এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম। পশ্চাৎ, গুরুভক্তি, পতিয়েহ ব্রত ও আপনার সৌর দ্বারা আমার গতি অপ্রতিহতা হোক। তু কেমন দেবতা হ'লে আমার গমনে বাধা দিলেও দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি পারেন না।

যম। আমি পারি না। এ তুমি কি বলছ?

সাবিত্রী। আমি ঠিকই বলছি, শাস্ত্র বা ল,—তাই বলছি। আপনি পারেন না। আর সেইজন্য কার্যতঃ অপর কেউও পারেন না। অর্থাৎ আমি যদি ইচ্ছা না করি, তেজস্বী দেবতা একজন হয়েও আমার গতিরোধ করতে পারেন না।

যম। ক্ষুদ্র বালিকা! এ তুমি কি বলছ?

সাবিত্রী। আপনি যেমন আমার প্রিয়তম বস্তুটিকে পাশে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন, আমিও তদ্রূপ আপনাকে কঠিন পাশে আবদ্ধ ক'রে রেখেছি।—কর্মবন্ধন ছিন্ন ক'রবার জন্য আমার স্বামী যে সমস্ত ধর্ম্যচরণ ক'রছেন, আর তাঁর সহধর্মিণী হ'য়ে আমার আয়ত্তি রক্ষার জন্য আমিও যে সমস্ত কাব্য ক'রেছি, তাতে আপনার এ বঙ্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন না হোক, বহুস্থানে দুর্বল হ'য়ে গেছে। কিন্তু আমি যে পাশে আপনাকে আবদ্ধ রেখেছি, ধর্ম্যরাজ, তা আজও পর্যন্ত অটুট। তবে শুভ্রন।—তদ্ব্যর্থদর্শী পণ্ডিতেরা বলে থাকেন,—সপ্তপদ মাত্র ভূমি একত্র সংরক্ষণ ক'রলেই মিত্রতা হয়। আমিও আপনার সঙ্গে সাত পা চ'লেছি। অতএব মিত্রতাকে অগ্রবর্তিনী ক'রে আমি আপনার সঙ্গে কিছু আলাপ ক'রব, আপনি স্থির হ'য়ে শুভ্রন।

যম। এ কি?—এক কথায় আমার গতি-রুদ্ধ?—শক্তিময়ী—এ তেজস্বিনী কে?

সাবিত্রী। দেখুন, সাধুরা সর্বদেবতার মধ্যে ধর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান ক'রেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতারাও ধর্মহীন হ'লে, নিজ নিজ আসন হতে বিচ্যুত হন। শাস্ত্রের বচন—যেখানে ধর্ম, সেখানে জয়। ধর্মের সঙ্গে জয়ের নিত্য সম্বন্ধ। ব্রহ্মাদি অন্তরঙ্গগণও ধর্মকে আশ্রয় ক'রে স্বর্ণ পর্যন্ত জয় ক'রতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। যিনি সম্প্রসক্তিমান—সম্মানিত—সেই নারায়ণকেও একমাত্র ধর্মবলে দৈত্যরাজ বলি, নিজ অট্টালিকার দ্বারদেশে দ্বারীরূপে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সুতরাং ধর্মই একমাত্র বলবান। এদিকে আবার সংসারীর ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অবশ্য—ধর্ম না হ'লে চিরতরুচ্চর্য্যও হয় না, সম্মানও হয় না। কিন্তু

অতি জিতেন্দ্রিয় না হ'লে সংসারপন্থ করা যায় না। সংসারে এত বাধা এত প্রলোভন! এইজন্ত শাশ্বতদিগের মধ্যে জনক রাজর্ষির শ্রেষ্ঠ স্থান। শাশ্বত গৃহস্থের আশ্রম—কৃষি তপস্বিগণের তীর্থ। আমি সেই গৃহস্থাস্থলের সন্ন্যাসিনী। আপনি দণ্ডায়মান হ'ন।

যম। (স্বগত) একি! এঘে আমি ক্রমেই সঞ্জিহীন হ'য়ে পড়ছি? আমার সর্পশরীর যে কম্পিত হ'য়ে উঠছে? কি ক'রে এ বালিকার হাত ছেকে নিস্তার পাই? প্রলোভন দেখান ভিন্ন বেখাছি অত উপায় নাই। (প্রকাজে) সাবিত্রী! তোমার বুদ্ধিগুণ বাক্যে আমি পরম পরিভূষ্ট হ'য়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর—আমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমাকে আর যে কোনও বর দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। আমার শব্দর রাজ্যচ্যুত ও অন্ধ হতে আছেন। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনার প্রসাদে তিনি ময়ন লাভ করুন।

যম। তথাস্ত। যাও, এইবারে ফিরে যাও। একি—তথাপি অমুসরণ ক'রছো? বরদান ক'রলুম, আবার কেন?

সাবিত্রী। স্বামীর যে গতি, আমিও তাই। আপনি যেখানে শুকে নিয়ে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব। সম্প্রতি যেতে যেতে আমার আর একটা কথা শুনুন। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, যে সাধুদের সঙ্গে একবার মাত্র সঙ্গ হওয়াও প্রার্থনীয়, তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা—তার কল্যাণকরী বিষয় ত জগতে আর নেই। সংপুরুষদের সমাগম কখনও নিফল হয় না।

যম। এ—তুমি কি বলছ সাবিত্রী?

সাবিত্রী। আপনি আবার সাধুতার প্রতি-
মূর্ত্তি—সুতরাং নিপাত। আপনার সংসর্গে বাস

করাই সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং আমি যদি কোন ফল পাই, তা কেবল পাশ্বের আদেশে।

যম। সাবিত্রী! তোমার উষ্টসান-বিন্দুই বাকী অন্যকে আজ যথেষ্ট জ্ঞান দান ক'রলে। এরূপ তেজোময় বাক্য আমি আর কখনও শুনিনি। হৃদয়ে অপূর্ণ আনন্দ। মা দ্বন্দ্বর এ আনন্দের ফলভোগ কর। সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে, তুমি দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার শব্দর যেন আমার নিজের রাজ্যলাভ করেন, আর তিনি যেন স্বার্থ হ'তে পরিভূষ্ট না হন।

যম। তথাস্ত। এইবারে যাও মা, তোমার ত কামনা পূর্ণ ক'রে দিলুম।

সাবিত্রী। ওা বিয়েছেন—এবা এই জন্ত আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, এবং ক্ষম্যের আনন্দে যেন যে সমস্ত ভাবের উদ্ভব হয়েছে, আপনাকে নিবেদন করি। শুনুন—যেহেতু আত্মতপসি সেবাবে নিবেদন ক'রতে হয়। আপনি যে কাশ্যই করুন না কেন, চিরদিন নিয়মের বশীভূত হ'য়ে যাবেন, নিজের ইচ্ছাপূরক করেন না। এই জন্তই আপনার নাম যম। সর্ষভূতে ভালবাসা, অমৃ-
গ্রহ ও রান—ইহাই সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। মাহুদে শক্তি অমুসারে বোঁদল হয়, সংপুরুষেরা শত্রুকেও দয়া করেন।—সুতরাং আপনার দয়া—এ নতুন কথা নয়।

যম। তুমি শুধু লোকের পক্ষে জল যেমন আমার পক্ষে তোমার মধুর অমৃত জ্ঞানপূর্ণ কথাও সেই রকম বোধ হচ্ছে। অতএব যদি ইচ্ছা হয়, তা হ'লে সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি পুনরায় বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। আমার পিতা যাজ্ঞা অরণ্যে পুত্রহীন আছেন। অতএব কুলোজ্জলকর, তাঁর

একশত পুত্র হউক—এই তৃতীয় বর আপনার কাছে প্রার্থনা করি ।

যম । তথাস্ত—তোমার পিতার কুল-সন্তানকারী তেজস্বী একশত পুত্র হোক । আর নয়—তোমার কামনা পূর্ণ হয়েছে, এই বার ফিরে যাও ।

সাবিত্রী । স্বামীর সঙ্গে থাকায় এ আমার দূর ব'লে বোধ হচ্ছে না । বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং ধর্মরাজ । সংপুরুষের প্রতি লোকে যত বিশ্বাস করে, নিজের আয়ার প্রতিও তত করে না । এই জ্ঞাত লোকে সংপুরুষের প্রণয় প্রার্থনা করেন—আপনিও সংপুরুষ । তার উপর বহুক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রেছি, আপনিও ক'রেছেন । স্ত্রতরাং শাস্ত্রাদেশে আপনি আমার সঙ্গে সম্বন্ধ-বন্ধনে আবদ্ধ । কাজেই আমার অনিচ্ছায় আপনি আমাকে নিবৃত্তা ক'রতে পারেন না ।

যম । না,—দেখছি ও বালিকার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন কথা । একে নিবৃত্ত করি আমার এমন শক্তি নাই । অবলা—তীর দৃষ্টির আঘাত সহ্য ক'রতে অসমর্থ—সে কিনা যুক্তিতর্কে, জ্ঞানে, সম্মুখ বচন-বিত্ত্যাসে আমাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ক'রলে ! এই অবলা-র কথায় আমাকে পরিচালিত হতে হচ্ছে ।—এবে বাণেশ কিছুই বুঝতে পারছি না । আমার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি বালিকা যেন নিঃশেষে আকর্ষণ ক'রে নিয়েছে,—আমি জ্ঞানশূন্য । বাহিরে স্থিরা শান্তিময়ী, নতমুখী—কিন্তু বাহ্যে বিশ্ববিমোহিনীর ভুবন-বন্দীকরণের শক্তি । কে এ তেজস্বিনী ? সাবিত্রী । এই শেষ বক্তব্য—তোমার প্রতি স্নেহে আমি আরও এক বর প্রদান ক'রতে প্রস্তুত আছি । স্ত্রতরাং সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি চতুর্থ বর প্রার্থনা কর ।

সাবিত্রী । বেশ, এতই যদি ভাগ্যবতী আমি, যে আপনার প্রদান পাবার উপযুক্ত জানে, আপনি আমাকে স্নেহচায় বর প্রদানে উদ্বৃত্ত হইতেছেন, তবে এই প্রার্থনা করি—যেন মর্ত্যে এসে আমি নিম্ফলা নামে জগতে পরিচিতা না হই । কেননা, গৃহস্থ-কন্তা নিম্ফলা—এ হ'তে বৃদ্ধি অপবাদ আর নাই ।

যম । বেশ, এই কথা । তা হ'লে আমি যদি তোমাকে শত পুত্রের বর দান করি, তা হ'লে ত আমাকে নিম্ফতি দাও ?

সাবিত্রী । তক্ষণই ।

যম । সাবিত্রী, তুমি সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী শত পুত্র লাভ কর ।

সাবিত্রী । আপনি পুনরায় আমার প্রশ্নায় গ্রহণ করুন । (প্রণাম)

যম । তোমার মঙ্গল হোক ।

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বনপথ ।

(মাণ্ডব্য ও সনাতনের প্রবেশ) ।

সনা । বুধা অধেষণ,—এত বন ঘুরেও এখন সন্ধান পেলুম না, তখন আর কি তাদের পাব ?

মাণ্ডব্য । পাব না—সেকি সনাতন ? পাব না কি ? আজই যে আমি যুবকদম্পতীর সাথায় শাস্তিভল ঢেলেছি—সাবিত্রীকে অবৈধব্য আশ্রি-কর্মা প্রদান ক'রেছি, তার কল কি এই হ'ল ? আশীর্বাদের পর মুহূর্ত্তেই কিনা বৃদ্ধ রাজা ও রাণীর সর্বনাশ হবে ? পাব না—কি ব'লছ সনাতন—পাব না কি ? যদি ধরণী নিজ বক্ষে

বুঝি রাখে, ধর্মবিশ্ব বিদীর্ণ করে তাদের
খুঁজে আনিব। সাগর যদি গ্রাস করে, অগন্ত্যের
ভাষ গুণ্ডে সাগর উদরগত করবে। যম কর্তৃক
যদি অকালে নিশ্চীড়িত হয়, যম-মন্দির চূর্ণ
ক'রবে—আর না বাতে লোককে যমভবন যেতে
হয়, তার ব্যবস্থা করবে। পাব না?—পাব
না কি?

সনা। প্রভু শুধু না ফিরতে হয়, তার উপায়
করুন। অন্ধ রাজা ও বৃদ্ধা রাণী যখন আমা-
দের প্রত্যাগমন-বাঁধা শুনে, ছুটে এসে জিজ্ঞাসা
ক'রবে—সনাতন আমার পুত্র ও পুত্রবধূ?
পিতা! তাদের কেমন করে বলব যে, রিক্তহস্তে
ফিরে এসছি?

মাণ্ডব্য। সাবিত্রী সত্যবানকে না নিয়ে
ফিরব না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। প্রয়োজন হয়,
যম-ভবনে প্রবেশ ক'রবে। একবার নিজের
জন্ত প্রবেশ করেছিলুম—নিরপরাধে শৃঙ্গরও
বিধান ক'রেছিল বলে, আমিও তাকে দাসীপুত্র
হবার শাপ দিয়েছিলুম। আমি আবার সাবিত্রীর
অবৈধব্যের জন্ত প্রবেশ করব।

সনা। পিতা—পিতা!

মাণ্ডব্য। কি সনাতন?

সনা। আর নয়—আর অহুসকানের

প্রয়োজন নাই। সব শেষ!

মাণ্ডব্য। সব শেষ?

সনা। স্বর্গার প্রাণহীন দেহ-পুলি-বিশুদ্ধিত!

মাণ্ডব্য। হাঁ!—আর সাবিত্রী?

সনা। তাঁকে ত দেখতে পাচ্ছি না

প্রভু! বুদ্ধি অভাগিনী স্বামীবিয়োগে উন্মাদিনী
হয়ে কোথায় চলে গিয়েছে। সখা! সখা!

কি ক'রলে? কি সর্বনাশ ক'রলে?

মাণ্ডব্য। সনাতন। ঋষিকুমার হয়ে এ
তুমি কি অজোচিত কার্য ক'রছ? ঋষিগণ

শোক ক'রবার জন্ত জন্মগ্রহণ করেনি। এস
আমরা সাবিত্রীর অহুসকান করি। সাবিত্রী
কই? সতীরাগী, নিজের অবৈধব্য প্রতিষ্ঠা
ক'রতে, তিন দিনের নিরপু উপবাসের ব্রত
উদ্যাপন করেছে। সে সাবিত্রী কই? পিত্তর
পড়ে আছে, নিশ্চয় সে তেজস্বিনী এ পিত্তরের
পানীকে ফিরিয়ে আনতে, ভীষণ ব্যাধের অহু-
সরণ করেছে। সাবিত্রী—সাবিত্রী—মা আমার
কোথায় তুমি?—কত দূরে? মা, সন্তান
আমি—এ অপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা দেখবার
আমার বড় সাধ হয়েছে। দেখা দাও।—চির-
দিন যে ব্রতসঙ্কীর্ণনী স্বর্গার সন্ধানে উন্মত্তের মত
ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করছি, সেই সুখাভাও, জগ-
তের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নাধার সতীর হৃদয়—আমাকে
একবার দেখাও।

সনা। পিতা! সত্যবানের দেহ সম্বন্ধে
কি ক'রবে, আদেশ করুন।

মাণ্ডব্য। আমি দেহ রক্ষার ব্যবস্থা ক'রছি।
দেহের চতুর্দিকে গভী দিচ্ছি। ভূত প্রেত
পিশাচ রাক্ষসাদি পিশিতাঙ্গী জীব দূর হও,
সত্যবানের প্রাণহীন দেহ-সমীপে কেউ এসো না।
সাবধান, এই গভীস্পর্শ মাত্রই সকলে চক্ষুর
নিমিত্তে ভস্মীভূত হবে।

ভূতা: প্রেতা: পিশাচাচ রাক্ষসাচ সর্ষীসৃপা: ।
অপসর্পত তে সর্ষে চণ্ডিকাশ্চৈব তড়িতা: ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম সমুদ্রে।

শৈব্যা ও হ্যমৎসেন।

হ্যমৎ। কি ক'রলুম শৈব্যা? কেন
অসময়ে পুত্রকে বনে পাঠালুম? রাজ্য গেছে,
চক্ষু গেছে, অন্ধের ঘটি পুত্ররূপ অবশিষ্ট ছিল,

তাও গেল ! ও শৈব্যা ! কি ক'রলুম ? কেন অসময়ে তাকে বনে যেতে আদেশ ক'রলুম ? তুচ্ছ কঠি—একরাত্রে জন্ম খবিরের ঘর থেকে ভিক্ষা ক'রে আনলুম না কেন ?

শৈব্যা । মহারাজ, উতলা হবেন না । আপনি উতলা হ'লে এ অভাগিনীর উপায় কি ? আমি যে দশদিক অন্ধকার দেখছি ।

দ্রাম্য । আর অন্ধকার ! আমি চক্ষুহীন হইবে দেখবার সমস্ত সুখ অনুভব ক'রেছি ।—ভগবান যে এ অন্ধ বৃদ্ধকে সাবিত্রী সত্যবানরূপ দুই প্রজ্ঞা-চক্ষু প্রদান ক'রেছিলেন । আমি দুঃখের মাথায় হাত দিলেই, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অপরূপ সৌন্দর্য্যে যে আমার দুষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হ'ত ! রাগী ইচ্ছা করে সেই তারকা-মণ্ডল স্বহস্তে উৎপাতিত ক'রে বনে নিক্ষেপ করলুম ! না না—ওঠ আসছে । ওই যে কারপদ শব্দ শুনে পাচ্ছি না ? কেও—কেও—সত্যবান এলি !

শৈব্যা । কেও—সাবিত্রী আমার আসছে ?
(অলিঙ্করার প্রবেশ ।)

অলি । না, মা—আমি অলিঙ্করা ।

শৈব্যা । কি ক'রলুম না অলিঙ্করা !—আমি যে হাসতে হাসতে আনন্দময়ীকে স্বামীর অন্তঃমনে ক'রতে অন্তমতি ক'রেছি । পম্পা সরোবরের তীর ধ'রে, আমার হরণোদীয়ে, সমস্ত বন আলো ক'রতে ক'রতে দেখতে দেখতে চক্ষু অন্ধ ক'রে মিলিয়ে গেছে ! এ চক্ষু কি আর মিলবে না অলিঙ্করা ?

দ্রাম্য । মা ঘটেছে, আমি সব দেখতে পাচ্ছি—সব দিবা চক্ষে দেখতে পাচ্ছি । মা আমার চারদিন উপাসিনী—অর্ধমা ! সতী মনের উৎসাহে স্বামীর সঙ্গিনী হয়েছিলেন ; কিন্তু দুর্ভল দেহ, পরিশ্রমের ভার সহ ক'রতে

পারেনি । দেখতে পাচ্ছি—রাণী, ঠিক দৈবতে পাচ্ছি—চোখের সামনে, সে সোনা ! লতা কতিন বনপথে দুঃখবললুটিত । মা আমার স্বামীর পায়ে মাথা রেখে অর্গে চলে গেছেন ।

অলি । স্বামীর পায়ে মাথা রেখেই যদি সাবিত্রীর মৃত্যু হয়, তাহ'লে মহারাজ, তার তুল্য ভাগ্যবতী আর কে আছে ? এমন দেবতারও বাহনীয় তীর্থ-মৃত্যু বার, তার জন্ম আর দুঃখ কি ? পুত্র আপনার মৃত্যু শরীরে ফিরে আসুন—এই আমাদের একমাত্র কামনা ।

দ্রাম্য । অলিঙ্করা, সত্যবান আমার সাবিত্রী বিহনে বেঁচে আছে—এটা কি বিশ্বাস কর ?—নাথনী শুকিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সহকারও শুকিয়েছে,—স্বামীর সাধের বাগান আবার যে মরুভূমি, সেই মরুভূমিতেই পরিণত হয়েছে ।

অলি । আমার পিতা ও স্বামী তাঁদের অন্তঃসন্ধানে বনে প্রবেশ ক'রেছেন । বহুদূর পর্যন্ত না তাঁরা ফিরে আসেন, আমার অন্ধ রোদ—অন্তঃ তৎক্ষণ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যধারণ করুন ।

শৈব্যা । তোমরাই এককাল অন্ধরাজ্যকে রক্ষা ক'রে এসেছ । তোমরা এখন এ বিপদে তাঁকে রক্ষা না ক'রলে, কে ক'রবে মা ?

দ্রাম্য । অন্ধ হয়ে, রাজ্যহারী হয়ে, বাল-বৎসাদ্বী নিয়ে তোমার পিতার আশ্রমে এসে-ছিলুম । নিজ তপস্তার আশ্রয়ে স্থান দিও, তিনি আমাকে সম্রাসী ক'রেছিলেন । ভূমি আবার কোথা থেকে এক সোণার প্রতিমা এনে আমার পুত্রকে উপহার দিয়ে, আমাকে ভবিষ্যতের এক অপূর্ণ ছবি দেখিয়ে, এই বৃদ্ধ বয়সে আবার সংসারী ক'রেছে । সে অপূর্ণ ছবি যে, দূর থেকেই মিলিয়ে যায় মা !

অলি । ভয় নেই মহারাজ !—আমার মন নিরাতক ।

শৈব্যা । দাঁও মা লতী লক্ষ্মী,—অভয় দাঁও
মা,—অভয় দাঁও ।

অলি । সাবিত্রীর ত্রিগাত্র ব্রত—আমার
পিতা আবার সে যজ্ঞের ছোতা—সাম্ব্রতম ঋষি-
গণও পিতার সঙ্গে এ যজ্ঞে ব্রতী হয়েছিলেন ।
বজ্র নিক্ষেপেই সুসম্পন্ন হয়েছে । ঋষিগণ
আপনার পুত্রবধূকে অবৈধব্য আশীর্বাদ
দিয়েছেন । এমন শুভদিনে কখনও কি অমঙ্গল
হ'তে পারে ? হমবিজয়ী পিতা—তার আশীর্বাদ
—সে আশীর্বাদ নিফল হবে ? তা আবার
কিনা—যে দিনে ব্রত উদ্বাপন, সেই দিনে !
আমরা সাত এয়েতে পিতার আজ্ঞায় সাবিত্রীর
নাথ্যে চল তেলছি । তোমার পুত্রবধূর কেশ
কলাপ এখনও যে, সে জলে সিক্ত হয়ে আছে
মহারাজ ! যম এসে কিনা সেই সিক্ত কেশে
হস্তাঙ্গণ ক'রবে !

(ঋষিগণের প্রবেশ ।)

শৈব্যা । মহারাজ, ঠাকুরেরা সব এখানে
আসছেন ।

হামম । ঠাকুর, রাজ্যচ্যুত অঙ্ক ভৃত্যকে
এককাল ত্রিচরণের অশ্রুতে বেখে এসেছেন,
অঙ্ককে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে আশ্রয়চ্যুত
করবেন না ।

সকলে । ভয় কি—ভয় কি ?

১ম ঋষি । তোমার পুত্র পুত্রবধূর কোন
অমঙ্গল হবে কিনা মহারাজ !

সকলে । এ আমরা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি ।

১ম ঋষি । এই আমরা সবাই মিলে
অগ্নিতে আহুতি দেলে, তোমার পুত্রবধূকে
আশীর্বাদ ক'রে এলুম—

২য় ঋষি । অগ্নি অমনি শশাংকল, লহ লহ
পীড়ন। বার ক'রে, সেই সমস্ত যুত পান
করলে—

৩য় ঋষি । কাটখণ্ড সব দেখতে দেখতে
অস্বাববৎ হয়ে গেল—

১ম ঋষি । প্রশান্ত দিগ্‌যুগল যুগ-পক্ষীর
কলরবে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল ।

২য় ঋষি । বৃক্ষতরুলতার পত্র সমস্ত সব
সর্ব শব্দে দিগন্ত মধুময় ক'রে তুললে—

৩য় ঋষি । আর লাজলুকের তায়—কন্দ,
মালতী, শেফালিকা মধুপবনে আন্দোলিত হয়ে,
ঝর ঝর ক'রে গেল—

১ম ঋষি । এমন সময়ে আপনার পুত্র—
পুত্রবধূর অমঙ্গল হবে ?

সকলে । কখনই নয়—কোন প্রকারে নয় ।

২য় ঋষি । ষোড় হয়, পতিপরায়ণা পতি সঙ্গে
ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে বধুঞ্চিৎ ক্রান্তা হয়েছেন ।

৩য় ঋষি । অথবা ভ্রমণ ক'রতে ক'রতে
বহুদুঃখী হয়ে, পথ ধরিয়েছেন ।

১ম ঋষি । তাই রাসের জন্ত হয় ত উচু
বনমধ্যে কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন ।

সকলে । মহারাজ, ভয় ক'রবেন না ।

১ম ঋষি । অলিঙ্করে, তোমার পিতা
কোথায় ?

অলি । তিনি রাতকুন্ডারো অতুসকানে
গমন ক'রেছেন ।

সকলে । তবে আর কি !—হমবিজয়ী
মাণ্ডব্য । এখন অতুসকানে গেছেন, তখন
আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন । আমরাও সকলে অতু-
সকানে যাবি ।

সকলে । অবস্থ—অবস্থা ।

২য় ঋষি । অতুসকান ক'রতে ক'রতে যদি
হম-ভবনে গমন ক'রতে হয়, আমরা তাতেও
শেস্তত আছি ।

৩য় ঋষি । চল, চল—আর বিলম্বে প্রয়োজন
নাই ।

অলি। স্বামীন মহারাজ,—আমরাও এই সব মনোবৃত্তির অন্তর্গত করি।

দাম্য। একি হ'ল—একি হ'ল?—স্বামীন মহারাজ—এ আমার কি হ'ল?

সকল। কি হ'ল—কি হ'ল মহারাজ? দাম্য। সচরা আমার দৃষ্টিশক্তি কে

চলিয়ে দিলে? আমি আমার দেখতে পাচ্ছি—সব দেখতে পাচ্ছি—এই আপনাদের চরণ

দর্শন করছি। শৈব্যা। মহারাজ, মহারাজ! এ আপনি কি বলছেন?

সকল। অপূর্ণ দৈবশক্তি! অলি। সতী—সতী—মহারাজ, সতী

আপনার গৃহে ভবতীর্ণ—ত্রিরাত্র-রাত্রে উপ-বাসিনী সতী আপনার গৃহে শাস্তিময়ী রূপে অব-

স্থিত। মহারাজ—আপনাকে দর্শন করলে ভয় দূরে পলায়ন করবে। সেখানে কিনা

আপনার ভয়? দাম্য। কি সুন্দর! চারিদিক কি সুন্দর।

একি! এটো তুমি! অলিঙ্করা! এই তুমি—এই তুমি—আহা তুমি এই অলিঙ্করা! দাম্য।

এই চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। এই আপনাদের দাব্য-স্থিত মূর্তি। বিশ্রুতি বৎসর পূর্বে যে

মনোমোহিনী প্রতিমার সৌন্দর্য্য দেখে দেখেও আমি ভ্রান্তি পাইনি, এই সেই শৈব্যা বাণীর ছায়া।

যে অলিঙ্করার মিলে ব্যাক্য করণে প্রবেশ করে আমার হৃদয়ে এক মধুময় রূপের আভাস দেখাত, এই সেই অরুণ সুন্দর—কত সুন্দর এক মুখে

লুপ্তে পাচ্ছি না—কত সুন্দর অলিঙ্করা। অলি। আর আপনার পূর্ববধু! পত

দলিঙ্করার একত্র সমাবেশে সে সর্বনাশীর রূপের একাংশ প্রস্তুত হয়। মহারাজ! চকু

পড়িয়েছেন। যৌবনে আপনার পুত্র কত সুন্দর

হয়েছে দর্শন করবেন চলুন। আর তার পাশে শোভাময়ী ভুবনমোহিনী সাবিত্রী—মহাশয়, মহাপৌরী—মহাগৌরী!

শৈব্যা। ঠাকুর! স্বামীকে চকু দিয়েছে—এখন তাঁকে চকুর ভায়া দিন। সেখানে

দয়াময়। যেন স্বামীর আমার দর্শন বিদায় না হয়!

সকল। কখনই নয়। শুভলক্ষণ—দৈবশক্তি। অলি। সতী—সতী—

সকল। এস মহারাজ, চকু পেয়েছে, আর কেন? এস সকলে সন্ধান করি।

তৃতীয় দৃশ্য।

যম ও তৎপশ্চাৎ কিংবদন্তি দূরে সাবিত্রী। দাম্য। সে সর্বনাশীর ভাত থেকে যে নিজস্ব

পাব, এ আমার বিশ্বাস ছিল না। বাপ—কি বিপদেই পড়েছিলুম! আর একটু পীড়ন কর-

সেই সভাবানের প্রাণ হস্তচ্যুত হ'য়েছিল অব-কি! বালিকাকে আমার স্বদের কিছুই ছিল

না। কিন্তু কি করব, নিয়মের বশবর্ত্ত হয়ে অমন সাক্ষীকেও আমাকে পতি হ'তে বিচ্ছিন্ন

ক'রে হ'য়েছে। সন্তান প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে সর্বনাশী মূর্ত্তিরেব জ্ঞাত ভবনীরালী স্বামীকে

বিস্তৃত হ'য়েছিল; আমিও সেই অবকাশে পালিয়ে এসেছি।

সাবিত্রী। প্রভু! এ স্থানের নাম কি? দাম্য। বাপ।

সাবিত্রী। এ স্থানের বসনীয়তা আমাকে বড়ই মুগ্ধ ক'রেছে। আমি যেন এক অপূর্ণ

আনন্দের আভাস পাচ্ছি, যেন কোন অদৃষ্ট-পূর্ব মধুময় প্রবেশের সন্নিহিতভিত্তি হ'য়েছে।

পবনে মধু, কত মধুময়, ওষধী সকল মধুপূর্ণ।

একে বৃক্ষে মধুসংকার। এমন কি, পথের
সেই মধু মাথা। এ কোথায় এসে উপস্থিত
লম্বা দরায় ?

হুম। তুমি এখানে পর্যন্ত আমার অনু-
সরণ করেছ ? এ স্থান যে মধুস্রোত অগম্য।

সাবিত্রী। দীর্ঘ যাত্রা সহ্যিও জীবন-পথের
সঙ্গী, ত্রিভুবনে তাঁর অগম্য স্থান কোথায় প্রাপ্ত ?

হুম। তুমি যে আমাকে নিরুত্তি দিয়েছ
সাবিত্রী !

সাবিত্রী। আমি ত দিয়েছি, কিন্তু আপনি
নিজেই যে নিরুত্তি গ্রহণ করছেন না প্রভু ! হে
প্রভু ! আপনি প্রজ্ঞাচক—আপনিই বলুন,
আমার গতি কোথায় ?

হুম। নৃপমন্নি ! আর স্বপ্নের হয়ে না—
নিবৃত্ত হও। মুহূর্ত্তে তোমার চক্ষু এক মহা
মলকায়ের আবরণ পড়বে। আর আমাকেও
দেখতে পাবে না, আপনাকেও দেখতে পাবে না।
অগ্রপশ্চাদ্ গতিরূপ হয়ে বিরম। সঙ্কট পতিতা
হবে। কির যাত—কিরে দাত। তোমাকে পরম
সিঁহিগুরুই এই কথা বলছি। নতুবা আমার
সখা পর্যন্ত আর তুমি শুনতে পেতে না ! কির
নাও—আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করো না !

সাবিত্রী। আপনি হুম ! কিন্তু নিজে নিম
ভক্ত করে নামের সার্থকতা নষ্ট করেছেন ! ধম-
রাজ ! এখানে নিজের জন্ম নয়—অগম্য কল্যাণ
সাম্রাজ্যের জন্ম আমি আপনার সঙ্গে চলেছি।
যেহেতু জগতের ভিত্তিস্বরূপ যে দর্ম, তিনি যদি
চলন তন, তা হ'লে সমস্ত জগৎ এক মুহূর্ত্তে
ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আমি আপনাকে স্বপদে
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবো—অতর্কে এসেছি !

হুম। হ্যাঁ ! কি বলছ সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। আপনি আমাকে শতপুত্রের
জননী হবার বর প্রদান করেছেন, অথচ আমার

স্বামীকে নিয়ে থাকেন। সত্য করে নিজেকে সে
সম্ভালনের অন্তরায় হচ্ছেন। আপনি হুম,—
চিরদিন নিয়মাবধি। মায়াবশে আপনি আমাকে
বরপ্রদান করেন নি। আমার পুণ্যবল আপন-
নাকে আকৃষ্ট করে বরপ্রদানে বাধা করেছে।
সুতরাং মিত্ররূপে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা
করি, আপনি যদ্যপি পালনের জন্ত আমার পক্ষ
বর প্রদান করেন। আমি নিজে চলছি—
মনোভর ধর্মের অস্তিত্ব বজা করে আপনি পুণী-
প্রবেশ করুন। নতুবা সেখানে আপনার আর
প্রবেশাধিকার নাই।

হুম। হ্যাঁ ! তুমি কে ? কে তুমি ? কোন
ভূদলালিনী শক্তি দর্শকে আজ জ্ঞান লিখা
দেবার জন্ত খেজুর আপনাকে পতিবিরোধিনী
করেছে ? মা—মা ! উজ্জলিত অর্ধেক রশ্মি-
বিত্ত হ'লে, বজ্রলোক যেমন অন্ধকারে হয়,
জানময়ি ! তরুণ তোমার সঙ্গীপার হয়ে আমাকে
সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আছে। ধর্মকর্মবিশিষ্ট
নিতে, কে তুমি করণীয়ময়ী, তার পুরী আর-
বেশ পর্যন্ত উপস্থিত হচ্ছে ?

সাবিত্রী। আমি সহাব্যাসের প্রিয়তমা
ভাষ্যা—শব্দে আমার নাম সতী। আমার
অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব। ধর্মরাজ ! শাস্ত্রাঙ্গনে
আমি তোমাকে আদেশ করছি—আমার পদ-
গোরব বজা করে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হও।

হুম। মা ! এই নাও—সতী ! জগতে
মহিমা প্রচার করবার জন্ত—পুণ্য-প্রাচীরে
সৃষ্টিকার জন্ত—তোমার চিরন্তন দামগ্রী
পতিগন গ্রহণ কর। আর সেই সঙ্গে আমার
কোটা কোটা অগম্য গ্রহণ কর। আমি দত্ত—
আমার পুত্রী ধর্ম—আর এই অগুরু পতিব্রতাব
মাগাছো এই আধ্যাত্মিক যে ভারতভূমি,
তিনিও বজ্র।

সাবিত্রী । কত দূরে এসেছি ধর্মরাজ !

যম । 'মা, আমার প্রিয়তমা দয়িতা !
মৃতসঞ্জীবনী পুরী দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছে ।
বুঝি মা, কপা করে এতদূর এসেছ, তা হ'লে
একবার ভাকে দর্শন কর ।

পটপরিবর্তন ।

সাবিত্রী । কি সুন্দর—কি অসুত—এ
কি দেখবুম ধর্মরাজ !

যম । সম্মুখে উত্তপ্তজলা বৈতরণী, তার উপরে
ওই মায়া-সেতু । দেখছ মা—কি অপূর্ণ বিবিধ
বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ! পুণ্যাদ্য বখন এই স্থানে
উপস্থিত হন, তখন এই সেতু কুসুমাক্ষয় পবিত্র
পথ । পাণ্ডাচার্য বখন উপস্থিত হয়, তখন এই
সেতু পাণ্ডভেদে বিভিন্ন মূর্ধি দারণ করে । ওই দেখ
মা—ওই দেখ কাকনময় । ওই দেখ—ওই দেখ
—আবার বিবিধ বর্ণ কুসুম-সমাকীর্ণ । ওই দেখ,
আবার ভীষণ অগ্নিময়—সদ্বর্ণাংগে মুখানলের
ভায় নীল জিহবা বিস্তার করে পান্যকে গ্রাস
ক'রতে আসছে । দেখ মা—আবার দেখ—
প্রবেশ-পথে অগ্নি-অগ্নয়ে কি লেখা আছে দেখ
—“জীব ! এখানে চিন্তা ক'রবার অবসর নাই ।”
পানী, সম্মুখে এই কটকাধীর্ণ পথে যেতে সাহস
না করে, মনীতে কৃষ্ণ প্রদান করে । আর
অমনি উত্তপ্ত জলে নদ্য হ'তে হ'তে, জলস্রোতে
অন্ধকারময় নরককুণ্ডে নিপতিত হয় । মা ! এই
বারে আমাকে অমুমতি কর । রাত্রি প্রত্যাব-
শেদা—অমুমতি কর মা—পুরী প্রবেশ কর ।

সাবিত্রী । করুন ।—(যমের প্রস্থান)—
জ্বর পর ? জ্ঞানশূন্য হয়ে যমের পশ্চাৎ
পশ্চাৎ ছুটে এসেছি । কোন্ পথে এসেছি,
কিছুই শু জানি না ! এখন কেমন ক'রে কিরি ?
—ওরুদেব । কোথায় তুমি ? এ সম্বন্ধে তুমি
ভিন্ন রক্ষা করবার যে আর কেউ নাই । এ

প্রাণ-পুণ্য-বান মলিন না হ'তে হ'তে আমাকে
ফিরতে হবে । কোথায় আছ দয়াময় ?—অভা-
গিনী নন্দিনীকে রক্ষা কর—জ্ঞানজ্ঞান-শলাকা
চক্ষু উন্মীলিত ক'রে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর কর ।
পথ দেখাও—পথ দেখাও ।

(মাওবার প্রবেশ)

মাওবা । না, না—কই তুমি ?

সাবিত্রী । এসেছ—এসেছ—গিতা এসেছ ?
—কই তুমি ? আর যে আমি তোমাকে দেখতে
পাচ্ছি না ।

মাওবা । ভয় কি মা, এই যে আমি—এই
যে আমি । কই—আমার প্রাণ কই—সাবিত্রী !
আমার প্রাণ কই ! আমার প্রাণ কই ?

সাবিত্রী । এই নাও—শীঘ্র নাও অজলি নাও
—তব দন্ত সমগ্রী তুমি গ্রহণ কর ।

(গীত)

জীবন-হটনী-মূলে এসে আবার শাখা ছেদে যাবে ।
ভয়ে ভয়ে হাসি, চরণে দানী, রাশি জীবন-কুহর তাবে ।
মুখে নিয়ে গিয়েছিল শমন অকালে ললাট-বিন্দু,
চকিতে চকিতে দেখি চারি দিকে, অশ্রু আর-দিকু
দূর ভয় কর দয়াময়, আর না জারাই—না জারাই—

কভর চরণে রাখিম যখন,

তুলা লগ্ন কোলে যে গৌড়াই ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

অশ্বপতি ও মালবী ।

মালবী । কই মহারাজ, সাবিত্রী কই ? আমার
জামতা কই ? বৃক অন্ধ রাজা, আর বৃদ্ধা মহিষী
দৈব্যা—গারাই বা কই ? স্ববিদগ্ধ—গারাই বা
কোথায় ? সব অন্ধকার ! অশ্রম শূন্য । কার
কাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'রব—কাকে আমার
জামাতার কথা জিজ্ঞাসা ক'রব ? কে বলবে—
সত্যবান্ বেঁচে আছে, আমার মেয়ে বেঁচে
আছে । মহারাজ—মহারাজ ! কোথায় যাই ?

কি করি ? সমুখে গভীর বন—রক্ষা চতুর্দিকীর
যে অন্ধকার—কাল আবিরণে যেন আমাদের
পথবা পথ রোধ ক'রে বসে আছে । কি হবে
মহারাজ—কি হবে ?

অথ । উত্তলা হয়ে না মহিষী । এক বৎসর
থেকে বিপদের জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছি । বিপদের
সমুখে এসে আত্মহারা হয়ে না ।

মালবী । ওগো অমন কথা ব'লো না—
নোহাতি মহারাজ, আশাস দাও । বল, আমার
জামাতা বেঁচে আছে—সাবিত্রীর সিংহের সিন্দূর
মটুট আছে !

অথ । কেমন ক'রে থাকবে মহিষী ?
দেবদীর বাকা মিথ্যা নয় ।

(তুণ্ডক ও মালিনীর প্রবেশ)

তুণ্ডক । কখনই নয়, দেবদী ঠাকুরের
বাকা—সেকি মিথ্যা হবার নো আছে । কি
বলিস বউ ?

মালিনী । ও বাবা—চেকি ঠাকুরের কথা
মিথ্যা হবে । যেমনি একটা বছর গেছে, অমনি
মালার ফল আবার চন্ডন ক'রে কুটে উঠেছে ।

তুণ্ডক । বাতাস অমনি ফুলের গন্ধ মাথায়
ক'রে বনরন ক'রে দিদিবাসীর কাছে ছুটে গেছে ।

মালিনী । ভোম্বা পুটলীর দারে বনবন
ক'বে বুঝছে ।

তুণ্ডক । আর বউএর প্রাণ কন কন ক'রছে
—দেবদী ঠাকুরের কথা কি কখন মিথ্যা হয় ।

অথ । কিরে তুণ্ডক, কি ব'লছিস ?

তুণ্ডক । আর ফলাবলির সময় নেই মহা-
রাজ ! এখন থেকে গলাগলি । দিদিবাসী
আর তার বরকে গলায় গলায় মালা দিয়ে বঁধব,
তবে আমবা ঠাণ্ডা হব ।

অথ । আ, হুতাশা অজান ! কে তোদের
এ বৃথা আশাস দিয়েছে ?

উত্তরে । ঢেকি ঠাকুর ।

মালবী । ঢেকি ঠাকুর কি ব'লেছে ?

মালিনী । দিদিবাসী আর বরের জন্ত মালা
গেঁথেছিলুম । ঠাকুর ব'লেছিল—এক বৎসর
পরে মালা এখানে নিয়ে আসতে ।

তুণ্ডক । দিদিবাসীর বরের নাকি আজ যমের
বাড়ী নেমরণ আছে । নেমরণ সেরে ফিরে
আসবে, দিদিবাসীর পাশে ব'সবে, আর আমি
ও অমনি মালা নিয়ে হাজির হব ।

মালবী । এসব কি ব'লছিস ? তুণ্ডক—
তুণ্ডক, পশ্চ ক'রে বল—দহাম্বা পুরকার মেবো
সত্য ক'রে বল—দেবদী কি ব'লেছেন । সাবি-
ত্রীর বর কি বেঁচে আছে ?

তুণ্ডক । বেঁচে আছে—তবে এখনও যমের
বাড়ী আছে, কি গাছলার ফিরে এসেছে
সেটা ব'লতে পারছি না । ওই বাবাঠাকুর
আসছে—ওঁর কাছে খবর নাও মহারাজ ।

(মাণ্ডবোর প্রবেশ)

মালবী । দহাম্ব—দহাম্ব, কোথায় ছিলে
তোমার দাসদাসী যে অভয়পদ দেখতে না পেয়ে
জগৎ অন্ধকার দেখছিল ।

অথ । দহাম্ব, দাসের প্রণাম গ্রহণ
করুন ।

মাণ্ডবা । কেও—মহারাজ ? কল্পাবে
দেখতে এসেছ ? জামাতিকে দেখতে এসেছ
এস মহারাজ, এস বাণী, দেখবে এস । তোমা-
নন্দিনী ধর্মরাজকে পরিত্যক্ত ক'রে, তার হাত ধরে
স্বামীকে উদ্ধার ক'রে এনেছে । দেখবে তে-
—স্বর্গীয় আলোকে উজ্জ্বল পতির পাতে
সত্ৰীবাণীর কি অপূর্ণ শোভা !

মালবী । প্রভু—প্রভু, ব'লছেন কি
বুঝতে পারছি না । আমার মাথা বুঝছে
নন্দিনী জ্ঞানশূন্য, তাকে রক্ষা করুন ।

অম্বা! দত্ত আমি, এমন কতাকে লাভ
ক'রেছি! রাণী! ধন্য তুমি, সাবিত্রীকে গর্ভে
স্বধারণ ক'রেছ। প্রভু! সে শোভা দেখবার
যকজ্ঞ আমি আকুল হয়ে উঠেছি।

মাণ্ডব্য। আশুন মহারাজ। তুচ্ছ, তুমি
নীর্ব কেন? মালী কই? মালার অপেক্ষায়
তোমার দিনরাণী যে ব'সে আছে। মালিনী,
তুমিও নীরব কেন মা?

মালিনী। হাঁ দেবতা—কিছু নীরব আছি।
অখন ঘরের বাড়ী থেকে বর আসছে, তখন
বিষদূতগুলো ত বরাহত হয়ে এসেছে।

ক্রোড় অঙ্ক ।

(আসনোপরি উপবিষ্ট সাবিত্রী সত্ৰাবান।
সমুখে মাণ্ডব্য; উত্তরপার্শ্বে অম্বাপতি, মালবী,
দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, অলম্বিনা, তুষ্ক ও
মালিনী)

অম্বা। কেমন সাবিত্রী—কেমন ভগিনী।
অম্বের সঙ্গে কে যুদ্ধে জিতলে? তবে নাকি বিধি-
লিপির খণ্ডন নেই? তবে কথ্য কেন? ব্রত-
নিয়মাদি কেন? ভগবান নিজমুখে কর্ণের অজস্র
প্রশংসা ক'রেছেন। এ জগতে কর্ণই বলবান।—

কর্ণশা ভারতে জন্তু: কর্ণশৈব প্রলীভাত।

সুখং কৃৎস্নং ভয়ং কেমং কর্ণশৈবাভিপত্যতে ॥

সাবিত্রী। ভগিনী! এ সমস্তই ত তোমার
আশীর্বাদ।

অম্বা। সাবিত্রী! অসাধারণ অধ্যবসায়,
অবিচলিত উৎসাহ, গুরুভক্তি, পতিব্রত ও ব্রত-
নিয়মাদি দ্বারা তুমি যে অলৌকিক কার্য সাধন
ক'রেছ, অনন্ত কাল ধরে তুমি সেই কর্ণফল
ভোগ কর। স্বরচিত এই পবিত্র সংসার-উজ্জানের
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হ'য়ে সমস্ত সংসারে আলোক

বিকীর্ণ কর। শতাব্দির ভগিনী হও, শত-
পুত্রের জননী হও। আর দেখাও—যেখানে
যে সময়ে, তুমি যে ভাবেই অবস্থিতি কর না
কেন, তুমি গীতা, তুমি গায়ত্রী, তুমিই ভগবতী
তুমি জননী, তুমিই কল্যা, তুমিই ভগিনী
সহধর্মবীকণে ধর্মরক্ষার জ্ঞাত তুমি গৃহে গৃহে
মুষ্টিমতী হও। পৃথিবীতে সোণার সংসারের
প্রতিষ্ঠা হোক। শুধার লহরে ধরণী তেমন
হোক।

(গীত)

তারে তারে বীণা শ্রবণ।

মিলনে মিলনে তোলে স্বীকৃতি সন্তান ॥

সোণের স্রবের প্রান্তে,

আঁধারে আবহিতে,

কাল নিশি করে অভিমান;—

জাগো সতী জাগো সতী।

যুগে ও ভাবনী-রাতি,

নাও জান রাখ মান, আকুলে কল কর পান ॥

মাণ্ডব্য। তুচ্ছ নীরব কেন? আনন্দ
কর।

তুষ্ক। আমি যে মুক্তকূ দেবতা।

মাণ্ডব্য। আমার আশীর্বাদে তোমার
কণ্ঠে সগম্বতী নৃত্য করুন।

তুষ্ক। (গীত)

প্রভাত অরুণকণ রঞ্জিত কানন,

বিকসিত কমল পল্লবশে।

মত্ত মলয়ানিল দেবিত সন্তোষের

শীকার নিকর অভিলাষে ॥

কোকিল পক্ষম মুগ্ধিত কুঞ্জে মধুকর চুখিত মনন পুঞ্জে
বিহরতি মদন বিলাসে।

তাজ আমল, ফুল লালস জাগৃতি কাগুহি গীতবাসে?

যবনিকা পতন।

কুমারী ।

(নাট্যকাব্য)

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত ।

[প্রথম অভিনয় বঙ্গনী ১৩০৫ সাল ২৪ এ পৌষ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিজ্ঞাবিনোদ এম, এ,
প্রণীত ।

৭০ নং কলুটোলি ষ্ট্রিট, হিতবাদী কার্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১৯ সাল ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

স্ত্রী ।

| | | | |
|-------------|------------|---|-------------------|
| রাজা । | | বাণী । | |
| পুরুষ | রাজকুমার । | লক্ষ্মী | দীনদাসের স্ত্রী । |
| সৈন্যস্বামী | ঐ সখা । | অম্বিকা | রজক-কুমারী । |
| পতঞ্জলি | যোগী । | অপভ্রাজিতা | হতাল-কুমারী । |
| দীনদাস | রজক । | কুমারীগণ, দেববালাগণ, বন্দিগণ, প্রভৃতি । | |

ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণকুমারগণ, প্রহরী ইত্যাদি ।

প্রস্তাবনা ।

স্বর্গভোরণ ।

দেববালাগণ ।

(গীত)

আসি দুদিনের ভরে ।

হা দিন থাক, সুখে থাক, কেন রও মরমে মরে ॥

জীবন এমন সাধের ধন,

সাদ করে তার বীধন দিবে কেনহে পীড়ন,

খুলে তার লাগে দুন্দন ;

ঘুচে যাক চোখের নেশা

মিশে যাক আলোক আঁধারে ।

অপনার দেখুক চিত্রক সে,

কৃদ ঘরের ঘেরার ভিতর বিরাট পুরুষ কে,

দেখুক সে হুতাত তুলে,

তুলতে কোলে কে তার দুয়ারে ;

দূরে যাক যত অভিমান,

মিলে যাক তোমার আমার সমানে সমান,

গগনে ছুটুক প্রেমের গান ; —

ভেসে যাক ভাবের লহর মলয় সমীপে ॥

কুমারী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

রাজসভা ।

রাজা, রাণী, ত্রাজিগণ ও প্রহরী ।

(বন্ধিনীগণের গীত)

রাতি পোহায়েছে ।

জগত সারানিশি, আকাশে অন্ধ শব্দ,

অন্ত অচল কোলে চলে গিয়েছে ।

কীণ কিরণ বেথা

দূর গগনে, কনক বরণে, অকণ ব্যর্থম লেখা,—

পরশে অবশেষে ভার্য্য গলে পিছিয়েছে ।

নাশা ফুল আভরণ, ফুলের আবরণ,

উল্লাসে তোমা'গয়া লাজ :—

পক্ষ্ম তানে, প্রাচ্যাতী গানে,

হাস্তেরে মধুসর ঢেলে দিয়েছে,

আলোকে আঁখার যেন কোলে নিচ্ছেড়ে ।

১ম ভা। মহারাজ ! এই যাহেন্দ্রকণ !

এই সময়ে পুত্রকে যুগয়ায় প্রেরণ করুন । যাহেন্দ্র-
কণে যাত্রা—রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, মান, সমস্তই
আপনার পুত্রের অনাধীনতা হবে ।

২য় ভা। যাহেন্দ্রকণে যাত্রা করাল দেব-
কন্যা লাভ হয় ।

১ম ভা। ত্রাজিগণের আশীর্ষ্যে আপনার
সমস্তই প্রাপ্তি হয়েছে, এক্ষণে আশীর্বাদ করি
আপনি দেবকন্যার স্বস্তর হ'ন ।

(পুরন্দর ও সেমিসমীর প্রবেশ)

রাজা। পুত্র ! এই যাহেন্দ্রকণ, ত্রাজিগণের
পদতলে গ্রহণ করে যুগয়ায় যাত্রা কর ।

রাণী। সেমিসমীর ! বাপ, তুমি ত্রাজিগ-
কুমার ! কিন্তু পুত্রের বাল্যসখা ন'লে তোমাকে
পুত্রের ভায় দেখে আসছি । পুরন্দর আর কখন
গৃহ হ'তে বাহির হয়নি । আশীর্বাদ ল'য়ে যাবে
সঙ্গে থেকে—দেখ যেন তোমার সখা বিপদে
না পড়ে ।

১ম ভ্রা। আর বিলম্ব কেন মহারাজ !
যাত্রার সময় উত্তীর্ণ হয় ।

রাজা। দ্বারে দ্বারে স্বর্ণকুন্ত জলে পরিপূর্ণ
ও পল্লবাচ্ছাদিত ক'রে রাখতে বল ।

১ম ভ্রা। আর বলে দাও, তৈলিক, রক্তক,
চণ্ডাল যে কোন শত্রু আজ গ্রভাতে যেন গৃহ
হ'তে বহির্গত না হয় ।

প্রহরী। (অভিবাদন ও প্রস্থান)

রানী। আর মহারাজ ! কোথাথাককে
আদেশ করুন, ব্রাহ্মণদের ধনদান করুক ।

সোম। এস সখা ।

পুর। প্রভু সকল ! আমায় প্রণাম গ্রহণ করুন ।
ভ্রা-গণ। জয়োহস্ত জয়োহস্ত !

সোম। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ।

সকলে। ব্রাহ্মণায় নমঃ, দুর্গা দুর্গা !

গমনে বামন ঠাকুর বামন বামন ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গ্রাম্য পথ ।

অস্থিকা ।

(গীত)

বৃষি পথ জুড়ে এসেছি ।

নহলে কেন বতই চলি ভতই চলেছি ।

নেলে না ছুটলে পথের শেষ

দইলে বাস, কায়া আসে,

হায় কোথায় আমার দেশ :—

কানি না কেউ বলে না, তবু ত পথ বেলে না,

চরণ ত আর চলে না—হতাশ হয়েছি ।

অস্থিকা। ওমা ! কোথায় গেলি ?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কই, কোথায় তুই ? আঃ সর্ক-
নাশী এখানে কেন ?

অস্থিকা। কেন, এখানে থাকতে কোথায়
কি ?

লক্ষ্মী। পালিয়ে আর, পালিয়ে আর !

অস্থিকা। কেন আগে বল ?

লক্ষ্মী। আঃ মর ! আগে পালিয়ে আর !

অস্থিকা। আগে বল ।

লক্ষ্মী। এ যে বামন ঠাকুরদের স্থান করবে
বাবার বাস্তা, পালিয়ে আর, দেখতে পেতে
বিপদ ঘটবে, পালিয়ে আর ।

অস্থিকা। বাবাঠাকুরগো আসবে কখন মা !

লক্ষ্মী। কখন কি ? জলো ব'লে—দে

মলে ঠাকুরারা প্রাতিস্থান করতে এসেছে, চলে
আয়, চলে আয়—দোপার মেয়ে এখন বাহিনে
সমুখে প'ড়তে আছে ?

অস্থিকা। বেশ হ'য়েছে। তবে আমি
ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা করবো । [প্রস্থান ।

লক্ষ্মী। ও সর্কনাশি ! কি জিজ্ঞাসা
ক'রবি ? মাটি কলে, জিজ্ঞাসা ক'রবি কি ? ওঃ
হতাশাগা মেয়ে :—সর্কনাশ করলে, সবংশে
একগাড়ে গেলুম দেখছি ।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। গঙ্গা গঙ্গোতি যো ক্রম্যং যোজ
নানাঃ শতৈরপি—কে তুই ? আঁ আঁ তে
তুমি ?

লক্ষ্মী। আজ্ঞা বাবাঠাকুর আমি ।

ব্রাহ্মণ। তুমি ! ভাল, এখানে এসেছ কেন

লক্ষ্মী। না বাবাঠাকুর, আমি আনিনি—
এসেছে আমার মেয়ে, আমি মেয়েকে খুঁজতে
এসেছি ।

ব্রাহ্মণ। তোমরা কি ?

লক্ষ্মী। আমরা কি বলেই ত বাবাঠাকুর
মেয়েকে বকতে লেগেছি, আমরা কি বলেই
ভয়ে ভয়ে দুখ লুকিয়ে চলছি ।

ব্রাহ্মণ । তোমরা কোন জাত ?

লক্ষ্মী । এই ধোপা বাবাঠাকুর !

ব্রাহ্মণ । ধোপা ?

লক্ষ্মী । হ্যাঁ বাবাঠাকুর ।

ব্রাহ্মণ । ধোপার মেয়ে এত সুন্দরী ?

লক্ষ্মী । হ্যাঁ বাবাঠাকুর ।

ব্রাহ্মণ । বিদ্যাতার কি একদেশদর্শিতা ।

লক্ষ্মী । তাত বটেই বাবাঠাকুর ! একদেশই বা কেন ? এ পাড়া ও পাড়া ।

ব্রাহ্মণ । তা হ্যাঁ রজকগহিনি !

লক্ষ্মী । কি বাবাঠাকুর ?

ব্রাহ্মণ । তুই কি প্রোমিত-ভর্তুকা ?

লক্ষ্মী । তা কি করে বলবো বাবাঠাকুর, আমার সোনারী ঘরে আছে, তাকে জিজ্ঞাস করলে বলতে পারে ।

ব্রাহ্মণ । হাঃ হাঃ হাঃ, হা হতবিদে ! এমন সরলা অবলা কি না রজকের ঘর আলো করে বাসে আছে ? হা রজক, হা কংসনাশন বহু-নন্দন ! মথুরা নগরে অরুণের রক্ত-শিখায় সজ্জল-কোণিত সমস্ত পথটা দাবিত করে, শেষে কি তার ঘরে সুদাভাঙী লুকিয়ে রেখেছ ? হা কেশীমর্দন কৈটভার্দন গোপিকাজনমাধন !

লক্ষ্মী । কেদে আর কি কর্কে বাবাঠাকুর ! সকলকরেই ওই এক দশা । আমারও বাপের (রোদিন আরে) এই ছোমার মত বাবাঠাকুর দিগ্‌গজ দিগ্‌গজ পাঁচ ছেলে—দেখতে দেখতে বাবাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ । যত দূর হুথ, ততদূর কথা ! পাণ্ডিত্যী, পান্ডী, বর্ধরী !

লক্ষ্মী । এ আবার কি রকম কথা বাবাঠাকুর ! আমাকে কি আলীর্ষাদ কছো ?

ব্রাহ্মণ । পালা, শিগগির পালা—সকাল বেলা দুর্গা, দুর্গা !

লক্ষ্মী । এট বাচ্চি, তা হ'লে আমার ওপর রাগ করনি ত দেবতা ?

ব্রাহ্মণ । আরে গেল, লোক আসছে, দেখতে পাবে, আমার মান, যাবে পালা ।

লক্ষ্মী । এই যে পালাচ্ছি, তা হ'লে আমার মেয়েকে দেখতে পেলো, এমনি করে পালিয়ে যেতে বল বাবাঠাকুর !

ব্রাহ্মণ । বলবো—বলবো, পালা ।

লক্ষ্মী । আমার মেয়ে বড় ছুট ।

ব্রাহ্মণ । ভাল, তাকে শাস্ত করবো এখন ।

লক্ষ্মী । তা হ'লে পালাই ?

ব্রাহ্মণ । না এ আমার সম্মতি নষ্ট করে দেখছি ।

লক্ষ্মী । কিন্তু মিস্ট কথা বলে একেবারে জল ।

ব্রাহ্মণ । আচ্ছা, শুনে নেব—শুনে নেব পালা ।

লক্ষ্মী । আর দেখ বাবাঠাকুর—

ব্রাহ্মণ । না এ পাপিষ্ঠা আমাকেই পলাতক করলে দেখছি। হে রাম ! হে রাম ! [প্রস্থান ।

লক্ষ্মী । আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর, আর দেখ বাবাঠাকুর ! (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও অধিকার প্রবেশ)

অধিকা । কেন আমার নারায়ণ পূজা হবে না ?

বৃ-ব্রাহ্মণ । আরে মর বেটী ! এট বস্তু, তুই অপ্পর্শায়া, অর্শনীয়া, অকথ্যা ।

অধিকা । তাতে নারায়ণ পূজা হবে না কেন ?

বৃ-ব্রাহ্মণ । আরে মর বেটী, তুই দুপা, নীচকুলোড়বা, একে রমণী, তারে রজকনন্দিনী, তোর শাস্ত্রকথা শোনবারই অধিকার নেই তা

পূজার অধিকার। তোরে আর কি বলবো, প্রাতঃ-
কালে তাদের নাম মুখে আনিলে, দশবার
নারায়ণ নাম জপ করে তবে পাগল্য করতে
হয়, তাদের মুখদর্শন করলে আবার গান করে
তবে শুদ্ধ হ'তে হয়। তবে নাকি তুই গৌরঙ্গী,
আর কমলপত্রাকী, সর্কোপরি নাকি শরচ্চন্দ্র-
নিতাননী, আর নাকি সর্বদোহরা গৌরী, তাই
তোর মুখ দেখছি, কিন্তু গান করছি না; যাচ্ছি
যাচ্ছি যেতে পাচ্ছি না, কইব না কইব না কইছি
কিন্তু মুখ সামলাতে পারছি না। কিন্তু এত
কাণ্ডকারখানা সত্ত্বেও তোর নারায়ণ পূজার
অধিকার নেই। তবে যদি মনোযোগ সহকারে
ভক্তিমতী হ'য়ে ওই ঝগাল বাচলতার প্রান্ত-
ভাগের করকমলে আমাদের মলিন বস্ত্র ধারণ
করে একাগ্রচিত্তে প্রস্তরে নিক্ষেপ করত ধৌত
করতে পারিস, তা হ'লেই তোর একেবারে
বৈকুণ্ঠ লাভ।

অধিকা। তোমরা কোথায় যাবে ঠাকুর ?

ব্র-ভ্রাঙ্গ। আমরা চিরকাল যেখানে যাই
সেখানে যাব, সেট বৈকুণ্ঠ। আগে সেখানে
আমাদের অব্যবহিত ছাঁর ছিল, ইচ্চে করলেই
যেতে পারতাম, এখন কাল মাছায়ে আর ততটা
খাবার নেই—নব যেতে হয়।

অধিকা। সেখানে তোমরাও থাকবে,
আমিও থাকব, সেটা কি রকম হবে ? আমি যদি
সেখানে তোমাকে ছুঁয়ে দিই ?

ব্র-ভ্রাঙ্গ। হাঁ হাঁ—সত্যি সত্যিই ছুঁয়ে
দিলি নাকি ?

অধিকা। না, এখানে ছোঁব কেন—আমি
কি অজ্ঞান ?

ব্র-ভ্রাঙ্গ। ছুঁয়ে থাকিস তো বল, যখন
এখনও কাছে আছে, আবার ডুব দিয়ে আসি।

অধিকা। তবে বন্ধি কি করছি।

ব্র-ভ্রাঙ্গ। হে রাম, হে রাম !—ছুঁ'সনি,
না ?

অধিকা। সে কি দেবতা—আমি কি
পাগল ?

ব্র-ভ্রাঙ্গ। আরে পাগলি, রজক কুলের
প্রহ্লাদি—নারায়ণ নারায়ণ কচ্চিস কেন ?
আমাদের অর্চনা কর। ভগবানপি গোবিন্দো
ব্রহ্মণো ভক্তবৎসলঃ। ভগবানই আমাদের
পূজা করেন। তুণ্ডপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে
তার নিম্নের চেয়েও আমাদের মান বাড়িয়ে
ছেন। আমাদের পূজা কর তা হ'লে তোদের
আর নারায়ণ খুঁজতে হবে না, তোকে খুঁজলে
নারায়ণ তোর কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হবে।

অধিকা। বেশ তা হ'লে, প্রভু ! আমি
পূজা নাও।

(নত জান্ত হইয়া অর্ঘ্য প্রদানোলোপ)

ব্র-ভ্রাঙ্গ। হাঁ হাঁ করিস কি ? দেখতে
পাবে—দেখতে পাবে। যাও মা রজককুল-
লক্ষী ! আমি কাছা কাছা নিয়ে ঘর করি।
এখনও আমার ছেলের পৈতে, মেয়ের বে আছে
—ছাত ভাইয়েরা দেখতে পেলেই এক ঘরে
করবে। তোমার পূজা গ্রহণ কর আমার শক্তি
নাউ। মা, আমি পালানুম না—কিছু মনে করি
নি মা—আমি চন্ম। হরি হরি একি বিভ্রাট !

[প্রস্থান।]

(পরজন্মের প্রবেশ)

পত্নী। একি মা ! দুখনমোহিনী, কুমারী-
রূপিনী, ভবানী, দোঙ্গীর আরাধ্য ঘন, তুমি
আবার অবনতজাহ্নু, কায় পূজায় নিবৃত্ত মা ?

অধিকা। ঠাকুর ! আমি রজকনক্ষি-
বলে কেউ আমার পূজা নিলে না। ভ্রাঙ্গ যখন
ফিরিয়ে চলে গেল। মহেশ্বর, তার মন্দির দ্বা-
উপস্থিত হতে পেলেন না। ভ্রাঙ্গ বজ্রা

পূজা করছিল বলে—গ্রন্থীতে তাড়িয়ে দিলে—
নারায়ণ তাঁর সন্ধান কেউ দিলে না ।

পত্নী । কেন, তোর কি পিতা নেই ?

অধিকা । আছে ।

পত্নী । তবে ত সব দেবতাই তোর দ্বারে
বন্দী আছে মা । তোর আবার দেবতার দ্বারে
দাবার প্রয়োজন কি ?

অধিকা । সে কি প্রভু ?

পত্নী । পিতা ঋণ : পিতা ধর্ম : পিতারি পরমস্বপ্ন : ।

পিতারি প্রীতিমাপরে শ্রোত্রে সন্নিবেশিত : ॥

পিতার অন্বেষণ কর, নারায়ণ তোর দত্ত নৈবেদ্য
দাবার জন্ত লালসামিত হয়ে ছুটে আসবে ।

অধিকা । সত্যি ?

পত্নী । যদি বেদ সত্য হয়, শাস্ত্র সত্য হয়,
তা হ'লে এও সত্য । নইলে সব মিথ্যা । আদি,
আমরা সঙ্গে আয়, আমি পূজার ব্যবস্থা করে
দিই, যদি দেব তৃপ্ত না হয়, তা হ'লে স্থির
জানিবি তখনে দেবতা নেই—যদি ব্রাহ্মণে প্রতি-
দান করে, তা হ'লে জানিবি ব্রাহ্মণ নেই ।
আমি—

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

প্রাঙ্গণ ।

(ব্রাহ্মণদ্বয়ঃপ্রবেশ)

সকলে । মহারাজ ! মহারাজ !

১ম ব্রাহ্মণ । এই যে, এই যে মহারাজ ।

(রাজার প্রবেশ ।)

রাজা । (প্রণাম করিয়া) কি আজ

ভবে ?

২য় ব্রাহ্মণ । আজ্ঞা কঠিনা ।

রাজা । কি হয়েছে আজ্ঞা করুন ।

২য় ব্রাহ্মণ । আজ্ঞা একেবারে পাকে প্রকারে
হয়ে গেছে কঠিনা ।

১ম ব্রাহ্মণ । আমাদের আর হাত নেই ।

রাজা । সে কি প্রভু ? আপনারা দয়ার
আশ্রয়—আমি আপনাদের লস—নাসের প্রতি
আদেশ কঠিন হবে কেন দয়াময় ?

২য় ব্রাহ্মণ । কঠিন কেন হবে তা সব মররের
নিজেই বলতে পারছেন না ।

১ম ব্রাহ্মণ । আজ আমরা বড়ই ক্রোধামিত ।

রাজা । কারণ ?

১ম ব্রাহ্মণ । কারণ গুরুতর ।

২য় ব্রাহ্মণ । প্রথম কারণ মহারাজের উদ্যান ।

রাজা । সে কি প্রভু ! উদ্যান তো আপনা-
দের ব্যবহারের জন্তই রচনা করা হয়েছে ।

২য় ব্রাহ্মণ । অতি উদ্ভম—অতি উদ্ভম ।

রাজা । কাহণী কি ?

১ম ব্রাহ্মণ । প্রথম কারণ আপনার উদ্যান ।

২য় ব্রাহ্মণ । দ্বিতীয় কারণ উদ্যান ।

৩য় ব্রাহ্মণ । তৃতীয় কারণ—ওই উদ্যান ।

রাজা । উদ্যান কি হ'ল ?

১ম ব্রাহ্মণ । দেখুন মহারাজ ! আমাদের
আশীর্বাদেই আপনার শ্রীবৃদ্ধি ।

২য় ব্রাহ্মণ । ক্ষুদ্ররাজ্য বিশাল হয়েছে ।

১ম ব্রাহ্মণ । বৃদ্ধ বয়সে পুত্র হয়েছে ।

৩য় ব্রাহ্মণ । সেই পুত্র এক সময় সামন্তসীল
প্রদান করেছে, কিন্তু এখানে চৌবরাজ্যে পদ-
পূর্ণ করেছে ইত্যাদি করেছে ।

১ম ব্রাহ্মণ । আমাদের আশীর্বাদে মহা-
রাজের দেব সাক্ষ্যকার লাভ হয়েছে ।

২য় ব্রাহ্মণ । দেশ থেকে অকালমৃত্যু নোপ-
পেয়েছে, কালে পঙ্কজ বর্ষণ করেছে ।

৩য় ব্রাহ্মণ । আমাদের আশীর্বাদে পৃথিবী
শস্তশালিনী ।

১ম ভ্রাতৃ-কু। আর রাণী স্বর্ণশালিনী ।

২য় ভ্রাতৃ-কু। হাঁ হাঁ বলি কি মূর্খ ! বলি
কি ! মহারাজ ! হুঃখিত হবেন না ।

রাজা। সে কি দেবতা ! আমি আপনা-
দের দাস, আপনারা যা বলবেন তাই আমার
অনির্বাহ্য । উত্তানের হয়েছে কি ?

১ম ভ্রাতৃ-কু। অপবিত্র হয়েছে ।

রাজা। অপবিত্র ? সে কি ! কে করলে ?

২য় ভ্রাতৃ-কু। উত্তান একেবারে গেছে ।

১ম ভ্রাতৃ-কু। তার পুশ্পে আর দেবতার
অর্চনা হতে পারেন না ।

২য় ভ্রাতৃ-কু। তার হস্তিকা কাকবিষ্ঠার পরি-
ণত হয়েছে ।

রাজা। কে অপবিত্র করলে ?

১ম ভ্রাতৃ-কু। একটা অপবিত্রা রজকতনয় ।

২য় ভ্রাতৃ-কু। কিন্তু স্বন্দরী ।

রাজা। রজক-কস্তা ?

১ম ভ্রাতৃ-কু। হুঁ মহারাজ ! অম্পর্শিয়া ।

২য় ভ্রাতৃ-কু। কিন্তু মঙ্গিরাক্ষী, শুদ্ধতী ।

৩য় ভ্রাতৃ-কু। অক্ষমতী ।

১ম ভ্রাতৃ-কু। বেগবতী ।

রাজা। দ্বারে প্রহরী, কেমন করে প্রবেশ
করলে ?

২য় ভ্রাতৃ-কু। অলম্বিতে ।

৩য় ভ্রাতৃ-কু। আচম্বিতে ।

১ম ভ্রাতৃ-কু। হেলিতে ছলিতে । অসম-
সাহসিনী কথা শোনে না ।

২য় ভ্রাতৃ-কু। কিন্তু শান্ত, মাথা তোলে না ।

৩য় ভ্রাতৃ-কু। আমাদের কোপানলে পড়তে
চায় না ।

রাজা। ভাল, আমার অন্তঃপুংস্ব উন্মানে
পুশ্পচয়ন করুন, আমি এর প্রতিকার করছি ।
বে ঘৃণিতা রজকী ব্রাহ্মণের চরণবৎস্পৃশ উন্মানে

কল্মষিত করতে সাহসিনী হয়েছে, তার নাসা কা-
ছেদন করে সমস্ত আত্মীর সঙ্গে তাকে মের-
ত্যাগিনী করিয়ে দেব । আপনাদের নিশ্চিন্ত
থাকুন, আমি আমার আপনাদের কুল চরনের
কৃত উন্মানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করছি ।

[প্রস্থান ।

১ম ভ্রাতৃ-কু। মহারাজ ! সত্বর করুন, নতুন
আমাদের যোগ্যদি কার্য পুশ্পবিহনে পণ্ড হয় ।

২য় ভ্রাতৃ-কু। ধরণীতে আমার পাঁপের প্রা-
র্ত্ত হবে ।

৩য় ভ্রাতৃ-কু। আর ছুটিদিনের ভিতরে
মহারাজার বিশাল রাজ্যটা উন্মানে নমঃ করে
দেবে ।

(গীত)

অতি প্রকাণ্ড পাঁপের হাঁ
তার কুখার নাড়ি কঁড়ার জড়ি
কখনই ছানি হবে না ॥
সে যে চিরদিন এক ব্যাথা,
কইতে দেবে না রাম আর কইতে দেবে না পরাণ,
জ্বর বৃদ্ধিতে দেবে না মানে,
দেখতে দেবে না চক্ষে আর শুনতে দেবে না কানে,
আর যদি বা দেখিতে পাও,
আর যে ছেঁতু দেখিতে চাও,
দেখিবে বিশ্ব, ভীষণ দৃশ্য,
অথবা ভেঁ। নতুবা ভেঁ ॥

[প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

উত্তান ।

অধিকা ।

(গীত)

আমার দাগু হে বনশালী ।
আমি মাগর তরঙ্গ নাড়িতে
হলে আপনাকে দিছি জালি ॥

২য় ভ্রা। শীপ স্টোটারে ডগার উপস্থিত ।

(রাজার প্রবেশ)

মহারাজ ! এইবারে আশ্বরক্ষা কর ।

রাজা। কি হ'ল প্রভু ! কি হ'ল প্রভু !

আপনাদের ক্রোধ হ'ল কেন ?

১য় ভ্রা। হ'ল কেন ? মহারাজ কি জান না, হ'ল কেন ?

২য় ভ্রা। মহারাজ সরে বাও, আমাদের ক্রোধ-সংগরে বাণ ডেকেছে—আমরা এখন তাতে হাবু ডুবু খাচ্ছি ।

রাজা। কেন প্রভু ! দাস কি অপরাধ করেছে ? আর যদি করেই থাকি, ত সে অজ্ঞান-কৃত অপরাধ, দয়া করে ক্ষমা করুন ।

১ম ভ্রা। না, ক্ষমা আর হতেই পারে না ।

২য় ভ্রা। না তা হতেই পারে না ।

৩য় ভ্রা। না কিছু হতে না ।

১ম ভ্রা। ক্ষমা করতে গেলেই লোকে আমাদের অক্ষম বলবে ।

২য় ভ্রা। আর অক্ষম বলেই আমাদের ক্ষমতা লোপ পেয়ে যাবে ।

১ম ভ্রা। আর ক্ষমতা লোপ পেলেই টি টি করব ।

৪র্থ ভ্রা। আর টি টি করলে কি করব ?

৩য় ভ্রা। ওই টিটাই করব, ওর বেশী আর করব না ।

রাজা। দয়াময় ! ক্রোধের কারণ এ দাসকে না বলে দাস কেমন করে প্রতিকার করবে ?

১ম ভ্রা। মহারাজ ! বাচস্পতির পুত্রও ব্রাহ্মণ সন্তান, আমরাও ব্রাহ্মণ সন্তান ।

রাজা। আমার চক্ষে সকল ব্রাহ্মণই সমান ।

২য় ভ্রা। তারও পৈতৃক আছে, আমাদেরও আছে ।

৩য় ভ্রা। তার পৈতৃক যেমন করসা, আমাদের পৈতৃক তেমন করসা ।

রাজা। কারণটা কি বলুন ?

১ম ভ্রা। সেও অশুদ্রপ্রতিগ্রাহী, আমরাও অশুদ্রপ্রতিগ্রাহী ।

২য় ভ্রা। সেও রজনকান্ধিনীকে দেখে হাতের ফুল ফেলে দিয়েছিল, আমরাও দিয়েছলুম ।

৩য় ভ্রা। মাজী সেও ফেলেনি, আমরাও ফেলিনি ।

রাজা। দয়া করে ক্রোধের কারণ বলুন ।

২য় ভ্রা। কারণ আবার বলব কি—কারণ কি জান না মহারাজ ? শূদ্রাণীর অতবড় স্ববর্ণ-প্রতিমাটি নির্মাণ করালে, কেটে কুটে ধোঁড় কুচি করে দান করলে, আমাদের প্রাণটা হ'ল কি ?

২য় ভ্রা। তম্বলী শূদ্রাণী—বিনাশাফী—

১ম ভ্রা। বৃকোদরী—

৩য় ভ্রা। অজারুলস্বিতবাহী—

৪র্থ ভ্রা। আধ মণ নিরুধিনী ।

২য় ভ্রা। এত গুণ থাকতে আমরা কি না ফাঁকে পড়লুম ?

রাজা। কেন, আপনারা কি বিদেশ পাননি ? সকলে। সে মিছে পাওয়া ।

১ম ভ্রা। কেউ পেয়ে মুড়ো, কেউ নেছা, কেউ পেটি, কেউ দাগা, আর আমি কিনা একটু তিলফুল নাসা !

২য় ভ্রা। আর আমি কিনা একটু ভেলা-কুচো অধর !

৩য় ভ্রা। আমি কিনা ছটাক খানেক হাদি !

৪র্থ ভ্রা। আর বাচপোতের বেটা—

সকলে। যেটা—

৪র্থ ভ্রা। পঙ্কবৃক্ষ—উষ্ট্রলুপ্তি রহা রহা ।

সকলে। অধা—

৪র্থ ভ্রা। তনৈ দস্তা কিনা নিবিড়নিয়া ।

সকলে। বা ।

গীত।

আমরা সকলে।

এক নিমিষে উঠবে অলে বেগুনে তেলে।

সখর রাজার বাড়ি রাজার ছেলে।

বল না—কার রোষে এই এক নিমিষে গিয়েছে অলে।

হৃপবিহ্ন একটি ছত্র ছিল তার গলে—

একাঙ জ্ঞানের কাছি যেমন সব ধরে আছি, আমরা সকলে

যদুবংশ ধ্বংস হ'ল একটি মুহূর্তে, মুহূর্ত কে বল দিলে ?

একো সে হাওয়া পাওয়া, হীচা কাশা অক্সা পাওয়া, দুর্কাসা,

যেমন তারে উপহাস, একেবারে নশটি মাস।

শায়নারা হাঁস কঁাস চোকটি কপালে।

(রানীর প্রবেশ)

রানী। মহারাজ! কই মহারাজ!

রাজা। একি রাজ্ঞী?

রানী। কি হ'ল মহারাজ?

রাজা। কি হ'ল—কি হ'ল?

রানী। ছেলে মৃগয়া করতে গিয়ে কি হয়ে

এল মহারাজ?

১ম ভ্রা। এঁা—

সকলে। তাইত হে, এঁা—

রাজা। কি হ'ল?

রানী। একেবারে উন্মাদ!

রাজা। সে কি—উন্মাদ?

রানী। একেবারে বাহুজ্ঞান শূন্য।

সকলে। সেকি? সেকি?

১ম ভ্রা। উন্মাদ হয়ে আসবার কথা তো

হয় নি।

রানী। কি হ'ল, কি হ'ল, মহারাজ?

বংশের প্রাণী শান্ত শিষ্ট পুরুষের কি হয়ে এলো

মহারাজ?

রাজা। ও ঠাকুর। কি হ'ল?

১ম ভ্রা। বল না হে কি হ'ল?

২য় ভ্রা। বল না হে?

৩য় ভ্রা। বল না হে কেউ নেই—

রানী। আপনাদের আদেশে মাহেন্দ্রক্ষণ
ছেথে পুত্রকে যাত্রা করালুম—আশনার! বলেন.
দেবকতা লাভ হবে।

১ম ভ্রা। তা হবে।

রানী। কই হ'ল? উটে যে প্রমাদ হ'ল!

২য় ভ্রা। তা হয়েই থাকে।

১ম ভ্রা। হয় দেবকতা, না হয় প্রমাদ।

রাজা। চল দেখি—দেখিগে।

রানী। চল মহারাজ! কি হ'ল দেখ মহারাজ,
কবিরাজ ডাকাও,—রক্ষা কর, রক্ষা কর।রাজা। ঠাকুর। আপনারা বাইরে যান,
আমি বাছি।

১ম ভ্রা। আর বাছি, ওহে আর কেন?

সকলে। আর কেন, আর কেন?

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রবেশ।

রাজা।

রাজা। ব্রাহ্মণের আদেশে, পুত্রের উন্মাদ-
রোগ আরোগ্য করতে হলে বৌড়ীকুমারীপূজার
প্রয়োজন। মহেশ্বর! বৌড়ীকুমারী কোথায়
পাই?—পেলে না—বিমর্ষ মুখে ফিরে এলে যে
সোমবামী?

(সোমবামীর প্রবেশ)

সোম। পেলুম না।

রাজা। পেলে না? আমার এই বিশাল
রাজ্য, এত প্রজা, এর ভেতরে একটা বৌড়ী
কুমারীর সন্ধান পেলে না? এয়ে অসম্ভব কথা
সোমবামী।সোম। আর অসম্ভব! কাঁধাত: তাইত
দেখছি মহারাজ! ব্রাহ্মণের ভেতর গিয়ে

জিজ্ঞাসা করলুম, তারা আমাকে বাতুল বলে
হেসে উড়িয়ে দিলে । বলে ঘোড়শী সাত ছেলের
মা, সে কখন কি কুমারী হয় ? তারা নরকে
যাবার ভয়ে দশ বৎসরের মধ্যেই কতাকে পাত্রহা
করে, তাদের মধ্যে ঘোড়শী কোথায় ?

রাজা । ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ঘরে ?

সোম । আজ্ঞে তাদের ঘরে ঘোড়শী
অবিবাহিতা আছে বটে, কিন্তু একটাত্তেও
কুমারী নেই ।

রাজা । কেন, তাদের চরিত্রে কি কলঙ্ক
দর্শন করেছে ?

সোম । আজ্ঞে তা কেন, যৌবনে পদক্ষেপ
না করতে করতেই তারা ঘোড়ায় চড়ে, দখ
হাঁকান, হাঁল বা একটু আঁঠু অস্ত্র ধরাধরি শিক্ষা
করেন, পাঁচ জন ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখাটা
আসটা ক্রীড়াটা কৌতুকটা চলে, তার ওপর
সকলেই ঐশ্বর্য্য মধ্যে প্রতিপালিত, উদরের চিন্তা
ত বড় একটা কাউকে করতে হয় না—সবার
উপরে উদাহরণ, সন্তানরা পলায়ন, কাম্বীর
স্বয়ংস্বর, দয়মন্তীর হাঁসের উপাখ্যান ইত্যাদি
ইত্যাদি ছু পাঁচটা উপজ্ঞাসও তাদের পড়া শুনা
আছে । এই রকম নানা জাতীয় সার পড়ে তাদের
হৃদয়ক্ষেত্রটা এমন উর্বরা হয়ে পড়ে যে, চক্ষু কর্ণ
নাসিকা দিয়ে হৃদয়মধ্যে প্রেমটা একবার
প্রবেশ করতে পারলেই একেবারে বিগল্যাপী
শাখা প্রশাখা নিয়ে কিছুকটিকার কাণ্ড হয়ে
দাঁড়ায় । অস্ত্র ভাববেন না মহারাজে, আপনার
সমাজ-শাসনে রাজ্যে অসন্তী নাই । তবে
মহারাজের রাজ্যের ওপর অধিকার, আর দেশ-
বাসীর দেহের ওপর অধিকার । মনের ওপর
অধিকার ত' নেই, কাজেই আপনার রাজ্যে
নারীকুলে অবিবাহিতা আছে, সাক্ষী আছে,
কুমারী নেই ।

রাজা । তা হ'লে উপায় সোমস্বামী ?

সোম । নিরুপায় । আমার সখা—সমগ্রাণ
—তার জন্ত অশ্রমজ্ঞানে আমি কিছু ক্রটি
করিনি । একস্থানে গিয়ে দেখলুম একটা মেয়ে
বাতায়নের কাঁকে মুখ বাড়িয়ে চারিদিক নজর
করছিল । নজরটা ঘুরতে ঘুরতে আমার ওপর
পড়ে গেল—আমিও একটা ভেঙেচান দিয়ে
তারে অভ্যর্থনা করলুম, সেও প্রতিভেঙেচান
দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমি দুট
সরলা কুমারী । তাকে নাশিয়ে এনে দেখি,
সেটা যথার্থই একটা কুমারী—অষ্টমদর্শী—
কিন্তু পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত আহার পুরে পুরে
সেই বয়সেই অষ্টাদশী হয়ে পড়েছে । সেটার
গালে মিষ্টার, বাম হস্তে মুকুল, দক্ষিণ হস্তে
চিড়ের চাক্টি, বামকৃষ্ণিতে খইচুর, দক্ষিণে
কদ্দমা, নাভীগহ্বরে ফীর ।

রাজা । বরষছি, তা হ'লে এখন উপায়
কি বল ? তা হ'লে কি শূদ্রের আশ্রয় গ্রহণ
করতে হবে ?

সোম । মহারাজ ! ওই বিদরটা আমার
মাগ করবেন, ওটা পারব না ।

রাজা । তা হ'লে কি হবে সোমস্বামী ?
পুত্র দেবকতা দর্শনে উন্মত্ত হয়েছি, সে দিব্যোন্মাদ
আরোগ্য করতে হ'লে ঘোড়শী কুমারী পূজার
প্রয়োজন ।

সোম । সে যা হোক, তদিকে আমার যেতে
বলবেন না ।

রাজা । কারণ কি ?

সোম । কারণ কি ? কি বলব মহারাজ !
কারণ বলতেই ভয় করে । মহারাজ, মহারাজ !

রাজা । কি হ'ল—কি হ'ল ?

সোম । কারণ এই মাথার ভিতর প্রবেশ
করলে ।

রাজা। ওকি বলছ ?

সোম। আজ্ঞে আর বলাবলি নয়, এবারে কারণ গেল, কার্য্য এল, মহারাজ ! মস্তিকের অবসাদ।

রাজা। ওকি পাগলামি আরম্ভ করলে ?

সোম। আজ্ঞে আরম্ভ করেছি বহুকাল। মহারাজ বৃষ্টি শেষে এনে ফেললেন।

রাজা। আরে গেল, এ ব্রাহ্মণও কেপে গেছে ?

সোম। তবে শুভ্রন মহারাজ ! ক্ষেপাটা উচিত কি না, আপনিই বিচার করুন। আমি এদিকে এক চতুর্দশী চণ্ডালিনী বেখেছিলুম।

রাজা। তার পর ?

সোম। তার পর অমাবস্তা দেখবার ভয়ে অস্ত্র পথে পলায়ন করেছিলুম।

রাজা। কুমারী ?

সোম। বোধ হয়।

রাজা। লাভ্য হাব ভাব এ সব কিছুই জানে না ?

সোম। সেটা ঠাণ্ড করে দেখিনি।

রাজা। কথা কয়েছিলে ?

সোম। অনেক।

রাজা। তাতেও বুঝতে পারিনি, সে প্রেমা-বাদ জানে কি না ?

সোম। সেটা বুঝেছি।

রাজা। কি বুঝেছ ?

সোম। জানে বিলক্ষণ।

রাজা। তবে আর কি হ'ল ?

সোম। আজ্ঞে কি হ'ল নয়, হবার বিলক্ষণ উপকরণ তাতে আছে। সে প্রেমের বাদ ভাল রকমই পেয়েছে। তবে প্রেমটা তার নিয়ামিত।

রাজা। মানে কি ?

সোম। আজ্ঞে, গাছটা, পালাটা পাথরটা,

পাহাড়টা, একটু উচিয়ে গেল ত চাঁদটা তারটা এই রকম গোটাকতক টা ও টা নিয়েই তার প্রেম। তবে আশের গন্ধ যে একেবারে নেই, তা বলতে পারি না। হরিণটে, ভেড়াটা, সিংহটে, পক্ষীটে, এ রকম সামগ্রীগুলোতেও তার নজর আছে। আমার দিকেও যে নজর পড়েনি, এ কথাও বলতে পারি না। তবে কি জানেন মহারাজ ! সে নজরে পাত নেই, তাতে হৃদয় বিকল হয় না—লে যায়।

রাজা। কোথায় সোমস্বামী ? এমন মেয়ে কোথায় সোমস্বামী ? সোমস্বামী ! শুধু কামনা পূরণের জন্য এত কাল ব্রাহ্মণ পূজা করেছি। যা চেয়েছি তাই পেয়েছি, কিন্তু জানিওম না যে ভীষণ গরল-মাগরই হচ্ছে কামনা-নীর পরিণাম। সোমস্বামী। যখন দরিদ্র ছিলাম, তখন ঐশ্বর্য্য কামনা করেছিলাম, ঐশ্বর্য্য পেলাম। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন স্বামী চাইলাম, স্বামী পেলাম। শেষে পুত্রের জন্য লালায়িত হলেম। ভাবলেম, পুত্র পেলে আর কিছু চাইব না, পুত্র পেলাম। কিন্তু কামনা ত গেল না। মহেশ্বরতুল্য তেজস্বী সম্ভান পেয়েও মনে ক'লেম এখন একবার দেবকতার স্বপ্ন হয়, দেব বংশের প্রাণী করতে পারলেই সমস্ত কামনা চরিতার্থ হয়। পেলে কি তাই হ'ত সোমস্বামী ? এখন আমার জ্ঞান ফিরেছে, আমার কামনার ফলে পুত্র উন্মাদ হয়েছে। সেই সঙ্গে বুঝেছি পুত্রও নিছক কন্দফলে উন্মাদ। তবে আমি পিতা, পিতার যে কার্য্য, তা আমার অদৃষ্টকর্তব্য। পুত্রের মঙ্গলের জন্য বজ্র করব, পুত্র আরোগ্য লাভ করে—তার অদৃষ্ট, না করে—তার অদৃষ্ট।

সোম। তবে কি চণ্ডালিনীকে দেখব ?

রাজা। তোমার ইচ্ছা। ব্রাহ্মণকে আদেশ করি আমার শক্তি নেই।

সোম । তবে চন্দ্রম মহারাজ !—টুকটুকি পড়ে যে ! ফিরব না কি ?

রাজা । সে কি সোমস্বামী ! সখার জন্ত কার্য্য করবে, তাতে অদৃষ্টের ভয় কর ? ব্রাহ্মণ ! এত দুর্ব্বল হৃদয়—ভেজ নাই ?

সোম । কি, আমার হৃদয়ে ভেজ নেই ! তবে চন্দ্রম, দেখব কেমন সে চণ্ডালিনী !

[সোমস্বামীর প্রস্থান ।

(বেগে ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ । মহারাজ ! সর্ব্বনাশ !

রাজা । আবার কি হ'ল ঠাকুর ?

ব্রাহ্মণ । দেবীর জন্ত আসন করে সকল ব্রাহ্মণ একবাক্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে তাঁর আবাহন করছিলেম ।

রাজা । তার পর ?

ব্রাহ্মণ । দেবকন্তা আপনার পুত্রের কপালে নাচবার জন্ত পায়ে নূপুর বান্ধিল, আমরাও নহা আনন্দে মন্ত্রের স্বর চড়িয়ে অগ্নিতে আহুতি দিচ্ছিলেম ।

রাজা । তারপর ?

ব্রাহ্মণ । আপনার মাঝে আসবার সমস্ত লক্ষণই একে একে প্রকাশ পেতে লাগল । এদিক থেকে একটা ছেলেকে উঠল—ওদিক থেকে একটা গরু দড়ি ছিঁড়ে ছুটল ।

রাজা । তার পর ?

ব্রাহ্মণ । তার পর হেঁড়া দড়ি আবার ছিঁড়ল কি কুড়ল সেটা মনে আসছে না, সার্ব্বভৌমের কুমারী কন্তা ঝিল্ ঝিল্ রবে বেগে উঠল ।

রাজা । বাজে কি বকছ ঠাকুর ? তার পর কি ?

ব্রাহ্মণ । ছোট ছোট যেহেতুলো গান ধরে দিলে, আর ছোট ছোট হোঁড়াগুলো ডিগবাজী খেতে লাগল ।

রাজা । উম্মাৎ ব্রাহ্মণ ! তার পর কি ?

ব্রাহ্মণ । তার পর—সেই ।

রাজা । সেই কি ?

ব্রাহ্মণ । ইী মহারাজ ! সেই—সেই সে দিনকার বাগানের সেই ।

রাজা । রত্নকনন্দিনী ?

ব্রাহ্মণ । রত্নমহারাজ ! চারিদিকে এক-বার চেয়ে দেখি, তার পর ইী কি না বলছি ।

রাজা । কি কর ব্রাহ্মণ ?

ব্রাহ্মণ । ইী মহারাজ ! আপনি ত ভাল করে দেখেছেন, সেটা কি ঠিক রত্নকনন্দিনী ?

রাজা । তার পর কি হ'ল বলুন ?

ব্রাহ্মণ । সেই আসনে এসে বসে পড়লো ।

রাজা । কিছু বলতে পারলেন না ?

ব্রাহ্মণ । বলিনি ? সকলেই কিছু কিছু বলেছি মহারাজ ! কিন্তু মনে মনে, চোখ বুজে,

হাত জোড় করে বল্লম—‘মা ! রত্নকনন্দিনী !

ও আসনটা যে দেবীর জন্ত যা ।’ মা অমনি বলে

উঠলেন, ‘বদি বলতে দিতেই পারবে না ঠাকুর !

তবে আবাহন করলে কেন ?’ বলেই মা আমার

জানমুখী, দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেলেন ।

আর অমনি আমি নিকোপিত, যজ্ঞস্থল অন্ধকার,

চারিদিকে রোদনের ধ্বনি, শিবাঙ্কল চাঁৎকার

করে উঠল ! মহারাজ সে রত্নকনন্দিনীকূপে

ভাবানী ।

রাজা । আবার সেই রত্নকনন্দিনী ! আমিই

তা'হলে আজ তার শিরচ্ছেদ করবো ।

ব্রাহ্মণ । তা হ'লে শীঘ্র আসুন মহারাজ ।

[উভয়ে প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

নিকুঞ্জ কানন ।

(অপরাজিতার প্রবেশ)

(গীত)

সে সে আর দেখলে না গো দেখলে না ।

বারেক ফিরে মুখ ফিরালে আর

ফিরলে না গো ফিরলে না ॥

সে যে দেখবে বলে এল,

আসতে পথে আর কি দেখে অমনি ভুলে গেল ।

রইল তার নোঁচন বেণু অধরে পাঁখা,

বাণীনে ফুলের সনে বেধুতে তানে তানে

আপন মনে কইল গো কথা ।

বনফুলে কাঁদলে কত শুনলে না গো শুনলে না ।

তার যে রসে আশ ফেরে সে বুঝলে না গো বুঝলে না ॥

(অপরাজিতার পরিক্রমণ)

(সোমস্বামীর প্রবেশ)

সোম । আরে মাল—চণ্ডালিনী ! এ আবার
এখানে কেনন করে ছুটল ? কিন্তু চণ্ডালিনী কি
সুন্দরী ! যোবন-গর্কিতা স্বাধীনা বন হরিকীর
গ্রাস ইতস্ততঃ বিচরণশীলা চণ্ডালিনী কি
সুন্দরী ! কিন্তু আমিও তেজস্বী ব্রাহ্মণ । আমি
সেই সৌন্দর্য্যে এই মুখ ফেরালুম ; এই বজ্রবাহ
দিয়ে মাথাটাকে আবদ্ধ করলুম ; যদি আপনা
আপনি অগ্রমনক হয়ে কিরতে চায়, মাথার অস্থি
অমনি মড় মড় করে ভেঙে যাবে—মাথা ফিরবে
না । কিন্তু চণ্ডালিনী কি সুন্দরী ! অকৌশল
শশাককেটাসদৃশী যেন মধুমদে আলোচনদনী
চণ্ডালিনী কি ভয়ানক সুন্দরী !

(অপরাজিতার প্রস্থান)

আহা হা ! চণ্ডালিনী কি চমৎকার চূপ করে
থাকে ! একি ! চণ্ডালিনী চলে গেল ? দেখেও
দেখলে না কথা কইবে প্রত্যাশা করেছিলুম, তাও
কইলে না ! তবে কি অবজ্ঞা করে চলে গেল ?
অবহেলা ? সে অতি অসহ্য । আমি ডাকে

তাচ্ছিল্য করে চলে যাব, তা না করে চণ্ডালিনী
আমাকে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল ? কোন চুলো
যাবে ? হেঁট যে আবার আসছে, কথা না ক
যাবার যো কি ? আমার গাল না খেয়ে নড়
সাধা কি ?

(অপরাজিতার পুনঃপ্রবেশ)

অপ । কি আলা, মালা ছড়াটা গায়ে
ঝুলিয়ে রেখে গেছি—পাঁচ বার নিতে আসি
আর ভুলে যাচ্ছি । এ মালা আমার নারায়ণ
দেব বলে উপবাস করে গেঁথেছি, নারায়ণ যে
আমার এই পানেই আছেন, মালা আর যে
চায় না । [প্রস্থানোদ্ধত

সোম । একটা কথা কইব ? না থাক
আর কইলুম বা ! না থাক—আর থাকবেই
কেন, হয়েই থাক । চণ্ডালিনী ! বলি ও চণ্ড
লিনী ! আরে মর, ও চণ্ডালিনী ! (স্তম্ভে
হঠাৎ) এত ডাকলুম উত্তর দিলিনি যে ?

অপ । আমায় ডাকলে ?

সোম । তবে এতগুলো চণ্ডালিনী চণ্ডালি
করে বললুম ?

অপ । আমি ত চণ্ডালিনী নই, ব্রাহ্মণী ।

সোম । ব্রাহ্মণী ?

অপ । হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমি
বিবাহ হয়েছে ।

সোম । সে কি ?

অপ । আমার বিবাহ হয়েছে ।

সোম । বিবাহ হয়েছে ?

অপ । হ্যাঁ, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ।

সোম । সে কি ?

অপ । নাও পথ ছাড় ।

সোম । কখন ছাড়ব না, এই আমি প
জুড়ে বসলুম । সে কি ! বিবাহ হয়েছে
কে ব্রাহ্মণ ?

অপ। তা জানি না।

সোম। বিবাহ হচ্ছে—সাতশাক যবে-
ছিন্ন, ছাউনির আড়ালে শুভদৃষ্টি করেছিস, কিন্তু
কে তা জানিস না ?

অপ। না, নাও সর। আমি স্বামীপূজা
করব, সময় উত্তীর্ণ হয়।

সোম। না—সরব না। আমার সঙ্গে
এত ঝগড়া, বিবাদ, বচসা, বাকচাতুরী হচ্ছে
এমন সময় কে সে বেচী বামন উটকো এসে
তোকে ছৌ মেরে নিলে ? আমার সঙ্গে
চাতুরী, আমি ব্রাহ্মণকুল নির্মূল করব।

অপ। আমি তাকে দেখিনি !

সোম। তবে কি করে বিবাহ হল ?

অপ। বাবা আমাকে নারায়ণ সমুখে তাঁর
নামে উৎসর্গ করে দিয়েছে।

সোম। সে ব্রাহ্মণ জানে ?

অপ। তা জানি না।

সোম। সে যদি ঘৃণা করে ?

অপ। করে করলে, তুমি পথ ছাড়।

সোম। সব কথা খুলে বল, নইলে পথ
ছাড়ব না। বল সে ব্রাহ্মণ কে ?

অপ। সে এক মহাতেজস্বী, কিন্তু মহা-
প্রেমিক ব্রাহ্মণ। সে এক অদ্রিষ্টপুত্রের প্রেমে
জাগ্রতভিন্না ত্যাগ করেছে।

সোম। কেন নরায়ণ তোর কাছে এ মিথ্যা
বটনা করেছে ?

অপ। যে বলেছে সে অন্তর্যামী। সে
বলে ব্রাহ্মণের অভিমান তাতে পূর্ণ মাত্রায়
বিগ্নমান, কিন্তু সখার কাছে যতক্ষণ থাকে,
ততক্ষণ সে আত্মহারা, সখার কাছে থাকলে,
কি করে, কি বলে, বাইরে এলে তার মনে
থাকে না।

সোম। তার পর ?

অপ। এখন আমার সেই ব্রাহ্মণ এক
বালিকার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, জাতি গর্ক, অভিমান,
সখা—সমস্ত সেই বালিকার পারে অঞ্জলি দেবার
জন্তে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সোম। তোমার মুগ্ধ করছে। দেখ অপ-
রাজিতা ! আমি বথার্থ বলছি অপরাজিতা !
তুই নিতান্ত ছেলেমানুষ্য তাই অপরাজিতা !
দূর ছাই আর বলব না। [প্রস্থান]

(অস্থিকার প্রবেশ)

(গীত)

ছিন্ন চাঁদ গগন পায়ে।

পাছিরে কথার ফাঁদ আর চাঁদ আর চাঁদ ডেকেছি ত'রে !

ধান ভানলে কুঁড়ো দেবো নাছ কটলে মুড়ো দেবো,

সোণার খালে ভাত দেবো ধরে বিখরে।

হেসে হেসে ভেসে চাঁদ পেল উপরে :—

জাবেশ মুদ্রিতে আঁখি, মাটি গানে চেয়ে দেখি,

গড়াগড়ি দশ চাঁদ নগরির পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

বন।

সোমস্বামী।

সোম। কি বিপদেই পড়েছিলেম, চণ্ডালিনী !
কি সর্বনাশ—আবার চণ্ডালিনী ! আরে বাপ
কি রক্ষাই পেয়েছি ! কিন্তু ভগবান, সে চণ্ডালিনী !
আহা হা অত রূপ—সে চণ্ডালিনী ! স্বর্গচ্যুত
আদ্য-প্রশুটিত পারিজাত, অপবিত্র স্থানে
নিপতিত ! দেবভোগ্য হবে না ? শুধু সৌরভ
নির্দ্দন প্রাপ্ত্যেব সমীকরণে আপনা আপনি
বিলিয়ে যাবে ? এত সন্দরী ! তাকে ব্রাহ্মণী
করলে না কেন নারায়ণ ?—কে বাগ তুমি ?
এখানে কতক্ষণ আছ ?

(দীনদাসের প্রবেশ)

দীন । আজ্ঞে দেবতা, আমি বাপুও বটে, আর আছিও বটে, কিন্তু কতক্ষণ যে আছি, সেটা ঠিক করে বলতে পারছি না !

সোম । সে কি রকম ?

দীন । আজ্ঞে এই রকম, আমার থাকা না থাকা দুই সমান ; তাই অত থাকাথাকির হিসেব রাখি না ।

সোম । কি বিপদ, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

দীন । (মাথা ঠুকিয়া) আজ্ঞে কল কবজা তো ঠিক আছে, তবে খারাপই বা কেমন করে বলব ?

সোম । বাঃ, বাঃ ! এ ত এক মজার মানুষ !

দীন । আজ্ঞে ও বিষয়টা একেবারে ঠিক হয়ে গেছে ।

সোম । তুমি কর কি ?

দীন । আজ্ঞে আমোদ করি, আশ্বাস করি, কলহ করি, কচকচি করি, পাইচারি করি, মানুষ দেখলে অহির করি, গম্বিতে অহিচাই করি, নীতে হিচি করি ।

সোম । হোজগার ?

দীন । কিছু না ।

সোম । সংসার চলে কি করে ?

দীন । আজ্ঞে হামাগুড়ি মেরে ।

সোম । সে কি রকম ?

দীন । আজ্ঞে সে বিষয়ে একটা গোপনীয়, শোচনীয় কথা আছে । আমাদের বাবা ঠাকুর বলে, সংসার পেট থেকে পড়েই চলতে আরম্ভ করেছে । সংসার আমার এক জায়গায় নেই—এই ছিলুম আত্মীয় বন্ধুর মারখানে, খানিক পরে বনালয়ে, আর একটু পরেই দেখি বসের নাটমন্দিরে । আমার সেখান থেকে দেখি

বাবাঠাকুরের কোলে । দেবতাই ! কি আর বলব, সে কোলে বসে দেখি এট ধোঁকার টাটী সংসার আপনায় মনে চুপি চুপি মাথাটা গোঁজ করে—রাজা, ব্রাহ্মণ, দেবতা, সকলকে মাথায় করে—ভরে বাবা ! আমার গাটা কাঁটা দিয়ে উঠছে (শুড়ি দিয়া) এই এমনি করে গো ঠাকুর, এমনি করে—কোথায় যে যাচ্ছে তা ঠিক করতে পারলুম না । কেবল কাঁপতে লাগলুম, আর ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রইলুম ।

সোম । তোমার সংসারে কে আছে ?

দীন । আমার সংসারে ? ও বাবা, আমার ও বাবা, আমার সংসারে ? কে না আছে ? মাথায় রাজা ব্রাহ্মণ আছে—উকুন আছে—গায়ে দাণ আছে, ব্রাহ্মণের ত্রীচরণের দাণ আছে । এক বাবাঠাকুর দফাকরে পদ্মপত্র কাঁৎ করে আমার গায়ে বলিয়ে দিছিলেন ।

সোম । তা নয়, স্ত্রী পুত্র ?

দীন । আগে ছিল, এখন নেই ।

সোম । কি হ'ল ?

দীন । কি যে হ'ল, তা ঠাণ্ডা করতে পারছি না । মেয়ে বয়ে গেছে, স্ত্রী তাই না দেখে মরমে মরে গেছে, আর আমার বর্গলাভ হয়েছে ।

সোম । বর্গলাভ হয়েছে ?

দীন । আজ্ঞে । মনে করি দু'চার দিন এখানে থাকি, কিন্তু পোড়া মেয়ের যে কি গো, আমাকে কিছুতেই থাকতে দেবে না । বলে বাবা বর্গ, বাবা বর্গ ! কি করি দেবতা ! একে এক মেয়ে, তাতে অভিমানিনী, কি জানি কখন কি করে বলে, কাজেই ভয়ে ভয়ে বর্গে থাকতে হয় ।

সোম । এ বলে কি ? এ সব কথা কি অর্থ আছে ? না পাগলের প্রলাপ ? বর্গে কর কি ?

দীন । আজ্ঞে ধোলাইকরা মিহি শাস্তি-
পুরে কাপড়ের মতন একগাল হাসি নিয়ে ফর্স ফর্স
করার উড়ে বেড়াই ।

সোম । খাও কি ?

দীন । কেবল ধতমত । সে আর তোমায়
কি বলব দেবতা । প্রথম যেদিন স্বর্ণে ঘাই, খুই
ও দিক থেকে রক্ত করে যেন একটা প্রকাণ্ড
সড় হলো । তার পরেই দেখিনা, এই এমনি
একটা বিতিকিচ্ছি বিপর্যাস্ত টোট । কাঁপতে
কাঁপতে বল্লম, বাবা টোট তুমি কে বাবা ?
আর এ গরীবের কাছে কেন বাবা ? টোট, বার
দুই খটাখট করে, আমার অন্তর্ভদ্র করে বল্লেন,
প্রভু ! আমি তোমায় পিঠে করব । কাঁপতে
কাঁপতে বল্লম, বাবা । সবইত তোমার হাঁ, পিঠ
কোথায় বাবা ? টোট প্রভু তখন বল্লেন, আমি
আগে এসেছি, পিঠ পশ্চাতে আসছেন, পুজু
এখনও অনেক দূরে নাড়া খাচ্ছেন । ক্রমে
ব্যলুম স্বয়ং প্রভু গরুড় । আমি তো পিঠে
উঠব না, গরুড় মহাপ্রভুও আমাকে ছাড়বেন
না । আমার ত গঙ্গদর্শন, শেষে কোথা থেকে
একটা লালচে লালচে কালচে কালচে শুড়—
ভিজ্ঞে কাপড়ে যেমন ইন্দ্রী ঘসেগো ঠাকুর, ভিজ্ঞে
কাপড়ে যেমন ইন্দ্রী ঘসে, ওমনি করে আমার
পিঠে ঘসতে লাগলো । একি বাবা, তুমি
আবার কে ? আমি গণেশ, তোমাকে সিদ্ধি
দেবার জন্তে গারে হাত বুলুচ্ছি ।

সোম । তোমার মেয়ে কি সুন্দরী ?

দীন । আজ্ঞে, খায় দাঘ বেড়িয়ে বেড়ায়,
সুন্দরী কিনা অত ঠাণ্ড করে দেখেনি । একটু
খানি দাঁড়াও দেবতা ! তা হ'লেই দেখতে পাবে ।

সোম । তুমি কি জাত ?

দীন । আজ্ঞে অশ্বর বৈজ্ঞ ।

সোম । অশ্বর বৈজ্ঞ !

দীন । আজ্ঞে, এক দেবতার সঙ্গে এ নিয়ে
অনেক তর্ক হয়ে গেছে । দেবতা হার যেনে,
এক টোটা দৌড়ে স্বীকার করে গেছে যে,
খোপা শূদ্রের নয় ।

সোম । (প্রহারোত্তত)—পাশও, বর্কর
শূদ্রাধম । আমায় পায়ে ছায়া ঠেকালি, সমস্ত
বস্ত্রাদি নষ্ট করে দিলি । “অঙ্গটাকে অপবিত্র
করলি ? দূর হ’, দূর হ’, অমুখ থেকে দূর হ’,—
দুর্গা দুর্গা ।

দীন । কোথায় আপনার চরণ নেই দেবতা ?
আমরা তার দুলো, এখন ঝেড়ে ফেললে
কোথায় বাই দমায় ?

সোম । সর সর বেটা, নইলে মুণ্ডপাশ
করব, সর সর । (লাক্ষ্মীতে লাক্ষ্মীতে) হোর
ছায়া আবার ঠেকে, আবার ঠেকে, ঠেকলো
ঠেকলো ! ভবে রে বর্কর ! (পদাঘাত, দীন-
দাসের পিছাইয়া গমন) জান করি ত ভাল
করেই করি । পাশও বেটা, নজার বেটা, এত বড়
আম্পর্ক !

(অধিকার প্রবেশ)

অধিকা । বাবা, কোথায় গেলি ? এই যে,
এত বেলা করছিস কেন ? বাবাঠাকুরের প্রসাদ
পাবি না ?—দে বাবা, পা বাড়িয়ে দে !—একি
বাবা ! মস্ত ভুলে গেলুম কেন ? একি বাবা,
হোর আজ শূদ্রের মূর্ত্তি কেন ? এ্যা এ্যা,
চণ্ডাল—চণ্ডাল ! ও বাবা চণ্ডাল ছুঁয়েছিল ?

দীন । (অধিকার মুখ চাপিয়া) চূপ—চূপ,
পোড়ারমুখো যেয়ে ! চূপ, দেবতা, দেবতা,
প্রণাম কর ।

অধিকা । দেবতা ! (করযোড়ে) ঠাকুর !
আপনার এ মূর্ত্তি কেন ? ঠাকুর ! গুরুদেবের
কাছে শুনেছি ক্রোধ চণ্ডাল । বার হুদয়ে প্রবেশ
করে, সে চণ্ডালাধম । ঠাকুর ! ক্রোধ সধবণ

কর। এমন হুল্লভ দেবতা জন্ম পেয়ে চণ্ডাল হও কেন? নারায়ণ! ক্রোধ সধরণ কর। ঠাকুর! তোমাদের কত ডেকেছি। এলে ত এত ক্লেশ হয়ে এলে কেন?

সোম। আর তো নেই জননী।

অধিকা। ক্রোধের ঘর তো রয়েছে, সে ঘর থাকলে ক্রোধ ফিরে আসতে কতক্ষণ?

সোম। অভিমান! অভিমান দূর হও, আর আমি ব্রাহ্মণ নই, চণ্ডালখণ্ড।

অধিকা। তুমি নারায়ণ। ঠাকুর! আমি তোমার চিনেছি, আর কেন ছলনা কর? ঠাকুর! আমায় বক্ষা কর। ভুলে গেছি, মন্ত্র বলে দাও। ঠাকুর! আমায় বক্ষা কর, তুমি যা বলে দিয়েছ, যা করতে উপদেশ দিয়েছ, তা ভুলে গেছি। দয়াময়! এই কন্ডার প্রতি দয়া কর, পূজা না হ'লে মরে যাব। বলে দাও—এই উত্তপ্ত হস্তে ফুল শুকিয়ে বাদ্য—ঈশ বলে দাও, পিতা কি, পিতা কে?

সোম। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমস্তুপঃ।

অধিকা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমস্তুপঃ। (পিতৃচরণে পুষ্পঞ্জলি প্রদান)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমস্তুপঃ।

দীন। না, এ পোড়ারমুখো মেয়ে আমাকে আর বাড়াভাত খেতে দিলে না! বাবাঠাকুর! তোমার কাছে মরণ আছে? থাকে ত দাও ত বাবা, পেটটা ভরে খাই। আমার পুজি পাটা সব কুড়িয়ে গেছে, খাপি পর্যন্ত বাড়ন্ত। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা ঠাকুর! পোড়া মেয়ে নিয়ে যে কি অশ্রবের ভোগে পড়েছি,—দূর ছাই ঘেয়ের কাছে থাকাতা

ক্রমে দেখছি কুপথ্য হয়ে পড়ল। (প্রস্থানোচ্চত) ওরে পোড়ারমুখো মেয়ে আমায় নিষ্কৃতি দে।

অধিকা। তা হ'লে কি নিয়ে থাকব?

দীন। সে তুই খুঁজে নে। আমি আর ভোর ফুলের ভার সহিতে পারিনে। ডাগর মেয়ে, সোয়ামীর ঘরে যা; আমাকে আর হতুয়া দিস কেন মা? রাজার বাড়ীর সিং দরজার খাম দুটো পায়ে জুড়ে বইবো সেও স্বীকার, তবু ভোর ফুলের ভার আর সহিব না। দেখ দেবতা! এ পোড়া মেয়ে কি সর্বনেশে মম্ব শিখেছে যে, দেবতা হয়ে হয়ে পেটোয় পেয়ে গেলাম। তোমরা সব হতে পার, দয়া করে কেউ নারায়ণ হও না দেবতা!

সোম। মা মা! কুমারী শক্তিময়ী! পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে, জাতি-অভিমান, স্বার্থমদে আজীবন দাসত্বে এতক্ষণ চণ্ডাল ছিলাম। বুঝিনি মা, আমি কে? এ সংসারে আমার কতটা অধিকার? জ্ঞানময়ী! তোমার কৃপায় যদি মা আমার আমি ব্রাহ্মণ হলেম, তখন তুমি আমার শত্রুী গৌরী গুরু—মা তোমার —(প্রস্থানোচ্চত)

(পতঞ্জলির প্রবেশ)

পত। কর কি, কর কি? জানহীনা বালিকা, ব্রাহ্মণ হয়ে তার সর্বনাশ কর কেন?

সোম। কই আমি ব্রাহ্মণ প্রভু?

পত। বখম তুমি ছিলে না, তখন তোমার অজস্র তীর তীরস্বারে, তোমার সহস্র অভি-সম্পাতেও বালিকার ভয়ের কোন কারণ ছিল না। এখন তুমি মেঘমূক প্রভাকর। তোমার অসহ্য তেজ এ নীর পাতুল সহিতে পারবে কেন? শক্তির অধিকারী তুমি, শক্তিপূর্ণ তুমি, তোমার আর শক্তি হরণের প্রয়োজন কি? শক্তি বক্ষা কর, দেশ বাঁচাও।

রাজা। মা, মা ! পিতৃব্রতে ! পতিব্রতা
হতে চামত তা দিতে পারি । সতী, তোর কথা-
কাল উত্তীর্ণ, পিতা ছেড়ে পতি দেবতার আশ্রয়
গ্রহণ করবি কি মা ? ব্রাহ্মণ ! চিরকাল তোমা-
দের আদেশে চলে আসছি, তোমাদের আশী-
র্কাদ দেবকল্পা আমার পুত্রবধু হ'বে, ব্রাহ্মণের
অমোঘ আশীর্কাদ বিশ্বাস করে মায়ের আগমন
প্রত্যাশায় আকাশ পানে চেয়েছিলেম, ব্রাহ্মণের
আশীর্কাদ কলোছে ।

পত্নী। ব্রাহ্মণ-বাক্য, আমার বাক্য, বেদ,
চির সত্য । ব্রাহ্মণতত্ত্ব মহাশূন্য ! ব্রাহ্মণের
বাক্য দুষ্টার জন্ত, দেব মন্দিরী আত্মহারা, ভাড়া-
তাড়ি আসতে রজক চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করে
ছিলেন । জান চক্ষু চেয়ে দেখ, দীনদাস রজক
নয়—নাবাগণ । অধিকা রজকী নয়, দেব মন্দিরী—
তোমার পুত্রবধু । এখন আসুন মহারাজ,
আমার আশ্রমে আসুন । আজ শিবশক্তি সমন্বয়
করে আপনাকে কৃতকৃত্য করি । ব্রাহ্মণ
কত্রিয়কে—আমার প্রাণের প্রাণ অর্থাৎ সন্তানকে
দব দিয়েছি, কিন্তু তাই সে সবেদ মর্যাদা হইল
না । মা আমার রাজার ঘরে গিয়ে বিলাসিনী,
ব্রাহ্মণের ঘরে অহঙ্কতা গর্ভিতা অভিমানিনী,
কিন্তু এই নীচ অনাথী রজক চণ্ডালের ঘরে মা
আমার কার্য্যকরী শক্তি । সে শক্তিকে আশ্রয়
কর । আর দুগা রেখ না ।

রাজা । তুমি এ অঙ্ককাবময় পথ দিয়ে
আসতে পার, এই পথিল ভলে দূটতে পার, তাত
জানিতাম না । দর্পহারিনী ! দর্প চূর্ণ হয়েছে ।
এসে মা গৃহলক্ষী ! চির আকিঞ্চনের ধন ঘরে
এস ।

শেবাঙ্ক ।

অধিকা ও সোমস্বামী ।

সোম । আহ কি সুন্দর স্থান ! এ কোথায়
এলেম জননী ?

অধিকা । গুরু-আশ্রম ।

সোম । এ ত কমরাবতী !

অধিকা । এই দেখ প্রভু গুরু-মন্দির ।
ওই দেখ মন্ডাকিনী । তরঙ্গে তরঙ্গে ধরসীকে
প্রাবিত করবার জন্ত মা আমার উন্মাদিনী,
অজস্র ধারায় মন্দিরের গায়ে চলে পড়ছেন ।
মায়ের নাম করে গা ভাসান দিয়েছ, মা উজান
বায়ে তোমাকে এখানে রেখে গেছেন । মানুষ
পশুর ছায়া বনে বনে ঘুরত । ব্রাহ্মণ ! তুমিই
তাকে সংসারের ছবি দেখিয়ে, দীপ্তির নিয়ে
গৃহবাসী করিয়েছ, তাই তোমার বাসের জন্ত
অতি দ্রুত বিখ্যক্সা এই স্থান রচনা করেছেন ।

(অপরাজিতা ও পুরন্দরের প্রবেশ)

পুর । পিতা স্বর্গ ! পিতা দর্শ্য ! পিতৃ-
পরমশ্রুত ! পিতৃদত্ত শক্তি, সাধনার ধন, জীব-
নের কামনা, কোথায় তুমি ? আর যে চলতে
পারি না মা ।

অপ । আর চলতে হবে না ।

পুর । আহা একি ! একি মা অপরাজিতা ?

অপ । গুরু-মন্দির ।

পুর । গুরু-মন্দির । গুরু-মন্দির এত
শোভাময় !

অপ । এত শোভাময় ! আর ওই শোভাময়ী,
এই সুন্দর দেববান্ধিত আশ্রমের সকল বিভূতির
ঈশ্বরী, পিতৃসাধনার গুরুদত্ত ফল ।

অধিকা । আর এই ঠাকুর সেই বিখ্যক্সা-
বচিত গুরুদ আশীর্কাদি কল,—তুমি যে মন্ত্র
বলে দিয়েছিলে, এই তার দক্ষিণা ।

সোম । আর কেন দখা ! এস আমরা
ভগবানের আশীর্বাদ এ মহানন্দের আদান
প্রদান করি ।

(অধিকা ও অপরাধিতার গীত ।)

বনের পাখী ঘনে থাকে, আকাশে ছড়ায় প্রাণের গান ।

কেউ গলে যায়, কেউ বা দুমায়, কেউ বা ধরে বাণ ॥

পাখীর সনে কেউবা বয় বনে,

কেউ ধরে তাণ্ড, পূরে খাঁচায় আন ভবনে ।

পাখীর নাইকো অভিমান,

বাঁচার আছে সমান নাচে সমান ধরে ছান ।

পট পরিবর্তন ।

(অপরাগণের গীত ।)

চিনে লও আগুন আগুন মিলে বাও ভালবেসে ।

কেন হে হও আলাতন করে নয়ন হেথা এসে ॥

তুহি আমার পানে চাও, আমি তোমার পানে চাই,

তুমি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলে আমিও মুখ ফিরাই ।

এত ফেরাফিরি নয় ভাল পে, হাত ধরাধরি চলি চলি দে,

হরি হরি মুখে বলি দে, মনের মতন নাও হোসে ।

হাসিলেও যদি আঁদি আসে কেন বিরস বদন রঙ বাসে ॥

ববনিকা পতন ।

রঞ্জাবতী ।

(স্টার থিয়েটারে অভিনীত)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ

প্রণীত ।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কাঞ্চালয় হইতে

শ্রীমদনারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১৯ সাল ।

গরিখিত ব্যক্তিগণ।

| | | |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| বিষ্ণুপুরের রাজা। | দলু সর্দার | |
| অধিকার রাজা। | বলাই | দলুর পুত্র। |
| গৌড়ের সম্রাট-পুত্র। | দেওয়ান | |
| | কৃষ্ণধর | মণিরাণের ভৃত্য। |
| | দয়ানন্দ। | |
| অধিকার রাজপুত্র। | | স্ত্রী। |
| | পদ্মাবতী | বিষ্ণুপুরের রাণী। |
| মান্দারন রাজপুত্র। | রজাবতী | বিষ্ণুপুরের রাজার জালিকা। |
| বিষ্ণুপুরের রাজার সেৱাপতি। | লক্ষ্মী | দলুর স্ত্রী। |
| গৌড়েশ্বরের মহী। | সামুলা | ঐ মাতা। |

কঙ্ককী, প্রজাগণ, নাগরিকগণ, বিজ্ঞানগণ, রাজবংশ, নিমিরাণ সর্দার, গুপ্তচর, গ্রহবিগণ,
সৈন্যগণ, নাগরিকগণ, ভোম ডোমনিগণ, চক্রসেনের মাতার প্রেতাঙ্গা,
রাশাল-বালক ইত্যাদি।

রঞ্জাবতী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—রাজবাড়ী ।

(বীরমল ও পদ্মাবতী)

পদ্মা । হাঁ মহারাজ, রঞ্জাবতীর বিবাহের
কি ঠিক ক'রলেন ? আর ত তার বিবাহ না
দেওয়া ভাল দেখায় না । আপনিই এখন তার
অভিভাবক, যোগ্য বয়সে পাত্রস্থা না হ'লে,
আপনারই যে দুর্গম মহারাজ !

বীর । তাত সব বুঝছি, কিন্তু কি ক'রব
পদ্মাবতী, মনের মত পাত্র পাচ্ছি না !

পদ্মা । এই বাসলা মল্লকের ভেতর রঞ্জা-
বতীর পাত্র মিলল না ?

বীর । কই বুঝে ত পাচ্ছি না !

পদ্মা । বলেন কি ? আপনি এ কি বল-
ছেন মহারাজ ?

বীর । কই কাউকে ত দেখতে পাচ্ছি না ।
তা যদি থাকত, তা হ'লে কি একটু ক্ষুদ্র গ্রাম
নগর, তার জায়গীরদার রমাই ঘোঁষ, অল্পে অল্পে
সমস্ত বীরভূম জেলার ওপর আধিপত্য বিস্তার

করে । রাড়ে এত জমিদার থাকতে কেউ তাকে
দমন ক'রতে পা'রলে না ! তা হ'লে কি কদি,
তোমার পিতা মৃত্যুকালে তোমার ভগিনীকে
হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে গেছেন । সেই জন্তই
আমি কোনও কাজ ক'রতে পারছি না । আর
কেমন ক'রে বিবাহ দিই ? কোথায় দিই পদ্মাবতী !
আজ আমি রাজপুত্র দেখে রঞ্জাবতীকে তার
হাতে সমর্পণ ক'রব—আশা ছাঁদিন বাদে সে
রাণী হবে—কিন্তু কাল তাকে ভিখারিণী দেখব !
এ বকম অবস্থায়, কি ক'রে তাকে পাত্রস্থা করি ?
ভুগি কি আমার রঞ্জাবতীকে অমায়ুষ্যের হাতে
সমর্পণ ক'রতে বল ?

পদ্মা । তা কেমন ক'রে বলব ? কিন্তু
এ ত বড়ই দুঃখের কথা, দেশের এত রাজা
জমিদার থাকতে রমাই ঘোঁষের দমন
হ'ল না !

বীর । এই হুসময়ে যখন আমি অশক্ত বৃদ্ধ, কশ্মিতহস্তে নিজের দেহ দক্ষায় পর্য্যন্ত অক্রম, তখন একটা পুত্রের অভাবে হুঃসহ চিন্তার ভারে আমি দিন দিন দুষ্কির্মাণ হ'তে চ'লেছি । পুত্র বেঁচে থাকলে আজ আমার মত সখী কে ?—সুপ্রতিষ্ঠিত রাজ্য—সুখী প্রজা—আমি কোথা নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুধু ভগবদাধিনায় নিযুক্ত থাকব, তা না ক'রে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবতে ভাবতে আমি চিন্তা-ভারে অবসর !

পদ্মা । কি ক'রব মহারাজ, আমার অদৃষ্ট !

বীর । আমারও কি নয় ? আমি যেট বুদ্ধ বয়সে করি কি ? যৌবনের যে শক্তিবলে আমি মল্লভূমে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রেছি, যে সমস্ত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে একটা দিন অনার্য্যপানিত ক্ষত্রিয় বালক এই বিষ্ণুপুরে রাজ্য-ধানী স্থাপিত ক'রেছে, সে শক্তি জন্মের মত অন্তর্হিত ।

পদ্মা । একা যখন কেউ রমাইকে দমন ক'রতে পারছে না, তখন সবাই মিলে দমন করুক না কেন ?

বীর । একজন রাজার শত্রুকে সাধারণ শত্রু মনে ক'রবে, দেশের শত্রু জানে একত্র হয়ে তার দমনে অগ্রসর হবে, বাঙ্গালার সে মহাপুরুষ আর নাই । বহুদিন ধরে শাখার ধারায় প্রবাহিত শান্ত জল, বাঙ্গালীর বীরত্ব-ফুলিঙ্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত নিকিয়ে দিয়েছে । বাঙ্গালী শক্তি হারিয়ে এখন শুধু কল্পনার কুহকে নিশ্চিন্ত । স্বীকৃতিস্বরূপ মত শুধু কলহে আর বাগবিণ্ডায় পারদর্শী । কি আর বলব পরাবতী ! চিন্তায় আমার শরীর জর্জরিত । সামান্য রমাই ঘোষের উৎপাতেরই বাজলা যদি এত ব্যতিব্যস্ত, কোন প্রবল শত্রু যদি দেশ আক্রমণ করে,—করে কি নিশ্চয়ই করবে, তা হ'লে এ বাঙ্গালার কি হবে ?

যাক সে পরের কথা । এখনকার চিন্তা যে আরও বিধম ! শুনলুম, উক্ত রমাই আমার রাজ্যের সীমায় এসে উৎপাত ক'রে গেছে । এখন যদি সে আমার বিষ্ণুপুরই আক্রমণ ক'রে বসে, তা হ'লে রক্ষা কবোর উপায় কি ?

পদ্মা । আপনার ঐ এক কথা ! কুহ রমাই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে সাহস ক'রবে, এ আপনি মনেও স্থান দেন ?

বীর । স্থান দিতে আর অপরাধ কি ? সে যখন আমার প্রজার ওপর অত্যাচার ক'রেছে, তখন আর বাকী রেখেছে কি ? আমার বিষ্ণুপুর আক্রমণের সঙ্গে তার আর প্রভেদ কি ? সে ত আমাকে এক বকম ঝুঁকি আহ্বানই ক'রেছে । কিন্তু আমি তাঁজার তাঁজার সৈন্ত নিয়ে ঘরে ব'সে আছি । তোমার ভাই, সেনাপতি, এই শুভ সংবাদ প্রতিদিন স্বর্ণে শুনছেন, আর মনের দুঃখে মদনমোহনের প্রসাদের ভূষিত নাশ ক'রছেন ।

পদ্মা । এই আরম্ভ হ'ল ! আপনি অবকাশ পেলেই আমার ভাইকে নিয়ে রহস্ত করেন মহারাজ ! তাকে এই গৌরবাধিঃ পদ দেওয়াই বা কেন, আর দিয়ে রহস্ত করাই বা কেন ? এ পর আপনি যে ব'লবেন, আমার ভাই হ'তে আপনার রাজ্যের অনিষ্ট হ'ল, সেটা হবে না । আপনি এই বেলা মানে মানে তার পদ অপর কাউকেও প্রদান করুন ।

বীর । ভাইয়ের কথা ভুললে তুমিই বা ক্রোধ কব কেন ? যদি বিষ্ণুপুর দুর্ভাগ্যবশে শত্রুহস্তগত হয়, তখন কি তাঁরা তোমার ভাইয়ের মুখে ছুঁদের বাঁটা ভুলে দিগদামনে বসিয়ে, মেহনত হ'য়েছে ব'লে বাতাস ক'রতে থাকবে ।

পদ্মা । তখন সকলকার যা দশা, তারও তাই হবে ।

বীর। বেশ, বেশ এইটে ভেবে চূপ ক'রে
বসে থাকলেই আমিও নিশ্চিন্ত ।

পদ্মা। ভাইটেকে মিছেমিছি একটা গয়-
লার সঙ্গে যুদ্ধে পার্টিয়ে মেয়ে ফেলতে পারলেই
আপনি নিশ্চিন্ত ।

বীর। বস, বস, আর কথাই কাজ কি ?
বিষ্ণুপুর থাক আর যাক, আমি আর দ্বিতীয়
কথাটা কইব না ! এবারে যদি আমি কেনও
কথা কই, তা হ'লে তোমরা ভাই ভগিনীতে
মিলে আমার হাত পা বেঁধে বিড়াই নদীতে
ফেলে দিতো ।

পদ্মা। বালিহি, আমরা অমন কাজ ক'রতে
যাব কেন ? তার চেয়ে আপনি আমাদের
ভাই-বোনকে বিসর্জন দিন । সকল আপদ
চুক যাক ।

বীর। তোমরা হুঁজনে, না তার সঙ্গে
রঞ্জাবতী ?

পদ্মা। তাকে ফেলতে যাবেন কেন ? সে
সরলা বালিকা, সে কি অপরাধ ক'রেছে ?

বীর। তাই বল—এই বুদ্ধ বয়সে একেবারে
গৃহশূন্য—পাকাচুল তুলে দেবারও তো লোক
চাই !

পদ্মা। সে আর ব'লছেন কেন ? আপ-
নার মত লব কি আর বুঝতে বাকী থাকে ?
মেয়ে হ'লে কি এতদিন তার বিয়ে প'ড়ে
থাকতো ? এ যে যুগতী শালী ।

বীর। দেখ, তোমার মতন বুদ্ধিমতি
বাদ আর একটা এই বুড়ো বয়সে আমার পাশে
থাকে, তাহ'লে আমি ঘরে ব'সে শুধু
বুদ্ধান্ত নেড়ে ভূ'শো রমাইয়ের মাথা কেটে
ফেলতে পারি ।

পদ্মা।—নিঃ—তামাসা রাখুন—রঞ্জাবতীর
পাকের অহস্কান করুন ।

(কণ্ঠস্বরের প্রবেশ)

কণ্ঠস্বর। মহারাজ ! গৌড়েশ্বর তাঁর পুত্রের
সঙ্গে রঞ্জাবতী দেবীর বিবাহের জন্য আপনার
কাছে নারিকেল পাঠিয়েছেন ।

পদ্মা। মহারাজ ! মদনমোহনের কপায়
আপনার ছুটি পাশ আর পুরণ হ'ল না । প্রজাপতি
এইবার মুখ তুলে চেয়েছেন । গৌড়েশ্বরের পুত্র
যদি রঞ্জাবতীর বর হয়, তা হ'লে দৌভাগ্যের
কথা আর কি আছে ?

বীর। যথার্থই পদ্মাবতী, এ শুভ সংবাদ ।
গৌড়েশ্বরকে যদি কুটুম্ব ক'রতে পারা যায়,
তাহ'লে রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা
নিশ্চিন্ত ।

পদ্মা। মহারাজ আর বিলম্ব ক'রবেন না ;
আপনি শুভ সংবাদটা নিয়ে এলে, আমি মঙ্গল-
চণ্ডীর পূজা দিই ।

(রাজ্যের প্রধান ও রঞ্জাবতীর প্রবেশ)

রজা।—হ্যাঁ দিবি ! সবাই রমাই ঘোষ
রমাই ঘোষ ক'রছে, রমাই ঘোষটা কে ?

পদ্মা।—রমাই হচ্ছে 'নগরের' জায়গীরদার ।
তার বাপ হরি ঘোষ গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে
রাখালি ক'রত । বর্তমান গৌড়েশ্বরের বাপ
হরি ঘোষকে বীরভূম জেলার ময়ুরাক্ষী নদীর
ধারে নগর নামে একখানা গ্রাম জায়গীর দিয়ে-
ছিল । তারই বেটা রমাই ঘোষ ।

রজা।—তা তার এত প্রতাপ যে, সমস্ত
বাঙ্গালার লোক তার নামে কাঁপে !

পদ্মা।—আজ কাল তার আশঙ্কা বড়ই
বেড়েছে বটে ।

রজা।—তাকে কেউ অমন ক'রতে পারেনা ?
—পদ্মা কই সেরূপ লোক ত দেখছিনি ! এক
পারেন তোমার ভগিনীপতি । তা তাঁকে এই
বুদ্ধ বয়সে একটা তুচ্ছ রমাই ঘোষের বিক্রয়

পাঠিয়ে, মিছামিছি একটা বিপদ ডেকে আনবো ?

রজা।—দ্বিদি ক্রোধ ক'বো না—এটা বিষ্ণুপুরের রাণীর যোগ্য কথা নয়।

পদ্মা।—রমাই আমাদের ত কোন অনিষ্ট করেনি।

রজা।—যদি করে ? যদিই সে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে ? ট

পদ্মা।—বল কি ভগিনী ! বিষ্ণুপুর আক্রমণ কি রমাইয়ের কাজ ? গড়ের মুখের দল-মদল কামানের স্রুখে বয়ঃ যমরাজই উপস্থিত হ'তে সাহস করেন না, তা সে কোথাকার তুচ্ছ রমাই !

রজা।—কথাটা শুনে সম্ভট হ'লুম না দ্বিদি ! রমাইয়ের স্তন্যলুম-অভূত সাহস ! নোকে তার ভয়ে বড়ই ভীত হ'য়েছে। রমাই আমাদের ক্ষতি করেনি কি, বখেট ক্ষতি ক'রেছে। মহারাজের স্নানেকুণ্ডলি প্রকার ঘর লুটে নিয়েছে। আজ আবার স্তন্যলুম গড় মান্দারগ অবরোধ ক'রেছে।

পদ্মা।—এ সব খবর তুমি কোথা থেকে পেলে ? মহারাজ বলেন না—আমি পেলুম না !

রজা।—শীঘ্রই এ সংবাদ পাবে। মদন-মোহনের মন্দিরে গিয়ে এ সংবাদ পেয়েছি। কোথা থেকে না'রকেল নিয়ে মহারাজের কাছে ভাট এসেছে।

পদ্মা। আরে পাগলি ! সে কিসের জ্ঞান ? সে তোমার জ্ঞান ভাট না'রকেল এনেছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আর দু'দিন পরে আমরা এমন প্রক্রিয়াদের সঙ্গে সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি যে, এত রমাইও আর বিষ্ণুপুরের দ্বিসীমায় আসতে সাহস ক'রবে না।

রজা। পরের অজুগাধ ভিকারই বা প্রয়োজন কি ?

পদ্মা। এমন পাগল মেয়ে ত আমি কখন দেখিনি। পর কি ? সে বে দু'দিন পরে নিজের

হ'তেও আপন হবে। বর পেয়েই তুই পর ভ'য়ে বাসি নাকি রঞ্জাবতী ?

রজা। দাদা ত সেনাপতি, তা তিনি এক সৈন্য নিয়ে চুপ ক'রে আছেন কেন ?

পদ্মা। আ হরি ! তোমার দাদা কি মানুষ ? তা হ'লে হুখে কি ? সে রাজার শালা ব'লে সেনাপতি, যুদ্ধের কি জানে ! (বীর-মন্ডের প্রবেশ) কি সংবাদ মহারাজ ?

বীর। সংবাদ ভাল ! আমি ত স্বীকার ক'রে সওগাত দিয়ে গোড়ে লোক পাঠিয়ে ছিলুম। কিন্তু এ দিকে যে বিপদ উপস্থিত—রমাই যে মান্দারগ আক্রমণ ক'রেছে। একে-বারে বিষ্ণুপুর ভিকারে মান্দারগ আক্রমণ, এত ভাল কথা নয়।

পদ্মা। কোন পথ দিয়ে মান্দারগে গেল ?

বীর। তা কেমন ক'রে বলব। কিন্তু তার মতলব ভাল নয়। মান্দারগ-পতি লক্ষণ সেন আমার সহায় ছিলেন। তাঁকে আক্রমণ ক'রবার অর্থ আর কিছুই নয়, আমাকে বীনবন করা, এতে বোকা বাজে বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'রবারও তার উদ্দেশ্য আছে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অধিকা—রাজবাণী প্রান্তর।

(নরন ও প্রজাগণ।)

১ম প্রজা। দয়াময়, বহুদূর থেকে আপনীর নাম শুনে এসেছি।

২য় প্রজা। কোনও জায়গায় আশ্রয় পাই নি। মহারাজ ! স্তন্যলুম আপনি দয়্যার সাধার। আপনি না রক্ষা ক'রলে, দেবতা, আমরা যে সব ধনে প্রাণে যারা বাই।

১ম প্রজ্ঞা । ঘর বাড়ী, ধন, দৌলত, স্ত্রী, পুত্র, সব ঘরের মুখের কাছে রেখে এসেছি।

.. নয়ন । আগে স্থির হও, এমন ব্যস্ততা দেখালে ত আমি কিছুই বুঝতে পারবো না । স্থির হ'য়ে বুঝিয়ে বল ।

১ম প্রজ্ঞা । মহারাজ ! রমাই ঘোমের দৌরাঘো আঁমাদের প্রাণ যায় যায় হ'য়েছে ।

নয়ন । রমাই ঘোম ! সে ত বীরভূম জেলার জমিদার ।

১ম প্রজ্ঞা । আজ্ঞা হী মহারাজ !

নয়ন । তা সে এখানে এলো কেমন ক'রে ? তোমরা কার প্রজ্ঞা ?

১ম প্রজ্ঞা । আজ্ঞে গড় মান্দারগের রাজার ।

নয়ন । লক্ষণ সেনের ? তা তিনি তো একজন বীরপুরুষ, তিনি কি ঘোমের পোকে মগন ক'রতে পারলেন না ?

১ম প্রজ্ঞা । তিনি কি আছেন ?

নয়ন । লক্ষণ সেন নেই ?

১ম প্রজ্ঞা । তিনি রমাইয়ের সঙ্গে দুকে মারা প'ড়েছেন । তাঁর স্ত্রী এক শিশু পুত্র নিয়ে নগর রক্ষা ক'রছেন । কিন্তু তিনি আর কয়দিন রমাইয়ের সঙ্গে বুঝতে পারবেন চক্কর ? তাই আপনায় শরণাপন্ন হ'য়েছেন । এই পত্র দিয়ে-ছেন (পত্রদান) আপনি তাঁর পিতৃরূপ হ'য়ে তাঁর ধর্ম, মান, শিশুপুত্র, রক্ষা করুন ।

নয়ন । ভাল, তোমরা বিশ্রাম করগে ।

১ম প্রজ্ঞা । নয়ামিও, আজ্ঞে দিন, অন্তর দিন ।

নয়ন । কোথায় বীরভূম, আর কোথায় মানভূম, এর ভেতরে কিছু না হয় ত ছোট বড় একশো জমিদার । মাঝখানে বিষ্ণুপুর, সে সমস্ত ভিজিয়ে হ'মাই ঘোম কেমন ক'রে মাল্য-রণে এসে উপস্থিত হ'লো ?

১ম প্রজ্ঞা । কিছুই ব'লতে পারছি না মহারাজ ।

নয়ন । বেশ, তোমরা বিশ্রাম ক'রগে !

উভয়ে । মহারাজ নিশ্চিন্ত হব ?

নয়ন । হঠাৎ আমি একটা জবাব দিতে পাচ্ছিনে । বুঝতেই ত পারছ বাপু ! আমি বুঝ । যৌবনের শক্তির কণামাত্রও আমাতে অবশিষ্ট নেই : তার পর বাংলায় কোন রাজাই তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রতে সাহস করেনি । আমি একটু বেওয়ারের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কিছু ব'লতে পারছি না । ভাল গড়ের এখন অবস্থা কি ?

১ম প্রজ্ঞা । আজ কালের ভেতরে সাহায্য না পেলো, গড় শত্রু-কর্তৃগত হবে ।

নয়ন । বাও, একটু বিশ্রাম করগে । কে আছে—দেওয়ানজীকে ডেকে দাও ।

[প্রজ্ঞাগণের প্রস্থান ।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা । মহারাজ ! গোলামকে তলব ক'রেছেন কেন ?

নয়ন । তাঁর বাপ চ'লে গেছে ?

বলা । হী মহারাজ, বাবা ও না হুজনেই ত কাল রাতে চ'লে গেছে !

নয়ন । কোন পথে গেছে ব'লতে পারিস ! মেদিনীপুরের পথে, না তমলুকের পথে ?

বলা । তা ত ব'লতে পারি না মহারাজ জগন্নাথে যাবে এই মাত্র জানি !

নয়ন । তা ত যাবেই । কিন্তু কালীবা হ'য়ে যাবে শুনেছিলুম ।

বলা । আমি তা জানি না । কেন মহারাজ তাঁকে কি সরকার আছে ? সরকার থাকে ত বলুন না । যেখানে থাকে ধ'রে নিয়ে আসি । হুকু করুন, লাঠীতে ত্তর দিয়ে একবারে উড়ে বাই

নয়ন । না তা আর ক'রতে হবে না । তার
যমী জীতে, পুরুষোত্তম নর্শনে চ'লে গেছে,
এদের তার বাধা দিয়ে কাজ নেই । দেখি,
তুই এক কাজ কর । তাদের দলবল, যে যেখানে
আঁকে, সব এক জায়গার জড় হ'য়ে থাকতে
দু'ল । আমার দোঁসরা ছকুম না হ'লে, যেন
কথাও না যায় ।

দেও । বলা । যে আজ্ঞে ।

ক [প্রস্থান ।

স (দেওয়ানের প্রবেশ)

নয়ন । মান্দারগের কতকগুলি প্রজা শর-
রাখী হয়ে আমার কাছে এসেছে । মান্দারগের
ভাজা লক্ষণ সেন জীবিত নেই । তার এক
কাত শিশুসন্তান এখন মান্দারগের অধিপতি ।
আমিই যেন তার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে । তার
জাত থেকে সে শিশুর প্রাণরক্ষা করে, এমন
ক্রিমান মান্দারগে কেউ নেই । এরূপ অবস্থায়
শুধু কর্তব্য দেওয়ান ?

দেও । মহারাজ চিরদিনই আর্জিবাদ ।

মোক্ষ রমায়েরও অসীম প্রতাপ ।

কে নয়ন । সেই জন্তই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা
জাই'রছি কর্তব্য কি ?

দেও । বিশেষ আয়োজন না ক'রে, তার
সেজে যুদ্ধ ক'রতে পরামর্শ দিতে আমি সাহস
নিশ্চয় না ।

শক্তি নয়ন । তার ওপর দলু সর্দার এখানে
নতই । সে তীর্থ ক'রতে সর্দার পুরুষোত্তমে
গাই'লে গিয়েছে । অধিকার রমায়ের সমকক্ষ
রাজার অভাব । আমার ছেলেরা শক্তির

দল দিয়ে লক্ষগ্রহণ ক'রেছে, প্রকৃত-যুদ্ধ কখন
হবেনি । আমি বুদ্ধ, বোঁবনে যে শক্তির

দাব্যভাবে আমি অধিকারগৌরব প্রতিষ্ঠা ক'রেছি,
তার তা আমাতে নেই ।

দেও । দুদিন এ বিষয়ে চিন্তা না ক'রলে
আমি কিছু ব'লতে পারছি না মহারাজ ।

নয়ন । চিন্তা ? দেওয়ান চিন্তার অবসর
নাই । আজ যদি মান্দারগ রক্ষার্থ সৈন্ত না পাঠাই,
কাল লক্ষণ সেনের ক্ষুদ্র শিশু শত্রুহস্তগত হবে ।

দেও । তাহ'লে, আমি ভৃত্য—আমি
মহারাজের বশঃশরীরেরই স্বাস্থ্য কামনা করি । এ
যুদ্ধের পরিণাম কি বুঝতে পারছি না । তথাপি
আমি আপনাকে এ মহা কার্য হ'তে নিবৃত্ত
হ'তে ব'লতে সাহস করি না । কেননা শরণাগত
প্রতিপালনই রাজধর্ম ।

নয়ন । দেওয়ান ! এই কথা শোনবার
জন্তই আমি তোমাকে ডাকিয়েছিলুম । তাহ'লে
তুমি এখন থেকেই রাজ্যভার গ্রহণ কর ।

দেও । তা আপনিই বা এ কার্যে আগ্রহ
হবেন কেন মহারাজ ? চিরকালই যে অধিকার
শাস্তি থাকবে, তারই বা মানে কি ? এইত
অশান্তির সূচনা—আপনার চার উপযুক্ত পুত্র ।
এই অবসরে তাদের রাজ্যরক্ষার উপযোগী
ক'রলে হয় না ?

নয়ন । বেশ ব'লেছ । রাজপুত্র যদি রাজ-
ধর্মের উপযুক্ত না হয়, তাহ'লে তাদের জীবনের
মূল্য কি ? আমার অধিকা তাদের জন্ত নয় ।
শত বৎসর কাপুরুষ রাজার অধীন থাকার চেয়ে,
একদিনের বীরত্ব স্বত্তি বকে ধ'রে যদি আমার
অধিকা রসাতলে যায়, তাও অধিকার গৌরবের
কথা ।

দেও । ভৃত্যেরও তাই মত মহারাজ ।

নয়ন । বেশ, তুমি এখন এস । (দেওয়ানের
প্রস্থান) মহাশয় ! (রাজপুত্র চতুর্দশের প্রবেশ)
মান্দারগের শিশু রাজা বড়ই বিপন্ন । নগরের
এক জমিদার, তাঁর রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে ।
তোমরা সেই শিশুটিকে রক্ষা ক'রতে পার'বে ?

১ম পুত্র । মহারাজ ! শিশু রাজার বিপদের কথা শুনে, আমরা সকলেই রমাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করবার অনুমতি নিতে এসেছি ।

নয়ন । বড়ই সঙ্কট হ'লুম । তাহ'লে আজই তোমরা রক্ষিণী দেবীকে প্রণাম করে যাত্রা কর । সময় বড়ই সজ্জিশু, দিন অগ্ন দেখে যাত্রা করবার পর্যাণ্ড অবকাশ নাই ।

সকলে । যথা আজ্ঞা ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—রাজবাড়ী ।

(মণিরাম)

মণি । রমাই ঘোষকে দমন ক'রতে আমি যাব । পাগল আর কাকে বস ? যা শত্রু পরে পরে । রমাই ঘোষ লক্ষণ সেনকে হেরে ফেলতে পারলেই ত আমি নিশ্চিত । আমি রমাইকে মারি, আর উনি অপুলক বিষ্ণুপুর রাজ, তার একটি ছেলেকে পুষ্টিপুত্র নিয়ে রাজ্যটি তাকে দান করেন । এ রকম কাজ না ক'রলে তাঁর মৃত্যু হবে কেন ? একটি একটি করে রাজ্যের সবাইকে তাড়িয়ে, আমিই রাজ্যের এক রকম কর্তা হ'য়েছি । সমস্ত সৈন্ত এখন আমার বশে, আর আমাকে পায় কে ? কালে আমিই বিষ্ণুপুরের রাজা । লক্ষণ সেন ম'লে শব্দা একেবারে নিশ্চয়ই রাজা । এখন আমি তাকে বক্ষা ক'রে আপনার পায়ে কুড়ুল মারি ? আরে আমিই ত রমাইয়ের পেছনে আছি—তাকে বিষ্ণুপুরের ধার দে নিপিয়ে যাওয়ায় করতে দিচ্ছি । আমি শত্রু হ'লে সে বিষ্ণুপুর ডিলিয়ে যায় কেমন ক'রে ? সেই রমাইকে মারতে আমি যাব ?

(বীরমজের প্রবেশ)

বীর । রমাই ঘোষ নাকি গড়মান্দারণ অবরোধ করেছে ?

মণি । তাইত শুনিছি মহারাজ !

বীর । শুনে কি ক'রছ ?

মণি । কি ক'রব, ঠিক করতে পারছি না ।

বীর । লক্ষণ সেন আমার হিতৈষী বন্ধু । তার বিপদের কথা শুনে তুমি চূপ ক'রে আছ ?

মণি । আজ্ঞা মহারাজ আমি ত চূপ ক'রে নেই । রমাই ঘোষের কি ক'রে দমন হয়, এই ভাবনায় আমি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছি ।

বীর । ছটফট ক'রে বেড়ালে ত আর সে নেমকহারা'য়ের দমন হবে না, মান্দারণের সাহায্যে সৈন্ত পাঠাও ।

মণি । পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রছি । কোন দিক দিয়ে কত সৈন্ত নিয়ে গেলে চট ক'রে রমাইকে গ্রোপ্তার ক'রতে, পারবো তাইই চিন্তা ক'রছি ।

বীর । চিন্তা ক'রতে ক'রতে যখন রমাই এসে তোমাকে চট ক'রে গ্রোপ্তার ক'বে আমার রাজ্য আক্রমণ ক'রবে, তখন কি ক'রবে ?

মণি । আপনার রাজ্য আক্রমণ করা বি রমাইয়ের সাধ্য ? মান্দারণের ক্ষুদ্র জমীদারের সঙ্গে কি আপনার তুলনা ? আপনি পশ্চিম বঙ্গের রাজা । আপনার দল-মাদল কামানে সমুখে স্বয়ং বমরাজীর্ষসেতে পারেন না আপনার রমাইকে ভয় কি মহারাজ ?

বীর । ও সব ত্রোক বাক্যে আমি ভোলাবার চেষ্টা ক'রো না মণিরাম ! সংসা সম্বন্ধে তুমি আমার আত্মীয়ই হও, আর যো হও, রাজ্য সম্বন্ধে যদি তোমা হ'তে সাহা অনিষ্টও হয়, তাহ'লে আমি তোমাকে শর ব'লেই মনে ক'রব ।

মণি । সে কি মহারাজ ! আমি আপনার ভৃত্য, আমি হতে আপনার অনিষ্ট হবে, একি কথা ? আমি মহারাজের মঙ্গলের জন্যই যুদ্ধে যেতে ইতস্ততঃ করছি ।

বীর । আর ইতস্ততঃ করতে হবে না ; এখনি সৈন্য নিয়ে যানারশে যাও । দুর্ভাগ্য রমাইকে শাস্তি দাও । যদি এই বুদ্ধ বয়সে আমাকে অস্ত্র-ধারণ করাবার ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে আজই সৈন্য নিয়ে যাত্রা কর । সে নেমকং'রামকে বেধে নিয়ে এস । [প্রস্থান ।

(রঞ্জাবতীর প্রবেশ)

রঞ্জাবতী । হাঁ দাদা ! মহারাজ আপনাকে ত বার বার রমাইকে দমন করতে বলছেন, ক আপনি ইতস্ততঃ করছেন কেন ?

মণি । আরে থাম, জেঠাম করিসনি । এ মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতন থাকি । তোর এ সব কথায় দরকার কি ?

রঞ্জাবতী । আমাদের যে স্তন্যে হয় ।

মণি । স্তন্যে হয় ত নিজের লড়াই করগে মে বা না ।

রঞ্জাবতী । কাজেই, আপনি না যেতে পারলে তাঁ আমাদের যেতে হবে বই কি ।

মণি । আরে হ'ল ! বলে কি ?

রঞ্জাবতী । বাবা আমার খুঁজে খুঁজে লোকের উপকার করে আসতেন, তাঁর পুত্র হয়ে আপনি নায় একি আচরণ ?

মণি । ভারী কাজ করছে ! দান ধ্যান, নায় লোকের উপকার এ সব করে ত সব হ'ল ।

পৈত্রিক বাস্তবিক যোগ্যে যা ছিল, একদিনে জন দামোদর সব পেটে পুরে ফেললে । শুধু লোকের

উপকার করলেই যদি দুনিয়া ভাল, তাহ'লে কো'রো ভোমার বাপের ভিতের আজ তেউ খেলত না ।

আর অমন বংশের মেয়ে এই বাগদী রাজার ঘরে

পড়তো না । বাপ যদি আমার বোকা না হ'ত, তাহ'লে পরের উপকার করতে গিয়ে, নিজের এত বড় একটা অনিষ্ট করে বসে ? আমাকে কি ভয়ীপোতের চাকরী করে যেতে হয় ? না তার মথনাড়া সইতে হয় ?

রঞ্জাবতী । এ আশনি কি বলছেন দাদা ?

মণি । বল'ব আশ'র কি ? বল'বার আছে কি ? তুই যা—আপনার কাজ দেখগে বা ।

রঞ্জাবতী । আপনার জন্য সবাই আমার সাধু বাপের নিন্দে করছে । স্তন্যে আমার কান্না পাচ্ছে ।

মণি । কে নিন্দে করেছে বলত ? তাকে একবার নিন্দে কর'ব'র মজাটা দেখিয়ে দিই ।

রঞ্জাবতী । কার নাম কর'ব ? নিন্দার কাজ করলেই নিন্দে করে । আপনি বাবুলার রাজার মহাপাত্র, আপনার অধীনে হাজার হাজার সৈন্য, আপনি একটা তুচ্ছ জায়গীরদারের ভয়ে লুকিয়ে বসিলেন ?

মণি । ভয়ে, কে এ কথা বলে ?

রঞ্জাবতী । বেশ ত, আপনি রমাই বোমের সঙ্গে লড়াই দিন । আপনার সৈন্য-বলের ত অভাব নেই ।

মণি । আমি আজই সৈন্য সামন্ত নিয়ে রমাই বোমকে বেধে আনিছি ।

রঞ্জাবতী । তাই যান । বাবার আমার যুগ রক্ষা হোক ।

মণি । রমাই বোমকে ধরে আনিবো, এত ভয়ী একটা কথা ! ধরে আনিবার গা করিনি, এতদিন এসোকাড়ি দিয়ে বেখেছিলুম । তাই রমাই বোম লাকালান্দি করে বেড়াচ্ছে ।

রঞ্জাবতী । এখন যান । বংশধরের সেনাপতি আপনি, পদগৌরব রক্ষা করুন । মহারাজের মান রক্ষা করুন ।

মণি । আচ্ছা তা করা যাচ্ছে, তুই এখন যা ।

রজা । আর না পারেন, যোগ্য পায়ে ভোর দিন । এমন সর্বশ্রেষ্ঠ পদের গৌরব হানি ক'রবেন না । আপনার জন্ত লোকে যে আবার দেবতা পিতার দুর্নামি রটনা ক'রবে, তা আমরা সহ্য ক'রতে পারবো না । রাণী পরাস্ত আপনার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন । দিদির যদি ছেলে থাকতো, সে কি কখন তাঁর বাপের অপমান সহ্য ক'রতে পারত ? আপনাকে অনুরোধ ক'রছি আপনি বিলম্ব ক'রবেন না । বিষ্ণুপুরের সকল লোক ভীত হয়েছেন । তারা স্ত্রী পুত্র নিয়ে বিষ্ণুপুর ছেড়ে পালাবার বন্দোবস্ত ক'রছে । দোতাই দাদা তাদের অভয় দিন ।

মণি । আচ্ছা তুই যা না । আমি এখন রমাইয়ের মণ্ডপান্তরে বাবস্থা ক'রছি । তুই যা, রাজাকে অভয় দিগে যা । বাপের নাম ডুবে যাচ্ছে, এ কথা আমার আগে বলতে হয় । তাই'লে এতদিন কোনকালে আমি রমাইকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিতুম ।

রজা । তাই যান । শুধু সাথে গরু দেখাবার সময় গেছে দাদা ! গরুর কাজ করুন, আমাদের মুখ উজ্জ্বল হোক ।

মণি । আচ্ছা যা । দৈত্যক ভিটে দামোদরের জলে ডুবে গেল, আমি জানতুম বাপের নাম সেই সঙ্গেই ডুবে গেছে । সে যে আবার মাংসখান থেকে পড় বড়ি কেটে হোসে উঠেছে, তা কেমন ক'রে জানবো ? বস, আর তাক ডুবতে দিচ্ছিনি । যা—(রাজাবতীর প্রস্থান)

স্বস্তিপর—

(স্বস্তিপরের প্রবেশ)

স্বস্তি । হজুর ।

মণি । সব দৈত্য সামন্তদের প্রস্তুত হ'তে বল, আমি যুদ্ধে যাব ।

স্বস্তি । তারা প্রস্তুত হ'য়ে আছে ।

মণি । কি ক'রে জানলি ?

স্বস্তি । আজ্ঞা তারা কঠার কঠার ছাত্তি খেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—

মণি । হামাগুড়ি দিচ্ছে কি ?

স্বস্তি । আজ্ঞা, তারা জানে যুদ্ধে গেলে ত ম'রতেই হবে, তা হ'লে আর তীর খেয়ে মরি কেন, ছাত্তি খেয়েই মরি ।

মণি । নে আমার সঙ্গে চ'লে আর আমাদের লড়ায়ে যেতে হবে ।

স্বস্তি । আজ্ঞে, তাই'লে—ছাত্তি—পাথ গাড়, গামছা শুভো সঙ্গে নিই—

মণি । তুই বেটা বড়ই বেয়াদব ।

স্বস্তি । হজুরের ভাল ক'রতে গেলেও যদি বেয়াদবী হয়, তাই'লে সুবাদবী হয় কখন হজুর লড়াই ক'রবেন, আর আমি পেছন থেকে মাথায় ছাত্তি ধ'রে থাকবো, আর বাতাস ক'রবো । যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে যখন মুখ শুষ্ক যাবে, তখন গাড়ুর জলে কুলকুটো ক'রবেন আর গামছায় মুখ মুছবেন । [প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

পুরুষোত্তম—পথ ।

(দলু সর্দার ও লক্ষ্মী)

দলু । হাঁ লক্ষ্মী ! বাড়ী থেকে বেরি অবশি মনটা কেমন কেমন ক'রছে কেন ?

লক্ষ্মী । ঘর থেকে বেরুলি, সংসার ফেলে চ'লে এলি, একটু মন কেমন যদি করে, তা'লে আর আশ্চর্য্য কি ?

দলু । আরও কত দিন ত ঘর ছে বেরিয়েছি, সংসার ফেলে কত দিন ত বাই কাটিয়েছি, কিন্তু এমন ত কখন হয়নি ।

লক্ষ্মী । অবাক ক'রলে বাবু ! তখন যদি নাই করে, তা ব'লে এখন কি ক'রতে নেই ?

দলু । তখন বরং মন খারাপ হওয়া উচিত ছিল । তোরে ঘরে রেখে বাইরে বাইরে একা বু'রুতুম, কত বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে পথ চলতুম, এখানকার মতন অবস্থাও তখন ছিল না । সে সময় মন কেমন ক'রলে না, আর এখন মনিবের সোণার সাজান সংসার, মনিবের রূপায় আমারও স্বথের সংসার, তুই আমার সঙ্গে—চলেছি জগবন্ধু দেখতে, তবু আমার প্রাণটা থেকে থেকে কেঁদে উঠছে কেন ? দেখ লক্ষ্মী ! আর আমার যেন এক পাও এগুতে ইচ্ছা ক'রছে না !

লক্ষ্মী । ছি ! ওকথা ব'লতে নেই ; পূর্ক জন্মে কত পাপ করেছি, তাই এ জন্মে নীচ ঘরে জন্মেছি । আবার কি নরক ভুগতে আসবি ? শুনেছি, রথে জগবন্ধু দেখলে আর জন্ম হয় না । একটু মন বেঁধে চল । আর কিছুদূর গেলেই মন আবার ভাল হ'য়ে যাবে এখন ! কি ? পথের মাঝে ব'সে পড়লি যে !

দলু । লক্ষ্মী, পা আমার যেন অবশ হ'য়ে আসছে ।

লক্ষ্মী । দেখ, পথের মাঝে চলান দেখ ।

দলু । চল, এখান থেকে জগবন্ধুকে নমস্কার ক'রে বাড়ী ফিরে যাই ।

লক্ষ্মী । বলিস্ কি ? পাগল হ'লি নাকি মিনসে ? নে ষ্ট্ । আর পো'টাক পথ গেলেই চটী পাওয়া যাবে, সেইখানে একেবারে ব'সবি চল । আজকে চলতে না পারিস, রাত্রির মত বিশ্রাম ক'রে কাল রওনা হওয়া যাবে এখন ।

দলু । না লক্ষ্মী—সত্যি ব'লছি লক্ষ্মী—এলিকি আর এক পাও চ'লতে ইচ্ছা ক'রছে না ।

মনে হ'চ্ছে, যদি পাখী হই ত এই দণ্ডে পাখার ভর দিয়ে বাড়ী ফিরে যাই ।

লক্ষ্মী । যদি এতই তোর মনে ছিল, তাহ'লে ঘর থেকে বেরলি কেন ডাকবা মিনসে ? আর যদি বেরলি, ত প্রথম দিন কেন ব'লিনি—আজ তিন দিন পথ চ'লে চলাতে ব'সলি কেন ? দেশে কি তুই লোক হাসাতে চাস্ ? নে ওঠ—

দলু । টানিসনি লক্ষ্মী ! আমার প্রাণ যথার্থই কেঁদে উঠছে । মনিবের আমার কোন অমঙ্গল হ'ল না ত লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী । বলাই—শত্রু হোক ।

দলু । নইলে প্রাণ আমার এমন করে কেন ? পথ চল'ব কি, স্রুখে যেন কি একটা অন্ধকার ! তোরা ঐ চাঁদ মুখ—সাক্ষাতে অ-সাক্ষাতে, দেশে বিদেশে, যা আমি চোখের কাছ থেকে ছাড়াতে পারিনি, সেই চাঁদমুখ আমার চোখের সামনে, চেয়ে আছি, কিন্তু দেখছি কি যেন একটা অন্ধকার—লক্ষ্মী সমস্ত সংসারে কে যেন কালী মাথিয়ে দিয়েছে ।

লক্ষ্মী । ওমা—এসব কি কথা !

দলু । যথার্থ ব'লছি লক্ষ্মী, কখন ত আমার এরূপ অবস্থা ঘটেনি ! কতদিন পথে পথে গুরেছি, কত বিপদে বুক দিয়েছি, তোরা জন্ত, বলা'র জন্ত, কত দিন ত মন কেমন করেছ, কিন্তু এমনত কখন হয়নি লক্ষ্মী । মনিবের জন্তও ত কতদিন মন কেমন ক'রেছে ; কিন্তু এমনত কখন হয়নি লক্ষ্মী ! যখনই মনিবের কন্ত মন কেমন ক'রেছে, তখনই গিয়ে মনিবের কোন না কোন একটা অসুখ দেখেছি ; কিন্তু একি ! প্রাণের ভেতর এ কি যাতনা !

লক্ষ্মী । তবে এক কাজ কর, আজ রাত্রের মতন এই কাছের চটতে ব'শায় ক'রে, কা'ল

গঙ্গাচান ক'রে ফিরে যাই চল। হাঁগা বাছা—
(ভট্টনৈক পথিকের প্রবেশ) মা গঙ্গা এখনি
থেকে রুতদূর হবে ?

পথি। তোমরা কোথা থেকে আসিছ ?

লক্ষ্মী। আমরা অনেক দূর থেকে আসছি
বাছা।

পথি। জনৈজি গঙ্গা এখান থেকে পাঁচ
দিনের পথ। আমি কখনও গঙ্গা দেখিনি।

দলু। লক্ষ্মী ! গঙ্গা, গঙ্গা, কালী, জগন্নাথ
সমস্তই আমার মনিব। চল, আগে বাড়ী
ফিরে যাই। গিয়ে যদি দেখি মনিব আমার ভাল
আছে, তাহলে বৃদ্ধ মন আমার কিছু নয়।
তাহলে সন্তি ক'রে বলছি বলার মা, অমনি
অমনি দলো পায়ে অধিকার থেকে কিব্বো। আর
তানিস ত দলু সর্দার নিথো কথা কর না। চল,
একবার ঘরে চল।

লক্ষ্মী। নে তবে চল, এখনি চল।

পথি। তোমাদের বাড়ী কি অধিকার ?

দলু। হী ভাই ! কেমন ক'রে জানলে
বল দেখি ?

পথি। এই একটি ছোঁকরা তোমাদের
থুঁজছিল।

উভয়ে। কই—কোথায় সে ? কোন্ পথে ?

পথি। এই একটি আগে চোমাথার মোড়ে
থাকে দেখেছি।

দলু। ভাই আমাদের বন্ধা কর, কোথায়
থাকে দেখেছ, আমরা দেখিয়ে দাও।

পথি। এস আমার সঙ্গে। [প্রস্থান।

দলু। লক্ষ্মী, কিছুক্ষণের জন্ত এই গাছ
ফলিতে বসে থাক।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

লক্ষ্মী। ওই যে বলাই ! কি বলাই !
কি বাবা ?

বলা। মা মা, বাবা কই ? এই যে! বাবা !
সর্কনাশ হয়েছে। শিগগির আর, বাবা শিগগির
আম—লাগিতে ভর দিয়ে ছুটে আস। দোহাই
বাবা, দেবি কবিমনি—নাইলে পালাবে, সব
নিকেশ ক'রে পালাবে। হী বাবা, তুই অধিকার
থাকতে, মনিবের সর্কনাশ ক'রে পালাবে ?

লক্ষ্মী। কে পালাবে রে। সব শেষ কি রে ?

বলা। মা ! সব শেষ ! অধিকার সব শেষ !

কি বলব মা ! মুখে যে কথা আসছে না—বুক
ফেটে যার মা—রাজপুত্র ময়ীধর—গুণধর—
ভূধর—শ্রীধর—কেউ নেই।

উভয়ে। জা !

লক্ষ্মী। ওরে কি বল্লিরে !

বলা। ও বাবা ! শয়তান কাজ শেষ ক'রে
যে চলে যায় বাবা ? তুই বেঁচে থাকতে তার
গায়ে ছাঁচড় লাগবে না ?

দলু।—বলাই, তোর মাকে সঙ্গে নিয়ে
আম—লক্ষ্মী, আমি চলুম। [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কি কথা কইলি বলাই।

বলা। আমি রাজাকে বলছিলাম মা যে,
বাবা বেশী দূর যায়নি ডেকে আনি। রাজা
ভুলে না, ছেলে পাঠালে। মা ! একটি
একটি ক'রে রাজা সব ছেলে যমের মুখে দিলে।
রানী ছেলের শোক সইতে পারলে না, আছাড়
খেয়ে সেই যে প'ড়ল, আর উঠলো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

অধিকা—দুর্গ সমুখ।

(দেওয়ান ও প্রহরী)

দেও। মহারাজ কোথায় গেলেন, মহারাজ
কোথায় গেলেন ? রাজা ?

প্রহরী। কই হজুর, আমি ত তাঁকে দেখিনি ।

দেও। দেখিস্নি, তবে কি পাহারা দিচ্ছিস্। রাজা গড়ের বাহিরে গেছেন—শিগগীর যা,—শিগগীর যা,—তাঁকে ফিরিয়ে আন ।

প্রহরী। আজ্ঞে হজুর, এ পথে ত রাজা আসেন নি, আমি ত বরাবর এখানে খাড়া আছি ।

দেও। দেখ্ দেখ্, খুঁজে দেখ্, তাহ'লে এই গড়ের ভেতর চারিদিক খুঁজে দেখ্ । গোল করিস্নি, কেউ যেন জানতে না পারে । চুপি চুপি তলাস কর । যা—যা—চ'লে যা—ছুটে যা । (প্রহরীর প্রস্থান) হা ভগবান, এমন ধাত্মিক রাজারও সর্কনাশ হয় ! আমি ব'লে সর্কনাশ কর'লুম ! আমিই বংশলোপের কারণ হ'লুম । তা যা হোক, এখন খুঁজি কোথায় ? এই দোর অন্ধকার—কোলের মাঝে দেখা যায় না, এমন সময় কি ক'রে তাঁকে খুঁজে বাঁচ করি ? এ কথা ত কাউকে প্রকাশ করতে পারছি না । রাজা গৃহত্যাগ ক'রে চলে গেলেন এ কথা প্রচার হ'লে অধিকার বড়ই বিপদ ! রাজা কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন ? যদি চ'লেই না গিয়ে থাকেন, তাহ'লে গেলেন কোথায় ? এই যে আমার সঙ্গে কথা কইলেন, এইযে—আমাকে বোঝালেন, রাজার সম্বন্ধ যদি যুঁজে মরে ত তার চেয়ে বাপের গৌরব করবার কি আছে ? কে ও ?

(দল্লর প্রবেশ)

দল্ল। কেও, দাঁড়ান মশায় ?

দেও। কেও ? দল্ল ?

দল্ল। আজ্ঞা হাঁ ।

দেও। রাজার অবস্থা শুনেছ কি ?

দল্ল। শুনেছি । কিন্তু বলার কথা ভাব্বতে পারিনি ।

দেও। একদণ্ড অধিকা ছেড়ে গেছ আর অমনি দারুণ কাল এসে অধিকা গ্রাস করেছে । এক মুহূর্তে মহারাজ পুত্রহীন ।

দল্ল। তাহ'লে বলা যা ব'লেছে সত্যি ! সব ছেলেই গেছে ।

দেও। কেউ নেই ! রানী পর্যন্ত পুত্র শোকে প্রাণত্যাগ ক'রেছেন ।

দল্ল। আর রাজা ?

দেও। পুত্রদের মৃত্যু-সংবাদ শুনে, রাজ পুত্রহতার প্রতিশোধ নিতে মান্দারণে ছুটে গিচ্ছিলেন ।

দল্ল। মান্দারণে গিচ্ছিলেন কেন ?

দেও। তাহ'লে দেখাছি তুমি সব কথা শেননি । কিন্তু সব কথা ত এখন বলবার অবকাশ পাচ্ছি না ভাই । আগে রাজার অবশেষ কর ।

দল্ল। কোথায় গুঁজবো ?

দেও। রাজা পুত্রহতার প্রতিশোধ নিতে মান্দারণ থেকে ফিরে এসেছেন । যার জন্ত এই সর্কনাশ, সেই রম্যই ঘোষকে মেয়ে মান্দারণের শিশু রাজাকে উদ্ধার ক'রে এনে ছেন । এনে আমার হাতে দিয়েছিলেন । আমি সেই শিশুকে আমার ঘরে রাখতে গিয়েছিলাম । ফিরে এসে দেখি, মহারাজ নেই সেই অবধি অবশেষ করছি, তবু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না ।

দল্ল। রাজা, রাজা, কোথায় রাজা ?

দেও। চীৎকার কর না, সর্কনাশ হবে ।

দল্ল। আবার সর্কনাশ হবে, এর চেয়ে আর কি সর্কনাশ হবে ? অধিকার আর কি আছে দেওয়ান মশায় ? অধিকার সর্ক

গেছে, আর অধিকার কি আছে ? রাজা—
রাজা—কোথায় রাজা ?

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

পিকুপু—রাজ-অন্তঃপুর ।

(রজাবতী ও বীরমল)

বীর । কি গো সুন্দরী !

রজা । কি আজ্ঞা মহারাজ !

বীর । দাড়িয়ে দাড়িয়ে হ'চ্ছিল কি ?

রজা । মালা গাঁথছিলাম ।

বীর । কার জন্তে গো ?

রজা । হাঁ মহারাজ ! আপনি যখন তখন
দাদার কথা নিয়ে রহস্ত করেন, কিন্তু রমাই
ষোঁষ ত ম'ল ।

বীর । রমাই ষোঁষ ম'ল বটে । কিন্তু
সেকি তোমার দাদার হাতে ম'ল ? তাইলে
আমার দুঃখ কি ? এত বড় রাজ্যের সর্বপ্রধান
পরে তাকে নিযুক্ত ক'রেছি, সে কেবল পদের
গৌরবেই উন্নত । পদের মর্যাদা রাখতে
পার'ত, তবে না দামার আক্ষেপ যেত ।

রজা । তবে রমাই ষোঁষকে মা'ল্লে কে ?

বীর । যেই রমাইকে বিনষ্ট করুক না
কেন, তাতে ত আমার গৌরব বৃদ্ধি হ'ল না ।
একটা অতি তুচ্ছ জারগীরদারের বিরোধ,
আমার হাজার হাজার সৈন্ত থাকতেও ত রমাই
ঘোঁষের সমন হ'ল না । কাপুরুষের মত আমার
সেনাপতি, আমার অরে পুষ্ট হ'য়ে মাণীয় কল-
হের পরচা চাপালে, আর একজন সামান্ত
কুমাদিকারী কি না তাকে বিনষ্ট ক'রে তখন
কিনলে ?

রজা । কে সে মহারাজ ?

বীর । আজ রাতের এক প্রান্ত থেকে অল্প
প্রান্ত পর্যন্ত কেবল নয়ন সেনের নাম । প্রতি
গৃহস্থ, যারা দু'দিন আগে সময়ে অসময়ে
আমার অখ্যাতি রটনা ক'রছিল, রমাইয়ের
অভ্যুত্থানের জর্জরিত হ'য়ে, আমাকে কেবল
গা'ল দিচ্ছিল, আজ তারা সকলে একবাক্যে
নয়ন সেনের যশোগান ক'রছে । হাজার
হাজার সৈন্তের অধিপতি হ'য়েও, আমার ত
সে যৌভাগ্য হ'ল না রজাবতী !

রজা । কে তিনি মহারাজ ?

বীর । তিনি যেই হোন, তাঁর কথা বুঝে
অনিলেও পুণ্য সন্দেহ হয় । বাপের কর্তৃ সেন
একটি নিতুপুত্রকে দেবতা অতিথির জন্য বহুসং
বল দিয়ে দাতাকর্ণ নামে জগতে অভিহিত
হ'য়েছিলেন । আর এ মহাপুরুষ শুধু একটি পিতৃ-
মাতৃহীন বৈজ্ঞান্য কুমারকে রক্ষা ক'রতে, দেশের
অসম গৃহস্থের মান ধর্ম রক্ষা ক'রতে, চার
পুত্রকে রণদেবীর মন্দিরে বলি দিয়েছে । একদা
লোকের কি অভিধান হ'তে পারে সুন্দরী ?

রজা । মহারাজ ! তিনি নিজেই অজরামর
দেবতা । তাঁকে আমি এই ঝান থেকেই
উল্লেখে প্রণাম করি । তাঁর পরী ইজের শচী
হ'তেও ভাগ্যবতী ।

বীর । তাতে আর অশুভাঙ্গও লঙ্ঘন নাই
রজাবতী ! কিন্তু দেখ এ যৌভাগ্য পেতে
রমণী যাত্রেয়ই ইচ্ছা হয় কি না ? কিন্তু তোমার
ভগিনী সেটা বুঝতে পার'লেন না । যখন
একটা দিন অনাধি-পালিত ক্ষত্রিয় বালক, এই
পশ্চিম বঙ্গের রাজাদের ওপর অগ্নিপিত্ত প্রতিষ্ঠা
ক'রতে প্রাণপণে চেষ্টা করেছিল, তখন তোমার
ভগিনী আমার একমাত্র সহায় ছিল । আর
এখন, আমার বহুদিন থেকে অজ্ঞিত মরণ
আগে অগ্নে বিনষ্ট হ'চ্ছে দেখেও তিনি নিশ্চিন্ত

হ'য়ে ব'সে আছেন। ভাইকে তাঁর কোন কথা বললেই তিনি চুপ্‌খিত। অনার্য্য জাতির সংস্পর্শে থাকবার জন্ম, রাজ্য ভয় ক'রে শুধু আমি বাগ্‌দী রাজ্য অভিধান পেয়েছি। কিন্তু রাজ্য বা কাঁধা—দীন শরণাগতের প্রতিপালন—তা ক'রে ক্ষত্রিয় নাম ত গ্রহণ ক'রতে পা'রলুম না ?

(পদ্মাবতীর প্রবেশ ।)

পদ্মা। আপনার মর্যাদা নষ্ট দেখতে, আমি ভাইয়ের উপর এই স্নেহ দেখাইনি মহারাজ ! পিতা আমার মৃত্যুকালে তত্ত্বাগত্যে আপনার হাতে সমর্পণ ক'রে যান, আপনিও প্রত্যয়েই তাঁর পালন ক'রেছেন। কিন্তু ভাই হ'তে যে মহারাজের মর্যাদা নষ্ট হবে তাহো জানিতুম না।

বীর। যাক ও কথা ছেড়ে দাও। এখন রমাই ঘোষের যে ধ্বংস হ'য়েছে, এতেই ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। আর ভাই এলে বল, যে, সেনাপতি হওয়া তার কাজ নয়। যোগ্য-পাত্রেরে ভার সমর্পণ ক'রে, সে শুধু নিশ্চিন্ত হ'য়ে, সুখ সন্তোষ করুক। নইলে যুদ্ধের যে কিছু জানে না, সে ব্যক্তি সেনাপতি হ'লে, রাজ্যরক্ষা হয় না। রাজ্যের ত আরও অনেক কাজ আছে। যেটা তার পছন্দ হয়, তাই করুক না। শুধু বুদ্ধ নিয়েই যে রাজ্য, তাহো নয় ; শুধু যে বুদ্ধই ক'রতে হবে, তারই বা মানে কি ? তাতে তার মর্যাদার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হবে না।

পদ্মা। সে যা আপনি ইচ্ছা করেন, ক'রবেন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তা যা হোক, এ মহৎকাৰ্য্য কে ক'রবে মহারাজ, রমাই ঘোষকে কে বিনাশ ক'রবে ?

বজ্র। কে এক নয়ন সেন তাকে বিনাশ করেছেন।

বীর। নয়ন সেন, কে বড় নয় ; তিনি অধিকানগরের রাজ্য। অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমি বড় জানা শোনা নেই—তাঁতে আমাতে দেখ শোনার কখন অবকাশ হয়নি। তবে শুনেছি আমারই মতন, শুধু পুরুষকে বলে অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। তাঁর সুশাসনে অধিকা এখন সমৃদ্ধিশালী নগর।

বজ্র। এমন লোকেরও সর্বনাশ হয় ?

পদ্মা। সর্বনাশ কিসে বোনি ?

বজ্র। বড়ই হুঃখের কথা মিদি ! রমাইয়ের সঙ্গে বন্ধ ক'রতে তাঁর চার সন্তান প্রাণত্যাগ করেছে !

পদ্মা। চার সন্তান মারা গেছে ?

বজ্র। একটাও নেই, কেমন না মহারাজ ?

বীর। শুনেছি রাজ্য নির্বংশ।

পদ্মা। বলেন কি মহারাজ ? পরোপকার কার্য্যে এমন সাধু পুরুষেরও সর্বনাশ হ'ল ?

বজ্র। রাজ্যের কত বয়স হবে মহারাজ !

বীর। শুনেছি রাজ্য আমারই মতন বৃদ্ধ।

পদ্মা। তা হ'লে দেখছি তাঁহাতেই অধিকার প্রতিষ্ঠা, আবার তাঁর সঙ্গেই অধিকার শেষ।

(বক্কীর প্রবেশ ।)

বক্ক। মহারাজ ! একজন সম্রাসী শ্রীযুতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এখানে এসেছেন।

বীর। সম্রাসী ? আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে ?

বক্ক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ ! এক বৃদ্ধ সম্রাসী।

পদ্মা। দেখে আসুন মহারাজ ! শ্রীনন্দন-মোহনের কৃপায় আমাদের ঘরে কোন মহা-পুরুষের পদধূলি প'ড়ল।

রজা। দেখুন মহারাজ! তাঁর আশীর্বাদ শোভা করুন, দিদির পেটে যেন একটা ছেলে হয়।

বীর। সে কামনা আর নাই রজা।— এখন তোমা হ'তে যদি একটি পুত্র পাষ্ট, তাহ'লে আমরা সেটিকে রাজ্য দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

পদ্মা। আমারও সে কামনা নেই ভগিনী। সামান্য মাত্র যা ছিল, তাও আজ নিবে গেল। মহারাজ, নয়ন সেনের পরিণাম শুনে, পুত্র লাভের আর আমার ইচ্ছা নেই।

বীর। কোথায় তিনি রয়েছেন?

ককু। বহির্লীনিতে আছেন। আমরা তাঁকে ব'সুতে আসিন দিয়েছি।

বীর। সম্রাসী! তাঁর সর্বত্র অব্যাহত রার। বহির্লীনিতে কেন, তুমি তাঁকে এই প্রানেই নিয়ে এস। (ককুকের প্রস্থান) প্রাণ আমার একটা অপূর্ণ উল্লাসে পুলকিত হ'য়ে উঠছে কেন পদাবতী? সম্রাসী! কে সম্রাসী? এ অধমের এখানে! কেন? আমি কি এমন জাগ্য ক'রেছি?

রজা। সে কি মহারাজ! মদনমোহন তাঁর ভক্তিতে আবদ্ধ, তাঁর ঘরে সম্রাসী সাধু মা'সবেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি মহারাজ? (সম্রাসিবেশে নয়ন সেন ও ককুকের প্রবেশ)

ককু। এই সমুখে মহারাজ, ঐ পাশে গী। আর যিনি মালা হাতে অবস্থান করছেন, তিনি মহারাজের জালিকা ভুবন-প্রসিদ্ধা সুন্দরী রজাবতী।

[ককুকের প্রস্থান।

নয়ন। মহারাজ আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বীর। কে আপনি? এই না সুনন্দ্য আপনি সম্রাসী?

নয়ন। অন্তঃপুরের মর্যাদা নষ্ট হবে জানলে, আমি আস্ত্রুম না। তবে আমিও বৃদ্ধ। বৃদ্ধ জেনে মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন।

বীর। এসেছেন, বেশ ক'বেছেন—সজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। সমুখে এই যে গুবতী দেখছেন, ইনি অবিবাহিতা। আপনি যদি সম্রাসী নন, তবে আপনি কে?

নয়ন। আমি গৃহী; অঙ্গে সম্রাসীর আভরণ। আমার নাম নয়ন সেন।

বীর। আপনি?

পদ্মা। আপনিই অধিকার অধিপতি?

রজা। আপনিই সেই মহাপুরুষ?

নয়ন। আমি অতি হীন; মহাপুরুষের সামান্যমাত্র লক্ষণও আমাতে নেই। মহারাজ! এ দীন হতভাগ্য বৃদ্ধ আপনার কাছে কি নিবেদন ক'রতে এসেছে শুধুন। আমি যৌবনে নিজ বাহুবলে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করি। অবশ্য মহারাজের রাজ্যের তুলনায় সেটি অতি তুচ্ছ। তথাপি সেটি আমার প্রাণ। মহারাজ ব'লতে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে—আমি এই বৃদ্ধ বয়সে বিশ ক্রোশেরও অধিক পথ পর্যটন ক'রে আসছি। পথে দুহর্ভের জন্তও বিশ্রাম করিনি।

বীর। রাণী! ক্লান্ত মহাপুরুষের সম্ভব সুজন্মের ব্যবস্থা কর। (নয়ন সেনের প্রতি) আপনি উপবেশন করুন। (রাণী কর্তৃক আসন প্রদান)

নয়ন। না মহারাজ! আমাকে ব'সুতে অসম্মতি ক'রবেন না। আমি সব কথা শেষ না ক'রে ব'সছি না। তারপর শুধুন, আমি কোন দৈবঘটনার পুত্রহীন হ'য়েছি। চার পুত্রকেই জলাঞ্জলি দিয়েছি। একদিনে আমি নির্দোষ, আমার স্ত্রী পুত্রশোকের প্রবল আঘাত

সহ ক'রতে না পেরে দেহভাগ ক'রেছেন ! তাই আমি আজ মহারাজের আশ্রিত । আমার সঙ্গে আমার অধিকারক্কা নাম না লোপ হয়, তাই আমি অধিকাকে আপনার পদাশ্রয়ে রাখতে এসেছি । আপনিই অধিকা রক্ষার উপযুক্ত পাত্র । মহারাজ ! কি বল'ব ! আপনি আপনার বিষ্ণুপুরকে যে চক্ষে দেখছেন, আমার দরিদ্রা নগরীকেও দয়া ক'রে সেই চক্ষে দেখবেন । এই নিন—অধিকার ধনাগারের চাবী গ্রহণ করুন । এ ছাড়া আমি একটি ক্ষুদ্র বালককে আশ্রয় দিয়েছি । সেটি লক্ষণ সেনের পুত্র । আপনি সেটিকে আনিয়ে তার পিতৃস্মরণে তার গ্রহণ করুন ।

বীর । অপেক্ষা করুন । আপনি হতাশ হ'চ্ছেন কেন ? আর একবার সংসার করুন না ! দেখুন যদনমোহনের মনে কি আছে !

নয়ন । সংসার ? কি বলেন মহারাজ ? এই বৃদ্ধ বয়সে হুত্বার ছাউন-সন্নীশে এসে, আমি আবার সংসার ক'রব ?

বীর । ক্ষতি কি মহারাজ ! ভগবানের আশার রাজ্যে এসে এত নিরাশ হবার প্রয়োজন কি ? যিনি অজ্ঞাতনামা নয়ন সেনকে অধিকার অধীশ্বর ক'রেছেন, তাঁর মনে কি আছে কে বল'তে পারে ?

নয়ন । এ আপনি কি বল'ছেন ?

পদ্মা । হতাশ হবারই বা প্রয়োজন কি ? যদি অধিকার জীবন রক্ষা আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে তাকে সহজে সেন বংশের আশ্রয় থেকে দূরীভূত ক'রতে যাচ্ছেন কেন ?

নয়ন । দোহাই জননী ! আমাকে আর ও অতৃপ্তি ক'রবেন না ; আমি পুত্রবিয়োগকাতর, পিত্রীবিয়োগবিধুর—নবার্থ কথা বলতে কি মহারাজ, যাতনায় আমার অন্তর লব্ধ হ'চ্ছে ।

বীর । আপনি বিজ্ঞ । শোকের কথা তুললে, আমার আর কোন কথা বল'বার শক্তি নেই । তবে স্বদেশের গৌরব-রক্ষার চেষ্টা, আমার মতে মনুষ্যমাত্রেরই কর্তব্য, তা দাঁট-রপি কি ধনৈরপি—

নয়ন । এ বয়সে কোন্ অত্যাধিনী সরলার সর্বনাশ ক'রব ? গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হ'য়ে নিজের অনিচ্ছায়, সে যখন আমাকে বরণ ক'রতে চক্কুলে ধরনী সিন্ধু ক'রবে, তখন কোথায় থাকবে আমার ধর্ম, কোথায় থাকবে আমার মনুষ্যত্ব ?

রজা । যদি কোন ভাগ্যবতী খেজায় আপনাকে বরণ করে মহারাজ ?

পদ্মা । রজাবতী ! যদি ক্ষণস্থায়ী যৌবনের পরিবর্তে, অনন্ত দেবজীবন লাভের বাসনা থাকে, ত এই শুভ অবকাশ ত্যাগ ক'রো না ।

নয়ন । রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ! এ অপূর্ণ লাভণ্যময়ী কাকনলতা, শুদ্ধ শমীবৃক্ষে ছড়িত ক'রবেন না ।

রজা । মহারাজ ! আমি আপনার শরণাধিনী । (প্রণাম করণ)

নয়ন । এ্যা ! একি ! এ কি ক'র'ল যদনমোহন ? এ আমি কোথায় ? কোন, দেব-রাজ্যে উপস্থিত হ'য়েছি ? কে তুমি—কি তুমি—রজাবতী ?

রজা । তুচ্ছ বালিকা । বীরের পূজা ক'রতে দেবতা কর্তৃক আনিষ্ঠা—(রাজার গলদেশে মালা প্রদান) ।

পদ্মা । একি মহারাজ ! এমন শুভক্ষণে আপনি নীরব কেন ? রজাবতীকে আশীর্বাদ করুন ।

বীর । আশীর্বাদ করি, তুমি অক্ষয়ভীরু হ'য় বাঁচসৌভাগ্য লাভ কর, তববতীর স্মৃতি

দেব-সেনাপতির জননী হও । তোমার পুত্রের
বশুঃ সৌরভে অধিকা, আর অধিকার অস্তিত্বে
বঙ্গভূমি পুৰিষ হোক ।

(কঞ্চকীর প্রবেশ)

কঞ্চকী । মহারাজ ! গোড়েশ্বরের মহাপাত্র
শ্রীমুখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে এসেছেন ।

বীর । তাঁকে অপেক্ষা করিতে বল, আমি
যাচ্ছি ।

নয়ন । তবে আপনি মহাপাত্রের সঙ্গে
কথা ক'ন, অমুমতি করুন আমি অকৃত্রয় যাই ।

বীর । কেন যাবে ? কি এমন গোপন
কথা কইবে যে, ভোমাকে স্থান ত্যাগ করিতে
হবে ? মহাপাত্র কি বলে একটু আড়ালে
দাড়িয়ে শুনবে এস । মহাপাত্র বস্তুটা কি
একবার দেখবে এস । [সকলের প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর রাজবাটী—অলিন্দ ।

(মহাপাত্র, বীরমহল, কঞ্চকী)

মহা । মহারাজ ! প্রণাম । আপনার
চোরাটা বড় দুশ্লল বোধ হচ্ছে ।

বীর । হওয়ার আর অপরাধ কি ! বয়স
যাচ্ছে বই ত হচ্ছে না ।

মহা । তাতো বটেই—তাতো বটেই ।
তা আপনার দল-মাদলের অমন দুর্দশা হ'ল
কেন ? গা ময় ম'রচে ধ'রে গেছে ।

বীর । ব্যবহার না হ'লেই ম'রচে ধরে ।
দল-মাদল ব্যবহার করবার লোক নাই !

মহা । যা ব'লেন মহারাজ, লোকই নেই বটে ।
এ বাঙ্গালায় যা যাচ্ছে, তা আর হচ্ছে না ।
আমরা ম'লে এর পর কি হবে মহারাজ ?

বীর । বিছুটা গাছ হবে ।

মহা । ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন,
বাঙ্গালার অবস্থা এই রকমই হ'য়ে আসছে ।
এমন আম কাঁটালের দেশ, কালে দেখছি
বিছুটাতেই ত'রে যাবে । এতটুকু ফল,—তার
ভেতর আবার পিপড়ের ডিমের মতন শীস—
তুলতে মেহনত পোষায় না—উলটে এতখানি
জালা । আপনার সৈন্ত যে দেখতে পাচ্ছি
না—তারা গেল কোথায় ?

বীর । তারা ঘাস খেতে বেহিষে গেছে ।

মহা । ঘাস খেতে ? কেন বিষ্ণুপুরের
রাজার ঘরে কি অন্ন নেই ?

বীর । কাজেই, যুদ্ধ করিতে না জানিলে
শুধু শুধু অন্ন খোঁগায় কে । বাঙ্গালী খোঁকার
ঘাসই হচ্ছে রসদ ।

মহা । আপনার সৈন্ত যুদ্ধ করিতে জানে
না, এও কি একটা কথা হ'ল ?

বীর । আমার সৈন্ত কি ? সবার সৈন্তে-
রই ঐ এক অবস্থা । বলি গোড়েশ্বরের সেপাই-
গুলোই বা কি ?

মহা । সে কি ? গোড়েশ্বরের সেপাই এক
একটা বৃকোদর ।

বীর । সে কেবল ঘাস খাবার বেলা
—কাজের বেলা ত নয় ।

মহা । বলেন কি, কাজে নয় ? কাজে কি,
তারা এখানে এলেই জানতে পারবেন । এসেই
আপনার দল মাদলে—মেজে ঘসে—বাকিদ
ঠেসে—গমগম আওয়াজ ক'রে দেবে ।

বীর । বাঙ্গালীর গলার আওয়াজ তার
চেয়েও বেশ । তাতে বেড়াচিরণ লাজ
খসে না । কই, তোমার প্রভুর যদি এতই
দৈন্তবল ত রমাই খোষের কিছুই করতে
পারলে না কেন ?

মহা । (হাস্ত) তা ব'লতে পারেন বটে ! কিন্তু হয়েছে কি জানেন, রমাই রাজার ঘরের খেয়ে মানুষ । তার সঙ্গে লড়াই ক'রতে যাও-
য়ার গোড়েশ্বরের একটু লজ্জার কথা । তবে যদি রমাই একাত্তাই বাগে না আসে, তাহ'লে কাজেই তাঁকে রমাই-দমনে যেতে হবে !

বীর । আর তাঁকে কষ্ট ক'রে যেতে হ'বে না, সে কাজ হ'য়ে গেছে ।

মহা । হ'য়ে গেছে ? বলেন কি ? রমাইয়ের দমন হ'য়ে গেছে ?

বীর । হ'য়েছে বইকি, তোমার সঙ্গে কি আর তামাসা ক'রছি !

মহা । তামাসা ক'রবেন কি ? তাহ'লে রমাই ডক হ'য়েছে ? বেঁচে আছে—না ম'রেছে ?

বীর । ম'রেছে ।

মহা । বেশ হ'য়েছে । জানি বেটা ম'রবে—অত বাড়ি বিধাতা সহিবে কেন ? যাক নিশ্চিন্ত । সুবরাজও রমাইকে মার'তে চ'লে ছিলেন । রমাইয়ের অশা'চ'রের কথা শুনে রেগে কাঁই । এই মার'তে বান—ত এই মার'তে বান । আমরা কেবল হাত ধ'রে টেনে রেখে-
ছিলুম । বাকী শ্রীযুত গোড়েশ্বরের পুত্র আগমন ক'রছেন, আপনি তাঁকে আগ বাড়িয়ে আনবার ব্যবস্থা করুন । আপনার খুব অদৃষ্টের জোর স্বয়ং সম্রাটের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রছেন !

বীর । আমার কি আর সে অদৃষ্ট বে, গোড়েশ্বরের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রবে ? তাতে বাধা প'ড়েছে ।

মহা । বাধা প'ড়েছে ?

বীর । সুবরাজের সঙ্গে আমি কি ব'লে কথা কইব, তাই ভাবছি । তবে তিনি সম্রাট-পুত্র, আমার তাঁর আশ্রিত, এই ভেবে যদি দয়া ক'রে, তিনি রঞ্জাবতীর বিবাহে যোগদান করেন ।

মহা । এ আপনি কি ব'লছেন মহারাজ রঞ্জাবতীর বিবাহ কি ? কার সঙ্গে ?

বীর । যিনি রমাইকে বধ ক'রেছেন তাঁর সঙ্গে । তিনি অধিকার অধিপতি নহন সেন

মহা । তবে কি আমার প্রভুকে অপমানি ক'রতে তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনছেন ?

বীর । আমার শালীর সঙ্গে তাঁর বিব দেবো ব'লেই তাঁকে আমি নিমন্ত্রণ ক'রেছিলুম অপমানের জন্ত নয়, কিন্তু দৈবঘটনায় এর কার্য্য হ'য়ে গেছে । নহন সেন বিষ্ণুপু এসেছিলেন, রঞ্জাবতী তাঁর গলায় মা' দিয়েছে । এমন অবস্থায় দিচ্ছে যে, আ' বাধা দেবারও অবকাশ পাইনি ।

মহা । তার পর ?

বীর । তারপর কি ক'রব বল ?

মহা । যুবরাজ যে আসছেন, তার কি ?

বীর । আসেন বহু মানে তাঁকে আ' বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসবো । আমার গৃহ পবি হবে ।

মহা । ওসব কথা শুনতে চাই না মহারাজ বিবাহের কি ?

বীর । গোড়ের রাজা—তাঁর কাছে । তুচ্ছ বিষ্ণুপুরের রাজার শালী ? তাঁর বিবাহে ভাবনা কি ?

মহা । কাজটা কি ভাল ক'রছেন মহারাজ

বীর । ভাল নয়ত বুঝতে পারছি । কি কিন্তু কি ক'রব ভাই, উপায় নেই । কল্প স্বয়ংবরা ।

মহা । গোড়েশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আপনি কি রক্ষা পাবেন বুঝেছেন ?

বীর । তা কেমন ক'রে পাব ? তিনি রাজচক্রবর্তী, আর আমি হচ্ছি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, মদনমোহনের দাস ।

মহা। এ জেনেও ত আপনি তাঁকে
প্রত্যাখান করছেন ?

বীর। প্রত্যাখান করছেন বিধাতা—
আমার কি সাধ্য !

মহা। আপনি তাঁকে বিবাহ দেবার জন্ত
নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছেন। মহারাজ, বিষ্ণু-
পুরের মঙ্গলের দিকে চেয়ে ব'লছি, আপনার
জালিকাকে দান করুন।

বীর। শালী নিজে নিজেকেই দান করে
কেনেছে ; সে কারও অপেক্ষা রাখেনি।

মহা। তাহ'লে আমার প্রভু শুধু অপ-
মানিত হ'য়েই ফিরে যাবেন, বিবাহ হবে না ?

বীর। পাত্রী মেলে বিবাহ হবে—না
মেলে হবে না।

মহা। ও সব কথা আমি শুনতে চাইনি—
আমি পাত্রী চাই।

বীর। পাত্রী ত বড় একটা দেখতে পাই
না। তবে বয়োবর্ধিক্যে আমার পাত্রী হ'তে
পারে, কিন্তু যে তেজোময়ী বীরাক্ষনা বৈধব্য
শিয়রে বেঁধে আমাকে পরিত্যাগ করছেন,
সে আমার সঙ্গে পালিবে কেন ?

মহা। তাহ'লে আমার প্রভুকে এই-
কথাই বলিগে।

বীর। কাজেই, বলবার আর কোন কথা
পাচ্ছি না।

মহা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন। তার পর ? মহারাজ কি স্থির
করলেন ?

বীর। কিছুই করিনি, নিশ্চিন্ত।

নয়ন। আপনার সৈন্ত ?

বীর। সে আমার সম্বন্ধী কোন্ দেশে
নিয়ে গেছে।

নয়ন। আপনার গড়ের বাইরে হুটো
কামান আছে ত ?

বীর। আছে, কিন্তু ছোড়ে কে ? যারা
ছুড়তো, তারা ম'রে গেছে ! আমি ত বৃদ্ধ।

নয়ন। তবে ত এ বৃদ্ধ যয়সে আপনার
সর্বনাশ কর'লুম মহারাজ !

বীর। হত কর'ব কি ? পক্ষাশ বৎসর
পূর্বে রাখালী করেছিলুম। রাখালী ত আমার
আমার কেউ ঘোচাবে না। নাও চল। এই
অবকাশে যদি রঞ্জাবতীকে নিয়ে দেশে যেতে
পার, তাহ'লেই মঙ্গল, নতুবা ওরা যে তোমাকে
নিয়ে যেতে দেবে, এরূপ ত বোধ হয় না।

নয়ন। আমি আপনার চক্ষে অজ্ঞাত-
কুলশীল, আমার সাহসে আপনার সন্দেহ হ'তে
পারে, কিন্তু যে তেজোময়ী বীরাক্ষনা বৈধব্য
শিয়রে বেঁধে আমাকে পরিত্যাগ করছেন,
সে আমার সঙ্গে পালিবে কেন ?

বীর। বেশ, তবে যতক্ষণ বেঁচে থাকি
যাই, ততক্ষণ মদনমোহনের ঘরে আশ্রয়
দাঁড়িয়ে থাকি। [সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজপথ।

(সৃষ্টিধর, মণিরাম)

সৃষ্টি। লোকে বলে ধর্মের জয়। কই
তারপরে কিছুই দেখতে পেলুম না। রমাই ম'ল
বটে, কিন্তু নয়ন সেনও নির্দোষ হ'ল। তবে
জিত টে হ'ল কার ? মাঝখান থেকে মণিরাম
রাগ ত ডকা বাজাতে বাজাতে আস'ছে। ম'লে
স্বর্গ, সে চোরে বাটপাকড় পায়। আর পায় না
পায়, তাতে সৃষ্টিধরের কি ব'য়ে যায়। চোখের
উপর ধর্মের জয় দেখতে পাই, তবে না মহা !

মণি। বাঁড়ের শব্দ বাধে মেরেছে। রমাইও ম'ল, মান্দারিণও ধ্বংস হ'ল। মাঝ খান থেকে নয়ন সেন নিকুংশ। আমি যুদ্ধ না ক'রে জয় পতাকা ঘাড়ে ক'রে আ'সছি। এর চেয়ে মানুষের স্ত্রের অবস্থা আর হ'তেই পারে না। একি! আমার আসবার আগেই যে, সহরে ধুম লেগে গেছে। তাহ'লে ত দেখছি আমার আসবার আগে বিষ্ণুপুরে খবর এসেছে। বাঃ বাঃ! এই যে সৃষ্টি! হাঁরে সৃষ্টি?

সৃষ্টি। কি হজুর?

মণি। সহরে এত আনন্দ লেগে গেছে কেনরে?

সৃষ্টি। বলেন কি হজুর! আমোদ লাগবে না? আপনি এত বড় একটা যুদ্ধ জয় ক'রে জেলেন, তাতে আমোদ লাগবে না?

মণি। তাহ'লে আমার জয়-সংবাদ বিষ্ণুপুরে এসে পৌঁছেছে?

সৃষ্টি। ঝড়ের আগে এ খবর চ'লে এসেছে।

মণি। ভাল, তুই একবার জেনেই আয় দেখি, খবরটা ঠিক কি না?

সৃষ্টি। ও ঠিকই জেনে এসেছি। না জেনে কি আর হজুরকে ব'লছি!

মণি। লোকে কি ব'লছে?

সৃষ্টি। ব'লছে হজুরের মতন বীর আর পৃথিবীতেই নেই। বলে আপনি হাতে মাথা কেটেছেন। রমাই ঘোষকে দেখে যেমনি আপনি চড় উঠিয়েছেন, অমনি ঘোষকার মাথা কেটে—মাটিতে গড়াগড়ি!

মণি। হাতে মাথা কাটলুম, এ খবর এল কিরে? লড়াইয়ের খবর এল না?

সৃষ্টি। আজ্ঞে তা কেমন ক'রে আসবে? রমাই ঘোষের মাথাই যখন রইল না, তখন লড়াইয়ের খবর কে দেবে?

মণি। যা যা বেটা, সহর শুদ্ধ লোকে আমোদ ক'রছে কেন, খবর নিয়ে আয়।

সৃষ্টি। আপনি যখন ব'লছেন, তখন ঘাই; কিন্তু খবর একেবারে চূড়ান্ত হ'য়ে গেছে।

মণি। বলি নয়ন সেন কি বেঁচে আছে, জোর বিশ্বাস হয়?

সৃষ্টি। বাপ্‌চার চারটে বেটার পোক, তার উপর স্ত্রী, কেমন ক'রে বাঁচবে?

মণি। আর যদি বেঁচে থাকে, তাহ'লে সে কি বিষ্ণুপুরে এসে খবর দিতে পারবে?

সৃষ্টি। রাম রাম! সম্ভব আশী বছরের বুড়ো, লাঠি ধ'রে চলে, সে এত পথ কেমন ক'রে আসবে?

মণি। আর এখানকার লোকও কিছু অধিকায় যেতে যাচ্ছে না যে, যুদ্ধের আসল খবরটা জেনে আসবে।

সৃষ্টি। সাধি কি, আপনি নিশ্চিত থাকুন।

মণি। খবরদার তুই যেন বলিস্‌নি!

সৃষ্টি। আমি? বাপ! প্রশ্ন গেলেও না!

মণি। তোকে আমি যথেষ্ট ব'কসিস্‌ করবো।

সৃষ্টি। সে হজুরের দয়া!

মণি। আচ্ছা, তুই একবার ঠিক খবরটা নিয়ে আয়। তাহ'লেই আমি সমানোহের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করি।

সৃষ্টি। বে আজ্ঞে, আমি এখনি যাচ্ছি।

[সৃষ্টিখরের প্রস্থান।]

মণি। কোথায়-অধিকা, আর কোথায় বিষ্ণুপুর! নয়ন সেন যে রমাই ঘোষকে পরাস্ত ক'রেছে, এ খবর বিষ্ণুপুরে কেমন ক'রে আসবে? তাহ'লে আমি নিশ্চিত হ'য়ে বলতে পারি যে, আমিই রমাই ঘোষকে বধ ক'রেছি। নয়ন সেনকে কোন রকমে বধ ক'রতে পারবুম,

তাহ'লে আমার আর চিন্তা ক'রবার কিছু থাকতো না । তাহ'লে আমি রমাইবিজয়ী নাম নিয়ে যখনপূর্ণে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ ক'রতুম । আমার সৈপাই গুলো ব'সে ব'সে থেয়ে যে একেবারে অকর্ষণ্য হ'য়ে গেছে ! নরন সেনের প্রাণ বিনাশ ক'রতে কেউ যে সাহস ক'রলে না ! বলে অশ্বিকার দুর্জয় ডোম সৈন্ত, বিশেষতঃ রমাই ঘোষের দমন ক'রে তারা আরও বলদগু হ'য়ে প'ড়েছে । কোন সৈন্তই অশ্বিকা-মুখো হ'তে সাহস ক'রলে না । যাক, আমার ভাববার যে এখন আর বিশেষ প্রয়োজন, তা বড় দেখি না ।

(নাগরিকদ্বন্দ্বঃ সৃষ্টিধরের প্রবেশ ।)

সৃ। এই—এই উনিই এখন আমাদের ইর্তীকর্তী বিধাতা । মদনমোহন ত বার মাসই আছেন । তাঁকে যখন ইচ্ছে দর্শন ক'রতে পারবে । কিন্তু একেত ইচ্ছে ক'রলেই দেখতে পারে না । এই বেলা দর্শন ক'রে নাও । মদনমোহন দর্শনের চেয়ে যে ফল কিছু কম হবে, সেটা মনে করো না ।

১ম না। তাতো বটেই—তাতো বটেই—উনি যখন প্রাণরক্ষাকর্তী, তখন দেবতার সঙ্গে তাঁর জন্তে কি ?

সৃ। এঁই যা ব'লেছে । প্রাণ না বাঁচলে ত আর ধর্ম হ'ত না । আর রমাই যোগ না ম'লে ত কারও প্রাণ বাঁচতো না ।

১ম না। সে কথা আর ব'লতে—উনিই আমাদের সব—উনিই আমাদের মদনমোহন ।

সৃ। এই হজুর । এরা আপনাকে দর্শন ক'রতে এসেছেন ।

মণি। কে তোমরা ?

১ম না। আজ্ঞে হজুর, আমাদের বাড়ী জালদার । আমরা মহারাজার গুণগ্রাম শুনে, সেই দূরদেশ থেকে আপনাকে দর্শন ক'রতে এসেছি ।

২য় না। রমাই ঘোষের মহাচারে আমাদের ঘরে বাস করা দায় হ'য়েছিল মহারাজ ! স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমরা এককাল পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি ।

১ম না। আপনি এককাল পরে আমাদের গৃহবাসী ক'রেছেন !

মণি। আমি কে, আমি তুচ্ছ ব্যক্তি ! মদনমোহন ক'রেছেন ।

১ম না। আজ্ঞা হাঁ, মদনমোহনই সব করেন বটে, তবে তিনি ত আর হাতে কলমে কিছুই করেন না, হজুরই উপলক্ষ ।

উভয়ে। আপনিই আমাদের চক্ষে মদনমোহন ।

সৃ। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

মণি। দেখ সৃষ্টিধর । এঁরা যখন অনেক দূর থেকে এসেছেন, তখন বিষ্ণুপুরে এসে যাতে এঁদের খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট না হয়, তা তুমি নিজে দেখবে ।

সৃ। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে হজুর ।

২য় না। আহা এমন প্রাণ না হ'লে রাজা ! আপনিই মদনমোহন ।

১ম। আর রজাবতীই রাধারানী ।

মণি। কি, কি ব'লি ?

সৃ। চূপ, চূপ, ব'লতে নেই ।

১ম না। মহারাজ আপনি না ব'ললে ছাড়বো কেন ? আপনি ধন, প্রাণ, ধর্ম সব রক্ষা ক'রেছেন । আপনিই আমাদের মদনমোহন ।

২য় না।—আর রজাবতীই আমাদের রাধারানী ।

মণি। (স্বগত) আরে ম'ল এ বেটারা বলে কি ? তবে কি এরা আমাকে অপর লোক ঠাউরেছে । (প্রকাশে) ভাল, তোমরা আমাকে কি মনে ক'রেছ বল দেখি ?

স্ব । দেবতা—দেবতা—মদনমোহন ।

উভয়ে । মদনমোহন—মদনমোহন ।

১ম না । পুত্রশোক আপনি কাতর
হবেন না ।

মণি । আরে মর বেটা ! পুত্রশোকে
কাতর হব কি ?

১ম না । তাঁরা সব স্বর্গে গেছেন !
রঞ্জাবতী দেবী বেচে থাকুন, আবার আপনার
সন্তান হবে ।

উভয়ে ।—নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে ।

১ম না । বয়েস কি—বয়েস কি ?

মণি । তবেই পাজী বেটারা ! সৃষ্টে বেটা !
এখন আমি তাঁর মুণ্ডপাত ক'রবো ।

স্ব । বলতে নেই, বলতে নেই ! হজুর
যে রঞ্জাবতী দেবীর ভাই ।

উভয়ে । এ্যা ।

১ম না । আপনি তবে মহারাজ নয়ন সেন
ন'ন ?

মণি । পাজী বেটারা লোক চেন না ।

উভয়ে । চিন্তে পারিনি হজুর ।

মণি । নয়ন সেন কে ?

১ম না । আজ্ঞে মহারাজ ! আমরা ত
তাঁরই নাম শুনে আসছি—দেশময় রাষ্ট্র তিনি
চমাইকে বধ করেছেন । বিষ্ণুপুরের রাজার
শালী রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর যে হচ্ছে । দেশ
বিদেশ থেকে তাঁকে দেখতে আসছে । আমরাও
ভাই এসেছি মহারাজ !

(মণিরাম কর্তৃক প্রহারের উদ্ভোগ, সকলে
চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন)

মণি । ওরে সৃষ্টে ! কি হ'লরে ?

স্ব । আজ্ঞে হজুর ! তাইতো !

মণি । নয়ন সেন কিরে ? রঞ্জাবতী কিরে—
বিয়ে কিরে ? [প্রস্থান ।

স্ব ।—তাইতো ! ধর্ম ত বেজায় রকমেরই
আছে বটে । কোথায় নয়ন সেন—কোথায়
বিয়ে—বা—ধর্ম—বা—ধর্ম—

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—রাজাস্তম্ভপুর ।

(পদ্মাবতী ও বীরমল্ল ।)

পদ্মা ।—কি মহারাজ ! ওদিকে উৎসবের
আয়োজন করিয়ে দিয়ে, আপনি এ নিরুজ্জ্বল
কেন ?

বীর ।—আমার আর এক বড় কুটুধ
আমুছেন শুনলুম, তাই তাঁর অভ্যর্থনার
আয়োজন ক'রছিলাম !

পদ্মা ।—আবার বড় কুটুধ কে ?

বীর ।—গৌড়েশ্বরের পুত্র

পদ্মা ।—তিনি এই বিবাহের সংবাদ
শুনেছেন ?

বীর ।—শুনেছেন—শুনে পরম আনন্দিত
হ'য়ে আমার কাছে তাঁর মহাপাত্রকে প্রেরণ
ক'রেছিলেন ।

পদ্মা । মহাপাত্রকে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

বীর । মহাপাত্রকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়ে-
ছেন যে, এ বিবাহে পরম প্রীতি লাভ ক'রেছি ।
আর সেই প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ কোলাকুলি
ক'বে নাচ'বার জন্য তিনি সসৈন্তে বিষ্ণুপুরে
আগমন ক'রেছেন ।

পদ্মা । আ'সুছেন বিবাহ উৎসবে আমোদ
ক'রতে, সসৈন্তে কেন ?

বীর । তিনি ব'লেছেন, নারকেল বহলা-
বদলী হ'ল আমার সঙ্গে, মাঝখান থেকে

রজাবতীকে আর একজন ছোঁ মা'রলে ;
সুতরাং এ আনন্দ একা ভোগ ক'রে ত সুখ
হবে না। কাজেই হুচার জন সৈন্য সামন্ত
সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরে এসে, সন্দেশে আমার
সঙ্গে অড্ডাভিড়ি না ক'রে মদনমোহনের নাট-
মন্দিরে গুলট্ পালট্ থাকেন, এইট তাঁর
বড়ই ইচ্ছে ।

পদ্মা । ওমা ! তাগাসা ? তাহ'লে কি হবে ?
বীর । কি আর হবে, আমিও তাঁর আগ-
মন সংবাদে খ্রীতি লাভ ক'রে তাঁকে অভ্যর্থনা
ক'রে অনিবার্য কৃত্য উদ্দেশ্যে আগোজন ক'রছি ।

পদ্মা । মহারাজ রহস্য ক'রবেন না, আমি
বুঝতে পা'রছি না—গৌড়েখরের পুত্র কি
বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'রতে আসছে ?

বীর । তবে কি তুমি ঠাওরেছ, তিনি
নাথার পক্ষভেদে মদনমোহনের নাটমন্দিরে
ব্যর্থই নৃত্য ক'রতে আসছেন ? তাঁর সঙ্গে হ'ল
রজাবতীর বিবাহ সন্ধ্যা, দিন স্থির ক'রতে এল
মহাপাত্র, এসে শুনলে রজাবতীর বিয়ে । শুনেই
আনন্দ তাঁর উৎসে উঠল ! বলে, অপরকেই
যদি রজাবতীকে দেওয়া আপনার মত ছিল,
তখন মিছামিছি আমার প্রভুর অপমান করা
হ'ল কেন ?

পদ্মা । তাতো ব'লেতেই পারে । কাজ ত
ভাল হয়নি । অন্ততঃ কৃপা প্রার্থনা ক'রে তাঁর
কাছে সংবাদ পাঠান ত উচিত ছিল ।

বীর । সংবাদ কোথায় পাঠাব ? রাজপুত্র
ত আর গৌড়ে ছিলেন না ।

পদ্মা । আপনি একটু মিষ্ট কথা ব'লে,
কিট বীকার ক'রে, মহাপাত্রকে সন্তুষ্ট ক'রলেন
না কেন ?

বীর । কাকে সন্তুষ্ট ক'রব ? সে বেটা
মহাপাত্র পরলানব্বয়ের পাথরে চূণ, সে কি মিষ্ট

কথায় বশ হয় ? বতই তাঁকে ঠাণ্ডা ক'রবার
চেষ্টায় জল ঢালি, ততই সেই টগবগ্ ক'রে
ফুটে থাকে । বলে—বাজে কথা আমি শুনতে
আসিনি, আমি পাত্রী চাই ! আমি অনেক
বোঝালুম—বলুম—এ বিবাহে আমাদের হাত
নেই, পাত্রী স্বয়ংবরা । সে বলে তা শুনতে
চাইনি—আপনি নারকোল বদল করেছেন,
তাইতে যুবরাজ বিবাহ ক'রতে বিষ্ণুপুরে আ'স-
ছেন—আমি পাত্রী চাই । এখন দেখলুম
একাত্তই তাঁর পাত্রী না হ'লে চলবে না, তখন
নিজেই পাত্রী । হনুম—বলুম—গৌড়েখরকে
আ'সতে বল, এখন অল্প পাত্রীর অভাব, তখন
আমিই তাঁকে প্রেম দান ক'রব ! তাই প্রাণেশ্বর
এই নববধূটিকে সহজে ধারণ ক'রতে একটু
স্বপ্নিতগমনে বিষ্ণুপুরে আগমন ক'রছেন ।

পদ্মা । তাহ'লে এ সবট সময়ের আপনি
উৎসবের আদেশ দিলেন কেন ?

বীর । এই ত । উৎসবের সময়, আমার
প্রাণবধু আগমন ক'রছেন, এ সময় আমি মুপ-
জ্ঞভেদে ব'সে থাকবো ? তুমিও এ উৎসবে
যোগ লাও ! একি কম আনন্দের কথা ?
মদনমোহনের বিষ্ণুপুর—মদনমোহনের পাদপদ্মে
বিলীন হবে ।

[প্রস্থান ।

পদ্মা । কোথা থেকে এ বিপদে কেলে
মদনমোহন ? এ হ'তে যে রমাই ঘোষের
বিপদ ছিল ভাল । এখন মনের এ অবস্থা নিয়ে
কেমন করে উৎসবে যোগদান করি ? এদিকে
বৃদ্ধের সঙ্গে রজাবতীর বিবাহ দিচ্ছি, দেখে
সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীই কুণ্ঠ হ'য়েছে ! তাই এখনও
এ সংবাদ জানে না । জানলে সেও কি সুখী
হবে ? কেমন ক'রে হবে ? সে ত এ বিবাহের
কোন তথ্যই জানে না—সে জানে গৌড়েখরের

পুত্রের সঙ্গে তার ভগিনীর বিবাহ। শুনে সন্তুষ্ট মনে সৈন্ত নিয়ে রমাইকে দমন কর্তে গিয়েছে। অদৃষ্টে কি আছে কে বলতে পারে? সত্যপথ আশ্রয় ক'রেও কি ধার্মিক মহারাজকে বিপদে পড়তে হবে? তা যদি হয়, তাহ'লে এ সংসারে জয় পরাজয়ে প্রভেদ কি? মানব-জীবনের মূল্য কি? তা যদি হয়, তবে নিঃশব্দে 'বিষ্ণুপুর' মদনমোহনের চরণাধারে মিলিয়ে যাক না কেন?

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি। দিদি! দিদি!

পদ্মা। কেও মণিরাম? ভাই আমার এসেছ?

মণি। এসেছি কিনা এখনও ঠিক বলতে পারছি না। যা শুন্ছি—তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তুমি যেন মনে জেনে রাখো আমি আসিনি—আসলাম না—আসতে পারবো না। কিন্তু যদি মিথ্যে হয়, তাহ'লে আমি অবশ্য এসেছি।

পদ্মা। কি শুনেছ?

মণি। রঞ্জাবতীকে নাকি একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে বে দিচ্ছ?

পদ্মা। ছি! ও কথা বলতে নেই। কিছু বয়স হয়েছে বটে।

মণি। কিছু হ'য়েছে? ও হরি! কিছু হ'য়েছে? তার ছেলে—ঘেটা রমাই ঘোবের সঙ্গে লড়ায়ে ম'রেছে, তার স্নমুখের দাঁতের পাতিকে পাটী প'ড়ে গিয়েছিল। মাথার চুল এক পাছাও কাঁচা ছিল না। তার বাপ বুড়ো শিব, এতদিনে পাঁচ সাড়শো গাজন পার ক'রলে, তার বয়স হল কি না কিছু? আর তার সঙ্গে তুমি কি না অমন সোঁপার প্রতিমার বে দিচ্ছ? আবে ছিঃ! বৃদ্ধ বয়সে মহারাজেরও কি ভীমরতি হ'য়ে গেল?

পদ্মা। মহারাজেরও অপরাধ নেই—আমিরও অপরাধ নেই!

মণি। না, কারো অপরাধ নেই। আঁহি গিয়েছিলুম লড়াই কর্তে, সকল অপরাধ হ'ল আমার।

পদ্মা। অপরাধ কারো নয়—প্রজাপতির নির্বন্ধ।

মণি। ও সব বুজ্ঞাত্যাক কথা আমি শুনতে চাইনি। আজ প্রজাপতির নির্বন্ধ—কাল ফড়ি-কের নির্বন্ধ—পরশু গুটীপোকার—ও সব বাজে কথা রেখে দাও। দিয়ে বুড়ো শালাকে এই বেলো মানে মানে বিদায় ক'রে দাও। আর গৌড়েখরের সুব্রাজ আ'সছেন, রঞ্জাকে তাঁর হাতে সমর্পণ কর।

পদ্মা। তা কেমন ক'রে হয় ভাই, রঞ্জা তাঁর গলায় মালা দিয়েছে।

মণি। তা না দিয়ে আর ক'র্কে কি? তোমরা তাকে পীড়াপিড়ি ক'রেছ, তার উপর সে বুড়ো বাহু—রঞ্জার স্নমুখে দাঁড়িয়ে কাঁচা কাটা ক'রেছে। কি করে।—সবলা—অবলা—হাতে মালা—কাছে গলা—পরিচে দিয়েছে।

পদ্মা। তা যে কারণেই হোক—যখন দিয়েছে, তখন তো ফিরানো যেতে পারে না।

মণি। কেন পার্কে না? মালা—ফুলের মালা—এক দণ্ডে শুকিয়ে যায়, কলার বাসনার গাঁথুনি, ক'ড়ে আঙ্গুলের চাঁনের ভর নয় না—ছুঁতে না ছুঁতে ছিড়ে যায়, তার আবার বাঁধন কি?

পদ্মা। তোমার এমনি বুদ্ধি বটে।

মণি। তা'হলে তোমরা বুড়োকে তাড়াত্তো না?

পদ্মা। ছি। ও কথা মুখেও আনিতে নেই!

মণি। তা'হলে তোমরা আমার কথা রাখছ না?

পদ্মা। তোমার কি আর কথাই যোগ্য কথা। তা রাখবো ?

মণি। দেখ দিদি। বুঝতে পারছো না—মহা গণ্ডগোল হবে। আমি কিছুতেই এ বিয়ে হ'তে দেব না !

পদ্মা। তোমার ক্ষমতা কি ?

মণি। কি ? আমার ক্ষমতা নেই ?

পদ্মা। কিছু না।

মণি। তা হ'লে দেখ, আমি কি ক'র্তে পারি।

পদ্মা। তাহ'লে আমিও বুঝবো যে তোমাকে মনুষ্যত্ব এসেছে।

মণি। তাহ'লে দেখবো, তোমাদের বুড়ো শালিকে কে রক্ষা করে !

পদ্মা। জান মশিরাম। কার সূত্রে তুমি এই ঐক্য প্রকাশ করছ ?

মণি। তুমিও জান দিদি আমি বাংলা ভাষাপোতকে ভয় করি না ? ইচ্ছা করলে, আজই আমি বিষ্ণুপুরে ঘুঘু চরাতে পারি ?

পদ্মা। কে আছি—বীণা গীর বেইমানকে গ্রেপ্তার কর।

মণি। এই এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি, কে কাকে গ্রেপ্তার করে।

[প্রস্থান।]

বীর। (বীরমন্ডলের প্রবেশ) কি—কি—ব্যাপারটা কি ? মণিরামের গলা শুনেও পেলুম না ?

পদ্মা। মহারাজ ! হতভাগ্য ভাইকে এই বেলা মানে মানে আবদ্ধ করুন ! হতভাগ্যের মনে দুর্বিসন্ধি প্রবেশ ক'রেছে। ও আমার প্রতি ঘেঁষল আচরণ দেখিয়েছে, একপ ভাব আমি আর কখনও দেখিনি মহারাজ।

বীর। কিছু ভয় নেই রাণী। যদি দুর্বিসন্ধিও ওর মনে প্রবেশ করে, তাহ'লে বুঝবে

ওর মাথাই বুদ্ধিও প্রবেশ ক'রেছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ! আমি বুঝতে পেরেছি, গৌড়েশ্বরের কোন গুপ্তচর কিংবা সেই কুটীল মহাপাত্র ওর সঙ্গে কোন না কোন ষড়যন্ত্র ক'রেছে, ওকে কুপরাশ্রম দিয়েছে—সাহস দিয়েছে, নইলে ও আজ তোমার মুখের ওপর কথা ক'ইতে সাহসী হয় ? ও হতভাগ্যের ওপর রাগ ক'রে লাভ কি ? ও যদি মানুষ্য হ'ত, ওর তুলা স্থান বিষ্ণুপুরে আর কার থাকতো ? নাও এস, ওর ভয়ে যেন কর্তব্যের ত্রুটি না হয়। বিষ্ণুপুরে যেন কিছুতেই উৎসব বন্ধ না হয়। যদনমোহনই আমাদের শরণ্য। এককাল তিনি বিপদে রক্ষা ক'রে এসেছেন ! আজ কি আর ক'রবেন না ? কই আমরা তাঁর চরণে কোনও ত অপরাধ করিনি। [উভয়ের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—উপকণ্ঠ।

শিবির সমুদয়।

(মহীপাল, বিভা, সত্যানন্দ)

মহী। দেখ বিভা, আর ত আমার বিলম্বই হয়েছে না—মহাপাত্র এখনও ত এসে উপস্থিত হ'ল না। ওদিকে রক্তাবতী আমার বিরহে ছটফট ক'রেছে। সে সরলা প্রেম বিহ্বলা অবলার কষ্ট দেখা, আমি আর সহ্য ক'রতে পারছি না—তুমি এখন যাত্রার ব্যবস্থা কর।

বিভা। হাঁ হাঁ, অমন কাজ ক'রবেন না—অমন কাজ ক'রবেন না—সুবদাজ। আর বাতচন্দ্র।

মহী। তাহ'লে এখন যাত্রা ক'রবেন না ? বিভা। কিছুতেই না। বাতচন্দ্র, বাতচন্দ্র—

মহী । আজ ঘাতচক্র—কাল বারবোনা—
পরশু তিরস্পর্শ—পা বাঁড়ালেই একটা না একটা
ব্যথা। একি আপদ পাঁজীতে ঢুকল বিজ্ঞারণা ?
বিজ্ঞা । কি ক'রব যুবরাজ ? মেঘ বাপির
প্রথম, বুনের পঞ্চম, কস্তুরি দশম, ধনুর চতুর্থ
আর মীনের দ্বাদশ চক্র ঘাতচক্র হয় ।

সভা । তাহ'লেই ঠিক হয়েছে—। সকাল
বেলা আপনি প্রথমেই মেঘদুগ্ধ পান ক'রেছেন,
এই মাত্র গোটা পাঁচেক বাঁড় আপনার শিবিরের
সুস্থ দিয়ে হাষা হবে মাথা নাড়তে নাড়তে
চ'লে গেল । গোটাশেষ কস্তা আপনার
সঙ্গেই আছে, আপনি চতুর্ভুজে ধনুর্ধারী, বার
সের মীন-মন্তক ভক্ষণকারী, সমস্তই মিলে গেছে
—ঘাতচক্র—ঘাতচক্র—

বিজ্ঞা । ঘাতচক্রে কত যাত্রা কতোদ্বারাদি—
মঙ্গলং ।

ক্রেণীয় মরণাট্টেব গর্গাচাণ্যেপ ভাদিতং ॥

বদি ঘাতচক্রে যাত্রা করা হয়—কি বিবাহাদি
নাঞ্চলিক কর্ম করা হয়, তাহ'লে ক্রেণীয় মরণাট্টেব
—অর্থাৎ খানিকটে ক্রেণ আর খানিকটে মৃত্যু ।

সভা । তার কোনটা যে আগে হবে, তার
এখন ঠিক নেই ?

বিজ্ঞা । না তা ঠিক নাই । ও ভুইই হ'তে
পারে । হয় আগে ক্রেণ পরে মৃত্যু, কিংবা
যাগে মৃত্যু—পরে ক্রেণ ।

মহী । তাহ'লে পা বাঁড়াব না ?

সভা । কিছুতেই না ।

মহী । তা হ'লে কখন যাত্রা ক'রব ?

বিজ্ঞা । সে আমি এখনি দিন দেখে
ঠিকি । ৬ই আষাঢ় রবিবার একাদশী, অতিগন্ত-
বাগ-ববকরণ, যাত্রানান্তি ।

সভা । উলটে যান—উলটে যান ।

বিজ্ঞা । ৮ই জ্যৈষ্ঠাঙ্গী—বিষ্ণুকরণ—

সভা । একে এই ইটি পর্যন্ত কান, তার
ওপর আবার বিটিকরণ, তাতে থাকড়ে বিষ্ণুপারদ
কাঁকবে রাস্তা—উলটে যান ।

বিজ্ঞা । পরে শকুনিকরণ ।

সভা । বাঃ বাঃ ! তাহ'লে ত যেমন পা
পিছলে পতন—অমনি খাষি খাণ্ডন—অ'দ
শকুনির পেটে গমন—উলটে যান—উলটে যান ।

বিজ্ঞা । হয়েছে—হয়েছে—৯ই হচ্ছে যাত্রার
পক্ষে শুভদিন । চতুর্দশী বুধবার নক্ষত্রায়ত্তযোগ
যাত্রাশুভ ।

সভা । বস্—বস্—মহারাজ ৯ই এখান
থেকে যাত্রা—১০ই বিষ্ণুপুরে থাকা—১১ই
বিবাহ—১২ই পুনর্মাত্রা ।

মহী । তাহ'লে এ শুভযাত্রায় বিবাহ নিশ্চয় ?

বিজ্ঞা । যাত্রা ব'লছেন কি যুবরাজ !
শুভলগ্নে যাত্রার আশঙ্কা নিলে শুভ বিবাহ হ'তে
পায় । আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকুন—
বিবাহ আপনার হ'য়ে গেছে মনে করুন ।

সভা । যুবরাজ ! যুবরাজ !—মহাপাত্র—
আগমন ক'রছেন !

মহী । অ'সছেন—অ'সছেন—মহাপাত্র
অ'সছেন—

বিজ্ঞা । আসবে না যুবরাজ ! বলেন কি ?
সুতদ্বিক্রমোপেক্ষে টান কি ? আপনার বিদায়
কি ব'লছেন—মহারাজ—আপনার জ্যেষ্ঠের
জন্ত পাঁজী দেখতে গিছিলেন । তিনিও ঐ রকম
শুভলগ্নে যাত্রা ক'রেছিলেন । এখন সে দিন
ছিল স্নাত্তিবৃকযোগ । এ যোগের এমনি মজা
—যে মহারাজ ছেলের বে দিতে গিয়ে ভুলে
নিজেই বে ক'রে ফেললেন ।

মহী । তার পর ?

বিজ্ঞা । বে ক'রে তার মনে প'ড়ে গেল ।
তখন আর কি হবে, লজ্জায় তিনি মাথা চুলকাতে

লেগে গেলেন। আপনার জ্যেষ্ঠ অধিকারী।
নবের ভাষণে তিনি প্রাণই ত্যাগ করে ফেললেন।
আপনি সেই কন্যাসীতার গর্ভজাত সন্তান।
জ্যেষ্ঠ বেঁচে থাকলে আপনি কি আর রাজা
হ'তে পারতেন ?

মহী। বটে বটে—সুতলয়ের এত গুণ !
তাইলে এক কাজ কর, পাঁজীতে বাঁতে কেবল
সুতলয় লেবে, তার ব্যবস্থা করা। তাইলে
রোজ রোজ সুতলয় ক'রব।

বিজ্ঞা। যথাসম্ভব—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহী। কি খবর মহাপাত্র ? আমার প্রাণ-
শরীর খবর কি ?

মহা। খবর আর কি বলব যুবরাজ ! সে
কল্পার বিবাহ হয়ে গেছে—

সকলে। হ'য়ে গেছে ?

মহী। তবে তুমি কি পাঁজী দেখলে
বিজ্ঞারণ্য ? তুমি এদিকে পাঁজী দেখতে লাগলে,
আর ওদিকে বে হ'য়ে গেল !

বিজ্ঞা। হ'য়ে বাবেই, অতক্ষণ দ'রে লয়
বাঁটাখাটি ক'রলে কি আর বে প'ড়ে থাকে
যুবরাজ ?

মহী। তারপর, এ তুমি কি বলছ
মহাপাত্র ? আমার সঙ্গে সন্ধ—নিমন্ত্রিত হ'য়ে
আমি চলেছি, এমন সময় বিবাহ হ'য়ে গেল ?
এ কি রকমটা হ'ল ?

মহী। অধিকার রাজা নয়ন সেনের সঙ্গে
তার বিবাহ হ'য়েছে।

বিজ্ঞা। ভায়া বসন্তে চম্পট পথ্য।
আর কেন ?

[সভাসদ ও সকলের প্রস্থান।]

মহী। বিষ্ণুপুরের রাজার এত বড় আশ্পর্ক !

মহা। আশ্পর্ক হ'য়েছে কি, আরও

সুতন। যখন আমি আপনার অপমান দেখে
ক্রোধ সংবরণ ক'রতে নীপেরে কাঁপতে কাঁপতে
বলুম—আমি বাজে কথা শুনে চাই না, পাঁজী
চাই—তখন দাদী বেটা আমার বললে কি যে,
এক পাঁজী আমি আছি, তোমার রাজাকে
আসতে বল, আমার বিবাহ ক'রে নিয়ে যাক।

মহী। কি ! দুয়াক্ষা এই কথা কইলে ?
তখন তুমি তার মুণ্ডপাত ক'র্ত্তে পাঠে না ?

(মণিরামের প্রবেশ)

মণি। রাজকুমার আমি আপনার শরণাপন্ন !

মহা। এই—এই—ইনিই হচ্ছেন বিষ্ণু-
পুরের সেনাপতি মণিরাম রায়—আপনার
শরণাপন্ন।

মণি। যুবরাজ, আপনি সমস্ত বাঙ্গালার
অধীশ্বরের একমাত্র পুত্র। আমি আপনার নিকট
বিচারপ্রার্থী। অধিকারগরের নয়ন সেন, আমার
অনুপস্থিতিতে, চোরের মতন আমার বাঁটাতে
প্রবেশ ক'রে, বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণীকে ভুলিয়ে,
আমার ভগিনীকে বিবাহ ক'রে ফেলেছে।

মহী। মহাপাত্র ! যেমন ক'রে পাঠ, এই
অপমানের প্রতিশোধ নাও। অধিকারগরের
রাজা, আর বিষ্ণুপুরের রাজা দু'জনকে এক
দড়ীতে বেঁধে আমার কাছে উপস্থিত কর।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—রাজ-অন্তঃপুর !

(নয়ন সেন ও রাজাবতী)

নয়ন। রাজা ও রাণী যেন কতকটা ব্যস্ত
হ'য়ে প'ড়েছেন। যেন কেমন বিষন্ন বিষন্নভাবে,
কেন বুঝতে পেরেছি কি রাজা ?

রজা। বিবরণ হ'তে যাবেন কেন ? আপনি বুঝতে পারেননি।

নয়ন। (স্বগত) তবে থাক, বালিকাকে বিপদের কথা শুনিয়ে আর ব্যাকুল করব না ! (প্রকাশ্যে) তোমার ভাইকে ত দেখতে পেলাম না।

রজা। তিনি বোধ হয় আজও বিষ্ণুপুরে ফিরতে পারেননি। ফিরলে অবশ্যই দেখতে পেরেন।

নয়ন। না, তোমার সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনে, মর্মস্পীড়ায় তিনি এখানে আসতে পাচ্ছেন না।

রজা। মর্মস্পীড়া যদি হয়, তাহ'লে আমার অদৃষ্ট। মর্মস্পীড়া কেন হবে মহারাজ ? ভাইতে কি আমার মহান্নত নেই ?

নয়ন। বিষ্ণুপুরবাসী কিন্তু এ বিবাহ-সংবাদে মর্মাক্রান্ত হ'য়েছে। শুনলুম গোড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে তোমার সন্ধন হ'য়েছিল। তিনি বিবাহাঙ্গী হ'য়ে বিষ্ণুপুরে আগমন কর'ছিলেন, দৈবদুর্ঘটনায় আমি হতভাগ্য যদি বিষ্ণুপুরে এসে না প'ড়তুম, অথবা উন্নাদের হত অন্তঃ-পুরে না উপস্থিত হ'তুম—যদি তোমাদের সম্মুখে হুঃখের কাহিনী না বলতুম, তাহ'লে বোধ হয় এ বিন্যাস ঘ'টত না। করুণাময়ি ! রূপযৌবনপূর্ণ স্বামীর সোহাগিনী হ'য়ে স্ত্রধের, ঐশ্বর্যের ও অতুলনীয় সম্পদের মধ্যে ব'সে সমস্ত বাঙ্গালার সাম্রাজ্য হ'তে পার'তে।

রজা। মহারাজ ! আমার বর্তমান ভাগ্যে আমি শচীর ভাগ্যও তুলু জ্ঞান করি। মহারাজের পরধূলি সময় মত গৃহে না প'ড়লে, আজ আমাকে জরাজীর্ণ একটা রাজপুত্র নামধারী অপদার্থের হস্তে আত্ম-সমর্পণ কর'তে হ'ত।

নয়ন। তুমি কি বল'ছ রজাবতী ? গোড়েশ্বরের পুত্র যে পরম রূপবান সুখ-পুরুষ।

রজা। সেটা কামুকীর পক্ষে ! প্রজার মুখ যার একমাত্র কামনা, অনন্তকীর্ষি স্বামীর মঙ্গলময় মূর্তিই সে রমণীর চির-আকাঙ্ক্ষিত যৌবনরূপ। মহারাজ ! আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। দশ বৎসর পরে যৌবনের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, গোড়পতির প্রাণহীন নাম বিশ্বাসের গারে মিশিয়ে যাবে। কিন্তু মহারাজ ! রজাবতীর কলভঙ্গুর দেহ মূর্তিকাসাৎ হ'লেও অনন্ত কালের মধ্যে একটা মাত্র দিনের জন্তও তাকে স্বামি-বিরোগ-বদ্বর্ণা সহ্য কর'তে হবে না। কেন না, তার স্বামী অনন্ত-জীবন—যোগেশ্বরের ছায় অব্যয়। অধিকাপতির নাম কখনই বিনষ্ট হবার নয়।

নয়ন। তবে আর আমি কি বল'ব রজাবতী ! তোমার জন্ত আমি জগদীশ্বরের কাছে নিজের দীর্ঘজীবন কামনা করি ; আনন্দময়ী তোমাকে চিরানন্দে সুখিনী করুন। তবে আর তোমার কাছে গোপন কর'ব না। আমি কি কর'তে চ'লেছি শুন। আমার ইচ্ছা, কিছু-দিনের জন্ত তোমাকে এখানে রেখে, আমি একেবারে অধিকার গমন কর'ব ?

রজা। কেন মহারাজ ?

নয়ন। তোমাকে আমার হস্তে দান কর'ব বিষ্ণুপুর-পতি বড়ই বিপন্ন। গোড়েশ্বরের মহাপাত্র প্রতিজ্ঞা কর'য়ে গেছে যে, সে যেমন কর'য়ে পারে, তার প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। এইরূপ অবস্থায় আমার নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাকা ত উচিত হয় না রজাবতী ! কিন্তু আমি একা। গোড়েশ্বরের অসংখ্য সৈন্তের বিরুদ্ধে, নিরস্ত্র নিঃসহায় আমি কি কর'তে পারি ? বিষ্ণুপুর রাজ্যের এই অমূল্য রত্ন হান, আমি কি অকৃতজ্ঞের মূর্তিতে গ্রহণ কর'ব ? বিষ্ণুপুরের সৈন্তবৃন্দ, বিষ্ণুপুরের

বিপদ, আমি কি কেবল ঠাঁড়িয়ে ঠাঁড়িয়ে দেখব ? রাজার সামান্য মাত্রাও সহায়তা কি আমা হ'তে হবে না ?

রজা । সেটা অবশ্যকর্তব্য ।

নয়ন । কর্তব্য নয় ? তুমি আমার পত্নী ।

আমার জীবনের প্রতি যেমন তোমার লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, আমার মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখাও তোমার তত্ত্ব কর্তব্য ।

রজা । ততোধিক কর্তব্য ।

নয়ন । তবে আর তোমাকে কি বোঝাব রজাবতী ? তোমার ছায় তেজোমগীর আশ্রয় পেয়ে আমি আবার নব জীবনে উজ্জীবিত । অধিকার আমার অপরিমিত বলশালী চূর্ণির্ষ দিগিজয়ী ডোম সৈন্য । তাদের একবার বিক্ষুব্ধে আনতে পারলে, আমি বাঙ্গলার সমবেত শক্তিকেও অগ্রাহ্য করি । তাদের বিক্ষুব্ধে আনতে আমি অধিকার যাবার অভিলাষ ক'রেছি ।

রজা । আপনাকে কি ক'রে ছেড়ে থাকব মহারাজ ?

নয়ন । না থাকলেও চ'লে না ।

রজা । চাষিদের শত্রু, আপনি তার মধ্য দিয়ে কেমন ক'রে যাবেন ?

নয়ন । সে কি ? মৃত্যুভয় ? আমার জন্ম আবার কিসের ভয় রজাবতী ? তুমি আশানুভূতি জীবকে পতিত বরণ ক'রেছ । তোমার পুণ্যই আমার জীবন রক্ষার অস্ত্র । তোমার আয়তনই আমার শরীর রক্ষণে বর্ম্মরূপ । আমার বাঁচাই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় হয়, তোমার ইচ্ছাই আমাকে বিপদ আপদ থেকে রক্ষা ক'রবে । নিরস্ত্র আমি অধিক ছেড়ে এখানে এসেছি । এসে সহস্র অস্ত্রের বনংকারেও যে রক্ত ছুঁতাপ্য, বিনা আঘাতে আমি তাই

পেরেছি । নিরস্ত্র আমি অধিকার ফিরে যাব । পথে যেতে যদি গোড়েশ্বরের অংশ সেনাকর্তৃক পরিবৃত্ত হয়, তা'হলে দুশ জনকে হত্যা ক'রেই বা রাজার আমি কি উপকার ক'রব রজাবতী ? আমি আর কালবিলম্ব ক'রব না । তুমি আমাকে বাধা দিও না ।

রজা । তবে আপনার চচ্ছায়িত কার্য্য করুন ।

নয়ন । তৃতীয় ব্যক্তিকে একথা প্রকাশ ক'র না । আমি আজই অমাবস্তার ঘোর অন্ধকার আশ্রয় ক'রে এ স্থান ত্যাগ ক'রব ।

রজা । আমাদের ইষ্টদেবতা কে ?

নয়ন । মা আনন্দময়ী রক্তিনী ।

রজা । দেখ মা আনন্দময়ী, তোমার শ্রীপাদপদ্মে বধন তনয়কে আশ্রয় দিয়েছ, তখন তাকে আর আশ্রয়হীন ক'র না । দেখবেন মহারাজ আমাকে যেন পরিত্যাগ করবেন না ।

নয়ন । পরিত্যাগ ? কেমন ক'রে পরিত্যাগ ক'রব প্রাণেশ্বরী ? ভোগের সঙ্গে সন্ন্যাসের অপূর্ণ মিলন এক সার্বিক্রীতে ছিল স্তন্যপাই, কিন্তু তোমাতে তা প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রলুম । তবে আবার বলি, তুমি এই বৃদ্ধের গলায় মালা দেওয়ায়, আমার মত কুংখিত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়নি । তোমার পূর্ণ যৌবন, অপূর্ণ রূপ, ভগবতীর গুণগাণি—অনন্ত আশা—তুমি বহুতে সে আশার মূলোচ্ছেদ ক'রেছ । তোমাকে যদি পরিত্যাগ করি, তা'হলে ইষ্টদেবীর প্রসাদও আমাকে নরক থেকে রক্ষা ক'রতে পারবে না ।

রজা । আমি আপনার জন্মের দেহ দেখিনি মহারাজ । আপনার জ্যোতির্ম্ময় রূপ হৃদয়ে ধারণ ক'রে, তাকেই মাদ্য দিয়ে বরণ ক'রেছি ।

নয়ন । অধিকার ঈশ্বরীর মধ্যদা রাখতে, আমিও বিষ্ণুপুর পরিভাগ করে চালছি ।

রজা । তাইলে মহারাজ চলুন, এক সঙ্গে মদনমোহনের আশীর্বাদ গ্রহণ করি ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—প্রাসাদ সমুখ ।

(সৃষ্টিদর ও প্রজাগণ)

স্ব । ধর্মের লীলা আমাকে ভাল করে দেখে নিতে হচ্ছে । তুমি যে ঠাকুর জ্যোতিরি করে, অবতরমান কাল থেকে একটা সুনাম নিয়ে আসবে,—আমি দেখানে থাকব সেই ঋণেই জর, সেটি আর হাতে দিচ্ছি নি । আগে প্রত্যক্ষ দেখি, তবে তোমার কথার বিশ্বাস করবো । নইলে তুমি পৃথিবীপাজী দেখিয়ে যে বলবে, আমি অমুক সময় অমুক করেছি—ত্রিশচক্রে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছি, রাবণ মেরে সীতার উদ্ধার করেছি, কুরুকুল নির্মূল করে লুপ্তিরকে রাজ্য দিয়েছি, ও সব পৃথিবীপাজীর নজির আমি দেখতে চাই না । নজির আমিও দেখাতে পারি, আমিও বলতে পারি, বলি দান করে পাতালে গেছে । বলি চার সমুদ্রে পূজা করে দান করে রামের হাতে মরেছে । আমি প্রত্যক্ষ নজির চাই । তুমি বলতে পার, আমি নয়ন সেনকে রজা দিইচি, কিন্তু তাতে এই করেছ যে রজাও যায়—নয়ন সেনও যায়—বিষ্ণুপুরও যায় । যদি এ বিপদে বিষ্ণুপুর রক্ষা করতে পার, তবে তোমার ক্ষমতা বুঝি ।—তাই সব, বেশ করে রাজ্যকে বুঝিয়ে বল যে, তিনি কেন ইচ্ছাপূর্বক এই বিপদ ছেড়ে আনছেন ?

সকলে । বল—বেশ করে বুঝিয়ে বল ।

স্ব । কোথাকার কে, কোন জাত, যথাযথই রাজা নয়ন সেন কি না, তাই এখনও ঠিক হ'ল না, তার জ্ঞান আমরা স্ত্রী পুত্র পরিনারকে নিধনে ফেলতে যাব কেন ?

সকলে । কেন, কিসের জ্ঞান কে'লতে যাক ?

স্ব । সে যে রাজা নয়ন সেন তার সাক্ষী কে ?

সকলে । অসাম্যিও সেই—সাক্ষীও সেই ।

স্ব । সে যে চোর নয়, তা কেমন করে জানব ?

১ম প্র । চোর নয় কি, নিশ্চয় চোর !

সকলে । চোর—পাকা চোর ।

১ম প্র । সে রজাবতীকে চুরি ক'বোর মতলবে সন্ন্যাসী সেজে এসেছে ।

সকলে । তাতে আর সন্দেহই নেই ।

স্ব । সে যেমন এসে বললে নয়ন সেন, অমনি সাক্ষী নিলে না—সাব্দ নিলে না—বহিরের এক আধজনকে জানালেও না, অন্ধরে অন্ধরেই শালীটিকে সমর্পণ করে ফেললে ?

১ম প্র । রাজা বলে কি সমাজ দেখবে না ? তাইলে আমাদের জাতকুটুম্ব থাকে তাকে মেরে খ'রে দিলে, আমরাও তাকে শাসন ক'রতে পার'ব না ?

সকলে । কেমন করে পার'ব ?

স্ব । আচ্ছা নয়ন সেন ব'লেই যদি সে নয়ন সেন হয়, তাইলে আমি নাক সেন, তুমি দাড়ী সেন, ও নাড়ী সেন, সে ভুড়ি সেন—তা'লে দাঁও, আমাদেরও রজাবতীর সঙ্গে যে দাঁও ।

সকলে । দাঁও—বে দাঁও ।

স্ব । আর রজাবতীই বা কি ক'রলে ?

সকলে । বোঝ দেখি ভাই ।

স্ব । হাতে কি মালা অমনি বোগান ছিল, যে লোকটা এল, তাকে হাঁপ কে'লতেও দিলে

না—দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তার গলায় মালা পরিয়ে দিলে ?

১ম প্র। কি ক'রে জানিলে যে নয়ন সেন জীবিত ?

স্ব। বুঝতে পাচ্ছি না, আগে থাকতে সড় ছিল।

সকলে। তাই ঠিক, যা বলেছ, সড় ছিল।

স্ব। তবে তার জন্ত আমরা প্রাণ দিতে যাব কেন ?

সকলে। কিছুতেই না।

স্ব। রাজা রামচন্দ্র প্রজার জন্ত স্ত্রী বনবাসে দিলেন, আর আমাদের রাজা কি না শালীর জন্ত প্রজা বনবাসে দিচ্ছেন !

সকলে। এই কি রাজার কাজ ?

স্ব। ঐ রাজা আঁসছেন। তোমরা সব এইখানে দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে বল—ছেড়ো না—! আমি চাকর, আমি ত থাকতে পারি না। তাই'লে রাজা মনে ক'রবে, আমি শিখরে দিয়েছি।

[প্রস্থান ।

(রাজা বীরমন্দের প্রবেশ)

সকলে। জয়, মহারাজের জয়, দয়াময় আমাদের রক্ষা করুন।

বীর। কেন, তোমাদের কি বাঁধে ধ'রেছে যে রক্ষা ক'রব ?

১ম প্র। আজ্ঞে মহারাজ ! বাঘেরও বেড়া, আমবা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিপন্ন।

বীর। তা এতে আর আমার রক্ষা ক'রবার কি আছে ? স্ত্রী পুত্র কেলে চম্পট দাও।

১ম। আজ্ঞে মহারাজ ! গোড়েশ্বরের পুত্র আমাদের আক্রমণ ক'রছেন।

বীর। তা হ'লেত ভালই ক'রেছেন। তিনিই তোমাদের স্ত্রীপুত্রদের দায় হ'তে

অবাহতি দেবেন। একেবারে ছাঁদা বেঁধে গোড়ে নিয়ে হাজির ক'রবেন।

১প্র। আজ্ঞে রজাবতী দেবীর বিবাহ দিলেইত সব গোলমাল চুকে যায়।

বীর। বিবাহত দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু গোলমাল ত চুকেছে না।

১প্র। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

বীর। আজ্ঞে আজ্ঞে কি—বল ?

১প্র। বিবাহই বা কই হল ?

বীর। সে কি হে ? এমন চক্ক চোঁষা ভোজন ক'রলে, সেটা কি তবে মনে ক'রেছিলে, আমার জীবদ্দশায় শ্রাক্ষে খেয়ে গেলে ?

১প্র। বিবাহ কার সঙ্গে হ'ল ?

বীর। সে যে বিবাহ ক'রেছে সেই জানে।

সকলে। তিনি নয়ন সেন কি না—

বীর। তা আমি কেমন ক'রে বলব ? আমি তাকে কখন দেখিওনি—চিনিওনি। সে ব্যক্তি ব'লেছে, “আমি নয়ন সেন” আমিও বুঝেছি নয়ন সেন।

১প্র। মহারাজ যদি অভয় দেন তবে বলি।

বীর। অবশ্য ব'লবে, তোমরা প্রজা—তোমাদের নিয়েই রাজ্য। তোমরা আমাকে যুগ দুঃখ জানাবে, তাতে ভয় ক'রতে হবে কেন ?

১প্র। মহারাজ চিরদিনই প্রজাপালক।

সকলে। রাম-রাজত্ব।

১প্র। বিপদ কাকে বলে আমরা জানকুম না। এখন একটা তুচ্ছ কারণে মহাবিপদ উপস্থিত। গোড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে রজাবতী দেবীর সংঘর্ষ, অথচ দেবী আর এক জনের গলায় মালা দিয়েছেন। সে ব্যক্তি যে কে, এবং কি জাতি, তা বিষ্ণুপুরের কেউ জানে না। মহারাজও ব'লতে পারেন না। একদা অবস্থায় গোড়েশ্বরের পুত্রের হাতে তাঁকে সমর্পণ না

করতে মহারাজের দুনিাম হ'চ্ছে। সেনাপতি—
প্রজা—প্রতিবেশী—কেউ এ বিবাহে স্বখী নয়।

বীর। স্ত্রী হ'বার ভ কথা নয়।

১ প্র। তাহ'লে তাদের এই অসুখের
কারণ দূর ক'রলে হয় না? প্রজা স্ত্রী হয়,
সেনাপতি স্ত্রী হন, দেশটাও রক্ষা পায়।
সুনলুম অপমানিত গোড়েশ্বরের পুত্র বহু সৈন্য
নিয়ে বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'রতে আগমন
ক'রছেন।

বীর। তোমরা যা বলছ তা বুঝছি;
কিছু বোঝাই সার। ঝড় ছুঁথের বিষয়, কিছু
ক'রতে পারছি না। হি'র মেরের আর ছবার
বে হয় না।

১ প্র। তাহ'লে কি আমরা ধ্বংস
পাব?

বীর। আশ্চর্য্য ক'রতে না জানিলে তা
ছাড়া আর কি হ'তে পারে? তারা আ'সছে
দেশ জয় ক'রতে। তারা কি তোমাকে কোলে
ব'সিয়ে আদর ক'রে নাড়, গোপালের মতন
মুখে নাড়ি, তুলে দেবে? কাপুকবকে কেউ
দয়া করে না; বুঝেছ? আশ্চর্য্য ক'রতে
চাও, অস্ত্র নাও। নিয়ে গোড়ের গুবরাজের
সৈন্যের সঙ্গে লড়াই লাগিয়ে দাও।

১ প্র। দেবার কারণ হ'লে দিতে
পারি; নইলে মহারাজ অনর্থক লড়াই লাগিয়ে
ক'রব কি?

বীর। বেশ, তাহ'লে যতক্ষণ গোড়েশ্বরের
সৈন্য এসে ঢিকি ধ'রে তুলে না নিয়ে যায়, তত-
ক্ষণ ধরে ব'সে ব'সে চিপটি ক ভক্ষণ কর।

(চরের প্রবেশ)

১ম চর। মহারাজ।

বীর। 'মহারাজ' বল'ে খামলে কেন?
ক বল'তে এসেছ বল। এরা আমার সন্তান।

বিপদ সকলেরই সমান। নির্ভয়ে এদের কাছে
বল'তে পার।

১ম চর। গোড়েশ্বরের সমস্ত সৈন্য জ্বর-
কেশ্বরের পায়ে সমবেত হয়েছে। মাতুল
মহারাজ সর্বসম্মত তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

বীর। বেশ, তুমি এক কাজ কর। এই
এদেরও মাতুল মহারাজের কাছে নিয়ে যাও।
এঁরা স্ত্রীপুত্রের বিপদে বড় ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন।

সকলে। সে কি মহারাজ। আমরা এমন
কাজ ক'রব কেন?

বীর। তবে আর কি হবে! এও ক'রবে
না—তাও ক'রবে না। তাহ'লে চল, মদন-
মোহনের ঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে নৃত্য ক'রবে।

(দ্বিতীয় চরের প্রবেশ)

২য় চর। মহারাজ।

বীর। কি? কি?

২য় চর। রাজা নয়ন সেন পালিয়েছেন
কেউ তাঁকে কোথাও থুঁজে পাচ্ছে না।

বীর। বেশ ক'রেছেন। বাঙ্গালীর ছেলেবে
ভগবান পা দিয়েছেন কিসের জ্ঞান? ব'সে ব'সে
কি সে দুটোকে বাঁতে পঙ্ক করবার জ্ঞান? "য
প্রয়াতি স জীবতি।" তোমারও তাই ক'র
যুদ্ধ ক'রবে না, গোড়েশ্বরের শরণাপন্ন হ'ব
না। তাহ'লে এই বেলা মানে মানে পা দুটো
সদব্যবহার কর। স্ত্রীপুত্রদের পা থাকে, স'বে
নাও; না থাকে, কাঁধে ক'রে বগল বাজাতে
বাজাতে ভাং ভাঙিয়ে বনে চ'লে যাও। বনে
বাঘগুলো বহুদিন থেকে দুর্ভিক্ষে কষ্ট পায়ে
তাদের পেটের জ্বালা নিবারণ কর।

১ প্র। দোহাই মহারাজ, একটা প্রবন্ধবে
জ্ঞান সোণার বাজ্য নষ্ট ক'রবেন না।

সকলে। দোহাই মহারাজ—দোহা
মহারাজ!

বীর । সোণার রাজ্যের ধ্বংস হয় না ।
তোমাদের মত পোড়া মাটিতে সোণার স্বপ্ন,
তাইই ধ্বংস হয় । [সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ।

সুস্থিধর ।— গীত ।

জান বুঝি যমুনার সীপ খেলে ।

গোটা তোরা তুললে তারে ডুব সেজে সে রাই ব'লে ॥

জলে আছে কালীরে চান।—

কণা ডুলে ব'সে আছে, যেমনি কামু মাঝে কাছে,

লাজ দিয়ে পাক জড়িয়ে দেবে উঠতে দেবে না ।

এখন কে এসে বাজাবে বাঁশী কদম্বমূলে ।

সোণার নদী ক'রবে চুরি সাধের গোবুলে ॥

রজা । কেও কৃষ্টিরে !

স্ব । এই যে—মাসীমা ! প্রশংসা ।

রজা । তুমি এখানে কি ক'রছো ?

স্ব । এই দম্মা ব'লে আমার এক সাজাৎ

এই খানে নাকি যাঁতায়াত ক'রছে, আমি তাই
তার গতিবিধি লক্ষ্য ক'রছি ।

রজা । কই—দম্মা ব'লতে এখানে কেউ
নেই !

স্ব । সে তুমি জানবে না । তোমার
স্বামী রাজা নয়ন সেন জানেন ।

রজা । আমার স্বামীর কথা তুমি
জানলে কেমন ক'রে ? তুমি দাদার সঙ্গে
গিয়েছিলে না ?

স্ব । সেই গিয়েই ত আমার সাজাতের
সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় হ'ল । আমি বিষ্ণু-
পুরের সাড়ে বারো গণ্ডী—আমার নজর
রাখতে হয় কত দিকে । লুকিয়ে লুকিয়ে সাজাৎ
চোর চাল চা'লছিলেন, আমার চ'কে পড়ে
গেলেন ।

রজা । সাড়ে বারো গণ্ডী কি ?

স্ব । ও হরি, তা তুমি জান না ?

রজা । না ।

স্ব । তা তুমি কি ক'রে জানবে ? একে
জীলোক, তাতে বুদ্ধি কম, একটা বুড়োকেই বে
ক'রে ব'সলে । তুমি যুদ্ধের খবর কি ক'রে
রাখবে ? সাড়ে বারো গণ্ডী কি বুঝিয়ে দিছি ।
পাঁচ হাজার মনসবদার—হাজারী মনসবদার—
সুবাদার—রেসেলদার—এসব নাম কখন
শোননি ?

রজা । শুনেচি ।

স্ব । তবে আর কি ; তাহ'লে সাড়ে
বারো গণ্ডীও বুঝেছো ? যার তা'বে পাঁচ হাজার
সৈন্য সে হ'ল পাঁচ হাজারী—যার তা'বে হাজার
—সে হাজারী । এখন আমার অদৃষ্টে হ'ল
সাড়ে বারো গণ্ডা বাকালী ; মুখেই রাজা
রাজড়া মারতে জানে ; কাজেই বাকোর উপাধি
আছে—বাকিাবাকালী—বাকিাবাকালী—হুক্কু-
—হুক্কুজ্ঞ বাকালী কখন দেখেও নি—মাড়ি-
ওনি—কাজেই যুদ্ধের খেতাব কারও ভাগ্যে
জোটেনি ! কই কখন শুনেছ কি ? বাশচুকু—
মুদগর-চুড়ামণি—মুদগর-শাস্ত্রী ?—বখন যোদ্ধার
উপাধি নেই, তখন খেতাবটা নিজেকেই গ'ড়ে
নিতে হ'ল ।

রজা । কেন পঞ্চাশী হ'লে না ? তাহ'লে ত
অনেকটা মিষ্ট শোনাত ।

স্ব । কি, আমি সাড়ে বারো গণ্ডার মালিক
—আমি পঞ্চাশী হ'তে যাব কেন ?

রজা । যে সাড়ে বারো গণ্ডা—সেই ত
পঞ্চাশ ।

স্ব । হিঃ হিঃ তাহ'লে তোমার বুদ্ধি আছে ।
তা হলে শুধু তুমি অধিকার কেন, অবা, অম্বা-
লিকা, সভাবতী, ব্যাসদেব মায় পরাশরীর উপরে

পর্যন্ত রাজত্ব করিতে পারবে। তা'হলে তুমি যে বড়ো দেখে বে ক'রেছ—সে ঠিক বড়ো নয়, তাতে পদার্থ আছে।

রঞ্জা। যুদ্ধে যে গেলে, তার খবর কি ?

স্ব। খবর আচ্ছা—যুদ্ধ জয়—রমাই ঘোষ নিকরেশ।

রঞ্জা। সে খবর ত পেয়েছি। অল্প খবর ?

স্ব। অল্প খবর—মাঝারী—। মান্দারণ—উদ্ধার—কিন্তু ছেলে পগার পার।

রঞ্জা। সে খবরও পেয়েছি। দাদার খবর কি ?

স্ব। বড় মন্দ।

রঞ্জা। বড় মন্দ ?

স্ব। বড় মন্দ। তার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

রঞ্জা। কোমর ভেঙ্গে গেছে কি ?

স্ব। সেটা আসতে আসতে পথের মাঝখানে ঘটে গেছে।

রঞ্জা। তা'হলে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

কি গুণির রাজাকে খবর দাও।

স্ব। খবর অনেকক্ষণ দেওয়া হয়ে গেছে ; কিন্তু দিলে কি হবে ? সে ভেতর থেকে ভেঙেছে, কাজেই ঠেকো দেবারও ঘো নাহি, মেঘামত হবারও উপায় নেই ; দোমটা হ'লো আমার। আমি কতকগুলো লোককে ধ'রে, তাঁর সমুখে এনে উপস্থিত করলুম। তারা, কোথাও কিছুই নেই, হঠাৎ তোমার দাদাকে বাড়ীপেটা ক'রতে লেগে গেল।

রঞ্জা। আর তুমি সাড়ে বারো গণ্ডী—তা'ই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলে ?

স্ব। আমি কার কি করব ? আমার এই হাতে ছিল ঢাল, আর এই হাতে ছিল তলোয়ার। দুই হাতই ঝোড়া, বেটারের যে

খাঁকা মেরে তাড়িয়ে দেবো তারও উপায় ছিল না। এসেই তোমার দাদাকে না ধেরে,—বলে আপনিই রমাই ঘোষকে বধ ক'রেছেন—আপনিই আমাদের স্ত্রীপুত্রদের মান রেখেছেন—আপনিই দেশ রক্ষা ক'রেছেন। বুঝতে পারছ মাসী মা ?

রঞ্জা। তুমি তাদের বুঝিয়ে দিলে না কেন ?

স্ব। বুঝিয়ে দেবার সময় কোথায় পেলাম, তা বোঝাব ? তারা তখন তোমার দাদাকে ঘেরে মহা গুণ্ডগোল লাগিয়ে দিয়েছে—বলে আপনি রঞ্জাবতী দেবীর যোগ্যপাত্র। বুঝেছ মাসী মা !

রঞ্জা। বুঝছি, তুমি এখন যাও (প্রস্থানোক্ত্য)

স্ব। দাদা তোমার তখন কোথায় পালায়, কোথায় পালায় ; কিন্তু তারা পালাতে দেবে কেন ? তারা তোমার দাদাকে এমনি ক'রে আগলে,—এই এমনি ক'রে নৃত্য না ক'রে—বলে আপনি আমাদের মদনমোহন আর রঞ্জাবতী রাধারাক্ষী—(পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ)

রঞ্জা। নাও পথ ছাড় আমাকে যেতে দাও।

স্ব। এই মদনমোহন রাধারাক্ষী যতই শোনেন, ততই দমে দমে তোমার দাদার কোমর ব'সে যায়।

রঞ্জা।—তা যাক, তুমি পথ ছাড়।

স্ব।—চ'লে যাবে তা যাও না—তবে কি জান, পথের মাঝে ছিল মহাপাত্তর। দৈবক্রমে তোমার দাদার সঙ্গে তার হ'য়ে গেল দেখা। যেমন দেখা অমনি ভাব, অমনি তোমার মদনমোহন বধের প্রতিজ্ঞা।

রঞ্জা।—তারপর ?

স্ব।—তারপর আমি কি জানি।

রজা।—এ সংবাদ তোমায় কে দিলে ?

হু।—কেন আমার খবর সাধাৎ । সে ব'ললে নয়ন সেন যে চুপি চুপি পালাচ্ছে, তাকে এই বেলা ধ'রে ফেল । এখনও ত সে বেশী দূর যায়নি, এই সবে মাত্র বেরিয়েছে ।

রজা।—তাইত তাহিত, তা'হলে কি হবে সূত্রধর ? কি ক'রে আমার স্বামী রক্ষা পাবেন ?

তিনি যে একা—নিরস্ত্র ।

হু।—কি ক'রে রক্ষা পাবেন, তা আমি কি জানি ? যে খবর দিয়েছে—সেই ধর্মই জানে । মেঝে ফেললে ভাল হয়, না'রবে । রা'খলে ভাল হয়, রাখ'বে ।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা।—রজাবতী ! এমন সময় একাকিনী এ উদ্ভানে থেকো না । স্তন্যমূদ বহু সৈন্ত নিয়ে গোড়েশ্বরের পুত্র, আমাদের রাজ্য আক্রমণ ক'রতে আস'চ্ছেন । প্রজাসব সেই সঙ্গে বিদ্রোহী হ'য়েছে । সুতরাং আমি এখানকার কাজকেও আর বিশ্বাস ক'রতে পারি না । অসহায় অবস্থায় এ নির্জন স্থানে বিচরণ করা আর বৃক্ষযুক্ত নয় । ঘরে চল ।

রজা।—স্তন্যমূদ দাদা বিষ্ণুপুরে এসেছেন ।

পদ্মা।—সে এসে সসৈন্তে গোড়েশ্বরের পুত্রের সঙ্গে যোগদান ক'রেছে । এত কাল যে মহারাজ পুত্রসহে তাকে পালন ক'রে এসেছেন, সে তার যোগ্য প্রতিশোধ দিয়েছে । আমার মাথা হেঁট ক'রেছে । অজ্ঞাত ব্রাত্য-বাংসল্যে আমি তাকে বিষ্ণুপুরের সেনাপতি ক'রেছিলুম । যোগ্যতর ব্যক্তিরের বঞ্চিত ক'রে তাদের মর্যাদাসিক ক্ষোভের কারণ হ'য়ে-ছিলুম । এখন তাদেরও হারিয়েছি—ভাইয়ের কাছেও উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছি । এখন অদৃষ্টে আরও কি আছে, তা বুঝতে পারছি না ।

—তুমিও সাবধান হও । নইলে বিপদে প'ড়বার সম্ভাবনা । রাজা এ বয়সে আশ্রয়কা ক'রতেই অসমর্থ,—তিনি কিছু এ সময় আমাদের ভার আঁহার গ্রহণ ক'রতে পারেন না ।

রজা।—তা হ'লে ত দেখ'ছি দিদি আমি হ'তেই বিষ্ণুপুরের এই বিপদ উপস্থিত হ'ল ?

পদ্মা।—তা হ'লেও আমাদের হুঃখ করবার কিছু নেই । তুমি আমার কস্তা হ'লেও ত এইরূপ বিপদ উপস্থিত হ'তে পার'ত । বিপদ এসেছে—কি ক'রব ? ম'লে কিছু বিষ্ণুপুরকে সঙ্গে নিয়ে যাব না । বারা আমাদের সঙ্গে সমভাবে বিষ্ণুপুর ভোগ ক'রছে, তারা যদি ইচ্ছাপূর্বক দেশকে শত্রুহস্তে দিতে চায়, তাহ'লে আমাদের হুঃখ কি ? কিন্তু হিঁদুর মেয়ের ধর্ম যদি সামান্য মাত্রাও আহত হয়, তার চেয়ে হুঃখ আর হতেই পারে না । স্তন্যমূদ—যিনি তোমার ধর্মরক্ষাকর্তা, তিনি চোবের মতন বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রেছেন ।

রজা।—(স্বগত) কি ক'রব ? বলব না, মহারাজ নিবেশ ক'রে গেছেন । যতদিন না তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরতে পার'ছেন, ততদিন তাঁর হুর্নাম আমাকে স্তন্যমূদেই হবে ।

পদ্মা।—স্তন্যমূদ হুঃখ ক'র না রজাবতী ! কি ক'রবে অদৃষ্ট ! তুমি বুঝতে পার'লে না,—আমি বুঝতে পারলুম না,—অমন বিজ্ঞ রাজা, তিনিও কেমন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন । এক অজ্ঞাত কুললীল বুকের বাক্যচাতুর্যে মুগ্ধ হ'য়ে আমরা যে কে কি ক'রলুম, কিছু বুঝতে পারলুম না । কাকে তোমাকে সমর্পণ ক'রলুম, তাই এখন আমরা বুঝতে পারছি না । সে ব্যক্তি যদি নয়ন পেন হ'ত, তাহ'লে কি এই হুঃসময়ে পরহিতৈষী মহারাজকে সে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পার'ত ? অথচ সমস্ত বিপদ সেই

নরাদয় কাপুরুষের অজ্ঞ। তারই অজ্ঞ শাস্ত্র প্রজ্ঞা বিভ্রান্তিই হ'ল—ভাই শত্রু হ'ল। সেই প্রবঞ্চকের অজ্ঞই বাঙ্গালার সম্রাটপুত্র—নর লক্ষ সৈন্তের অধিপতি—অপমানিত লাহিত হ'য়ে রুদ্ধমূর্তিতে বিষ্ণুপুর রসাতলে দিতে আসছে। যাক্, অস্তে যা ছিল তাই হ'ল। তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো; একাকিনী এখানে বেখানে ঘুরো না—কেননা এখন আমার নিজের ঘর পর্যন্ত নিরাপদ স্থান নয়। কার মনে কি আছে, কিছুই বলতে পার না। এই যে মহারাজ! আপনি আবার এখানে এলেন কেন?

(বীরমন্ডের প্রবেশ)

বীর।—রঞ্জাবতী, একটা কথা তোমার জিজ্ঞাসা কর ?

রজা।—আজ্ঞা করুন।

বীর। জিজ্ঞাসা করছি—কিন্তু বুঝে উত্তর দিও। আমার কথায় মনে একটুকুও দ্বন্দ্ব ক'রো না।

রজা।—আপনি আমার পিতৃতুল্য হিতার্থী।

বীর।—তবে শোন। তোমার যমী তোমাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ ক'রে, কাপুরুষের কায় এ স্থান ত্যাগ ক'রে গেছেন।

রজা।—আপনারা কি তাঁর পুনর্গমনের প্রত্যাশা করেন না?

বীর।—প্রত্যাশা ক'রতে পারি, কিন্তু জীবদশার নয়। যখন সে ফিরবে, তখন বিষ্ণুপুর অবশ্যে পরিণত হবে। একক্ষণ বোধ হয় তোমার সঙ্গে কথা ক'রারও অবকাশ পোতুম না। একক্ষণ গোড়েশ্বরের পুত্রের সমস্ত সৈন্ত বিষ্ণুপুর ঘেরে ফেলতো, আজীবন বৃদ্ধ-বাবসাদী, এ বার্কডোঙ আমি চুপ ক'রে থাকতে পারতুম না। অগণা ধাক্কার বিরুদ্ধে আমি একা, স্তত্রায় পরিণাম কি হ'ত, তোমাদের বশতে

বাকী নেই। কি জানি, কি আশ্চর্য্য নৈব ঘটনায়, বিভ্রান্তি, দারকেশ্বরে প্রবল বস্ত্রা এসেছে। আসতে আসতে সৈন্তের পতিরোধ হ'য়ে গেছে। তাই এখনও বেঁচে আছি। কিন্তু বজ্র আমাকে ক'দিন চুকা ক'রবে?

রজা। আমাকে কি ক'রতে অল্পমতি করেন?

বীর। তুমি পুনর্নিবাহে প্রস্তুত আছ? সমস্ত প্রজাকে অসমুদ্র ক'রে, আমি এক অজ্ঞাতকুলশীল প্রবঞ্চকের হাতে তোমাকে দান ক'রেছি।

রজা। জালিকা ব'লে এ কঠোর বহস্ত ক'রবেন না মহারাজ!

বীর। তবে আর কি, জাতিও গেল—কুলও গেল—তখন এই—কৃষ্ণবরে ভাঙ্গা পিতৃদের ভেতর প্রাণটা রাখবার আর প্রয়োজন কি? তোমরা প্রস্তুত থাক, আমি চলে য়।

রজা। (পদতলে পড়িয়া) মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করুন না?

বীর। রঞ্জাবতী!—বৃদ্ধ আমি—ভার ওপর বাল্যকালে নীচঘরে প্রতিপালিত—মহাশয় রেখে কথা ক'ইতে শিখিনি। আমি তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা কর।

রজা। সে কি মহারাজ? আপনি আমার পিতৃতুল্য। বাল্যে বাপ মাকে হারিয়েছি। অবোধের চক্ষে তাঁদের দেখেছিলাম। স্তত্রায় তাঁদের দেখতেও পারিনি। চিনতেও পারিনি। যখন দেখতে শিখেছি—তখন দেখেছি আপনি আমার পিতা,—আব স্নেহময়ী রাণীই আমার মা। দেখুন, আমি বহস্ত ক'রছি না, আপনাকে বিগমুক দেখবার জন্তও ব'লছি না। কেননা এটা আমার বিশ্বাস—বিষ্ণুপুরে রাণী বসন্ত অশ্রু হ'ল, ওর তিনি মুদ্রাকে ভয় করেন

না। তথাপি আমি বলছি—আপনি আমাকে পরিত্যাগ করুন।

—পদ্মা। আর কেন রজাবতী ? আর ও কথা কেন দিদিমনি ?

রজা। না দিদি ! আপনি শুধু এই সভাগিনীর ভগিনী ন'ন। আপনি অসংখ্য সন্তানের জননী। শুধু এক জনের জন্ত সেই অসংখ্যকে বিপন্ন করা, রাজোদ্বারীর ধর্ম নয়। হাজার শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জনর জন্ত সহস্রাবীকে বনবাস দিয়েছিলেন।

বীর। আমি ত শ্রীরামচন্দ্র নয়, আমি পদীরাজ। বাগদীর ঘরে বাল্যকালে হুঁকটাকে দেখেছিলুম, তাইই রজাবতী, আমি এই ন্যাবোচিত বাক্যে তোমাকে সম্বোধিত রেছি।

রজা। না মহারাজ, আপনি যদি, আপনার ওপর ক্রোধ করবার কিছুই নেই। তথাপি আমি কি নিবেদন করি শুভ্রন। আমি রূপের ভেত মালা দিইনি, যৌবন ঐশ্বর্য দেখে মালা নি—অসদাশয় বীরকে, অতুল দেশহিতৈষী অপূর্ণ স্বার্থত্যাগের পুরস্কার স্বরূপ গার্লিতারি ছায়া আমি বুদ্ধকে যৌবন দান করেছি। যদি প্রবঞ্চক হন, তথাপি তিনি আমার। তিনি যদি নীচকুলোদ্ভব হন, তথাপি আমার স্বামী। প্রাণ ভয়ে যদি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান, তথাপি আমার স্বামী। আমি সহৃদয়ী মূর্তিতে, রাজিকা বেশে তাঁর অঙ্গসরণ করবো। মহা—
আমাকে বাধা দেবেন না।

বীর। তাহলে পদ্মাবতী, তুমি তোমার কৈ গড়ের বাইরে রেখে এস।

পদ্মা। দোহাই মহারাজ ! অজ্ঞান বালি-
টপের ক্রোধ করবেন না।

বীর। না ক্রোধ করব কেন ? রাজা আমি, ক্রোধ করে লাভ কি ? যদি বেঁচে থাকি, দু'দিন বাদে, তোমাকে আমাকে সবাইকেই পথে ব'সতে হবে। স্তবরাং আগে থাকতে মানে মানে যে ঘর পথটা দেখা ভাল নয় ? যাও রজাবতী, আমি সম্বুচিহ্নে তোমাকে গৃহ-
ত্যাগে অহুমতি দিলুম।

[প্রস্থান।]

পদ্মা। মহারাজ ! আদেশ কিরিয়ে নি—
দোহাই মহারাজ ! আদেশ কিরিয়ে নি।

[প্রস্থান।]

রজা। হে ধর্ম ! জানি না তুমি কে—
তোমার কিরূপ মূর্তি, তুমি যে কত শক্তিশ্বর !
তথাপি আমি তোমার পূজা করে এসেছি।
তাতে যদি কিছু পুণ্য থাকে, আর সে পুণ্যে
যদি কিছু শক্তি থাকে, তাহ'লে সে শক্তি আমার
এই আশ্রয়দাতার গৃহে রেখে দেবুম। সে শক্তি
রাজা ও রাণীকে শত্রুপীড়ন হ'তে রক্ষা
করুন। দেশে শান্তি আশ্রক, প্রজা নির্ভয়
হোক। আশ্রয়রূপা পুণ্যময়ী ভূমি, আমার
অসংখ্য অসংখ্য প্রাণমি গ্রহণ কর।

[প্রস্থান।]

বর্ষ দৃশ্য।

বনপথ।

(নয়ন সেন)

নয়ন। কি করলে দারকেশ্বর ? এই বিপদ
সময়ে তুমিও শত্রুতাচরণ করলে ? আমাকে
পরপারে পৌছিতে দিলে না ? তাহ'লে কেমন
করে আমি ঋষিভৃত্যরাজার মর্যাদা রক্ষা করি ?
আমাকে এ কি বিপদে ফেললে নারায়ণ ? জী-
পুত্রের শোকে জর্জরিত হ'য়ে দুর্ভাগ্য ভারে
অবসর আমি যে সময় প্রতিমুহূর্তে হৃত্য

প্রতীক্ষা করেছি, সে সময় আমাকে এ কি দিলে দয়াময় ? দিলে তু তাকে রক্ষা করবার উপায় দিলে না কেন ? দ্বারকেশ্বরকে বিষমরূপ করে আমার অধিকা যাবার পথ রোধ করে কেন ? পথে সামান্য মাত্র বিলম্ব হ'লে যে আমার সমস্ত আশা নির্মূল হবে । দ্বারকেশ্বর, পথ দাও ! কাল তুমি আমারই মত গত্যযোবন সীত গ্রীষ্মের পীড়নে ক্ষীণধারায় প্রবাহী প্রোত-হীন জীবনে আপনার জুখে আপনি অবস্থ, চলচ্ছিত্তিহীন বৃষ্টির জায় ক্ষীণকণ্ঠে কেঁদেছ । আর আজ তুমি বর্ষার বারি-সম্পাতে পুনর্যোবন লাভ করে হৃদয়ের উল্লাস দেখাতে উজ্জ্বল হয়ে সেই অনন্ত বারিনিধির অশ্রুধারা চলেছ । ভগবানের রূপ পেয়েছ, তুমি রূপালেশময় হ'য়ে না । অন্ধকারে এত কীত হ'য়ে না, পথ দাও । তোমার বৎসরাবর্তনের সঙ্গে এক একবার যোবনোন্মাস ফিরে আসছে, কিন্তু আমার জীবনের বৎসর প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে আমার সঙ্গে কেবল এক একটি মসী রেখাপাত করছে । তুমি আমার প্রতি করুণা কর । আমার দেহে শক্তির ক্ষীণ চিহ্ন, আর একদিন মাত্র বিলম্ব হ'লে মুছে যাবে । আর আমি রঞ্জাবতীকে রক্ষা করতে পারব না । দোহাই দ্বারকেশ্বর—পথ দাও—

(মহাপাত্র, মণিরাম ও প্রহরীগণের প্রবেশ)

মহা । আর পথ কেন বড়ো শালিক ? একেবারে দ্বারকেশ্বরের কোল নাও । বাধ—বেটাকে বাধ, নইলে এখনি পালাবে । শালা জারী লুকোচুরিবাঁজ—

(প্রহরীগণ কর্তৃক নয়ন সেনকে ধারণ)

নয়ন । কে তোমরা ?

মণি । নরাধম ! নিষ্ফণ্ড পিশাচ ! কাল পুত্রকলত্রহীন হয়েছ ; তাতেও তোমার শিক্ষা

হ'ল না, তাই এতদূর এসে আমার স-ভগিনীর সর্বনাশে প্রবৃত্ত হ'য়েছ ?

নয়ন । কে তোমরা ?

মহা । আমরা ঘটক ।

নয়ন । তোমরা কি করতে চাও ?

মহা । জটাবুড়ীর সঙ্গে তোমার দিতে চাই । জটাবুড়ী তোমাকে দ্বারকেশ্বর গর্ভে নৈকাঠের সঙ্গে প্রেম-বন্ধনে বেঁধে রাখা আর বিয়েশাগলা হ'লে ডালায় তোমা ছোটোছুটি করতে হবে না । নে—চল—শালা নিয়ে চল, শালাকে একেবারে বুড়িয়ে না মা' পারলে বিশ্বাস নেই ।

নয়ন । তোমরা আমাকে বাঁধতে চা' বাধ । আমি বাধা দেব না । দেখছ না, অ-নিবন্ধ পথ চলেছি । কেন ? শুধু সতী-শরি-পরীকার জ্ঞান । এক সতী একদিন যমের হ-থেকে স্বামীকে কি দিয়ে এনেছিল । এ জগ-এমন কেউ নাই যে, সতীর বিতীষিকা উৎ-ক'রতে পারে । তোমরা হাফার চেষ্টা ব-কিন্তু আমার বিশ্বাস, কেউ তোমরা আমা-বিনষ্ট করতে পারবে না ।

মহা । হাঃ—হাঃ—নিয়ে চল—জটাবু-সতী তার প্রাণেশ্বরের বিরহে বুড়বুড়ী কা-চল—চল । দ্বারকেশ্বর ! হঠাৎ ফুলে উঠে-মান রেখেছ বাবা !

মণি । নইলে, পার হ'লে শালা, বু-আঙ্গুল দেখিয়েছিল আর কি !

মহা । যা—যা—বেটারী লীগঙ্গীর ফেল-লীগঙ্গীর ফেল । এস ভাই, এইবারে তোমা-বিধুপুত্রের সিংহাসনে বসাবার ব্যবস্থা করি ।

[উভয়ের কোলাকুলি-করিতে করিতে প্রস্থান-নেপথ্যে ।—দ্বারকেশ্বর ! যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাকে কোলে স্থান দাও ।

(দলুর প্রবেশ)

দলু । প্রভুর কণ্ঠস্বরের মতন স্বর শুনলুম না ? এও কি হাতে পায়ে ? এ হস্তভাগাব ভাগ্য কি এমন সুপ্রসন্ন হবে ? মনিবকে আর কি দেখতে পার ?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী । সর্দার—সর্দার, দেখ দেখ, কতকগুলো লোক কাকে জলে ফেলে দেবার উদ্দেশ্যে করছে ।

দলু । সে কি ? কোথায় ? নিতীহের ওপর মজাচার আমার সমুখে ?

লক্ষ্মী । ফেললে—ফেললে—গেল—গেল—বিষম শ্রোত—প'ড়লে আর উদ্ধার করতে পারিনি । তোর সমুখে য'বে—সর্দার—দীর্ঘাঙ্গীর যা—দীর্ঘাঙ্গীর যা—ঐ, রক্ষা কর—রক্ষা কর ।

দলু । তাইতো—তাইতো—

[উভয়ের প্রস্থান ।

(মহাপাত্র ও মণিরাণ্যের অপরদিকে প্রবেশ)

মহা । এস দাদা, আর কেন, এস কোলা-দলি করি ।

(উভয়ের হাত)

মণি । চিরকালের জ্ঞাত কিনে রাখলে দাদা, গোলামি করে রাখলে ।

মহা । রসো, এখন হ'য়েছে কি ? তোমাকে মাগে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাই, তবে আমার রাজ শেয় ।

(স্মৃতিধরের প্রবেশ)

স্মৃতি । ধর্মের খেলা,—ভাগ্যে তোমরা এসেছিলে হজুর ! নইলে বুড়ো বেটা ও পালিয়ে-ছিল । রক্তাবতী দেবী ত সখা থেকেই গেছিল ।

মণি । চূপ কর বেটা, চূপ কর ।

স্মৃতি । ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, ভারী করে ফেলেছ ।

মহা । আরে বেটা চূপ কর না ।

স্মৃতি । কিন্তু এটা মহাশয়ান ! ভূতের উপদ্রব বড় বেশী । নয়ন সেন প'ড়বে, আর ভূত বেটারা চারিদিক থেকে ঝেঁকা মেকা করে ধ'রবে ।

মহা । আরে মর বেটা, কে শুনে ফেলবে—চূপ কর না ।

স্মৃতি । এখানে আর কে শুনে আসবে ? যদি শোনে ভূতে । তা আর ভূতে শুনে কি করবে ? আমি আবাগে' নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করি । নইলে রক্তাবতী বিধবা হ'ল, আমি জেনে শুনে তোমাদের সঙ্গে আর্মোদ করছি । ধর্মের খেলা, চোক আছে শুধু দেখছি । হাত থাকতে লুলো—পা থাকতে খোঁড়া !

মণি । আরে ম'ল, কি বেড়র বেড়র ব'চ্ছিস্ ?

স্মৃতি । তবে গোটা দুই যমদূত দেখেছি—আর একটা পেছী ।

(প্রহরীগণের প্রবেশ)

১ম প্র । হজুর পালান—পালান—পালান ।

মণি । সে কিরে ? পালান কেন ?

মহা । কি বলছিস্ ? পালান কেন ?

১ম প্র । হজুর ভূত । আমরাও বুড়ো-

টাকে জলে ফেলে দিয়েছি—অমনি সে মড়টী খাবার জ্ঞাত ব'লে করে জলে প'ড়েছে ।

মহা । বলিস্ কিরে—?

স্মৃতি । হ'য়েছে—ধর্মরাজের চেলারা এসেছে—দেখা দিয়েছে, বস ।

১ম প্র । আজ হজুর মিছে নয়—এমনি জোরে প'ড়েছে যে আমার গায়ে জলের ছিটে লেগেছে ।

স্মৃতি । নয়ন যেমন প'ড়বে, আর বেটারা চারিদিক থেকে ঝেঁকা মেকা করে ধ'রবে ।

মহা ! মানুষ নয় ত ?

১ম প্রজা । আজ্ঞে মানুষ কেমন ক'রে হবে ? তা'হলে ত তাকে দেখতে পেতুম ।

স্ব । ঐ তা'হলে ঠিক হ'য়েছে, নিশ্চয় ভূত ! মড়াথেকো জ'লো ভূত ।

মহা ! খড় খড় করে কিরে ?

১ম প্র । হয় ত সেই বেটা ।

স্ব । হয় ত কেন, ঠিক । সেই জ'লো ভূত । বুড়ো সুড়ো হোক, রাজা ত বটে । কত বি মাখন খেয়ে শরীর ক'রেছে—তাকে খেয়ে ভূত বেটার গায়ের জালো হ'য়েছে, তাই ছটকট্ ক'রছে । ঐ আসছে—

সকলে । ওরে বা'বোরে—তাইতো রে—
রে—

স্ব । বর্ষের চেলা, ধর্মের চেলা !

[বেগে সকলের প্রস্থান ।

(বলাব প্রবেশ)

বলা । এই যে তারা কথা ক'ইলে । দোতাই না কালী, দেবতাকে দেখিয়ে দাও । নইলে আর যে ঘরে ফিরতে পারব না । কেও—
ওখানে কেও ?—বা'বার মতন কেও ?—কাছে ব'সে—কেও ?—রাজা—রাজা—

[বলিতে বলিতে প্রস্থান ।

সপ্তম দৃশ্য ।

দারকেশ্বর নদীতীর ।

(নয়ন সেন ও দলু)

নয়ন । একি নারায়ণ ! একি তোমার অপার করুণা ? দলু, দলু—সত্যি তুই—না এখনও আমি স্বপ্ন দেখছি ? দারকেশ্বরের গভীর আবর্তে পড়েছিলাম, যথার্থই কি সেখান থেকে ফিরে এলাম ?

(দলু-কর্জুক বকন মোচন)

দলু । এইবারে অল্পমতি কর প্রভু !

নয়ন । রক্ষা করেছিলাম এই যথেষ্ট ! অনেকে কাজ আছে দলু—সঙ্গে আয় ।

দলু । শুধু ? অমনি অমনি— ? তোমা অপমান চক্ষে দেখে ? বল কি প্রভু ? না অল্পমতি কর ।

নয়ন । কিসের অল্পমতি ? উঠে আয় ওরা কেউ অপরাধী নয় । শোকের ভা বহন ক'রতে না পেরে, আমি বেছা দারকেশ্বরের গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে চলে ছিলাম । নইলে—দলু, বাপ, এই কা কাপুরুষের হাত থেকে আমি কি আত্মরক্ষা ক'রতে পারতুম না ? দলু, আমার অনুরোধ রক্ষা কর—আমার সঙ্গে চল ।

দলু । তুমিই অনুরোধ ক'রবেন না আমি এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে স্থা ত্যাগ ক'রব না । আপনি আমার দেবতা—স্বীপুত্র-শোকে জর্জরিত হয়ে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনি প্রাণের বাতনার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন । পাগল ভিখারী মতন পথে পথে বেড়াচ্ছেন । এরূপ অবস্থায় আপনার শপথ অত্যাচারি ! আর আমি দলু সঙ্গী—তা দাঁড়িয়ে দেখব ? আমি আপনাকে রক্ষা ক'রতে ব্যস্ত ! আর একটু মাত্র দেরি হ'লে আর বুঝি আপনাকে উদ্ধার ক'রতে পারতুম না । আ বুঝি আপনাকে দেখতে পেতুম না । আ তাই আপনার উদ্ধারে ব্যস্ত হ'য়েছিলাম । তা আমি প্রতিশোধ নিতে পারিনি । বলুন, কো পিলাচ আপনার উপর অত্যাচার ক'রেছে আপনি অসিকার ঈশ্বর, 'বিষ্ণুপুরে এসেছে বিষ্ণুপুর এ খবরটা জানতে পারবে না ?

(বলায় প্রবেশ)

বলা । অধিকার দ্বন্দ্ব, তোমার এই দশা ?
বিষ্ণুপুরে এসে চোরের হাতে—তোমার এই
অপমান ?

নয়ন । এ দুসময়ে তুমি আর কি প্রত্যাশা
কর, বাপু ? একদিনে আমার সংসার ছাবখার ।
বিধাতার যখন একপ নিষ্ঠুর বিধান, তখন অপ-
মান লাজনা ভোগ করিব, এতে আর অশ্চর্য্য
কি ?

বলা । সে আক্ষেপের কথা আর কেন
বলছ রাজা ? কি বলিব—বিধাতাকে দেখতে
পাই না । দেখতে পেলে, তাকে একবার
দেখে নিতুম । তোমার যত দেবতার যে
লাজনা করে, আমি কখনই সে বিধাতার খাতির
রাখি না ।

নয়ন । আমার পূর্বজন্মের কর্মভোগ ;
বিধাতার অপরাধ কি ?

বলা । তা থাক—কোন নজর বেটা
তোমায় এ দুর্দশা করেছে বলা ?

নয়ন । আর বলি কাজ নাই—চল ।

বলা । যা—যা—দীর্ঘশ্বাস আর, মনিবকে
পেরেছি ।

লক্ষ্মী । কই বলা, কোথায় আমাদের
মনিব ?

নয়ন । এ কি ! তোরা সবাই এসেছিস ?

লক্ষ্মী । বার ডোমকে বার দিকে পাঠিয়েছি ।

লক্ষ্মী আরার সঙ্গে এসেছে । বলা অজ দিকে
গেছিল, সে একটু আগে বিষ্ণুপুরে এসেছে ।

লক্ষ্মী । ওমা এ কি ! মনিবের এ অবস্থা
কে করলে ? আলু খালু বেশ—সর্কাজে জল !

লক্ষ্মী । এ কি দেখ্‌ছিস ? সর্কাজে বীধা
ছিল । পাণ্ডা খেটোয়া প্রভুকে হাত পা বেঁধে
কলে কলে দিয়েছিল !

লক্ষ্মী । আর তুই ব'সে ব'সে দেখলি
মনিবকে বীধা দেখতেই কি তার নেমক খেতে
ছিল ?

লক্ষ্মী । কি করি, তখন আমি একা, ছি-
বকে বাঁচাই, না পাণ্ডা বেটাদিকে ধরি ।

লক্ষ্মী । বেশত, এখন ব'সে আছিস কেন
যা—গারামজাদা বেটাদের বুজু ছিড়ে নি-
য়ে ।

বলা । মনিব যে কিছু বলছে না—ও
দেখেছে মনিব যে কিছু বলছে না ।

নয়ন । বলাই, শান্ত হও, লক্ষ্মী শান্ত হ-
পূজকে নিরুত্তর কর ।

লক্ষ্মী । কেন করিব ? কিসের অজ্ঞ করিব
চক্ষের ওপর তোমার অপমান দেখেও যদি চু-
ক'রে থাকে, তা হ'লে যে বকে নরকে
যেতে হবে । আমি মা হ'য়ে তা কেন
ক'রে দেখব ?

বলা । মা, তুই রাজার কাছে বোস
ব'সে সেবা কর, আমি দেখি সন্ধান ক'রে
কোন পাণ্ডা মনিবকে কলে ফেলে দিয়েছে
মা কালী পাণ্ডাকে টিক ধরিয়ে দেবে
এখন ।

(রজাবতীর প্রবেশ)

রজা । কে গা তোমরা ?

নয়ন । এ কি ! তুমি—তুমি রজাবতী—
সকলে । ওঁহা ! সে কি ?

রজা । এই যে মহারাজ আছ ?—বৈ-
আছ ? মদনমোহন—

নয়ন । এই দেখ রজাবতী ! আমি তোমা
পুণ্যে বৃত্তামুখ থেকে ফিরে এসেছি ।

লক্ষ্মী । কে মা তুমি ?

লক্ষ্মী । কে মা তুমি ? আমাদের রাজা
কে মা তুমি ?

রজা। জানি না :তোমরা কে ? কিন্তু বুকেছি তোমরা আমার পুত্রকন্তা । যদি তাই হও, তাহ'লে শোন, আমি অধিকা নগরের রাণী—গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র আমার স্বামীর লাহিনা ক'রেছে, যদি তোমরা সামান্য মাত্র শক্তিরও গর্স কর, তাহ'লে এখনি আমার এ অপমানের প্রতিশোধ নাও । যদি প্রাণ যায়—তা'হ'লে অনন্ত বৈকুণ্ঠে তোমাদের স্থান হ'বে ।

লক্ষী । বলাই, যদি সে পাষণ্ডের শাস্তি দিয়ে এ অপমানের শোধ নিতে পারিস, তবেই বুঝে সার্থক তোকে গর্ভে ধ'রেছি । যদি না পারিস, অমনি অমনি দ্বারকেশ্বরে কাঁপ দিস । অধিকার ও দুখ কখন দেখাননি ।

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য ।

বিষ্ণুপুর—রাজবাটী ।

(বীরময়)

বীর । বাদ্যের নিয়ে রাজ্য, তা'রাই শত্রু । তারা নিজের রাজ্য, সংসার-বাস স্থখ অসহ বোধ ক'রে পরের হাতে ধ'রে দিতেছে । একি তোমার লীলা মদনমোহন ? আমি আজীবন কঠোর সাধনায় যে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছি—সেই রাজ্যের ওপর অত্যাচার ক'রছে কে ? না বাদ্যের নিয়ে রাজ্য । তারা রাজ্যের একটা দাসের ওপর অভিমান ক'রে, সকলে এক সঙ্গে পরাক্ষ ক'রে, আত্মহত্যা ক'রতে চ'লছে । বাঃ—বাঃ—এ রক্ত ভেল করা আমার মত বাঙ্গালী রাজার কর্ম নয় । প্রতীকার কেন ক'রব, কার কল্ম ক'রব ? বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্র ফেলে মালা ধরেছি, এই মালায় যদি কিছু প্রতীকার থাকে, ত প্রতী-

কার লোক । বাঃ—বাঃ—মালায় নাম করছেই যে মালাবতী ব্যগ্রভাবে আমার কাছে আগমন ক'রছেন ।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা । একি সর্বনাশ মহারাজ ! রজাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

বীর । দেখতে না পাওয়াই সম্ভব ।

পদ্মা । কোথাও ত দেখতে পাচ্ছি না । বাড়ীতে নেই, বাগানে নেই, কি হ'ল মহারাজ ? এ গভীর অন্ধকার—একা বালিকা কোথায় গেল মহারাজ ?

বীর । একা বালিকা এই গভীর অন্ধকারে চিরকালই ত হারায় ।

পদ্মা । কি কঠোর আদেশ ক'রলেন মহারাজ ?

বীর । আদেশটা কঠোর হয়েছে বটে । বেশ, তুমি বালিকাকে ফিরিয়ে আন । আমি আদেশটাকে প্রত্যাহার ক'রে নরম ক'রে নিচ্ছি । কিছু ভেব না রাণী, কিছু ভেব না । এ মদন-মোহনের লীলাভূমি । লীলাময় নানাজাতীয় লীলা করেন—রঞ্জাবতীর পলায়ন বোধ হয় সেই লীলার একটা কেকড়া । তুমি নিশ্চিন্ত হও, আমার মালা দাও । আমি অপের টানে তোমার রঞ্জাবতীকে টেনে আনি ।

নেপথ্য—(কেলাহল ও বন্দুকের শব্দ)

ঐ তোমার মদনমোহনের লীলাতরকে বৃদ্ধ বৃদ্ধ উঠছে ! এখনি তোমার রঞ্জাবতী—তুমি—তোমার প্রাণেশ্বর—তোমার প্রাণেশ্বরের বিষ্ণুপুর, সব—ভেঙ্গে উঠবে । তুমি নিশ্চিন্ত হও । আমার অপের মালা দাও ।

(কণ্ঠ্যের প্রবেশ)

কণ্ঠ্য । মহারাজ ! আত্মরক্ষা করুন—শত্রু—শত্রু ! যা, আত্মরক্ষা করুন । গৌড়েশ্বরের

সেই নগর আক্রমণ করছে । বিদ্রোহীরা
সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে । নগরে প্রবেশ করে
তখন তারা রাজবাড়ী আক্রমণে উদ্ভূত ! আত্ম-
রক্ষা করুন—আত্মরক্ষা করুন ।

বীর । রাণী আত্মরক্ষা করতে হবে—
মালা আন—মালা আন ।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য । মহারাজ ! ডাকাত—ডাকাত ।

বীর । ঐ শোন শত্রু ছিল, ডাকাত হ'ল ।
মালা আন, মালা আন ।

পদ্মা । ডাকাত কি ?

ভৃত্য । ডাকাত—ডাকাত—যাহুদ মেয়ে,
শত্রু মেয়ে বাড়িতে ঢুকছে—দেউড়ীর সব
সপাই বাঁধা দিতে প্রাণ দিয়েছে—আত্মরক্ষা
করুন—আত্মরক্ষা করুন ।

(গণিরামের প্রবেশ)

মণি । দিদি, দিদি ! বাঁচাও—বাঁচাও,
হাটল মলয় । দোহাই এমন কথার আর ক'রব
না—বাঁচাও ! যা বলবে তাই শুনব—যা
ক'রতে বলবে তাই ক'রব । নাকে খত দেব—

(বেগে মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা । দোহাই—মহারাজী ! রাজাকে বলে
বাঁচাও ।

পদ্মা । এ সব কি রহস্য ?

বীর । তাইত হোক রহস্য ? তুমিই ত
আমার রাজ্য আক্রমণ করতে এসেছ ?

মহা । তা'ত এসেছি—বরাবরই ত সেই
কম আসছি—কিন্তু দেউড়ীর কাছে এসে সব
ইটে গেছে । আমরা মানুষ জেনে লড়াই
ক'রতে এসেছিলুম । কিন্তু বিজুপুরে ভূত আছে
কি জানতুম না । ভূতের সঙ্গে লড়াই আমা-
দের অভ্যাস নাই ? দোহাই মহারাজ রক্ষা
করুন ।

মণি । ঐ কটিতে আসছে, ও দিদি, ঐ
কটিতে আসছে !

(দলু ও বলাব প্রবেশ)

দলু । ঐ—ঐ—মহাপাত্র । আর
পালাতে দিসনি, তা'লে আর পাবিনি । যদি
নিজের মান আর প্রাণ রাখতে চাস, তা'লে
এখনি ছরাস্বাকে ধরে কেল । আর আমি
এটাকে ধরে নিয়ে যাই ।

উভয়ে । দোহাই অশ্রিতবৎসল মহারাজ
—দোহাই মহারাজ—

পদ্মা । রক্ষা করুন মহারাজ—হতভাগকে
রক্ষা করুন ।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন । হাঁ হাঁ—মের না—মের না ।
তুমি তোমার মাথের সছোদর—সম্মুখে রাজা,
আমার দেবতা—প্রণাম কর ! রাণী আমার
মাতৃতুল্যা প্রণাম কর ।

বীর । রাজি ! শত্রু ছিল, ডাকাত হ'ল !
ডাকাত ছিল মিছা হ'ল, মালা আন, মালা
আন । এ সব কি বাপার ভাই ?

নয়ন । মহারাজ আপনাব অধীকৃত ।
(প্রণাম করণ)

দলু । মাথের সছোদর—মাথা—তোমার
এই কাজ ? যাও, চ'লে যাও, এখনও পর্যন্ত
আমার মাথা ঠিক নেই—রাগে আমার সঙ্গের
কাপছে—চ'লে বাও— [গণিরামের প্রস্থান ।

মহা । দোহাই মহারাজ, দোহাই মহারাজ ।

(রজাবতী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

রজা । মুক্ত কর—মুক্ত কর—দেবতা
রাজার সম্মুখে হত্যা ক'র না—

বলা । মা !

লক্ষ্মী । রাণীর আদেশ পালন কর !

(রজাবতী ও লক্ষ্মীর বীরমর্যকে প্রণাম করণ)

দল। দে বোটার কাণ মো'লে চেড়ে দে।
বলা। (কর্ণমর্দন করিতে করিতে) দূর হ—
[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

গোড়—গজপুরী ।

মহাপাত্র ও মটীপাল ।

মহা। এক বোঁ বাঙ্গী রাজার সন্মুখে,—
রাজসভা মধ্যে—আমি যে অপমানিত হ'য়ে-
ছিলুম, বার মেতের ধমনীতে এক বিন্দু রক্তও
প্রবাহিত হয়, যে পুরুষ এতটুকু শক্তিতে গর্বি
করে, সে ব্যক্তিও সেতপ অপমান সহ ক'রতে
পারে না। কিন্তু আমি সর্বশক্তিমান ব্রহ্মেশ্বরের
প্রদান নব্বী হাতেও, নীরবে সেই অপমান বার
বৎসর সহ ক'রছি।

মটী। কি ক'রব ভাই, তখন আমি
পর্যবীন। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পেতেও
আমি কোনও প্রতীকার ক'রতে পারিনি।
বন্দ্যাই বুদ্ধ মহাপাত্রের কাছে আমি প্রতীকারের
প্রস্তাব ক'রেছি, ভগবাই তাঁর কাছে কেবল
তিরস্কৃতই হ'য়েছি!

মহা। বলি, এখন ত আর আপনার সে
অবস্থা নয়। মহারাজ পরলোকগত, আপনিই
এখন সম্রাট।

মটী। হ'য়েছে কি জান, এখন আর মনের
সে অবস্থা নেই। এখন আমি বিজ্ঞ হ'য়ে
প'ড়েছি।

মহা। একটু পূর্বাবস্থাটা চিন্তা ক'রলেই
মনের সে অবস্থা আবার কিরে আসে মহারাজ।
সেই বিষ্ণুপুরে যাঁবার পথে, দু'টো ডোমের হাতে
অপমান, আপনারও কিছু ভূতের চেয়ে কম হয়

নি। আপনারও অর্ধ উলঙ্গবেশে শিকি
ছেড়ে পালাতে হ'য়েছিল।

মটী। সে বার বৎসর আগের কথা তুঁতে
আর কেন নিকটে ক'ই দাঁড়?

মহা। দেখন মহাপাত্র, আপনার যদি
আমার মত অবস্থা হ'ত, তা হ'লে আপনি কেমন
ক'রে ভুলে থাকতে পারতেন, বস্তুতঃ। এখা
আপনার শত্রুর প্রহি এ পকার কথা প্রদর্শন
ভূতের প্রতি অস্বাচার।

মটী। কই ভাই, তা'র ত তোমাকে যথেষ্ট
অনুগ্রহ দেখিয়েছে—তুমি তাদের প্রভুর প্রাণ
হরণ ক'রতে গিছিলে, তা'রা প্রতিশোধস্বরূপ
তোমার কর্ণ স্পর্শ ক'রে ছেড়ে দিরেছে, প্রাণ
গ্রহণ করে নি।

মহা। প্রাণ গ্রহণ ক'রলে মহারাজকে
উৎপীড়ন ক'রতে আসতুম না। আমার প্রাণ
তা'রা গ্রহণ ক'রলে না কেন? তা'রা বুঝেছিল,—
যানী ব্যক্তির মান, প্রাণ অপেক্ষা গুরুতর,—
তা'রা বুঝেছিল,—একজন নীচের হস্তের অনুচর
স্পর্শে আমার কাণে যে দাতনা হবে, তা'
জানায়, হয় আমি আয়তন্য ক'রব, ন
পুরুষোচিত প্রতীকারের ব্যবস্থা ক'রব। তা'
এটাও বুঝেছিল,—আমার কর্ণমর্দনে আমি
প্রভু স্বকর্ণে দাতনা অনুভব ক'রবেন।

মটী। তুমি ক'রতে চাও কি?

মহা। আমি ভূতা, আমি ক'রব? আর
যদি আমি মহাপাত্রের কাজ থেকে অপস্থত হই
তা'হলে আমার অবস্থা কি? কাঁল আমা'র
কে চিনবে,—কে আমার কথা ভাববে? তথাপি
সকলে ব'লবে, বর্তমান গোড়েশ্বর কে?
যিনি বিষ্ণুপুরে গিয়ে, কিল খেয়ে কিল চু'া
ক'রেছিলেন। আমার মান অপমান দুই
সমান। মহারাজের নাম নিয়েই আমার মান

আমার মানে যা আর মহারাজের মানে যা, একই কথা । আমি শুধু মহারাজের মন্ত্রী গৌরব রক্ষা করবার জন্যই আবেদন করছি ।

মহী । তোমার বলবার অধিকার আছে ।

মহা । অধিকার নেই ? আমরা কি উপ-যাচক হয়ে গোড় থেকে বিষ্ণুপুরে লড়াই করতে গিচ্ছুম ?

মহী । তবে কি জান, আমি রাজা, সব দিক দেখে আমার এখন কাজ করা কর্তব্য ।

মহা । তাতে কি আর সন্দেহ আছে ? সব দিক দেখবেন বই কি । আপনি জানবান্,—আপনি ভূত ভবিষ্যৎ আলোচনা না করে কাজ করবেন কেন ? পরতলে আপনার বিশাল রাজ্য,—চারিদিকে বেড়ে নব লক্ষ সৈন্য,—সম্মুখে অনন্ত আশা,—রাজকোষে রাশি রাশি অর্থ,—কিন্তু এততেও আপনার চেয়ে, আপনার একটা সামন্ত রাজার অন্তঃপুর আপনার অন্তঃপুরকে পরাস্ত করে রেখেছে । রাজা বাস করেন বাক্সলায়, কিন্তু রাজলক্ষী আছেন অধিকার ।

মহী । যা বলেছ মহাপাত্র, রজাবতীর জায় শুল্করী যে রাজার অন্যরে নেই, সে রাজার কিছুই নেই ।

মহা । আপনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান, সব দেখুন,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দেখুন । সম্মুখে দেখুন, পশ্চাৎ দেখুন, কিন্তু কোন স্থানে রজাবতীর জায় শুল্করী দেখতে পাবেন না । কিন্তু সেই শুল্করী নিজের অনিচ্ছায়, একটা রক্তের কৌশলে অধিকার বন্দিনী । মহারাজ, আপনি এখানে, সে সেখানে । সে শুল্করী কি সেখানে শ্রমী আছে মনে করেন ?

মহী । তা কেমন করে থাকবে ?

মহা । আপনার রূপের তুলনা নাই,—

আপনার গুণের তুলনা নাই,—আপনার ঐশ্বর্যের তুলনা নাই,—আপনি নব লক্ষ সৈন্যের অধিপতি । শুধু তাই নয়, আপনি প্রেমের রাজা—

মহী । সমস্তায় ফেললে মহাপাত্র ! কিন্তু কি জান বিবাহিতা স্ত্রী—

মহা । কি বলেন মহারাজ,—বিবাহ ? কার ? রজাবতীর ? কার সঙ্গে ? (হাত) দান করলে কে ? নিলে কে ? একটা বুদ্ধ—শাস্ত্র জানে না, ধর্ম বোঝে না—একটা সরলা আশ্রিতা বালিকার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়, তাকে আর একটা বুদ্ধের হাতে সমর্পণ করেছে । অশাস্ত্রীয় দান, তাকে কি আপনি বিবাহ বলতে চান মহারাজ ? আর বিবাহ যদি হয়, তাতেই কি ? এক বেটা বাগদীর রাজা, আর এক বেটা ডোয়ের রাজা, এই দুইবেটা ঘৃণিত লোকের কাছে বলেখর আপনি অপমানিত হয়ে থাকবেন ? এত ক্রমতা থাকতে অপরাধীর শাস্তি দেবেন না ? ভূত আমি বিচারশালী, বিচার করবেন না ? তা যদি না ক'রন, তাহলে দয়া করে ভৃত্যকে বিদায় দিন—আমি এ মহামাজের পর ছেড়ে ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি । কিংবা বনে যাই, বাঘ ভালুকের আশ্রয়ে বাস করি । নতুন দেশের ভেতরে আপনার আর আমার অপমানের যে একটা ইতিহাস থেকে বাবে, মহারাজের আশ্রয়ে থেকে তা আমি সঙ্ক'রুতে পারব না ।

মহী । বেশ, তাহলে দাঁও—অধিকা রসাতলে দাঁও ।

মহা । অধিকাকেও দেব, বিষ্ণুপুরকেও দেব—একে একে সব দেব । প্রথমে অধিকা, তারপর বিষ্ণুপুর । একটা একটা করে মা'রব । কেউ না কাউকে সাহায্য করুতে পারে ।

মহী । রজাবতী ! যা বলেছ মহাপাত্র, বিষ্ণুপুরে আমার সে অপমান ভোলবার নয় ।

আমাকে যে বাকসভা হ'য়েছিল, সেই কজা, আমার একটা ভৃত্য হবারও যোগ্য নয়, এমন লোকে অপহরণ ক'রেছে। নিমন্ত্রিত হ'য়ে, বিষ্ণুপুর থেকে আমি কুকুরের জায় ত্যাগ করেছি।

মহা। মহারাজ! সে অপমান যদি হঠাৎ জাগিয়ে না রাখে, তাহ'লে আমাতে মনুষ্য কই? প্রতিশোধ। প্রতিশোধ! প্রাণের ভেতর নিত্য প্রতিশোধ-চিন্তায় আমি জর্জরিত মহারাজ!

মহী। আমি তোমাকে এই প্রতিশোধ নেবার সম্পূর্ণ ভার দিলাম। কারও প্রতি দয়ার লেশ দেখিয়ে না। রজাবতীকে যেমন ক'রে পার, গোড়ের অন্তঃপুরে স্থান দাও।

মহা। যথা আজ্ঞা। বার কক্ষতা আছে, সে চূপ ক'রে থাকবে কেন? শুল্কী অপহরণ বীর-দণ্ড। কৃষ্ণ কল্লী-হরণ ক'রেছেন, ভীষ্ম এক দিনে তিন তিনটে মেয়ে অপহরণ ক'রেছেন।— [মহীপালের প্রস্থান।]

মহা। রাজা হ'য়েই গর্ভানল! একেবারে তুমি হত বিজ্ঞ হ'য়ে পড়েছ যে, আমাকেও উপদেশ দিতে শিখেছ। তোমার ভৃত্যই আমার অপমান হ'ল, আর তুমি পেচার মত মুখ ক'রে আমাকে উপদেশ দিতে থাকবে। মাছট ধ'রবে, কিন্তু জলটিতে হাত ঠেকাবে না। বটে! তোমার বঙ্গ উৎসব যাক। তোমার নব লক্ষ সৈন্য উৎসব যাক। আগার প্রতিশোধ নিতেই হবে। আমি বার বৎসর এই অপমানের হাটনা, ভূবের আগুনের মত দু'টো দু'টো রেখেছি। এ আগুনে যদি সমস্ত বাঙ্গালা পুড়ে ছাই হয়, তাতে কোন হুঁশ নেই। এই যে—এই যে—তুমি কিরে এসেছ—কি খবর?

(চরের প্রবেশ)

চর। আজ ছতুর, খবর বড় ভাল নয়। ডোম বেটারা অধিকা নগর নতুন রকমের

গড়খাই দিয়ে, এমন ক'রে দুর্ভেদ্য করেছে যে, প্রকৃষ্ট শত্রুর তার ভেতরে প্রবেশ ক'রবার কোনও উপায় নাই। একজন মাত্র সৈন্য তীর বা বন্দুক হাতে ক'রে যদি ফটক চেপে বসে, তাহ'লে সে হাজার লোকের মোড়ানিতে পারে।

মহা। বলিস কি?

চর। ছতুর, অহুস্কারের আমি কিছুমাত্র ভ্রষ্ট করিনি। তাতে বুকেছি, বুদ্ধ ক'রে অধিকা ভয় কিছুতেই হ'তে পারে না।

মহা। তাহ'লে উপায়?

চর। উপায়ের মধ্যে এক কৌশল! কিন্তু তাও যে কি রকম ক'রে খাটান যায়, তাতে ধারণাতেই আসে না। সমস্ত ডোম আগার নিত্রা ত্যাগ ক'রে দিবা রাত্রি অধিকার পাহারা দিচ্ছে।

মহা। সমস্ত অধিকার ভেতরে এমন এক বেটাই কি বিশ্বাসঘাতক নেই—যে তার সহায়তা অবলম্বন করি?

চর। ডোমদের ভেতরেও একজনও নেই। তাঁরা রাজাকে নারায়ণ ব'লেই বিশ্বাস করে। অর্থ—রাজা—কোন প্রলোভনেই তাদের মন টলান অসম্ভব।

মহা। যা ব'লেছ, নীচের ভিতরে বিশ্বাসঘাতক মেলা বড় শক্ত। আজ্ঞা, লক্ষ সৈন্য দিয়ে অবরোধ ক'রেও অধিকা দখল ক'রতে পারবে না?

চর। তবে পথে আসতে আসতে একটা ভরসার বিষয় দেখে এলুম। বিষ্ণুপুরের রাজা মুক্তা-শয্যায়। মণিরাম রায়ের সৃষ্টিধর ব'লে একটা ভৃত্য আছে; সে নয়ন সেনকে সে সংবাদ দিতে অধিকার যাচ্ছে। পথে আমার সঙ্গে দেখা। তারই মুখে শুনলাম, বিষ্ণুপুর-রাজ

অধিকার রাজা ও রাণীকে বিকুপরে যেতে অস্ব-
রোধ ক'রেছেন ।

মহা । বস্তুতঃ আর কি । তাহ'লে ত
তুমি, আমার অজ্ঞ ভাল রকমেরই শুভসংবাদ
এনে উপস্থিত ক'রেছ । অধিকাংশ ক'রবার
এইত উপযুক্ত সময় । ভাল, নয়ন সেনের যে
দুই ছেলে হ'য়েছে শুনেছি ।

চর । আজ্ঞে, তাদের মধ্যে একটি গীত
ছেলে । আর একটি মান্দারপের রাজপুত্র ।
রাজা ও রাণী তাকে পুত্রসম্মে পালন ক'রেছেন ।
ছেলে দু'জনে জানে তারা দুটি সহোদর ।

মহা । তাহ'লে তরাও ত সঙ্গে যাবে ?

চর । তা বলতে পারি না হজুর, আমার
বোণ হয় না ।

মহা । কেন ?

চর । দলু সর্দার তাদের বোণ হয় ছেড়ে
দেবে না । রাজা বীরমল তাদের একবার
বিকুপরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু
দলু নিয়ে যেতে দেয়নি । তার বিশ্বাস, ছেলে
অধিকার বাইরে একবার গেলে আর অধিকার
ফিরে আসবে না । একবার সে ছেলে ছেড়ে
অগম্যাণে যাচ্ছিল, পথে বেরুতে না বেরুতে রাজা
নয়ন সেন নির্কংশ হ'য়েছিল । সেই অজ্ঞ তারা
এ ছেলেকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না ।

মহা । হাঁ ! আজ্ঞা তুমি একবার নিধে
সর্দারকে ডেকে দিয়ে যাও । তুমি যে সংবাদ
দিয়েছ, এর যথেষ্ট তুমি পুরস্কার পাবে । যাও
একবার নিধেকে ডেকে দিয়ে যাও । কিন্তু দেখ,
এ কথা জনশ্রাব্যী কাছেও প্রকাশ ক'রো না ।

চর । না হজুর, তা কি করতে পারি ?

[চরের প্রস্থান ।

মহা । এমন সুবিধে ত কিছুতেই ছাড়তে
পারি না । পথের মাঝে কোন রকমে নয়ন সেন

রজাবতীকে গ্রেপ্তার ক'রতে পারি—অন্ততঃ
ছেলে দু'টোকেও পাই তাহ'লেই বস । যেটাকে
নির্কংশ ক'রতে পু'রলেও যথেষ্ট প্রতিহিংসা হয়
—প্রাণের বাতনা যায়—যেটা যে অজ্ঞ বৃদ্ধ
বয়সে বিবাহ ক'রেছে, তা পণ্ড হয় । তাহ'লেই
আমার অপমানের শোধ । বুড়ো যেটার
হকুমেরই আমাকে লালনা পেতে হ'য়েছে ।
তার ইচ্ছিত না থাকলে ডোম যেটার সাধ্য কি
যে, আমার মতন মানী ব্যক্তির কাশে হাত দেয় ?
উঃ ! রণচণ্ডী ! কি ক'রে আমি এ অপমানের
শোধ নিই ?

(নিধি সর্দারের প্রবেশ)

নিধি । হজুর ! তলব ক'রেছেন কেন ?

মহা । এই যে নিধু এসেছে । নিধু
তোমাকে একটা কাজ ক'রতে হ'চ্ছে যে—

নিধি । কি ক'রব, আজ্ঞে করুন ?

মহা । ভাণী—সকল কাজ ।

নিধি । আজ্ঞে তাঁ'না হ'ল নিধিকে তলব
ক'রবেন কেন ?

মহা । এই বকতেই ত শেরেছ ! অতি
সঙ্কোপনে,—নিঃশব্দে, কাজটি হাসিল ক'রতে
হবে ; যেন পদ্ম পক্ষীতেও টের না পায়
ক'রতে পারলে লাখ টাকা বকাসিস ।

নিধি । আগে হকুম করুন । তার পর
দেখুন পারি কিনা !

মহা । তোমায় অধিকার যেতে হবে, গিও
সেখান থেকে কোনও রকমে রাজার ছেলে
দু'টিকে চুরি ক'রে আনতে হবে ।

নিধি । জ্ঞাত আনবো, না—মেয়ে কেহ
আনবো—?

মহা । জ্ঞাত আনবে—জ্ঞাত আনবে
—না—জ্ঞাত আনবার মেখনত পোষাবে না
তুমি মেয়েই কেলা ।

নিধি । তাহ'লে কি মেরে আসবো ?

মহা । তাহ'লে ম'ল কিনা বুঝবো কি ক'রে ?

নিধি । মুণ্ড ছিঁড়ে নিয়ে আসবো ।

মহা । বস—বস—লাখ টাকা—লাখ টাকা—ডান হাতে মুণ্ড দেবে, আর বাঁ হাতে টাকা নেবে ।

নিধি । আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকুন, যাব আর কাঁচ কতে ক'রে চ'লে আসবো ।

মহা । আর দেব, শুনলুম নহন সেন বিষ্ণু-পুর আসছে । যদি সে ছেলে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায় ?

নিধি । পথে পাই পথে মারবো—ঘরে পাই ঘরে মারবো ।

মহা । বস—বস—লাখ টাকা—লাখ টাকা—তা'লে আর বিলম্ব ক'র না ।

নিধি । তাহ'লে পায়ের ধুলো দিন ।

মহা । ইস্ ! আর যেন দেখতে পাচ্ছি, নৃমুণ্ডমালিনীর মূখে লাল প'ড়ছে । মা আমার পাই বাই ক'রছেন । ভয় কি মা ! ভোঁমার এমন উপযুক্ত সন্তান থাকতে তোমার খাবার বভাব । মোব, পাঁটাগুলো খাইয়ে থাকলে তোমার পেটে আর অজীর্ণ আসতে দিচ্ছিন, এখন থেকে কেবল মাথা—মাথুষের মাথা—খাখ লাখ নরমুণ্ড । সন্ধ্যায়ে ত তোমাকে দু'টি চি ছেনের মাথা এনে দিই—তা তুমি খাও গলায় পর । বস—আমি এদিক থেকে কোন কবে বুড়ো বেটাকে পথ থেকেই গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করি ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

অধিকা—রাজপথ ।

(ডোম ও ডুমুনীগণ)

১ম ডোম । আরে পেল, সর্দার কবে কি ? সবাই এসে উপস্থিত হ'ল, তার যে আর বাঁ'র হয় না দেখতে পাই ।

২ম ডুমুনী । ব'সো আগে সর্দারনী আসুক । তাদের আঠারো মাসে বৎসর । বলবামাত্র কি তারা এসে উপস্থিত হবে ?

২ম ডো । দর্শন্যাকুরের পূজো হ'লে তবে রাজপুত্রেরা জল খাবে ।

২ম ডুমুনী । রাণী মা, রাজপুত্র, ঠাকুর-তলার কখন গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে ।

২ম ডো । ঐ আসছে রে, ঐ আসছে ।

(দলু ও লক্ষীর প্রবেশ)

২ম ডুমুনী । কি ক'রছিলি লক্ষী ? রাণী যে অনেকক্ষণ ঠাকুরতলার গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছে । চ'লে আর, চ'লে আর ।

লক্ষী । তোরা এগিয়ে যা ভাই, আমরা যাচ্ছি । বলা আমার খাণ্ডীকে নিয়ে আসছে । জানিস ত ভাই, বুড়ো মাহুষ চ'খে দেখতে পায় না—থাকে ধ'রে নিয়ে আসছে । এসে প'ড়লো ব'লে, তোরা ততক্ষণ এগিয়ে যা ।

২ম ডো । তবে চল গো, সব চল ।

ডুমুনীগণ ।— সীত ।

কোন ঘাটে চান করিলে কান্দু গামছাটি জলে ভাসিয়ে ।

কে নিলে বদন তোর অঙ্গ হ'তে কুলে ।

বলাই দাসার নীল বদন কে তোরে শরালে ।

নালকমল লুকহিল কেনে এমন মেহ,

পাথর মাথো ডাহিনী বুঝি দৃষ্ট দিলেক কেহ ?

বুকের ওপর কাঁটার অঁচড় গিয়েছিলে কোন বদন ।

পরায় বাহু যমুনাতে আর বেগুনা বনে ।

[লক্ষী ও দলু ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

দলু। হাঁ লক্ষ্মী, এমন দিন যে আসবে, শ্রমিক আর মনে ছিল? সেই বার বৎসর আগে—মনে আছে লক্ষ্মী—সেই এক যুগ পূর্বে পুরুষোত্তম বাবার পথে, যে দিন বলা উগ্রোধের মত ছোট আমাদের কাশে মঞ্চভঙ্গী সেই কথা তেলে দিয়েছিল?

লক্ষ্মী। মনে আবার নেই! তোর সেধিনকার মুখের ভাব এখনও পরিস্ফুট চ'খে আমার জল জল করছে। বখন পথের মাঝে বসে পড়ে, শাকশপানে চেয়ে বলেছিল, “লক্ষ্মী, চাঁর নিকে অন্ধকার”, যদিও জোর করে সে সময় আমি তাকে টেনে তুলতে গিয়েছিলুম, তবু সর্দার সত্য কথা বলতে কি, মেহে যেন আর প্রাণ ছিল না। বুকখানা হাজার খণ্ডে যেন ভেঙ্গে চুরুর হবার উপক্রম হয়েছিল। সর্দার—সর্দার সে কি ভীষণ দিন! আমাদের মতন বলা, উগ্রোধের মতন তুই। চাঁরদার জ্ঞানশূন্য, প্রাণশূন্যের মত—যেন ভরে নিস্তর—যার মাঝখানে আমি একা অবলা। উগ্রোধ তুই আমাকে কেলে চলে এলি—উগ্রোধ বলা একটু গভীরে আমাকে কেলে তোর সঙ্গে গলে চলে এল। আর আমি সেধিনকার বাহির সেই অন্ধকার ভেঙে করে, মনে অন্ধকার বইতে বইতে—বুক গুরু গুরু করছে, পা ঠক ঠক করে দাঁড়বার শক্তি দিচ্ছে না—অধিকার আর এসে উপস্থিত হলুম।

দলু। আর এবে দেখলি, ঐ সুন্দর প্রাসাদ—প্রাণভরা আনন্দভরা আকাশভর্তী স্টালিকা,—যেন সেই গভীর অন্ধকারে মাথা ছোট করে মাটির উপরে অপ্রবন্ধ নিষ্কণ করছে। মাথার উপরে পেচা চীৎকার,—যেন সমগ্র অধিকাংশেরে পূজাশালিকুরা জনীর করণ কর্তৃ। এসে কেবলুম ফটকের

দোর খোলা,—অন্ধকারে মুখের অন্ধকার আবৃত করে বিজ্ঞ দেহদান প্রাণের বাতনার ‘রাজা, রাজা’ করে বুকে বেড়াচ্ছে। গ্রহরী আপনার কাজ করতে ভুলে গেছে,—নগরবাসী আপনার আপনার অস্তিত্ব ভুলে যে যায় আপনার ঘরে পড়ে কেবল শোকের আর্তিনাদ করছে। রাজা! রাজা! কোথায় আমাদের সেই বৃক্ষ দেবতা, অধিকার ঠাকুর নহন সেন? লক্ষ্মী, রাজার সন্ধানে যেখানে যাই, সেখানেই সেখি শোকের জলন্ত উচ্চাস। ঘর যেন চিতা-শয্যা, বাগান যেন শ্মশান, বন যেন কুড়া আবরণ। গাছে বাতাসে, আকাশে যেন পেজীর করের প্রতিধ্বনি—মহীধর—গুণধর—ভূধর—শ্রীধর—

লক্ষ্মী। সর্দার! এ আনন্দের দিনে পূর্ণির কথা আর তুলিসনে। শরীর কুণায় পুরু প্রাণ আবার ফিরে এসেছে। বম যেন দাবিভীর টানে হাতের কবজী আলগা করেছে। বন্ধ রাজার কোথা থেকে যেন ব্যতির যৌবন ফিরে এসেছে। এমন আনন্দের দিনে সর্দার আনন্দ কর। চল আজ আমরা স্ত্রী হুজুরে প্রাণভরে দশের পূজা করে আসি। রাণী আমাদের অপেক্ষার আছেন। চন্দ্রসেন আর হুয়সেন দুটি ভাইকে নিয়ে আমরা চরণে গড়াগড়ি খাব। চল, আর দাঁড় করিসনি।

দলু। মা রাঙ্গীর কুণায় রাজার এ স্তব বজায় দেখে ম'বুতে পা ঝল হু!

লক্ষ্মী। ম'বুত আর সাব ওঠে কেন?
দলু। আরও বাঁচবে সাব কেন লক্ষ্মী?
আমাদের স্তবের ভাণ্ড পূর্ণ হয়েছে। এর পর কত বিপদ আছে! মানে মানে যেতে পারলে ভাল হয় না?

লক্ষ্মী। তা যা বলচেন এক একবার প্রাণটা ভাঁৎ করে ওঠে ওঠে

দলু। ওঠে না লক্ষ্মী! যখন চক্রেসেন শূর্যাসেন, দুটি ভাই হ'ল তখন ধরে, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুড়ে বেড়ায়, তখন মনে হয়, স্বর্গস্থ থা এই চেয়ে কত বেশী! মরণ যদি হয় ত এই উপলব্ধ সময়।

লক্ষ্মী। না সর্দার, শু কথ। মুখে আনতে নেই, মরণ-কাহনা ক'রতে নেই।

দলু। বললেই কি আর মরণ আসছে? মরণ এখন আসবে, তখন নিজের ইচ্ছাতেই আসবে। আর মরণ কি? মুখে মরণের কথা বলি, কিন্তু মরণ মনে ক'রতেও ভয় হয়। চক্রে শূর্য আমার দুটি চোক, এক দণ্ড ভকাত হ'লে জগৎ অন্ধকার দেখি। ম'লে যদি বৈকুণ্ঠও লাভ হয়, সেখানে চক্রে শূর্যকে না দেখতে পেলে, বৈকুণ্ঠও যে আমার ভাল লাগবে না লক্ষ্মী! সেই জন্ত রাজার কথা অমান্য ক'রেছি, বিষ্ণুপুরের রাজা ছেলে নিয়ে বেতে চাইলে, তাকেও ছেলে ছেড়ে দিই নি! একদিন অধিকা ছেড়ে গিচ্ছলুম, অমনি অধিকা শাশন ক'রেছিল। তাইতে মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আবার যদি কখন ভগবান দিন দেন, আবার যদি ভাই পাই, ত তাকে প্রাণান্তেও অধিকা ছেড়ে যেতে দেব না। সেদিন এসেছে—ভগবান তেমনিই হেসে মুখ চেয়ে র'য়েছেন, কিন্তু এমন দিন কি থাকবে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। যার ইচ্ছায় দুখে, তাঁরই ইচ্ছায় সুখ। যার ইচ্ছায় রাজার ছেলে ম'রেছে—রাণী ম'রেছে, আবার তাঁরই ইচ্ছায় রাণী হ'য়েছে, ছেলেও হ'য়েছে। নইলে এ বয়সে যে রাজার ছেলে হয়, একি কেউ মরণেও বিশ্বাস ক'রেছিল? তবে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভর ক'রে পথ চল।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। বাবা বাবা! শীগ্ৰী আয়—রাজ তাকে ডেকেছে।

দলু। এইত রাজার কাছ থেকে এলুম, এইত তিনি আমাকে ব'ললেন, এখন আর তোমাকে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি পূজা স্থানে যেতে পার।

বলা। একবার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে ঠাকুরতলায় যা, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

লক্ষ্মী। কি প্রয়োজন তুই কি জানিস নি?

বলা। তা জানি না। তবে বিষ্ণুপুর থেকে স্থগিত্ব রাজার কাছে এক চিঠি এনে হাকির ক'রেছে। তাই প'ড়ে তিনি আমাকে হুকুম ক'রলেন যে, যেখানে থাকে, সেইখানে থেকে, তোর বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।

দলু। আজ্ঞা তুই বলগে যা—আমি এখন যাচ্ছি। [বলায় প্রস্থান]

(কর্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম। এই যে—এই যে সর্দার এখানে আছ, শীগ্ৰী এস তোমাকে মহারাজের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

দলু। বিষ্ণুপুর থেকে নাকি সংবাদ এসেছে?

কর্ম। এই যে তুমিও জেনেছ! রাজার সঙ্গে এখন দেখা কর, বিলম্ব ক'রো না।

লক্ষ্মী। সর্দার একটু বিলম্ব কর। ঠাকুর দর্শনের নাম ক'রে বেরিয়েছিল, একটুবার প্রণাম ক'রে যা।

কর্ম। তাহলে দেখি ক'র না, বাবে আর আসবে। [প্রস্থান]

দলু। দেখলি লক্ষ্মী, মহাটা দেখলি? তাইত ভাবছিলুম, হঠাৎ মৃত্যু-কাহনা মনে উঠলো কেন?

লক্ষ্মী। কি—হ'য়েছে কি?—রাজা বিষ্ণুপুর
মাঝে, তাতে মাথা হাত দিয়ে ব'সলি
কেন?

দলু। না শুধু বিষ্ণুপুর নয়, শুধু বিষ্ণুপুর
হলে রাজা আমাকে এত অস্থিরভাবে ডেকে
পঠিতেন না। বিপদ বোধ হয় ঘুনিয়ে এসেছে।
সেই মহাপাত্রেয় কথা মনে আছে ত? মহাপাত্র
যে বিষ্ণুপুরের অপমান মনে থেকে দূর ক'রে
দিয়েছে—কালঘলটি হজম ক'রে ব'সে আছে,
এই কি তুই বিশ্বাস করিস? তবে কেন যে সে
এতকাল চূপ ক'রে ছিল, ব'লতে পারি না।
লক্ষ্মী। তখন যদি ছেলের ওপর কড়া চকুম না
দিতিস, তাহলে বিষ্ণুপুরের গোলমাল বিষ্ণুপুরেই
সীত হয়ে।

লক্ষ্মী। খব ক'রেছিলুম তোর মতন উচু
পায় পেয়ে মজুদা ত ভুলে যাঁই নি, তাই এখন
পায়ের জোতা ভুলে আমাকে উপদেশ দিতে
এসেছিস। বলি—অশ্বথের কি কাজ ক'রেছি?
সমুখে রাজার অপমান দেখেছি—রাগীর চকুম
দেখেছি—ছলকে কাছে পেয়ে অপরাধিকে
বোঁ দিচ্ছি—পাণ্ডীর শাস্তি দেবার
কমতা আছে, আমি চূপ ক'রে থাকব কেন?
কর সে ব'ল-সকল সবাই সমুখে সে চুরাছুর
ব'ল না চিড়ে, এক পাশে লম্বু দণ্ড দিয়েছি।
এতেও কি কামরা ভগবানের কাছে অপরাধী?
কোথাকার ভাবনা। কোথায় আনিস? বা, লীগঙ্গীর
লীগঙ্গীর সাক্ষর দর্শন ক'রে রাজা কি বলে শুনে
আয়। মা আনন্দময়ী! আমার স্বামীর মুখের
পাভাতে আমার হঠাৎ এমন ঠুক ক'রে যা
দিলি কেন মা?

(লাঠিভেঙে সামুদার পবেশ)

সামু। কবে বল পথের মাঝখানে আমাকে
বসিয়ে কোথায় গেল? আমার কি আর সে

বয়েস আছে যে, আমি চ'লতে পারি, না চোঁক
আছে দেখতে পাই?

লক্ষ্মী। এই যে মা! আমি তোমার জন্ত
দাঁড়িয়ে আছি।

সামু। আছিল বৌ—আমি মনে ক'রলুম,
—তোরা মায়ে পোয়ে পরামর্শ ক'রে আমাকে
নীতে নিবেদন দিয়ে এলি। শালা হ'য়েছে
যেন আমার লক্ষণ দেওর। পথের মাঝখানে
বসিয়ে বলে,—“দাদি ব'স, আচ্ছা লীগঙ্গীর
আসি।” তার পর কোথায় বলা, আর কোথায়
কে? ব'সে—ব'সে—যখন কোমর ধ'রে গেল,
তখন লাঠিতে ভর ক'রে উঠলুম। আমি কি
নীতে গিহীর মত ভ্রাক—যে তপোবনে প'ড়ে
প'ড়ে কান্দব? লাঠিতে ভর ক'রে ঠুক ঠুক
ক'রতে ক'রতে চ'লে এলুম।

লক্ষ্মী। মা তোমাকে এত রুদ্ধ বয়েস ব'সে
থাকতে দিতে পারলুম না।

সামু। কেন দিস? আমি ত তোকে বলি
—মা আমার আমি ব'সে থাকতে পারি না।
চিরকাল বনে বনে মোঁউও গাছে ঘুরে ঘুরে
মোঁউও কুড়িয়ে কাল কাটিয়েছি—গাছের ডালে
ব'সে ক'ত ভালুকের সঙ্গে কুস্তি ক'রেছি,—
আমাকে তোরা ব'সিয়ে ব'সিয়ে মেতে ফেলিস
নি। তা হোঁ তুই ভাবি নি মা, কেবল বাঁসয়ে
রেখে সেবা ক'রবি। আমার শরীরে তা সইবে
কেন? এখন চখে দেখতে পাই না,—গাছের
কোন ডালটা ধ'রতে কোন ডাল ধ'রব বলে
গাছে উঠি না। তা' ব'লে কি হবে ব'সে ব'সে
দশ বিশ মণ কাঠ চেলাতে পারি না? ভাব কি
আমি চূপ ক'রে ব'সে থাকতে পারি? বলাকে
কাছে ব'সিয়ে এক হাতে মালা জপি, আর এক
হাতে তোর সেই দশ মণ পাথরের গোলাটা
নিয়ে নাতির সঙ্গে ছাঁটা গড়াগড়ি খোল।

লক্ষী । এস মা, তোমাকে কাজ দিই ।
আজ হ'তে রাজপুত্র ছুটির ভার তোমাকে
সম্পর্ক করব । তোমার হাতে না দিলে মা,
আমি নিশ্চিত হ'তে পারব না । এস মা—
সঙ্গে এস ।

সায়ু । হরি হে দীনবন্ধু ।

[প্রস্থান ।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি । ধর্ম সাক্ষাৎকে একবার দেখতে পাই,
তা'হলে তা'কে গোটা কতক মিষ্টি মিষ্টি বোল
শুনিয়ে দিই । আহা গরীব বেচারী কত ভক্তি
শ্রদ্ধা ক'রে তার পূজা ক'রছে, আর সাক্ষাৎ
আমার এদিক থেকে, তাদের মাথাঘ মসলা
নাখাচ্ছেন । ইচ্ছে একটু সুবিধে মত বোল
বনিয়ে উদরস্থ করেন । পথে আস্তে আস্তে
সাঁকে দেখেছি, তিনি যে চর, তা'হলে আ
কোনও সন্দেহ নেই । তাঁর চাউনি দেখে,—
বলুনি তখন, ঠিক বুঝি, তিনি গোড় থেকে,
অধিকার সন্ধান ক'রতে আস'ছেন । কবে
অধিকারকে বসাতলে দিতে পারবেন, তাঁর সন্ধান
বুজছেন,—সন্ধানও এসেছে,—বিক্রপুত্রের
রাজা মর মর,—এ রাজাও সেখানে চ'লেছেন ।
এই কবে বৃপু ক'রে পাক্তর সম্বন্ধী অধিকার
এসে পড়ে আর কি ! তার পর । যদি অধিকা
যায়, তাহলে কি বলব ধর্মের অর ? সাক্ষাৎ
যে আমার চোখে পড়ে না, তা'হলে তা'কে
একবার লাঠিঘরে গোটা কতক ধর্মশিক্ষা দিয়ে
দিই ।

(ধর্মশিক্ষার প্রবেশ)

ধর্ম । কি ভাটি, কা'কে কি শিক্ষা দিচ্ছ ?

সৃষ্টি । তাইত—তাইত । চেহারাটা যে
কতকটা সাক্ষাৎেরই মতন ! কে তুমি ঠাকুর ?

ধর্ম । আমি সর্বদারী ভিক্ষুক ।

সৃষ্টি । ভিক্ষুক ?

ধর্ম । আজীবন ভিক্ষাই আমার উপজীবিকা ।

সৃষ্টি । ভিক্ষা ? বস, সৃষ্টিধর ! তবে আর
তুমি পরের চাকরী ক'রে, ছুটো ছুটি ক'রে
হাঁকিয়ে মর কেন ? এমন সুন্দর লাভবানি ব্যবসা
—পরের মাথার হাত বুলিয়ে,—পরের অঙ্গে
উদর পূর্ণ ক'রে,—এমন উদরের আয়তন হৃদি—
এমন কাজ না ক'রে, খেটে খেটে তুমি কিনা
খাটো হ'য়ে গেলে—বা'ড়তে পেলে না !
বলত ঠাকুর, কোথায় ভিক্ষে কর ?

ধর্ম । সর্ব্ব হারে ।

সৃষ্টি । কি ভিক্ষে কর ?

ধর্ম । যে যা শ্রদ্ধা ক'রে দেয় । কেউ অন্ন
দেয়, কেউ বস্ত্র দেয়—কেউ ফল, জল দেয় ।

সৃষ্টি । বটে বটে । ভারী সুবিধের ব্যবসা ।

ধর্ম । কেউ পত্রপুষ্প দেয় ।

সৃষ্টি । অন্ন, বস্ত্র, ফল, জলে আমার কোনও
আপত্তি নেই ! পুষ্প তা'হলেও আপত্তি নেই ।
যখন অন্ন জলে পেট খই খই ক'রবে, তখন
নাকের কাছে পুষ্পটা ধরবার প্রয়োজন হ'তে
পারে । তবে পর নিয়ে কি করব ? শুটা ঠাকুর
তুমি নিয়ে ; খেয়ে জাবর কেট !

ধর্ম । মাঝে মাঝে লাঞ্ছনাটাও পাওরা হ'ত

সৃষ্টি । বটে ! ভারী সুবিধের ব্যবসা !
লাঞ্ছনা ! সে আবার কি ? লাঞ্ছনাটা কি ননী
ছানার কোন রকম প্রক্রিয়া ।

ধর্ম । ননী ছানার নয়, তবে বংশদণ্ডের
একটা প্রক্রিয়া ।

সৃষ্টি । কি ! (লাঠি তুলিয়া) এই ?

ধর্ম । ও রকমও আছে—গা'লটাও আছে,
গলাধাকাত আছে । গৃহস্থ বুঝে ব্যবস্থা ।

সৃষ্টি । ও বাবা ! তা'হলে অসুবিধের
ব্যবসা । হ'য়েছে, যে কা গেছে, যাও ঠাকুর

তোমার ব্যবসা তুমিই নিয়ে থাক । আদিপুরুষ
ধ'রতে না ধ'রতেই একেবারে মূল্য পুরু ধ'রে
ব'সুলে । যাও; কোথায় যাচ্ছ যাও, কি মতলব ?
ভিক্ষে না নিয়ে বাবে না বসি ?

ধর্ম । কেউ জীবরক্ত ভিক্ষা দেয়, আবার
কোন কোন মহাপুরুষ নিজের বৃকের রক্ত ভিক্ষে
দেয় ।

স্বষ্টি । ও বাবা ! তা'হ'লে সাক্ষাৎই বটে !

ধর্ম । কিন্তু শেষোক্ত জিনিসটিই আমার
সকলের চেয়ে প্রিয় ।

স্বষ্টি । তা'লে ওই গাছতলায় যাও, ওই
যে ক'বেটা ডোম্ ডুমনী দেখেছ, ওইখানে
তোমার কমণ্ডলু পেতে ব'সে থাক ; পেট ভ'রে
তোমার প্রিয় সামগ্রী পান ক'রতে পাবে । আমি
তোমাকে—বুকেছ সাক্ষাৎ—

ধর্ম । বল বল ধামিলে কেন ? বল
আমাকে বন্ধ ব'লুছ, বল । ওইটের ভিত্তি
আছি—পথে পথে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই ।

স্বষ্টি । আমি তোমাকে বন্ধ চিরে একটু
দাঁড় দিতে পারতুম । কিন্তু তোমার কথা
শুন আমার রক্ত জল হ'য়ে গেছে । প্রাণ
একেবারে ঠাণ্ডা—বুকেছ ? শেষে ধানিকটে
ঠাণ্ডা জল খেয়ে তোমার সাম্প্রতিক ধ'রে
যাবে । কাজ নেই স্বজাটে ! ওই বড় ডুমনী
আছে, ওর বড় তেজ, বৃকে ঝাঁজাল রক্ত—ওর
কাছে গিয়ে হাত পা ক, স্তবধে হবে ।

[প্রস্থান]

ধর্ম । হে নরদেব ! তোমাকে প্রণাম
করি । তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই । তুচ্ছ
অবিসং বর্তমান নাই, তে জন্মমৃত্যুরহিত পুরাণ
পুরুষ । নররূপেই তুমি আপনার অস্তিত্বের
প্রতিষ্ঠা ক'রেছ । নররূপেই তোমার পরিচয় ।
তুমি আপনিই আপনার শিক্ষাদাতা, আপনিই

আপনার পূজক ! তুমি কখন দুষ্ট, কখন দর্শক,
কখন পালা, কখন পালক ! মাতৃমূর্তিতে কখন
তুমি সন্তানের উপর মমতা ঢেলে দাও; আবার
সন্তান হ'য়ে প্রতিক্ষণ মায়ের আদরের প্রতীক্ষা
কর ! হে নররূপী নারায়ণ ! তোমাকে কোটি
কোটি প্রণাম করি ।

(নৈবেদ্য হস্তে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী । আপনি কে, দেবতা ?

ধর্ম । মা ! আমি সর্বস্বামী ভিক্ষুক,
আমার কিছু ভিক্ষা দাও ।

লক্ষ্মী । প্রভু ! আমি যে নীচ—সমাজের
অধম জাতি ।

ধর্ম । তাতে কি মা ? আমি বাদেব
কাছে ভিক্ষা করি, তারা একজাতি, তাদের নাম
গৃহস্থ ।

লক্ষ্মী । ঠাকুর ! ধর্মের নামে, ধর্মের কাছের
এই নৈবেদ্য রেখেছিলাম—তিনি নীচ ব'লে—
এ সামগ্রী গ্রহণ করেন নি—আপনার পদতলে
বাধ লুম, আপনার বা ইচ্ছা হয়, তাই করুন ।

(নৈবেদ্য দক্ষা)

ধর্ম । এই আমি গ্রহণ ক'রলুম ; তোমার
মনের অভিলাষ পূর্ণ হোক ।

লক্ষ্মী । (প্রণাম করণ) (ধর্মীনের
অন্তর্দ্বান) কি হ'ল, একি হ'ল, এ 'ক রকম
হ'ল ? [সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অধিকা—রাজবাটী ।

(নয়ন সেন)

নয়ন । আবার ভয় দেখাও কেন নারায়ণ ?
সে দিনের সে বহুশাসন স্বস্তির পুনরুৎপন্ন কর
কেন ? রূপা ক'রে মঙ্গলমিষ্টবাক্যে যে শত-

ক্রামল প্রদেশটির প্রতিষ্ঠা ক'রেছ, আবার শত্রু-
স্বর্ধের কারণে তাকে দগ্ধ ক'রবার ভয় দেখাও
কেন ? আমি ক্ষুদ্র অধিকার একটি তুচ্ছ ভূমাদি-
কারী, মণ্ডিমেয় ভোম সৈন্তের অধিপতি । যতই
শক্তিও গর্ভ করি, নব লক্ষ সৈন্তের অধিপতি
গৌড়েস্বরের শক্তির তুলনায় তা কত তুচ্ছ !
যদিও তারা শক্তিমান, যদিও তারা প্রভু
পরম্পর, আমায় রক্ষা ক'রবার জন্য
বাঁধে তারা বন্ধি-বংশে কাঁপ দিতেও
কাঁর নয়, তথাপি তারা কি গৌড়েস্বরের লক্ষ
সৈন্তের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী ? মহাপাত্র যদি
অধিকা আক্রমণ ক'রে, তাহ'লে আমরা কি সে
আক্রমণের বেগ রোধ ক'রতে সমর্থ ? তবে কি
আমার সাক্ষান যতখানি আবার প্রবল বড়ে
ভূমিসং হবে ? পূর্বে কি ছিলুম, স্মরণেও
অনিতে সাহস ক'র না ! তার পর, এই বার
বংশর ! মনে হয় যেন, যুগযাপী নিদ্রার
আবরণে আমার আত্মা আবদ্ধ । কিন্তু সেই
টির অবিচ্ছিন্ন বহিত নিজা শিরের কি সধমর
প্রশারাম স্বপ্ন, জনাধীন ! এমন স্বপ্নের স্বপ্ন
ভেঙ্গে দেবার জন্য ক্রান্ত কুটিল মুখ নিয়ে এ
তুচ্ছ বৃদ্ধকে আর ভয় দেখিও না ।

(রজাবতীর প্রবেশ)

রজা । মহারাজ !

নয়ন । কি রাণী ?

রজা । বিষ্ণুপুরের কোন সংবাদ রেখেছেন
কি ?

নয়ন । সহসা বিষ্ণুপুরের কথাটা মনে
জাগে উঠলো যে ?

রজা । অনেক কাল রাজা ও রাণীকে দেখিনি
চলুন না দেখে আসি ।

নয়ন । যেতে আবার কোন আশঙ্কি নেই
কিন্তু দলু যদি ছেলে ছেড়ে না দেয় ?

রজা । কেন, আজ হঠাৎ দলু ছেলে ছেড়ে
দেবে না কেন ?

নয়ন । যদিই না দেয়—

রজা । তাহ'লে আমরাই বাই চলুন ।

নয়ন । আমি যেতে পারবো না ।

রজা । এই কি অধিকাংশের যোগ্য কথা
হ'ল ?

নয়ন । অমাত্যের যোগ্য কথা চল ।

রজা । তবে টাড়িয়ে আছেন কেন ?

নয়ন । রাজা কাউকে কৈফিয়ৎ দেয় না ।

রজা । যে রাজা প্রজার কাছে কৈফিয়ৎ
দেয় না, তার রাজত্ব সাগরগর্ভে । মোহাই
মহারাজ, রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন ।

নয়ন । রহস্য করিনি রজাবতী ! বিষ্ণুপুরে
আমাকে নিয়ে যেতে চাও, ছেলে ছুটিক সন্দে
দাও । এ বরলে আমি রাজা মশরুথের মতন
নিজের হৃত্য ভেঁকে আনতে পারবে না ।

রজা । তাহ'লে আমাকে অশ্রমতি করুন,
আমি বাই ।

নয়ন । তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি যেতে
পার ।

রজা । তাহো বলবেনই । রাজা আপনি
দাবিত্য একক—আপনি র মুখে এ কথা না শুনি
পেলে শুনবো কার কাছে ? “পুত্রার্থে তরতে
ভাৰ্য্যা”—শাস্ত্র-বাক্য পালন ক'রেছেন । আপ-
নার অধিকার মর্যাদা রটল—বংশের মর্যাদা
রটল,—আর রাণীকে প্রয়োজন কি ? মোহাই
মহারাজ, রাজা ও রাণীকে দেখতে চলুন ।
পুত্রের মঙ্গল কামনায়, ছেলে ছুটিকে নিয়ে
ধর্মদেবের পূজা দিও গিঠোড়লু, কিন্তু
দেবতাকে প্রশ্রয় ক'রতে বিভীষিকা লেগেছি ।
দেবলুম দেবতার পদতলে স্নেন রাজা ও রাণী
প্রজিবিব । বিশীর্ণ, মালিন মুখে, পিপাসিত

লাচনে হুঁতনে যেন আহার পানে, আমার হুঁটি
ছেলের মুখের পানে, চেয়ে আছেন ! দেখে
আমার প্রাণ বাকুল হ'য়ে উঠলো ! মনে ক'র-
লুম, এসেছি মর্ষের দ্বারে, কিন্তু এই কি আমা-
রের মনসোচ্চিৎ মর্ষ ? আমাদের কেবলমাত্র
দেখার পরানী—আমাদের স্বামী দেখে তাঁরা
একটু স্বথ উপভোগ ক'রবেন,—এই তুচ্ছ
প্রতিনীতিও তাঁদের আমরা নিতে পারি ?
মহারাজ ! আপনি শুরু—বারংবার আপনার
সমরক অগ্রিয় প্রসঙ্গ উত্থাপনে পাপ হয়।
তথাপি আর একবার বলি, আমার প্রাণ ব'লছে,
রাজা ও রাণী উভয়েই কটিন পীড়ায় পীড়িত।
তবু তাঁরা আমাদের দেখবার জন্য প্রাণ ধারণ
ক'রে আছেন।

নয়ন। প্রাণময়ী ! তোমার প্রাণ তা
বলোছে, তাকি মিথ্যে হয় ? রাজা ও রাণী
উভয়েই মৃতপ্রায়।

রম্য। আপনি কেমন ক'রে জানলেন
মহারাজ ?

নয়ন। বিষ্ণুপুর থেকে সৃষ্টিগর এই সংবাদ
এনেছে। শুধু তাই নয় রম্য—আমরা রাজাকে
ভুলে নিশ্চিত আছি, কিন্তু সেই মহাপুরুষ শয্যা
পরী হয়েও এ অকৃতজ্ঞদের ভুলতে পারেন নি।
মানাসের মজল কামনা ছাড়তে পারেন নি।
মানাসের বিপদের আশঙ্কা ক'রে পূর্কী হ'তেই
মানাসের সতর্ক ক'রে পাঠিয়েছেন।

(দলুবা প্রবেশ)

বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী আমাদের সদর্পনে
তথ্য। তুমি কি বাপ, দিন কয়েকের জন্য
জন্মেন, আর ক'রাসেনকে ভিক্ষা দিতে পার
?

দলু। ওই অসুস্থত্বটি ক'রবেন না মহা-
জ ! ছেলে ছেড়ে দিতে পারবো না।

(লক্ষীর প্রবেশ)

লক্ষী। না মহারাজ, প্রাণ থাকলে ছেলে
ছেড়ে দিতে পারবো না।

দলু। এ কথা ত অনেক দিন ক'রে গেছে
মহারাজ ! বিষ্ণুপুরের রাজা ও রাণী, ইচ্ছাচাই
এখানে এসে দয়া ক'রে ত আমাকে রেহাই
দিয়ে গেছেন। রাজা নিজেকে আমাকে ব'লে
গেছেন, ভাই ! কারও অত্যাচারে ছেলে দুটিকে
কাছ ছাড়া ক'রো না।

লক্ষী। রাজা ও রাণীকে আমরা শপথ
করি। কিন্তু যেখানে আমরা সচক্ষে মনিবের
অপমান দেখছি, সেখানে আমরা ভাই দুটিকে
কিছুতেই পাঠাতে পারি না।

নয়ন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা ক'রবার
জন্ম, রাজা তাঁদের বিষ্ণুপুরে নিয়ে যেন, নিজেকে
অত্যাচার ক'রে পাঠিয়েছেন।

দলু। কেন ?

নয়ন। তিনি লিখে পাঠিয়েছেন, গৌড়ের
বৃদ্ধ রাজা দেহভাণ ক'রেছেন ; তাঁর সেই
নির্দেশ পুত্র এখন গৌড়েশ্বর। সে মহাপাত্রের
হাতে খেলাও পুতুল। মহাপাত্রই এখন বাকের
প্রকৃত রাজা। এরূপ অবস্থায় নিরাপদে আমা-
দের অধিবাসে কিছু সম্ভব আছে। আর
লিখেছেন—“ভাই নবীর পুতুল দুটিকে লাব-
ধান ! বৃদ্ধ রাজার ভয়ে মহাপাত্র এতকাল
কিছুই ক'রে পারেনি। কিন্তু মনে ক'রো না
ভাই, কুটিল মহাপাত্র বিষ্ণুপুরের সে অপমান
ভুলে গেছে।” এই কথা লিখে তিনি
ছেলে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে যেনে আদেশ
ক'রেছেন।

লক্ষী। আমার স্বামীর শক্তিতে মহারাজের
কি সম্ভব আছে ?

নয়ন । ওকথা কেন বলিল লক্ষ্মী ? তোর স্বামী আমার চক্ষে, আমার সম্মানদের চেয়েও অধিকতর মূল্যবান ।

রঞ্জা । তাতে আর সন্দেহ নেই । আমি সম্মান হারাতে পারি, কিন্তু দলকে হারাতে পারিনি । দল আমার হাতের নো বজায় রেখেছে ।

লক্ষ্মী । আমার ভাইকে আমরা রক্ষা করব; তার জন্য অস্ত্র বাজার শরণাপন্ন হ'তে গেলো, আমার বাজার—আমার স্বামীর—মর্যাদা যায়, —মূল্য যায়,—ধর্ম যায় ।

নয়ন । আমাকে কিন্তু বিষ্ণুপুরে যেতেই হবে ।

দলু । পথে যদি বিপদ ঘটে ?

রঞ্জা । তাহ'লেও আমাদের যেতে হবে । যার গৃহে আজন্ম কল্যাণ-স্বপ্নে প্রতিপালিত হ'রেছি, তাঁর রোগ-সংবাদ শুনে আমরা ত ধরে ব'সে থাকতে পারব না ।

দলু । আপনার ইচ্ছা—আমরা তাতে কি বলব মা ?

লক্ষ্মী । নিষেধ করবার ক্ষমতা নেই ; ক্ষমতা থাকলে নিষেধ করতুম ।

রঞ্জা । আমারও ত একটা ধর্ম আছে লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী । তবে বাও রাণী ।

নয়ন । এস রাণী, বাবার সময় পুত্র দু'টিকে একবার আশীর্বাদ করবে এস ।

[রঞ্জাবতী ও নয়ন সেনের প্রস্থান ।

দলু । কি করলি লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী । সর্দার ! তুই আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিসনি,—তুই শুক, আমাকে ভয় দেখাসনি । আমি কর'রে ফেলেছি ! তুই আমার মর্যাদা রক্ষা কর । তুই যদি রক্ষা কর'তে না পারিস, তাহ'লে পৃথিবীর কেউ আমার তাই দু'টিকে রক্ষা কর'তে পারবে না ।

দলু । তবে চল । [প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃষ্ট ।

বনশব্দ ।

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম । উজ্জ্বল চিরদিন 'শান্তি' 'শান্তি' ক'র না রাখণ নিত্য তোমা কর'রেছি সন্ধান । চেয়েছিছ স্বর্গ পানে, চেয়েছিছ চক্রে তারকার, চেয়েছিছ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভেদি নীলারব, ফল তার পেয়েছি ধষণ । দেখি নাই সম্মুখে চাহিয়া, দেখি নাই পশ্চাতে ফিরিয়া, দেখি নাই পদপ্রান্তে, দেখি নাই যদি মধো বাহর বন্ধনে । খেলিতেছ বন উপবনে, খেলিতেছ গৃহের প্রাঙ্গণে, শিশু বন্ধ যুবা নায়ে কে জানিত খেল অবিরাম ! আয় বাপ, আয় ভাই ব'লে তুমি পশ্চাতে ডেকেছ, 'আগে চল' ব'লে তুমি গুরুরূপে মন শিখায়েছ । শিষ্যমুর্তে ধ'রেছ চরণ, প্রভু মুর্তে দেখা'য়েছ, আরক্ত নয়ন ! দস্তা মুর্তে ছিড়ে নেছ কাঞ্চনের মায়া । বিষম নিন্দুক মুর্তে নিত্য ধূয়ে নেছ মলিনতা । বিরাট বিশ্বের মাকে তুমি আপনার প্রতিভা করিয়া, তুলেছ হে ব্যোমব্যাপী আপনার গান । নরোত্তর—নারায়ণ—বিশ্বরূপ নর । প্রসিদ্ধ চরণে তোমার ।

(স্থপতির প্রবেশ)

স্থপতি । আমরাও তোমার চরণে প্রসিদ্ধ । আমরা যদি নর হই, তাহ'লে বানর কে দেখতা ! ধর্ম্ম । বানর ওই মায়া । কেউ তারে নাচায় কেউ তারে মেরে খায়, আবার নীতার উদ্ধার কর'রেছ ব'লে, কেউ তারে ভক্তভাবে পূজ্য করে । ও যেই নর, সেই তোমার বানর ।

কহে। যা বলেছে দেবতা, ওই ভক্তই শাস্ত্রে
বলে বলে “বৈশাখের নরবানরঃ।” তা দেবতা,
মহাদেব তো পৃথিবী ভক্ত রাখল ক’রে বলে “সব
আমি।” তাহ’লে গরীব উন্নত বেড়াল গুলো
কি ক’রবে ?

ধর্ম। তারা যখন কথা ক’ইতে শিখবে,
তারাও বলে “সব আমি।” “বাসুদেবঃ সর্বম।”

স্ব। সব আমি! চিংড়ী মাছ ?

ধর্ম। তাও আমি !

স্ব। ও বাবা তাহ’লে খাব কি ?

ধর্ম। খেতে না সাহস কর, খেয়ো না !

স্ব। বেশ, এবার থেকে যখন মাছ খেতে
সাধ হবে, তখন তোমার গাটা চোটে দিয়ে যাব।
“সব আমি”—কি জালা ! তা হ’লে বিটলে
মৎস্যপত্রে বিটলেমীতে রাগ ক’রতে পারব
না। ভোম বেটা’দের পাগলামী দেখে হাসতে
পার না, তাদের যদি সর্বনাশ হয় ত দুঃখ ক’রতে
পারবো না ! সব আমি !

ধর্ম। “সব আমি”—কারও ওপর দুঃখ
ক’রবার নেই, রাগ ক’রবার নেই, অভিমান
ক’রবার নেই—সব লীলাময়ের লীলা ! তবে
কোথাও লীলা—নিদ্রা-মোহ-মাটির আবরণে
কোথাও লীলা জাগরণে ! বন্ধ ! তোমাকে
আর কি বলব ? যাতক শিঞ্জুরে ভেঙ্গে লীলা
করে, শোকার্ত কঁদে লীলা করে।

স্ব। দেবতা ! তবে ত বড়ই বিপদে
কেল্লে ! তাহ’লে আমি কি করি ?

ধর্ম। তুমি আমাকে বন্ধ বলে সোধেধন
ক’রেছ। “যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তৎসংতপৈব
ভজাম্যহম্।” বন্ধ ! তুমি আমার পাশে থেকে,
লীলা দেখ।

স্ব। কোঁথায় এলুম, কেন এলুম ? দেবতা
আমার বন্ধ বলে সোধেধন ক’রলে !—যাক !

সব লীলাখেলা যখন আমার ঘুরিয়ে গেল, তখন
যাক !—বন্ধ, বন্ধই হবে। সংসারে গাটা বন্ধ
যদিই বরাত ক্রমে মিলে গেল—তখন থাক !
বন্ধই বল আর বাই বল, দাস আমি, পায়ের
ঘুলো দাও—আর চোক দাও, তোমার লীলা
দেখি।—জ্বর—ধর্মের জ্বর—জয় ধর্মের জয়। কে
যেন আসছে—দেবতার কাছে মানিত ক’রে
বুঝি তার পুজো দিতে আসছে।

ধর্ম। অন্তরাল থেকে দেবতার লীলা দেখ।

স্ব। যথা আজ্ঞা।

[লেহান।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। কিছুতেই ত কীক পেলুম না।
সাত সাত দিন ওং মেয়ে ঘরে বেড়াচ্ছি, তবু ত
ছেলে হুঁটোকে ধ’রতে পারলুম না।
চোখের উপর ছেলে হুটো নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে,
কিন্তু বেটারা সব এমন আঁলে ব’সে আছে যে,
কিছুতেই তাদের হাতের কাছো পেলুম না !
রাত্রে চুপি ক’রে ঘরে ঢুকলুম, সেখানেও দেখি
সজাগ পাগারা। তাহ’লে কেমন ক’রেই বা
ধরি, কেমন ক’রেই বা মারি ? হে ঠাকুর !
দয়া কর, ছেলে হুঁটোকে হাতে পাইয়ে দাও—
আমার মান রক্ষা কর, নৈলে গোড়ে এ দুখ
দেখাতে পারব না। বড় অহঙ্কার ক’রে
এসেছি, দোহাই ঠাকুর, ছেলে হুঁটোকে আমার
হাতের কজীর ভেতর এনে দাও—তারপর আমি
বুকে নেব।

ধর্ম। কে তুমি ?

নিধি। তাইত, তাইত—এখানে যে এক
সন্ন্যাসী দেখছি। সন্ন্যাসী কত রকমের বৃদ্ধকৃৎ
জানেন, ওকে ধ’রতে পারলে কাজ হ’তে পারে।
—ঠাকুর প্রণাম।

ধর্ম। কি চাও ?

নিধি । কি চাই—চাইলে কি তুমি দেবে দেবতা ? ইচ্ছা ক'রলে তুমি দিতে পার, কিন্তু এ অধর্মের প্রতি দয়া কি হবে দেবতা ? যদি কিছু চাই, তাহলে কি দেবে ?

ধর্ম । ক্ষমতা থাকলে দেব না কেন ?

নিধি । তোমার আবার ক্ষমতা নেই ? এত কি একটা কথা ? তুমি সাধু, নারায়ণ—ইচ্ছা ক'রলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ক'রতে পার । তুমি দয়া ক'রলে না দিতে পার কি ?

ধর্ম । বেশ, কি চাই বল ?

নিধি । ছেলে দু'টো চাইব ? না বাবা, সে কথা ক'উতে হয় না চোটো চিমোটো বাড়ী এক বা বাসরে দেবে । আচ্ছা ঠিক, আমাকে ঘুম পাড়ানোর মন্তুর বলে দিতে পার ?

ধর্ম । পানি ।

নিধি । তাহলে দয়া করে ওই মন্তুরটা আমাকে দিয়ে যাও ।

ধর্ম । বেশ গ্রহণ কর । আশীর্বাদ করি, তোমাকে শিশু-মন্ত্রের পুরণ হ'ক ।

নিধি । বস—যার কি ? আর আমা'ক পায় কে ? দেবতা ! প্রণাম হই—চ'লবুম । আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত শক্তি আ'সছে আমি বুঝতে পারছি । দেবতা ! একি রকম হ'ল ? আমার ভেতরে একটা আশ্চর্য রকমের সাহস আ'সছে, সেই সঙ্গে আবার একটা বিঘ্ন ভর আ'সছে কেন ?

ধর্ম । ওটা সিদ্ধ-বিস্তার পভাবে । তোমার যেটাকে ইচ্ছা জন্মে স্থান দিতে পার—

নিধি । সাহস—সাহস—আয় সাহস—না, ভর আসে কেন দেবতা ? দেবতা ! এই ময়ে লু সর্দারকে ঘুম পাড়িতে পারব ?

ধর্ম । পারবে ।

নিধি । বস, তবে আর কি ? আর যে

যেখানে থাকে, তাদের নিদিরাম ভয় করে না । আর সাহস, চলে আয় । দেবতা ! প্রণাম—আর সাহস, চলে আয় ।

[প্রস্থান ।

(সৃষ্টিধর্মের প্রবেশ)

স্ব । এ কি হ'ল দেবতা ? লোকটা সিদ্ধ-মন্ত পেলে, তা ফ'লবে কি না পরীক্ষা না করেই চ'লে গেল ?

ধর্ম । বিশ্বাস—সৃষ্টিধর্ম বিশ্বাস । বিশ্বাসেই ধর্মের অস্তিত্ব ।

স্ব । ও ব্যক্তি কি উদ্দেশ্যে এই মন্তসিদ্ধি কামনা ক'রলে ?

ধর্ম । ওর ইচ্ছা, রাজার দু'টি মন্তনকে অপহরণ ক'রবে । তা মলু কিংবা তার সহচররা জেগে থাকলে তা পারবে না, তাই ও ব্যক্তি সিদ্ধবিজ্ঞা প্রার্থনা ক'রলে ।

স্ব । তা আটকুড়ীর বেটা মাথা ঘুরিয়ে নাক দেখলে কেন ? একেবারেই হেঁচ ছেলে দু'টোর চাইতে পারত !

ধর্ম । ওর সৃষ্টি ।

স্ব । বুঝছি, বেটা নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে আ'নলে । আবার কে আসে ? লক্ষ্মী না ?

[প্রস্থান ।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী । যদিই দয়া ক'রে মেয়েকে দেখা দিলে, তখন আবার মিলিয়ে গেলে কেন ? নারায়ণ । দেখা দাও । হে ধর্ম ! তুমি ভিন্ন যে আমাদের আর কেউ নেই । তুমি বলেছ, ইচ্ছা অভিলାষ পূর্ণ হবে—কিন্তু কি অভিলাষ ? আমি কি চাই ? শুশ্রূষে বাসনা-শত্রু এসে মনিবের রাজ্য দখল ক'রবার ভয় দেখাচ্ছে । এলে কি ক'রব ?—কাকে বাঁচাব ? মাথার উল্লস সোয়ামী, পায়ের কাছে পুত্র, ওই পাশে

জেন্সেন আর স্ফায়েন—কি করি ?—কি চাই—কি চাইতে হবে ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারি না ! নারায়ণ ! ব'লে দাও ঠাকুর !

ধর্ম । কেও ?

লক্ষী । যাঁ—ঠাকুর ! ঠাকুর !

ধর্ম । এ গভীর রজনীতে এখানে কেন লক্ষী ?

লক্ষী । ঠাকুর ! পায়ে ঠেলে চ'লে এলেন ?

ধর্ম । কেন মা ! তোমার শ্রদ্ধার দানে যে আমি পরম পরিতৃপ্ত হ'য়ে চ'লে এলাম ।

লক্ষী । তোমার সামগ্রী তুমি নিলে, তাতে আবার দান কি ঠাকুর ?

ধর্ম । তার পর ? এ গভীর রজনীতে একাকিনী এ বন-পথে বিচরণ ক'রচ কেন মা ?

লক্ষী । আপনাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি ।

ধর্ম । এ ভিত্তারিকে আবার স্বরণ ক'রেছ কেন মা ? আবার কি কিছু ভিক্ষা দিবে মানস ক'রেছ ?

লক্ষী । ভিক্ষা ? আবার ভিক্ষা ? আমি ভোমের মেয়ে, আমার কাছে ভিক্ষা ? কেন ঠাকুর বারে বারে লজ্জা দাও ?—ঠাকুর দীন রমণী আমি, বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি । ঠাকুর আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও ।

ধর্ম । বেশ, কি চাও মা ! বল ।

লক্ষী । কি চাই—কি চাই—আবার আমি কি চাই ? দেবতা দয়া ক'রে আমার সোয়ামীর দান রক্ষা কর ।

ধর্ম । তথাস্তু ।

[লক্ষীর প্রণাম ও প্রস্থান ।

ধর্ম । যাও মা সাক্ষী ! নিজের অজান্ত-বারে জীবনের একটা পথে পদার্পণ ক'রে, সরল বন্যাসে ধর্মের উপর নির্ভর ক'রে পথ চ'লেছ । সে পথে কত বিষ, কত বিপদ । কত নরশঙ্কিল

লোলুপদৃষ্টিতে পথপার্শ্বের উপবন আশ্রয় ক'রে, তোমার পানে চেয়ে আছে । তবু যাও—একপদ এনপদ ক'রে তোমার ধর্মপথে অগ্রসর হও । শঙ্কিল তার নিজের ধর্ম পালন করে, ভুমিও তোমার নিজের ধর্ম পালন কর ।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

স্ব । দেবতা আমি আবার একটা প্রশ্নাম করি ।

ধর্ম । কিছু চাও ?

স্ব । কি, আমি বিষ্ণুপুরের লাঞ্চে বার গভী—আমি কি চাই ? আমি কি ভিত্তারী ?

ধর্ম । ভিত্তারী না হ'লে কি চাইতে নেই ? রাজা কি প্রজার কাছে রাজস্ব ভিক্ষা করে ?

স্ব । বটে, বটে । তাহ'লে দেবতা আমি তোমাকে চাই । এখন তোমাকে দেখতে চাইব, তখন দেখা দিও ।

ধর্ম । তথাস্তু ।

স্ব । তাহ'লে তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যেতে পার । [ধর্মীন্দ্রের প্রস্থান ।

দেবতা ত চ'লে গেল । বোকা দেবতা আমাকে যে বর দিয়ে গেল, তার মকাতা ত জান'তে পার'লেম না ! থাক, এখন আর জ্বালাতন ক'রছি নি । শেষে ডর পেয়ে ব'সবে থাক না, একবার হ'য়ে থাক । ও দেবতা !

(ধর্মীন্দ্রের প্রবেশ)

বেশ—বেশ—চলে যাও ।

[ধর্মীন্দ্রের প্রস্থান ।

ও দেবতা !

(ধর্মীন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

কি ? আছ কেন ?

ধর্ম ।—ভা'কলে কেন ?

স্ব । কই হ'চ্ছে—আচ্ছা যাও ।

[ধর্মীন্দ্রের প্রস্থান ।

না—আর ডাকব না । একশোনার ডাকলে
রেগে যাবে ।—তবু আর একবার—ও দেবতা !
(নেপথ্যে বিকট শব্দ) ও বাবা ! ও বাবা !
এ কি মূর্তি ?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ও দেবতা ! কদম মূর্তি দেখিয়ে ভয় দেখাও
কেন দেবতা ? তোমায় যে ছাড়তে পারছি
না—আর একটা প্রশ্নই নিয়ে দাঁড় । (প্রশ্নাম)

পঞ্চম দৃশ্য ।

অধিকা—দুর্গমথাস্ত্র উদ্ভাৱন ।

(চন্দ্রসেন ও সূর্য্যসেন)

গীত ।

এমন মধুর দিবসে মধুর কানন দেশে ।

কুজরে কোকিল ডরি নিরুজ্জ্বল । বিবিধ মধুর কুহুম পূজ
বিতরে শ্রবাস বাতাসে ॥

মধুর গ্রামে মধুর পবনে মধুর জলধি ভাসে ।

মধু লুটি মোরা পাখী ছুটি বেড়াই ভেসে ।

(সামুলায় প্রবেশ)

সামুলা । দেখ বাবা ! আমি একবার
রাজা-মাসীকে দেখে আসি । তারা কালীর
মন্দিরে তোমাদের সন্ত পূজা দিতে গেছে ।
একটুখানি এইখানে থেলা করে বেড়াও । আমি
মায়ের চরণায়িত নিয়ে আসি । ততক্ষণ আমি
একজনকে তোমাদের আগলান্ধে রেখে যাচ্ছি ।
নেখ যেন এ বায়গা ছেড়ে কোথাও যেয়ো না ।

চন্দ্র । না, তুই যা ।

সূর্য্য । বাবা ! বুড়ী গেল না ত বাচা
গেল । বেটীর জালায় কোন দিকে চাইবারও
যো নেই ! হাঁ দাদা ! বাবা ও মা কোথায়
যাবেন ?

চন্দ্র । মা ব'লেন, বিষ্ণুপুরে যাবেন ।

সূর্য্য । তা আমরা যাব না

চন্দ্র । কই মাতো আমাদের বাবার কথা
ব'ললেন না !

সূর্য্য । তবেই আর আমাদের মামার
বাড়ী দেখা হ'ল ।

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃ । দরকার কি বিষ্ণুপুরে গিড়ে, মামার
বাড়ী দেখবার দরকার কি ? মামার বাড়ী
দেখতে চাও, এইখান থেকেই তা দেখিয়ে
দিতে পারি ।

উভয়ে । কেমন করে—কেমন করে ?

সৃ । তোমরা কি মামার বাড়ী দেখবার
জন্য বড়ই কাতর ?

চন্দ্র । হাঁ ভাই, বড়ই কাতর ।

সূর্য্য । দেখ ভাই, আমরা মাসীকে দেখেছি,
মোঁসাকে দেখেছি ; কিন্তু ভাই বিষ্ণুপুরে
দে'খলুম না, মামাকেও দেখলুম না !

সৃ । বড় হুংখ ?

উভয়ে । বড় হুংখ ভাই, বড় হুংখ !

সৃ । এস ভাই, তোমাদের হুংখ নিবারণ
করি । তোমাদের ছুটি ভাইকে একেবারে
মামার বাড়ী দেখিয়ে দিই ।

চন্দ্র । কেমন করে দেখিয়ে দেবে, দাঁও
না ভাই !

সৃ । এই যে দিচ্ছি ভাই ! নাও হু'জেন
এইখানে শোও । শুয়ে আকাশ পানে চেয়ে
ধাঁকবে । আর আমি অমনি তোমাদের গলা
টিপে ধ'রবো ।

সূর্য্য । তা'হলে যে চোক কপালে উঠে যাবে ?

সৃ । তাইহ উঠবে । যেমন একটু একটু
উঠতে ধাঁকবে, আর অমনি মামার বাড়ী এক
পা এক পা এগিয়ে আসতে থাকবে ।

সূর্য্য । হাঁ ভাই । তোমায় মামার বাড়ী
আছে ?

স্ব। কেন—কেন ?

স্বৰ্ঘ্য। তা'হলে আমরা দু'ভাইয়ে তোমাকে
সেখানে পাঠিয়ে দিই।

স্ব। বটে, বটে ! তা'হলে গুরুব বিজ্ঞেটা
মেয়ে দিয়েছ ? তা'হলে চূপ চাপ করে ব'লে
থাক। বুড়ী আমাকে তোমাদের আগলাতে
ব'লে গেছে।

স্বৰ্ঘ্য। এস দাদা ! তা'হলে তোমাকে
নিরে আমরা গান করি।

স্ব। না, না, তা'ক'র না—গলা ভেঙ্গে
যাবে।

চন্দ্র। তবে আমরা কি ক'রবো ?

স্ব। কথা ক'রো না, কথা ক'রো না—
দম বন্ধ হবে।

স্বৰ্ঘ্য। তবে এস দাদা, আমরা নৃত্য করি।

স্ব। হাঁ,—হাঁ—পা ভেঙ্গে যাবে।

চন্দ্র। আরে গেল বা, তা'হলে আমরা
কি ক'রব ?

স্ব। চ'টো না—চ'টো না—মাথা ধরবে।

স্বৰ্ঘ্য। এস দাদা, তা'হলে ফুল তুলি।

স্ব। হাঁ,—হাঁ—হাতে কাটা ফুটবে।

স্বৰ্ঘ্য। বেশ, তবে গাছের ফুল পাঁছে
থাক, আমরা শুকি।

স্ব। হাঁ,—হাঁ—নাকে পোকা ঢুকবে।

চন্দ্র। বেশ তবে বেদীর ওপর একটু বসি।

স্ব। হাঁ,—হাঁ—রক্ত লাগলে নীল দেহ
গলে যাবে।

স্বৰ্ঘ্য। বেশ, তবে পাথরের আঁড়ালে
ছাওয়ায় একটু বসি।

স্ব। হাঁ,—হাঁ—ঠাণ্ডা লেগে মর্দি হবে।

চন্দ্র। ও বাবা ! এর চেয়ে দলু দাদা
ছিল ভাল।

স্বৰ্ঘ্য। তা'হলে দুই ভাইয়ে তোমাকে

হুদিক থেকে দু'হাত ধ'রে একটু টানাটানি
করি।

চন্দ্র। বেশ, তাই ভাল—

বালকদ্বয়— গীত।

আমরা অস্থির পেয়েছি বরে।

হাতে পেয়ে এমন রতন ছাড়বো কেনন ক'রে।

বসিয়ে কাছে দেব তোমার আদর ভারে ভারে।

খেতে দেব ননী মাখন, পেট ফুলে যেই হবে লখন,

ভাসিয়ে দেব তোমায় তখন ফীর সাগরের পারে।

স্ব। এই—এই।

স্বৰ্ঘ্য। টেনো না, টেনো না—হাতে বাথা
হবে।

স্ব। এই—এই—ও বুড়ী—ও—বুড়ী।

উত্তরে। টেচিয়ো না—টেচিয়ো না—

কাশে তালি ধ'রবে।

(শাস্ত্রীর প্রবেশ)

বুড়ী। ছি ! এ তোমরা কি ক'রছ ?
নাও চ'লে এস, রাজা ও রানী বিজুপুত্র
যা'চ্ছেন, তোমাদের একবার দেখে যাবেন।

[সৃষ্টিধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

স্ব। ও বাবা ! এ যে দেখছি এক জোড়া
কলির অহিরাবণ। দু'টি লোহার ভাঁটা।
তা'হলে ত দেখছি বুড়ী মা'ছের খুন ক'রতে
পারে। এই ছেলেরের আমাকে আগলাতে
ব'লে গেছে ? কিন্তু দলু সন্দীর ক'রেছে কি ?
বিপদে আপদে প'ড়লে যাতে আশ্রয়লা ক'রতে
পারে, তাই ছেলে দু'টিকে কুস্তি শিখিয়ে দুটি
বাঁটুল ক'রে তুলেছে। মাও ত প্রশ্ন ধ'রে
ছেলেকে এই রকম কুস্তি শিখাতে দিয়েছে ?
বাকালী মায়ে'র হ'ল কি ? বাকালী মা ছেলেকে
বারে কাপড় চাপা দিয়ে ঢেকে রাখবে। ছুটতে
দেবে না, সাঁতার শিখতে দেবে না, গাভে
উঠতে দেবে না, ঝাঁপ খেতে দেবে না।
বাকালী ছেলের গায়ে টুলকি মা'রলে বন্ধ পড়বে।

পথে বেরুলে নদীর পুতুল কাকে চুঁকরে খেয়ে ফেলবে! এমন ছেলে না হ'লে বাব্বালীর ছেলে! আর এমন মা না হ'লে বাব্বালীর মা! এ রজাবতী মা ক'রলে কি? বাব্বালীর জল জাগ্রায় থেকেও রাজপুত্রী হয়ে গেল? না, দেখে ফুঁটি হ'ল না! কিন্তু এমন স্নেহশক্তি শক্তিমানে সন্তান! এই সন্তান নিয়ে রক্ত নদীর প্রবাহ? হাঁঠকুর! এ তোমার কি রকম লীলা? সমস্ত মানুষের প্রাণ একবার করে, তাতে শুধু দয়ার বাঁশি টেলে দিলে না কেন?

(ধর্ম্মানন্দের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। সৃষ্টিধর!

স্ব। ও বাবা! তাইত কি ক'রেছি? অন্তরমনে—দেবতাকে স্মরণ ক'রে ফেলেছি? হাতে ও কি দেবতা?

ধর্ম্ম। নরমেঘ যজ্ঞের লীলা হবে, তাই পূর্বাঙ্কে কিছু সংগ্রহ ক'রে রাখছি।

স্ব। আহা, দেবতার আমার কি ধর্ম্মনিষ্ঠা! কি দয়া!

ধর্ম্ম। সৃষ্টিধর! এটি দয়াতেই ধরণীর প্রতিষ্ঠা। মধুকৈটভ বিনষ্ট হ'য়েছিল, তার মেসেই পৃথিবী স্রষ্ট হ'য়েছে। সেই জন্তই এর নাম মেদিনী।

স্ব। বটে—বটে! তবে আর নিরীমিষ রেখেছি কি? ভূবিরে ফেল—মেদিনী ভূবিরে ফেল।

[সকলের প্রস্থান।]

মর্ত্ত দৃশ্য।

অধিকা—রাজবতী।

(মণিরাম)-

মণি। অধিকার এসে এ আমি কি দেখ-
নুম? হুই হুই সোণার পুতুল, হুটি অধিনী-
হুমার—রজাবতী হুটি সন্তান অধিকার রাজপুত্রে

রূপ ছড়িয়ে চ'লে যাচ্ছে। যে ধর্ম্ম! দয়
তোমার মহিমা। আজ তুমি পতিব্রতা সতী
দরে হুটি পুণ্য প্রাণী পাঠিয়ে তার পবিত্র
আলো ক'রে দিয়েছে। আর আমি কিনা
নয়ন সেনকে মেরে রজাবতীকে বিধবা ক'ব
গিয়েছিলুম?—আমি কিনা এই রক্তের ধবংসে
বহুপরিচর হ'য়েছিলুম?—বিধির নির্দোষ
দিতে গিয়েছিলুম? মদনমোহনের ঘটকালী
আমি ভাস্কতে পা'বো কেন? রজাবতী হ'লে
অধিকার বংশ প্রতিষ্ঠা হবে—মদনমোহনের
ইচ্ছা। সে ইচ্ছায় বাধা দিতে গিয়ে লব্ধ
আমি আরো দূত ক'রে দিয়েছি, রজাবতীর আনি-
সম্মিলনের পথ স্তব্ধ ক'রেছি। লাক্ষের মধো
শৃংগলদষ্ট জলাতক রোগীর তায় নিজের অঙ্গ
দংশনে ছিন্ন ভিন্ন ক'রেছি। অমৃততাপ—অমৃততাপ!
আজ আমি কোথায় গর্ভের সহিত অধিকার
প্রবেশ ক'রে ভাগিনেয় হুটিকে কোলে করব,
না তাদের কাছে এখন অঙ্গর হ'তেই সঙ্কচিত
হ'ছি? অমৃততাপ—অমৃততাপ!

(রজাবতীর প্রবেশ)

রজা। বিষ্ণুপুর থেকে কে আমার সঙ্গে
দেখা ক'রতে এসেছে?

মণি। রজাবতী।

রজা। কেও দাদা? দাদা? আপনি?
(প্রণাম) তা দেবীমন্দিরে না প্রবেশ ক'রে
থেকে কেন দাদা?

মণি। আমি নরাদম, দেবীমন্দিরে প্রবেশের
যোগ্য নই,—তোমার নাম গ্রহণের যোগ্য
নই,—রজাবতী! আমি আত্মবতী। আমি
নিঃসন্তান, ভাগিনেয়-বধে নিজের পিণ্ড লোপ
ক'রতে উত্তম হ'য়েছিলুম।

রজা। সে কি দাদা? আপনার আত্ম-
কীদেই আমার সৌভাগ্য। আপনি আমাকে

ভাগ্যবতী দেখবার জন্যই সে কার্য্য করিতে-
ছিলেন, অসহ্যমতে ত করেন নি। আত্মন,
দেবীকল্পে মাতুলর্শন করন। আমরা শুভ
যাত্রার আয়োজন করিছি।

মণি। আগে তোমাদের ভালয় ভালয়
বিক্রপুত্রে নিয়ে যাই, তারপর এসে দেবীদর্শন।

রজা। তাইলে অপেক্ষা করুন, আমি
রাজাকে নিয়ে আসি। কিন্তু দাদা! আপ-
নাকে অত্যাশঙ্কিত করি, পুত্র দুটিকে সঙ্গে নেবার
প্রস্তাব করবেন না!

মণি। কেন? রাজা যে সেই দুটিকেই
আগে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করতেন! যেটি
মান্নারপের রাজপুত্র, সেটিকে না হয় রেখে
য়েতে পার

রজা। ও কথা মুখে আনিবেন না দাদা।
এখানে মান্নারপের রাজপুত্র নেই। সে জানেন,
আমিই তার মা—সে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মণি। এই ক্ষণেই রজাবতী তুমি মদন-
মোহনে পূর্ণ রূপার অধিকারিণী। এই ক্ষণেই
তুমি অত উম্মারাবীর আশ্রিত হয়ে মুক্তার
বিশেষভাবে সন্তুষ্টিভোগ করিছ। আশীর্বাদ
করি, তোমার আয়তি অটুট থাকুক।

রজা। কিন্তু দাদা! ছেলেরা কখন আসবে?

মণি। বসেছি রজাবতী, তুমি ভয় পাচ্ছ।
যদি বালকের কাছে তার স্নান-বেশ প্রকাশ
করবো? ভয় নেই—যতটুকু নরায়ণ হই, তত
মাতঙ্গের ভীম শক্তি হ'তে রক্ষা করে, করুণা-
ময়ী! তোমার বাৎসল্য-রসে পূর্ণ হবার জন্য
রাজা যে শিশু-ভরতিকে তোমারই হেতবে
উজ্জানে রোপণ করেছেন, আমি তার মূলক্ষেপ
ক'রতে সাহস করি না। যদি, তুমি রাজাকে
গতশীল পার, নিয়ে এসো।

[রজাবতীর প্রস্থান।]

(সৃষ্টিধরের প্রবেশ)

সৃষ্টি। এই যে ছক্কর এসেছে। জানি
ছক্কর তাঁ'সবে—আমাকে এক দণ্ড ছেড়ে
থাকতে পারবে না জানি।

মণি। তুই বেটা কি বল দেখি?—

সৃষ্টি। আমি বেটা বিষ্ণুপুরের সাড়ে বার
গতী সৃষ্টিধর।

মণি। চোপ-বাও বেটা—

সৃষ্টি। আচ্ছা চুপ।

মণি। তিন দিন আগে রাজা তোকে
এদের নিয়ে বেতে ছক্কর ক'রেছেন, আর
এখানে এসে বেটা তুই অমূল্য সময় নষ্ট
ক'রছিস?

সৃষ্টি। সময় নষ্ট ক'রবেন না—কথা ক'রে
অমূল্য সময় নষ্ট ক'রবেন না।

মণি। দূর বেটা অপ্রাণ্যক—সময় আগে
থাকতে নষ্ট ক'রে, এখন নষ্ট ক'রবেন না।
দেখি ক'রে কি অনিষ্ট ক'রেছিস? তাকি বুঝতে
পেরেছিস? বেটা?

সৃষ্টি। বড় সময় নষ্ট হ'চ্ছে, অমূল্য সময় সব
চ'লে যাচ্ছে।

মণি। বেটা বেটা আমার সমুখ থেকে।

(নয়ন সেনের প্রবেশ)

নয়ন। কেও, বিষ্ণুপুরের সেনাপতি?
আপনি?

(পরস্পর নমস্কার ও আলিঙ্গন)

মণি। মহারাজ! অকস্মিক নরায়ণ আমি,
কিন্তু ক্রমাগত ক'রে, এখন সময় নেই।
মহারাজ বিষ্ণুপুর যাবার জন্য এখন প্রস্তুত না
হ'লে, আর বেশ হয় রাজ্যকে দেখতে পাবেন
না। এই মহারাজের বাক্য পাঠ করুন, তিনি
এই মুহুর্তকে এত ক'রে ব্যয় করেছেন—

সৃষ্টি। সময় নষ্ট—সময় নষ্ট হ'চ্ছে!

নয়ন। আপনার আশীর্বাদেই আমার
আপার সোণার সংসারের প্রতিষ্ঠা। আশ্রয়,
সঙ্গে আশ্রয়, আপনার ভাগিনেয়ের গৃহে শঙ্কু
দিয়ে তার গৃহ পবিত্র করুন। [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

অধিকা—রক্ষিণীদেবীর মন্দির।

(দলু, লক্ষ্মী, হৃদ্যসেন ও চন্দ্রসেন)

দলু। লক্ষ্মী! মা তো পায়ে ফুল নিলে না?

লক্ষ্মী। তাহলে কি ক'রলুম সর্দার?

ভেদ ক'রে সন্তান ধ'রে রা'খলুম—কি ক'রলুম
সর্দার? শেষকালে বামী পুত্রকে কি বিপদগ্রস্ত
ক'রলুম?

দলু। আমার ওপর দিয়ে যদি বিপদ আপন
চ'লে যায়, তাহলে আর আমাদের পার কে
লক্ষ্মী? মৃত্যু! আমাদের প্রাণ দিয়ে যদি
মনিবের মান বজায় রাখতে পারি, সর্বদা মায়ের
পায়ে অঞ্জলি দিয়ে যদি চন্দ্র হৃদ্যের প্রাণ
পাই—তাহলে আমাদের তুল্য ভাগ্যবান কে?
নীচু ভোমের অপবিত্র মাথা যদি মায়ের পূজার
লাগে, তাহলে মা রক্ষিণী, আমার যেখানে সে
আছে, সবার মাথা নিয়ে ভাই দুটিকে বাঁচিয়ে
রাখ। সাবধান! একবার যা ব'লেছিলি,
আর যেন সে কথা কিরিয়ে নিসনি; রাজা
তাহলে মনে ক'রবে যে, এত দিন পরে দলুর
ভেতর ভর প্রবেশ ক'রেছে। লক্ষ্মী, তাহলে
জীবন মরণে প্রভেদ থাকবে না। ছেলে ধ'রে
আছি—ধ'রে থাক। চন্দ্র হৃদ্যের অঙ্গনে আর
মৃত্যুতে কত প্রভেদ লক্ষ্মী? ছেলে দুটিকে
বুকে পুরে ধ'রে রাখ—এ রাজা আসছে—

(নয়ন সেন, মণিরাও ও রজাবতী)

যদি। সরদার! বৃদ্ধ রাজা মরণ কালে
তোমাদেরও দেখবে—দেখবেন।

দলু। কি ব'লব ছদ্ম, বতখিন বেচে
থাকবো, ততদিন আর অধিকার বাইরে পা দেব
না প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, আবার লজ্জাতক ক'র
নরকে যাব? বিভাল কুসুর হ'য়ে ফিরে আসবো!

লক্ষ্মী। রাজাকে আমরা নাইদখ ব'লেই
জানি; তার শ্রীচরণে যদি আমাদের ভক্তি
থাকে, তাহলে এখানে থেকেই তার চরণ দর্শন
ক'রবো।

মণি। মহারাজ! তাহলে আর বিলম্ব
ক'রবেন না।

রজা। মা! তুমিই এ দুটি বালককে মায়ের
স্নেহে প্রতিপালন ক'রে আ'সছো,—আমি শুধু
গর্ভে ধারণ ক'রেছি,—প্রকৃত পক্ষে তুমিই এ
দুটি সন্তানের জননী; সুতরাং অধিক আর কি
ব'লব, তোমারই এই পুত্র দুটিকে তোমারই
মমতার কোলে ব'সিয়ে রেখে, আমি নিশ্চিত
হ'য়ে, এ স্থান ত্যাগ করি। মা রক্ষিণী তোমার
মর্যাদা রক্ষা করুন।

নয়ন। দলু! শ্রুতে হুঃখে আমার জীবন-
পথের চির সহচর। তোমাকে আর আমি কি
ব'লব? তোমারই সহায়তায়—তোমারই প্রভু-
পরায়ণতায়—আমার অধিকা ধনধান্যপূর্ণ বহু-
কাঞ্চনময়ী সুপ্রতিষ্ঠিতা নগরী। তোমারই
পুণ্যে মৃত্যুর করাল গ্রাস হ'তে ফিরে এসেছি—
এই দুটি অমূল্য বহু লাভ ক'রেছি। এ দুটি
সামগ্রীতে স্নায়তঃ সর্দতঃ তোমারই সম্পূর্ণ
অধিকার; এ অধিকার হ'তে আমি যেন মনেও
তোমাকে বঞ্চিত ক'রতে সাহস করি না।
আমার প্রাণের সমস্ত আশীর্বাদে সঙ্গে তোমার
এই দুটি ভাইকে তোমার গাত্রে সমর্পণ ক'রলুম।
তুমি বলাইয়ের সঙ্গে চন্দ্রসেন আর হৃদ্যসেনকে
তোমার ধর্মের সংসারে প্রতিষ্ঠা কর।

[নয়ন সেন, মণিরাও ও রজাবতীর প্রস্থান।

লক্ষী । অভয়ে ! তার দিতি, সঙ্গে সঙ্গে
অভয় দে, ভয় দেখাস্ নি মা,—ভয় দেখাস্ নি ।

৫৫ লক্ষী । স্নাত ।

বসনে ঢাকা মা অঙ্গ ।

দেবে কাপে কারা, কেন না অভয়া
কর তনয়ার সনে রঙ্গ ।

নীলকমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল,

চল চল বৃহৎ হাসি সঙ্গ ।

এব কার সনে রঙ্গে মা, নীলদবলী ক্রমা,

জিনগনে কুটিল ভক্তন :

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

শিবির সমুখ ।

(দেওয়ান, মহীপাল ও মহাপাত্র)

দেও । মহারাজ ! আমার প্রভু, আপনার
একজন সামন্ত রাজা । তিনি আপনার কোণ-
দৃষ্টি সহ্য ক'রুতেও অসমর্থ । তাঁর নাশে একল
সংহার-মুষ্টি ধারণ বজের সম্রাটের যোগ্য কার্য
নয় । তিনি আপনার কন্মার পাত্র । মহারাজ !
দয়া ক'রে এ প্রচণ্ড ক্রোধ সংহার করুন ।

মহা । ক্রোধ সংহার ? কিসের ক্রোধ ?
অধীন রাজার অপরাধের শাস্তিদান কোন রাজ-
নীতিতে ক্রোধের কার্য বলে না । যে অহঙ্কৃত
নরাদির তার প্রভুর অপমান ক'রুতে সাহস করে,
পশু হ'য়ে গিরিলত্বনের যুগুতা দেখায়, তার
মুখের শিক্ষা দেওয়াই রাজধর্ম ।

দেও । আমার প্রভু অহঙ্কৃতও ন'ন, যুগুও
ন'ন । তিনি জানবুদ্ধ, আতিথ্যের, ধর্মায়্য,
বজের সম্রাটের উপর ভক্তমান । আপনি
বক্ষেবরের প্রধান মন্ত্রী, অন্তর্দর্শনপটু । কোন
একটা আকস্মিক ঘটনার জন্য তাঁর উপর ঘোষা
রোপ করা কি আপনার কত্তব্য ?

মহা । তোমার উপদেশ শোনবার জন্য,
অমিয়া রাজপালী ছেড়ে, এই বানরের সঙ্গে
এসে উপস্থিত হই নি, আর তোমার ছায় খোঁড়া
বৃহৎশক্তির উপদেশ-সুখা পান করাতে এই লক্ষ
সৈন্যকে এখানে নিমগ্ন ক'রে আনি নি । এসেছি
অপরোধীর দণ্ড দিতে ।

মহী । অপরোধীর শাস্তি না দিলে, আমি
প্রভুর রক্ষা ক'রব কেনম ক'রে ?

মহা । পূর্ব মহারাজের দয়ার জন্যই ত
এই সব নরাদমদের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে ।

মহী । আমার সঙ্গে রজাবতীর বিবাহের
সম্বন্ধ,—আমি চ'লেছি বিবাহ ক'রুতে—

মহা । রূপ গুণ যৌবন, অনন্ত শক্তি—
রজাবতী শুন্দরী অভল্যাবিতী হ'য়ে মালা হাতে
ক'রে অবস্থান ক'রছে—এমন সময়ে, আমার
এমন প্রভুর অধিকার অমান্য ক'রে—নরাদম
চোর ভণ্ড বুড়ো জালিয়াৎ ছলনা ক'রে বজের
সেই ভাবী রাজ্যধরীকেই অপহরণ ক'রলে !
বাগ্‌দত্তা কল্যা,—বিবাহিতা জীব সঙ্গে তার কি
প্রভেদ ?

মহী । সে ত একরূপ রাজ্যভক্ত-পুরকেই
কলঙ্কিত ক'রেছে ।

মহা । সে নরাদম বৃদ্ধ যোগী সেক
রাবণের মত সীতা হরণ ক'রেছে । তার ফল
পাবে না, বাকস-কুল নির্মূল হবে না ? আমা-
দের এক লক্ষ সৈন্য এত দূর এসে অমনি অমনি
ঘরে কিরে বাবে ?

মহী । শক্তি আছে, আমি সে অপমান
সহ ক'রব কেন ?

মহা । আর বৎসর কোন শাস্তি দিইনি,
এই তার প্রতি বশেষ্ট অনুরোধ ।

দেও । পূর্ব থেকে অবগত হ'লে, তিনি
কখনও সেজন্য কার্য ক'রুতেন না ।

মহা। অতিবিজ্ঞ যুব! প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিতে এসেছ। কিন্তু কথায় মূখ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছ। বলি, না জেনে তোমার প্রভু গোড়ের গাণীকেই না হয় অপবরণ কর'য়েছেন। বিষ্ণুপুরের বাণীসীতার স্বমুখে গৌড়েশ্বরের মহাপাত্রের যে অপমান, সেটাও তোমার প্রভু অজ্ঞমনকে না জেনে কর'য়ে ফেলেছেন?

মহী। মহাপাত্রের অপমান, সে ত আমারই অপমান!

দেও। মহাপাত্র ত আমার প্রভুর হাত পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।

মহা। বদ, তাহ'লে তুমি বল'তে চাও, তোমার প্রভু যখন আমার ঘরে চুরি কর'য়ে আসবেন, তখন আমি জিনিষ পত্র গুলো তার হাতের কাছে এসে দেব; যখন আমাকে হত্যা কর'তে আসবেন, তখন আমি আস'তে আজ্ঞার বলে চলিগালাম বাড়িয়ে দেব? আমার স্বীটিকে যখন বার করে নিয়ে যেতে ইচ্ছা কর'বেন, আমিও অমান তাড়াগাড়ি পিনুক খুলে এক খালা মে'রে না বা'র কর'য়ে এক বাতে রা'ই, আর হাতে দাখীল দিয়ে তাঁকে গলবস্ত্রে প্রণাম কর'ব? মহারাজ! এন্দর যুক্তি! বড় অজ্ঞ ও কার্য কর'ছ। তোমার প্রভুকে সেই সময়ে খোড়কুঁচ না কর'য়ে ভদ্রলোকের মতন হাত পা বেঁধে আন্তে আন্তে জলে ফেলে দিয়েছ।

মহী। তার উচিত চল সেই সময়ে নীরবে জলের ভেতরে ঢুকি বাক্যদ্বয়।

মহা। এ—বলুন ত মহারাজ!

মহী।—তাহ'লে বৃক্ষরূপ, সে রাজতন্ত্র—তাহ'লে তাকে কমা কর'তে পারিও না।

মহা।—হু—হু হু হু সে নরাধমের ওপর ক্ষমার ওকণ্টক দেখা'ক'তো

দেও।—(বদ) দেবাচ্ছ এ নরাধমের

কাচে, শাস্তির কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই।

(প্রকাশ্যে) বুঝেছি—এখন তাহ'লে আমাদের কি কর'তে আদেশ করেন?

মহী।—আগে তোমার প্রভুকে দ্বৈত ভূণ কর'য়ে রজাবতীকে এইখানে নিয়ে আস'তে বল।

মহা। তাহ'পর যে দু'বেটা ডোম আমার অপমান কর'য়েছে, তাদের মুণ্ড কেটে এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মহী। সেই সঙ্গে লক্ষী বল'লে নাকি একটা ডুমুরী আছে, সেটা নাকি শুল্করী, সেটাকে পাঠিয়ে দাও। আর মান্দারগের রাজার ছেলে তোমাদের ঘরে আবদ্ধ আছে। সে সামন্ত রাজা। তোমরা তাকে ধ'রে রাখ'বার কে? তাকে পাঠিয়ে দাও।

দেও। যুদ্ধ কর'ই বা এর চেয়ে বেশী কি প্রত্যাশা করেন মহারাজ?

মহা। বেশী প্রত্যাশার কি দরকার? আমাদের এই পেলেই হ'ল!

দেও। এই যদি রাজাকে দিতে হয়, রাজা অমনি দেবেন কেন?

মহা। কে দিতে বল'ছে? আমরা তাকে দিতে আসিনি।

দেও। তাহ'লে আর নীমা'সা হ'ল না? দোহাই মহারাজ! তিন দিন বিলম্ব করুন। রাজা বিষ্ণুপুরে গমন কর'য়েছেন, তাঁদের ফিরে আসার অপেক্ষা করুন।

মহা। ও! কোশল—কোশল!

মহী। কোশল!

মহা। বিষ্ণুপুর থেকে সৈন্য সাহায্য এনে আমাদের সঙ্গে লড়াই দেবে!

মহী। বটে! তুমি বৃক্ষ ভারী তরুর!

মহা। মহারাজ! ওর সঙ্গে কথা কর'য়ে সম্বন্ধ নষ্ট কর'বেন না। এখনি সব সৈন্যকে

প্রস্তুত হ'তে আদেশ করুন। তার, এখনি
মুখের অতিমূখে যাত্রা করুক। যাও, যাও
রক্ত তোমাদের যে যেখানে শূর বীর আছে,
মুখটিকে প্রস্তুত হ'তে বলগে। আমরা তোমা-
দের যুগপাত না ক'বে ঘরে ফিরছি না।

[দেওরানের প্রস্থান ।

মহী। নয়ন সেন বিষ্ণুপুরে পালি'লো,
তাকে ধ'রবার এমন সুযোগটা ছেড়ে দিলে ?

মহা। অচ্যুতানের কিছুই ক্রটি করিনি
মহারাজ। ধ'রবার সমস্ত আয়োজন করেছিলুম ;
কিন্তু গোড় থেকে আ'সতে আ'সতে বুড়ো হাত
ক'সকে স'রে গেছে। তা যাক—বুড়ো'কে
গেথার ক'রতে আর করিনি ? অধিকার পাট
উঠিয়ে, বিষ্ণুপুরে সরল বলে জানা দিচ্ছি।
একবারে জাল গুটিয়ে বেধানকার যা, সব টেনে
আনছি।

মহী। নীলগঞ্জের আন, আমার দেরি
স'হ্যে না।

মহা। এসেছে, আপনি জেনে রাখুন না।

মহী। আর দেখ, মান্দারপের রাজপুত্রকে
মেয়ে কে'লতে হকুম দিও না।

মহা। কেন মহারাজ ? শত্রুর জড় রেখে
সংকার কি ? থাকলে ভবিষ্যতে সে আপনার
ছেলে পুত্রদের স্তব্ধের পথে কটক হ'য়ে
দাঁড়াবে।

মহী। না, না মহাপাত্র। সে আমাদের
ত কোন অনিষ্ট করেনি। তার উপকৃত কাজ
বসতে বসতে স্বপ্ন দেখছি, এক সন্ধ্যাসি এসে
ব'লছে, যদি মান্দারপের ছেলের গায়ে হাত দাও,
তাহ'লে জোমাকে সমুদ্রী এক গড় ক'রবো।
অন্ত সবাইকে তুমি মেয়ে কেল, তাতে আমার
কোনও আপত্তি নেই।

মহা। বেশ, আপনি যখন হকুম ক'রেছেন,
তখন তাই হবে।

মহী। বেশ।

[মহীপালের প্রস্থান ।

(নিধি সর্দারের প্রবেশ)

মহা। বলি বেটা, ছেলে দু'টোকে যে
এনে দিবি ব'ল'লি, তার কি ক'ল'লি ?

নিধি। শুধু ছেলে কেন হজুর ! যদি
সহরটাকে আপনার হাতে না দিতে পারি,
তাহ'লে আমাকে একটু একটু ক'রে কেটে
মেয়ে কে'লবেন।

মহা। বেশ, তাহ'লে সহরটাট তোকে
বক্সিস্ দেব। আর দেখ, মান্দারপের রাজ-
পুত্রটাকে জাস্ত আনিবি। রক্তবীর ছেলে-
টাকে মেয়ে কে'লবি।

নিধি। যো হকুম।

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য ।

দুর্গপ্রাঙ্গণ ।

(দেওরান, দলু ও সৈন্তগণ)

দেও। ব'র বৎসরের পর আবার ভগ-
বানের সংগারলীল'র পুনরাভিনয় দলু। আবার
সেই কালরাত্রি সমস্ত বিভীষিকা নিয়ে আমার
চোখের ওপর ভেগে উঠছে।

দলু। তার পর এখন কি কর্তব্য উপদেশ
দিন ?

দেও। তুমি ধর্মপরায়ণ বীর, তোমাকে
আর আমি কি উপদেশ দেবো ? তোমার
হিতাহিত জ্ঞান যা ক'রতে পরামর্শ দেবে, তাই
ক'রবে।

দলু। আর জুটি সস্তা ?

দেও। ছুটি সন্তান? কি বলব বাপ! একটি রাজার বংশধর। যক্ষহুমির উত্তপ্ত বালুকা-প্রস্থর মধ্যে বিধাতার রোপিত চির-ছায়াময় বটবৃক্ষ। আর একটি! দলু স্বরণে ও প্রাণ কোঁদে ওঠে! চারিটি অমূল্য রত্নের বিনিময়ে তাঁকে লাভ করেছে। জিহবাস্ত শত্রুর অস্ত্র প্রহার হ'তে তার মেহময়ী জননী, শুধু কোমল বকের আবরণে রক্ষা করেছে। তার পর আমাদের রাজার হাতে নিয়ে নিশ্চিত মনে স্বামীর চিতা-শয্যায় শয়ন করেছে। কোথায় তাদের রক্ষা করবে? যদি অধিকার সব যায়, তখন তাদের লুকিয়ে রাখবে কে? কে সাহস করে তাদের আশ্রয় দেয়? স্থান কোথায়? ধর্ম—ধর্ম—ধর্ম ভিন্ন তাদের প্রাণ রক্ষা করতে কেউ নেই। দলু! ধর্মের আশ্রয়ে তাদের রক্ষা কর।

দলু। যো হকুম!

[দেওয়ানের প্রস্থান।]

ভাই সব! ধর্ম—ধর্ম রক্ষা কর। অধিকার নগরের রাজার রূপান্তরে আমরা মানিব বলে গণ্য হয়েছি; যেমন করে পার, সেই আশ্রয় দাতার মর্যাদা রক্ষা কর।

১ম সৈ। দেবতার দোরে জান উজ্জগণ্ড করে চলে এসেছি; স্ত্রী পুত্রের কাছে জন্মের মত বিদায় নিয়েছি। আর কি করব হকুম কর সর্দার?

দলু। এ যুদ্ধে জয় লাভ করা বড়ই কঠিন। তবে যদিই দেবতার ইচ্ছায় আমাদের হারতে হয়, তবুও যেন আমরা শত্রুকে সাধের অধিকার প্রবেশ করতে না দিই।

১ম সৈ। বেশ, প্রথমে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবো। অস্ত্র গেলে ঘর ভেঙ্গে ইট সংগ্রহ করে, তাই দিয়ে নগর রক্ষা করবো। যখন

তাও ফুরবে, তখন দাঁতের সাহায্যেও যদি শত্রু নিপাত করতে হয়, আমরা তাও করব প্রস্তুত আছি।

দলু। তার পর স্ত্রী পুত্রের প্রাণ। যখন সমস্ত যাবে, অধিকাংশ শাসন হবে, তখন? নারায়ণ! তখন ভাই ছটিকে তোমার শ্রুতিমত কোলে স্থান দিও। যাও ভাই, সকলে প্রাণের ফটক রক্ষা করগে।

২য় সৈ। যো হকুম!

দলু। আর দেখ, যুদ্ধে এতটুকুও অসহ্য হতে পারো না। পলায়িত শত্রুর পিঠে অস্ত্র মেলে না, আশ্রয়প্রার্থী শত্রু হ'লেও তাঁকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ে না। আর সত্যপথ থেকে কদাচ বিচলিত হ'য়ো না।

১ম সৈ। যো হকুম!

[সৈন্যগণের প্রস্থান।]

(লক্ষীর প্রবেশ)

দলু। লক্ষ্মী! কি খোর অন্ধকার?

লক্ষ্মী। আঘাতে অমাবস্তার রাত্রি—এই রূপ অন্ধকার চিরদিনই হয়।

দলু। এখনও কোথায় রাত্রি? সমস্ত দিনের মধ্যে একটি বার মাত্র মুখ দেখিয়ে মাত্র ঘুমা অস্ত গেল। সমস্ত রাত্রিই অন্ধকার আমাদের সামনে পড়ে আছে। প্রাণে এই অন্ধকার! এমন অন্ধকার আমার স্বপ্ন আসে না।

লক্ষ্মী। আসল কথা, দৃষ্টি পড়ে আছে তে ছুটি বালকে উপর। কাজেই অস্ত্র দিকে তবু বকম দেখতে পাচ্ছি না।

দলু। একটি একটি করে চারিদিক ঘেঁর কাল মেঘ এসে অধিকারকে আচ্ছন্ন করছে মেঘের উপর মেঘ, তার উপর মেঘ—গ্রন্থতগুলো অধিকার উপর রূপাচুটি দেবার

তাই আগ্রহ করছে, ততই যেন কোথা থেকে মুক্তাদনের উপর আক্রমণ, তাদের মুখ ঢেকে দিয়েছে। লক্ষ্মী প্রত্যক্ষদর্শী দেখবার আমার এত আকিঞ্চন হচ্ছে কেন ?

লক্ষ্মী। একি সর্দার ! তুই কোথা আমাকে এ বিপৎকালে উৎসাহ দিবি, তা না করে, তোর বলে যার বল, তার মুখের পানে চাইছিলাম কেন ?

দলু। জীবনের ভয় ত করি না লক্ষ্মী ! যে ভার কাঁধে নিয়ে বসে আছি, তাতে হাত পা আমার ঝাঁপ পড়েছে।

লক্ষ্মী। যা বলেছিলাম সর্দার, বিদম তার। রাজা রাণী কিরলে, আবার তাদের ধন তাদের হাতে দিতে পারি।

দলু। আবার তাদের ধন তাদের দিতে পারি। লক্ষ্মী ! অনিচ্ছায়—বড় অনিচ্ছায়—শুধু তোর আগ্রহে রাখা আমার হাতে ছেলে সমর্পণ করেছে।

লক্ষ্মী। তারা জানে ও ছুটি আমাদেরই নে। তারা শুধু দেখে বইত নয়, ভোগ করি আমরা। সর্দার, প্রাণ দিয়ে—পুত্র দিয়ে—তোত্রে দিয়েও কি তাদের রক্ষা করতে পারব না ?

দলু। তাই বল লক্ষ্মী ! নিরাশায় আশা পাই,—অন্ধকারে আলোকের মুখ দেখি। খুব সাবধানে তুই ছেলে দুটিকে রক্ষা কর।

লক্ষ্মী। নারায়ণ সহায় না হ'লে, মানুষের নিজে কতক্ষণ সাবধান হ'তে পারে ?

দলু। তাই সব আমার এগিয়ে গেছে। আমিও চল্‌লুম। যদি কোনও বিড়িঘিক দেখিস, ত তখনি খবর দিস।

লক্ষ্মী। সারা রাত্রি সজাগ থাক, আর ভগবানকে ডাক, ভয় কি ?

[লক্ষ্মীর প্রস্থান ।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। বাবা ! একজন লোক মহাপাত্রের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য, তোমার আশ্রয় নিতে এসেছে।

দলু। গড়ের ভেতরে সে হলো কেমন করে ?

বলা। গড়ের বাইরে ক্ষত-বিক্ষত-মেতে পড়ে, সে ব্যক্তি অশ্রয় ভিক্ষে করছিল। তুমি বলেছ, যে আশ্রয় চায়, সে শত্রু হলেও তাকে আশ্রয় দেবে।

দলু। কই সে ?

বলা। ওরে এদিকে আয়।

(নিধি রামের প্রবেশ)

দলু। কে তুমি ?

নিধি। বাবা—আমি—সর্দার আমাকে আশ্রয় দাও ! মহাপাত্র আমাকে মেয়ে, গাঙ্গে চূর্ণ কালী দিয়ে, মাথায় বোল চোলে ভাঙিয়ে দিয়েছে। এই দেখ সর্দারকে প্রহারের দাগ। সর্দার ! শুধু আমার প্রাণটি দেহে বাকী।

দলু। কি অপরাধে তোমাকে শাস্তি দিলে ?

নিধি। অপরাধ ? কি বলব সর্দার ! তুমি কি বিশ্বাস করবে ? আমি বিদেশী—আমার কথাই কি তোমার প্রত্যয় হবে ?

দলু। বল।

নিধি। তোমরা দাম্ভিক তোমাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে দেখে, আমি বলে ক্ষমা চিন্তা, শর্ম্ম এ অত্যাচার কখন সহ্য করবে না। এই অপরাধ ! এই দেখ, আমার কি দুর্দশা করেছে।

দলু। আচ্ছা।

নিধি। বিদেশী,—জায়গা চিনি না,—লোক চিনি না,—অন্ধকারে, নিরুপায়ে, তোমার আশ্রয়ে এসেছি। তুমি যদি আমাকে মেরে ফেল, তাহ'লেও আমার শাপের প্রায়শ্চিত্ত

নলু। বলাঠি! এই নিরাশ্রয়কে স্থান দে।

(সৈন্তের প্রবেশ)

সৈন্ত। সর্দার নীচ চ'লে এস। শত্রু এসে গড় ধেরেছে।

নিধি। ওই এল সর্দার, ওই আমাদের ধ'রতে এল।

[সৈন্ত ও নলুর প্রস্থান।]

বলা। আর, আমাদের সঙ্গে আর।

নিধি। চল বাবা স্থান দেবে চল—বস চুকে পড়েছি। আর আমাদের পায় কে? চোখে দেখছি অধিকা আশান—সেই আশানে রাশ রাশ মৃত্যুর ওপর নিধিরামের সিংহাসন।

[সকলের প্রস্থান।]

তীয় দৃশ্য।

বিষ্ণুপুর—মদনমোহনের ম'বিন্দির।

(বীরমল্ল ও পদ্মাবতী)

বীর। এখনো তারা এলো না, পদ্মাবতী?

পদ্মা। আর তারা আসবে কেন মহারাজ?

আপনি আশানভূমে বাগানের প্রতিষ্ঠা করেছেন। নির্বংশ হয়ে যখন রাজা নয়ন সেন ভিখারীর বেশে সংসার ত্যাগ করে ছুটেছিল, তখন আপনি কতান্নেহে পালিতা সোণার প্রতিমা রজাবতীকে তাকে ভিক্ষা দিয়েছেন। আপনার অনীক্যেই আবার তাঁর বংশের প্রতিষ্ঠা। আপনি এত অশক্ত—মৃত্যুশয্যা—সে ব্যক্তি আর কি প্রত্যাশায় আসবে মহারাজ?

বীর। না রাণী! ও কথা মুখেও এনো না—রাজা নয়ন সেনকে অকৃতজ্ঞা মনে কর না। তাই'লে ম'রেও সুখ পাব না।

পদ্মা। আর না ব'লে কি ব'লবে? এত ক'রে তাদের আসতে বললেন, তবু তারা কেউ

এলো না। একবার দেখার সুখ,—তাতেও কিনা তারা বঞ্চিত ক'রলে!

বীর। সমুখে যিনি ক'লধর, পরমা প্রকৃতি—কে নিয়ে লীলা ক'রছেন, তাঁকে দেখ—সুকল প্রিয় সামগ্রী দেখবার সাধ মিটে বাবে।

(নয়ন সেন, রজাবতী ও মণিরামের প্রবেশ)

নয়ন। মহারাজ! মহারাজ!

পদ্মা। এ কি? এ কি তোমার মদনমোহন?

বীর। দেখ রাণী, মদনমোহনের লীলা দেখ।

পদ্মা। আমি এইমাত্র তোমার নিম্ন ক'রছিলুম মহারাজ!

রজা। এ আপনাকে কি দেখলুম মহারাজ?

বীর। আমাদের দেখবার আর প্রয়োজন নেই। আমি সংসার-ভোগে পরিতপ্ত। শ্রীমদনমোহনের ত্রিচরণের এক প্রান্তে একটু স্থানের ভিখারী হয়ে, এই স্থানে হত্যা মেরে পড়ে আছি। তোমার ছুটি সন্তান কই? তাদের একটিকে আমি বিষ্ণুপুর দান ক'রে নিশ্চয় হই। মণিরাম তাঁর অভিভাবক হয়ে রাজা শাসন ক'রবে। কই, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? ছেলে কই?

পদ্মা। তাইত মহারাজ ছেলে কই?

মণি। ছেলে? রাজা তাদের কালের মুখে সমর্পণ ক'রে এসেছে।

বীর। সে কি?

পদ্মা। মহারাজ! উঠবেন না—উঠবেন না। সে কি মণিরাম! এ কি ব'লছে?

বীর। চুপ ক'রে থেকো না—কি বল?

নয়ন। কি বলক' মহারাজ? অকৃতজ্ঞ নরাদম আমি তুমি পূর্বে আসতে পারিনি তাঁর ক্রম আমাকে তিরস্কার করুন।

বীর । সে পরে কর্ণবে । সে তির্যকায়ের
সের সময় আছে, এখন ছেলে কোথায় রেখে
দাঁড়?

নয়ন । যে দেবতা আপনার সম্মুখে,—
কাপনি বীর প্রতিমূর্তি স্বরূপ হয়ে আমাকে
সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছিলেন,—সেই
দশমোহনকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সম্ভান
কোথায় ? আমি কিছুই বলতে পারবো না ।

রজা । সম্ভান কোথায় ! উনি ভিন্ন আর
কেউ এখন বলতে পারে না ।

পদ্মা । তবে কি ছেলে নেই ?

রজা । থাকে যদি, উনিই রক্ষা করেছেন,
যদি যদি, উনিই নিয়েছেন ।

বীর । এসব পাগলের মত বকে সময়
নষ্ট করে, আমার মৃত্যুর পথ পরিষ্কার করছ
কেন ?

মণি । মহারাজ, লক্ষ সৈন্য নিয়ে গোঁড়-
খর ওর রাজ্য আক্রমণ ক'রতে চ'লেছে । উনি
সে সংবাদ শুনেও, পুত্র পরিভ্যাগ ক'রে, আপ-
নাকে দেখতে এসেছেন ।

পদ্মা । দ্যা' ! একি ক'রলে মহারাজ ?

বীর । এখন ও কথা কেন বাণী ? দেখতে
এলো না ব'লে এই যে একটু আগে তোমার
ভগিনী ও ভাগিনীপতির উপর অভিমান ক'র-
ছিলে ? তার পর এখন কি কর্ণব্য ?

নয়ন । মহারাজ, অহুমতি করুন । এত-
কণ পোষ'হয়, অধিকা সৈন্য-সংগর হয়েছে !
কুহ তরী বৃষ্টি এতক্ষণ সেই প্রলয়তরঙ্গে ডুবে
গেল ।

(সৃষ্টিধবের প্রবেশ)

সৃষ্টি । বৃষ্টি কেন—ঠিক গেল । তুফানের
উপর তুফান—রাজার তুফান, পাহারার তুফান,
সৈন্যের তুফান, বন্দুকীর তুফান,—শেষ হাতী

ঘোড়ার তুফান—এতকণ বৃষ্টি ভুল ক'রে বৃষ্টি
গেল । কুহ তরীর মাকী ভাল, তাই এতকণ
বৃষ্টি । কিন্তু আর রাখতে পারে না—তরীর
জলা চিড় খেয়েছে ।

নয়ন । সে কি বকম ?

সৃষ্টি । তরীর জলার রাগব বোয়াল দাঁত
ব'সিয়েছে ! একটা চোর নিঃশব্দে পুরী
প্রবেশ ক'রেছে । আপনার রত্নের খার সিঁদ
দিয়ে—বংশ বৃষ্টি আর রইল না !

নয়ন । মহারাজ, হৃৎকাক অহুমতি করুন ।

বীর । বাণী ! রত্নের ভাণ্ডার খুলে দাঁও,
মণিরাম, তাই নিয়ে তুমি এই বৃহত্তে সৈন্য
সংগ্রহ কর । দাঁও, রাজাকে সঙ্গে নিয়ে এখন
যাও । মূর্ত্তমানিক বিলম্ব হ'লে, আয়োজন রথা
হবে ।

[বীরমল ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

বীর । কি করি ? আমি এখন কি করি ?
মহনমোহন ! আমি ত তোমার কাছে কখন
কিছু চাইনি । তুমি যে, যা দেবার কাপনিট
দিয়েছ । নিজে জুই বগলে মল-নাগল ধ'রে
আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছ । আমি প্রভাতে
নিম্নোখিত হ'রে দেখি যে, আমি শত্রু-বিজয়ী ।
তবে এ যুদ্ধ বাসে আবার কামনা ভেগে গুঠে
কেন ?

(শত্রুনিষ্করণ প্রবেশ)

শত্রু । জাগ'বে না ? এখন যে তুমি
নিষ্কর্মা । যে নিজেকে কিছু ক'রতে পারে না—
অলস—সেই কেবল দেখি দেখি করে ।

বীর । আপনি কে প্রভু ?

শত্রু । আমি ভিখারী । তোমার মহন-
মোহন লর্জন ক'রতে এসেছিলুম । কিন্তু এসে
আমি বিপন্ন । ঠাকুরের দুর্দশা দেখে আমি
চোখের জল রাখতে পারছি না ।

বীর । সে কি ঠাকুর ?

ধর্ম । আজ্ঞা বীরধর্মী, বুদ্ধব্যবসায়ী তুমি ; এখন ধর্ম ছেড়ে মৃত্যুপ্রতীকার ঠাকুরের ত্রিচরণ চেপে প'ড়ে আছ ! তোমার কর্কশ দেহের সংঘর্ষে ঠাকুরের কোমল চরণ ক্ষতবিক্ষত ! ঠাকুরের হৃদে যাতনার রেখা—শ্রীরাধা মলিনমুখী ! মহারাজ ! ভিক্ষকের উপর লোকে ধর্মভয়ে দয়া করে, সে দয়া স্বঃপ্রসূত নয় । এখানে প'ড়ে প'ড়ে ভিখারীর মত মৃত্যুর প্রতীকা ক'রছ, কিন্তু ধর্মপথে অগ্রসর হ'য়ে—মৃত্যুকে হাতে ধরে—জোর ক'রে টেনে অ'নলে ত এত বিলম্ব হ'ত না !

বীর । ঠিক বলেছ দেবতা ! লাঠির সাহায্যে এখনও উঠতে সমর্থ । ঠিক ব'লেছ দেবতা ! দল-মাদল তোলবার শক্তির কথাও আর আমাতে নেই ! কিন্তু তাতে কি ? এখনও ত আমার দেহনির্ভর যশ আছে ! ঠিক ব'লেছ দেবতা !

ধর্ম । আজ্ঞা বীরধর্মী তুমি । সংঘর্ষে তোমার মৃত্যুও ভাল । জানি হ'য়ে বৃদ্ধ বয়সে ভয়াবহ পরধর্ম অবলম্বন ক'রেছ কেন ? আমি ভিখারী, এসে মহারাজ ! তোমার তীর্থ-বৃত্তা ভিক্ষা করি ।

বীর । এই তীর্থ দেবতা !

ধর্ম । ঠাকুরের চরণ (হাত) দেখবে এস । তোমার চেয়ে কত বলবান কত দিক থেকে ওই শ্রীপাল-পদ্ম নিয়ে টানাটানি ক'রেছে । ভিক্ষুক আত্মসন্তোষের টানাটানিতে ঠাকুর তন্তুপর-বিহীন জগন্নাথ হ'য়ে প'ড়েছেন ! তুমিও যদি টান, তা'হলে সবুদে কাঁপ দেওয়া ভিন্ন তাঁর আর উপায় নাই । ওঠ আগো, স্বধর্ম পালন কর । ভিখারীর অস্ত্র ভিক্ষা রেখে দাও । বঙ্গের সে দুঃসময় আ'সতে বিলম্ব নেই বীরবর ! তুমি সে হতভাগ্যদের পথ-প্রদর্শক হ'য়ে না ।

[ধর্মীন্দ্রের প্রস্থান ।

বীর । হাত কাঁপছে, পা কাঁপছে,—সর্বশরীর ট'লছে, আমি ধর্মপালন ক'রব ? বেশ । বেশ মদনমোহন । সমস্তই তোমারই ইচ্ছা । অচলমুষ্টি ধারণ করে, দল-মাদল আমার গড়ের দেউড়ী জুড়ে ব'সে আছে । গিরিধারী ! তাদের স্থান-চ্যুত ক'রতে তুমি ভিন্ন তোমার আর কেউ নেই । আমি পাস দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে যাব, তারা ছা'সবে । হাম্বক—সমস্ত তোমারই ইচ্ছা !

:(বাখালবেশী বালকের প্রবেশ)

বালক । কি রাজা, কাঁপছ যে ! কোথা

যাবে ?

বীর । রা'—কে তুমি ? রাখালরাজ ! কোথা থেকে ?

রাখাল । বন থেকে ।

বীর । বন থেকে বেরুলে টিগে, সো'ণের টোপের বাখায় দিয়ে ! তা'হলে দেখছি তুমি অনিবারস ।

রাখাল । যা বল ।

বীর । কি মনে ক'রে ?

রাখাল । তুমি উঠলে কি মনে ক'রে ?

বীর । আমি যুদ্ধে যাব ব'লে উঠেছি ।

রাখাল । আমি তোমার সঙ্গে যাব ব'লে এসেছি ।

বীর । তুমি যে বালক !

রাখাল । তুমি যে বৃদ্ধ !

বীর । বেশ, আমার লাঠি ধ'রতে পারবে ?

রাখাল । দাও ।

বীর । বেশ, আমার দল-মাদল তুলতে পারবে ?

রাখাল । চল না, দেখি ।

বীর । রাখালরাজ ! এ বৃদ্ধ গরুটিও তা'হলে তুমিই চালিয়ে নাও ।

[উভয়ের প্রস্থান]

(প্রদ্যাবতী, রঞ্জাবতী ও নবন সেনের প্রবেশ)

প্রদ্য। মহারাজ ! মহারাজ ! কই মহারাজ !
নয়ন । যদনমোহন—তাহ'লে এই স্থান
থেকেই তোমাকে প্রণাম করি । দয়া কর প্রভু !
আবার ঘেন আমার বংশলোপ না হয় ।

রজা । দোহাই দেবতা ! দুটি ছেলেকে
তোমার (মণিরামের প্রবেশ) পায়ের তলায়
রেখে এসেছি ।

মণি । আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! মহারাজ,
দেখবেন আসুন ! মরণোন্মত রাজা ঐশ্বরিক
শক্তিবলে দল-মাঙ্গল সঙ্গে নিয়ে রণক্ষেত্রে চ'লে-
ছেন । বালকের উৎসাহ,—মৃত মাতৃজের
শক্তি ! দেখবেন আসুন !

চতুর্থ দৃশ্য ।

দুর্গ-প্রাঙ্গণ ।

(দলু ও লক্ষ্মী)

দলু । তিন দিন সমভাবে যুদ্ধ ক'রেছি ।
শত্রুকে আবার কালিনী পার ক'রে এসেছি ।
গড়ের ভেতরে একটা প্রাণীকেও ঢুকতে দিই
নি । অগ্নে আমার শরীর কত বিকৃত ! তা
হোক, কিন্তু এই কাল হুড়ে অধিকা বীরশূতা ।
আমি আর তোর পুত্র অবশিষ্ট । কিন্তু উভয়েই
মৃতপ্রায় । তিন দিন তিন রাত জেগে গুমের
ভারে চোক অড়িয়ে আ'সেছি । বলাই অবসন্ন-
দেখে গড়ের প্রাঙ্গণে শুধেই ঘুমিয়ে প'ড়েছে ।

লক্ষ্মী । তুইও একটু ঘুমিয়ে নে ।

দলু । তার পর ? লক্ষ্মী, সেদিন হুয়োঁদর
দে'খতে ইচ্ছা হ'য়েছিল, আজ আর ইচ্ছা নেই
কেন ?

লক্ষ্মী । শত্রুকি আর জিরবে মনে করিস ?

দলু । তা কেমন ক'রে বলব ? তবে

তারি আমাদের ভেতরের অবস্থা কিছু জানে
না । তারা জানে, আমরা সবাই বেঁচে আছি ।
লক্ষ্মী ! যদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা না করে,
তাহ'লে অধিকার আর কোন ভয় নেই ।

লক্ষ্মী । বেশ, তুই একটু ঘুমোগে ।

দলু । আর তুই ?

লক্ষ্মী । আমি সারারাত অধিকার পাহারা
দিই । আর বিশ্বাসিতল যে যার কামিপুত্র
নাম ধ'রে কৈদে কৈদে ম'রবে কেন ? স্বতন্ত্র
বেঁচে থাকে, তারা মণিবের অধিকা রক্ষা করুক ।

দলু । নাবাগণ ! অধিকা রক্ষা কর ! মণি-
বের আমার বংশ রক্ষ কর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(নিদিরামের প্রবেশ)

নিদি । উঃ ! কি সজাগ পাহারা ! কালী
মন্দিরের ভেতরেও তিন দিন চেষ্টা ক'রে প্রবেশ
ক'রতে পারলুম না ! আজ পেরেছি—যুদ্ধ
ক'রে সব ম'রেছে । অধিকা ফাঁকা । বাম বাকী
যা আছে, তাদের আমিই শেষ করি—যারা
আছে, তারা যুদ্ধ জয় ক'রে একটু বিশ্রাম নিতে
শুয়েছে । মনে ক'রেছে, শত্রু আর আসবে
না । এমন সুবিধে আর পাব না । কালী
পায়ে ফুল রেখেছেন । এ সময় আর আসবে
না । রাজার ছেলেকে মা'রব, মান্দারনের
ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে নেগে রাজাকে দেব ।
তার পর ? আমিই অধিকার রাজা । মহাপাত্রকে
ফিহতে ব'লেছি, চার ফটক খুলে রেখেছি ।
এতক্ষণ তার দল এসে প'ড়েছে । আর আমাকে
পায় কে ?

পঞ্চম দৃশ্য ।

দুর্গপ্রাচীর ।

(লক্ষ্মী, প্রাচীরোপরি নিম্নিত হলু)

লক্ষ্মী । এতই মধ্যে মায়ের মন্দিরে প্রবেশ
ক'রে কে পূজা ক'রে গেল ? নরকপাল, মদ
নৈবিড়ি, পাঠার মুড়ী—কে দিলে ? কে দিলে ?
কে এনে পূজ ক'রলে ? তবে আমাকে লুকিয়ে
এমন অসময়ে দেবীপূজা ক'রলে কে ? একি
কারও দুর্বৃত্তসন্ধি ? বুঝতে পারছি না যে । সর্দার,
সর্দার । একবার এক মুহূর্তের জন্ত জেগে
থাকবি । সর্দার ! সর্দার—তিন দিন তিন
রাত্রি সর্দার এক লহমার জন্ত চোকের পাতা
বোজেনি । বুদ্ধ জয় ক'রে বণজয়ী বীর একটু-
খানি বিশ্রাম নিচ্ছে । কোন্ প্রাণে যুমন্ত
স্বামীকে জাগাই ? একটা বারের জন্ত উঠে
ব'সবি ? আমি একবার রাজবাড়ীর কাছটা ঘুরে
আসি । আমার মনটায় কেমন সন্তোষ হ'চ্ছে ।
মনে হ'চ্ছে যেন কোন বিখ্যাসম্পন্ন অধিকার
প্রবেশ করেছে । একবার ওঠ । না—তুলতে
প্রাণ চায় না, তবে যুম ।

[প্রস্থান ।

(নিধিরাম ও চরের প্রবেশ)

চর । চারটে কটকই গুলেছিস ?

নিধি । চুপ ! লক্ষ্মী বেটা এখনও জেগে ।
অধিকা যুমলো, সংসার যুমলো, তবু বেটা যুমল
না । কি প্রাণ ! কি প্রাণ ! বেটা তিন দিন
তিন রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে । চোকের পলক
নেই । কালী মন্দিরে বাই, দেখি বেটা সেখানে ;
রাজবাড়ীতে বাই, দেখি বেটা সেখানে ;
বাগানে,—বনে—থেখানে বাই, দেখি বেটা
মুর্জিমতী দাঁড়িয়ে র'হেছে !

চর । ছেলে ছুটোর সন্ধান পেলি ?

নিধি । এখন, বাপ ! আগে সবাই না
এলে কিছু নয়, কিছু ক'রতে পার'ব না । ওই
বাঘিনীর সমুখে প'ড়লে—বাপ ! এখন ছেলেদে,
কথাও মুখে নয় । এই দেখ, যুমন্ত বাঘ !
সাবধান, এখন জাগাস'নি । আগে মহাপাত্র
সৈন্ত নিয়ে আসুক । জাগলে পাঁচ হাজারেও
ও বাঘকে কাটনা ক'রতে পার'বি নি । সাবধান
—পা টিপে—পা টিপে ।

ললু । নাগাঘণ ! রক্ষা কর ।

নিধি । ইস্ ।

চর । কি বিভীষিকা !

নিধি । তবু যুমন্তের চীৎকার । চ'লে আয়,
চ'লে আয় । আড়ালে থেকে পাহারা দে । যদি
জাগে, কোথায় যায় না যায়, সন্ধান রাখ ।

(লক্ষ্মীর পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী । ক'ট কিছুইত বুঝতে পার'লুম
না । তবু মনটা কেমন ক'রতে কেন ?
(প্রাচীরে আরোহণ) হ্যা ! একি ? আবার
সৈন্ত ! হাজার হাজার—লাখ লাখ—কাতারে
কাতারে, দৃষ্টি চলে না, এত সৈন্ত !—কেবল
সৈন্ত ! একি ? আবার শত্রু ? ওমা মল্লচণ্ডী !
কি হবে ? আবার শত্রু !—ওখানে কে তুমি ?
পালিও না—পালিও না, তাহ'লে প্রাণে বাঁচবে
না—কাড়াও—অভয় দিচ্ছি কাড়াও—তবু—
শুনলিনি ।

(অরোহণ ও চরের কেশাকর্ষণ করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

কে তুমি ?

চর । হত্যা ক'রনা—আমি গোড়ুয়াবের দূত ।

লক্ষ্মী । তুই এলি কেমন ক'রে ?

চর । গড় ডিঙ্গিরে এসেছি ।

লক্ষ্মী । মিথ্যা কথা—এ গড় ডিঙ্গিরে
মানুষ আসতে পারে, এমন মানুষ আমি দেখিনি ।
সত্যি বল, নইলে মুণ্ড ছিঁড়ে ফেলব ।

চর । দূত অবধা ।

লক্ষী । কিন্তু চৌধুর মত দূত অবধা নয় ।

চর । ক'রে কারও নগরে প্রবেশ ক'রবার অধিকার নেই ।

চর । অন্তর দাও—ক'রবে বল ?

লক্ষী । বস—সত্য বল—তাই'লে তোকে হত্যা ক'রব না ।

চর । আমাদের লোক এই নগরে গুপ্তভাবে ছিল, সে ফটক খুলে দিয়েছে ।

লক্ষী ।—ওই সব বাহিরের দৈত্য ?

চর ।—সব চৌদ্ধেরেব । তারা সেই গোলা ফটক দিয়ে নগরে প্রবেশ ক'রছে ।

লক্ষী ।—নে, আয়—

চর ।—কোথায় যাব ?

লক্ষী ।—তোরা চোর, চৌধুরেব বিশ্বাস নেই । আমার স্বামী এখানে নিশ্চিত, আমি তোকে এখানে রেখে যেতে পারি'বো না । তোকে কোন স্থানে আবদ্ধ রাখি, সে সময় আমার নেই । আমি তোকে পাঁচিলের ওপর থেকে গাড়ের বাইরে কেলে দেবো । ম'ব্বিনি, কিন্তু খোঁড়া হ'য়ে প'ড়ে থাক'বি, সংবাদ দিতে পারি'বিনি । যদি অক্ষত দেহে পড়িস, তোর অদৃষ্ট ।

(চরের কেশাকর্ষণ করিয়া, প্রাচীরোপরি আরোহণ । চরের অর্কটনাম)

মা কালী ! দূত হাজার দোষের আকর ফলও আবধা । তুমি এই হতভাগের জীবন ফাট কর । (নিশ্কেপ) সর্দার । সর্দার ওঠ । উঠে অধিকার পদ নিরীক্ষণ কর । অধিকার শত্রু প্রবেশ ক'রেছে । বিশ্বাসঘাতকে তাকে গ্রাস ক'রেছে । ওঠ—উঠে লাগিষ্ঠের মুখ থেকে অস্ত্রের ভিনিয়ে নে ! একি কাল নিজা ? এত ডাকছি, তবু শুনি'ছিস না ? সর্দার—সর্দার—

ওঠ । একি হ'ল ? বে ভগবান ! একি ক'রুলে ? ওঠ, সর্দার ! অধিকা যায়, চন্দ্র সূর্য্য জন্মের মত অন্ত যায়, ধর্ম্ম যায়—ওঠ ।

(বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা । কেও মা ? কেন বাবাকে তিরস্কার ক'রছিস ? শত্রু হারিয়ে, তাকে দেশ জাড়া ক'রে বাবা একটু বিশ্রাম ক'রছে, তুলিস নি মা ! তুলিস নি ।

লক্ষী । শত্রু মরে নি—সে ঘরে ঢুকেছে ।

বলা । যা ! সে কি ?

লক্ষী । কথা ক'বার সময় নেই । অস্ত্র ধর ।

বলা । বাবা ! বাবা !

লক্ষী । ও আজ কাল-নিজার আকর ।

মামুষের কাছে আর সে জাগ'বে না ।

বলা । দরকার কি মা ? তোর সম্বন্ধ জেগে আছে—তাকে অশীর্বাদ কর । সে একাই তোর সমস্ত শত্রু সংহার ক'রে আসুক ।

লক্ষী । তাই'লে শিগগির যা—শত্রু কোন ফটক বে নগরে ঢুকেছে, সন্ধান কর—প্রাণপণে বাধা দে । [বলাইয়ের প্রস্থান ।

লক্ষী । সর্দার—সর্দার ।

দলু । তবেই মাকী ! সর্দার—সর্দার ।

আমি সোণার পালকে শুয়ে কোথা—কত দূরে—কোন সোণার সহরে চ'লেছি—অপ্সরারা বীণাযন্ত্রে শ্রব দিয়ে গান ক'রছে—গানে আমাকে আবাহন ক'রছে । আর মাকী পেছন পেছন থেকে সর্দার—সর্দার ।

লক্ষী । সর্দার, অধিকা যায় ।

দলু । যা'ক না—এ কি তুচ্ছ অধিকা ।

লক্ষী । চন্দ্র সূর্য্য জন্মের মত অন্ত যায় ।

দলু । যা'ক না, এ চাঁদ সূর্য্যের মিকে চার কে ? যেখানে আমার পালক উড়ে চ'লেছে, সেখানে স্থিতি যেতে পার না, চাঁদ হ'লে

সাহস করে না—আলো, কেবল আলো—শত শত টালের আলো। পালকে তোর ও স্থান আছে—নে, যাঁস্ত আয়। (শুনঃ শুনঃ)

লক্ষী। দোহাই সর্দার—পায়ে ধরি সর্দার, জেপে দেখ্। না, আশা ভরসা সব শেষ। (দলুর অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে করিতে) মা, তবু জানি না—মহু জানি না—কি চাইব তাও বুঝতে পারিছি না—পাবার মত সামগ্রী সব দিয়েছিলে, বুঝি কপাল-দোষে রাখতে পারলুম না। নইলে সমরজয়ী বীর আজ চলে যাবার ভয় দেখায় কেন? রেখে গেলুম, তোমার পায়ে তলায় বেঁচে গেলুম।

[লক্ষীর প্রস্থান।]

(ভূমিগর্ষণের প্রবেশ)

১ম। সর্দারনী—কোথায় তুই?

লক্ষী। এই যে বোঁন।

১ম। আর কি ক'রব সর্দারনী? পূর্ন ফটক থেকে শত্রু হাটিয়ে, আমার আমার ফটক বন্ধ ক'রে এসেছি।

লক্ষী। তবেত কার্য সিদ্ধি ক'রেছিস বোঁন। স্বাসিগুহ্রের মর্যাদা রেখেছিস। তবে বিবস মুখে মাথা হেঁট ক'রে তোর এসে পাড়ালি কেন?

১ম। (পরস্পরের মুখ চাহিয়া) কি বলব সর্দারনী?

লক্ষী। মুখ চাওরা চাওরি ক'রছিস কেন? কি হ'য়েছে বল না? আমার ছেলে ম'রেছে?

১ম। তোর ছেলে বুঝি আর আসবে না।

লক্ষী। তাতে কি? বীর-বৎ পালন ক'রে ছেলে মরেছে, না বেঁচেছে। তার অস্ত্র হুং কি? কার অস্ত্র শোক ক'রবি? তোরের বাসীগুহ্র—তার কোথায়?

১ম। তোর ছেলে বেঁচে থাকলে, বুঝি আমাদের সকল আলা জুড়ত।

লক্ষী। নে, হুং রাখ্! মনি রক্ষা ক'রেছিস, মারি হুং রাখ। ছেলে কি ম'রেছে?

১ম। বিলম্ব নেই। অন্ধকারে এক বেটী চোর তার পেটে শড়কী মেরেছে—আনি বেটার মুণ্ডগাত ক'রেছি, কিন্তু তাতে কি সর্দারনী? অমূল্য ধন আর ফিরে এলো না—ছেলে বাঁচলো না! তার পেটের নাকী ভুঁড়ি বেরিয়ে প'ড়েছে।

(জনৈক ভূমির দিকে ভর দিয়া)

বলাইয়ের প্রবেশ)

বলা। মা, মরেগু ত শ্রুত হ'ল না! শত্রুর ত শেষ হ'ল না! এক ফটক শত্রুর পতি বোধ ক'রলুম, কিন্তু মা চার ফটক খোঁলা। পিল পিল ক'রে, চার দিক্ দে লোক ঢুকছে।

লক্ষী। তবে টালতে টালতে এখানে এলি কেন বাপ? এখানে আসতে যতক্ষণ তোর সময় গেল, ততক্ষণ যে অস্ত্রতঃ দুটো পার্শ্বিকে নিপাত ক'রতে পারতিস!

বলা। তাই বাচ্ছি—যাবার সময় তোকে একবার দেখে যাচ্ছি।

১ম। আমার শত্রু? তবে আমরাই বা থাকি কেন? আর বোঁন, আমাদের বলাইয়ে সঙ্গে পতিগুহ্রের শোকে জল দিয়ে আসি।

লক্ষী। নারাদে! রক্ষা কর।

সকলে। কালী! রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

অধিকা—ভূগম্যায় কক্ষসমুখ ।

(লক্ষ্মী)

লক্ষ্মী । কি ক'রলুম ? কেন ক'রলুম ? রাজা ছেলে নিয়ে ঘেতে চাইলে, কেন রাখ-লুম ? পুত্রশোক ! উঃ অসহ—অসহ—চোকের ওপর ছেলের মৃত্যু নিজে ডেকে আ'নলুম—উঃ—না না—একি ? একি বিলীলিতা—একি করালমূর্তি ? না দেবতা, সব বা'ক* আমায় সব বা'ক* । তুমি রাজার ছেলেটিকে রক্ষা কর । না—না—এ আমি কি বলছি—হুট হুট—দোহাই ধর্ম হুট পুত্র, চক্রসেন—স্বর্ঘ্যসেন—এক হোঁটীতে হুট ফুল বাঁচিয়ে রাখো—বাঁচিয়ে রাখো—

(দলুর প্রবেশ)

র্যা—র্যা । সর্দার—জোগেছ—জোগেছ ? তবে আর কি ? তবে আমার সব আছে—সব আছে ।

দলু । কি কাল ঘুমেরি আমি আছন্ন হ'য়ে-ছিলুম লক্ষ্মী ? কোথায় আমি কি ক'রে প'ড়ে-ছিলুম, কিছু বুঝতে পারি নি । বহি এই সময়ে শত্রু এসে নগর প্রবেশ ক'রত, তাই'লে কি সর্জনশ হ'ত লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী । সর্জনশ হ'ত কি সর্দার ? সর্জনশ হ'য়েছে ।

দলু । সে কি ?

লক্ষ্মী । অধিকার আর কিছু নেই, অধিকার স্বাধীনতা পর্যন্ত লোপ পেয়েছে ।

দলু । সে কি ? একি পাগলের মত ব'ক-চিস ? শত্রু ক'রে বল—আমি কিছুই বুঝতে

পারছি নি । এখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নি । শুধু দারুণ পিপাসায় জেগে উঠেছি ।

লক্ষ্মী । শত্রুর চর অধিকার কোন বকমে প্রবেশ ক'রে ফটক খুলে দিয়েছে । পিল পিল ক'রে চারদিক দিয়ে শত্রু ঢুকেছে । স্রীলোক কটা অবশিষ্ট ছিল, তারাই প্রাণপণে তাদের বাধা দিচ্ছে ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ওই শোন শত্রুর উল্লাস । অবলা কতজন হাজার হাজার শত্রুর গতি রোধ ক'রতে পারে ? সর্দার ! তোর এক ঘুমেরি আজ আমাদের সর্জনশ হ'ল । চক্র হুঘা বহি বাঁচাতে পারলুম না । তুই নেই, কেউ নেই সেনে, আমি প্রাণপণে দোর আগলে প'ড়ে আছি । আমি গেলে কি হবে সর্দার ?

দলু । বলাই ।

লক্ষ্মী । বলাই—বলাই ? সর্দার, বলাই আমার নেই ।

দলু । হা ভগবান, একি ক'রলে ? আমার এত পরিশ্রম পণ্ড হ'ল ? এত গুলো প্রাণ বুঝা গেল ? শুধু আমার দোষ ? হা ভগবান !

লক্ষ্মী । কি এখন ক'রবি সর্দার ?

দলু । আর টটিকারি দিসনি লক্ষ্মী ।—কি ক'রব ? শত্রু ফেরাব—পুত্রহত্যার শোধ নেব—লক্ষ্মী ! দারুণ পিপাসা আজ আমার অস্থির কাজ ক'রেছে ।—তুই জল আন—আমি চ'ললুম—ধর্মকে আশ্রয় ক'রে চিরদিন পথ চ'লেছি । ধর্মের সহায় পেলে একজন মানুষ কত লক্ষ পিশাচের সঙ্গে যুদ্ধে পারে দেখে বিজয় । আমি চ'ললুম ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

লক্ষ্মী । জল চাইলি যে ।

দলু । এখানে অপেক্ষা ক'রতে পারি না—
এখানে আর লহমা থাকলে বা একটু আশা
অবশিষ্ট আছে, তাও যাঁবে—ছেলে রক্ষার আর
উপায় থাকবে না । তুই জল সঙ্গে নিয়ে যা—
[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

দুর্গপ্রাচীর ।

(নিধির প্রবেশ)

নিধি । যা—সর্বনাশ হ'ল, এত ক'রেও
কিছু হ'ল না—কিছু ক'রতে পার'লুম না । কে
এল—কোথা থেকে এলো—ও বাবা, ও বে দলু
আস'ছে, ও বাবা । তাহ'লে ত গেলাম ।
আর ত বাঁচলুম না । এগুতে পার'বো না ;
এগুতেই ধরা পড়'ব, ধরা পড়'লেই প্রাণ যাবে ।
—কোথায় বাই, কোথায় বাই—এলো যে,
এলো যে—

(দলুর প্রবেশ)

তাহ'লে এইখানেই এক জায়গায় মুখ
গুঁজে পড়ে থাকি ।

দলু । একি হ'ল ? কে বন্ধা ক'রলে ?
আমি কি একা, তা নয়—দেবতা—দেবতা ;
কিন্তু আর প্রাণ বাঁচে না—জল—জল—লক্ষী !
এলিনি, এলিনি—জল নিয়ে এলিনি ? শ্রাণ যায়
—পিপাসা—পিপাসা—আর চ'লতে পারিনি—
অন্ধকার—বেদিকে চাই—সেই দিকেই অন্ধকার
—জল—জল ।

(ভূমিতলে শয়ন)

নিধি । যাঁ, শুভো যে ! তুইত—
তাইত, শুভো যে—একবারেই শুভো যে—

দলু । জল—জল—এক বিন্দু জল—কে
কাঁধে আছি—এক বিন্দু জল নাও—যা চাইবে

তাই দেবো—যা মূল্য চাইবে—যদি সর্বস্ব
দিলেও এক বিন্দু জল পাই—আমি আজ তাও
দিতে প্রস্তুত আছি । জল—জল—

নিধি । দেবে ?—যদি জল দিতে পারি,
দেবে ?—যা চাইব দেবে ?

দলু । আমার আয়ত্তে থাকে, দেবো ।

নিধি । বস—তাহ'লেই হ'ল, জানি তুমি
সত্যবাদী ।

[নিধির প্রস্থান ।

দলু । তাইত কি ক'রলুম ? কি চাইবে ?
একবিন্দু জলের বদলে কি চাইবে ? যাঁ—মনে
মনে একটু ভয় আস'ছে কেন ? মহাপাত্রের
ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্ত ও ব্যক্তি আমার কাছে
অশ্রয় ভিক্ষা ক'রতে এসেছে । এমন লোক
সামান্য জলের জন্ত আমার কাছে কি দাম
চাইবে ? কিন্তু জল ত এখন আমার কাছে
সামান্য নয়—জল যে এখন আমার প্রাণ ।
তাইত কি ক'রলুম, ভগবান, সত্যপাশে আবদ্ধ
হ'য়ে এ আমি ক'রলুম ? কিছুই বে বৃত্তে
পারছি না ! আজীবন সত্যপালন ক'রে
এসেছি । জল এনে যদি রাজ্য চায়—যদি
চন্দ্র সূর্য দুই ভাইকে চায় ? ও ভগবান, কি
ক'রলুম ? কিন্তু জল—এক বিন্দু জল ! লক্ষী,
এখনও এলিনি ? কি ক'রলি ? এখনও আয়—
এখনও আয়,—নইলে বুঝি সর্বস্ব বিক্রিয়ে যায়
—এখনও আয়—এখনও আয় । না—এলো
না—কি যেন বিক্রিয়ে গেল । ওই আস'ছে—
জল নিয়ে আস'ছে—দোঁতাই ভগবান । এইটে
কর, যেন রাজ্য না চায়, ছেলে না চায় ।

নিধি । এই নাও, দলু জল খাও । (দলুর
জল পান) নাও, এইবার যা চাইব নাও ।

দলু । হুমি কি চাও ?

নিধি । দলু । আমি তোমার মাথা চাই ।

দলু। হ্যাঁ !

নিধি। জানি তুমি সত্যবাদী ; জানি তুমি জীবনে কখন মিথ্যা কওনি। সত্য বাক্যের জন্য তুমি ঐশিকোত্তর তুচ্ছজ্ঞান কর। দলু। আমার এই জলের মূল্যবান তুমি আমার মাথা দিয়ে সত্য রক্ষা কর।

দলু। মা বক্ষী, কি ক'রলে ?

নিধি। দাঁও, দলু মাথা দাঁও।

দলু। তাই'লে তুইই বিশ্বাসঘাতক !

তোকে নিরাশ্রয় মনে করে আশ্রয় দিয়েই কি আমি মনিবের—নিষ্কের সর্বনাশ ক'রলাম ?

নিধি। তুমি মনিবের নেমক খেয়ে তাঁর রাজ্য রক্ষা ক'রবে—আমি মনিবের নেমক খেয়ে তোমাকে মা'রতে এসেছি। দাঁও, দলু, শিখ-গির তোমার মাথা দাঁও।

দলু। সত্য ক'রেছি, আর ভয় কি ভাই, মাথাই তোমাকে দান ক'রব। তবে একটু ঈর্ষদেবতার দগ্ধ ক'রতে সময় দাঁও।

নিধি। তা দেব না ? অবস্থা দেবো। তুমি ঈর্ষদেবতার দগ্ধ কর, আমি অস্ত্র নিয়ে আসি। [নিধিরামের প্রস্থান।]

দলু। হে কৃষ্ণ ! হে মদননন্দন ! আমি শাস্ত্র জানি না—মন্ত্র জানি না—তাঁতের অর্থ—কি ভাল, কি মন্দ—কি ধর্ম, কি অধর্ম—কিছুই বুঝি না। তবে গুরুমুখে শুনেছি সত্যের জয়। গুরুবাচ্য জন্মে ধ'রে আমার মনিবের ঘরাদা বা'ধতে চে' দেবতা, তোমার ক্রীচরণে মাথা বা'ধলাম।

(লক্ষীর প্রবেশ)

লক্ষী। সর্দার ! সর্দার ! এই যে সর্দার ! ড়ে বিলম্ব হ'য়ে গেছে, জল আ'নতে মরা হেলের গায়ে-পা ঠেকে প'ড়ে গিয়েছিল। তাই আ'নতে বিলম্ব হ'য়ে গেছে। এই নে সর্দার

—জল থা। বলাই আমার পথের মাঝে পড়ে আছে। শত্রুর বৃকে ম'থো দিয়ে ছেলে আমার চিহ্নদিনের মত ঘুমিয়েছে। চারিদিক বেড়ে মরণের পথে সঙ্গিনী ভোম বমণী। চল সর্দার—জল খেয়ে দেখাবি চল—ছেলের বৃকে পেটে অস্ত্রচিহ্ন, পিঠ পরিষ্কার।

দলু। আর জল ! লক্ষী ! পিপাসা আমার মিটে গেছে। জল পেয়েছি—কিন্তু প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি। লক্ষী আর আমার পানে চাননি—কিবে যা। চক্ষু স্বর্ষ্যকে রক্ষা কর। আমি পরার্থীন বন্দী।

লক্ষী। তুই যে কখনও মিথো বলিস না সর্দার ! এ দারুণ দুঃসময়ে তুইও সত্যপথ পতি-ত্যাগ ক'রলি ? আমার সঙ্গে তামাসা ক'রতে লাগলি ?

দলু। তামাসা নয় লক্ষী ! স্বার্থ হ'ল আমি বন্দী ! আমি পিপাসাও উদ্বাস্ত হ'য়ে এক বিন্দু জলের জন্য সব দিতে চেয়েছিলুম। এক চুরাছা অবকাশ বৃকে, আমাকে জল দিয়ে, মূল্য বরূপ আমার মাথা প্রার্থনা ক'রেছে। সে অস্ত্র আ'নতে গেছে, আমি সত্যবাক বন্দী হ'য়ে এখানে ব'সে আছি।

লক্ষী। কি আমি বেঁচে থাকতে, আমার সমুখে তোর মাথা নেবে কে ? কোন্ শিশিচ ? কোথায় সে ?

দলু। শাস্ত্রহ'—শাস্ত্রহ'। আমার আর কি আছে লক্ষী ? শুধু ধর্ম আছে, সে ধর্ম রক্ষা না ক'রলে, কে ক'রবে লক্ষী ?

লক্ষী। তাইত এ কি হ'ল ? কোথায় চ'ললি ? কেন চ'ললি ? তোকে দেখে যে আমি সব ভুলেছিলাম।

দলু। সত্যের বন্ধনে যদি ভগবানকে বাঁধা যায়, তা'লে ঠিক হ'লি লক্ষী, পরশারে গিবে

ভগবানকে আয়ত্ত ক'রে, তাঁকে অধিকা রক্ষার জন্ত, বাতপুল্লভের রক্ষার জন্ত গ্রহণী নিযুক্ত ক'রব। নতুবা প্রাণ—বিসের তুচ্ছ প্রাণ ? আকাশে নীল পরাসনে মেঘের গর্জনে বাণীর স্রব মিশিয়ে, সত্যময় ভগবান আমাকে সত্য-রক্ষার আদেশ করছেন। দেবতারা সিংহাসন ঘেরে দাঁড়িয়ে আছে। (মাথা দেখাইয়া) এই ফলে তারা নারায়ণের ত্রীচরণে অঙ্কলি দেওয়া দেখবে। দে লক্ষী ! নীচ ডেম সম্বীর পক্ষে এমন শুভ দিন আর অ'সবে না। দে লক্ষী ! তোর এই প্রিয় পুণ্য ভগবানের পাদপায়ে অঙ্কলি দে।

তৃতীয় দৃশ্য ।

অধিকা—দুর্গমসমুদ্র কলসমুদ্র ।

(সামুলা)

সামুলা। ও ভগবান ! এ কি ক'রলে ? এ কাল ঘুম কোথা থেকে আমার চোখে এনে দিলে ? ঘুম, ঘুম—এত ঘুম ! কেন এল ? কে দিলে ? আরও ত কতকাল এমনি ক'রে জেগে পাহারা দিচ্ছে, অধিকা আরও কতবার ত শত্রুতে ঘেরেছিল—ছেলে আমার হাতে পাহারার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়েছে—দিন রাত, হস্তা হস্তা, পক্ষ পক্ষ জেগেছি, কিন্তু এমন বিপদে ত কখন পড়িনি ! ছেলে আগলে তিন দিন তিন রাত জেগে মাছি—একটি দণ্ডের জন্তও ত পলক পড়েনি ! তবে আজ এ কি ? ও ভগবান ! এ কি ক'রলে ? লক্ষী যে আমার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ ক'রে গেছে ? নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে দেশ রক্ষা ক'রছে। বড় বিশ্বাস—আমার ওপরে যে তার বড় বিশ্বাস। এক কোথায় আছি—এই ঘুমের ভাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। কি করি—চোক দুটো উপড়ে ফেলি। না, ভাতও ত ফল হবে না।

অন্ধ হ'লে কেমন ক'রে বাঁচা হুটিকে রক্ষা ক'রব ? বিশ্বাস ! হে ঠাকুর, বিশ্বাস—রক্ষে কর—রক্ষে কর—ঘুম ঘুম (কণেক নিদ্রা অণেক জাগরণ অভিনয়) হ'ল না—গেল—গেল (মিলা)।

(নিধিরামের প্রবেশ)

নিধি। বস, কাজ শেষ। বাপ, বুঁজে খুঁজে হাফরাণ। অধিকার সমস্ত ঘর আলোড়ন ক'রেছি। লক্ষী বেটা কি গোপন স্থানেই লুকিয়ে রেখেছে ! বুড়ী যেটাকে লাঠি মেরে নিকেশ ক'রে দিই। আর ওতে কি পরার্থ আছে—লাঠির ও'তোর বেটীতে সরিয়েই দেখা যাক না (সামুলাকে পরাবাত) (সামুলা কর্তৃক নিধির পদ ধারণ) এই বুড়ী পা ছাড়। আরে মর, কি বজ্রগুটিতেই পা ধ'রলে ! এই বুড়ী, পা ছাড়।

সামুলা। কে তুই ?

নিধি। তোর বন।

সামুলা। আমার ?

নিধি। পা ছাড়—নাহলে এখনি হো গলায় ছুরি দেব।

সামুলা। ছুরি—আমার গলায়—তুই, (পদ আকর্ষণ ও নিধির পতন)।

নিধি। এই—এই তবে রে শয়তানী !

সামুলা। তবে বে চোর শয়তানী (সামুলা কর্তৃক নিধির গলদেশ ধারণ) ছেলে ছুরি ক'রে এসেছ ? ছেলের কাছে তোমাকে আর পৌছিতে দিচ্ছি নি। তোমায় কালে ধ'য়েছে।

নিধি। রক্ষে, রক্ষে, দোহাই রক্ষে ছড়ুর ! যাই—প্রাণ বায়—

সামুলা। আমি যে ঘরে পাহারা, বেটা সে ঘরে ছুরি ? (মহাপাত্র ও সৈন্যের প্রবেশ) (সামুলাকে অস্ত্রঘাত) লক্ষী ! মা আমার, রক্ষে কর, রক্ষে—(মৃত্যু)।

মহা। সরিয়ে ফেল—সরিয়ে ফেল—ছুটো কেই সরিয়ে ফেল ! এখনও বিশ্বাস নেই,

এখনও লক্ষী বেঁচে, এখনও সে সিং দরজায় পাহারা দিচ্ছে। সবিয়ে ফেল। যাক্, নিষেধ ম'রেছে, বক'সিদের দায় থেকে নিস্তার পেয়েছি। দরজায় সব পাহারা দে, লক্ষী এলে সকলে এক সঙ্গে অঙ্ককারে আক্রমণ করবি। বস্, আর জনাকৈ পায় কে? এইবারে শোধ, অপমানের শোধ! অধিকাংশানি—নয়ন সেনের বাংশ এই-বারে নির্বংশ। কিন্তু দরজা কই—ঘরের দরজা কই? কই কিছুই ত দেখতে পাচ্চিনে? একি অঙ্ককার! ঘরের পর ঘর, তাঁর পর আবার ঘর, ছেলে ছটাকে তবে কোন্ ঘরে লুকিয়ে রেখেছে? গৌজ—গৌজ—চারিদিকে গৌজ।

(নিজিত চক্ৰসেন ও সূর্যাসেন)

(চক্ৰসেনের মাতার প্রোত্নায়ার আবির্ভাব)

মাতা। চক্ৰসেন!

চক্ৰ। (উত্তীর্ণ) মাতা কে? মা? না—না—কে তুমি?

মাতা। আমি তোমার গর্ভদারিণী।

চক্ৰ। তা কেন—মাতা, তা কেন? তাহ'লে আমার মা—

মাতা। তিনি তোমার পালিতা মা। আমারই গর্ভে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। তুমি মান্দারগ-রাজ লক্ষণ সেনের পুত্র।

চক্ৰ। তবে মা আমি এখানে কেন?

মাতা। ভগবানের ইচ্ছায়। প্রায় বার বৎসর পূর্বে এক দস্যব কটক তোমার পিতার রাজ্য আক্রান্ত হয়, তোমার পিতা তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তুমি তখন ছয় মাসের শিশু। আমি অনাধিনী, তোমাকে রক্ষা করবার উপায় না দেখে, তুমি যাকে পিতা বল, সেই মহাপুরুষের শরণাপন্ন হই। তিনিই তোমাকে তীক্ষ্ণ মৃত্যুর হুঁত থেকে রক্ষা করেন। তোমাকে নিরাশর দেখে, আমি স্বামীসংহৃত্য হই।

চক্ৰ। মাতা, মা—তুমি মা? এতদিন পরে সন্তানকে কেন দেখা দিতে এলে মা? আমি যে পূর্ণমাত্রায় মায়ের আদর লাভ করেছি মা!

মাতা। বাপ, সেই বার বৎসর পূর্বে রাজার মহোপকার—তোমার জনক-জননী ঋণবন্ধনে আবদ্ধ। আজ সে মহাকার্য্যের মূল্য দেবার সময় এসেছে। মান্দারগ-রাজ! আজ তুমি তোমার পরলোকগত পিতা ও মাতাকে ঋণমুক্ত কর।

চক্ৰ। কি কর'ব, আজ্ঞা করুন?

মাতা। নিষ্ঠুর ঘাতক তোমার ভাইটিকে হত্যা করতে আসছে—রাজা নয়ন সেনের বাংশলোপ করতে আসছে। তোমাকে সে হত্যা কর'বে না। অতচ নরাদম তোমায়ের কাউকেও চেনে না।

চক্ৰ। বুঝতে পেয়েছি—আশীর্বাদ কর, যেন জীবন দিয়ে ভাইয়ের জীবন রক্ষা করতে পারি।

মাতা। বাপ! তোমার পরলোকগত গর্ভদারিণী তোমায় আশীর্বাদ কর'ছে, তোমা হ'তে তোমার পিতার মর্যাদা রক্ষা হোক (অনুর্ভাব)।

চক্ৰ। কি কর'ব? বিনা বাধায় প্রাণ দেব? দলু ভাই, আমাকে যে প্রাণপণে রণ-কৌশল শিখিয়েছে। তার শিক্ষা পণ্ড করবো? বিনা বাধায় প্রাণ দেবো? কাপুকুকের মতন দেহ ত্যাগ করবো? কি করি? না আত্ম-রক্ষা করতে গেলে, যদি ভাই আমার জেগে ওঠে? তাহ'লে যে সব রহস্য প্রকাশ হ'য়ে পড়বে, ভাই ত তাহ'লে বাঁচবে না—পিতৃঋণ ত শোধ হবে না? মায়ের আদেশ ত রক্ষা হবে না। অত্ন হাতে থাকলে আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি আসবে—(অন্তর্নিক্ষেপ)।

মদনমোহন ! আমাকে কীকন দানের বল
দাও ! আর ভাইকে আমার রক্ষা কর—
পিতাকে ঋণমুক্ত কর—ঋণমুক্ত কর—

(মহাপাত্রের প্রবেশ)

মহা । কে তুই—বলে আছিস কে তুই ?
চক্র । আমি মহারাজ নরেন সেনের পুত্র
—আমার নাম সুবাসেন ।

মহা । পাশে শুয়ে যে বুঝাচ্ছে, ও কে ?
চক্র । ৩টি মান্দারপের রাজার পুত্র ।
আমার মা ওটিকে পালন ক'রেছেন ।

মহা । ঠিক হয়েছে—নে এই সময় একবার
জন্মের মতন মা বাপকে ডেকে নে ।

চক্র । নাচারপ—নাচারপ—

মহা । ডাক—ডাক—ডেকে নে—বাকে
পারিস, এই বেলা ডেকে নে । আরে ম'ল
তবোয়াল খাপখেঁকে বেহুতে চাঘ না কেন ?
আরে ম'ল, একি হল ?

চক্র । মদনমোহন—মদনমোহন—

(রাখাল বাসকের প্রবেশ)

রাখাল । এই যে ভাই— (অন্তর্দান)

চক্র । যাঁ যাঁ, তুমি মদনমোহন—মদন-
মোহন— (মূর্ছা)

মহা । আর মদনমোহন ! আর কোন
মোহনই তোমাকে রক্ষা ক'রতে পা'রছেন না ।
(অস্ত্রাঘাত, নেপথ্যে কামান শব্দ) যাঁ, একি
হ'ল ? কি কঠোর দেহ ? অস্ত্র ভেঙে গেল ।
ইস, কি বিভীষকা । কি অন্ধকার ।

(লক্ষীর প্রবেশ)

লক্ষী । শিশাচ । এত ক'রেও তো'র
পাপকার্যের শূহা মিটল না ?

(মহাপাত্রকে অস্ত্রাঘাত, মহাপাত্রের পতন
(বেগে অধিরাষের প্রবেশ)

মণি । চক্রসেন—সুবাসেন ?

সুবা । (উত্তরা) দাদা । দাদা ।

মণি । ও লক্ষী কি হ'ল ? চক্রসেন
গারে রক্তস্রোত ।

লক্ষী । যা—নেই—চক্রসেন—নেই—
(মূর্ছা)

সুবা । দাদা । দাদা ।

মণি । (সুবাসকে ধরিয়া) নরসিংহ !
ক'রলি ? রাজা নরেন সেনের উপর রাগ—
মান্দারপে নিরপরাধ রাজপুত্রকে হত্যা ক'রলি
কেন ?

মহা । কি বললে, চক্রসেন—ওরে হ'ল
না—এত ক'রেও হ'ল না,—বংশ লোপ হ'ল
না ? জালা—নরকের জালা—(মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য

অধিকা—দুর্গমগাহ রাজপ্রাসাদ-সমুদায়

(বীরমহা, নরেন সেন, রজাবতী)

বীর । সন্ধান কর—সন্ধান কর—

পদ্মা । হত্যাশ হবেন না মহারাজ, সন্ধান
করুন ।

নরেন । আর সন্ধান ! কাকে সন্ধান—কে
আছে মহারাজ ? অধিকার রক্ত নদীর বজা—
চারিদিকে কবাকের মুক্তি—শিত, বৃষ্টি, রমণী—
ভাড়াও পর্যন্ত এক এক ক'রে অধিকার জুত
প্রাপ্ত হয়েছে । ধোঁ'তে পাচ্ছেন না—অশান !
অধিকার শুধু জুত প্রেতের ভাড়াব-নৃত্য ধোঁ'তে
পাচ্ছেন না—বল বল হাসি শুভে পাচ্ছেন না ?

বীর । পাঞ্জি—কিন্তু তার ভেতরেই আশা
পাঞ্জি—আশা কিছুমাই মুক্তাক্ষয়ের প্রিয়-নিবাস ।
বাগালরাজ আমাকে পুত্রশোক-সন্তপ্ত ক'রবার
কৃত্ত মুক্তার হাত থেকে তেনে-আনেন নি ।
সন্ধান কর—সন্ধান কর ।

(বাগাল মুক্তার লইয়া ও এক হস্তে সূর্য্য
সেনকে লষ্টয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষী । মহাশয়, আমার স্বামি-পুত্র—
আপনার সাক্ষান বাগানের ডা'টি স্থল—প্রকাণ্ড
কাড়ে ক'রে গেছে—এই পুষ্পাঞ্জলি নিম্ন । আর
এই নিম্ন আপনার কণ্ঠধর ।

রজা । আর আমার চক্ষুসেন ?

লক্ষী । মা ! কি বল ? তাকে রক্ষা ক'রতে
পারিনি । স্বামী দিয়েছি, পুত্র দিয়েছি, আপনার
ব'লবার যেখানে ধূলি শু ডি যা ভিল—সব ধর্ম্মের
পায়ে তেল দিয়েছি, তবু চক্ষুসেনের প্রাণ
বাঁচাতে পারি নি ।

(বন্দনাক্ষের প্রবেশ)

বীর । হ্যাঁ, মদনমোহন ! তুমিও কি চলনা কর ?
ধর্ম্ম । করেন—হানবিশেষে—লোকবিশেষে
করেন, তা ব'লে এখানে ক'রবেন কেন ? এই
দে বন্দনব্রাহ্মণ্য সতী প্রভুর কৃত্ত সর্ব্বধর্ম্মের
চরণে দান ক'রলে, তার কি কিছুই পুরস্কার
নাই ? সতী, ওঠ,—দেখ মহাদান কখন বার্থ
হয় না । ওই তোমার চক্ষুসেনকে নিরীক্ষণ কর ।

(চক্ষুসেন ও ললিতামের প্রবেশ)

মণি । বেচেছে, বেচেছে—

চক্ষু । দিদি ! দিদি ! (লক্ষীকে বেটন)

লক্ষী । হ্যাঁ এ কি ? এ কি ?

বীর । পুত্রশোক । এ বয়সে পুত্রশোক
কঙ্করিত হ'য়ে ম'রব ব'লেই কি ভগবান্ আমাকে
সন-মাদল ধ'রবার শক্তি দান ক'রেছেন ?
মদনমোহনের জয় ঘোষণা কর । এ সমস্তই

মদনমোহনের লীলা । লক্ষী । ধর্ম্ম রক্ষা ক'রতে
স্বামী দিয়েছিল, মদনমোহন তোমার পুত্র হ'য়ে
মর্যাদা রক্ষা ক'রেছেন ।

মণি । বধার্ঘ্যই মদনমোহন রক্ষা ক'রেছেন ।
মৃত মনে ক'রে বালককে নেড়ে চেড়ে দেখি যে
গায়ে অস্ত্র চিক নেই । পাশও মহাপাতি ছিলেক
মা'রতে অন্ধকারে পাথরে অস্ত্রের বা মেরেছে !
অস্ত্র তার চুরমার হ'য়ে গেছে ।

লক্ষী । কে ক'রলে ঠাকুর ? আমি' দে
চাঁকের ওপর বক্তের নদী দেখে এলাম ।

ধর্ম্ম । কে রক্ষা ক'রলে দেখবে ?

(পট পরিবর্তন)

(কবর রচিত সিংহাসনে বিদ্রাব্য
মদনমোহনের-মূর্ত্তি)

ওই দেখ, বাখালরাজ তোমার নহরক্ষা
ক'রতে নিজের বকে অস্ত্র ধ'রেছেন । ওই দেখ
তোমার স্বামী, পুত্র । ওই দেখ তোমার স্বামী
স্বজন পার্শ্ব ক'রে ভগবান্ তোমার পাশেতে
বসিগেছেন । তুম্বু নেতের বিনিময়ে অনন্ত জীবন
ক'জন পায় লক্ষী ?

ন জাহতে ম্রিত্যুতে বা কদাচিৎ

নাশ ভূতা ভবিষ্য বা ন ভূয় ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহ্যং পুরাণো

ন হন্ততে হন্তমানে শরীরে ।

স্বপ্তি—

গীত ।

এমন দিন কি হবে ভয় যাবে কুটবে আঁখি ।

বুলে যাবে স্থলধর হাত, দেখ'বো সর্ব্ব একাকর ।

উঠ'বে নেচে গাণ্ আমার কুমর সব বেশি ।

চল'বে আমি বধা তথা, কৃষ্ণ মনে ক'ইব কথা ।

কৃষ্ণ বসন, কৃষ্ণ ভূষণ, কৃষ্ণরূপে ঢাকি ।

সমীরণে কৃষ্ণ গান, কৃষ্ণ-সিদ্ধ-নীরের প্রাণ,

চুবিবে যেব সন্ডাই সব কৃষ্ণ রসে সাক্ষাৎনি ।

যবনিকা পতন ।



ভূতের বেগার ।

(রঙ্গনাট্য)

কোহিনুর থিয়েটারে অভিনীত ।

[প্রথম অভিনয় রজনী ১০ই পৌষ, ১৩১৫]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,
প্রণীত ।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কাৰ্যালয় হট্টে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

এ

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১৯ সাল ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

| পাত্র । | পাত্রী । |
|---|--|
| আনন্দ হুলাস | আনন্দের দুই কন্যা |
| মুরলী | ঐ কন্যা |
| মুকুন্দ | নিতাইয়ের দুই কন্যা |
| সঞ্জীব | ঐ কন্যা |
| নিতাই | উদ্দেশ্যের দুই কন্যা, রত্নকর্ণ ইত্যাদি । |
| মণির | |
| সদা | |
| আনন্দের পানসামা । | |
| ভূতা, উদ্দেশ্যের গণ, মহাজনগণ, নাশবিনশগণ ইত্যাদি । | |

প্রস্তাবনা ।

রত্নকর্ণ ।

চাকরী চাকরী চাকরী (হেগো)

বাবুরা চাকরী নিয়ে যেছেন সবারে

ভাড়া বাড়ি বাড়ি ভেড়ে চাকরি দিয়ে সবাইকে

করম পিশে দিরা যাবে

দুবেলা জোটে না ভাত

কলে বলে গেটে বাত—(আঁকড়া)

(কেবল) লোক-দেখানে সেতোর হাসি নাশা যাবে ।

পরমা নিয়ে হাতে মটী দাঁতন কাট

বাবুরের কলোহাটী এই বাত ।

পরমা খেতে টেকুর হোল

পুঠি দেহ হলো সোলা—

বাবুরানা বোল আনা বাব ক'রে—

(হেথা) বাবুর ঘরে বাবের বাসা

চামচিকে আর ডাঁশ মশা

জন্মে গেল অশুখ ছাদোভিটের ঘু ঘু চরে ।

ভূতের বেগার ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

শারদা ও অনিল ।

অনিলের বাসী ।

অনিল । শারদা—শারদা—শারদা—ও শা—

(শারদার প্রবেশ)

শারদা । কেন—ক'ল এত আঁদর করে
ডাকা হচ্ছে কেন ?

অনিল । এইত প্রাণেশ্বরী নিষ্ঠুরের মতন
কথা কইসে ! তবে আমি তোমাকে আঁদর
করতে কুণ্ঠিত হয়েছি ?

শারদা । আজ কিছু বেশি রকমের আঁদর
কিনা !

অনিল । আজ কিছু হবার কারণ আছে ।
পেটের সাতের আমাকে এবারে একেটো
সব দিগেছে ।

শারদা । হুজুটে গিরিতে কি মাইনে ?

অনিল । মাইনে ? বড় বাবতে হুইশো টাকা
মাইনে পেয়েছি-এ একেবারে আটশো ।

শারদা । করে দেবে ?

অনিল । দেবে কি নিচ্ছে ।

শারদা । তা হলে তু রফা পাই—হুশোতে
আমু কুলুচ্ছে না । জিনিদপুর এত দুখুলা যে
খরচপত্র সামলান পায় তবে উঠেছে ।

অনিল । তাই বলেই তোমার আশ্রিত
নিছি ।

শারদা । ওমা ওকি কথা বল—মাইনে
বেশি হচ্ছে এত যত্নেই কথা । তাতে আশ্রয়
দেব কি আবার ?

অনিল । দেবার কারণ না থাকিলে বলব
কেন ? দেখ এককাল বড় ইজুতেই চলে
আসছি, কিন্তু আর বুঝি থাকে না । আমায়
বাঁধা বলতেন, আমি একটাকা ক'রে চালের মণ
দেখেছি ; ময়দা ছিল হু' টাকা মণ, বী আড়াই
সের টাকা—খেসারি, ময়ুর কখন নাগুরে
থেজে না—এক টাকা পাঁচ সিকা মণ । চারটে

পয়সা খরচ করলে বুড়ি খানেক বাজার তাঁত।
এখন কি না তেল হু' সেব টাকায়।

শারদা। তাই বা খাঁটি পাচ্ছ কই ?

আনন্দ। তা হ'লেই ভীল বগলে। খোরাক
মোগানই ভাব হয়েছে। তার ওপর গাড়ী
মোড়া, লোক-লৌকিকতা, নানা আশ্বাষের
খরচ—মাস মাসে দেনা হয়ে পড়ছে শারো—
দেনা হয়ে পড়ছে।

শারদা। দেনা হয়ে পড়ছে কি—দেনা ত
চেষ্টেছে।

আনন্দ। তার ওপর মেয়ের বিবাহ ত আর
রাখা যায় না। ডিপুনার ছেলে হবে বিয়ে
পড়ছে—পাস করবে পারে কি না তার ঠিক
নেই—দশ হাজার টাকা চেয়ে বসেছে।

শারদা। দশ হাজার এখন কোথা থেকে
দেবে ?

আনন্দ। তাহলে ভগবান যথ তুলে
চাইছেন। এই বছরেই মেয়ের বিয়ের কিনারা
করব। অতিশয় মাইনে, তার ওপর কমিশনে ও
এনে তাতে আকণ্ড পাচশো ধর। বারো চৌদ্দশো
টাকা দুতুফে না। সাংঘের কাজ আগে থাকতেই
এক বকম দিয়েছে। আমি এক বকম আফিস
কৈদেছি।

শারদা। আফিস ফেলেছো। তার মানে
কি ? তবে কি তুমি ও আফিসে কাজ করবে না ?

আনন্দ। ওই আফিসেই কাজ করব বই
কি ? হবে সাংঘেরা যেমন এক এক ডিপার্ট-
মেন্টের কর্মী—আমিও তেমনি এক ডিপার্ট-
মেন্টের কর্মী। আমি আমার 'ডিপার্টমেন্ট'
হস্তা কস্তা বিধেতা। লোক বাতাল করতে,
ছাড়তে—যা যখন মনে করব, তাই করবো।
কেউ তাতে আপত্তি করতে পারবে না।

শারদা। সাংঘেরাও নয় ?

আনন্দ। কেউ নয়। আমার কথাও ওপর
কথা কইতে কেউ নেই। বরং সাংঘেরদের সম্মান
সময়ে আমার তুফান শুনতে হবে।

শারদা। বল কি গো ? এমন চাকরী ?

আনন্দ। শারদা—শারো—শা—এখন আমি
সেখেছি সাংঘের পাঁচ পা—আমি এজেণ্টো, আর
তুমি এজেণ্টিনী, অর্থাৎ কেবলী রাজ্যের রানী।

শারদা। তাই বল—কালীবাটো পূজা
দিয়ে আমি।

আনন্দ। প্রথম মাইনে যে দিন পার
শারদা—সেই দিন। আজ, আমার মাথা
ছুটায় টাকা একটা তুলে রাখ—আর মাস
খানেক পরে আমাকে অশীর্বাদ কর, যেন আমি
বেঁচে থাকি।

শারদা। শুকি কর—ছি। ছেলে মেয়ে
বুড়ি হয়েছে—এখন এলে দেখে ফেলবে। তা
এমন শুভ সাংবাদ দিতে এলে—তাতে আশ্রয়
নিচ্ছি বলজিনে কেন ? শুনে আমার বকটো
চিপ চিপ করে উঠেছে। কত খেই জান।

আনন্দ। আশ্রয় নিচ্ছি—সেটা ঠিক। কি-
তাতে একটা গোল আছে। তাতে কিছু টাকা
ডিপজিট দিতে হবে।

শারদা। কত টাকা ?

আনন্দ। পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শারদা। ওমা ! এত টাকা ?

আনন্দ। একি আর টাকা ? এক লাখ, দেড়
লাখ টাকার কমে কি আর একেটো গি-
হর। পাঁচ সাত লাখ টাকা আমার হাত বে-
চলাচল করবে। বিনা জামিনে বিশ্বাস করা
কেন ? সাংঘেরা বড় অল্পগ্রহ করে আমি
পঞ্চাশ হাজার টাকার জামিনে কাজটা লিখে
আমার আগে মদন লাল মুক্তদ্বিগিরি কান-
চৌকুড়ি টাকিয়ে চলে গেছে।

শরিদা । গেছে বললে যে ? মদন লাহা
কি মরে গেছে ?

অনন্দ । মরে না গেলে কি আর বেণের
পো চাকরী ছাড়ে ? তার ছেলেরা লাখ টাকা
জামিন নিবে হাজির হ'ল । কিন্তু সাহেব তাদের
না দিয়ে আমাকে নিলে । কি অল্পগ্রহ শরিদা—
কি অল্পগ্রহ—তা আর তোমাকে কি বলব ?

শরিদা । অল্পগ্রহ ত বুকলুম । কিন্তু এখন
টাকা না দিতে পারলে ত অল্পগ্রহ নয় । টাকা
কোথায় পাবে ?

অনন্দ । নিতাই সরকার আমাকে বাইরে
থেকে ত্রিশ হাজার জোঁগড় কোরে নিয়েছে—
তুমি বিশ হাজারের অনাটন । এটি তোমার আশ্রয়
চাকি । তোমার নামে যে কোম্পানীর কগিজ
কাখানা আছে, তাই দিলেই আমি একবারে
একটোটা হয়ে গ্যাট হয়ে ভেঁকে বসি ।—চিন্তা
কর না—নিতাই শরিদা—এতে চিন্তার কিছু
নেই ।

শরিদা । আমার আবার চিন্তা কি ?
তোমারই দেওয়া টাকা তুমি নেবে, তাতে আমি
চিন্তা করবো কেন ? তবে কি জান, সব টাকা
বর থেকে ব্যয় করবে, তার ভণ্ডার দেখা ।
তোমার চাকরীতে কি আমি বুঝতে পারছি না ।

অনন্দ । সে তোমায় কিছু মুহুর্তে হবো না ।
আগে যাকে বলত মুহুর্তদিনি, বুঝেছ—তবে
সেটা দিশি চাকরী, আর এটা বিলিতি ।

শরিদা । ওমা ! তাই বল মুহুর্তী—তা
টাকা কবে দিতে হবে ?

অনন্দ । কথা হয়ে রইল—তার পর নেবার
সময় নেবো ।

নিতাই । (নেপথ্যে) বাবু ! বাবু !—

অনন্দ ।/কিনিতাই এসেছে ? (নিতাইয়ের
প্রবেশ) কি খবর ?

নিতাই ! ভারী মজার খবর ! বাড়িয়েল
সাহেবের বেগি চুইচুই । কেও—মা—ভারী
মজা যা । ভারী মজা ! আমি পশ্চিম দিকের
গুদামের ভূমিমালাগুলো সাক করতে গেছি,
এমন সময় দেখি বড় সাহেব বাড়ীর বাগানটার
সামনে গজার ধারে পাঁচটারি করছে । অপনার
আশীর্বাদে আমাকে সাহেব বাড়ি অল্পগ্রহ করে
কিনা—আমি পা টিপে পা টিপে পাশ কাটরেবার
মনে করছি, কিন্তু বাবার বোঁকি ? তার বেবাল
চোক—বন বন ঘুরচে—উপ করে আমাকে
দেখে ফেললে । দেখেই বলে—জাটাই—
জাটাই ! আমি যেন ভুলতে পাউনি এমন করে
মাথা ফিরিয়ে গজাবাগে চেয়ে বইলুম । আর
পেছন থেকে বলব কি বাবু—বলব কি মা—
বেবালে যেমন উত্তর ধরে তেমনি করে বড়
সাহেব উপ করে এসে গপ করে আমার ঘাড়টী
দবে তুলে ফেললে । তুলেই বললে—এই ইউ
গাধা উল্লক, বদমাশ জাটাই ! জাটাইতে—
জাটাই—শালির হাতে পড়ে আমি বন বন করে
ঘুরতে লাগলুম সাহেব হো হো করে হেসে
বললে—কি জাটাই, তোমার বাবটো একটোটা
হইল, তাতে তোমার কি শইল ? আমি বললুম,
আমাব ত সবই হইল জজুর—কিনা হইল ?
বাবুটো ত খাচ্ছি । সাহেব বললে, তুমিটো খাচ্ছ
আমাকে কি খাওয়াচ্ছ ? আমি বললুম কি
খেতে চাও জজুর ! মরিব ত আমার খাওয়াতে
কাতর নয় । সাহেব বললে বেশ, আমাকে খুট
মাসে কিছু তিতির খিলাও । আমি বললুম,
তার আর ভাবনা কি !—হবে ।

অনন্দ । বটে । সাহেব খেতে চেয়েছে ?

নিতাই । বেশে উইচিড়ি খেতো, এখানে
শোলা বটের খেয়ে খেয়ে পেটটা—একখানি
ফলিয়ে ফেলেছে ।

আনন্দ। বেশ বড়দিনে তাই'লে সগুণাদের ব্যবস্থা কর।

নিতাই। হুকুম হ'লেই করব—সাহেব কি কি খেতে চায়, আগে জেনে আসি; তার পর আপনাকে বলবো।

আনন্দ। তাই'লে আর দেরী কর না—কি খেতে সাহেব পছন্দ করে জেনে এস। শারদা! এখন আমি জা হলে চললুম, সময় হ'লে বলবো।— (উভয়ের প্রস্থান)

শারদা। কি করবো? ওরই টাকা, নিষেধ করতে পারি না। নইলে এত টাকা আমানত রেখে চাকরী করা আমার কেমন পছন্দ হচ্ছে না। ওরা বসন্তের কোকিল, যতক্ষণ সুবাসাস, ততক্ষণ আছে, একটু জাড লাগলে কোথায় উধাও হয়ে বাবে তার ঠিক কি? যাক, উনিই ত উপার্জনক। কিন্তু এ উপার্জন করে হল কি? একি ছাই, যা আসছে তাতেই তুলিয়ে না। বাইরে ঠমক ফজায় রেখেছি, আর কোনও রকমে কাগজ ক'খানি আটক রেখেছি। নইলে ধরতে গেলে ত কিছুই নেই। ও'র শরীরের উপর নির্ভর—খাজ চাকরী গেলে কাল হাঙ্গা! তাহিত, ক্রমে দেশের অবস্থা হল কি? সব কথা কি ও'কে লি? এই খুচরো হাত খরচ, তারই নাগাড় করতে পারি না। আমার এই টাকাত্তই এই—দার বারি বিশ পঁচিশ টাকার চাকরীতে পাঁচ ঠাতী পে'বণ করে, তাদের কি করে চলে? নেপথ্যে কোঁহাল) ওরে গোলমাল কিসেরে গোলমাল কিসেরে—গোলমাল কিসের? কী-কী। (বীর প্রবেশ)

কী। ওগো বাবুকে মেরে ফেললে—ওগো বুগো মেরে ফেললে।

শারদা। মেরে ফেললে কিরে? কে মেরে রে—কে মারলে রে!—

কী। ওগো দেখবে এসগো—ওগো সর্দ-নাশ—কি হ'ল গো!

শারদা। কে মারলে রে?

কী। ওগো একদল গুণ্ডা—কিন দুই চড় চাপড়—কি হ'ল গো?

শারদা। সে কিরে? সে কিরে? মেরে ফেললে কিরে?

কী। ওগো দেখবে এসগো—কি হল গো!

শারদা। ওমা—একি হল?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

উমেন্দার-পত্নীগণ।

উঠে বিহান খেকে, জল দিয়ে গো চোখ,

বাবু'র পেরিয়ে গেছে কথ।

খুদ কুঁড়ো যে যেখানে যা

পায়ের উপর দিয়ে পা

(বাবু) সব খেয়েছে বলে বিবর দেছে ফুঁকে।

এখন ঘরে আটকতা

যা করেন না জগদম্বা

তনব বেধা চাকরী খালি পা'তরে সেধা তল টুকে।

তৃতীয় দৃশ্য।

আনন্দের বহিষ্কৃতি।

আনন্দ ও তত্পশ্চাৎ উমেন্দারগণ।

সকলে। বাবু আমাদের এজেন্টো—বাবু আমাদের এজেন্টো!

আনন্দ। যাও—যাও—চলে যাও—এখন যাও—এখন আমি কারও কথা শুনতে পারবো না।

সকলে। (বাবুর জঘ হ'ক, ধনে পুজো লক্ষীলাভ হ'ক। দয়া কর বাবু—দয়া কর। পাঁচ ছেলে সাত মেয়ে না পেয়ে মরে যা'বে—যেরে বুড়ো মা—ইত্যাদি আবেদন)

অনিন্দ । এখন বাও, এখন বাও—এর পর
হনব ।

(কেহ অনিনদের হাত ধরিল, কেহ পৈতা
জড়াইল, কেহ পা ধরিল, অনিন্দ পড়িয়া গেল ।
অনিন্দকে ঘেরিয়া কেহ নৃত্য করিতে লাগিল)

অনিন্দ । আঃ ছাড়—হাঁপিয়ে মরি, ছাড় ।
সকলে । কি অনিন্দ—কি অনিন্দ—কি
অনিন্দ—(বারবার উচ্চারণ)

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই । হাঁ-হাঁ—বাবুর হাঁক এসেছে ।

অনিন্দ । ওরে বেটা সন্না ! সন্না—

নিতাই । ভাগো-ভাগো—বাবুকে—হাঁক
ছাড়তে দাও—হাঁক ছাড়তে দাও ।

(বেগে কী ও শারদার প্রবেশ)

কী । ওই দেখ গো—মেরে ফেলছে গো—
মেরে ফেলছে গো ।

শারদা । তাই ত ! একি ? ওরে কে
আছি—বাবুকে মেরে ফেললে যেহে ।

সে উ । ওরে মা !

সকলে । ওরে মা-মা—অন্নপূর্ণা মা !

১ম উ । সে কি মা ? আমরা মেরে
ফেলবো কি মা ? বাবু আমাদের প্রাণ—
আমাদের অন্নদাতা ! আমরা বাবুর সেবা
করছি ।

অনিন্দ । ওরে সন্না—হারামজাদা পাভী
পাধা সন্না—

নিতাই । বাও—এখন নর ভাগো—ভাগো ।

(সন্নারামের লাঠি লইয়া প্রবেশ)

সন্না । কি, বাবুকে কে মারে—উমদারী
করতে এসে বাবুকে খুন করতে এসেছে ?
ভাগো—ভাগো !

উমদারগণের প্রস্থান ।

শারদা । কি, ব্যাশারখানা কি ?

নিতাই । কিছু নয় মা ! ও সব বাবুর
আফিসের উমদার । আরও কত আসবে—
বাবু আমাদের এজেন্ট ! মা কত আসবে—
শারদা । অসবে বলে কি এমনি করে
উৎপীড়ন করবে ?

নিতাই । এখন উৎপীড়নের হয়েছে কি
মা ? অত্যাচার ত এখন সব পড়ে রয়েছে ।
এর পর পা চেটে বাবুর পায়ের একপুরু ছাল
তুলে দেবে । বাবুর কি আর যে সে পায় ?
লাথোর ভেতর দু'একজনের এরকম পায় হব ।

শারদা । (অনিন্দকে ধরিয়া) লেগেছে
কি ?

অনিন্দ । হারামজাদা ! সন্না !

সন্না । বাবু !

অনিন্দ । তোকে না বাধন করেছি, আমার
হকুম না নিয়ে কাউকে ছাড়িনি ?

সন্না । কাউকেও ত ছাড়িনি বাবু !

অনিন্দ । ওরা তবে বাড়ীতে ঢুকলো কি
করে ?

সন্না । ওরা ক্ষাপেছে—ওরা কি মানে
মানে ? আটকে দিলাম ত তড়াক তড়াক করে
মাথা ডিঙ্গিয়ে চলে এলো ।

কী । মাথা ডিঙ্গিয়ে এলো ? বাটা
বাগাল—কলকেতার ভিন্নকুটিবিটি খেয়ে বস
হয়েছে ? জাকা বোকাতে এসেছো ?

নিতাই । বাহা হা, ! মূখু মূখু—বাবুর
এত মান বুকতে পারিনি । মূখু মূখু—

কী । হাঁ বুকতে পারিনি—বাটা বুক
খেয়েছে—পয়সা নিয়ে ওদের ছেড়ে দিয়েছে ।
বাটা বাগাল ।

সন্না । দেখ বেটা গাল দিসনি—দেখাচ্চনি
মা ! মিনি অপরাধে আমাকে গাল পাঁরছে ।

শরদা। যা—বাইরে যা! এমন করে
আর চুকে দিস নি—বাবুর যে প্রশ্ন গিছিলো।

অনন্দ। গিয়েছিল—কি গিয়েছে। ও বাবা!
মুন্সুফী হওয়া ত বড়ই বিপদ! শারো—বরো—
আর মনে মনে আমার ছব্বাটা ঠিক কর।

শরদা। তা ভগবান তোমার কাছে
পাঁচ জনের অরের জোগাড় রেখেছেন, তারা
আসবে না?

নিতাই। এই আমার মানা হ'লে একথা
বলে কে? না আমার অরপূর্ণ! আসবার ভুলে
ভগবান বাবুকে বড় করেছেন, আসবে না? পা
চটার চোটে পা ফরে যেদিন বাবু হাটুতে হাট-
বেন, সেই দিন মুন্সুফিগিরি মানাবে।

অনন্দ। দেখ, সদা! এবারের যদি
আমাকে না জানিয়ে হট বলে মন্তব্য ঢোকাস,
তা হ'লে তোমার বরতরফ।

শরদা। নাও—ওহ!

কী। শুধু বরতরফ—আঁটা মেরে দিদের
করে দেবো।

(শরদা ও কী অনন্দকে লইয়া প্রস্থানোত্তত)

অনন্দ। আর দেখ, এবার থেকে আমাকে
বাব বল্বিনি—হজুর বলবি।—

সদা। যা আজ্ঞে! হজুর ত কই।

অনন্দ। কই না—কেবল হজুর কইবি—
বাব বললেই জরিমানা।

নিতাই। আর থোকা বাবুকে বলবি—
ছোট হজুর—থুকা বাবুকে বলবি মিশি বাবা।

সদা। যা আজ্ঞে।

অনন্দ। শুধু যা আজ্ঞে নয়—মনে করে
প্রার্থনা—

সদা। রাখছি।

নিতাই। আর মাকে মেম সাহেব বলবি।

আর কী বোঝাবলি বলবি আদ্য।

কী। পোড়া কপাল! আমা তোমার
কোক—হামি বটমের মেয়ে আমা হ'তে বা
কেনে?

নিতাই। কাজে হবি কি বেটী, না
হবি। কাপড়খানা একটু ঘেরাটোশ
পারবি।

কী। না বাবা! আমি আদ্য না
পারবো নি।

শরদা। মেমসাহেব হ'ব কিগো? হিঃ
মেয়ে ও সব কি?

অনন্দ। হ'তে হবে। বাপরিখানা
বুকে পারছ না—আমার সম্পদটা কি হা
দেখলে না—এ কি যে সে বাঙ্গালীর হা
উয়েলারী করে পা দ'রে খ'রে চরণটা খোঁচ
করে দিবে গেল।

শরদা। চল—চল—পায়ে চুন হা
দিইগে। আদ্য তা পা-টা ভেঙ্গে দি
লে গা।

অনন্দ। এতে বোঝ শারো—বাবি—
দেশটার কি অবস্থা হয়েছে বোঝ।

(নিতাই ইচ্ছতে ঘূমের অংশ লইবার চেষ্টা
—উভয়ের ইঙ্গিতাভিমুখ)

অনন্দ। আর দেখ নিতাই, একটা
পাথরে আমার নাম খুদিয়া আন, এনা,
বানিজী। অনন্দ নামটা পাড়াগেয়ে পাঠ
গোড়ে গোছের, ও আর রাখছি না।

চতুর্থ দৃশ্য।

হেতোর বাগ।

সহর সঙ্গীদগণ।

হুখ এসো আর গৌর।

হেতোর হাসি ঘেমে যেমন সৌন্দর্যী নিলগে।

সোণা দান্য প'রবো বলে এখন সহজে
কালের মুখ কাগি দিতে বুঝি নিজে—
বেলাকাল দে কলকল' দে রাতে ছপরে য'খাবে—
এসে ছা'নিম তুম বুড়াকি—এসে বুকে হোল পোকালো—
তার পরোতেই তারকনাথ—
হবিম্বা আর পাখা ভাত—
তারা গোণা নারারাত একি হার ফোলা—
হ'লো পা সরে আর হাত নলু
পেট গজলর খাল ফুলু,
এবার, একটু খানি চড় লে নালো কুকলো—

পঞ্চম দৃশ্য ।

রাতি ।

মুরলীধর ও মুরুন্দ ।

মুরলী । ও মণুজা ! এ হইল কি ? এত
করিয়াও ত আনন্দের সন্ধান পাইলাম না ।

মুরুন্দ । বাস্তব হও কানি ? একি তোমার
কৌতলপুর পাঠিছ যে, দেশের মানুষ সপ্তগ্রাম
বাসীর সংবাদ রাখবে ? এ কলকতা—এখানে
এবারি ও বারির সমাচার থাকে না ।

মুরলী । তবেই ত বিপদের কথা হইল মণুজা ।
আনন্দের যতপি পীড়া হয়, ত প্রতিবাদীতেও
সংবাদ রাখবেন না । আনন্দ বাঁচবেন কাশা ?

মুরুন্দ । যখন আনন্দ এ দেশে বাস করেছে
—তখন একটা বাল্যস্থ ত হইতে । তুমি আনন্দ
আনন্দ কইরা বাউরা হইচ—আনন্দ তোমার কি
সংবাদ রাখচে ?

মুরলী । আচ্চে বাই—মায়া নীচগামিনী
হইয়া সর্কিব নষ্ট করচে । আমি আনন্দ আনন্দ
করিয়া উন্নাদ হইলাম, আনন্দ হইবেন কানি ?
পাশে ত এমন কথা লিখছে না ।

মুরুন্দ । কশেক এই স্থানে অপেক্ষা কর ।
আমি একটু অগ্রসর হইয়া লকান লইয়া আসি ।

মুরলী । সাবধান হইয়া পথ চলবেন । পথে

পথ বারাইলাম তো বিপদ, যেন হাজার বদন
বাহির কইরা আমাগোর গ্রাস করবার লগে
ছুটিয়া আইল । বলা কর খেবিন্দ—এমন
সেহেও যাহুবে বাস করতি আইসে । হুতুখে
বেখলাম ত পশ্চাতে গুতা খাইলাম—পশ্চাতে
চাইলাম ত অমনি এক হালা বারে—যেমন ব্যাধ
হবিগ শিকার করে—এমনি কইরা কাপাইয়া
পরল ।—পথের মধ্যে ত বন্দরাজ হা কইরা
আর চিত্তগুপ্ত খাভা খলিয়া বইসিরা । পা দিলাম
তো ব্যাতির মধ্যে চললাম । যম নানা মূর্তি কইরা
মানুষ খাইবার লাগিয়া ছুটীছুটি করচে ; ছাটকা
ঘর ঘর করচে, টারামারা টাং টাং করচে—
আবার এক হালা বুনা হকরের মতন ভৌ ভৌ
করিয়া ফরফরিয়া চুখিয়া চলছে—হা মুরুন্দ
মণুজা—কইবার পাও, আমাগোর নাতে যম-
রাজার এত আশিষতা হইল কানি ? বাস্তবী
কি মরিয়া বুত হইবা ?

মুরুন্দ । আরে মরচে কই ? তুমি কেবল
মরবারই ভাগো—যেমন হাজার হাওয়ার গাতি
ভৌ কইরা আইচে, অমনি বাহিজন পৌ করিয়া
পলাইচে—এ তো যমে যাহুবে গুলোচুরি
করচে । মরচে কই ? মরণ হইলে ত ভালোই
হইত । উল্লাঙলোর শ্রাচ্চ হইছে দেখেচো না ।
আমাগোর বাধানগরে রতিসার পুতি পঞ্চাশ
মহল মুদ্রা বায় কইরা একটা হাওয়ার গাতি
আনিয়া কামন হাজার পুত্কার উপর আরোহণ
করলো—অমনি বৌ বৌ করিয়া গাতি ছুটলো ।
আমাগোর নেহ ত আর কলকাতা নহে—কামন
বোকা ছাওদাল কুণ্ডি কইরা গাতির মোর
ফিরাইতি ঘাইবন, অমনি ঝপাঙ করিয়া এক
ডোবার মধ্যে—গাতি এমনি হইয়া—বাঝাজী
এমনি হইয়া—আর হাজার চালক তেমনি হইয়া
পঙ্কের মধ্যে । বাঝাজীরা পঙ্কমাণা বুত হইয়া—

নাথ! হেঁট কইরা ঘরের চাওয়াস ঘরে ফিরলো—
—পকাশ সহস্র মুদ্রা ন দেবার ন ধর্ম্য—
কলসায় হইল। বাকুজ্যা! আমাগোর দেহে কি
আর মানুষ আছে? কতকগুলো নাবালকে
দেশ ভইরা গেছে। বা নতন দেখবেন, আমি
অন্ধ হইয়া তাই কিনিবার লগে ছুটিষেন—ওই
পকাশ সহস্রে অস্ত্রতঃ দশটা দিহী খনন হইত—
দেশের প্রজা জল খাইয়া বাঁচিয়া যাইত।

মুরলী। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণের জন্ম হইল—
আর পৌষ মাসে হইল কৃষ্ণমাস—এ হইল কি
মুকুন্দ? পাঁজি পুথি কি ওলট হইয়া গেল?

মুকুন্দ। তাতে হইচে কি—পূজা নাই—
পার্বণ নাই—কেবল আমাগোর দেহের কলসার
শাক হইছে; লন, অপেক্ষা করেন, আমি একটু
আঙুর বারাইয়া তোমার ভাতুপুত্রের সন্ধান করি।

মুরলী। সন্ধান মিলে ত রইয়ু। নতুবা
অতাই পাপ কলকাতা ত্যাগ করিয়া কাশী যাইয়ু।
আর এখানে রইয়ু না। কালীদর্শন হইল—মা
পকাশ প্রাণ ভরিয়া অবসান হইল, আর এখানে
রইবার প্রয়োজন কি?

মুকুন্দ। ক্রুদ্ধ হও কান—মরণাশ্বে পিণ্ড
পাইলেন—ভাতুপুত্রের পুত্ররা—পুত্রের উপর
ক্রুদ্ধ হইলে কাম চলবেন কাশি?

মুরলী। আরে থোও পুত্র! আমি মরলাম
কি বাঁচলাম—সেকি এবাবৎকাল সংবার লইগ?
জ্যেষ্ঠ কলকাতার বিবাহ করলেন। আমাগোর
ত্যাগ করিয়া কলকাতায় আইলেন। আমি
চরণ ধইরা কতই না বোদন করিচি—বাই কথা
না শুনিয়া স্বীয় মতলবে দেশ ত্যাগ করলেন।
কলকাতা হইয়া জোয়াহান ত্যাগ করলেন।

মুকুন্দ। আরে ছি। বাই কি মানুষের
কাজ করচে। আমরা বালাবদ্ধ আমাগোর
বিস্মৃত হইল।

মুরলী। কওত মুখুজ্যা—মন কিসের লো
ভাতুপুত্রের প্রতি আসক্ত হইবে?

মুকুন্দ। তবে ভাতুপুত্র—পিণ্ডাদিক—
হইয়াই ত গোল বাখাইচে।

মুরলী। হঃ—ওইটাইতেই ত গণ্ডগোল
বাখচে—আমি পলাতক হইবার পারছি না।
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী মৃত্যুকালে বিশেষ কটরা
অনুরোধ করচেন, আনন্দকে বিষয় হইতে না
বঞ্চিত করা হয়। একারণ আনন্দের সন্ধান
আইচি। নতুবা আমি ত পোষাপুত্র লইবার
আকিঞ্চন করছিলাম—গৃহিণী কইল, ভাতুপুত্র
বর্তমানে পোষা লইবান কান? অবশ্য হইবা।

মুকুন্দ। তোমার গৃহীণীর গুণ কি একমুখে
কইবার পারি—তিনি সাক্ষাৎ সতী ছিলেন—

মুরলী। আরে হইচে কি বাঁট—আনন্দ
যখন শিশু ছিল—তখন তার জননীর কঠিন পীড়া
হইছিল। ব্রাহ্মণী সেই সময় শিশু আনন্দকে
বন্ধে কইরা মানুষ করছিলেন—তদবধি মায়ামুখ
হইয়া আনন্দের লগি কাতর ছিলেন। মৃত্যু-
কালে আনন্দ আনন্দ করিয়া দেহত্যাগ করছেন।

মুকুন্দ। মৃত্যুর পর তিনি আনন্দই
পাইছেন।

মুরলী। সেটী কারণে আনন্দের সন্ধান
করছি। কতবার পত্র দিলাম, আনন্দ উত্তর
দিল না। আর দেহ মুখুজ্যা জ্যেষ্ঠ কলকাতায়
আসিয়া কি রাজস্ব পাইচে দেখবার বরই
কৌতুহল হইচে। পৈত্রিক হামাজ সম্পত্তি
হইতে বাবসা তেজারতি কইরা ত্রিশ সহস্র মুদ্রা
আয়ের সম্পত্তি করলাম। তাই ভাতুপুত্র কি
করলো জানিবার বরই কৌতুহল হইচে। শুন-
লাম ভাই বড় আপিসে চাকুরী করলেন—
আনন্দও একটা বড় কোম্পানির বড় বাবু হইবে
—মুখুজ্যা আমি চাষ ব্যবসাতে কি করলাম, আর

জ্যেষ্ঠ চাকরী করিয়া কি করলেন, একবার মিলাইম। দাশাত আমাগোর দুখী রাখিয়া চলিয়া আইছেন।

মুকুন্দ। তুমি ত খনাম ধন্য বাগ্যাবান—
তোমার তুল্য পুরুষ কয়টা আছে ? কণেক
আপেক্ষা করেন—আমি অগ্রসর হইয়া সকান
লই।

মুরলী। আমি যে ধনী হইছি একথা
বোটারে কই নাই—ধনের সংবাদ পাইলে কত
হালার পুত আসিয়া আত্মীয় হইতে চায়।
একারণে আনন্দকে ধনের সংবাদ দিই নাই।

মুকুন্দ। অপেক্ষা করেন—কৃত্রিমি দাই-
নেন না—

মুরলী। সাবধানে যাইবা, পথ হাবাইলে,
কলীবাসের পরিবর্তে হাসপাতাল বাস হইবা।

মুকুন্দ। আরে ভীত হও কান—আমি
তথ্যবার কলকাতায় আছি।

(প্রস্থান)

মুরলী। এক কোষ বরুছি, তবু মায়া ত
মাগে করবারে পারছি না। তা গোবিন্দ !
যানন্দের ঘরে কি আনন্দ ঠিকাইছে ? কিছুই বুঝ-
লাম না—নইলে কাশী যাঁহঁবার জইন্ত চরণ বাতা-
ইয়া পটলভাঙ্গার গন্ধে মগ্ন হইছি কান ? সর্কত্রই
পক্ষ—হালার ডাককে পটোল কইলা কে ?
হুগঙ্গে পথের মধ্যে দারাইবার সাধ্য কি—আনন্দ
রে ? তবু তোর ওরে জীবন্ত এই নরক ভোগ
করছি। তুনিচি আনন্দের পুত্রকন্যা হইচে—
হালা আর হালীর জন্ত কিঞ্চিৎ অর্থ সাধে
নইছি—আর যথুজ্যাকে গোপন কইরা লক্ষ
মুদ্রার নোট পাকরীর মধ্যে রাখছি—পুত্রবধূ
হস্তে দিয়া মুখ দর্শন করমু।

ষষ্ঠ দৃ ।

নিতাইয়ের বাটার স্রমুখের গলি।

(গৌরমণি, নিতাইচাঁদ)

নিতাই। পেটে খেতে পাচ্ছি না মাগী
এই তের। আবার সামিজ ! মোটি পোনেবো
টাকা মাইনে, তাতে তিনটে পেট খেতে—আট
টাকা চালের মণ। তাগো নন্দবাবুর নজরে
পড়েছিলুম, তাইতে হুপসয়া এমিক ওমিক থেকে
পেয়ে মান সন্ময় বজায় রেখে চলছি।

গৌর। তবে কি শীতে হি হি করে মরবো ?

নিতাই। আরে পাগলী ! এখন হগ
সাহেবের বাজারে চলেছি। বাঁড়ুঘো সাহেব
সাহেবদের বড়দিনের ভেট দিবে। হু পাঁচজন
ইয়ার বকুসীও থাকে। যে সব গরম গরম
তাঁজা জিনিষ আনবো, তার কিছু কি বাড়ীতে
না রেখে সব নিয়ে যাব ? তার একটু সাধটু
মুখে দিলেই শরীর গরম হয়ে যাবে। এই
পৌষের শীতে পাখার বাতাস খেতে হবে।

গৌর। পোড়া কপাল ! সেট মেলেন
ভিনিবগুলো মুখে দিতে হবে ?

নিতাই। আরে দূর পাগলী ! তেজ
তোরে কে বললে ? ভেড়ার মাংস—গ্রামফেভ
ছোলাথেকে বাটা নিরিম্ব—কপি, মটর,
কমলা, চিংড়ি একখানি খোলা—খাল নেই—
এর স্লেচ্ছ কোন্খানিটায় ? তার ওপর পাটনেয়ে
পেরাজ—তোফা কালিয়া করবি, বুঝলি ?

গৌর। থু থু, পেরাজ কি হবে ?

নিতাই। কেন, থু কেন ? পাটনা—
পাটনীপুর—রাজা অশোকের রাজধানী—বাবা
অকিলা পরমোদ্য—থু কেন চাঁদ ? পাটনাট
পেরাজের তুল্য নিরিম্ব পদার্থ কি জগতে
আছে ?

গৌর। না না—ওসব চাই না—তুমি আমার জন্য একটা সামিঞ্জ আর মেয়েদে জন্ম একটা ফেলানের দাবীরা আনিবে।

নিতাই। দেখি যদি হিসেব ক'রে পরসা দাচে।

গৌর। ও আমি স্তনতেই চাই না। যা আনবার তা আনিবে—তা ছাড়া ও দুটা আনা চাইই-চাই।

নিতাই। আচ্ছা দেখা যাবে। তুই দরজা দে—

গৌর। দেখা ঘাবে নয়—তা হলে কি বাবুর মোসাহেবী কর?

নিতাই। দরজা দে—দরজা দে—কে একজন দাঁড়িয়ে আছে।

গৌর। থাক না, আমি কি অন্সার করছি?

নিতাই। ওরে বিদেশী—বিদেশী—আর অন্সার বোকে না—দেখলেই ভুয়া ভাববে।

গৌর। তা ভাবুক—হবিবাবু তার স্ত্রীর জন্য পঞ্চাশ টাকা দে একটা পশমী বডি কেন দিয়েছে।

নিতাই। এনে দিয়েছে মাথা করেছে—কি করে এনেছে তা জানিস?

গৌর। আমার জানবার দায় পড়ে গেছে।

নিতাই। সে কি গৌর—গৌর হে—আমি যে তোমার নিতাইচাঁদ। মনমজান গৌরমণি! তুমি যে আমার সহধর্মিণী—আমার উদ্ধার-কাণ্ডে যে হু' একটা ঝড়তি পড়তি বাদ থাকবে, তার উদ্ধার যে তোনাকৈট করতে হবে! তবে তোমার না জানলে চলবে কেন? কি করে এনেছে—একবার দেখ বে? (হাওনোট বাহির করিয়া)

গৌর। কি ও—

নিতাই। আরে দেখ না—পড়তে স্তনতে

জান—ডাঃডেবে চোক দুটো আছে পড় না।

গৌর। ওমা তোমারই কাছে? হাওনোট?

নিতাই। শুধু কি আমার কাছে—দেখি পঞ্চাশ টাকা মাইনে—আট টাকা চেলের জন্যে আটটা পেট খেতে, তাতে কি আর স্ত্রীর বডি চলবে? দেখাও চুল বিক্রী! আমি যদি অসম্মত মরি, তাহলে তোমাকেই যে হামরাই হয়ে নামলা করে টাকা আদায় করতে হবে!

গৌর। তা যদি জান—তাহলে পোড়া-কপালে মিনসে শুধু হাতে টাকা ধার দিলে কেন? নিতাই। শুধু? দেখ না মাগী, তার পর হাউ চাউ করিস। এক বছরে স্তনের টাকা আদায় হয়ে যাবে।

গৌর। দেখো সাবধানে থেকে—এনে আসল না হারা বার।

নিতাই। তোমাকে বলতে হবে না। আমাকে কি তুমি এরি বাবুর মতন হতে দেখতে চাও? সে পঞ্চাশ টাকা মাইনের কেরাণী, আর আমি পোনরো টাকা মাইনের সহকারী! দু'পয়সা উপরি আছে বলে, ম'ন সস্তম্য বজায় রেখে চলছি। মইলে দিন কাল যে রকম পড়েছে, তাতে চাকরীতে কি আর কারও পেট চলে মনে করছে? গৌরমণি এখন নাকে শুধু দুমটো পুজো কেনও রকমে জীবন ধারণ কর। ওসব সামিঞ্জ ফামিজের কথা ছেড়ে দরজা দাও, আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে?

(সদারামের প্রবেশ)

সদা। ও বাবু! তুমি এখনও দারিয়ে আছ, ছজুর যে তবী করচে।

নিতাই। এই যে—এই যে—আমি এক-বারে শ্রীহর্গা বলে পা বাড়িয়েছি। দরজা দাও—দরজা দাও।

সদা । বাবু আপনকার সাথে কি একটা
হইবে । তুমি শিগগির চল ।

গৌর । তবে স্বাধৈর্য—যদি পার—না
আনলেও দোষ নেই, আনলেও নিষেধ নেই ।
(দ্বার কক্ষকরন)

নিতাই । সে তোমাকে বলতে হবে কেন ।

সদা । কি আনবে বাবু ?

নিতাই । আরে রাম বল, কেন কণ্ড—
কল্যাণের কথা কেন কণ্ড—মেয়েটীর লজ্জা লবঙ্গ
আনতে হবে—এই তার ফরমান আর কি ।
নাও চল চল—বাবু কি বকছেন সদারাম ?

সদা । আপনাব যেতে বিলম্ব দেখে ব্যস্ত
হছেন । বড় দিনে কাকে কি দিতে হবে তার
কল্প করবেন ।

নিতাই । কর্তৃত্ব পড়েই আছে, তার আবার
করতে হবে কি ? ডায়াপল সাথে একশো লেবু
—পাচটা বটের, দুটো কাঁদাখোঁচা—বস । বাউ-
এল সাথেববই একটু হাকাম, দুটো পেরু—
দুশো বটের, আর আড়াইটা ভেড়ার তার টিফিন
হবে । তা সব ঠিক করে দেবো—নাও চল
চল—

(মুরলীর প্রবেশ)

মুরলী । মশায় কইবার পায়েন—

নিতাই । না বাবা এখন পায়েন না ।—
কুমারসের বাজার করতে চলছি । নে আর
সদা—

মুরলী । আরে বিটা কর কি—একটা কথা
কইবার অবসর নাই ?—

নিতাই । না—না—বড়দিনের কথা কি
যিনি পয়সার হয় ?

মুরলী । আরে ভাই—পৌষ মাসের দিন
ত বৎসরের সকল দিন হইতে ছোট হইল—
তবে বড়দিন হইল ক্যানা ? আমাগোর দেশের

ছোট দিন কলকতায় আসিয়া লম্বা হইল
নাকি ?

নিতাই । হইল বই কি মশায় । একটা পুটে
দিন কলকতায় পরব—তা—হিঁদু, মুসলমান,
জৈন, পারসী, কলচান ভারতে যেখানে যে জাতি
আছে সবাই পড়ে টান দিচ্ছে, কাজে না বড়
হয়ে আর করে কি ? টানের চোটে সবাইয়ের
যতন চড়চড় করে বেড়ে গেছে ।

মুরলী । বেশ ভাই বেশ—শুনিয়া সন্তুষ্ট
হইলাম—আর তোমার পুত্র কলচান খাজের
জন্ত সংকল্পিত দিলাম ।

নিতাই । বা ! এ ত ভারী মজার লোক—
মশায় কোথায় আপনাব যাওয়া হবে ?

সদা । সে আমি পুছ করছি—আপনি
মান ।

নিতাই । আচ্ছা ভাই ! তুমি এর সঙ্গে
দুটো কথা কও ত—মশায় দয়া করে আমাকে
বা দিলেন এই আমার যথেষ্ট—

সদা । বলি বাও না বাবু ! (স্বগত) কেবল
কাক করতি চাপ ।

নিতাই । আরে যেতে ত লেগেই ছিবে ।
আমি কি দাঁড়িয়ে আছি ? মশায় ব্রাহ্মণ—

মুরলী । হঃ—

নিতাই । প্রণাম—প্রণাম—

মুরলী । হঃ ! তোমার বধু কি আনবার আদেশ
করছিল, আমি অন্তরালে দাঁড়াইয়া শুনলাম ।

নিতাই । বটে—বটে !—সদা—সদা—
ভাই ! ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে যাও—আমার ঘরে
নিয়ে যাও—ঠাকুর অন্তরালে বধু দেখেছেন ।
স্ত্রীকে বল—ঠাকুর—আমার ঠাকুর—

মুরলী । তোমাদের কথা শুনলাম—শুনিয়া
বিস্মিত হইলাম । তুমি ত স্বামী—আমার পয়সা
দিয়া স্বামী কিনিয়া আনবে কি ?

নিতাই । হা হা (হাস্ত) বগড় আছে—
বাবাঠাকুর ওতে একটু মজা আছে—এসে
বলবো ।

মুরলী । বেশ—ফিরিয়া আইস—ওই অর্থ
বৃদ্ধবার জইন্তা অ মার কিছু কৌতুহল হইচে ।

নিতাই । যে আজ্ঞে (প্রণাম) তাহিত !
কি সুপ্রভাত—কি সুপ্রভাত ! আমার ত সত্য
সত্যই বড়দিনেরে !

(প্রস্থান)

সদা । এ ত দেখছি আমার দেশেরই
লোক । আমি কিন্তু বাবুর কাছে থেকে কল-
কাতাই হইচি । ধরা দেওয়া হচ্ছে না বাবা ।

মুরলী । ওহে বাবু ! তুমি কইবারে পার,
অনন্দ বাক্য্যা থাকেন কনে ?

সদা । আন্দো বাক্য্যো ? তার বাড়ী
কমনে ?

মুরলী । পটলডাঙ্গায়—

সদা । পটলডাঙ্গার ত দুশো আন্দো
আছে—কোন গলি ?

মুরলী । কোন গলি—অর্থটা কি ? সর
কও, না প্রশস্ত কও ?

সদা । গলির নাম কি ?

মুরলী । হঃ—কও কি—এখানে কি গলির
অরপ্রাশন, নামকরণ হয় নাকি ?

সদা । হয় বটে কি—

মুরলী । তবে ত সাবালক গলি, নাবালক
গলি আছে !

সদা । আছে বইকি ! ঠাকুর । গলির নাম
না জানলে এখানে কেউ তোমাকে অনন্দ
বাক্য্যার কথা বলতি পারবে না ।

(মুরুদের প্রবেশ)

মুরলী । ও মুরুজ্যা ! অনন্দের সাক্ষাৎ
হে ভার হইল !

মুরুন্দ । ভার হইবে না—মিলচে—চঃ
আইস—

মুরলী । হা গোবিন্দ মিলচে ? চলেন—চলেন
হা গোবিন্দ ! এতক্ষণ পরে সময় হইলে—

মুরুন্দ । একটু সভা হইয়া চলেন—বাস্ত হই
বেন না—শোমার ভ্রাতুষ্পুত্র অনন্দ সভা—
সাবধানে চলতে হইবে ।

মুরলী । অথ্রে ত চলেন—পরে সাবধান
হইম ।

সদা । অনন্দ বাক্য্য্যা আপনগর কেডা হর ?

মুরলী । ওহে হালা বাঙ্গাল, তুমি কল-
কাতাই হইয়া আমাগোর সাথে চাতুরী করছ ?

মুরুন্দ । আপনগর নিবাস ?

সদা । আজ্ঞে পলাশপুর ।

মুরুন্দ । পলাশপুর ! ভীমডাঙ্গা পলাশপুর ?

সদা । হঃ !

মুরুন্দ । পলাশপুরের কেডা—কার ছাও-
রাল ?

সদা । আজ্ঞে হারাদন পরামাণিক ।

মুরলী । ও হালা ! হালার বেটা হালা !
তুই হার নাশ্চতির বেটা । তুমি হালা আমার
প্রজা—কলকাতাই হইয়া তুমি আমাগোর সাথে
গহস্ত করতিছ ?

সদা (ভূষিত হইয়া) আজ্ঞে রাজা ক্ষমা
করেন । না বুঝে কইছি—নাকে খৎ বিইচি—
কর্ণ মর্দন করছি—আপনগর গু বাইচি ।

মুরলী । নে চল—অনন্দ বাক্য্য্যারে
দেহাইবি চল ।

সদা । মুইয়া ওনারে চিনি না দেবতা !

মুরুন্দ । আরে আমি সন্ধান করছি,
আইসেন—বাক্য্য্যা আইসেন ।

উন্মোদারগণ ও স্ত্রীগণ ।

পুরুষ । শুধু চাকরী চাকরী চাকরী—

স্ত্রী । বাবু কাটা বেধে নাটাই ঘুরে—

দেখেন কেবল ফুলঝুরী ।

পুরুষ । করে পাঁচ পাঁচটা পাশ,

স্ত্রী । বাবু বিছাতে হাঁস ফাঁস,

পুরুষ । (এখন) ডের কোপিন আর বহিব'স—

স্ত্রী । বল হরিবোল হরিবোল বল

পুরুষ । অনিতা সংসার—

দাদা পুত্র কণ্ঠ সহ্য হায়রে কেবা কার ।

স্ত্রী । তবে পেটটা বাধায় গড়গাল

(তাই) নিঙে ছুঁ'কে বাজাই থোল

সকলে । একটু খানি অলি গিলি ঘুরি,

বলি হরিবোল হরিবোল হরি ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য ।

আনন্দের বৈঠকখানা ।

(মাষ্টার, সঞ্জীব ও পাটলা ।)

মাষ্টার । নাও, ভাল ক'রে মুখস্থ কর ।

দেখে আজ ভুললে আমি তোমাকে বড়ই বকবো । নাও পাটলা ! তুমি কেবল লিখতে থাক ।

সঞ্জীব । কেন মাষ্টার মশায় ! আমার কি মুখস্থ হয়নি ?

মাষ্টার । খুব হয়েছে—হয়নি কি বলছি ? তবে আরও মুখস্থ কর । কেবল মুখস্থ কর । ভূগোলটা একেবারে স্টোঁটের ভগায় করে রেখে দাও । একজামিনের সময় পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করতে না করতে যেন ফড় ফড় করে বেরিয়ে যায় ।

সঞ্জীব । ও বাবা ! ভূগোলটা কি লজ্জুকসে যে স্টোঁটের ভগায় ক'রে বসে থাকবো ?

মাষ্টার । না পায়, গিলে ফেল—গিলে ফেল ।

সঞ্জীব । কি আমি কি রাক্ষস যে ভূগোল গিলে ফেলবো ?

মাষ্টার । আরে বাবা আপাততঃ—আপাততঃ—তোমার বাপ যতক্ষণ বাড়ী—তার পর উগরে ফেলো—উগরে ফেলো ।

সঞ্জীব । কি, ভূগোল কি সামান্য পদার্থ—তার ভেতরে কত দেশ, কত মহাদেশ—দেশের ভেতর কত জঙ্গল—জঙ্গলে কত বাঘ ভাস্কর—আমি ভূগোল গিলে ফেলবো ?

মাষ্টার । আরে বাবা ! ঘণ্টাপানেক পরে উগরে ফেলো !

সঞ্জীব । কি আমার তাতে গলা চিরে যাবে না ?

মাষ্টার । কিছু হবে না বাবা ! মুচ্ছিত ছেলে তুমি—এর পর পাটের গাট খেয়ে হজম করবে—তোমার ও সাধা গলা—ওতে খগোল ভূগোল গওগোল—সব মড় মড় করে চলে যাবে—কিছু বাধবে না । নাও বাবা পড়—দশটা টাকা মাসে পাই, তাতে বস্টো স্ট্রেট বাসা খরচটা চালাই—কেন তাতে বাগড়া দাও ?

সঞ্জীব । মাষ্টার মশাই—আমি মুচ্ছিত হ'লে আপনাকে বিল সহকার করে দেব ।

মাষ্টার । দেবে বইকি বাবা ! বেঁচে থাক—দেবে বইকি । তবে এখন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ । একটু পড় বাবা পড়—

আনন্দ । (নেপথ্যে) সদ্ধা !

মাষ্টার । সর্বনাশ করলে—পড়, পড়—

আনন্দ । (নেপথ্যে) সদ্ধা !

ভৃত্য । (নেপথ্যে) হজুর !

মাষ্টার । পড়ে—পড়—পড়—

সঞ্জীব । কোনখানটা পড়বো ?

মাষ্টার। এই যে এইখানে পড়—বল
ভলগা—ড্যানিয়ুব—
সজীব। ভলগা—ড্যানিয়ুব—ভলগা ড্যানি-
য়ুব—ভলগা ড্যানিয়ুব—ভলগা—ড্যানিয়ুব।—
(মুখস্থ করণ)

পাটলা। আমি কি লিখবো—দেখিবে
নাও না মাষ্টার মশায়—

মাষ্টার। আর লিখতে হবে না—তুমিও
পড়—বল জায়া, শয্যা—

পাটলা। জায়া শয্যা—জায়া শয্যা।
(মুখস্থ করণ)

কাগাখোলা অবস্থায় আনন্দের প্রবেশ ও
পশ্চাতে হাঁকা হাতে উড়িয়া ভূত্য)

আনন্দ। দে তামাক দে—সদা বেটী
কোথা গেল?

ভূত্য। মোর ত স্মরণ নই অচ্ছি মনিম।

আনন্দ। স্মরণ নই অচ্ছি—কি চকু বুজে
অচ্ছি? তাকে যে নিতাই বাবুকে খবর দিতে
বলেছিলুম?

ভূত্য। সংবাদ দেইকৃত যাউচি। যাউ-
কিরি পথে রাতিবাস করিছন্তি।

আনন্দ। তোমার মাথা করিছন্তি। তামাক
দিয়ে শিগগির নিতাই বাবুকে ডেকে আন।
সদা বেটী আকিসে খানসামাগিরি করে, দুপয়সা
পেয়ে তিলিয়েছে দেখছি। সকালেই আমার
সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলুম, ব্যাটার বাকালের
বার ফটকা রোগ হয়েছে। গামছা নিয়ে আয়।

(ভূত্যের প্রস্থান)

(আনন্দের পানচারণ)

মাষ্টার। পড়—পড়—

সজীব। ভলগা ড্যানিয়ুব।

মাষ্টার। আরে—ভলগা—ভলগা।

পাটলা। ভলগা কি মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার। ভলগা একটা নদী।

পাটলা। ভলগা একটা নদী—ও বাবা!

ভলগা একটা নদী?

মাষ্টার। হাঁ—এই আবারের গঙ্গা যেমন
একটা নদী—

পাটলা। কোথায় মাষ্টার মশায়?

মাষ্টার। দেখবে—দেখবে?

পাটলা। দেখাও না মাষ্টার মশায়।

মাষ্টার। এই দেখ—(হ্যাটলিস খুলিয়া)

এই ভলগা—এই ড্যানিয়ুব।

পাটলা। ও বাবা—এই ভলগা—মাষ্টার
মশায় আমি ভলগায় চান করবো।

মাষ্টার। ও বাবা! সন্দি হবে—সন্দি
হবে—বড় ঠাণ্ডা জল—

সজীব। আমি মাষ্টার কাটিবো।

মাষ্টার। বাপ! বড় বড় কুমীর হাঁ করে
আছে।

আনন্দ। কি মাষ্টার, কি করছো?

মাষ্টার। আজ্ঞে এই দুগোল পড়াছি।

আনন্দ। ওরা কেমন পড়ছে?

মাষ্টার। আজ্ঞে পড়া কি—দুজনে পড়ে
ভলগায় কাপাই খুড়ছে।

আনন্দ। বেশ, দুটো একটা কোশ্চান
দেখি।

মাষ্টার। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—বল ও
বাবা সজীব—পৃথিবীর উত্তরে কি?

সজীব। উত্তরে উত্তর মহাসাগর।

মাষ্টার। বা! বা! বলে যাও—বলে যাও—

সজীব। দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর—পূর্বে
পূর্ব মহাসাগর—পশ্চিমে পশ্চিম মহাসাগর।

মাষ্টার। দেখছেন কি—একেবারে Bloch-
man (ব্লক্‌ম্যান)! আচ্ছা যথো?

সজীব। ভূমধ্যসাগর।

মাষ্টার । শুনছেন হুজুর—শুনছেন ?

আনন্দ । আচ্ছা—পৃথিবীর উপরে ?

সজীব । পৃথিবীর উপরে ? উপরে ?

আনন্দ । হাঁ হাঁ—বল বল—উপরে চেয়ে

না—উপরে সব ফাঁক । নীচে চেয়ে বল ।

সজীব । লোহিত সাগর ।

মাষ্টার । শুনুন হুজুর—শুনুন ।

আনন্দ । কি—উপরে লোহিত সাগর ?

মাষ্টার । আজ্ঞে আপনি যে বেলায় ওঠেন,

তাই জানিতে পারেন না । একটু ভোর ভোর উঠে ওপরে চাবেন দেখি । দেখবেন সব লালে লাল ।

আনন্দ । বেশ করে পড়াও ।

মাষ্টার । বেশ করেই পড়াচ্ছি হুজুর !

ছেলে মেয়ে একেবারে মুগ্ধবোধ । তা হুজুর ! পৃথিবী আপনার আশ্রয় নিয়েছি—একটু খানি আফিসে যদি গোলামকে কাজ করে দেন ।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য । হুজুর ! মেম সাহেব আপনক ডাকুচ্ছিত্তি ।

আনন্দ । বেশ, আজ হাতে লেখা একটা দরখাস্ত নিয়ে আফিসে যোগ্যে ।

(ভৃত্য ও আনন্দের প্রস্থান)

মাষ্টার । যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—পড়—

পড়—সজীব বাবু—গিনিবাগা পড়—English grammar is the art of speaking ইংরাজী ব্যাকরণ হয় একটা কথা কইবার কৌশল—ও ভাবা ভোদেরও নয় মোদেরও নয় বে বাবা । চার আনা পয়সা খরচ ক'রে চাকরীর সুবিধের জন্য শিখা ।

সজীব । কথা কইবার কৌশল ? তা মাষ্টার মশায় গ্রামার না কিনে একটা গ্রামোফোন কিনলেই ত চলে ?

পাটলা । হাঁ মাষ্টার মশায়—গ্রামোফোনে কত কথা—কত গান ।

মাষ্টার । তাই কিনেই পড়া বাপখন—তোমাদের কি আর এ কটকটে কেতাব মুখস্থ করা সাজে ? তা বাবা । একটু মনোযোগ দিয়ে পড়—আমি একবার বাসায় বাবো—হুজুর আজ রূপা করবেন, সুনলে ত ?

সজীব । বান মাষ্টার মশাই, তাই বান । আপনার ভাল হ'লে আমরা স্থখী হই ।

পাটলা । হাঁ মাষ্টার মশাই—বাবার আফিসে আপনার চাকরী হ'লে আমরা বড় খুসী হব ।

মাষ্টার । তা হবে বইকি বাবা ! তোমরা বড় ঘরের সন্তান, তাতে আমার ছাত্র—মাষ্টার মশায়ের ভাল হ'লে তোমরা স্থখী হবে না ত কে হবে বাবা ? তা হ'লে বাবা আজ আমি—লেখো বাবা আমি চলে গেলে যেন উটে বেগো না—হুজুর দেখতে পেল আমার চাকরীটুকু আর হবে না ।

পাটলা । কি পড়বো মাষ্টার মশায় ?

মাষ্টার । একটুখানি পড়লে—একটুখানি চ'হ' করলে—কেউ না বুঝতে পারে, তোমরা পড়া ছেড়ে পালিয়েছ ।

সজীব । যে আজ্ঞে মাষ্টার মশায় ।

(মাষ্টারের প্রস্থান)

আর কি পাটলা ! বামন গেল দর তো নাশল তুলে খ'ব । আর আমার খরগোসের বাক্স খুলে দিইগে !—

(মুরলী ও মুকুন্দের প্রবেশ)

পাটলা । ও দাদা ! দেখ কারা আসছে ।

সজীব । পড়তে বস—পড়তে বস ।

মুরলী । ও মুখুন্ডা ! আনন্দ কি বাজীট করছে বে ! আনন্দ ত আনন্দেই রইছে দেখছি—

মুকুন্দ । কেন বইবোন না—তোমার ভ্রাতৃ-
পুত্র—সে কি মুখ হইবার পারে ?

মুরলী । বা—বা—এ যে বড়ই সুন্দর
দেখছি ।

(সদারামের প্রবেশ)

হঃ ! তুই যে এখানে আইলি ?

সদা । আজ্ঞা কর্তা ! এ যে আমার
মনিবের ঘর !

মুকুন্দ । আরে বেয়াকুব তবে আমাদের
মিথ্যা কথা কইলি কান ?

সদা । কই মিথ্যা কইলাম ?

মুরলী । তোরে আনন্দ বাকুয়ার ঘর
কোয়ানে শুধাইলাম না ?

সদা । হঃ ! কইলেন ত !

মুকুন্দ । তবে হালা মিথ্যা কইলি না ?

সদা । আপনি ত আনন্দ বাকুয়া কইলেন ।
হজুর ত আনন্দ ন'ন !

মুরলী । আনন্দ ন'ন ! তবে কি ?

সদা । আজ্ঞা হজুরের নাম দ্যন্-ডি বানরজী !

মুরলী । হাঃ, হাঃ—ও মুখুজা—এ হইল
কি ! আমাদের আনন্দ কলকাতায় আইসা
ঘাণ্ডা হইল !

মুকুন্দ । শুধু কি ঘাণ্ডা হইল—কুকুর
ঘাণ্ডা হইল ! ঘাণ্ডাও হইল—বানরও হইল
—সুন্দরো না বানরজী !

পাটলা । ও দাদা—এদিকেই আসছে যে !

সজীব । আরে আসুক না, কি ক'বে দেখা
বাঁক না ! তেমন তেমন দেখলে ছুট লাগাবো ।

পাটলা । ওরা কি বলছে দাদা ?

মুরলী । হঃ তাহ—তাহ মুখুজা তাহ—
ছুটো, কমল পুপ একটা কাঠাধারে প্রস্তুতি
হইছে । মরি মরি ! সদারাম ! ও দুটা আনন্দ
কে হয় রে ?

সদা । আজ্ঞা কর্তা—বেটা-বেটা ।

মুরলী । ও মুখুজা তাহ—লাতী লাতনী
তাহ—

সজীব । ওরে—বাকাল রে !

মুকুন্দ । আরে তুমি তাহ—এমন বিজ্ঞানী
নাতিন মিলছে—তবে আর কাশীবাসী হইবান
কান !

সদা । হী কর্তা—হজুর আপনগর কে হ'ন ?

মুরলী । ভাই-বিটা হয় রে বিটা ।

সদা । হঃ ! হজুর আমগোর দাওরে
মানুব ! কইলেন কি ? অ স্বরূপ ! কোয়ানে
ছিলি—একটা মজার কথা শুনলি না ?

(ভূতের প্রবেশ)

ভূতা । শুনবি কাই—হজুর তুপর গোসা
করিছন্তি । ইয়ে সদারাম ! হজুর নিয়া হউছন্তি ।
তুপর নিতাই বাবু ডাকি আনিবার কইনু, তু
কৌশাভ কইনু ! তু কাইকে এতা বেলক
আইনু—

সদা । মাথা করছন্তি !—হজুরের সাথে
আমগোর কি সবক হালা উড়িয়ার পোলা তা
জানিস ?

ভূতা । ন খারাপ করিছু কাই ?

সদা । আসন আন—ঠাকুরকে বসা—
আমি হজুরের সংবাদ দিবার লগে চললাম ।
—ঠাকুর—হজুরের খুশা—পুজা জন—

ভূতা । বাবু ত মাঝ হইছন্তি । বাপত
ভাইবত মোর সেনাপত দাশ কইনু—

সদা । কইনু ত—কইনু—রে ঠাকুরের
বসবার আসন দে—

ভূতা । দাদা ভাদার হউছি, বাবু মানক
মাথা বিগড়ি বাউছি । আস বাবু—আস—
খাইকিড়ি আসন আনি দেউছি ।

[প্রস্থান ।

মরলী ! আর এখানে বসব কান ? গৃহ
মথি চল—

সদা । আসেন—আসেন ।—

মুকুন্দ । কিরে হালী—আমাগোর বিয়া
কইবি ?—

মরলী । এত তুচ্ছ হইছিস হালী—আমার
দরের ধন—বন্ধের ধন—এত তুচ্ছ হইছিস—
মধুর হইছিস—আর আমি বিরহ জালায় জর
জর হইয়া দেশত্যাগ করছি ? কিহে লাভী—হা
করিয়া থাকছ কি ?

মুকুন্দ । বাঙ্গাল দেখিয়া ডর পাছিছ ?

সঞ্জীব । তোমরা কে ?

সদা । মহিষ্ঠ করেন—প্রণাম করেন—
আপনগর আজ্ঞা হইছেন !

সঞ্জীব । আজ্ঞা হইছেন কি ?

মুকুন্দ । বঝাইয়া বল ।

মরলী । আমাগোর দেশের ভাষা—ভাইট
কখন ত শুনে নাই—বুঝবে কান্ধা—

সদা । তোমার ঠাকুরদাদা খোঁকণ বাব !
বাব তোমার বাবার খুঁরা—

পাটলা । ও দাদা ! বাবা আমাদের
বাংলা !

মরলী । ঠিক ধরছা—ও মুখুজ্যা—হালী
আমার কি বুদ্ধিমতী হে ?

মুকুন্দ । হঃ—তোর বাপ যদি বাঙ্গাল হইল
—তুই কি হইলি !

সঞ্জীব । আমারও বাঙ্গাল ।

মরলী । ঠিক করেছিস ভাই—ঠিক
করেছিস । বকে আয় । বকে আয় ।

মুকুন্দ । আনন্দরে দেখবার চলেন ।

মরলী । কি পাঠ করছিল ভাই !

সঞ্জীব । ভূগোল পড়ছিলুম ।

মরলী । একবার কি পাঠ করছিল বল না

তনি । একবার কংসদেবর বাক্য শুনিয়া শ্রবণ
কুরাই ।

সঞ্জীব । পৃথিবীর আকার গোল ।

মরলী । হঃ । কি কইলি ? পৃথিবীর আকার
গোল ?

পাটলা । কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নহে ।

মুকুন্দ । আবার তাতে খাপচিকাটা আছে ?

সঞ্জীব । উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা ।

মরলী । হঃ—আবার চাপা হইল—এ তুচ্ছ
মইল কান ?

মুকুন্দ । ঘোর কলি—তাই ধরিত্রীর এই
তুচ্ছ হইছে ।

পাটলা । ঠিক কমলা লেবুর তায় ।

মরলী । ও মুখুজ্যা ! আক্ষেপ করিও না—
রস আছে—রস আছে ।

মুকুন্দ । তাইত এই রসময় লাভী হইছে
ও রসময়ী লাভিন হইছে—

মরলী । তোদের নাম কি ?

সঞ্জীব । আমার নাম সঞ্জীব—এর নাম
পাটলা ।

মরলী । হঃ ! পাটলা ?

মুকুন্দ । পাটলা ও গভীর নাম ।

সঞ্জীব । পটলডাঙ্গায় জন্ম বলে নাম পাটলা ।

মরলী । ও মুখুজ্যা—শুধু রস নয়—পিত্ত-
নিবারক রস ।

মুকুন্দ । হঃ—তাইত দেখছি !

মরলী । যেমন জল হইতে জাল—পটল
হইতে পাটলা ! চল—সদরাম চল—আনন্দরে
জ্ঞান প্রাণ অধৈর্য হইছে—

সদা । চলেন—চলেন ।

মরলী । এই লও দাদা—এই লও দিদি—

কিছু মিষ্টান্ন খাইবার লেগে—গ্রহণ কর ।

মুকুন্দ । সর্বস্বই তোমাগো—থাপছ কি

তোমাগের দাদা—তোমাগের দেহে মুখ
হইচে।—চল—চল বাঙ্গালী।

(সজীব ও পাটলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

পাটলা। তাইত দাদা। এত ভারী
মজা হ'ল!

সজীব। মজা হইল বইল আইল—আমরা
বাঙ্গাল হইলাম—

পাটলা। ও কি রকম কথা কচ্ছ দাদা?

সজীব। চুপ দাও—আমি বাঙ্গাল হইছি,
বাঙ্গালী স্ত্রী ছিলাম, বাঙ্গাল পুরুষ অইছি।

পাটলা। ও দাদা—অমন ক'রে ব'ল না—

সজীব। বৃকতে পারলিনি—ভাতিবাচক
শব্দের উত্তর জীলিঙ্গে দীর্ঘ ঙ্গ হয়, যথা—নদ
নদী, ঘট ঘটী, কান্দাল কান্দালী, বাঙ্গাল বাঙ্গালী।

পাটলা। একটা করে মোহর—চল দাদা
—হাতীর দাঁতের খেলনা কিনে আনি।

সজীব। তুই কিমগে যা—আমি এখন
ফুটবল কিনে আনতে চললাম।

সজীব ও পাটলা।

ব্রিজেস বাস্তবিক কোকেশর শব্দ।

গমকিন্ নাউ কুন্ডো প্রাউয়ান চান।

এমনটা একটা মজার চিক্ক, আই এ দিলে হলেন ইচ্ছ
উসারেতে জগার হলো নিউ হলো বাবা।

প্যারেও দিলে আইল্যাও একেবারে লও ভও—

শাঁটুক সব বেরিয়ে গেল রইল পড়ে খোঁজ।

ধমন্ মিলে নতুন রস, একেবারে ইসখনস—

বিজ্ঞ বুদ্ধি তাতেই বস হায়রে মজার ভাসা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আনন্দের অন্তরমহল।

শারদা ও আনন্দ।

আনন্দ। বা-বা! কি সুন্দরই সেজেছে।

শারদা। একবার অনীনের সম্মুখে আয়না ধর।

কমনীয় কাস্তিতে একবার নিরীক্ষণ কর।

শারদা। গেরস্তর সংসারের কাজ কৰ্ম
করতে হবে—একি আমাদের পোষার?

আনন্দ। আবার তুমি সংসারের কাজ
করবে কি? এ বৎসর পাটের মরসুম তবু পাইনি

—শেষ শেষ সমস্যা—তাইতেই পাঁচ হাজার
উপরি মেরে দিইছি। মরসুমে কি আর রাখবে।

—বাজার একদার থেকে কাটতে শুরু করবে।

তোমাকে একেবারে সংসারে ওপর সংসার—
তারও ওপর একেবারে তিন সংসারের মাথার

ওপর রেখে দেবো। তুমি ততোলায় চেয়ার
ঠেসে, টেবিল বেঁচে এসে, কিথের চোটে যেমন

কিড়িং ক'রে বেলটতে ঘা মারবে—অমনি
গোঁকিহীন দাড়ীসম্বিত তারকেছরের মানসিক

করা বাবাঠাকুর ডিসে করে একেবারে তোমার
সম্মুখে প্রাণীহত্যার পাতা ঘুলে ফেলবে।

শারদা। ওমা! সে আবার কি?

আনন্দ। যখন সন্মুখে পড়ে তারা স্থির
নয়নে তোমার শ্রীঅঙ্গর পানে চাইবে, তখনই

বুঝবে। এখন তা আর বলছি না।

শারদা। দেখো যেন অখাত ঘরের ভেতরে
চুকিয়ে না।

আনন্দ। আচ্ছা—আচ্ছা—পাত্ত কি কুখাত
তখন তুমিই বিচার করবে।

শারদা। তা যাহোক, এখন কালীবাতে
পূজা দেবার কি ব্যবস্থা করলে?

আনন্দ। তাই করবে। বলেই ত নিতাইকে
ডাকতে পারিবে।

শারদা। আমি ত একটা টাকা মাথায়
ঠেকিয়ে তুলে রেখেছি।

আনন্দ। বটে! মনেই ছিল না—টাকাটা
দাও তো কতকগুলো ঘাণ্ডা আনিয়ে সিঁচি

দিতে হবে।

শারদা। ওকি পাংগলের মতন বলছ?

আনন্দ। দাঁও না—শারো—আবার বচন ধর—এখন কালীর কাল গেছে। কালী ছেড়ে পৌর ভক্ত।

শারদা। ছি। ও সব কথা কয়ো না।

• আনন্দ। বেশ, এখন কইব না।—তাই ত, নিতেটা করলে কি? সাহেবদের যে বড়-দিনের সওগাদ পাঠাবো—তা কি কি সওগাদ করতে হবে—নিতেটা করলে কি?

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। আজ্ঞে হজুর। নিতাই কি বাস আছে? সকাল থেকে সাংগীটা সহর চরকি ঘুরছি। পেরু মটনের জুতা গেলুম হগ সাংহে-বের বাজারে, চিড়ির কাঁকড়ার জুতা গেলুম নুমবাজার—কমলা জুতা গেলুম বেলেঘাটার। আবার পণ্ডে আসতে আসতে রসগোল্লার কথা মনে পড়ে গেল! আবার ছুটে বাগবাজার যেতে হ'ল। সেখান থেকে এই আসছি।

আনন্দ। সব ঠিক?

নিতাই। আজ্ঞে সব ঠিক—বাড়ী থেকে নতুন ট্রে ক'রে সরপোষে মুড়ে একেবারে হজুরের কাছে সাজিয়ে আনছি। হজুর একবার চক্ষে দেখে আমার জীবন সার্থক করবেন আশ্রন।

শারদা। পাড়াগাঁ হ'লে আর এত শিগগির জোটা হ'ত না।

নিতাই। কেও না? কি স্কন্দর সেজেচ না। (প্রণাম) এইবারে ঠিক হ'লে—হজুরের বাড়ীর বর্ডান মানিয়েছে। পাড়াগাঁর কথা বলছ—আরে ছি—সেখানে হ'লে—এত ঘোরাপুুরিতে বাঘেই খেয়ে ফেলতো—রাত চারটের সময় থেকে ঘুরছি—ঘরখো বাঘ কি ভালুকের মুখে পড়লে তখনি তারা আমার মাথার বীর ফলার করে ফেলতো—

আনন্দ। পাড়াগাঁ এমন?

নিতাই। কইবেন না হজুর! কইবেন না—ও পািপ নাম মুখে আনবেন না—ও নামের ভেতরেই শিয়ালের দল হুকা হুকা করছে।

আনন্দ। ভূমি ও সব জানলে কি করে?

নিতাই। হজুর! এ অহাগার যে পাড়া-গেয়ে জন্ম!

আনন্দ। বটে! পাড়াগাঁয়ে বাসের জন্য তাদের আমি অসভ্য মনে করি।

নিতাই। করবেনই তা। পাড়াগাঁয়ের দোদে কথা কি বলব? সকালে ষাঁটা পাঁচ সের দুধ খেয়ে একটা মাঠ পার হ'তে না হ'তেই—পেটের নাড়ী আবার যে চৌ—সেই চৌ—সাদাদিন খেয়ে সেখানে নাড়ীর চৌ মারতে পারলুম না। এখানে টাকার চার সের দুধ—তাও বলে জলে ঘোরা—তার এক চুমক খেয়ে—ঘর্ণপটপটি দিয়ে তবে পেটের বাই মারতে হয়। না খেয়ে যে দেশে মাছুবে বাঁচে—এমন সহর—এখানে পাড়াগাঁয়ের নাম করতে আছে? আমাদের গ্রামের মিত্রিরে কলকোতার এসে চাকরী করে কি দূর্ভিক্ষে দেখেছেন না। তাগাদাদারের সকাল থেকে সঙ্গে গরুস্ত বাড়ীর দরজা ঠেঙাচ্ছে—আর তার গ্রামের লোক তার প্রকাণ্ড বাগানের সমস্ত ফল পাকড় লুটেপুটে খাচ্ছে। এই আমার কি দেখেছেন না? আমি কুলে তিনটে পেটের জুতা মজা ক'রে বগল বাজিয়ে বাজিয়ে হজুরের কাছে মোসাহেবী করছি। আর আমার জাতিরা আমার ভক্ত্যসনে কই ক'রে—হাল চাবে সহস্রসরের খোঁরাক তুলে নিচ্ছে।

শারদা। আমার পাড়াগাঁ দেখতে বড় সাধ হয়—

আনন্দ। ছি, ওকথা মুখে এনোনা—পাড়াগাঁয়ে কি মাছুবে বাস করে?

নিতাই। ছি ছি! বলবেন না মা, বলবেন না। সেখানে কলের জল নেই, ট্রাই নেই, গ্যাস ইলেকট্রিক লাইট নেই,—পথ হাঁটতে জুতো চলবে না,—চাকরী মিলবে না—কেবল চাষ কর, আর খাও। যত ভূতে বাস করে। ছি ছি! পদ্মা থাকতে পাড়াগাঁ! যখন অন্ন নিলবে না, ছোট আদালতের তাড়ায় কেবল হরিণবাড়ী আর ঘর—তখন মা লক্ষী আঁচলে মুড়ী বেধে, মরায়ে ধান পুরে, পুকুরে মাছ ভরে, এই সব আমাদের মতন হতভাগাদের আদর করে ডাক দেবেন—

(মুরলী, মুকুন্দ ও সদারামের প্রবেশ)

শরদা। না একবার পাড়াগাঁটা দেখতে হচ্ছে।

সদা। দেখতে ইচ্ছে হতেছে—তাহলে দেখবেন—আইসেন, আইসেন—

শরদা। ওমা এ কে গো? বাড়ীর ভেতর আসে কে গো?

(প্রস্থান)

আনন্দ। তাইত সদা! এ বাড়ীর মধ্যে কারে আনিছিস?

সদা। চিনছেন না—চিনছেন না—আপন-গার খুঁজ!

আনন্দ। কে আমার খুঁজো? বাইরে যাও—

নিতাই। বাইরে যাও—বাইরে যাও—কে ছজুরের খুঁজো বাইরে যাও—বাইরে যাও—তাইত! সেই ঠাকুর না? ঠাকুর বাবুর খুঁজো? ও কর্তী তুমি আজ পাড়াগাঁ—তুমি আমাদের কাছে সহরেগিরি ফলাও। একটু রগড় করতে হচ্ছে—ছজুর সহরের মাথা—সব চোকা চোকা কথা—কে খুঁজো, বাইরে যাও—

মুরলী। কি আনন্দ—চিনছিস না—তোর পুরী যে তোকে বকে কইরে মানুষ করে রেছে।

আনন্দ। আরে ম'ল! একি বিপদ?—এয়ে সব সম্বয় বায় দেখছি?—এই অসভ্য আমার খুঁজো জানলে—আর কি আমার পুরার থাকবে?—কে তোমাকে এখানে আসতে বললে?

মুরলী। মাঝার টানে আসচিরে—মাঝার টানে আসচি।

আনন্দ। যাও যাও—

নিতাই। যান—যান—বড়দিনের ছুটিতে বাবু পাঁচজন সভ্য বন্ধু নিয়ে আমোদ করবেন—তা না করে সকাল বেলা—কি বীভৎস দৃশ্য—কপালে কোঁটা—মাথায কল্কাবনী পাকড়ি—তাথেকে টিকি বুলছে—ভুধু পা, তাতে ভীমের গদা—সর্বনাশ করলে—সব আমোদ যাঁটা করলে—

আনন্দ। হাঁ হাঁ—বালাকালে একজন পূর্ব বঙ্গের স্বীলোক আমাকে মানুষ করেছিল বটে—কিন্তু তাতে কি—আমার খুঁজো খুঁজো কেউ নেই—

নিতাই। আয়া—আয়া—আঁয়ার মতন মানুষ করেছিল—কেউ নেই—হাউসওলা সাংবে বাবুর আবার টিকি এলা খুঁজো কি?

মুরলী। ও মুকুজ্যা—এ কানরটা কয় কি?

মুকুন্দ। ভ্রমাব—আবার কইবে কি? বানর ত পাথুরে খুঁদেই লিখছে—চলি আইস—আইস—মর্যাদা বাইবে। রামেশ্বর ঠাকুরের সম্মান—হুই পাঁচ ইংরাজী পরিয়া বানর হইছে—চলি আইস—চলি আইস—

মুরলী। ও আনন্দ কইলি কিরে—সত্যই ত তুই যাঁগা হইলি!

আনন্দ। দেখ মুখ ধারণ কর না।—যাও, নাও ত নিতাই—হুঁতনকে গোটা হুই টাকা দিয়ে বিদেয় ক'রে দাও ত!

নিভাই। হুকুর হাতে জীমের গলা—
বিশেষতঃ আপনাব আহার ঘামী—অপনি দিন।

আনন্দ। এই নাও—ছোটো টাকা নিয়ে
চলে যাও—এখানে থাকবার ঠাই হবে না—

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুকুর! সাতের ডাবাখণ্ড দেউ-
ছন্তি—খানসামা দেউড়ীপের খাড়া হইছন্তি।

আনন্দ। দে সদা, বামুন ছুঁজনকে বিদেহ
করে দরজা দে। ভালী আপদ কোণা থেকে
ভুটলো দেখ। (প্রস্থান)

নিভাই। এ কোথায় এসেছেন প্রভু ?
আপনি নিষ্ঠাবান হিন্দু—এখানে কেন এসেছেন—
মরলী। বেরই ভ্রম করছি—আনন্দ এমন
বৃত্ত জানলে কি আসতাম ?

নিভাই। বাবর মাথা পাঁচ শালা পড়ে
খারাপ করেছে—বাবু—বাবু! কিত্রে এসে
গুরুজনের মর্গালা রাখুন—বাবু—বাবু!—

(প্রস্থান)

মুকুন্দ। আস বাকুয়া—আম—

মরলী। অসভা—মুখ—পরমা দিরা আমা-
গোর তাড়াইচ—দোর বাড়ী প্যাচ্চাপ করি না।

(উভয়ের প্রস্থান)

(শারদা ও স্বামী)

স্বামী। দেখছি কি ? ফিরিয়ে আন—গুরু-
জন, হাতে রক্তাকোপ—সব যাবে—ও দুদিনের
ভ্রম তাড়াকি কিছু থাকবে না।

শারদা। তাই ত স্বামী—এ পরিকল্পনা কেমন
করে যাই ?

স্বামী। এখন ত বাও—আগে ব্রাহ্মণের দাগ
খামাও, তার পর যা হয় হবে—

আনন্দ। ও শায়ে আমায় ধরো। বাউয়েল
ফেল, সব গেল আমায় জেলে যেতে হলো—

তৃতীয় দৃশ্য ।

পথ ।

স্বামী ও চাকর ।

স্বামী। মহরকে সেগান টুকে বাই চলে কাশী।
পুরুষ। মু যিষ ভু সাধের সাথ নিয়াড়ে গল দিব চাঁদী
স্বামী। মা ছিল কাঠ কুড়ানি (স্বামী) হাতে এলুম রাণী,
গোড়া বরাহ ফিরলো নাকো যে দাসী সে দাসী ;

আমি এমন রূপসী,

কোর বরাহে ভুটলো উড়ে ছিছি পার চানি
পুরুষ। মু ভুক বে ভালবাসি ।

স্বামী। আমি সেই পেটা চুন্নি চাল বাড়নি,

পুরুষ। মু পাশে কসে খাদ কসি ।

স্বামী। চল দেশে চলে যাউ,

পুরুষ। ধাঁই কিড়ি ধাঁই কিড়ি ধাঁই,

উভয়ে। লাকুল কাল পাড়ি মাঠ যাকু হাল চমি ।

চতুর্থ দৃশ্য ।

আনন্দের বাটী ।

মরলী ও মুকুন্দ ।

মুকুন্দ। চলে চল—

(শারদা মরলীর সম্মুখে বাইরা প্রণাম)

মুকুন্দ। আরে মাম ছুঁইছে—জাতি গেল—
জাতি গেল—

শারদা। ঠাকুর! ক্রোধ করবেন না—

আমি আপনাব অভাগিনী কত্তা ।

মরলী। কে মা তুই ? আনন্দের পু—

একি বেশ করছিস মা ?

শারদা। ঠাকুর হুখনি ত্যাগ করছি—

মরলী। রামেশ্বর ঠাকুরের কণ্ঠের কুলবধু

—মা লক্ষীর মতন রূপ—একি বিজাতীয় সাজ
সেছেছিস মা ?

শারদা। বাবা! এখন আপনাব সম্মুখে
পুড়িয়ে ফেলছি। আজ স্বামীর আদেশে এ
বেশ প্রথম পরেছি—ভগবানরূপে আপনি
আমাকে রক্ষা করতে এসেছেন—আমাদের

কর্মহাণী রক্ষা করতে এসেছেন। আপনি
যে প্রাশস্তিত্বের আদেশ করবেন, তাই করছি।

হুঁ মৃদু ভ্রাতৃপুত্রকে ত্যাগ করতে পারবেন না।

(বীর প্রবেশ)

বী। এস বাবা—এসো—ভাত সাপ
চোঁড়া হ'লে যে মুগ উলটে যাবে। দয়া কর
বাবা—দয়া কর—

মুরলী। ও মৃগজ্যা—নায়েব মধুর বচন
শুনিলে আবার যে হৃদয় দ্রব হইয়া গেল।

বী। মা বড় ভাল—মা বড় ভাল—যেয়ে
নি বাবা—অকল্যাণ করনি বাবা—অকল্যাণ
ক'র নি—

মুকুন্দ। ভোজনীর অপবাদ কি? তাহের
শালার স্বামীগুলাই—মাগীগুলারে খারাপ
করছে।

(পাটলা ও সস্ত্রীবের প্রবেশ)

উভয়ে। সে কি দাদাজী! কোথায় গাবে?
যেখানে বাবে আমরা তোমার সঙ্গে যাব—

মুরলী। ও মৃগজ্যা আবার মায়ের ভড়াইলাম।

মুকুন্দ। আমরাও ত তাই—হইল—মৃগ
পুত্র—তানার উপর ক্রোধ কইরা কি হইবে—
জননী! তোমার স্বামী বৃত্ত অইলে কি হয়,
তুমি সদবংশের কন্যা—

(নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। মা! তোমার পুণ্যে—তোমার
স্বামী আজ সর্কনাশ থেকে রক্ষা পেলে—আমি
পথে যা শুনে এসেছি—ভয়ানক কথা—বলতে
সাহস করছি—

শারদা। কি বল—গুরু ত্যাগ করতে
চলেছেন, তার চেয়ে কি আর সর্কনাশ হবে?

নিতাই। বাউয়েল কোম্পানী শুনছি ফেল
হয়েছে—এই বড়দিনের বন্সেই—একেবারে
আফিস বন্ধ।

শারদা। তা হলে ত আমরা পথের ভিখারী
হয়েছি—

নিতাই। এই কী বৎসর ধরে লোকসং
দ্বিচ্ছিন্ন—কিন্তু চুপি চুপি ঠাট্টে বজায় রেখেছিল—
আমার বাবাকে কতকটা ঠিকিয়ে লাভ দেখিয়ে
তাকে দিয়েই কারবার চলিয়েছিল। এখান
পাটের বাজার একদম নেমে গেছে। মগরা
হাটে লাভ শুধুমাত্র চাল গুনে ছিল, সব পাটে
ভাটিভেটে হয়ে গেছে।

মুরলী। বেশ হয়েছে—অনিষ্ট ঘটকাল
চাকরী করে কি কাল?

শারদা। কিছু না পিতা—যা উপার্জন
করেন, তা কেবল খাওয়া আর বাসনা'রই
কুরিয়ে যাব—

মুকুন্দ। তবে ত বুকের ব্যাগার খাটতে—

নিতাই। সবাই তাই করছে দেবতা—
সবাই ভূতের ব্যাগার খাটতে—আনছে, নিচ্ছে,
খাচ্ছে—আর যেই চোক বুজছে অমনি সব
ফাঁক। স্ত্রী অমনি ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল কন্সে
ভুটো পাঁচটা ছেলে মেয়ের হাত ধরে দরখাস্ত
পেশ করছে। ও হাজার টাকা থেকে আরম্ভ
ক'রে দশ টাকার কেরানী পর্যন্ত সবাই আঁকি
কাল ভূতের ব্যাগার।

মুরলী। বেশ হইছে—আবার বাছাধনরা
দেশে ফিরে—চাষে আইল।

শারদা। আমরাও ত সব গেল নিতাই!

মুরলী। তোমার কি বাইবে জননী?
তোমার পুত্র কন্যার লগে আমি মানিক আড়াই
হাজার টাকা আয় রাখছি—হালা হালিরা তার
কত বাইবা?

শারদা। দয়াময় নারায়ণ! কোথা থেকে
কন্যাকে রক্ষা করতে এলে? আমার যে মাথা

গুলিয়ে যাচ্ছে—আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুকুন্দ। মূৰ্খ আমাগোর ভিখারী জ্ঞান করিও দুইটা টাকা ছুইরা দিল।

সঞ্জীব। অপরাধ হয়েছে দাদা! অপরাধ হয়েছে—আমি বাবার হইয়া নাক মর্দন করছি—

মুকুন্দ। দূর হালা—বাকাল দেহা। আমাগোর তোমাসা করচো?

সঞ্জীব। দাদা—দাদা আমিও তোমাদের সাথে বাকাল হইছি।

মুরলী। তবে চল হালা কলকাতা ছাইরা আমাগোর তাহে চল।

সঞ্জীব। চল দাদা—আমাদের বেশে ঘাই।

নিতাই। বলতুম ত না। তোমার পুণ্যে তোমার স্বামী রক্ষা পেয়ে গেলেন।

মুরলী। তোমারই পুণ্যটা কম কি, তুমিও দাওরান হইলা—

সদা। আর আমার ক্ষুর চাঁটা বরাত—আমি খানসামাই হইলাম।

মুকুন্দ। তা করবি কান—তাহে ঘাইরা ক্ষুর লইয়া তোর মনিবের মত ব্যাব্জলার মাথা কাটুরী করুবা—তাহে অনেক বৃত্ত হইচে।

তোর অনেক টাকা উপার্জন হইবা।

পঞ্চম দৃশ্য।

ধর্মতলার মোড়।

বিলাসিনীগণ।

সহর ছেড়ে কেমন করে যাব পাড়গো।

ঘুরছে মাথা টলছে পা চরণ চলে না।

সম্বন্ধে নাকো মন

আশে বাধছে নাকো হৃদয়

সেবা নাহিক যে ইচ্ছা কর্ত্তব্যসি, বাগান আলিপুর।

বুট দিয়ে পাচ চলবে কোথায় এক হাট কালা।

প্যাসের আলো নাইক পার্ক

দিবানিশি কেবল ডার্ক

থোতে হবে ধানে ভাতে ফলন হবে না।

পানী পুষ্কর বুক ডর ডর কে নায়ে বাবা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আফিসের সম্মুখস্থ বাগান।

(জনতা)

১ম নাগরিক। ও কেউ টের পেনে না গা।

—ভেতর ভেতর জাল শুটুচ্ছে কেউ ধরতে পারিলে না।

২য় না। অনেক লোককে ফাঁসিয়ে গেছে।

(নিতাই ও আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ। ও বাবা কি হ'ল—ও সাহেব কি করলে?

১না। এইরে জন, ডি, বামিন্সি আসছে।

আনন্দ। ও সাহেব—ও বাড়িয়েল সাহেব—

১ম না। আর সাহেব—সাহেব—একশ—কলসো।

আনন্দ। তাই ত কি সর্বনাশ হ'ল? আমার ঘাড়ে দেনা চাপাবে ব'লে—আমাকে

দেদিন চারশকি করে পাচ হাজার লাভ দিয়ে দিলে। ও বাবা বাড়ী ঘর সব বাধা দিয়ে,

দ্বীর থাকিছু ছিল, তাই নিয়ে যে মুক্কুসিগিরি নিয়েছি গো।

নিতাই। ও সাহেব! তোমার ভেটকি মাছ পচছে যে হে—তোমার পেত্র যে চিলি দেশে উড়ে গেল—ও সাহেব কি করলে?

বাবু যে সকল বেলায় দুটো বামুনকে ছুটো টাকা ঠক করে বকসিস দিয়ে পুণ্য করে এলো গো।

তার ফল এই হ'ল?

আনন্দ। ও নিতাই কি হবে?

নিতাই। হরিণবাড়ী হবে, আর কি হবে—
মেয়ে ছেলে গুলো পথে ভিক্ষে মেগে খাবে—
আনন্দ। হ্যাঁ—এই আমার চাকরীর
পরিণাম ?

নিতাই। চাকরীর চিরকালই এই পরিণাম
—বড় জোর চুপুফু—বাবু! তোমার হব বেই
ডিপুটার পোর বাড়ী দেয়ার বিক্রী হয়ে গেছে।

আনন্দ। আমারও যে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রী
হব নিতাই।

নিতাই। বাঁচা ছাড়া—

আনন্দ। কি বললি নিষ্ঠুর ?

নিতাই। ও নিষ্ঠুরেরও যা বলবে, ঠুরেও
ওই বলবে।

(মহাকনের প্রবেশ)

১ম মহা। মুচ্ছকি কোয়ানে গেল ?—

২য় মহা। মুচ্ছকি শালা কাঁচা গিয়া ?

এই যো—

১ম মহা। হালার পুং যাঁও হইছে—

নিতাই। দেখ শালারা বাবুকে গাল দিগনি।

১ম মহা। গালি দিয় না ?

২য় মহা। গালি কাছে নেই দেগা ?

১ম মহা। আমাগোর হয়ে মজাইছে—
গালি দিয় না ?

নিতাই। শালারা পয়সা পাবি, পয়সা দিগি
—বাবুকে গাল দিবি কেন—ফের যদি গাল দিবি,
তাহলে এক চড়ে তোদের গদিগানির অবসান
করে দেবো।

১ম মহা। টাকা দিগেন—হী বাবু ? টাকা
দিগেন ?

নিতাই। টাকা দেবেন না ত কি—তেলি
জুড়ির পয়সা বাবু ঘরে রাখবেন ? গাজল
দিগে ধুয়ে তবে টাকা ঘরে তুলতে হয়। নইলে
কার সাধি বাবা, তোমাদের টাকা হজম করে ?

(মুরলী ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুরলী। কি হইছে ?

নিতাই। এই বাবুর কাছে টাকার তহী
ক'রে এই শকুনি বেটারা গাল পাড়ছে।

মুরলী। কত টাকা ?

১ম। আইজা—সর্বশুদ্ধ কিছু কম লক্ষ
হইবে।

মুরলী। তবে মাত্র লক্ষ—আর নয় ?

মুকুন্দ। তার লগে আনন্দিরে গাল
পারতেছে কোন ছালা রে ?

নিতাই। সব খালাই করছে।

মুকুন্দ। বাকুখা—বাহির কর।

(মুরলী উকীশ হইতে নোট বাতির করণ)

সকলে। তাই ত একি রে—মুগডির ভেতর
খাসা চাল !

মুরলী। এই লও মুগজা লক্ষ।

মুকুন্দ। এই লও—সই কটরা মুগা লও।

২য় ম। হামারা দশ হাজার হায়—

নিতাই। নে শালা—মক্ষি শালারা,
শকুনি শালারা নে। তোদের যেন জন্ম জন্ম
নিতাই হয়—কাউকে দিতে না হয়।

মুরলী। ওঠ আনন্দ—ওঠ—বেলা হইছে—
মুখ শুক হইছে—যা রোদিন করাচেন গৃহে চলে।

আনন্দ। খুড়ো ম'শায়—পিসে ম'শায় !
অফের চক্ষে আপনাদের যে চিনতে পারিনি—
বড়ই অপমান করছি।

মুরলী। কি করছো ?

মুকুন্দ। পুত্র কুয়ি—উঠ।

আনন্দ। তাই ত কি করেছি !

মুরলী। কিছু কর নাই—উঠ।

নিতাই। এখনও চিনতে পারিনি বাবু !
এখানে থাকলে পারবে না। সেই কর্কশ
কোমল হস্তিকার স্পর্শনা পেলে এ কুহকমর

মহরে জ্ঞান ফিরবে না—সেই কোলাহলিনী
নদীর স্রিক জল চোখে না দিলে দৃষ্টি ফিরবে না
মুরলী । (১ম মহাজনের প্রতি) তুই
কেভারে ? তোরে যেন চিনি চিনি করছি—
তুই কেভা ?

১ম । আমি বুদ্ধিবরণ ।

মুরলী । চিত্তবরণের ছাওয়া বুদ্ধিবরণ ?

১ম মহা । আইজ্ঞাহ । তিনি হন কে ?

মুরলী । কোতলপুরের বাকিব্যা—

১ম মহা । হঃ ! আগের রাজা ! তিনি
হন কে ?

মুরলী । আমার শত্রুশত্রু বিটা ।

১ম মহা । হঃ ! করলাম কি ? মুখে আগুন
জ্বালিলাম ? বাবু আপনার শত্রুশত্রু ? আমি
জানিতাম বাবু কলকাতাই ।

মুরলী । তোরাও ত কলকাতাই হইছিস
—তুচ্ছ অথ লোভে ব্রাহ্মণের গালি পাইছিস ।

১ম মহা । কি করলাম—? মুখে আগুন
জ্বালিলাম । আমি অর্থ লইমু না ।

মুরলী । অর্থ লইবা না কান—দক্ষতঃ অর্থ
পাশা—লইবা না কান ? আমােরে শ্রী করবা ?

মুরলী । তবে নাকে খং দাও—ব্রাহ্মণেরে
আর কট কথা কইবা না ।

নিতাই । আর তুমিও বাবু নাকে খং দাও
—এমন দেবতা খুল্লপ্রান্তের চরণ ধর, আর ছেড়ে
না । আর সকলকে বলি, ভাই সব—যাদের
দেশ আছে—যাদের চাকরী থাকা না থাকা
উভয়েই তুলা—তারো দেশে যাও । যান অভ্যমান
বিসর্জন দিয়ে ভগ্নসেহে নগ্নপদে মা বসুমতীর
সেবা কর—না ভায়ে ভায়ে দন ধাত্তের ডান
নিয়ে তোমাদের ভক্তি সাধন করবেন ।

উজ্জ্বল দৃশ্য ।

শিরে লয়ে ডাল এস কমল—

অশেষ চালিয়ে দাও মা ।

হন হারে সারা শিশু বিশেষভাবে

কল্যাণ নহনে দাও মা ।

কমল কর না বুলায়ে দাও

সব দুঃখ জলা তুলে মা দাও

শুখ শক্তি ছাড়া শুখ দুটী খাওয়া—

খেতে দাও খেতে দাও মা ।

দুঃখ বিদ্য শত জপবাধ—

তুলে দাও তুলে দাও মা ।

যবনিকা ।

নারায়ণী ।

উপন্যাস ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১২ সাল ।

প্রিয় সোদরোপাথ্য স্বস্ত্য

বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কাররূপ

শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে

“নারায়ণী”

উপহার প্রদত্ত হইল।

নারায়ণী ।

অবতরণিকা ।

সন্ধ্যাপূর্ণে ভিতরে জনার জঙ্গল-
পেসিকা। কলিকাতা হইতে পুকুরিয়ার পথ
দিয়া বাঁচি ঘাইতে হইলে, এই জনার জঙ্গলের
পার্শ্ব ভেদ করিয়া ঘাইতে হয়। আগে পথে
বড়ই বাঘের উপদ্রব ছিল, এখন এক রকম নাই
বলিলেই হয়,—মাকের মাকের দুই একটা উপ-
দ্রবের কথা শুনা যায় এইমাত্র। প্রায় দশ
বৎসর পূর্বে এইরূপ একটা উপদ্রব ঘটিয়াছিল।
একটা নরখাদক বাঘের দৌরাডো দিন
কয়েক পথিকের এই পথে চলা ফেরা ভার
হইয়াছিল।

বাঁচির একজন হাকিম সাহেব, সেই বাঘ
শিকারে রতসময় হন। তিনি কতকগুলি কোল
অনুচর, ও গোটাকয়েক কুরুর লইয়া জনার
জঙ্গলে প্রবেশ করেন।

জঙ্গলের ভিতরে প্রবেশি হইয়া স্তব্ধবেশে
তীরস্থ একটা স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা
সাহেবের কুরুরগুলা চীংকার করিয়া উঠিল।
বাঘের সম্মুখান অনুমান করিয়া সাহেব ভূতা-
গুলাকে কারণ-নির্দীরণে আদেশ করিলেন।
অনুসন্ধান করিতে ঘাইয়া সোমরা কোল বিকট
চীংকার করিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল, লছুয়া

বিকট মস্তকের ভাব দেখাইল, আর কুরুরা
কিয়ৎক্ষণের জন্য বোবো হইয়া গেল। সাহেব
হস্তীপাঠে ছিলেন,—হস্তীও সহসা গমনে বিরত
হইল। মাহাতের প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া এক
স্থানে দাঁড়াইবা শুণ্ড তুলিয়া প্রহারজনিত কাত-
রতা দেখাইতে লাগিল।

তউল কি? বাঘই যদি বাহির হইয়া থাকে,
ত সে বাঘ কোথায়? সমুখে স্তব্ধবেশের জন
তব তব করিয়া বহিরা ঘাইতেছে—বাঘ কই?
পার্শ্বে যতদূর দেখা যায়, দেখা গেল কেবল
বিহল-নগ্নিষ্ঠি স্তব্ধবেশে-তীরশোভা শালতর।
অদূরে বাঘের অস্তিত্ব বুঝা গেল না।

সাহেব শুধু বিম্বিত হইলেন না, কিছু
বিপন্নও হইলেন। কুরুরগুলা সমভাবে চীংকার
করিতেছিল। মাহাতেরও শুণ্ডচালনের বিরাম
ছিল না। সোমরা তখনও উঠে নাই, সেই
ভাবেই মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। কুরুরা
তখনও পর্য্যন্ত বাক্যক্ষুর্বি হয় নাই, লছুয়ারও
প্রাণ-পদবির্ভনের লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না।
কাগণনির্দীরণের জন্য সাহেব বন্ধুকের আওয়াজ
করিলেন। বন্ধুকের শব্দে সোমরার সংজ্ঞা
ফিরিল।

সাহেব সোমরাকে মুচ্ছিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না করিয়া সে ক্ষুব্ধ অঙ্গুলি নির্দেশে সাহেবকে একটা প্রকাণ্ড শালগাছ দেখাইল। সাহেব দেখিলেন, বৃক্ষ-চূড়ে পরস্পরাবলম্বী শাখার বেটনে ঘন পত্রাবরণে কতকগুলি নরকফাল অবস্থিত রাখিয়াছে।

সাহেব কারণ নির্ধারণে সমর্থ হইয়া তদগুণেই প্রফুল্লতার কিঞ্চিৎ ভাব দেখাইলেন,—অর্থাৎ এক বিকট হস্তে এবং সেই হস্তের বিকটতর প্রতিধ্বনিতে সহসা সেই বনভাম বিকম্পিত করিয়া তুলিলেন। কুকুরগুলি মহর্ভ্রমধ্যে নীরব, নাতঙ্গ-শুণ্ড ভূমিসংলগ্ন।

হতভাগ্য কোলগুলার পৃষ্ঠদেশ প্রভুর এক অত্যুৎকট আনন্দের অংশভোগে বিরত হইল না। সাহেব হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিলেন। প্রহার-মান্নিরামিত হইয়া সকলে বক্ষারোহণ করিল।

কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহারা কঙ্কাল কয়ী স্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

অগত্যা সাহেব নিজে বক্ষারোহণ করিলেন। কঙ্কালগুলিতে বৃক্ষচ্যুত কারবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল! সাহেবের বোণ হইল, তররকর্ষক অপদ্রব্য হইবার ভয়ে বৃক্ষ যেন স্রবণের মলিগুলিকে বাজবহী দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রমবাহনময়ী ভ্রম্য তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তদ্বারা কতকগুলি শাখা ছিন্ন করিলেন এবং কঙ্কালগুলিকে বৃক্ষ হইতে পৃথক করিয়া ভূমিতে আনিলেন।

তিনটা নরকফালের মধ্যে দুইটা পরস্পরকে এমন ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল যে, সাহেব শত চেষ্টাদিও সে দুটিকে পৃথক করিতে পারিলেন

না। যে কঙ্কালটা পৃথক, তাহার কটিতটে ও গাছি হৃক্ষ স্ববর্ণশূভ্রলম্বন্ধ একটা জপার টি ছিল। সাহেব দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলে ডিপাটা খুলিলেন। তাহার ভিতর হই অহিফেনের গন্ধ অম্লভূত হইল।

সাহেবের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি তিনি অপর কঙ্কালগুলিতেও কিছু নার্ণা মিলে কি না দেখিবার জন্ত সন্ধান আ করিলেন। সন্ধানের ফলে তিনি একটা ক লের গলদেশে বহুমূল্য মণিময় হার দেখি পাইলেন। সেই অপূর্ণ কণ্ঠভূষণের মধ্য তখনও পর্যন্ত সরুজল ছিল। অপরটার ও কিছু ছিল না। তবে তাহার এক হা অঙ্গুলিতে একটা স্বর্ণ অঙ্গুরীয় এবং অ হস্তের অঙ্গুলিরদ্বয়ে সংলগ্ন এক টুকরা হ কাগজ তখনও পর্যন্ত ধারণের দৃঢ়তার পরি দিতেছিল।

সাহেব ভাবিলেন, একি অদ্ভুত আবিষ্কার! তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত নরনের সমক্ষে হার উপস্থানের সমস্ত ছবিগুলি যেন যুগপৎ জাগি উঠিল। যেখানের যে জিনিষটি, তদবধি রাখিয়া, সাহেব কঙ্কালগুলিকে গৃহে আনিলেন।

এই কঙ্কাল তিনটা পাঁচি নগরীকে একত্র কোলাহলময়ী করিয়া তুলিল! কামিনী সাহেবের হাতী ইহাদের মধ্যে একটা কঙ্কালে আশ্রয় লইবামাত্র বিকট চীৎকার করিতে করি প্রাণ বিসর্জন দিল। সকলে শুনিла। না জনে নানা কথা কহিতে লাগিল। কামিনী সাহেব হইতে আশ্রয় করিয়া একটা ক্ষুদ্র কো রমণী পর্যন্ত কঙ্কাল সম্বন্ধে কিছু না কিছু কার্য্য ছিল। কেহ হাসিয়াছিল, কেহ অশ্রুস্রবণ করিয়াছিল, কেহ বা কঙ্কালের উদ্দেশ্যে প্রশংসা করিয়াছিল, কাহারও বা আপনাআপনি

ভিতরে হু দশটা ভূতের গল্প তুলিয়া মনের
আবেগ মিটাইয়াছিল ।

রাঁচি এমন হইল কেন ? ককাল তিনটার
কি এমন বৈজ্ঞানিক শক্তি ছিল ? এককাল
কাহীদের ?

প্রত্যহ্নবিং কতকগুলি পণ্ডিত সেই সময়ে
কোলজাতির আদি পুরুষ নিদারূণের ক্রম ছোট
নাগপুরে গিয়াছিলেন । তাঁহারা হামগড়ের
পাহাড় হইতে একখানা প্রকাণ্ড পাথর বুড়াইয়া
সেই খানাই কোলজাতির আদি পুরুষের ভগ্না-
বশেষ স্থির করিয়া তাহার উপর চকমকি ঠাকিতে
ছিলেন । দেখিতে ছিলেন, তাহার ভিতরে
জীবনবহুর একটি মাত্র ও ফুলিঙ্গ আছে কি না ।
সকলে হতাশ হইতে বাইতেছিলেন, এমন
সময়ে সেট ককাল ককাল গল্প তাঁহাদের
নান্দিত্য প্রবেশ করিল । আনন্দোৎকর্ষ
হইয়া তাঁহারা রাঁচি আগমন করিলেন ।

প্রবলবেগে পরীক্ষা চলিল । কেহ ককাল
ককালভাঙ্গারে গোলকের পান শুনিতে পাইলেন ।
কেহ বা স্বপ্নদর্শনে দেখিলেন, অস্তিত্ব ভিতরের
আগ্নিক কল্পন লহভাবে না হইয়া আড়ে
হইতেছে । স্বতরাং উহা মান নয়, আদি কোলের
প্রতিভার আলোক । কোন মহাত্মা দুর্গাও-সন্নিভ
অস্তিত্ব যমীবর্গের চাহা দেখিতে পাইলেন ।

তখন স্থির হইল, স্বতন্ত্রাবস্থিত ককালটাই
কোলজাতির আদি পুরুষ, নইলে সোণার শিকলে
বাধা রূপার ডিবা হইতে অহিফেনের গন্ধ বাহির
হইবে কেন ? ককাল গাছে উঠিল কেমন করিয়া ?
অমন হয় । নহিলে প্রত্যহ্ন চক্ৰিবে কেন ?
ছোটনাগপুরে সোণার খনি ককালের গায়ে
লাগিয়া বাসায়নিক প্রক্রিয়ার শিকল হইয়া দৈব-
যোগে শালবীজ তড়ুয়াইয়াছিল । শেষে কৃত্তিকা
ভেদ করিয়া গাছের সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে

উঠিয়াছে । সকলে সর দেখিল, কিন্তু মূর্থ
যদি কেহ সেখানে থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে
পাইত যে, হাড় দুর্লা গজাইয়াছে ।

কিছু দিন পরে কলিকাতার এক বিশিষ্ট
ইংরাজী সংবাদপত্রে একটি বিস্ময়কর সংবাদ
প্রকাশিত হয় । আমরা নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ
দিলাম ।

“এতদিন পরে অনন্তপুরের বিদোহী রাজা
বীরচন্দ্র সাহীদেবের ককাল আবিষ্কৃত হইল ।
জনাব ভীষণ ভঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড শালবৃক-
শাখায় এই ককালটী বিলম্বিত ছিল । রাঁচির
জ—সাহেব শীকার করিতে বাইয়া ককালটাকে
দেখিতে পান । হতভাগ্যের মুখে নিদ্রার
চিহ্ন এখনও বিস্তারিত । পাণিষ্ঠের ককালুলি-
ককালের শোণিতচিক্র এখনও সম্যক্ বিলুপ্ত হয়
নাই । ত্রিশ বৎসরের দারাবর্ষণও সে ককাল
প্রক্ষালিত করিতে পারে নাই । বিকৃত বদনের
বিকট দন্তবিকাশ অবলোকন করিয়া সাহসী
বীরপুরুষ হইলেও আবিষ্কারকে ভয় পাইতে
হইয়াছিল । হতভাগ্য দিনকয়েক বড়ই উপদ্রব
ক'রয়াছিল । দিনকয়েক ছোটনাগপুরে ইংরাজ
পুরুষ ও মহিলাগণের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া
অহত-প্রাণত তনলে আপনাকে আহতি
দিয়াছিল ।

“এই সঙ্গে আরও দুইটী ককাল আবিষ্কৃত
হইয়াছে । বড়ই বিষয়ের কথা, ককালদ্বয় পর-
স্পর বিজড়িত ছিল । একটি স্থিলোকের বলিয়াই
অভ্যমিত হয় ! অপরটী পুরুষের । কিন্তু ‘নেটিভের’
নয় । তাহার অস্থলি-ককালে যে অস্থলি ছিল,
তাহাতে ইংরাজী অক্ষর আদিষ্ট হইয়াছে । একটি
অক্ষর ‘সি’, বোধ হয় চার্লসের আশঙ্কর । অপরটী
ওরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা হইতে
কানও কিছু বহুত উদ্ঘাটিত হইল না । কেহ

কেহ অনুমান করেন, ইহা সেই নিরুদ্ভিষ্ট চার্লস ব্রাউন। ব্রাউন বিলাতের প্রসিদ্ধ লর্ড—এর ভাগিনেয়। সিপাহীবিদ্রোহে ইতিহাস লিখিতে তথ্যসংগ্রহের জন্য তিনি ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া অমুক ব্রাউন তখন ছোটমাপপূর্ণে কমিসনার। ব্রাউন খুড়ার গৃহেই অতিথি ছিলেন। সহসা একদিন তিনি নিরুদ্ভিষ্ট হন। আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই। বুঝি এতদিন পরে মিলিল। কিন্তু ব্রাউন রমণী-কর্তৃক বিজড়িত হইয়া কেমন করিয়া গাছে উঠিল? বড়ই বিস্ময়ের কথা।”

আর একখানি সংবাদ-পত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

“ধন্য প্রেম! ধন্য তোমার মহিমা! তুমি মানুষকে কতই না উচ্চ করিতে পার! তোমার রূপায় মহাত্মা ব্রাউনের দেহ মাটি ছাড়িয়া ত্রিশ হাত উপরে উঠিয়াছিল। গাছের ডালে বাধা না পাইলে এতদিন ব্রাউন কত উপরে উঠিতেন তাহা কে বলিতে পারে?” ইত্যাদি

তৃতীয় আর একখানি পত্রিকার এইরূপ লিখিত ছিল :—

“রমণী! তোমার প্রেমের কি এতই আকর্ষণ যে, ইহার জন্য একজন বীরপুরুষ কঙ্কালবান হইয়াও ত্রিশ বৎসর ধরিয়া একটা গাছের ডালে ঝুলিতেছিল? কিন্তু এ মহিলা কে? অবশ্য তিনি সম্ভ্রান্ত বংশীয়। কেন না তাঁহার কণ্ঠে মণিময় হার ছিল। রমণীর প্রেমের কি এতট উত্তাপ! এই অজ্ঞাতনামী প্রেমময়ীর কঙ্কালবশিষ্ট ক্ষুদ্রের উত্তাপে সেই অপূর্ণ হার এবং তৎসংলগ্ন মহামূল্য মণি অদ্বারে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মিথ্যাবাদী হতভাগ্য কৃষ্ণাঙ্গুলা বোধ হয় এ তথ্যে বিশ্বাস করিবে না। তাহার হৃদয় বলিবে, যাবৎকারক হারগাছটী আত্মদান্য করিয়াছেন। ক্ষমর এই মিথ্যাবাদী পুণ্যকে রক্ষা করুন।”

আমরা এই ঘটনাস্থল সম্বন্ধে যে একটা গল্প শুনিয়াছি, তাহাই আজ পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

নারায়ণী ।

প্রথম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত সুনস্তুপুর একটা পার্বত্য গ্রাম । এই গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে একজন বড় জমীদার ছিলেন । তাঁহার সম্পত্তির তিন লক্ষ টাকা আয় ছিল । বীরচন্দ্র সাহী পূর্বে নাগপুরের মহারাজের বাজা ভোদ-
লার একজন সামন্ত রাজা ছিলেন । বৃদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নাগপুরাধিপতি ঃ ক্রত সৈন্য সরবরাহ করিতে হইত । নিজের জমী-
দারীর মধ্যে তাঁহার প্রজ্ঞাশাসনেরও অধিকার ছিল । স্মরণ্য জমীদার হইলেও বাঙ্গালার জমীদারদিগের জায় তিনি সম্পূর্ণ শক্তিশাল্য ছিলেন না ।

অপুত্রক বলিয়া যে সময় নাগপুরাধিপতির বাজা ইংরাজ রাজ্য অধিকারভুক্ত করেন, সেই সময় বীরচন্দ্রকেও ইংরাজের অধীনে আসিতে হয় । ইংরাজের অধীনে আসিয়া তাঁহার পূর্ব-
ক্ষমতা অনেকাংশে ধ্বংসীকৃত হয় । ইংরাজ তাহার হস্ত হইতে প্রজ্ঞাশাসন ক্ষমতাটি কাড়িয়া

লয়েন, তবে কতকগুলি সিপাহী রাখিবার অধি-
কার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল ।

বীরচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নাম রামচন্দ্র । অধিকারচ্যুত হইবার পর তিনি জমীদারী পর্যবেক্ষণের ভার পুত্রের হস্তে দিয়া ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করেন ।

আনন্দদেব নামে এক আত্মীয়পুত্রকে তিনি রামচন্দ্রের সহায়তায় নিয়োগ করেন । আনন্দ-
দেবের চেষ্ঠায় রামচন্দ্রের অনেক ইংরাজের সহিত বনিষ্ঠতা হয় এবং এই বনিষ্ঠতার ফলে অসভ্য রামচন্দ্র শীঘ্রই সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হন ।

অল্পদিনের মধ্যেই আয় অপেক্ষা ব্যয়ের ভাগটা কিছু বেশী হইতে লাগিল । ক্রমে মাত্রা চড়িল । নৃত্য-ভোজ-মৃগয়াদি বিবিধ ব্যাপারে অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের বাল্যাবধি সঞ্চিত প্রভূত ধনবাশি পুত্র রামচন্দ্র নিঃশেষিত করিলেন । বীরচন্দ্র বিষয় স্বপ্নে কিছু দেখিতেন না

বলিয়া পূর্বে বিশেষ বৃত্তিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুত্রের স্নেহসাহচর্য্য দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন এবং তাহাকে ক্রমে ক্রমে অধিকতর স্নেহভাবাপন্ন হইতে দেখিয়া মধ্যে মধ্যে নিরুজ্জনে ডাকিয়া তিরস্কারও করিতেন। কিন্তু তাঁহার ধনরাশি যে নিঃশেষিত হইতেছে, এটা তিনি বৃত্তিতে পারেন নাই। যখন বুদ্ধিলেন, তখন তাঁহার জমিদারী ঋণজালে আবদ্ধ, পুত্র সাম্ভাব্যিক পীড়াক্রান্ত। অতিরিক্ত মতাদি সেবনে রামচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অবশেষে বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে শোকান্ত করিয়া, একটা মাত্র বালিকা কন্যা রাখিয়া রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিলেন। স্বামীর চরিত্রদোষে মর্খা-হত হইয়া ভগ্নহৃদয়া পত্নী ইতঃপূর্বেই পরলোক-গতা হইয়াছিলেন।

অগত্যা বৃদ্ধ বীরচন্দ্রকে জমিদারীর কার্য-ভার পুনঃগ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইল। আনন্দদেবই এই সর্ব্বনাশের মূল বুদ্ধিয়া তিনি প্রথমেই তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। আনন্দদেবের পুত্র মুক্তনন্দেবের সঙ্গে পৌত্রী নারায়ণীর বিবাহ দিবস সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সংকল্প বীরচন্দ্র সে সঙ্কল্পও ত্যাগ করিলেন। পিতা, পুত্র উভয়েই অনন্তপুর হইতে তড়িত হইল। বীরচন্দ্র পৌত্রীর জন্ম অল্প পাত্রের সন্ধানে রহিলেন। কেননা পুত্রের অভাব পূরণ করিতে পুত্রস্থানীয় একটা বকের বড়ই প্রয়োজন। তিনি বৃদ্ধ, পুত্রশোকে পীড়িত, আর কয়দিন বাঁচিবেন? তখন কে নারায়ণীর অভিভাবক হইয়া, তাঁহার অগাধ সম্পত্তি রক্ষা করিবে? জীবিত থাকিতে থাকিতে তাহাকে বিষয়কাণ্ডা ব্যাধি দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাহা হইলে আবার স্বচ্ছন্দ মনে তিনি ধর্ম্মকর্মে মনোযোগ দিতে পারেন। সংপাত্রের সন্ধানে তিনি

বিষয় সহচর রতনকে নিযুক্ত করিলেন। কাল-বিলম্ব না করিয়া রতন অনন্তপুর পরিত্যাগ করিলেন।

বীরচন্দ্র অতি সাবধানে জমিদারীর কার্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, জমিদারী ঋণে আবদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং ঋণমুক্তির জগ্ন তাহাকে নানাদিকে ব্যয় সঙ্কল্প করিতে হইল। সামান্ত দুই দশজন সিপাহী রাখিয়া অবশিষ্ট সমুদায়কে তিনি অবসর প্রদান করিলেন, এবং ছোটোবড়ো সব বাপারিটা একে বারেই উঠাইয়া দিলেন।

রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার ঋণ পরিশোধের আর বিলম্ব নাই। রতনও সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ঋণ-ভীত রাজা শুধু ঋণ-মুক্তির শুভদিনের অপেক্ষা করিতেছেন। তাহা হইলেই মহাসমারোহে পৌত্রী নারায়ণীকে পাত্রস্থা করেন। এমন সময়ে সহসা একদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি শুনিলেন যে, তিনি বিকৃত-মস্তক, সুত্তরাং জমিদারী পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। বাঁচি হইতে কতক গুলি শাস্ত্রিককে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কমিসনর অনন্তপুরে আগমন করিলেন। বীরচন্দ্রের কৃত্ত হইতে কার্যভার অপসৃত হইল, এবং আনন্দদেবের হস্তে জমিদারীর পরিচালনভার প্রদত্ত হইল। বীরচন্দ্র এই আকস্মিক বিপদপাতে তন্ত্রিত হইলেন। যথাসাধ্য প্রতিবাদ করিলেন। কোনও কুচক্রী মিথ্যাপবাদে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছে বুঝাইলেন। প্রতিবাদ নিষ্ফল হইল। বাঁচির কলঙ্কটর গ্রিড-সাহেব নিজে গোপনে আসিয়া রাজার এ উদ্ভ্রান্ততা দেখিয়া গিয়াছেন। বীরচন্দ্র একদিন সুবর্ণদেখার তীরে বসিয়া সর্দাকে মুক্তিকালেপন করিয়া উদ্ভাসের জ্বা

অস-ভকী ও অর্থহীন শব্দোচ্চারণ ও গালিবাতি করিতেছিলেন, ইহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ।

সুভরাং প্রতিবাদে ফল হইল না । আনন্দ-দেবের হস্তে জয়ীদারীর ভার সমর্পিত হইল । সপুত্র আনন্দদেব আবার অনন্তপুরে প্রবেশ করিলেন । কর্তৃক ভিন্ন তাঁহার কার্যের প্রতি-বাদ করিতে অনন্তপুরে আর কেহ রহিল না ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বৃক বীরচন্দ্রের সহচরগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন রতন । রতন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, উপাধি রায় । নৈহাটীর সম্মিহিত কোন একটা গ্রামে তাঁহার জন্মস্থান । ছোটনাগপুরেই রতন রায়ের কর্মভূমি বলিয়া সে গ্রামের বিশেষ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম না ।

অদৃষ্টক্রেত্রে আকৃষ্ট হইয়া বীরচন্দ্রের সহিত তিনি সৌহার্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হন । ত্রীক্ষেত্রে তীর্থ করিতে যাওয়া রাজার সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ—সেই প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের সখ্য । ইহার পর রতন আর দেশে ফিরিলেন না । রাজার অনুরোধে অনন্তপুরেই তাঁহার ভাবী বাসস্থান নির্ণীত হইল । রতনের সংসারে কেহ ছিল না ।

রতন যখন প্রথমে অনন্তপুরে আসেন, তখন তিনি নবজাতশিশু যুবা । এখন তাঁহার ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম । এই সময়ের মধ্যে তিনি রাম-চন্দ্রকে মানু্য করিয়াছিলেন । নিজের মনোমত কন্ডার সন্ধান করিয়া তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ দিয়াছিলেন । এখন মাতৃপিতৃহীন নারায়ণীর ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে ।

কেমন করিয়া দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ এক-জন কোটীপতির সখ্য লাভ করিল, এ রহস্য

বুদ্ধিবার শক্তি আমাদের নাই । এ রহস্য চির-কালই রহস্য থাকিবে । জগতে একজন উদাহরণ হ্রাস নয় ।

বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরেও রতনের প্রবেশাধি-কার ছিল । রাণী মধুমতী রতনকে পিতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতেন । ধর্মকাব্যে পরামর্শ-শ্রয়োক্তনে রাজার স্তায় তিনিও ব্রাহ্মণের উপদেশ গ্রহণ করিতেন । আসল কথা, সোদরোপম বীরচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া রতন অনন্তপুরে এক অভিনব সংসার পাতিয়াছিলেন ।

মাতৃবিয়োগের পর হইতে নারায়ণী অধি-কাংশ সময় রতনের কাছেই থাকিত । বিশেষতঃ এই এক বৎসর পুত্রশোকাতুরা রাণী মধুমতী নারায়ণীকে বড় একটা কাছে রাখিতেন না । রাখিতে সাহসও করিতেন না । পরের ধন করিয়া রাখিলে নারায়ণী বাঁচিয়া থাকিবে, এই আশায় রাণী তাঁহাকে ব্রাহ্মণের হাতে একজন সমর্পণই করিয়াছেন ।

ব্রাহ্মণেরও আপনার বলিবার কেহ ছিল না । সুভরাং ঈর্ষাপরতন্ত্র বিধাতা নিশ্চিন্ত ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধ বয়সে একটা ‘আপনার ধন’ দিয়া তাঁহার জীবনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন । রতনের তপ, জপ, হোম, যাগ এখন এই কুশুম-কিঞ্জকসমা বালিকা ।

যে সময় পুলিশ সাহেব অনন্তপুরে আসিয়া রাজাকে কার্য্য হইতে অপস্থত করিতেছিলেন, তখন রতন নারায়ণীকে সঙ্গে লইয়া বীরচন্দ্রের অট্টালিকাংসলয় উঠানে এক মুকুলিত সহকার-তলে গাঁড়িইয়া একটা যুগান্তের সহিত খেলা করিতেছিলেন ।

তৎপূর্বে নারায়ণী পিতামহীর উপর অভিমান করিয়াছিল । শৈশবে পিতামহীর উপর নারায়ণীর অভিমান অধিকাংশ সময়ে রতন

সংরক্ষিত হইত। দুই চারিগাছি পুরুকেশও সেই অভিমানের ফলে স্থানচ্যুত হইত। পিতৃ-বিরোধের পর হইতেই বালিকার অভিমানের সেই কাণ্ডকারখানা শক্তি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নারায়ণীর অভিমানচিহ্ন এখন কেবল মাত্র লোচনজলে পর্যাবসিত। অভিমান হইলে বালিকা শুধু কুলিয়া কুলিয়া কাঁদিত—কথা কহিত না।

সেটা রতনের বড় অসহ্য হইত। তাই আজ বৃদ্ধ নারায়ণীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নিজের ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে উজ্জানে আসিয়াছেন।

কিছু পূর্বে তিনি নারায়ণীর সম্মুখে বড় বড় পাথর লোফালুফি করিয়াছেন, বড় বড় বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছেন, কৃষ্ণসারের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছেন। তথাপি বালিকার অভিমান দূর হয় নাই।

অবশেষে যুগশিশুটা আসিয়া ব্রাহ্মণের ঘণ্টে সহায়তা করিয়াছে।

এক হস্তে ঘট অগ্নি হস্তে আশ্রমকুল ধরিয়া নারায়ণী দূর হইতে হরিণশাবকের খেলা দেখিতেছিল। সে নারায়ণীকে কিছু অতিরিক্ত আদর দেখাইত। তাহাকে দেখিলেই দূর হইতে ছুটিয়া আসিত। অজ্ঞাতশূল্যমস্তকে তাহার গণ্ড-পৃষ্ঠ-বক্ষ কণ্ঠঘন করিত, কর্ণ-মুণ্ড-নাসিকা লেহন করিত। এই সকল কারণে যুগশিশুর সঙ্গটা তাহার বড় ভাল লাগিত না। তাই নারায়ণী দূরে দাঁড়াইয়া তাহার খেলা দেখিতেছিল। বালিকার অভিমানভারবানত বদনকমলে অর্ধবিশুদ্ধ-লোচনজল, অরুণ কিরণস্পর্শী ঐতাতবাত্তিহত শিশিরবিন্দুর জায় শোভা পাইতেছিল।

বৃদ্ধ কিন্তু বালিকাকে ভুলাইতে যাইয়া কষ্টে আত্মবিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছেন। হরিণের যোগ দিতে গিয়া কহিতে কহিতে তিনি আপন

পুরুকেশও তবৎ শুভ্র আবক্ষলবিত শাশ্রু—বার্দ্ধক্যের যে সকল দোষোপকরণ—সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক একবার আশ্রয়শাখা আকৃষ্ট করিয়া যুগশিশুর মুখের কাছে ধরিতে ছিলেন। ব্যগ্রভাসহকারে সে যেমন মুকুল-গুচ্ছকে রসনাপাশে জড়াইবার উপক্রম করিতেছিল, অমনি শাখা পরিত্যাগ করিতেছিলেন। মুকুলগুচ্ছও সেই সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকে কণা বর্ষণ করিতেছিল। এইরূপে রতন এক মনে বালোচিত ক্রীড়ার নিমগ্ন ছিলেন। নারায়ণী যে নিকটে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা মহর্ষের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

হরিণশিশু দেখিতে দেখিতে নারায়ণী একবার এদিক ওদিক মুখ ফিরাইতেছিল। তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যোগ্য অনেক সামগ্রীই সেই উজ্জানের ভিতরে সংরক্ষিত ছিল।

এদিক ওদিক সেদিক মুখ ফিরাইতে, তরলতা পুষ্পবন নিরীক্ষণ করিতে করিতে বালিকা দেখিল, দূরে কুঞ্জদ্বাররক্ষী কামিনীতরুতোরণ তলে দাঁড়াইয়া একটা বালক তাহাদের খেলা দেখিতেছে। বিশ্বদয়-বিস্ফারিতলোচনে নারায়ণী তাহার পানে চাহিল। বালকও অমনি তরু-অস্তুরালে লুকাইল। তখন চাহিয়া চাহিয়া বালিকা একপদ একপদ করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বালক কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অগ্রসর হইয়া নারায়ণীর কাছে আসিবে কি পিছাইয়া পলাইবে যাইবে স্থির করিতে পারিতেছিল না। কর্তব্য স্থির করিতে না করিতে নারায়ণী সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নারায়ণী বলিল “মুকু”—

বালক আনন্দদেবের পুত্র মুকুন্দ। পিতার সহিত সে আজ অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে

কিছুপ অবস্থায় কিরিয়াছে তাহা সে অনেকটা বুঝিতেও পারিয়াছে। তাহার বয়স এখন সম্ভবতঃ বৎসর। স্ত্রীতঃ পিতার সহিত রাজার বর্তমান সম্বন্ধ বুঝিবার কতকটা শক্তিও তাহার জন্মিয়াছে। তাই নারায়ণীর কথায় কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া মুকুন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নারায়ণীর সহিত মুকুন্দ অতি শৈশবে ক্রীড়া করিত। তার পর যখন সে গুলিল, নারায়ণীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে, তখন সে লক্ষ্যায় নারায়ণীর কাছে বড় একটা আসিতে চাতিত না। কেননা পুরস্কীর্ণ প্রায়ই বালকবালিকাকে বিবাহ কথা লইয়া রহস্য করিত। নারায়ণী বড় বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মুকুন্দ অনেকটা বুঝিতে পারিত।

সেই নারায়ণী বহুদিন পরে তাহার সম্মুখে। তাহার উপর বালিকার বয়ঃসন্ধি। এই এক বৎসরে নারায়ণীর দেহলাবণ্যে একটা বিপ্লব ঘটয়াছে। সর্বোপরি মুকুন্দের যৌবনোন্মেষ। মানসিক বৃত্তিগুলি প্রস্তুটনোন্মথী। চক্ষু অন্ধকারে রূপের আভাস দেখে। কর্ণ কোন দূর-দেশের স্বকণ্ঠের সূক্ষ্ম-স্বরসুখা পান করে। নাসিকা পারিজাতের আশ্রয় পায়। অঙ্গে জলভাগ্রাবনত নব কাদম্বিনীর স্পর্শস্থ অল্পভূত হয়।

কাজেই নারায়ণীকে দেখিয়া কে যেন হৃদয়ের ভিতর হইতে মুকুন্দের নাক, মুখ, চোখ চাপিয়া ধরিল। মুকুন্দ নারায়ণীর কথায় উত্তর দিতে পারিল না।

তখন বালিকা দক্ষিণকরের আশ্রয়মূল ঘট-মুখে স্থাপিত করিল। ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মুকুন্দের হাত ধরিয়া টানিল।

কাজেই মুকুন্দকে কথা কহিতে হইল।

কম্পিতকর নারায়ণীর হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করিয়া অর্ধপরিদৃষ্ট কণ্ঠে মুকুন্দ কহিল—

“আমি সাইব না।”

“চল দৌলার ছলিব।”

“না—”

“হরিণ লইয়া খেলিব।”

“না—”

“তবে চল দৌলার কাছে বাই।”

বালিকা ঘট ফেলিয়া দিল। এবং দুই হস্তে মুকুন্দের এক হস্ত সংবলে ধরিয়া আকর্ষণ করিল। মুকুন্দ বলিল “আমায় ছাড়িয়া দাও।” নারায়ণী বলিল,—“ছাড়িব না। কখনই ছাড়িব না।”

ইতোমধ্যে বৃদ্ধের স্বথস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন আশ্রয়পা পরিভাগ করিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিলেন। দেখিলেন, নারায়ণী নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, নারায়ণীকে দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন,—“নারায়ণী!” নারায়ণী পশ্চাতে না ফিরিয়াই উত্তর করিল—

“কি ?”

বৃদ্ধ দেখিলেন, নারায়ণী অনিন্দদেবের পুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুকুন্দকে দেখিয়াই বৃদ্ধের লোচন ফোঁদাগরবৃত্তি হইল। তখন গম্ভীরস্বরে আবার ডাকিলেন—

“নারায়ণী।”

সেই গম্ভীর-স্বর-বাক্যের সমস্ত উত্তান প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। বালক স্তম্ভিত হইল। তাহার করের দৃঢ় বন্ধন—নারায়ণীর কোমল-করাছুলি-বলয় খুলিয়া গেল। বৃদ্ধ আবার বলিলেন—“চলিয়া আয়।” মুকুন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“তোমাকে এখানে কে আসিতে বলিল ?”

ভয়ে মুকুন্দের মুখ শুকাইয়া গেল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে বীরচন্দ্র উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন। মুকুন্দকে তদবস্থ দেখিয়া রতনকে বলিলেন, “ও বালককে তিরস্কার করিও না। এখন হইতে এ বাগান—এ বাগান কেন—এই অটালিকা, রাজা—সমস্ত ওই বালকের পিতার—আমার নয়।”

রতন বলিলেন—“কি রকম।”

বীরচন্দ্র রতনকে আত্মপূর্বক সমস্ত ঘটনা বলিতে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। ইত্যবসরে মুকুন্দ একপদ একপদ পিছাইয়া যেই একটু অন্তরালে পড়িল, অমনি ছুটিয়া পলাইল।

নারায়ণীও পিতামহীর কাছে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পূর্বেই বলিয়াছি, আনন্দদেব বীরচন্দ্রের আত্মীয়-পুত্র। কিন্তু দূর সম্পর্কীয় এবং দরিদ্র। অনন্তপুর হইতে পাঁচ কোশ দূরে মথুরাপুরে তিনি বাস করিতেন। পৌত্রীর সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দিবস অতিপ্রায়ে রাজা বীরচন্দ্র তাহাকে অনন্তপুরে আনিয়া আশ্রয় প্রদান করেন। অনন্তপুরে আসিয়া, আনন্দদেব অল্প-দিবসের মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করেন। প্রথমে তিনি রাজদপ্তরে একটি সামান্য কাজ পান। ক্রমে বৃত্তিকৌশলে রাজাকে তুষ্ট করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর পদ লাভ করেন। ইংরাজের অধীন হইয়া, বীরচন্দ্র যে সময় রাজকাৰ্য্য হইতে অবসর লইয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করেন, তখন রামচন্দ্রের সহায়তার জন্ত তিনি আনন্দদেবকেই নিযুক্ত করেন।

রামচন্দ্র বিলাসী, রাজকাৰ্য্য কিছুই দেখিতেন না। সুতরাং কার্য্যতঃ আনন্দদেবই অনন্তপুরের মধ্যে সর্বোৎকর্ষ হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার কথা ও কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে অনন্ত-পুরে কেহ রহিল না।

এরূপ অবিধায় কয়েকজন লোক প্রেলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে? অল্পদিনের মধ্যেই বীরচন্দ্রের ধনরাশিতে আনন্দদেবের ঘর পূর্ণ হইয়া গেল। অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত তিনি রামচন্দ্রের বিলাসিতার প্রশংসা দিতে লাগিলেন। এবং সাহেবদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়া ও নানাবিধ উপায়ে তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া, ভবিষ্যতের পথ অনেকটা নিশ্চয় করিয়া রাখিলেন। পদচ্যুত করিবার সময়ে বীরচন্দ্র বৃত্তিতে পারিলেন না, তাহার অপেক্ষা। তাহার দেওয়ানের শক্তি কত অধিক। ফলে বীরচন্দ্র-কেই অবশেষে স্বাধিকারচ্যুত হইতে হইল।

আনন্দদেবকে কেহই চিনিতে পারে নাই। চিনিয়াছিল কেবল একজন। সে ঐ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রতন। রতন যে অসামান্য অস্তিত্ববলে আনন্দদেবকে চিনিয়াছিলেন, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। তিনি চিনিয়াছিলেন, কেবল তাহার দেহের-একটা মাত্র চিহ্ন দেখিয়া। আনন্দদেবের সমুখের দুইটা দাঁতের উপর আর একটা দাঁত ছিল।

বীরচন্দ্র ব্রাহ্মণের কাছে আনন্দদেব সম্বন্ধে কখনও কোন প্রশঙ্গ তুলিলেই রতন বলিতেন,—“ঢাারার হাজার দোষ, কুঁজোর নেই অন্ত। ইহারও অধিক যার দস্তের উপর দস্ত।” রাজা সরল হৃদয় ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া হাসিতেন। এরূপ বিজ্ঞতায় কে না হাসিবে? কিন্তু রতন সে হাসি গ্রাহ্য করিতেন না। আনন্দদেবের চরিত্রের উপর তাহার সম্বন্ধ কেহ কোনমতে দূর করিতে পারিত না। যে করিতে ঘাইত, ব্রাহ্মণ তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন না। তিনি বলিতেন, বহুদিন হইতে, বহু উদাহরণ হইতে,

বহু বিজ্ঞতার ফলে কবিতাটি রচিত হইয়াছে । ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছুই নাই । যে করে, আমি তার বিজ্ঞতার প্রশংসা করি না ।

আনন্দদেবকে রাজকাৰ্য্যে নিয়োগ করিবার সময়ে রতন প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । রাজ্যের ভার দিবার সময়েও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন । বলিতেন—“আম্বী—তাহাকে জমী দাও, বাড়ী দাও, আদর যত্ন কর । রাজ্যের অঙ্গিসন্ধি জানাইবার প্রয়োজন কি ?”

বীরচন্দ্র তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করেন নাই । তিনি বুঝিলেন, অদৃষ্টদোষে আনন্দ রতনের বিবদ্বিষ্টে পড়িয়াছে । সুতরাং রতনের বিজ্ঞতা রতনের কাছেই থাকিত । তাহার ফল আনন্দদেবের স্বার্থকে কখনও স্পর্শ করে নাই । সে বিজ্ঞতাপরিচালিত হইয়া রাজ্য কখনও কোন কাম্য করেন নাই । নিজে আনন্দদেবের আচরণে ও কাৰ্য্যকুশলতার মুগ্ধ হইয়াছিলেন । ক্রমে ক্রমে তাঁহার পদোন্নতি করিয়া তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া তাহাকে দেওয়ানী দিয়াছিলেন ।

এখন বীরচন্দ্র নিজের মূৰ্ত্তা ও মূৰ্ত্ত্য ব্রাহ্মণের সৰ্ব্বজ্ঞতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন । আনন্দদেবের হস্ত হইতে রাজ্যভার কেমন করিয়া পুনঃ গ্রহণ করা যায়, তাই পরামর্শ করিবার জন্ত তিনি রতনের কাছে আসিলেন । তাহার ভয় হইল, বুঝি নারায়ণী বিষয়ভোগে বঞ্চিত হইবে ।

রতন বুঝিলেন, রাজ্য বাঘবোদানে গ্রাস করিয়াছে । রাজ্যকে রাজ্য কিরাইয়া দেওয়া এখন আনন্দদেবেরও সাধ্যাতীত । বালেন, শক্তি আর কিরিবে না । প্রতীকারের চেষ্টা করিতে গেলে বিপরীত ফল হইবে । যে একটু অধট্ট অধিকার তাঁহার আছে, তাহাও থাকিবে না । বীরচন্দ্রও তাঁহা বুঝিলেন । বুঝিয়া চারিদিক শূন্য দেখিলেন ।

রতন সংসারানভিজের যোগ্য উপদেশ দিলেন । সংসারের সকলই অনিত্য বুঝাইয়া, তিনি তাঁহাকে বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে ও ধর্ম্মকর্মে মনোযোগ দিতে আদেশ করিলেন । বলিলেন—“আর কেন ? বয়স গিয়াছে, পুত্র গিয়াছে ; তখন যদি বিসর্জন দিয়া কাচে এত লোভ কেন ?” অবশ্য এ কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন না । এ কথায় কেই বা কবে তুষ্ট হইয়াছে ? নিকোঁধ ব্রাহ্মণের কথায় তাঁহার মনে শান্তি আসিল না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল । আনন্দদেব অল্পদিনের ভিতরে রাজ্যমধ্যে নিজের শক্তি দৃঢ়তর করিয়া লইলেন । রাজ্যের যা একটু অধট্টও স্বাধীনতা অবশিষ্ট ছিল, অল্পে অল্পে তাহাও কাড়িয়া লইলেন । এখন বীরচন্দ্র নিজের গৃহে একরূপ বন্দী ; ক্রমে রতনের কাছে আসাও তাঁহার বন্ধ হইয়া গেল । স্বগৃহে আবদ্ধ বীরচন্দ্র দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অট্টালিকাসমুখস্থ বিশাল প্রাক্তর, কিংবদলার, ফ্রেণ্ডলি বৃচীর প্রভৃতি মহাপ্রভুগণের ক্রীড়াভূমি হইয়াছে । যে ঘরে বসিয়া তিনি রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত থাকিতেন, সে ঘর এখন সাহেবদিগের পৈশাচিক ভোজের জন্ত ব্যবহৃত ।

বীরচন্দ্র দশদিক অন্ধকার দেখিলেন । যে আদর নারায়ণীর প্রাপ্য, সেই আদর মুকুন্দ ভোগ করিতেছে । নারায়ণীকে পুত্রবধূ করা এখন আনন্দদেবের অন্তঃপ্রবৃত্তি । তা করিলে বুঝি বীরচন্দ্র আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন ।

কিন্তু আনন্দদেব তাহা করিলেন না । তিনি বীরচন্দ্রের অপর এক আশ্বীষের কন্ডার সহিত

মুকুন্দের বিবাহ ছিলেন। মহাসমারোহে অনন্ত-
পুরেই বিবাহ নিষ্পন্ন হইল।

বীরচন্দ্র ক্ষিপ্তবৎ অস্তির হইলেন। এই
অসময়ে রাণী মধুমতী সর্বদা রাজার নিকটে
থাকিতেন, প্রাণপণে তাঁহাকে সাশ্রনা করিতেন।
অবত্ৰাবিপর্ধ্যয়ে নারায়ণীরও অনেকটা পরিবর্তন
হইয়াছিল। নারায়ণী আর পিতামহীর উপর
অভিমান করিত না। রতনকেও আর তাহার
অত্যাচার সহিতে হইত না। নারায়ণী বিশেষ
কিছু ব্যতিতে পারুলক আর নাই পারুলক, তবে
এটা বৃষ্টিয়াছিল, বাড়ীতে একটা গোলমাল
বাধিয়াছে।

রতনের কাছে থাকিলে সে তাহার পূজাদির
আয়োজন করিয়া দিত। পিতামহের কাছে
আসিয়া কিছুর সে কোন কিছু করিবার সুবিধা
পাইত না। পিতামহের মুখ দেখিয়া তাহার
প্রাণটা কেমন কেমন করিত। চক্ষু আপনা-
আপনি কেমন জলে ভরিয়া যাইত। পিতা-
মহাতার অতাব নতনভাবে আসিয়া যেন তাহাকে
পীড়ন করিত।

মনের ভাব গোপন করিবার চেষ্টাও এই
বয়সে নারায়ণীর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। পিতা-
মহের নিকটে বসিলে, যখন মনোভাব উদ্বেলিত
হইবার উপক্রম করিত, তখন গৃহের সামগ্রী—
এটা ওখানে, ওটা সেখানে স্থানান্তরিত করিতে
নিয়ুক্ত হইত।

মুকুন্দের সহিত নারায়ণীর আর বড় দেখা
শুনা হইত না। যদি ঘটনাক্রমে কখন তাহার
সহিত সাক্ষাৎ হইত, নারায়ণী আর তাহার সহিত
প্রগল্ভ হইয়া কথা কহিত না। এমন কি, কথা
যাহাতে না কহিতে হয়, সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন
করিত। দূর হইতে দেখিলে দূর হইতেই
সরিয়া যাইত। নিকটে পড়িলে মাথা হেঁট

করিয়া দাঁড়াইত। মুকুন্দও উপযাচক হইয়া
তাহার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইত না।
মুকুন্দের বিবাহের পর হইতে উভয়ের মধ্যে
আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই।

বিবাহের পর নববধূকে লইয়া যখন মুকুন্দ
ঘরে আসে, তখন নারায়ণীর একবার উভয়কে
দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। নববধূতার
সহিত ছেলেবেলা হইতে তাহার বড়ই ভাব
ছিল। বালিকার পিত্রালয় অনন্তপুরের
নিকটেই। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত ভালুকদার—
দুই তিনখানি গ্রাম তাহার অধিকারভুক্ত ছিল।
গ্রাম কয়খানি বীরচন্দ্রের প্রদত্ত। বালিকা
মাঝে মাঝে বীরচন্দ্রের বাটীতে আসিত, এবং
আসিলে বহুদিন ধরিয়া অবস্থিত হইত। এই
সূত্রে নারায়ণীর সহিত তাহার বড়ই সদ্ভাব হইয়া-
ছিল। বালিকার নাম ছিল জানকী। জানকী
বহুদিন অনন্তপুরে আসে নাই। তাহার পিতা
পরমানন্দ সিংহ বামচন্দ্রের সর্বনাশসাধনে
আনন্দদেবের সহায় ছিল। বীরচন্দ্র অত্মসন্ধানে
জানিতে পারিয়াছিলেন, এ নিশাসন্ধাতকতা
কার্য্যে সেও কতকটা লিপ্ত ছিল।

বহুদিন দেখে নাই বলিয়া নারায়ণীর
জানকীকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু
পিতামহীর জন্ম দেখিতে পায় নাই। ইদানীং
নারায়ণী বাটী হইতে বড় বাহির হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

আনন্দদেবের ইচ্ছা ছিল, রতন কোন মতে
না অনন্তপুরে থাকিতে পায়। এইজন্য প্রথমেই
সে রাজাকে এই সঙ্গীতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার
চেষ্টায় ছিল। অল্প সঙ্গীতে তাঁহার বড় আপত্তি
ছিল না। কিন্তু তাহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিত

হয় নাই। পুলিশ সাহেব বুদ্ধকে পূর্ব অনেক-বার দেখিয়াছেন। তাহা হইতে যে ভয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে, এটা তিনি স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কাজেই আনন্দ-দেবের প্রত্যাবর্ত্তি তাহার কাছে উপহাস্য হইয়াছিল। বহি হ'ক, কার্য্যভঃ আনন্দদেব রাজাকে রতন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। কিন্তু রতনকে নিকরাসিত করিতে তাহার সাহসে কুলায় নাই।

ইহা ভিন্ন রাজাকে দেখিতে রতনের নিজের যদি কোন সময় ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে কোনও লোক তাঁহাকে বাধা দিতে সাহসী হইত না।

রতনকে এত ভয় কেন? স্বাভাৱ্য সহস্র বছরমধ্যে অগণ্য রক্ষিসহায় রাজ-প্রতিনিধির এক সামান্য ব্রাহ্মণকে এত ভয় কেন?

ভয়ের অনেক কারণ ছিল। প্রথম কারণ, রতন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। নিরীহ, মিষ্টভাবী, সদালাপী, সদানন্দ পুরুষ। অনন্তপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে ভক্তি করিত। পরোপকারের জন্ত তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণের বল গল্পের বিষয় ছিল। অনন্তপুরের অধিকাংশ সিপাহীই তাঁহার কাছে ব্যাদাম শিক্ষা করিয়াছিল। বাহ্যার নবাবগত, তাহারাত তাঁহার কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। সূত্রাং তাঁহার অঙ্গে হাত তুলিতে কে অগ্রসর হইবে? তৃতীয়—সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে পরিতের বাধাও গ্রাহ্য করিতেন না। জদয়ে ঐশ্বরিক বল, বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্তি, কান্দীবার কান্দাই-বার লোকভাব, মৃদুভয়-রাহিত্য, এই প্রকার নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত ব্রাহ্মণ অনন্তপুরের মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতেন।

ব্রাহ্মণ একেবারে যে ক্রোধবশুত ছিলেন, এ কথা বলিতে পারি না। কখন কখন বিশেষ

কারণে ব্রাহ্মণের পৈর্য্যচ্যুতির কথা শুনা গিয়াছে। আনন্দদেব একবার নিজেই দেখিয়াছিল, একজন বিপন্নকে রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ শতাব্দিক লোককে বিপন্ন করিয়াছিলেন। নথ হইতে নথের কথাটি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের কার্য্য করিয়াছিল। আনন্দদেব ইহাও দেখিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ একবার ক্রুদ্ধ হইলে, সে ক্রোধ সহজে উপশমিত হইত না। ব্রাহ্মণের চপেটাঘাতে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রাণ দিয়াছে—অনন্তপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহাও বিশ্বাস করিত। সূত্রাং ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করিতে ভীক দেওয়ার সাহসী হইত না। রতন কিন্তু বুলিলেন, অনন্তপুরে থাকা আর অধিক দিন চলিবে না। অনন্ত-পুরের অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্বাবস্থা যে আর ফিরবে, এমন সম্ভাবনাও তিনি দেখিতে পাইলেন না।

রাজবাতির পশ্চাতে একটা ছোট বাগানের মধ্যে একটা গর্গালা নির্মাণ করিয়া রতন তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেন। রাজা তাঁহাকে এক-খানি পাকাবাড়ী করিয়া দিবার জন্ত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু রতন তাহা করিতে দেন নাই। গর্গালা হইলেও পরিচ্ছন্ন-তায় ও মনোহারিত্যে রতনের বাসস্থান রাজ-প্রাসাদ হইতে যে কোনও অংশে হীন ছিল, তা বলিতে পারি না। দেখিলে হানীকে একটা সিদ্ধাশ্রম বলিয়া ভ্রম হইত।

রতন একা। কিন্তু তাঁহার গৃহ সর্বদাই বহুজনে পূর্ণ থাকিত। গ্রামের বালক, যুবা, বৃদ্ধ—সকলেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশ্রমে বাসিয়া কতিপয় দিনের বাসগৃহ সর্বদা এক অপূর্ণ সজীবতার পরিচয় প্রদান করিত।

বালকেরা আসিয়া রতনের বাড়ীর উঠানে কুস্তি শিখিত। যুবক কুস্তিগীর—রতনের শিষ্য সম্প্রদায়—শিক্ষকের কার্য্য করিত। রতন নিকটে একখানি চৌকিতে বসিয়া, তামাক সেবন করিতে করিতে তাহাদের খেলা দেখিতেন; এবং প্রয়োজন হইলে দুই একটা বায়াম-কৌশল বলিয়া দিতেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে কখন কখন নিজেও মাটি মাখিতেন।

রতনের আশ্রমের পাশ্চাত্য সুবর্ণরেখা প্রবাহিত। রাজা তাঁহার গৃহপার্শ্ববর্তী সুবর্ণ রেখাতলদেশ খনন করাইয়া গভীর করিয়া দিয়া ছিলেন। বায়ামান্তে সকলে সেখানে স্নান করিত। তাহাদের স্নানকার্য্য একটা সমারোহে বাপার। তাহাদের অঙ্গতড়িত শব্দশ্রবণে নদীজলে গভীর আবর্ত উপস্থিত হইত। শিলা-ময় তটভূমি বিলীর্ণ প্রায় হইত।

রতনও তাহাদিগের সঙ্গে স্নান করিতেন। বহুক্ষণ ধরিয়া রতনের গাত্রমার্জনকাৰ্য্য চলিত। বালকসম্প্রদায় দশ পোনেরজন এক সঙ্গে রতনের পৃষ্ঠে স্কন্ধে বাহুতে মৃদাবৃত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের মুষ্টি বজ্রসম কঠিন হইবে এইজন্য রতন স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। কেহ একপ কার্য্যে ওদ্যস্ত দেখাছিলে ওস্তাদের কাছে তিরস্কৃত হইত। বালকেরাও বসিত, কিছুকালের জগা তাহাদের পাতাড়ের সঙ্গে লড়াই করিতে হইত। প্রথম প্রথম প্রহরান্তে বালকদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত। চুগলুদের আক্রমণে নিম্পন্ন করিয়া যখন তাহাদের হাতের ব্যথা মরিত, তখন তাহারা আবার পূর্ব্বোক্ত প্রহর-কার্য্যে নিযুক্ত হইত।

রতনের অঙ্গ প্রহার করিয়া যখন আর তাহাদের চূর্ণচরিত্র প্রয়োজন হইত না—হন্তে কোনও রূপ যত্নগা তাহারা অশুভব করিত না,

তখন তাহারা স্থির বসিত যে তাহাদের সুপ্রহারে পর্ত্তগাত্রও চূর্ণ করিতে সমর্থ। ব্যায়াজন্তর সমুখে পড়িলে মুষ্টিই তাহাদের আ-রক্ষণোপযোগী মহাশস্ত্র।

মানান্তে রতনের গৃহে জলযোগ রাশি রা ছোলা ও গুড়। জলযোগের পর সকলে স্নান করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিত। রাত্রে এই সময় আত্মিকার্য্য সমাপন করিয়া রতনের উদ্যোগ করিতেন। রাজ্যবাটী হইতে প্রত্যহ বিশজন লোকের যোগ্য সিধা আসিত রতন একাই পাঁচ ছয় জনের যোগ্য আহার করিতে পারিতেন। রাজপ্রদত্ত একজন ভৃত্য একজন দাসী ছিল। সাক্ষ্যেতদিগের মধ্যে কেহ কেহ গুরু প্রসাদ পাইবার জন্য থাকি-বাইত। সময় বিশেষে প্রয়োজন হইলে আর আহাৰ্য্য তিনি আনাইয়া লইতেন।

বিকালে রতনের সহচরগণ সিদ্ধি খুঁটিত, এবং সেই সঙ্গে সীতারামের জয়সঙ্গীতে সুবর্ণরেখা ভটভূমি পতিক্রান্ত করিত। এই সময়ে গ্রামস্থ বৃদ্ধগণেরই সমাগম অধিক ছিল। তাহারা আসিয়া রতনের সহিত শাস্ত্রালাপে রত থাকিত। কেহ কেহ খোস গল্প করিত।

আর কেহ বড় একটা আসে না। আসিতে সাহস করে না। কিজানি কোন দিন আসিবে দেখিবে, দেখিলে নাজানি কি বিষয় ঘটবে। ভয়ে আর বড় কেহ রতনের কাছে আসিতে চাহিত না। সকলেই জানিত, রতন আনন্দ-দেবকে হৃৎকণ্ঠে দেখিতে পারে না; সুতরাং রতনের কিছু করিতে পারুক আর নাই পারুক, যে রতনের সঙ্গে মিশিবে, আনন্দদেব যে তাহার সর্বনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেহ আসিতে চাহিলে, রতন নিজেই তাহাকে আসিতে দিতেন না।

তাহার কুস্তির আঁখড়ায় বড় বড় তৃণশূণ্য জন্মিয়া বন হইয়াছিল, সিন্ধির বাগিতে ছাড়া বহিয়াছিল,—বাহির হইতে তাহার ঘর দেখিলে লোক আছে একপ বোধ হইত না। স্বর্ণরেখা সন্তাহারা—সুভরাঃ উচ্ছাসশূন্য—কুল কুল করিয়া কাদিতে কাদিতে তাহার উত্তানের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইত। তাহাকে দেখিবার পর্যাপ্ত লোক ছিল না। আর সেরূপ ভাবে ভাবে তাহার গৃহে দখিহুগ-যত-আটা তড়ুল নানাবিধ মিষ্টান্ন আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দদেব অবশ্য তাহার জন্ত সিঁদা পাঠাইত। কিন্তু প্রায়ই তাহাতে রতনের পর্যাপ্ত হইত না। কখন কখন সিঁদা সময়ে উপস্থিত হইত না। ইতোমধ্যে দুই চারি দিন রতনের উপবাসে কাটিয়া গিয়াছে।

রাজী মধুমতী পূর্বে তখন রতন সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিবার অবদার পান নাই। আনন্দের বখাসবাতকতায় তাহারও মনের অবস্থা কতকটা বিকৃত হইয়াছিল। অবশেষে একদিন নারায়ণীর গৃহে ব্রাহ্মণের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া ইদানীং প্রতিদিন দাবাদ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার হইতে আসিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি ঘর হইতে প্রতিদিন ব্রাহ্মণের আহাণ্য গ্ৰহণ করিতেন। নারায়ণী নিজে বসিয়া ব্রাহ্মণের আহাণ্যের পর্যবেক্ষণ করিত।

রতন ভাবিলেন, একপ করিয়াই বা আর কতদিন চলিবে। রাজী আপনাকে বঞ্চিত করিয়া যে তাহার অন্ন যোগাযোগ করেন না, তাহাই বা কে বলিবে? নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলিত না। রাজীর কাছে তথ্য জানিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। আনন্দময় রতন অল্পে অল্পে বিবাদকালমায় আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। অনন্তপুরের বায় এখন তাহার পক্ষে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

বহুদিন পরে রতনের অনন্তপুর ত্যাগে ইচ্ছা হইল। দ্বাদশ বৎসর তিনি এ স্থান হইতে বাহির হন নাই। দুই একদিনের জন্ত বাহিরে যাওয়া অবশ্য দর্তব্যের মধ্যে নয়। এই সেদিন নারায়ণীর পাত্রাহুসন্ধানে অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি আপনাকে গৃহ হইতে বহির্গত বিবেচনা করেন নাই। বহুকাল পরে তাহার প্রিয় পর্ণকুটীরটা ছাড়িবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কেমন করিয়া যাইবেন? নন্দিনী বলিতে, সন্নিধী বলিতে, ক্রৌড়গক বলিতে একমাত্র যে নারায়ণী! তাহাকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিবেন? পরিত্যাগের চিন্তায় ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিতেন। নারায়ণীকে পাত্রহা করিতে পারিলে, অবশ্য অনেকটা নিশ্চিন্ত হইবার কথা ছিল। কিন্তু নারায়ণীর যে বিবাহ হয়, এমনটা তাহার আর বিশ্বাস হইল না। কে আর নারায়ণীর বিবাহের উল্লেখ্য করিবে? রাজার সঙ্গে কথাবার্তার বৃক্ষিয়াছেন, পাগলের সহিত তাঁর আর বিশেষ প্রভেদ নাই। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বৃক্ষিয়া তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু অনন্তপুরে থাকা তাহার আর অধিক দিন চলিবে না। নিজে ইচ্ছা করুন আর নাই করুন, তাহাকে বাধ্য হইয়াই ত্যাগ করিতে হইবে।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বিছদিন ইত্তস্ততঃ করিয়া রতন অবশেষে রাজী মধুমতীর কাছে কথাটা পাড়িলেন। বলিলেন, আজ বাদে কাল মরিব, তখন তাঁরো মরিতে পারিলেই ভাল হয়। মধুমতী ভনিয়া বজ্রহস্তের দ্বায় নিষ্পন্দ হইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন, তিনি সমস্তই বৃক্ষিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণের জ্ঞাত তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। নীরব, ভণ্ডিত—চক্ষু দিয়া কেবল জলধারা পড়িতে লাগিল। রতনও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। রাণী যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখনও কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কি বলিবেন? হিতাকাজী ব্রাহ্মণের বর্তমান অবস্থা তিনি ত বিলক্ষণই বুঝিতে পারিতেছেন। কোন প্রাণে তাঁহাকে আর থাকিতে অনুমোদন করিবেন? তাঁহাদের যা ঘটে ঘটুক, ব্রাহ্মণ তাঁহাদের স্বার্থপরতার জ্ঞাত কষ্ট পান কেন? কিন্তু এমন ব্রাহ্মণ যদি না রহিল, তবে অন্যদপারে রহিল কি?

রাণী রতনকে অপেক্ষা করিতে অনুমোদন করিলেন। বলিলেন—“আপনি বসুন। আমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।”

রাণী প্রস্থান করিলে, রতনের হৃদয়ে ঝড় বহিতে লাগিল। সংসার-বিরাগী ব্রাহ্মণ জীবনে কখন এরূপ আশ্চর্য্য হন নাই। তাঁহার মনো-রাজ্য মুহূর্ত্তমধ্যে একটা বিপ্লব ঘটয়া গেল। তিনি ভাবিলেন—“করিলাম কি? রাণীর কাছে মনের অবস্থা প্রকাশ করিয়া কি বৃদ্ধমানের কার্য্য করিলাম? নিজের শক্তির উপরেই কি আমার বিশ্বাস আছে? আমি কি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব?”

রাণী বীরচন্দ্রের কাছে সকল কথা বলিলেন। রাজা উত্তর দিলেন—“দেব-হৃদয় ব্রাহ্মণকে আর আবদ্ধ করিও না।”

রাণী ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় নারায়ণীকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নারায়ণী নিদ্রিত ছিল। ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে বসাইয়া, আর একবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অজ্ঞ-ক্ষণ পরে একটা রৌপ্যপাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে রক্ষিত হইল। রাণী স্বর্ণমুদ্রা ব্রাহ্মণকে নিবেদন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

করিলেন। নারায়ণীকেও প্রণাম করিতে বলিলেন।

দাদাকে প্রণাম করা তাঁহার জীবনে কখন অভ্যাস ছিল না। বরং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণাদি কার্য্যেই সে অধিক আনন্দ বোধ করিত। সে কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। দাদার প্রতি এরূপ অভ্যর্থনা সে আর কখন দেখে নাই। নানারূপ গোলমালের মধ্যে পড়িয়া, সে অবশেষে পিতামহীর অনুমোদনে প্রণাম করিল। অল্পক্ষণ পরেই রাজাও আসিলেন এবং ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

রতন বলিলেন—“একি!—এত স্বর্ণমুদ্রা কেন? এ আমি কি করিব?”

রাজা বলিলেন—“মনে দিবা করিবেন না। আমরা আপনার সন্তান। গ্রহণ না করিলে মর্য্যাপা পাইব। তীথে তীথে ভ্রমণ করিতে হইবে। বিদেশে পথে অর্থের নানা প্রয়োজন। পুত্রকন্টার প্রতি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন।” বলিতে বলিতে বীরচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ঝঙ্কাভিতের ছায় কল্পিত হইয়া উঠিল।

রতন এতক্ষণ কথঞ্চিৎ দৈর্ঘ্য ধরিয়াছিলেন। এখন বালকের ছায় তিনিও কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—“মহারাজ! তোমরা যা ভাবিয়াছ—আমি তা নই। আমি আপনাকে এতদিন চিনিতে পারি নাই! এ বৃদ্ধ নারী হইতেও অধম। চিন্তা-সংঘমে তাহার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি নারায়ণীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তবে তীর্থে বাহিবার মনন করিয়াছি; দিন কতক ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিব।”

নারায়ণী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ব্যাপারটা কি সে ভাল বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন বুঝিল, দাদা তাঁহাকে ছাড়িয়া বাইতেছে।

বালিকাপ্রাণ আবেগপূর্ণ হৃদয়ে বলিয়া উঠিল—
“দাদা আমাকে কাঁহার কাছে রাখিয়া যাইবে ?”
নারায়ণীর প্রশ্নে এবং রাজা ও রাণীর কথার
ভাবে রতন বঝিলেন, পাবও আনন্দ নারায়ণীর
জন্ত একটি পরিচরিকা পর্য্যন্ত নিবৃত্ত করে
নাই ।

ব্রাহ্মণের শোকাবেগ মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্রোধে
পরিণত হইল । বলিলেন, “বুদ্ধ হইয়াছি, কয়
দিনই বা বাঁচিব ? স্তত্রাৎ অপবাত মুত্যা হয়,
তাও স্বীকার—অনন্তপুর ছাড়িবার পূর্বে এর
একটা ব্যবস্থা করিয়া যাইব ।”

রাজা ও রাণী উত্তেজিত হইতে নিষেধ
করিলেন । ব্রাহ্মণ সে কথার কর্ণপাত করিলেন
না । রাণীর প্রদত্ত উপহার গ্রহণ করিয়া মুহূর্ত্তে
সে স্থান ত্যাগ করিলেন । পশ্চাতে আর
নিষীক্ষণ করিলেন না ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পরদিন প্রত্যুষেই রতন গৃহত্যাগের জন্ত
প্রস্তুত হইলেন । ভাবিলেন, বিলম্ব করিলে
ঘরের মায়া ত্যাগ করিতে পারিব না । তখন
রাণী প্রদত্ত মোহর কর্তী গণিয়া দেখিলেন—
দেখিলেন পাঁচ শত । মুখে তাঁহার হাসি
আসিল । বলিলেন, “মৃত্যুদৌষেয় প্রবেশবার
সমীপে আসিয়া রাণীর রূপায় আমি ধনী
হইলাম ।”

বাস্তবিক রতনের এত ধনে কি হইবে ?
পথে ইহার শতাংশের একাংশও প্রয়োজন হয়
কিনা সন্দেহ ।

পথে বাহির হইলে তখন কোনও ব্রাহ্মণ
অভিধির অসহ্যভাবে খটত না । একবার “ভিক্ষা
দেহি” বলিয়া হিন্দুগৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে,

গৃহস্থ ব্রাহ্মণপচারে তাঁহার সেবা করিয়া আশ-
নাকে ধস্তা জ্ঞান করিত । যদিই তাহাদের জন্ত
অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইত, সমস্ত ধনচেষ্টাই
তাহা নিম্পন্ন হইত । তখনকার ত্রাবাদি আজি
কালিকার মত দুর্খল্য ছিল না ।

রতন থলিয়ার ভিতর হস্তে পঁচশতী মোহর
গ্রহণ করিলেন । বাকী মোহর একটা থলিয়ার
মধ্যে পুরিয়া জুনিয়ার মাকে ডাঁরা দেন । জুনি-
য়ার না বহুকাল রতনের গৃহে বসিয়া কুণী করি-
তেছে । সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে
আর ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই ।

জুনিয়ার মা আসিলে রতন থলিয়াটী
তাঁহার হাতে দিবার উল্লেখ্য করিলেন, বলিলেন,
“ইহা তাঁর কাছে রাখিয়া দে ।” ব্রাহ্মণ চির-
দিনই রহস্ত প্রিয় । রহস্ত কথার অবকাশ
পাইলে, তিনি প্রায়ই প্রলোভন ত্যাগ করিতে
পারিতেন না ।

জুনিয়ার মা থলিয়ার মুক্তি দেখিয়া অগ্রাহ্য
করিয়াই হাতে লইতে গেল । মুহূর্ত্ত মধ্যে হস্ত-
চ্যুত হইয়া সেটা মাটিতে পড়িয়া গেল । অ-
প্রতিভ হইয়া বুদ্ধা ব্রাহ্মণের মুখে হাসি ফুটিল ।

রতন হাসিয়া বলিলেন, “তাঁহার ভিতরে
মোহর আছে, বহুপূর্ব্বক রাখিয়া দে । আমি
তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইব । যদি ফিরি, তবে
আমাকে ফিরাইয়া দিস্ । না ফির, এ সমস্ত
তোমার হইল ।”

কথাটা শুনিবামাত্র বুদ্ধর মখেই ঘেন-
আকাশ ভাঙিয়া পড়িল । “না ফির” এরূপ
কথা সে ব্রাহ্মণের মুখে কখনও শুনে নাই ।
শুনিবার প্রত্যাশাও করে নাই । অনেক দিন
সে ব্রাহ্মণকে ঘর ছাড়িয়া ভ্রমণে বাহিরে দেখি-
য়াছে, কিন্তু সে জানিত, আরও বহু দিন ফিরিতে
পারিলে, ব্রাহ্মণ সহস্র ধন ও পশুদান

গৃহের বাহিরে থাকিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের কুটীরপ্রিয়তা সে বত বুঝিয়াছিল, আর কেহ সেদগ্ন বুঝে নাই।

বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে সে বড়ই ভক্তি করিত। অর্থ প্রলোভনে সে পণ্ডিতজীর গৃহে দাসীত্ব করিত না। হুইবেলা একমুঠা করিয়া আহারই তাহার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আহারান্তে নির্জনে বসিয়া—যে সময় রতন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, তখন কেবল জুনিয়ার মা তাঁহার নিকটে বসিয়া ভক্তিগদগদ হইয়া নীরবে অশ্রুবর্ণন করিত। সেই জুনিয়ার মা ব্রাহ্মণের মুখে প্রথম এই “না ফিরি” কথা শুনিল।

পলতলে মোহরের খলিয়া পড়িয়া আছে, দরিদ্রা বৃদ্ধা তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইল না। বিস্মিত নেত্রে রতনের মুখের পানে চাহিল, বলিল—“তুমি কি আর আসিবে না?”

রতন। ঠাচিয়া থাকি, আসিব।

বৃদ্ধা। বুঝিতেছি, তুমি আর আসিবে না।

রতন। বোধ হয় আসিতে পারিব না।

বৃদ্ধা। তা হ’লে আমার উপায় কি হবে?

রতন খলিয়ার মুখ খুলিয়া বৃদ্ধাকে মোহর-গুলি দেখাইলেন। বলিলেন—“এই সম্পত্তি তোরাই হইল। ইচ্ছামত ব্যবহার করিবি।”

মোহরের মূর্তি দেখিয়াই বৃদ্ধা শোকতাপ জুলিয়া গেল। খলিয়ার ভিতর হইতে গোটা-কতক মুদ্রা বাহির করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল।

মুহূর্ত্তেই জুনিয়ার মা নিজের অবস্থার পরি-বর্তন উপলব্ধি করিয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার ঠাচিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সে ভাবিল—“পণ্ডিতজী ত ঘর ছাড়িয়া চলিল, আমি ত পারিব না। তখন বাহাতে এ স্থানে চিরদিন সুস্থ শরীরে এই সম্পত্তি ভোগ করিতে

পারি, এই সময়ে তাহারও একটা ব্যবস্থা করিয়া লই।” এই ভাবিয়া সে ব্রাহ্মণকে বলিল “ধন ত দিলে। কিন্তু আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিলে কি?”

রতন তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন—“কেন এই ঘরেই থাকিবি। আমি এ স্থানে বাহা বাহা রাখিয়া বাইতেছি, সমস্তই তোরা হইল।”

বৃদ্ধা। খাইব কি?

রতন। থাকিবার ভাবনাই যদি তোরা রাখিয়া খাইব, তবে কিলের জন্ম এত মোহর দিলাম। যখনই অভাব বুঝিবি, তখনই মোহর ভাঙ্গাইয়া খাইবি।

বৃদ্ধা অবাক হইয়া ব্রাহ্মণের মুখের পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ বলে কি? তুচ্ছ হুই মুঠা চাউলের জন্ম মোহর ভাঙ্গাইতে হইবে? বৃদ্ধা স্থির করিল, পণ্ডিতজী পাগল হইয়াছে।

সে পূর্বে অনেক পাগল দেখিয়াছে। পাগল হইলে লোকের মুখচোখের ভাব কিরণ বিকৃত হয়, তাহাও সে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছে। তাই সে স্থির হইয়া ব্রাহ্মণের মুখ চোখের পরিবর্তন অমূল্যসন্ধান করিতে লাগিল।

রতন বৃদ্ধার মুখের ভাব দেখিয়া হাসিলেন। বুঝিলেন, এত অধিক ধন পাইয়া বুড়ী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হী করিয়া মুখের পানে কি দেখিতেছিস?”

বৃদ্ধা তবু কথা কহে না। সে অনেক চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণের মুখে চক্ষে উন্নততার লক্ষণ খুঁজিয়া পাইল না। যে হাসি যে কথা বৃদ্ধার অন্তঃকরণে অনেক সময় প্রফুল্ল করিয়াছে, আজিও সে ব্রাহ্মণের মুখে সেইরূপ দ্বিগুণ মধুর হাসি দেখিল, মুহু মধুর বাক্য শুনি। বৃদ্ধা

এবার কাসিয়া ফেলিল। বলিল—“তুমি কি সত্য সত্যই কিরিয়ে না ?”

বতন। কিরিবার ইচ্ছা আছে। তবে অনেক তীর্থে ঘুরিব—অনেক বয়স—যদি মরিয়া যাই !

পণ্ডিতজীর মরণের কথা চিন্তা করিতেও জুনিয়ার মার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বলিল “না, যেমন করিয়া পার কিরিয়া আসিও।”

বতন। সে পরের কথা। এখন এই মোহরগুলি তুই গ্রহণ কর। এ গুলি তোরই হইল জানিয়া রাখ।—তুই ইচ্ছামিত ইহার ব্যবহার করিবি।

বৃদ্ধ। তুমি কবে রওনা হইবে ?

বতন। কবে কি ? আজ—এখন।

এই বলিয়াই ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে প্রবেষ্ট হইলেন। জুনিয়ার মাও মোহরের থলিয়া লুকাইতে চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণের কিরিতে বিলম্ব হইল না ! বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, জুনিয়ার মা চলিয়া গিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যা দিবার কথা, প্রতিদিন গৃহীত পরিহার রাখিবার কথা, তুলসীমঞ্চ জল দিবার কথা,—আয়ও তুই চার কথা, বাহিবার পুকে ভাতাকে উপদেশ দিয়া যাইবেন, “এইজন্য তিনি বৃদ্ধাকে আর একবার ডাকিলেন। উত্তর পাইলেন না। আবার ডাকিলেন। বাতী জনশ্রুত বলিয়া বোধ হইল। আর জুনিয়ার মার অপেক্ষা সহিল না।

তখন মোহর কয়টা পৈজয়ার মধ্যে পুরিয়া তিনি কোমরে বাঁধিলেন। তারপর একটা কাঁপড়ের পুঁটুলি, একটা কমণ্ডলু, একখানি যুগ-চর্ম ও একগাছি বাঁশের লাঠি লইয়া, দুর্গা স্তবন করত ব্রাহ্মণ বহুদিনের প্রিয়সঙ্গী গৃহীতকে বৃদ্ধি কহের মত পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, জুনিয়ার মা মনে করিল, “এই অবকাশে মোহরগুলো লুকাইয়া আসি।” তাহার ইচ্ছা ছিল, কিছুকাল সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। এদিকে রাসীকৃত ধন পাইয়াছে, ওদিকে অমূল্য বতনসদৃশ পণ্ডিতজীকে সে হারাইতে বসিয়াছে। আনন্দ প্রকাশ করিবে কি কাঁদিবে, বৃদ্ধা স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাই সে মনে করিল, মোহর কয়টা আশ্রিতঃ একটু নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসি। রাখিয়া, ব্রাহ্মণের সঙ্গে যতদূর পারি যাই। কিরিয়া দেবতারও না জানিতে পারে, এমন স্থানে মোহর লুকাইয়া রাখিবে।

বৃদ্ধার সন্ধ্যা কার্যে পরিণত হইল না। ধন লুকাইয়া রাখা সে ঘড়ী সজ্জ মনে করিয়াছিল, কার্যে তাহার বিপরীত দেখিল। প্রথমে সে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সেখানে সে মনোমত স্থান খুঁজিয়া পাইল না। ঘরের এক কোণে বুটে রাখিবার একটা জালা ছিল। অল্প কোথাও রাখিতে লাল না করিয়া বৃদ্ধা সেই জালাটার ভিতর হইতে বা কিছু ছিল বাহির করিয়া লইল। পরে অতি ধীরে, পাছে ঘরের ভিতরের শিপীলিকাটা পর্যন্ত জানিতে পারে, এইরূপ ভাবে মোহরের বলিদাটী তাহার ভিতরে ছদ্ম করিল,—অতি লাবধানে মুখে লম্বা চাপা দিল। তবু বেন মনঃপূত হইল না। তাহার বোধ হইল যেন মোহরগুলো দেখা যাইতেছে। ভ্রম মনে করিয়া সে একবার চকু মুছিল। দেখিল মোহরগুলো জল জল করিয়া জলিতেছে।

এমন সময় পণ্ডিতজীর কথা তাহার কাণে গেল। কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া,

সে তড়াঁতড়াঁ ঘরের মধ্যে, যেখান হইতে পারিল সেইখান হইতেই, কাঁথা, কাপড়, বলিয়া, মুগচর্ম,—শেষ হাঁড়ি, ভাঁড় মাসী—যেখান হইতে যাঁহা আনিতে পারিল, তাই দিয়া জালা ঢাকিতে লাগিল। কিন্তু যতই বুদ্ধা মোহর-গুলিকে আবৃত করিবার চেষ্টা করে, ততই সে গুলী যেন অদিকতর উজ্জ্বল হইয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়ে।

ক্রমে জানালা, দেওয়াল, দরজা, ঘরের চাল—বুড়ীর চক্ষু সমস্তই যেন স্বচ্ছ, সমস্তই ফাঁকা দেখাইতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বুদ্ধা মোহর বাহির করিল। দুইহাতে বকে চাপিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল পণ্ডিতজী চলিয়া গিয়াছে।

সন্দেশ দূর করিবার জন্য দুই একবার সে “পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী” বলিয়া ডাকিল। উত্তর পাইল না। ব্রাহ্মণের ঘর খুঁজিল। দেখিতে পাইল না। পা টিপিয়া দরজার কাছে গেল। সাবধানে শুধু মুখটা বাহির করিয়া সুবর্ণরেখার তীরস্থ পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল—যতদূর দেখা যায় দেখিল। দেখিল রাজপথে জন-প্রাণী নাই। বুদ্ধা ঘর বন্ধ করিয়া দিল।

বুদ্ধা এইবারে যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। ভাবিল, মনোমত স্থান সন্ধান করিয়া এইবারে মোহরগুলিকে লুকাইতে পারিব। ব্রাহ্মণের গৃহের সম্মুখে একটা তুলসী মঞ্চ। তাহার নিকটবর্তী অনেকটা স্থান বাগান। সেখানে বসিলে বাড়ীর সমস্ত অংশই দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধা মোহরগুলি ব্রাহ্মণের ঘরের মধ্যে রাখিয়া সেখানে বাসিল। বসিয়া কাঁদিবার উদ্দেশ্য-আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

বুদ্ধার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না। জুনিয়া বলিয়া একটামাত্র কন্যা ছিল। সেটী বিশ

বৎসর পূর্বে মারা পড়িয়াছে। স্মরণঃ এত ঘন লইয়া বুদ্ধা কি করিবে? তাই আজ বিশ বৎসর পরে সে কন্টার অভাব অনুভব করিল। বাঁচিয়া থাকিলে জুনিয়া এক সঙ্গে এত মোহর দেখিতে পাইত। মোহরগুলি দেখাই বুদ্ধ চরম উপভোগ মনে করিয়াছিল। জুনিয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকেও স্পর্শ করিতে দিত না। তথাপি বুদ্ধার জুনিয়াকে মনে পড়িল। এবং সেইজন্য যেটুকু চক্ষুজল নিক্ষেপের প্রয়োজন, তাহা সম্পন্ন করিতে সে কিছুমাত্র ক্রটি করিল না। নিকট হইতে একখানা পিড়ি লইয়া একখানা কাঁথা গায়ে দিয়া, বুড়ী কাঁদিতে বসিল।

কিন্তু বিধাতা তাহাকে কাঁদিতে দিল না। কাঁদিবার উপক্রমটা করিয়াছে মাত্র, এমন সময় বুড়ীর বোণ হইল যেন কে সদর দরজার কড়া নাড়িতেছে! চুপ করিয়া বুড়ী কাণ পাতিয়া রহিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল, বুঝিল বাতাসের কাণ। এমন অসময়ে রহস্ত্য করিবার জন্য বাতাস কতকগুলো গালি খাইল। এবার বুড়ী নীরবে কাঁদিবার ব্যবস্থা করিল। এসময় চীৎকার করাটা বুদ্ধিমত্তীর কার্য নয়। বুদ্ধিমত্তী জুনিয়ার মা আর কোনও মতে কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে দিল না। যদিই বা ফাঁকে ফাঁকে দুই একটা কথা গলা ছাড়িঁহিবার উপক্রম করিল, অমনি সে হাতে মুখে চাপিয়া, দাঁতে পিঁশিয়া, তাহাদের বিনাশ সাধন করিতে লাগিল। পাছে কেহ বাহির হইতে কথা শুনিতে পায়,—পাছে কেহ বাড়ীতে আসিয়া তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

অতি সন্তর্পণে জুনিয়ার মা শোকাবেগ-ব্যর্থ নিশ্বাস করিল। তারপর আবার পুঁটলি বকে করিয়া বসিল। বুড়ী কোঁথায় যে মোহর

লুকাইবে, তাহা এখনও স্থির করিতে পারে নাই। ভাবিল দিনটা যে কোন প্রকারে কাটািয়া দিই। রাতে এর যাহ'ক একটা বিলি ব্যবস্থা করিব।

সহসা বিষম লানকোলালে তাহার কাণে গেল। বুঝা স্তনিতে পাইল, কাছারী বাড়ীর নিকটে একটা বিহম গোলমাল বাধিয়াছে। বুঝা স্থির করিল, এ আর কিছু নয়, পণ্ডিতজী ঘরে নাই জানিয়া, তাহার মোহরের গন্ধে সিপাহী-গুল্লা তাহার ঘর লুটিতে আসিতেছে। সে তাড়াতাড়ি, যেখানে যা পাইল পাথর, ইট, কাঠ দরজার চাপা দিতে আরম্ভ করিল। এমিকে কোলাহলে রাজ-অস্ত্রপুর পর্যন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে। স্তনিবার মা দেখিল, রাজবাটীর ছাদে—রাজা, রাণী ও রাজকুমারী তিনজনেই উদ্গ্রীব হইয়া কি দেখিতেছেন।

বুঝার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে থলিয়া লইয়া ব্রাহ্মণের ঘরে প্রবেশ করিল। কবাট বন্ধ করিল। এবং মোহরের থলিয়া বৃকে করিয়া, জীবনে প্রথম, দেহাঙ্গ উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিল।

মোহর কয়টা দিয়া, যথার্থই ব্রাহ্মণ প্রভু-পরামর্শ পকিচারিকার সজ্জনাশ সন্ধান করিয়া গিয়াছেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।

ঘর হইতে বাহির হইয়াই রতন ভাবিলেন—“একবার দুই দেওয়ানকে দেখিয়া যাই। এই স্থির করিয়া তিনি কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজের অধীনে আসিয়া অভাগত সাহেবদিগের অভ্যর্থনাদির জন্য রাজা সাহেবী-ধরণে অট্টালিকাটা নির্মিত করিয়াছিলেন। এখন ইহার নিম্নে কাছারী হয়, উপরে আনন্দ-

দেব পরিবার লইয়া বাস করেন। সাহেবদিগের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাস-স্থান নির্মিত হইয়াছে। কাছারী বাড়ীর পূর্বে কালাবাধ বলিয়া একটা প্রকাণ্ড দিঘী। তাহার পূর্বে ঠিক কাছারী বাড়ীর পদপারে রামবাগ বলিয়া উদ্যান। তাহার মধ্যে স্তনির্মিত একখানি বাংলা। সাহেবেরা এখন সেই স্থানে আসিয়াই থাকেন।

কাছারী বাড়ীর পশ্চিমে প্রায় দুই বর্গ দূরে স্ববর্ণরেখা-দেব রাজপ্রাসাদ। রতনের দরখানি রাজবাটীর সংলগ্ন একটা অনতিবৃহৎ উদ্যানে পশ্চাতে। তাহার ঘরের দিকের প্রাচীরে একটা দ্বার ছিল। রাজার সহিত সাক্ষাতের সময়, কিংবা কাছারী বাড়িতে বাইবার সময় ব্রাহ্মণ সেই দ্বার দিয়া বাগান পার হইয়া বাইতেন। তখন কাছারী বাড়ী তাহার ঘরের অতি নিকটে ছিল। এখন কিন্তু তাহা অনেক দূর হইয়া পড়িয়াছে। আনন্দদেব সেই দ্বারটা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পাছে তাহার অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসে।

অজকাল তাহাকে স্ববর্ণরেখুর তীরস্থ পথ দিয়া কিছুদূর উত্তর মুখে বাইতে হইত। তার পর রামবাগ বেড়িয়া উদ্যান দিয়া কাছারী বাড়ী ও রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইতে হইত। পূর্বে রতন অস্ত্রপুরদ্বার দিয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিতেন। এখন মোহরের ভিন্ন গৃহে প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। সেখানে যে সমস্ত দ্বারবান ছিল, তাহারা আনন্দদেবের চরের কার্য করিত।

স্বতন্ত্র গৃহ ব্যতিতে রতনের রাজবাটীতে আগমন ও বহুক্ষণ অবস্থান রাজি মধ্যেই আনন্দ-দেবের কাণে উঠিয়াছে। আনন্দদেব আরও স্তনিয়াছেন, একটা থলিয়ার মধ্যে কি জানি কি জব্বা লইয়া, রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছেন।

চিন্তায় সমস্ত রাজি আনন্দদেবের নিজা হয় নাই। ব্রাহ্মণকে ভয় করিলেও আনন্দদেব মনে মনেও তাহাকে ঘৃণা করিতে সাহস করিতেন না। ব্রাহ্মণের নিশ্চিন্ততা তাঁহার অবিলম্বিত ছিল না। প্রয়োজন সাধনের জন্ত তিনি নিজেই কতবার তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন। বহু অর্থে ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টায় ফল হয় নাই। সেই ব্রাহ্মণ খলিয়া করিয়া আনিল কি? সম্ভবতঃ মুজা। মুজার বৈদ্যুতিক শক্তি আনন্দদেবের অপরিজ্ঞাত ছিল না। আনন্দদেব জানিতেন, যে মুজার সহায়তায়, তিথারী হইয়াও তিনি আজ রাজার তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই মুজার সাহায্যে বৃদ্ধিমান বাকালী ব্রাহ্মণ না করিতে পারে কি? বিশেষতঃ অগ্রে কোনও সংবাদ না দিয়া বাঁচি হইতে জয়েন্ট সাহেব একজন বন্ধু লইয়া, গভরাঞ্জে অনন্তপুরে আসিয়াছেন। অবশ্য চরের সাহায্যে আনন্দদেব জানিয়াছেন যে, সাহেবদের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হয় নাই। তথাপি দেওয়ান বৃশ্চিক-দষ্টের জায় সমস্ত রাজি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিয়াছেন।

শেষরাজে যখন মুকুন্দ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল যে, সাহেবরা যুগয়ার জন্ত অনন্তপুরে আসিয়াছে, তখন কথকিং প্রকৃতিস্থ হইয়া দেওয়ান একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলেন। তৎক্ষণাৎ আসিয়াছে, এমন সময় বাহিরে একটা বিষম কোলাহল তাঁহার আগমনোদ্যমী নিজাকে একেবারে বৈতরণী পার করিয়া দিল।

সতয়ে আনন্দ শয্যা ত্যাগ করিলেন। কোলাহলের কারণ জানিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া জানালার কাছে ছুটিলেন। কিছু দেখিতে পাইলেন না। মুকুন্দকে ডাকিলেন, উত্তর পাইলেন না। পর প্রকোটে বাইরা মুকুন্দের

সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, মুকুন্দ নাই। প্রাণপণ চীৎকারে ভৃত্যদের ডাকিলেন। কোন ভৃত্য উত্তর দিল না। কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পাইল। আনন্দদেবের বোধ হইল অনন্তপুরের গগন কি যেন এক অলৌকিক ভীম নাদে আলোড়িত হইতেছে। তিনি পুনরায় জানালার নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। দেখিলেন, জনশ্রোত সুবর্ণ রেখার তীরাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। ভয়ে তিনি জানালা বন্ধ করিলেন। দ্বারের কবাট বন্ধ করিতে বাইতেছেন, এমন সময় স্ত্রী ও পুত্রবধু অন্তঃপুর হইতে তাহার কাছে ছুটিয়া আসিল।

স্ত্রীকে তদবস্থায় দেখিয়া সতয়ে আনন্দদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—“বাপার কি!”

স্ত্রী বলিল—“সর্বনাশ হইয়াছে। মুকুন্দ বৃদ্ধি নাই।”

পুত্রবধু জানকী সক্রোধ চীৎকার করিয়া উঠিল।

স্ত্রী আবার বলিল—ব্রাহ্মণ রতন তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

মুচ্ছিতপ্রায় আনন্দদেব ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সহসা একজন ভৃত্য উজ্জ্বলবেশে ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এবং ভূপতিত প্রকৃত্য দেখিয়াই, সত্বর তাহাকে স্থানত্যাগ কার্যে অনুরোধ করিল। বলিল—“এখনি ঘর ছাড়িয়া পালান। নইলে প্রাণে বাঁচিবেন না। ব্রাহ্মণ এই দিকেই আসিতেছে।”

মৃত্যুর আশঙ্কায় দেওয়ান তখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুকে সাবধান করিয়া ভৃত্যও ফিরিয়া চলিল। একবার মাত্র আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন—“মুকুন্দ?”

ভৃত্য। সাহেবেরা তাঁতাকে হত্যা করিয়াছে।

সংবাদ দিয়াই আশ্বর্য্যার্থ সে ক্ষতবেগে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এদিকে বাহিরের কোলাহল কাভারী বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছে। আনন্দ পত্নীকে বলিলেন—“ব্যাপার বুঝিতেছ না? পালাও।”

• আনন্দপত্নী পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া অস্ত্রঃপুরাভিমুখে ছুটিল। বিপদে জ্ঞানশূন্য, স্বামীর ভবিষ্যৎ ভাবিবার আর অবকাশ পাইল না।

আনন্দদেবের বোধ হইল, তাঁহাকে হত্যা করিবার ক্ষমতা যেন চারিদিক হইতে নরঘাতক তাঁহার গৃহাবরোধ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। এরূপ অবস্থায় শলাঘন ভিন্ন গতান্তর নাই। বাহির হইবার ক্ষমতা ঘরের চৌকাটে যেই পা দিয়াছেন, অমনি সেখানে অসংখ্য পদশব্দ শ্রুত হইল। তাঁহার হস্তপদ অবশ হইয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, বাহির হইলেই নরঘাতকের সম্মুখে পড়িবে। আশ্বর্য্যকার উপায়াস্তর না দেখিয়া তিনি পর্য্যকৃত্তলে আত্মগোপনের উদ্দেশ্য করিলেন। বিপদে আত্মহারা—স্বার-বোধ কাঁধাটা পর্য্যন্ত তাঁহার মনে আসিল না।

বিকীরিকার, ঘটনার আকস্মিকতার কিংকর্তব্যবিমূঢ় আনন্দ নিজের শারীরিক অবস্থার কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার দেহ বহুকাল হইতে কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় মাংসরাসির অপ্রীতিকর ভার বহন করিয়া আসিতেছে। ভুলিয়া গিয়াছেন, যে এই অসুখ-সঙ্কীর্ণ মাংসরাসি তাঁহার দেহের সঙ্গীত সমাহরণে বিভ্রান্ত ছিল না,—কোথাও বা অল্প কোথাও বা অধিক ছিল। এটাও বুঝিতে পারেন নাই, উলদেশে প্রবেশ মুখে পর্য্যন্ত তাঁহার অনধিকার প্রবেশের স্তায়সঙ্গত প্রতিবাদ করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ।

বাহ্য ঘটনার তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ পর্য্যকৃত্তলে

তলে অভি আগ্রহে প্রবেশ করিতে গিয়া, আনন্দদেবের সেই বিশাল অঙ্গ মধ্যভাগে আবদ্ধ হইয়া গেল। মস্তক ও স্বক্কের কিয়দংশ পর্য্যকের নিয়ে স্থান পাইল। অঙ্গের অবশিষ্টাংশ বাহিরে পড়িয়া রহিল।

নিরুপায় আনন্দদেব, কুকুরত্যাগিত হৃতপ্রায় ক্রান্ত শবকের স্তায়, অর্দ্ধ-সুকাহিত দেহে চক্ষু মুদ্রিয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ।

সাহেব হুইজনের মধ্যে যিনি রাঁচির কম্পেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁহার নাম হারলি, সহচরের নাম ব্রাউন। হারলি পাঁচ হংসর এদেশে আসিয়াছেন, ব্রাউন নবাগত। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয়। বিলাতের জনৈক লর্ডের ভাগিনের ও উত্তরাধিকারী। তাঁহার পিতৃত্ব্য সে সময় ছোটনাগপুরের কমিশনার। হিন্দুস্থান দেখিবার অভিলাষে অতি অল্পদিন হইল তিনি এদেশে আসিয়াছেন। আসিয়া পিতৃব্যের গৃহেই অতিথি হইয়াছেন। যুগদ্ব্যাপদেশে হানুলির সহিত তাঁহার অনন্তপুরে আগমন।

যে সময় রতন গৃহভ্যাগ করিয়া কাছারী বাড়ীতে আসিতেছিলেন, তাঁহার অল্পকাল পূর্বেই ব্রাউন শয্যাভ্যাগ করিয়াছেন। হানুলি তখনও নিদ্রিত।

ব্রাউন শয্যাভ্যাগ করিয়া বাংলাসংলগ্ন পুন্ডোঙ্গানে বিচরণ করিতেছিলেন; সেইস্থান হইতে সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত একটা বিশাল তুল প্রাপ্তর। মাঝে কেবল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। সুবর্ণরেখার পরপারে, অনন্তপুর হইতে প্রায় এককোশ দূরে একটা অনতিউন্নত অধিত্যাকা ভূমি হইতে জনার সেই বহুবোজনব্যাপী জলজের আদ্রস্ত। ছোটবড় শালগাছ বৃক লইয়া, স্তরে

স্তরে উন্নত সেই বিশাল অরণ্য, স্থিরতরঙ্গবৎ মহাসিন্ধুর জায় অনন্ত আকাশ নীলিমাকে আলিঙ্গন করিতেছিল। মাঝে মাঝে দুই চারিটা শাহাড় নৌকরে শাবক ধসরবৎ জাহাজের জায় সেই জ্বাল সমুদ্রে ভাসিতেছিল। বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাউন সেই অদৃষ্টপূর্ব মহান অরণ্যের সৌন্দর্য্য নিবীক্ষণ করিতেছিলেন।

এমন সময়ে রতন স্তবর্ণরেখার তীরভূমি পরিভ্রমণ করিয়া প্রান্তরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার মাথায় উকীর গায়ে বেনিয়ান, পরিধান মালকোচা করা দক্ষি, পায়ে নাগরাজুতা, এবং হস্তে তৈল-মিশ্রকাজল-লোহিতাভ বংশযষ্টি। বহুদিন ত্রিস্তপনীদের সংশ্রবে থাকিয়া তাঁহার আচার্য্য বাদ্যের অনেকটা তাহারেই মতন হইয়াছিল। তিনি সঙ্গীত পরিচয় থাকিতে ভাল বাসিতেন। ঘরে থাকিলেও তিনি কখন যন্ত্রি বস্ত্র পরিধান করিতেন না।

প্রাচীরে আসিয়াই রতন সর্বপ্রায়ে বদীরকের সমীপস্থ হইলেন, এবং তাঁহার একটা ভূমিলয় শাখায় কমণ্ডল, মগধর্ম্ম, কাপড়ের পুটলি ও লাঠি গাছটা বন্ধা করিলেন, এবং ব্রহ্মহস্তে কালাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কাছারী বাঙালিতে বাহিল হইলে, বরাবর পূর্বমুখে সরোবরের তীর ধরিয়া বাংলাকে পশ্চাতে রাখিয়া আবার তাঁহাকে পশ্চিম মুখী হইতে হইবে।

পূর্বমুখে দিগ্বিতে রতনের মুখে প্রাচ্যসংস্কৃতির কিরণ পড়িত হইল। তাঁহার কবিত কংকনোজ্জল বর্ণ বরষের আদিবা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিশাল বক্ষ, অত্যন্ত দেক, সোম্য ও দীর্ঘতা বাস্তব মুখশী, পুরুকেশ-যশিত শুভ্র মস্তক মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রান্তরপথে চলিতে চলিতে মধুরগাহী বক্ষ, শুভ্র পদজলে অরুণ কিরণ প্রফিলিত

হওয়ায় গম্বীল কাঞ্চনজঙ্ঘার জায় শোভা পাইতেছিলেন।

জনীর জঙ্গলের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাউনের ভাববাজো একটা তরঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। অরণ্যের বিশালতায় আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া, তরঙ্গ বক সেই দূরদেশ হইতেই ধান-ময় ঘোঁড়ার জায় আত্মবিশ্বস্তির স্তখে মুহূর্ত্ত আন্কলিত হইতেছিলেন। জীবনটা তাঁহার স্বপ্নকুহেলিকাবৃত ফুলরাশির জায় তাঁহার মন-শঙ্কুর উপর দিয়া ভাসিয়া বাইতেছিল। এমন সময়ে রতনের দিব্যমূর্ত্তি, একাদার-নিবিষ্ট পুষ্প-গুহের জায়, তাঁহার স্বপ্নাবির দৃষ্টির উপর সহসা প্রফুটিত হইয়া উঠিল। ব্রাউনের বোধ হইল, যেন পশ্চিমাঞ্চল হইতে ভূতলাবতীর্ণ প্রজাতন্ত্র-হাত দেবদূত প্রান্তরে বিচরণ করিতেছে। বিশ্বযাঘি হইয়া তিনি হারলিকে ডাকিলেন। হারলি তখনও ঘুমাইতেছিলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে তিনি একজায় বসিয়া এক বক্ষ বলিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, শুদ্ধমাত্র বলিষ্ঠতার অপরাধে, কিছু কালের জন্য ত্রিধারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় সহচরের কথা কর্ণে পবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ মুছিতে মুছিতে হারলি বাধিরে আসিলে, ব্রাউন তাঁকে ব্রাহ্মণকে দেখাইয়া বলিলেন—“দেবদূত দেখিয়াছ ?”

দেবদূত দেখিয়াই হারলি উচ্ছ্বাস্ত করিয়া উঠিলেন—“বলিঙ্গেন—“কিছুদিন এদেশে থাকিয়া এ স্থানের জলবায়ুতে অভ্যস্ত হইয়া ‘শেটিভ’ দেখিবার চক্ষু প্রস্তুত কর। তারপর উহার পানে চাহিও। দেখিবে উহার মূর্ত্তি কত কুৎসিত !”

ব্রাউন এ সকল কথার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন—“চক্ষুর কি অবস্থা হইলে এক্ষণ সুন্দর কুৎসিত দেখায় ?”

এদিকে দীর্ঘের পাড়ের আড়ালে পড়িয়া, রতন সাহেবদিগের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাউনের হাত ধরিয়া হাবলি তাঁহাকে বাংলার ভিতর লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে ব্রাউন একবার ফিরিলেন—ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন না। হাবলির কথায় তাঁহার মনটা বড়ই বিষন্ন হইয়া গেল। তথাপি ব্রাহ্মণ যে ছবি তাঁহার মনে অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সেটা আর বিলুপ্ত হইল না।

এদিকে রতন দীর্ঘের দৌরে কাছারী বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। মুকুন্দও সেইপথ দিয়া সাহেবদের সঙ্গিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে-ছিল। আসিতে আসিতে সম্মুখে দেখিল রতন। মুকুন্দের মত শুকাইয়া গেল। দেওয়ানের কথা জানিবার জগা রতন তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন।

এমন সময়ে চাঞ্চল্যে সিপাহী কাছারীর কাছে সেই পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছিল। দেখিল মনিবের সম্মুখে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রতন। কৌতুকল পরবশ হইয়া তাহার উভয়ের নিকটে আসিল। প্রত্যেকেরই হস্তে একটু ছিঁ করিয়া দীর্ঘ যষ্টি ছিল। যষ্টি বন্ধগত করিয়া তাহারা মুকুন্দের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সিপাহীদের দেখিয়া মুকুন্দের সাহস ফিরিল। তাবিল—“ব্রাহ্মণকে নিজের শক্তি দেখাইবার এই একটা সুত অবকাশ। ব্রাহ্মণ কথায় কথায় আমায় ও আমার পিতার অপমান করিত। আমিই বা এই অবকাশ ছাড়িব কেন?” ব্রাহ্মণ সমীপস্থ হইবামাত্র কুন্দস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—“কি চাও?” রতনের সম্মুখে মাথা তুলিয়া মুকুন্দ জীবনে এই প্রথম কথা কহিল।

স্বরের কক্ষতার রতন বিরক্ত হইলেন। তথাপি সাবধানে মনোভাব গোপন করিয়া উত্তর দিলেন—“তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।”

মুকুন্দ পূর্ববৎ কুন্দস্বরে রতনকে বুঝাইল, তাহার পিতার ছায় মাননীয় ব্যক্তির সঙ্গিত, রতনের ছায় দরিদ্র ভিক্ষকের সাক্ষাতের অভিলାষ ঘুটত। মুকুন্দের বড়ই শৈথী যে, বৃদ্ধের গুণ্ডতার শাস্তি না দিয়া, সে এখনও পর্যন্ত তাঁহার অসম্মা জনোচিত মূর্ত্তি সম্মুখে অবস্থিত থাকিতে অশ্রুমন্দি প্রদান করিয়াছে। কক্ষতর স্বরে মুকুন্দ বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

সিপাহীগণও বৃদ্ধের আগমন প্রভুর অস্বীকার বুদ্ধি, তাহাকে গমনে বিরত করিতে অগ্রসর হইল। ইহাদের মাঝে একজন রতনকে বন্ধকাল হইতে জানিত। অপর তিনজন নবাগত। তাহারা একেবারে রতনের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তাবিল, একপ করিল বৃদ্ধ ভয়ে আপনা হইতেই স্থানত্যাগ করিবে।

রতন কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইতে আসেন নাই। সতরাং মুকুন্দের ক্ষয় আশেবাধ্য ও সিপাহী-দিগের বীভৎস কার্য্যকর হইল না। বৃদ্ধ বরং মুকুন্দের নিকে অগ্রসর হইবার ভাব দেখাইল।

পরিচিত সিপাহী তাবিল, গতিক ভাল নয়। অপর সিপাহীরা স্থির করিল, বৃদ্ধ উন্মাদ। মুকুন্দ বুঝিল, ব্রাহ্মণ কি একটা কাণ্ড করিতে আসিয়াছে। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল—“বৃদ্ধ, যদি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এই পাণ্ডুই স্থান ত্যাগ কর।”

রতন দেখিলেন মিটবাক্যে কার্য্য হইবে না, তাহাতে বুঝা সময় নষ্ট। অগ্রসর হইয়া তিনি একেবারে মুকুন্দকে বঁধিয়া ফেলিলেন। সিপাহী-গণ হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল।

রতন তাহাদের চীৎকার কাণে তুলিলেন না। একজন সিপাহী ছুটয়া রতনকে ধরিল। রতন ক্রক্ষেপণও করিলেন না। কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগে মুকুন্দকে দাঁড় করাইয়া, দ্বিধা গম্ভীর-

স্বরে বলিলেন—“মুখ! স্থানভাগ করিবার জন্ত আমি সর্বকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া এতটা পথ আসি নাই। তুমি যদি মজল চাও,—তোমার শিতা যদি মজল চায়, তাহা হইলে আমাকে তাহার কাছে লইয়া চল।”

তখন মুকুন্দ প্রকৃতিস্থ হইল। রতনের প্রকৃত মূৰ্ত্তি তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। কিংকৰ্ত্তব্য-বিমূঢ়, বাগ্গরহিত মুকুন্দ কাতর নেত্রে প্রহরীদিগের পানে চাহিল। প্রভুকে অপমানিত দেখিয়া সিপাহীগুলি রতনকে আক্রমণ করিল; এবং বিনা প্রার্থনায় তাহার সহিত নানাবিধ কুটুস্থি তা স্থাপন করিয়া প্রেমবিহীনচিন্তে সবলে আকর্ষণ করিল—মুকুন্দের হস্ত হইতে তাহার হস্ত মুক্ত করিবার চেষ্টা করিল।

চেষ্টায় ফল হইল না। সিপাহীগুলির বোধ হইল, মল্লয ধরিতে গিয়া তাহার। নরদেহ-খালী কি এক প্রস্তরবৎ কঠিন পদার্থে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। অতি আকর্ষণেও তাহার। ত্রাস্রণকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না। মুকুন্দেরও নিক্সলাভ হইল না। বিষয়ে তিনজনে পরস্পরের মত চাওয়া চাওয়া করিল। রতনের পরিচিত সিপাহী দূরে দাঁড়াইয়া প্রমাদ গণিতেছিল।

প্রাণপণে মুকুন্দ চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতে অনেক সিপাহী কালারীমের তীরে উপস্থিত হইয়াছিল। পরপাত হইতে তাহার। মুকুন্দের চীৎকার শুনি, তনিয়া উৰ্দ্ধ্বাঙ্গে সকলে মুকুন্দের বক্ষার্ণে ছুটিল।

চীৎকার সাহেবদিগেরও কাণে পহুছিয়াছে। কারণ নির্দায়কের জন্ত তাহার।ও বাংলার বাহিরে আসিয়াছেন। সাহেবদের দেখিয়া মুকুন্দ চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। বলিল—“সাহেব! দম্ভার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।”

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

রতন পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, হুইজন সাহেব। সম্মুখে দেখিলেন, দলে দলে সিপাহী মুকুন্দের উদ্ধারার্থ ছুটিয়া আসিতেছে; পরিণাম বুঝিতে ত্রাস্রণের বাকী রহিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন “করলাম কি? নারায়ণীর উপকার করিতে গিয়া, তাহার অধিকতর অনিষ্ট করিয়া দিলাম।” বুঝিলেন, কাৰ্য্য নিষ্ফল হওয়া স্মরণপরাহত্যা এত লোকের বাধা অতিক্রম করিয়া, আনন্দদেবের সমীপস্থ হওয়া তাহার লাধাতীত। পরন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে তাহাকে বন্দী হইতে হইবে।

এক্সপ অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া কর্তব্য নয় বুঝিয়া, রতন মুকুন্দের হাত ছাড়িয়া দিলেন। প্রহরীগুলি কিংকৰ্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনও পর্য্যন্ত তাহাকে আকর্ষণ করিতেছিল। ত্রাস্রণ ভাঙ্গাঙ্গিকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন।

কথা শেষ করিতে তাহার। ত্রাস্রণকে অবকাশ দিল না। প্রভুপুত্রকে ছাড়িতে দেখিয়াই, ত্রাস্রণের চপেটাঘাতের মধুরত্ব তাহাদের অঙ্গের পক্ষে বিশেষ প্রীতিকর হইবে না বুঝিয়া, তাহ। মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দও সাহেবদিগের আশ্রয় গ্রহণেও অভীলাষে সেতান হইতে ছুটিয়া পলাইবার উদ্দেশ্য করিল। তবে যুবক মৃতবৎ হইয়াছিল। তাহার অঙ্গে শিথিলত্ব আসিয়াছিল। পদব্রত ঘনঘন কম্পিত হইতেছিল। স্তম্ভরাং ইচ্ছাস্রবেও মুকুন্দ এক পদও অগ্রসর হইতে পারিল না। রতন তাহার অবস্থা বুঝি পাইলেন। বুঝিয়া আবার তাহাকে ধরিলেন বলিলেন, “ভয় নাই আমি হইতে বিদ্ধমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা করিও না। তবে আমি বা বা

তন। কি নিমিত্ত তোমার পিতার কাছে চলিয়াছি, তোমাকেই বলিতেছি।”

কথা মুকুন্দের কাণে পৌছিল না। সে কেবল সাহেব হুইজনের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহাদের দিকে চাহিয়াছিল। তাঁহারাও মুকুন্দকে বিশ্লিষ্ট বুঝিয়া তাহার দিকে আসিতেছিল। রতনের কথা শেষ হইতে না হইতে, হারুলি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হারুলিকে সমীপস্থ দেখিয়াই, মুকুন্দ পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিল, “সাহেব আমাকে বন্ধা কর।” প্রহরীগণ সেলাম করিতে করিতে সরিয়া সাহেবকে পথ দিল। রতনও সাহেবকে দেখিবার জন্য পশ্চাতে ফিরিয়াছেন, অমনি হারুলির বক্তৃতাটী দ্বারা নাসিকা দেশে বিধম প্রকৃত হইলেন। দেখিতে দেখিতে শোণিতশ্রোতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূখ প্রাবৃত হইয়া গেল। বিধম আঘাতে ব্রাহ্মণ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। নাসিকার হস্ত দিয়া তদন্ত কর্তেই তাঁহাকে ভূমির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।

অবকাশ পাইয়া, মুকুন্দ উপাবট ও অবনত মস্তক ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠে দুই চারিটা মুষ্টি প্রহার করিয়া অশ্রুমানের শোধ লইল। প্রহরীগণও ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। কালাবাহনের অপর পার হইতে অনেক সিপাহীও ইতোমধ্যে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

হারুলি মুকুন্দকে বৃদ্ধের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দের উত্তরে বুঝিলেন, বৃদ্ধ পাগল রাজার সঙ্গী। বৃদ্ধ সহজে বুঝিতে তখন আর তাঁহার কিছু বাকী রহিল না। ইতোমধ্যে ব্রাউন তথায় উপস্থিত হইলেন। হাসিতে হাসিতে হারুলি, সহচরকে তাঁহার প্রিয় দেবদূতের মানসিক বিকারের কথা বিবৃত করিলেন। এক তাঁহাকে ‘দেবদূতের’ দুই একটা কথা শুনিবার জন্য, ও পাগল

রাজার সঙ্গী পাগলামির পরিণাম কত, এ বিষয়েও একটা মীমাংসা করিবার জন্য, মধুর আত্মীয়তাপ্রাপক বাক্যবিশ্রাসে ও মধুরতর পদ-প্রহারে বৃদ্ধকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন।

একপ সম্বহার ব্রাউনের প্রীতিকর হইল না। বৃদ্ধ পাগল, একথা শুনিয়াও তৎপ্রতি তাঁহার প্রীতির হ্রাস হইল না। ব্রাহ্মণের নাসিকাক্ষত বন্ধে প্রায় বর্গগজ পরিমিত ভূমি সিক্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাউন চঃষিত হইলেন। হারুলিকে বলিলেন, “আর কেন বৃদ্ধকে প্রহার কর। বৃদ্ধের বখেষ্টে শাস্তি হইয়াছে।” ব্রাউনের কথার হারুলি ব্রাহ্মণকে আর প্রহার করিলেন না। তবে মনে মনে স্থির করিলেন, বৃদ্ধের পাগলামীর শাস্তি দিতে হইবে। সিপাহীদের ডাকিলেন, তাহারা নিকটে আসিলে বৃদ্ধকে বাঁধিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, “বৃদ্ধকে বাঁধিয়া বাঁচি লইয়া যাও। আমি যখন শিকার করিয়া সদরে ফিরিব, তখন বৃদ্ধের অপরাধের বিচার করিব।”

একজন সিপাহী ব্রাহ্মণকে বাঁধিবার জন্য দড়ীর চেষ্টায় চলিল। অপর ব্রাহ্মণকে আশ্রয়িতা করিল। আর আপনা আপনিও ভিতর বে বায় পরাক্রমের প্রশংসা আরম্ভ করিল। যে তিন জন প্রথমে ব্রাহ্মণকে বাঁধা দিতে গিয়া পরাভূত হইয়াছিল, তাহারা কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। রতনকে শিক্ষা দিতে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কোনমতেই তাহারা প্রয়োগ করিতে পারে নাই। রতন ব্রাহ্মণ বলিয়া, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সে শক্তির চতুর্থাংশ খরচ করিতে হইয়াছে।

ব্রাউন দেশীয় ভাষা বুঝিতেন না। সুতরাং সিপাহীগণের সহিত হারুলির কথা শুনিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি বলিতেছে?”

হারলি। বুদ্ধকে ঠাট্টা লইয়া ঘাইতে
আদেশ করিতেছি।

ব্রাউন। কেন ?

হারলি। নব্বের উপর অপরায় দেখিলেন।
বিচার করিয়া শাস্তি দিব।

ব্রাউন। বিনা বিচারে শাস্তি দিয়াও কি
তৃপ্তি হইল না ?

হারলি। একি শাস্তি ? এত শিক্ষা—
পাণ্ডলের বিষয়।

ব্রাউন। স্বদেশে তোমার এরূপ প্রহসনের
প্রাধান্য দেখিলে, আমার বিশ্বাস, জনসাধারণ
বুদ্ধকে ছাড়িয়া তোমাকে একটী গারদে পুঁথিয়া
রাখিত।

কথা শুনিয়া হারলির মুখ লাল হইয়া উঠিল।
বলিল, অক্লান্ত করিয়া শাসন-ব্যাপারে কোনও
কথা করিব না। উচ্চ প্রধান দেশ,—
ব্রিটেন নয়।

ব্রাউন। তা বোধ হয় অমিও জানি। কিন্তু
উচ্চ-প্রধান দেশে আসিলে, ব্রিটেন সম্রাটের
মস্তিষ্ক এত উচ্চ হয়, তা জানিতাম না।

হারলি কোন উত্তর দিলেন না। তবে
ব্রাউনের কথায় তাঁহার বড়ই বিরক্তি হইল।
মনে মনে সহচরের উপর তাঁহার ঘৃণা জন্মিল।
হারলি ভাবিলেন, এ পুরুষ-বেশী স্বীলোকটা
হইতে জগতের কি কর্ণা হইতে পারে ?

ব্রাউনও আর দাঁড়াইলেন না। এক অসহায়
বুদ্ধের উপর এত অত্যাচার, তাঁহার দেখা
সহিল না। ধীরে ধীরে তিনি বাংলার দিকে
ফিরিতে লাগিলেন।

বহন এতক্ষণ অধোমুখেই বসিয়া ছিলেন।
নাসিকা হইতে বহনও বুদ্ধে ঝরিতেছিল। তিনি
যথাসম্ভব সেই প্রকুরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন।

রক্ত পড়া কতক বন্ধ হইলে, পাণ্ডুর

ধানিকটা খুলিয়া তাহারই প্রান্তভাগ দিয়া মুখ
মুছিলেন। প্রান্তভাগ আবার মাথায় জড়াই-
লেন। কাছে দাঁড়াইয়া সিপাহীগুলি তাহার
কাঁধকলাপ দেখিতেছিল। ইতীবসরে সাহেব
ও মুকুন্দে আবার কথা চলিতেছিল।

মুকুন্দ সাহেবকে বুঝাইতেছিল যে, খুদ
তাঁহার পিতাকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলে,
ইংরেজের হস্তে নীরচন্দের জমিদারীর ভাণ্ড
আসিবার কারণ, একমাত্র তাঁহার পিতা
এই বুদ্ধ ভ্রাতৃপন বিনষ্ট ছিল, আনন্দনগরই রাজ্যকে
পাণ্ডল করিয়াছে। তার পর, তাঁর হাত হইতে
সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া ইংরাজকে দিয়াছে। সেইজন্য
ভ্রাতৃপন তাঁর পিতাকে হত্যা করিবার জন্ত প্রতিদিন
ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সন্ধান করে।

মুকুন্দ বলিতেছিল, হারলি শুনিতেছিলেন।
তিনি ভাবিলেন, এক্ষণ লোককে অনন্তপুর
হইতে দূর করা হয় নাই কেন ? রাজার সঙ্গে
ভ্রাতৃপনের কোনও সম্পর্ক নাই। এখানে তাঁর
ঘর নাই, পরিবার নাই। এক্ষণ লোকের
অনন্তপুরে অবস্থানের উপযোগিতা তিনি কিছু
দেখিতে পাইলেন না। তাই তিনি মুকুন্দকে
জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এক্স লোককে অনন্তপুর
হইতে দূর করা হয় নাই কেন ?”

মুকুন্দ কোণে বুঝাইল, শুধু বড় সাহেবের
অসন্তুষ্টির ভয়ে কেহ বুদ্ধকে কিছু বলিতে পারে
না। সকলেই তাই নীরবে তাঁহার অত্যাচার
সহ করে। রাজার অনুরোধে, বড় সাহেব
বুদ্ধকে অনন্তপুরে থাকিতে অনুমতি দিয়াছেন।
এখন তাঁহার আশ্বাস পাইলেই, পিতা ও পুত্র
নিশ্চিন্ত হয়।

হারলি আশ্বাস দিলেন। বলিলেন, প্রথম
কিছুদিন বুদ্ধকে ত্রীঘরে রাখি। তারপর অল্প
ব্যয়সা।

আনন্দের আবেগ মুকুল চাপিয়া রাখিতে পারিল না । সে সাহেবকে বত পারিল, ধন্যবাদ জানাইল । এবং একপ কার্যে যে একটা মহৎ ফল আছে, আর অনন্তপুত্রের রাজপ্রতিনিধিরূপী আনন্দদেবের হস্তেই যে, সে ফলের অস্তিত্ব, এটাত সে সাহেবকে বুঝাইতে ছাড়িল না ।

সাহেব রতনকে উঠিতে আদেশ করিলেন । তিনি আপনিই উঠিতেছিলেন, স্তম্ভরূপে সাহেবের আদেশের আর অপেক্ষা করিল না । নবাগত সিপাহীদিগের মধ্যে দুই চারি জন তাঁহাকে ধরিল । অপরে লাঠি ধরিয়া ঘেরিয়া রহিল । যে একটি দড়ী আনিতে গিয়াছিল, সেও ফিবিয়া আসিল ।

ব্রাহ্মণ মাথা তুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ক্রমেসক্রেমিত সাহেব । পার্শ্বে মুকুল, চারিধারে সিপাহী ।

একবার খাড়া কিরাইয়া, তিনি সিপাহী-গুলিকে দেখিয়া লইলেন । দুই এক জন পরিচিত সিপাহী মাথা হেঁট করিল । অপরিচিতের মধ্যে কেহ করিল, কেহ করিল না । যে করিল না সে কেবল লাঠি কাঁধে করিয়া বুক ফুলাইয়া খাড়া হইতে জানে । লাঠি খেলিতে জানে না । বাহারা খেলোয়াড় তাহারা মাথা তুলিয়া রাখিতে পারিল না । ব্রাহ্মণের প্রথর দৃষ্টিতে তাহার অপমানদায়কে যথেষ্ট ভিন্নকৃত বোধ করিল । দড়ী লইয়া যে বাধিতে আসিতেছিল, সে সহসা দাঁড়াইয়া গেল । বাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছিল, তাহারা ব্রাহ্মণের চক্ষু দেখে নাই । দেখিলে কি করিত বলা যায় না ।

মুকুলের কিছু বিলম্ব সহিতোচ্ছল না । ব্রাহ্মণকে আবদ্ধ দেখিতে পাইলেই সে নিশ্চিন্ত হয় । দড়ী হাতে লোকটাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া

করিল । বুখা বিলম্ব দেখিয়া হারলি বিরক্ত হইলেন । এবং বৃক্ষকে বন্দী করিবার জন্য রুম্মশ্বরে আদেশ করিলেন । সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বৃক্ষের বন্ধন কার্যে নিযুক্ত হইল ।

ব্রাহ্মণ আর একবার সাহেবের মুখ পানে চাহিলেন । একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া হারলি বলিলেন,—“বৃক্ষ পাগল ! মুখপানে কি দেখিতেছে ? মনে মনে বড়ই রাগ হইতেছে, না ?

রতন । যদিই হয়, তাহাতে আমার কি অপরাধ আছে, সাহেব ?

হারলি । বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আমাকে কোন একমে শাস্তি দাও ।

রতন । এক একবার হইতেছে, এক একবার হইতেছে না ।

হারলি । ইচ্ছা হইলে কি হইবে ? আমি ত আর দুর্বল ছাউণের নই ।

রতন । ইচ্ছা হইলে খুবই হয় । এক একবার মনে করিতেছি বিনাপরাধে প্রহার খাইয়া চূপ করিয়া থাকিব ? আবার ভাবিতেছি, অদৃষ্ট !

একটা সিপাহী রতনের হাত টানিতে লাগিল, দড়ী দিয়া সে হাত বাধিলে । রতন বলিলেন,—“ক্ষণেক অপেক্ষা কর ।” তথাপি সে হাত টানিতে লাগিল, রতন তাহার হাত ধরিলেন । সিপাহী বৃদ্ধিল, অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কার্য ।

রতন বলিতে লাগিলেন,—“ভাবিতেছি, অদৃষ্ট । অদৃষ্টে আমার অপমান ছিল । নতুবা, চণ্ডিয়াছি আনন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, পথে তোমার মার খাইব কেন ?”

হারলি । আনন্দদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বতন । এই ছোকরা তোমাকে বুঝাইয়াছে
বুঝি ?

বতন ও সাহেবের দৃষ্টি বৃগপৎ মুকুন্দের উপর
পড়িল । মুকুন্দের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ।
সাহেব বুলিলেন, মুকুন্দ ভীত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ
হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেছে । তাহাকে
ভয় দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“যে
বুঝুক, তোমাকে রাঁচি বাইতে হইবে ।”

বতন । কেন ?

হার্লি । অনন্তপুরে তোমার আর থাকা
চলিবে না ।

বতন । সে আমিও বুঝিয়াছি । অনন্তপুর
ভ্যাগ করিব বলিয়াই বাটার বাহির হইয়াছি ।
বাইবার পূর্বে রাজকুমারীর জন্য দুইটা কথা
বলিতে অনন্দদেবের কাছে চলিয়াছিলাম । তার
কল পাইয়াছি । আর বলিতে ইচ্ছা নাই ।
সাহেব আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অনন্তপুর
ছাড়িয়া চলিয়া যাই ।

হার্লি । অমন চাড়িতে ইচ্ছা নাই ।
রাঁচিতে লইয়া, তোমার সহিত দিন কয়েক
আমোদ করিব, তারপর ছাড়িয়া দিব ।

বতন বুলিলেন সাহেব রহস্য করিতেছে ।
রাঁচিতে লইয়া শাস্তি দিবে ! হয় ত কারাগারে
নিষ্ক্ষেপ করিবে । ‘বুঝিয়া উত্তর করিলেন
“রাঁচিতে না লইয়া ছাড়িবে না ?”

হার্লি । এমন প্রিয় বস্তুটা পাইয়াছি,
কেমন করিয়া ছাড়ি ?

বতন । আমি রাঁচি বাইব না ।

হার্লি । অবশ্যই বাইতে হইবে ।

বতন । এমন ক্ষমতাবান ত দেখি নাই,
যে বতনকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে লইয়া
যায় ।

বতন । বুঝি ? যে বিনাপরাধে একজন
বৃদ্ধের গায়ে চুরি করিয়া দণ্ডক্ষেপ করিতে পারে !
আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্তৃক কবান, সে
বানরের কর্তৃক নয় ।

মুকুন্দের সম্মুখে, সিপাহীদের সম্মুখে বর্ণ-
মানিত হইয়া হার্লি একবারে অশিষ্টাচার
গেলেন । কুটুম্বিজ্ঞাপক দুই চারিটা মধুর
বাক্যে ব্রাহ্মণকে আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহার
অন্ধ পদ প্রহার করিলেন ।

বারংবার অপমান বতনের সহ্য হইল না ।
মুহূর্ত্তে তাহার ক্রোধ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । ভয়-
লাঙ্গুল সিংহের জায় ব্রাহ্মণ এক ভীষণ হুকার
প্রদান করিলেন । কাছারি-বাড়ী ও রাজ-
প্রাসাদে প্রতিভ্রত হইয়া সে হুকার সহস্র প্রতি-
ধ্বনিতে প্রান্তর সমীপে আলোড়িত করিয়া
ফেলিল । সকলেই স্তম্ভিত !

হার্লিও চমকিত । মনুষ্যের কণ্ঠ হইতে
একজন ভীম হুকার আর কখনও তিনি শুনে
নাই । এতগুলি সিপাহীর মধ্যেও, তিনি
আপনাকে নিঃসহায় বোধ করিলেন । মুকুন্দ
একবারে সাহেবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল ।

হুকারের পরেই, ব্রাহ্মণ একবার ভীমবেগে
অঙ্গ সঞ্চালন করিলেন । মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রহরীগুলি
ভারহীন তুলা-সমষ্টিবৎ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল ।
ব্যাপার দেখিয়া সাহেব কতকটা হতভম্ব হইয়া
গেলেন । বুলিলেন, পলায়ন ভিন্ন জীবন রক্ষার
অন্য উপায় নাই । কিন্তু এতগুলি লোকের
সম্মুখে প্রাণ লইয়া পলায়ন, তাহার জায় শক্তি-
মান পুরুষের অসম্ভব হইয়া উঠিল ।

বতনও তাহাকে পুনঃ প্রহারের অবকাশ
দিলেন না । সাহেব কর্তৃত্ববাহির করিবার

খত হার্লি ভূতলপ্রোথিত দণ্ডবৎ নিশ্চল ।
তাঁহার কল্পপদ সঞ্চালনেরও শক্তি রহিল না ।

সাহেবকে খত দেখিয়া, মুকুল চক্কর নিমেষে
পলাইল । পলাইবার কালে একজন ভৃত্যকে
দেখিয়া বলিল, “আমার পিতাকে এই বেলা
খবর দাও । তাঁর প্রাণ বাঁচাও ।”

সাহেবকে বিপন্ন বুঝিয়া, সিপাহীরা প্রাণের
মায়া ত্যাগ করিয়া রতনকে আক্রমণ করিল ।
তিনি উচ্চ চীৎকারে তাহাদিগকে নিবৃত্ত হইতে
বলিলেন । তাঁহারা নিষেধ মানিল না । রতন
এইবার লাঠীর অভাব অনুভব করিলেন ।
তাবলেন, লাঠী সঙ্গে না আনিয়া ভুল করিয়াছি !
ইতোমধ্যে হুই চারি খা লাঠী তাঁহার পৃষ্ঠে
পড়িয়াছে । তখন কাপুরুষ সিপাহীগুলোকে
কিছু শিক্ষা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল ।

রতন সাহেবকে অভয় দিলেন । বলিলেন,
আমা হইতে জীবনের কোনও আশঙ্কা করিও না ।
আমি নরদাত্তী নই । আমি রাজকুমারীর হৃৎ
ভোমাকে কিছু বলিব । কশেক অপেক্ষা কর !
এই কাপুরুষগুলোকে একজন নিরস্ত্র বৃদ্ধের পৃষ্ঠে
আমি যষ্টি প্রহারের কলটা দেখাইয়া দিই । যদি
পুরুষদের অভিমান রাখ, স্থান ত্যাগ করিও না ।”

এই বলিয়া রতন সাহেবকে পরিত্যাগ
করিলেন । সাহেবের অঙ্গে আঘাত লাগিবার
ভয়ে, সিপাহীরা তাঁহাকে মনোমত প্রহার করিবার
বিসিদ্ধা পাইতেছিল না । এইভাবে পাইল ।
রতন উচ্ছ্বাসে বটুকুকাভিযুক্ত ছুটিলেন ।

সিপাহীরা তাবিল, বৃদ্ধ প্রাণভয়ে পলাই-
তেছে । তখন জয়োল্লাসে কোলাহল করিতে
করিতে সকলে তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল । সকলের
আগে, লামিহাতে সিন্ধা হী । তৎপশ্চাৎ অপর
সিপাহী । সকলের পশ্চাৎ জনতা । হুই চারি
জন করিয়া, গ্রামের চতুর্দিক হইতে পুরুষ ছাী,

বালক, বালিকা ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়াছে ।
তাহাদের মধ্যে সকলেই কিন্তু রতনকে দেখিতে
পাইতেছিল না । সকলে ব্যাপারটাও ভাল
বুঝিতে পারিতেছিল না । এখন সিপাহীদিগকে
ছুটিতে দেখিয়া তাঁহারাও হৈ হৈ করিতে করিতে
ছুটিল ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

হুকার শব্দ ব্রাউনেরও কাণে পৌছিয়াছিল ।
তিনিও শব্দে চমকিত হইয়াছিলেন । এক
সহচরকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থে ছুটিয়া
আসিতেছিলেন ।

আসিতে আসিতে দেখিলেন, বৃদ্ধ পলাই-
তেছে । শুধু তাই নয়, অসংখ্যলোকে তাঁহার
অনুসরণ করিতেছে । তিনি অনুমান করিলেন,
বুঝি বৃদ্ধ হার্লিকে হত্যা করিয়াছে । অথবা
বিষম আহত করিয়াছে । নতুবা এত লোক
বৃদ্ধকে ধরিতে ছুটিবে কেন ? বৃদ্ধের বেনিগানটাও
নাসিকার রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল । সুতরাং
ব্রাউনের সন্দেহের বশেষ্ট কারণ ছিল ।

প্রথমেই তিনি হার্লির কাছে ছুটিয়া
চলিলেন ।—দেখিলেন অক্ষত দেহে হার্লি
দণ্ডায়মান । তিনি বৃদ্ধ কর্তৃক আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন
করিলেন । উত্তর পাইলেন না !

তখন ব্রাউনের অন্তরঙ্গ ধারণা হইল । তিনি
বুঝিলেন, আর কিছু নয়, বৃদ্ধ কোন সন্মোহ
পাইয়া পলাইতেছে । সিপাহীরাও হার্লির
আদেশে, তাহাকে বন্দী করিতে ছুটিয়াছে ।
ইহাও বুঝিলেন, অহঙ্কৃত হার্লি বৃদ্ধের কাছে
অপমানিত হইয়াছে । তাই কথা কহিল না ।

বৃদ্ধের পরিণাম দর্শনে বৌদ্ধবলী,—তত্ত্ববুদ্ধেই
তিনি স্থানত্যাগ করিলেন ।

হাবলি বৃদ্ধের চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধের অমাত্রবিক বল তাঁহাকে বিম্বিত করিয়াছিল। 'জিহ্মান বলিয়া হাবলির অন্তরে একটা গোবব আছে। ব্যাঘ্রম-কৌশল ও দৃষ্টিচালন প্রদর্শনে তিনি দেশে অনেকবার পুরস্কার পাইয়াছেন। আজ তাঁহার সেই বলগৌরবে আঘাত লাগিয়াছে।

হাবলি ভাবিতেছিলেন, একরূপ বৃদ্ধ কি 'পাগল' ? ধেরূপ বলে বৃদ্ধ তাঁহার হাত ধরিয়া-ছিল, 'ইচ্ছা করিলে' চাক্ষুর নিমেষে সে হাত খানি ভাঙ্গিয়া দিতে পারিত ! কিন্তু বৃদ্ধ তাহার কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহার চক্ষে কোথের সামান্য লক্ষণও দেখিতে পাই নাই। একরূপ বৃদ্ধকে পাগল ভাবিতে হাবলির আর সাহস হইল না। কণোপকথনে বৃদ্ধের মুখে হাবলি যে সব কথা শুনিলেন, তাহাও কি পাগলের কথা ?

বিশেষকঃ, বৃদ্ধদের আচরণে তিনি বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধকে বন্ধা করিতেই তাহার সৈখ্যানে আগমন। বৃদ্ধের উদ্ধারার্থেই তিনি বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছেন ! বৃদ্ধের মুখেও একটা কথা শুনিবারও অবকাশ গ্রহণ করেন নাই। সহচরের নিকট অপমান লাগিয়া সমস্তই বৃদ্ধদের জন্ত। সেই বৃদ্ধ তাঁহাকে বিপর্যসিয়া পলাইল !

লজ্জা আসিয়া অহঙ্কারের স্থান অধিকার করিল। অল্পতাপে হাবলির হৃদয় বিদ্ধ হইতে লাগিল। বৃদ্ধদের উপর তাহার ঘৃণা জন্মিল। তাহার কিরলংগ অনিন্দ্যদেবের উপরেও পতিত হইল।

বৃদ্ধের সঙ্গে কণোপকথনে হাবলি বসিয়া-ছেন, রাজকুমারীর কোন অভাব মোচনের জন্ত বৃদ্ধ অনিন্দ্যদেবের কাছে আসে ঘন করিতে চলিয়া-ছিল। সেই জন্তই বৃদ্ধের সহিত তাহার

হইয়াছে। বৃদ্ধ প্রতিকারের পরিবর্তে প্রজা উপহার পাইয়াছে।

চিন্তার আলোয় হাবলি ক্রমে অন্ধ হইতে পড়িলেন। বৃদ্ধ হইতে আস্তে করিয়া—বৃদ্ধ অনন্দ, রাজকুমারী, রাজা, ইংরাজ, ইংরাজে শাসননীতি প্রকৃতি শত চিন্তার বিভিন্নমুখ প্রবণ বর্তে পড়িয়া তাঁহার মস্তিষ্কটা ঘেন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।

তিনি অল্প দিন ঠাচি আসিয়াছেন। যদিও ইতোমধ্যে অনন্তপুরের সংবাদ তাঁহার প্রতিগোচর হইয়াছে, তথাপি তিনি সমস্ত বিষয়টা ভালকর বৃত্তিতে পারেন নাই। শুনিয়াছেন রাজা বিকৃত মস্তিষ্ক। সেই জন্ত রাজশাসন ভার তাঁহাদেরই উপর। অনন্দদেব তাঁহাদেরই মনোনীত দেওয়ান।

ইহার পূর্বে দুই একবার তাঁহার অননুপূর্ণ আসাও হইয়াছে। তিনি অনিন্দ্যদেবকে দেখিয়া-ছেন, তাহার পুত্র বৃদ্ধকে দেখিয়াছেন রাজাকেও দেখেন নাই, তৎসম্পর্কীয় অন্তঃকাহ্ন কেও দেখেন নাই। রাজবাটী দূর হইতে দৌরিচ-চলিয়া গিয়াছেন। ভিতরে বেশ করেন নাই।

রাজা, রাজকুমারী, এবং রাজ-সম্পর্কী সমস্ত ব্যাপারটা তাঁহার প্রাহেলিকায় বোঁ হইল। তিনি চিন্তাশ্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আপনাকে একটা শ্রমণম কুলের সমীপস্থ অল্পভ করিলেন। তিনি বৃদ্ধকে দেখিয়াছেন; একচে এই বৃদ্ধ যার সহচর, সেই রাজাকেও ঘেন তিনি দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেই কৃৎ দাঁড়াইয়া রাজা, রাণী, রাজকুমারী, রাজ সহচর—সকলে হাত ধরাধরি করিয়া, তাগাদের ধর্ম, জ্ঞান সভ্যতা, প্রিচিকীর্গা, সত্যাপিগতা—এক একটা কুটম্ব সৌভময় ফুল, িষ্টীবাসক করিয়া

দূর হইতে আবার একটা ভীষণ শব্দ আসিয়া হার্লির চিন্তাশ্রোতে বাধা দিল । তিনি মাথা তুলিয়া দেখিলেন, ব্রাউন একটা উচ্চভূমির উপর দাড়াইয়া কি যেন দেখিতে দেখিতে অতি আনন্দে করতালি দিতেছে ।

“তাঁহারও দেখিবার কোতুল হইল । তিনি সেই উচ্চস্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বেরই বলিয়াছি কঠোর-হৃদয়-চিন্তাময় হার্লিকে পরিভ্রমণ করিয়া ব্রাউন ব্রাক্ষণের পরিণাম দেখিতে ছুটিয়াছিলেন । কিছুদূর যাইয়া তিনি বুঝিলেন, বৃদ্ধের সমীপস্থ হওয়া এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব । হার্লির কাছে আসিতে ও সেখান হইতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে । তাই তিনি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ খুজিলেন । কালাবীথের এক অংশে একটা উচ্চ অকৃত্রিম ইটের পাঞ্জা ছিল । মাটি চাপা পড়িয়া তৃণ গুল্মাদি জন্মিয়া সেটা একটা ছোট পাহাড়ের মত হইয়াছে । ব্রাউন খড়া বহিয়া তাঁহার উপরে উঠিলেন ।

উঠিয়া তিনি দেখিলেন, বৃদ্ধ এখনও পর্য্যন্ত ছুটিতেছে । সিপাহীগুলিও সমভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে । এখন যদিও ধরিতে পারে নাই, তথাপি ব্রাউনের বোধ হইল, বৃদ্ধের ধরা পড়িতে আর বড় বিলম্ব নাই । বৃদ্ধের বুদ্ধিহীন-তার তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট হইল । বৃদ্ধ বট-বৃক্ষভিত্তিতে বা ছুটিতেছে কেন ? সেখানে কে তাঁহাকে এত অধিক লোকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে ? কোন লোকালয়ের উদ্দেশ্যে ছুটিলে, বৃদ্ধের-রক্ষা পাইবার অনেক সম্ভাবনা

ছিল । তাহা করিল না দেখিয়া, ব্রাউন তাঁহার নির্লক্ষ্যতারই পরিচয় পাইলেন ।

মূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মতি পরিবর্তিত হইয়া গেল । ব্রাউন ভাবিলেন, তবে বোধ হয়, মতিহীন বৃদ্ধ হার্লির কোন বিশেষ অমর্য্যাদা করিয়াছে । হার্লি বিশেষ ক্ষমাশীল নয় বলিয়াই বৃদ্ধকে প্রহার করিয়াছে । হার্লির উপর তাহার যতটা ক্রোধ হইয়াছিল, বৃদ্ধের এই এক নির্লক্ষ্য-তায় তাহার অর্ধেক প্রশমিত হইয়া গেল !

তথাপি ব্রাউন দেখিতে লাগিলেন । বৃদ্ধ ধরা পড়ে পড়ে এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, ঘণ্টাবৎকীর্ণাবিহীনতার ভাৱ ঘনকিস্ত-বালের কোন অজ্ঞাত প্রদেয় হইতে একটা অপূর্ণ সুন্দরী বালিকা বৃদ্ধের কাছে ছুটিয়া আসিল । আসিয়াই তাঁহার হাতে একগাছি লাঠি দিল । বৃদ্ধ সাগ্রহে সেই বটি গ্রহণ করিল । বালিকাও দেখিতে দেখিতে সেই অজ্ঞাতদেশে মিলাইল ।

ব্রাউনের দৃষ্টি সেই নর-প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই অনিশ্চিত দেশ আলোড়িত করিয়া,—সেই অপূর্ণদেহ বস্তুর সন্ধান করিল । সন্ধান মিলিল না । চক্ষু একবার বটবৃক্ষের ফলবরূপ তাঁহাকে ভিক্ষা করিল । সে ফল আর স্বরিল না ।

এইবারে ঘটনাস্থলের কথাটা বলিব । বস্ত-নের হাতে লাঠি আসিয়াছে । তাহার গতিরও নিবৃত্তি হইয়াছে । বতনকে দাড়াইতে দেখিয়াই সিপাহীগণও দাড়াইল । জনতার গতিও রুদ্ধ হইল ।

লাঠীরাগণ একত্রে বৃদ্ধকে পারিল, ব্রাক্ষণ ছুটিতেছিল কেন । এ ছোট্টা পলায়ন নয় । এ শুধু তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার অন্য একটু কৃত অগ্রগমন । হস্তাং অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, কে আর এমন সাফাৎ কৃতান্তের মুখে অগ্রসর হইবে ?

কাছেই সকলেই অগ্র পশ্চাৎ ভাবিবার অজ্ঞ দাঁড়াইয়া গেল। বুদ্ধকে বন্দী করিবার ফল যখন অতি সামান্য, তখন সকলের আগে গিয়া প্রাণটাকে বিপন্ন করা কেহই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল না।

রতন উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া বলিলেন,— “এক এক জনে লড়িতে চাও, না সকলে এক সঙ্গে লড়িতে চাও ?”

এই বলিয়া রতন দীর্ঘ দেহ উন্নত করিয়া, দীর্ঘন্তর বসিতে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে সে বরষণু নিরীক্ষণ করিতে লাগিল—কেহ কোনও কথা কহিল না।

রতন তেমনি উচ্চকণ্ঠে আর একবার তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। এবারেও কেহ উত্তর দিল না। সকলে এক সঙ্গে ভ্রাস্রণকে আক্রমণ করিলেও অনেকে যে মরিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে ? স্বভবভাঙ্গ ভাবিল, “ভ্রাস্রণ কটমটু করিয়া আমার পানে চাহিয়াছিল। কাছেই, আসে সে আমাকে মারিয়া কেলিবে।” কতুরাণী মনে করিল, “আমি দড়ীর পায়ে হাত দিয়াছিলাম, স্তম্ভরায় আমার প্রাণটাই আগে হাইবে।” এইরূপ আপন আপন মৃত্যু কল্পনা করিয়া সিপাহীরা চুপ করিয়া রহিল। তৃতীয় বার রতন তাহাদিগকে বুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সিপাহীদের মধ্যে একজন সাংস করিয়া অগ্রসর হইল। সে ব্যক্তি রতনের কাছে গিয়া, তাঁহার পাদমূলে লাঠী পাছটা বক্ষা করিল এবং তাঁহার পাদবন্ধনা করিয়া ক্ষমা চাওল। বলিল— “গুরুজী, চরণে অপরাধ করিচ্ছি।”

রতন এক্ষণ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। কথা শুনিয়া চিনিলেন। বললেন, “সদাশিব !” সদাশিব মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহল।

সদাশিব ক্ষত্রিয় সন্তান। ৮৭ বৎসর পূর্বে,

সে রতনের কাছে বুদ্ধি ও লাঠী খেলা ও শাস্ত্র শিখিয়া লবঙ্গজা, পদ্মায়, ধলভূষ প্রভৃতি নানা রাসায়নের অধীনে চাকুরী করিয়া অল্পদিনেই লক্ষজনপুত্রের পরিচায়ে।

অনন্তপুত্রের আসিয়াই সদাশিব রাজ্য-সংবাদে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াছিল। অনিন্দনের তাহাকে সুবেদারী পদ দিয়াছেন। কোন একটা কামাহানি হইবার ভয়ে, সদাশিব গুরুজীর সহিত দেখা করিতে পারে নাই। সেইজন্য অজ্ঞ সিপাহীদের সঙ্গে তাহাকেও গুরুজীরপশ্চাৎ ছুটিতে চইয়াছে। কিন্তু লজ্জায় সে দলের সম্মুখে আসিতে পারে নাই। বস্ত্রাবর পিছনেই ছিল। ভ্রাস্রণের বার-বার আহ্বানে অস্বতন্ত্র, গুরুজীর পদে প্রণাম হইল। অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

গুরুজী কাহারও অপরাধ গ্রহণের লোক নহেন, বিশেষতঃ শিবের। অকৃতদার ভ্রাস্রণ এক একটা শিবকেই পুত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি সদাশিবকে আশীর্বাদ করিলেন এবং তাহার সঙ্গীদের অভিগ্রাহ জ্ঞানিতে চাহিলেন।

সদাশিব বলিল, “গুরুজীর সম্মুখে লাঠী ধরে, এমন শক্তিমান তাহাদের মধ্যে কেহ নাই। তবে গুরুজীর অভর পাইলে তাহারা সকলে দিলিয়া তাঁহার সঙ্গে একবার লাঠী খেলে।”

ঈশ্বর হাসিয়া রতন অভয় দিলেন। সদাশিব ক্রিষ্টা সঙ্গীদের সংবাদ দিল। প্রাণের আশঙ্কা নাই শুনিয়া, সকলেই লাঠী খেলিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। মহোৎসবে সকলে একটা চাঁকর করিয়া উঠিল। জনসানারণ বৃক্ষিল,—এইবার লড়াই বাধিয়াছে। সকলেই পলাইবার পথটা ঠিক্ করিয়া রাখিল। তখন তেমন দেখিলে, সেই পথে পলাইবে।

এদিকে সিপাহীগণ রতনের আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। রতন আক্রমণের

প্রারম্ভে, একটি ভীষণ হুকার দিলেন । তারপর প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহীদিগের বিপরীত দিকে কিছুদূর ছুটিয়া গেলেন । আবার বিদ্রোহবেগে ফিরিলেন । তারপর এক ভীষণ হুকার করিয়া ‘হর-হর’ শব্দে ভীষণ লক্ষ্যে জনতার মধ্যে পড়িলেন । লাঠীর ঠকাঠক শব্দে প্রান্তরসমীপে তরিয়া গেল ।

ব্রাউন ইষ্টকল্পে হইতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছিলেন । এবং অতি আনন্দে হাততালি দিতেছিলেন ।

হার্লিও ব্যাপারটী দেখিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিলেন না । অলক্ষণে পথে তিনিও সেই পাজার উপর উঠিলেন । উঠিয়া বাহা দেখিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে ভুলিবার নয় । হার্লি দেখিলেন, এক দিকে এক বৃদ্ধ,—অন্যদিকে শতাব্দিক প্রহরী লাঠী নইয়া বৃদ্ধ কঠিতেছে । আর দেখিলেন, কিপ্রকারিতার ও প্রতিলিপায় বর্ণকোশে সেই বৃদ্ধ যেন দৈব-দোষনবলে শতস্থানে যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে ।

দেখিতে দেখিতে সেই শতাব্দিক প্রহরী পরাভ হইয়া বর্ণে ক্ষান্ত দিল । এবং সকলে নতজানু হইয়া বৃদ্ধকে অভিবাদন করিল । জনসাধারণ ব্যাপারটী কি ভাল ব্যক্তিতে পরিণত হইল না । তাহারা লাঠীলাঠীর ব্যাপার দেখিয়া, আগে হইতেই পলায়ন আরম্ভ করিয়াছিল । এক্ষণে প্রহরীরাও ফিরিতে আরম্ভ করিল ।

বৃদ্ধ কেহই আহত হয় নাই । যে দু’একজন ভাল খেলার প্রাণপণে আক্রমণের সঙ্গে লড়িয়াছিল, তাহারাও স্থানে স্থানে সামান্য আঘাত পাইয়াছিল । আঘাত পাইয়াই তাহারা বুঝিয়াছিল, আক্রমণ দূর করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করেন নাই । আক্রমণের সঙ্গে কেহই কিন্তু বস্তুস্পর্শ করাইতে পারে নাই ।

অলক্ষণ মধ্যেই, প্রান্তর জনশূন্য ! ব্রাউন

আক্রমণকেও আর দেখিতে পাইলেন না । তখন ধীরে ধীরে পাজা হইতে নাহিতে লাগিলেন । নাহিবার সময় হার্লিকে দেখিলেন,—এতক্ষণ দেখিতে পান নাই । দেখিয়াও, ব্রাউন কোনও কথা কহিলেন না । পরন্তু মুখ ফিরাইয়া নাহিয়া গেলেন । যেদিকে সেই অদৃষ্টপূর্ণ বালিকা মূর্তিটা প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, যুদ্ধবেগে সেই দিকে চলিলেন ।

আবার তাঁহার চক্ষে আক্রমণের দেবমূর্তি ছুটিয়া উঠিয়াছে । এবারের তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, লেঙ্গুণ বিজয়শ্রীসেবিত মহাকায় পুরুষ—লেক্সন অনৈসর্গিক শক্তির অধিকারী বৃদ্ধ কখন ‘মাতুল’ হইতে পারে না ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

সহচরের অবজ্ঞায় হার্লি মধ্যাহ্ন হইলেন । তথাপি তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হইতে পারিলেন না । ব্রাউনের যুগ্ম প্রকাশে অধিকার আছে ; কিন্তু ব্রাউনের উপর ক্রোধ প্রকাশে তাঁহার অধিকার কই ?

হার্লি অনেকক্ষণ পাজার উপর চাড়াইয়া বহিলেন । বৃদ্ধ কিহিয়া তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবে বলিয়া গিয়াছে । তিনি বৃদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । ব্রাউনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ।

ব্রাউন বাঁ-লায় না ফিরিয়া, বটবৃক্ষের দিকে চলিয়াছেন ।

হার্লি দেখিলেন, ব্রাউন বটবৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া, বৃক্ষের উপরে, নীচে, চারিদিকে কি যেন সন্ধান করিল । তারপর সে স্থান ত্যাগ করিয়া সূর্য্যোদয়ের ভীয়ে উপস্থিত হইল ।

তিনি বুঝিলেন, ব্রাউন অফিসের বস্তুটা খুঁজিয়া পাইয়েছে না।

হার্ভি ভাবিলেন, সে বস্তুটা কি?—সে কি বুক? তাহার আচরণে বাধিত হইয়া, ব্রাউন কি তাহারই ওক্ত বুদ্ধের কাছে কমা প্রার্থনা করিতে চলিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অদৃষ্ট হইলেন। অতঃপর হার্ভি ভাবিলেন, “কি করিলাম? বকারণে ওঁকত দেখাইতে গিয়া সঙ্কটের কাছে পাপা হইত করিলাম।” তাহার আচরণের জ্ঞত, ব্রাউন হাত বুদ্ধের কাছে কমা চাহিবে। বলিবে—সকল ইংরাজ ‘হার্ভি’ নয়। ইংরাজ বুক ওঁকে দেখিলে শ্রদ্ধা করে। অসহায় দেখিলে প্রাণশপে দেবার জ্ঞত অগ্রসর হয়। ‘বর্ণের’ প্রভাবন তার মনে উঠে না। কোলঅঙ্গে বজ্রপাতকের স্পর্শস্থল লম্বভব করাইয়া, প্রীতি সন্তান করে না।

হার্ভি মনে মনে হির করিলেন, বুক তিনিলে, সর্বাপ্রণে তাহার কাছে কমা ভিক্ষা করিবেন। হারগর, তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া—মদি কিছু করিতে হয়—সে কার্য নিষ্পন্ন করিবেন। বুক যদি অর্থের প্রত্যাশী হয়, ত যথেষ্ট অর্থ দিতেও কুচিত হইবেন না।

বুক কিছু ফিরিল না। হার্ভি চাহিদিক চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও বুদ্ধের ডিহু দেখতে পাইলেন না! নীচে আসিলেন। যেখানে বুক দাঁড়াইতে বলিয়াছিল, সেখানে ফিরিলেন। তাহার প্রত্যাগমন প্রত্যাশায়, বজ্রময় দরিয়া, ইতস্ততঃ পাদচারণ করিলেন। বুদ্ধের ফিরবার লক্ষণ দেখা গেল না।

হতাশ হইয়া হার্ভি বাংলার ফিরিবার উদ্দেশ্য করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একজন বুক তাহার দিকে আসিতেছে।

বুক—সদাশিব। সদাশিব সাহেব নিকট আসিয়া, শেলম করিয়া বলিল, “সাহেব, তুমি কি বুক গ্রান্সের অপেক্ষা করিতেছ?”

হার্ভি উত্তর করিলেন—“হাঁ।

সদাশিব। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে

হার্ভি। তিনি যে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন!

সদা। বলিয়াছিলেন। কিন্তু যে পথেই হউন তিনি আপনার কাছে আসিতেন, তাহা সন্দেহ হইয়াছে।

হার্ভি। আমি যে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।

সদা। তিনি অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন। হার্ভি কথটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, বুক কারাগারে নিষ্কিন হইবার ভয়ে তাহার সহিত দেখা করিতে সক্ষম করিতেছে না। তাই, সদাশিবকে অস্ত্র গিয়া বলিলেন,—ওঁকে আমার কাছে আনিবে বল। আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি,—তাহার কোনও অনিষ্ট করিব না।

সদাশিব বলিল, “সাহেব” আমি মিথ্যা বলি নাই, সত্য সত্যই ব্রান্স অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন।”

হার্ভি। কেবে গিরিবেন?

সদা। ফিরিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তোমাকে জানাইবার জ্ঞত, তিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।

হার্ভি। প্রয়োজনটা কি ছিল, জানিতে পারি কি?

সদা। বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে আমার অনিষ্ট হইবে!

হার্ভি। অনিষ্ট?—কে করিবে? তুমি আমা হইতে অনিষ্টের কোনও আশঙ্কা করিও না।

সদা। তোমা হইতে অনিষ্ট না হইতে পারে,—কিন্তু আনন্দদেব জানিতে পারিলে অনিষ্ট হইবে—আমার চাকরী যাইবে।

সাহেব অন্তর দিলেন। সদাশিব বলিতে লাগিল। রাজকুমারী সঙ্গিনীর সভাবে কষ্ট পাইতেছেন। তাহার অভাব দূর করিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণ আনন্দদেবের কাছে আবেদন করিতে যাইতেছিলেন। অবশ্য আবেদনের উদ্যোগেই ব্রাহ্মণ যে ফল পাইয়াছেন, তাহা ত সাহেবেরও অবদিত নাই। যাই হ'ক, সে কথা সাহেবকেও জানাইতে ঠার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু একটা সঙ্গিনী নিলিয়াছে বলিয়া, তাহার আর আসিবার প্রয়োজন হইল না।

হারলি। আগে কি সঙ্গিনী ছিল ?

সদা। আগে সবই ত ছিল সাহেব! শুধু কি সঙ্গিনী?—কত দরিদ্র রমণী রাজ-অরে প্রতিপালিত হইয়াছে!

হারলি। এখন ?

সদা। আনন্দদেব সব দূর করিয়া দিয়াছে। যে ছুই এক জন আছে, তাহাতে রাজা ও রানীর সম্যক পরিচর্যা হয় না।

হারলি। সঙ্গিনী রাখিবে,—তার খরচ যোগাইবে কে ?

সদা। সঙ্গিনী আমার স্ত্রী। তাহার অল্প খরচ লাগিবে না। তাহার পিতার বথেষ্ট অর্থ আছে। তবে আমি আনন্দদেবের কক্ষীনে চাকরী করি। যদি কেহ একথা জানিতে পারে, আমার চাকরী যাইবে।

হারলি। ভয় নাই। আমা হইতে একথা প্রকাশ পাইবে না। তবে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ;—তোমরা কেমন করিয়া এ সম্বন্ধ গোপন রাখিবে ?

সদা। অনন্তপুরে থাকিতে আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে না।

বিষ্মিত হইয়া হারলি সদাশিবের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, সুন্দর যুবক স্থিরনেত্র তঁহার পানে চাহিয়া আছে। তাহার কথায় তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বুঝিলেন, যুবক সম্বন্ধে লুকলি প্রহেলিকাময়।

সদাশিব সাহেবকে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। হারলি আনন্দদেবের কাছে চলিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

সিপাহীগণ ও জনতা যে সময় প্রান্তর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন রতন প্রতিশ্রুতি পালন করিতে সাহেবের কাছে ফিরিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ও অত্যধিক রক্তস্রাবে তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছিলেন। কিয়ৎ ক্ষণের জগু তাঁহার বিশ্রামের প্রয়োজন হইল। তিনি বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন।

বৃক্ষের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ভূমি স্পর্শ করিয়া, বহুকাল ধরিয়া ভূমির রস গ্রহণে পরিশ্রম, এক একটি স্তম্ভের আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অন্তরালে বসিয়া, রতন ব্রাউনের দৃষ্টিপথে বাহিরে পড়িয়াছিলেন।

বসিয়া ব্রাহ্মণ নারায়ণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রাউন দূর হইতে যে বালিকাকে দেখিয়াছিলেন, সে নারায়ণী নারায়ণী আজ রতনের মদীয়া হুঁসা করিয়াছে। নিজের লাঠীগাছটা শাইতে শুল্যাক্ত বিষয় হইলে, আবার তাঁহাকে লালিত হইতে হইত।

কিন্তু কেমন করিয়া কোন পথ দিয়া নারায়ণী আসিল? কে তাহাকে দাদার সংবাদ দিল? আসিল ত এত শীঘ্র ফিরল কেন?

রতনের বড় সাধ হইল, পূর্বেকার প্রশংসানী যীমাংসা করিবেন। কিন্তু নারায়ণী আসিল না।

বটবৃক্ষের পাশ দিয়া ব্রাউন যাইতেছিলেন। রতন দেখিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। কিয়ৎ কণ অবেগ করিতে করিতে, ব্রাউন সর্ববরেখার দিকে চলিয়া গেলেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া ডাকিল—
“গুরুজী !”

রতন মুগ্ধ ফিরাইলেন, এবং সদাশিবকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“পথে আসিতে সাহেবকে দেখিয়াছ ?”

সদা। কোন্ সাহেব ? যে এইমাত্র চলিয়া গেল, না, যে আপনার অপমান করিয়াছে ?

রতন। আমি তাহারই কথা বলিতেছি।

সদা। সে এখনও সেখানে পাঁচচারি করিতেছে।

রতন। একটী বালিকাকে দেখিয়াছ ?

সদা। বালিকা অনেক দেখিয়াছি। আপনার লজনার কথা শুনিয়া, অনন্তপুরের বালক বালিকা পর্যন্ত আপনাকে দেখিতে আসিয়াছিল। আপনি বোধ হয় রাজকুমারীর কথা বলিতেছেন ?

রতন। তুমি তাহাকে চেন ?

সদা। দেখিয়া অন্তর্যমান করিয়াছি।

রতন। আমাকে লাসী দিয়া বালিকা কোথায় গেল ? আমি তার জন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

সদা। উৎকণ্ঠার কারণ নাই। তিনি ঘরে ফিরিয়াছেন।

সাগ্রহে রতন জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি দেখিয়াছ ?”

সদাশিব বুদ্ধকে আশাস দিয়া বলিল—“আমিই তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিলাম।”

ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার শান্তি দূর হইয়াছে। এইবারে তিনি হাবলির কাছে হাবলির উদ্দেশ্য করিলেন।

সদাশিব কিন্তু অনেক কথা জানিবার জন্ত

ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়াছে। প্রাতঃকালে—
কোথাও কিছু নাই—সহসা নিরীহ ব্রাহ্মণের এ লজ্জনা কেন হইল ? নাৎকুমারীট বা ঘরের বাহিরে কেন আসিলেন ? সদাশিব এ সমস্ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না।

ভ্রমোচ্চিত হয় না বলিয়া, সদাশিব এ সকল কথা নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করে নাই। এখন সে ব্রাহ্মণের কাছে আসিয়া সকল কথা জানিবার জন্ত প্রণ ক্রিয়। রতন আত্মপূরিক সমস্ত ঘটনা তাহাকে বিবৃত করিলেন। সদাশিব বহিল, সাহেব ব্রাহ্মণেরই অপেক্ষায় এক স্থানে পাঁচচারি করিতেছে। তাই রতনকে উঠিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“সে নরায়ণের কাছে আবার আপনার সাইবার প্রয়োজন ?”

রতন প্রয়োজনের কথাও তাহাকে বলিলেন। শুনিয়া সদাশিব কিছুক্ষণের ভক্ত চুপ করিয়া রহিল। রতন দেখিলেন, বুকে প্রশস্ত ললাটি গভীর চিন্তায় কুঞ্চিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—“সদাশিব ! কি ভাবিতেছ ?”

সদাশিবের চমক ভাঙিল। বলিল—“এ কার্যের ভার দাঁসকে দিলে ক্ষতি কি ?”

রতন বলিলেন—“ক্ষতি কিছুই নাই। বরং তুমি যদি সাহেবের কাছে যাও, এবং আমার হইয়া দু’কথা বল, তা হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই।”

সদাশিব বলিল—“আমিই যাইতেছি। তবে আমার ফিরিবার পূর্বে আপনি অনন্তপুর ত্যাগ করিবেন না।”

রতন বুঝাইলেন, অনন্তপুরে আর বেশী কণ থাকি বুদ্ধিগত নয়। থাকিলে, আরও বিপদ ঘে না ঘটবে, তা কে বলিতে পারে ?

তথাপি সদাশিব ব্রাহ্মণকে থাকিতে অনুরোধ করিল। বলিল, “কাল্পনিক আমার অন্তরালয়। আপনাকে তাহারই নিকট দিয়া যাইতে হইবে।

আমি স্বপ্নের মহাশয়কে একখানি পত্র দিব ।
আপনি যদি দয়া করিয়া পত্র খানি লইয়া যান ।”

‘এক্স অলরেডে রতন “না” বলিতে পারিলেন না । তিনি সেই খানেই বসিয়া রহিলেন । সন্দেশ সাহেবের কাছে চলিয়া গেল । উভয়ে কি কথা বার্তা হইয়াছিল, পূর্কেই বলিয়াছি ।

সাহেবের সঙ্গে কথা সাহিয়া সন্দেশ চিঠি লিখিতে ছুটিয়া, চিঠি লিখিয়াই ব্রাহ্মণের কাছে ছুটিয়া আসিল । ব্রাহ্মণ তাহার হস্ত হইতে পত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উকীলের ভিতর রাখিলেন ।

সন্দেশ অনেক দূর পর্যন্ত ব্রাহ্মণের সঙ্গে গেল । অনন্তপর্যন্ত প্রান্তে আসিয়া রতন দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিলেন । সন্দেশ ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল । তাহার মস্তকে কর-পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিলেন । বিদায়-কালে গুরু-শিষ্যে কোনও কথা হইল না । রতন নীরবে যুগ ফিরাইলেন । সন্দেশ প্রত্যাশা করিল, ব্রাহ্মণ নারায়ণী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবেন—এক আদর্শের দ্বারা তত্ত্ব লইতে আদেশ করিবেন । প্রত্যাশার সন্দেশ অনেক কণ টাড়াইয়া গেল । ব্রাহ্মণ আর ফিরিলেন না । সন্দেশের চক্ষু অন্ধকর্ণ পরেই ব্রাহ্মণের পবিত্র মূর্তির দর্শনস্বপ্ন হইতে বঞ্চিত হইল ।

সাহেবদের শিকারে বাগ্ম্য হইল না । ব্রাউন এদিক ওদিক ঘুরিয়া বাংলায় ফিরিলেন । ব্রাহ্মণকে আর দেখিতে পাইলেন না, বালিকারও দেখা মিলিল না ।

অন্ধকর্ণ পরে হারলিও ফিরিয়া আসিলেন । আনন্দদেবের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল মাত্র—কোনও কথা হয় নাই । পালঙ্কের তলায় পড়িয়া শারীর্ষিক যন্ত্রণার ও প্রাণভয়ে দেহবান একরূপ অজ্ঞানই হইয়া পড়েন । ভৃত্যেরা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেও সম্পূর্ণ-প্রকৃতিস্থ হইতে

তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হয় । হারলি, তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া স্বাধাৰ উত্তর পাইলেন না । অগত্যা তাঁহাকে কিরিয়া আসিতে হইল । তবে আসিবার সময় আদেশ করিলেন, যেন পিতা ও পুত্র তাঁহার সহিত বাংলায় সাক্ষাৎ করে ।

বাংলায় ব্রাউনের সহিত হারলির পুনঃ সাক্ষাৎ হইল । অশ্রাব্য স্বীকার করিয়া, তিনি মহাচরক কাছে ফমা প্রার্থনা করিলেন । দুই বন্ধুতে আবার সম্ভাব স্থাপিত হইল ।

বীরচন্দ্র সম্বন্ধে বহুদূর জানা ছিল, সমস্ত ব্রাউনকে বলিয়া, হারলি রাজার উপকারে প্রতিকৃত হইলেন । বলিলেন, “যেদূর করিয়া পারি, ব্রাহ্মণদিগের কষ্টের লাঘব করিব ।”

অপরাজে ব্রাউন ভ্রমণে বহির্গত হইলেন । বালিকার পুনর্দর্শনের আশা তখনও তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই । হারলি আনন্দদেবের আগমন প্রত্যাশায় বাংলাতেই বসিয়া রহিলেন ।

তখন ফার্সের শেষ—বসন্তের পূর্ণমাস । রাজবাটী সংলগ্ন উজানের বৃক্ষ সকল নবনব শোভিত । আশ্রয়স্থের কতকগুলি মুকুলিত কতকগুলি তায়োদির কিসলয় সমাজর ।

সমীপাভিহৃত বৃক্ষশাখা দ্বিবং দ্বিবং ঢুলিতে ছিল । স্বর্ঘ্যের কিণে পরবে পরবে প্রতিফলিত হইতেছিল । উজানটী দূর হইতে সন্দেশ-তরঙ্গ তাড়িত প্রবালদীপের ছায়া শোভা পাইতেছিল ।

দেখিতে দেখিতে ব্রাউন অগ্রসর হইতে ছিলেন । একটা অঙ্গমা উজালতার অভায়ে সে সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে যেন অস্পর্শ বো হইতেছিল । চলিতে চলিতে তিনি স্বপ্নের-তীরে উপস্থিত হইলেন । তাঁহার বামে কিছুদূর রতনের কুতীর । আরও কিছুদূরে বীরচন্দ্রে প্রাসাদ । দক্ষিণভাগে স্বর্ণরেখা বক্রগতিতে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ।

প্রাসাদটা দেখিতে ব্রাউনের ইচ্ছা হইল। কিয়দূর অগ্রসর হইয়া তিনি বুঝিলেন, সেদিকে প্রাসাদ প্রবেশের দ্বার নাই। কোন দিকে যে দার, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। প্রাসাদ প্রাচীরে স্তব্ধবেখার জল স্পর্শ করিয়াছিল। ব্রাউন দেখিলেন, একটা হরিণ জলের উপর হাঁটিয়া প্রাচীরের অপর দিক হইতে এদিকে আসিল। তিনি বুঝিলেন, নদীতে অতি অল্প জল। প্রাচীর প্রান্ত দিয়া জলের উপর হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়।

পার হওয়াই তিনি যুক্তিসূক্ত বিবেচনা করিলেন। প্রাচীরে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে তীর হইতে অবরোধ করিতে লাগিলেন। হরিণটা তাঁহাকে দেখিয়া আবার একলাফে প্রাচীর পার হইয়া গেল।

ব্রাউন জলে নামিলেন। হাঁটু পর্যন্ত জল হইল। এইখানে প্রাচীরের শেষ। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানটী বীরচন্দ্রের অন্তঃপুরসংলগ্ন ঘাট। একটা অনতিবৃহৎ দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া খেতপ্রস্তরের সোপানাবলী নদীজলে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্তঃপুরচারিদ্বারা সেই ঘাটে স্থানাদি কার্য নিৰ্বাহ করিতেন। গুরুবমাত্রেরই সে স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল না। ব্রাউন এদেশের আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপরিচিত; তথাপি তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এখানে আসা তাঁহার অনধিকার প্রবেশ হইয়াছে।

দ্বার বন্ধ ছিল। সেখানে জন প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল ছিল না। পূরী নিস্তব্ধ। কেহ দেখিবার পক্ষেই তিনি স্থান পরিভ্রমণ করবেন স্থির করিলেন। ফিরিবার পূর্বে, সেই স্থান হইতেই তিনি একবার চারিদিকে দেখিয়া লইলেন; বুঝিলেন, স্থানটী পূর্বে অতি মনোরম ছিল;

এখন বস্ত্রের অভাবে তাহার পুষ্কলী বীরে বীরে লোপ পাইতেছে।

ব্রাউন কিরিতোচেন, এমন সময়, দ্বারের কথাটো শব্দ হইল। তিনি বুঝিলেন, ভিতরে হইতে কে দ্বার খুলিতেছে। মূৰ্ছমধ্যে তিনি প্রাচীর পারে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

নারায়ণী দ্বার খুলিতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার প্রিয় হরিণটার সংবাদ লইতে পারেন নাই। বালিকা সমস্ত দিনটা অতি মনোকাষ্টই যাপন করিয়াছিল। দাদার অপমান দর্শনে, অবশেষে তাঁহার বিচ্ছেদে সে মধ্যাহ্ন হইয়াছিল। সমস্ত দিন সে ব্রাহ্মণের বিষয়ই ভাবিয়াছিল। হরিণের চিত্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। রাজা ও রাণী তাহারই মতন সন্দ্বীপীভায় দিন-যাপন করিয়াছেন। হরিণের কথা কাহারও মনে ছিল না।

এখন মনে পড়িয়াছে, তাই নারায়ণী খাচা লইয়া হরিণটাকে গৃহীতে আসিয়াছে। বাহিরে আসিয়া নারায়ণী ডাকিল, “শারী”।

“শারী” কোথায় ছিল, ছুটিয়া আসিল। এক বৎসর পূর্বে শারীর সতিত শারীকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। এই এক বৎসরে, সে অটেকটা বড় হইয়াছে। সমস্ত দিবসের পর নারায়ণীকে দেখিয়া শারীর আনন্দ উলিয়া উঠিয়াছে। সে নারায়ণীর সম্মুখে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। নারায়ণী তুটী হাতে পাত্ৰটী ধরিয়া তাহার মুখের কাছে তুলিয়া রহিল। শারী আহারে নিযুক্ত হইলে তাহার সঙ্গে কথা আরম্ভ করিল। স্তব্ধ হুৎখের কথা শুনিতে শারী এখন বালিকার এক স্নান সঙ্গী।

“শারী” কথা ব্রাউনের কাণে গেল। কি বীণার কোমল স্বর! সমীরণে মাথামাখি

হইয়া সে মধুময় কণ্ঠস্বর অপর পারের নদী-
সৈকতে যেন খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল ।

ব্রাউন প্রাচীর পার্শ্বে জলের উপর দাঁড়াইয়া ।
ফিরিতেও পারেন না, অগ্রসর হইয়া দেখিতেও
পারেন না । পিছাইতে শক্তি নাই, অগ্রসর
হইয়া দেখিতেও সাহস নাই । চুরি করিয়া দেখা
অসম্ভব । ব্রাউন বড়ই বিশম্ব হইলেন । কেহ
দেখিলে, লজ্জার কথা ! ফিরিয়া আসাই কর্তব্য
বোধ করিয়া, তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন ।

আবার কণ্ঠস্বর ! এবারে সুধার স্রোত
ছুটিল । যুবক তাগাতে নিমগ্ন হইলেন । তাঁহার
কর্তব্যজ্ঞান ভাসিয়া গেল । সুধার প্রসবিনীটিকে
দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল । তিনি
ভাবিলেন, চুরি করিয়া দেখিয়া, চলিয়া যাই ।

অতি দীর্ঘ ব্রাউন জলে পদবিক্ষেপ করি-
লেন, পাছে জলের শব্দে কথার স্রোত রুদ্ধ
হয় ।

নারায়ণী শরীর সঙ্গে কত কথাই কহিতে-
ছিল । “দাদা আমা হইতেও তোমাকে অনেক
ভালবাসিত, অদিক যত করিত । আমাকে মাঝে
মাঝে তিরস্কার করিত, কিন্তু তোমাকে করিত
না । শারী ! সেই দাদা চলিয়া গিয়াছে,—
উভয়কেই ভুলিতে চলিয়াছে, আর বৃদ্ধি আসিবে
না । গাছের ডাল নোয়াইয়া আর তোমাকে
আত্মের মুকুল খাওয়াইবে না”—এরূপ নানা
দুঃখের কথা সঙ্গীটিকে শুনাইতেছিল । দীর্ঘ
দীর্ঘ মুখ বাড়াইয়া ব্রাউন এই ছবিটা দেখিতে
পাইলেন ।

বালিকার ঈষদ্রমিত অঙ্গাঙ্গী—দুই হাতে
ধরা খালা—সম্মুখে মুখ তুলিয়া, চোখের পানে
চাহিয়া, চোখ চোখে সাদৃশ্য খুঁজিতে অবস্থিত
হরিণ !—চারিদিক বেড়িয়া—নিম্নে, উপরে, অন্ত-
গামী সূর্য্যকিরণে অরুণিম দিগ্‌বলয়,—কি সুন্দর

ছবি ! নবযৌবনশ্রী—সুবর্ণময়ী প্রকৃতির উপহার,
চারিদিক হইতে ভারে ভারে আসিয়া বালিকার
দেহাঙ্গি নোয়াইয়া দিয়াছে ।

এক দৃষ্টে ব্রাউন নারায়ণীর মুখ দেখিতে
লাগিলেন । হরিণের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে
বালিকার মধুময় কণ্ঠস্বর, ক্ষুদ্রগত আবেগ-
রাশির সঙ্গে সঙ্গে পরদায় পরদায় উঠিতেছিল ।

ব্রাউন এরূপ মূর্ত্তিও কখন দেখেন নাই,
এরূপ স্বরও কখন শুনে নাই । তিনি এদেশের
ভাষা জানিতেন না, সুতরাং নারায়ণীর কথার
এক বর্ণও বুঝিতে পারিতেছিলেন না । বুঝিতে
পারিতেছিলেন না বলিয়া, সে স্বর তাঁহার শব্দে
বড়ই মধুর লাগিয়াছিল—স্বর্ণচূড়ামণি কল্পনাময়ী
দেবগীতির স্রায় তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল ।

অদেশে, “সুন্দরী” সুনাম জল দেশ-
সরোবরের তীরে বসিয়া কতদিন তিনি বাসন্তী
সন্ধ্যার অভ্যাস দেখিয়াছেন । অরুণিম গগনের
যবনিকাস্তরাল হইতে, প্রাণেশিকামণী “চাঁদকী”র
অজস্র বর্ণিত স্বরসুধার কতদিন নিজের হৃদয়
সিক্ত করিয়াছেন । কিন্তু এমন সন্ধ্যাও কখন
দেখেন নাই, এমন তপ্তিও কখন পান নাই ।

স্বর্বা অস্ত্র যাইবার পূর্বে, নারায়ণীর মুখে
একবার কিরণ মাখাইয়া দিল । সোণার কমল
সহস্র গুণ শোভা ধারণ করিল । আত্মহারা
যুবক বলিয়া উঠিল “আহা ! কি দেখলাম ।”

ব্রাউন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের উত্তরাধিকারী—
রূপবান, গুণবান, যুবক । এরূপ পায়ে আত্ম-
সমর্পণ করিতে পারিলে, বিলাতের বহু সুন্দরী
আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন ।
বিলাতে, ব্রাউনের বহু সুন্দরীর দর্শন লাভ
ঘটিয়াছিল । অদেশে, তিনি অনেক বরাদ্দণাকে
সন্ধ্যারূপে সুন্দর মুখশ্রী রঞ্জিত করিতে দেখিয়া-
ছেন ; কিন্তু কবিত কাঞ্চন-গৌরী অরুণ কিরণে

প্রতিকলিত হইলে কিরূপ দেখায়, তাহা তিনি স্বপ্নেও কখনও অনুভব করেন নাই। নারায়ণীর সৌন্দর্য্য ও চিত্রলিখিতবৎ অবস্থানভেদে ব্রাউনের বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত করিয়াছিল। মুগ্ধ দৃবক বলিয়া উঠিল, “আহা কি দেখিলাম ?”

একটা কিস্তত চূর্ব্বোদা স্বরশুন্য নারায়ণী চমকিয়া উঠিল। প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরাইয়া, যেমন ব্রাউনকে দেখিল, অমনি বালিকা সময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। হাত ইহাতে থালা পড়িয়া গেল। পলাইবার জন্ত যেমন দ্বারের দিকে ছুটিবে, অমনি দ্বারের চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া ‘মা’ বলিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। “ভয় নাই, ভয় নাই” বলিয়া, কারণ নির্দ্ধারণের জন্ত অঙ্গপূর হইতে রাণী ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, প্রাণপ্রতিমা নারায়ণী, বিলুপ্তসংজ্ঞার ভগ্নস্থিত। রাণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। নাতিনীকে বকে তুলিয়া ডাকিলেন, “মা, আমার!” উত্তর পাইলেন না। তখন কোলে তুলিয়া, রাজাকে ডাকিতে ডাকিতে গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

হতবুদ্ধি ব্রাউন, চোবের ছাট, সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। বালিকার কি ঘটিল—ঘটিল কি নহিল, জানিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না।

নারায়ণীর চীৎকার শুনিয়া, রাজাও ছুটিয়া আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে উপর হইতে তিনি দেখিলেন, একজন সাহেব স্তবর্ণ-রেখার ভীম ধরিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। ইতোমধ্যে রাণী নারায়ণীকে কোলে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নারায়ণী তখনও মচ্ছিত। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—“হইল কি ?” রাণী নারায়ণীর মুচ্ছার কথা মাত্র জ্ঞাপন করিলেন। কারণ ভাবেন না, সাহেবকে তিনি দেখেন নাই, কাজেই আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

পলায়নপর সাহেবকে দেখিয়া, রাজা বসিতে পারিয়াছিলেন, নারায়ণীর মুচ্ছার কারণ কি। তিনি ভাবিলেন একি অত্যাচার! আর কোন কাহনকই বা এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে পারে? প্রভাতে ব্রাহ্মণের অপমান—তিনি আপনাকেই অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের অঙ্গে ক্রোধাঘাতনা তাঁহার শরীরে বিবের জ্বালা উৎপন্ন করিয়াছিল। এখন আবার একি? তাঁহারই পৌত্রের উপর অত্যাচারের উদ্দেশ্য। বৃদ্ধ রাজার অবসাদময় নিস্ত্রিয় ধমনীতে উষ্ণ রক্তের স্রোত ছুটিল। একবার ভাবিলেন, ছুটিয়া গিয়া ওই মুহুর্তেই ওই বিষম অপমানের শোধ লই কিম্ব ব্রাউন তখন বহুদূরে দেখিতে দেখিতে দুঃখপূর্ণের অন্তরালে। ক্রুদ্ধবীর্য সর্পের ছায় তিনি অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

পিতামহীর কোলে থাকিতেই নারায়ণীর সংজ্ঞা ফিরিল। রাণী তাঁহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা নিবেদন করিলেন, বললেন, কারণ আমার কাছে শুনিও। বালিকাকে প্রাণে পীড়িত করিও না—গৃহে লইয়া সুরক্ষা কর। আর সতর্ক থাকিও, নারায়ণীকে কখন একা গৃহের বাহিরে আসিতে দিও না।

বোড়শ পরিচ্ছেদ ।

সমস্ত হাঙ্গি ব্রাউনের নিদ্রা হইল না। নীচ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া, তিনি সে কার্য্য করিয়াছেন, মনকে অশেষ প্রবোধ দিয়াও তিনি সে কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিলেন না। অল্পতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বালিকার কোনও আনন্ড ঘটিল কিনা জানিবার উপায় নাই। দেশীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ তিনি

কাহাকে কি বলিবেন ? কেমন করিয়া নিজের নির্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবেন ? কেউ বা তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবে ? সহচরের কাছে মনো ভাব প্রকাশ করিতে তাঁহার সাহস হইল না । প্রকাশে কোনও ফল নাই ; পরস্তু নিরপরাধ হইবাও, অপরাধী হারুলির কাছে তাঁহাকে মাথা হেঁট করিয়া থাকিতে হইবে । অত্যাশংকনীয় সব সমস্ত বাত্মনি অনির্দায় যাপন করিলেন ।

প্রভাতে কাহাকেও কিছু বলিয়া, শব্দব্রজেই রাউন রাঁচি ওস্থান করিলেন । স্থির করিলেন, “দেখিও ভাবায় অভিজ্ঞ হইয়া, আর একবার আমি অনন্তপুরে ফিরিব । বালিকার হৃদয়ে বিশিষ্ট মূর্তির ছবি রাখিয়া জীবনধারণ করিব না ।”

হারুলিও বিশেষ কোন কাজ করিতে পারেন নাই । আনন্দদেব আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইল, রাজকুমারীর জন্ম অতিরিক্ত বার কর্তৃপক্ষের অল্পমতি-সাপেক্ষ । সাহেব যদি আদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে দেওয়ানও রাজকুমারীর জন্ম যত ইচ্ছা দাসী নিযুক্ত করিতে পারে । হারুলি সে আদেশ দিতে সাহসী হইলেন না । স্থির করিলেন, “ডেপুটী কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আদেশ দিব ।”

আহারের সময় উভয় বন্ধুতে একত্রিত হইয়া ছিলেন । কিন্তু নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরের কাছে গোপন করিয়া তাঁহারা কথাবাদী কহিয়া ছিলেন ।

প্রভাতে উঠিয়া হারুলি সহচরকে দেখিতে

পাইলেন না । ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন । সে কিছু বলিতে পারিল না । ভাবিলেন, রাউন বোড়াইতে গিয়াছেন ; অনন্তপুরের মধ্যেই কোথাও আছেন । প্রাতঃরাশের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন রাউন আসিলেন না, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ হইল । হৃদয় তাঁহার উপর রাউনের ঘৃণা এখনও দূর হয় নাই । তথাপি তিনি রাউনের দক্ষানে লোক নিযুক্ত করিলেন । নৃকন্দ আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন ; সে বলিতে পারিল না । লোক সকল ফিরিয়া আসিল ; তাহারা সাহেবকে দেখিতে পাইল না । একজন কেবল রাউনের রাঁচি-গমনের সংবাদ দিল ; কতগুলো কোমল মজুরী করিতে অনন্তপুরে আসিতোঁছিল, তাহারা সাহেবকে রাঁচির পাথে দেখিয়াছে !

তথাপি হারুলি রাউনের অপেক্ষায় সে দিনের মত অনন্তপুরে থাকিবেন স্থির করিলেন । বিকালে রাঁচি হইতে এক পত্র আসিল । ডেপুটী কমিশনার তাঁহাকে অচিরে রাঁচি ফিরাই আদেশ করিয়াছেন ।

পত্র পাঠে হারুলি বিস্মিত হইলেন । তাঁহার এত শীঘ্র রাঁচি ফিরিবার প্রয়োজন ছিল না । অনিচ্ছায় তাঁহাকে অনন্তপুর ত্যাগ করিতে হইল । ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে আনন্দদেব তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিলেন । অন্তঃশব্দী মন নইয়া হারুলি দেওয়ানের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কানীপুরে একজন সমুদ্রশালী জমীদারের বাস। এবং তাঁহাকেই উপলক্ষ করিয়া বহুলোক এইস্থানে অবস্থিতি করে। অনেকেই সম্ভতি-সম্পন্ন। কেহ রাজার আশ্রয়, কেহ বা কর্ম-চারী! সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার রাজবাড়ী, কাছা/বীনাড়ী, দেবালয় প্রভৃতিতে সুসজ্জিত এই ক্ষুদ্রগ্রাম দূর হইতে এক থানি ছবির ত্রায় দেখাইত।

দুই দিন পরে রতন কানীপুরে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের বহিষ্ঠ প্রান্তরে যখন তিনি পা দিলেন, তখন সূর্য্য প্রাস্তুর সীমায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। গ্রামে উপস্থিত হইতে সন্ধ্যা হইল। কানীপুরের শোভা দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সদাশিবের মন্তুরের নাম শৈলজানন্দ সিংহ। পত্রের পৃষ্ঠে ওই নামই লেখা ছিল। তবে অল্পবয়স নামটা সর্কদা মুখে আনি স্মরণ হয় না বলিয়া লোক নানটাকে খাট করিয়া ‘শলুই’ করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে ‘শলুই’ আখ্যাটাই প্রাধান্য লাভ করিল। এমন কি, দুই চারি জন আশ্রয় ও ভদ্রলোক ছাড়া অনেকেই ভাল নামটি ভুলিয়া গিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে পশার প্রতিপত্তি থাকিলেও, শৈলজানন্দ বলিলে অনেকেই তাহাকে চিনিতে পারিতেন না।

রতন একজন আগন্তুককে শৈলজানন্দে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল—“শৈলজানন্দ বলিয়া সে গ্রামে কে নাই।” রতন মনে করিলেন, লোকটা গ্রামবাসী হইলেও গ্রামের সকলকে চিনে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল, “শৈলজানন্দ বলিয়া রাজার একটি হাটী ছিল; তা সেটা বছর দশেক হইল দরিদ্র গিয়াছে।”

এইরূপ, ব্রাহ্মণ যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন সেই ব্যক্তিই একটা উদ্ভট রকমের উত্তর দেয়। কেহ বলে “শৈলজানন্দ রাজার পূর্বপুরুষ। তিনি শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন।” কেহ বলে, “সে একজন বড় গোষ্ঠের জোয়ারী। একদিন রাজার বন্দ প্রেমটি খেলিতে খেলিতে লাথো টাক’ জতিয়া লয়। রাজা তাঁহাকে খেলা হইতে নিবৃত্ত হইতে বলেন। লোকটা কিন্তু লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া আরও খেলিতে লাগিল। শেষে এক ডায়ে সমস্ত টাকা হারিয়া গেল। রাজার হাতে ছিঃ “মাছ,” আর তার হাতে ছিল “কাতুর” লোকটা কাতুর কাতুর করিয়া দম ফাটিয়া দরিদ্র গেল। এখন আর শৈলজানন্দ নাই—তাহা ভুল আছে। সে এখনও রাজবাড়ীর কান্দে

রাত্রিকালে কাতুর কাতুর বলিয়া চীৎকার করে।' এইরূপ নানাকথা শুনিতে শুনিতে রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি বিম্মিত হইলেন। ভাবিলেন, সদাশিব কি শব্দরের নাম লিখিতে ভুলিয়া গেল !

পথের ধারে একটা সুন্দর সরোবর দৃষ্ট হইল। রতন মনে করিলেন, শৈলজানন্দের সংবাদ লইতে আর বৃথা রাত্রি করি কেন ? এই বেলা সময় থাকিতে থাকিতে রাজার দেবালায়ে অতিথি হই। সারা দুই দিন পথে আহার করিবার সুবিধা পান নাই। পূর্ক দিন সামান্য আহার জুটিয়াছিল মাত্র। আঙ্গুরের হাঁটু পর্যন্ত ধলা। পদ ধোত করিতে তিনি সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সেখানে, সরোবর দোপানে একটা যুবতী একটা বালককে প্রহার করিতে নিযুক্ত ছিল। বালক দৃঢ়রূপে রমণীর অঞ্চল ধরিয়াছিল। রমণী তাহার হস্ত হইতে অঞ্চল চ্যুত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। বালকও অঞ্চল ছাড়েনা, রমণীরও প্রহার কার্য্যের বিরাম নাই।

ঘাটে নামিতে নামিতে রতন তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, উভয়েই বিপন্ন। বালক নিজের জেদ কিছুতেই ছাড়িবে না, রমণীরও প্রহার ভিন্ন গতান্ত নাই।

বিপন্ন বুঝিয়া তিনি তাহাদের কাছে চলিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, যুবতীসি যেমন সুন্দরী, বালকটাও তেমন সুন্দর। রমণীর বয়স অল্পমান পঞ্চাশতি, বালকের বয়স দশ। বালক কর্তৃক আকষ্ট বলন, অঙ্গ হইতে অর্দ্ধ-বিচ্ছিন্ন চেলাঞ্চল, আলু খালু বেশ পাশ, আলু খালু বেশ—পূর্ণ সৌন্দর্য্যলাভে চলল সুন্দরী! সমুখে ক্রোধানাগরজিত মুখখানি লইয়া চাঁদ 'কাড়িয়া', গড়া পুতুল—অপূর্ণ জেদী ছরস্ত

বালক ! যেন পূর্ণ প্রস্তুতি কমলের পাশে নবাবতার কমল-কোরক মুখামুখি দাঁড়াইয়া, যে যার রূপ কাড়াকাড়ি করিতেছে।

নীরবে প্রহার কার্য্য চলিতেছিল। সরোবরের পাশ দিয়া কত লোক যাতায়াত করিল, কেহ দেখিল না ! রতন তাহাদের সমীপস্থ হইলেও তাহারা ফিরিয়া চাহিল না। রমণী বালকের পৃষ্ঠে যেমন চাপড় মারিত, তেমনিই মারিতে লাগিল; বালকও যেমন কাপড় ধরিয়া টানিতেছিল, তেমনিই টানিতে লাগিল।

রতন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— “কর কি মা ! বালক যে মারা যায় ?” অপরিচিত পুরুষকে সমীপস্থ দেখিয়া, রমণী অঙ্গ ঢাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই তাহা করিতে দিল না। রতন তখন বুঝিলেন যে, রমণীই অধিকতর বিপন্ন। তিনি আর সময় ফেপ না করিয়া বালকের হাত ধরিলেন, অতি কষ্টে কাপড় হইতে হাত ছাড়াইলেন। বালক কাপড় ছাড়িয়া রতনকে ধরিল। হাত ছাড়িয়া, ক্ষুদ্র মুষ্টিধারা অবিরত প্রহার করিয়া রতনকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফুলিল, নশাঘাতে জর্জরিত করিল। বালকের অত্যাচারে রতন বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন। নারায়ণীর পরে, আর কেহ তাহাকে এরূপ মধুময় অত্যাচারে উৎপীড়িত করে নাই। বৃদ্ধের লজ্জনা দেখিয়া রমণী কিন্তু লজ্জিত হইল। সর্ব্বগাত্র সাহায্যে আবৃত করিয়া ছাঁচলে কোমর বাঁধিয়া আগে সে আপনাকে বালকের সহিত যুবিরার উপযোগী করিয়া লইল। তারপর বালককে পারিত্যক্ত করিতে অগ্রসর করিল। বলিল—“এ দুই বালক আপনি রাখিতে পারিবেন না, আমাকে দিন।”

রতন বলিলেন—“আমি ইহাকে আয়ত্তে আনিয়াছি। কোথাও যাইতে ইহা বেল, কোলে লইয়া যাই।”

বস্ত্রঃ, বালক তখনও পর্য্যাপ্ত আয়ত্তে আসে না। বালককে তাঁহার বন্ধে, স্বন্ধে, মস্তকে বধেছা প্রহার করিতে অচ্যুত দিয়াছেন। এই অল্পমাত্র সময়ের মধ্যে তাঁহার উক্ষীণটি মুক্তিকা আশ্রয় করিয়াছে, মাথার দুই চারি গুলু পক্ষ কেশ স্থানচ্যুত হইয়াছে।

দুবতী ব্রাহ্মণের কথায় প্রতিবাদ করিল না। বুদ্ধের উক্ষীণটী ধুলায় মাখামাখি হইতেছিল, সেইটী তুলিয়া তাহার হাতে দিতে গেল। উক্ষীণ তুলিতে দেখিতে পাইল, সেই সঙ্গে একখানি পত্র ও পড়িয়া রহিয়াছে। উক্ষীণের সঙ্গে পত্রখানি ব্রাহ্মণের হাতে দিতে গিয়া, সে দেখিতে পাইল, পত্র শিরে “শৈলজানন্দ সিং” নাম লেখা।

দুবতী বুদ্ধের মূখ পানে চাহিল। ব্রাহ্মণ তখনও বালকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় বাস্ত। অবসর পাইয়া সে শিরোনামটা ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। চারিদিক হইতে অন্ধকার মেদিনীকে আবৃত করিতে আসিতেছিল; তাহার কিছু অংশ পত্রশিরে পতিত হইল, এবং রমণীর পিপাসিত দৃষ্টিকে আতৃপ্ত রাখিয়া, অক্ষরগুলির সমাপ হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া দিল। ব্রাহ্মণ উক্ষীণের সঙ্গে পত্রখানি গ্রহণ করিতে গিয়া বসিলেন, রমণীর হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতেছে।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছোঁয়ার মতন রমণ হইলে স্থির করিতেন, অক্ষর কয়টির গারে একটু সোম-স মাখান ছিল। তাহা, দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইয়া, দুবতীর মনে একটু মাদকতার সঞ্চায় করিয়াছিল! অদয়তরঙ্গের একটু অংশ বাস্ত-বল্লীতে ভর করিয়া পত্রপুষ্পখানিকে ঈষৎ ঈষৎ

আকোলিত করিয়াছিল। রমণী ব্রাহ্মণ স্থির করিল, ওটা অতি পরিশ্রমের ফল। বালকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিশ্রান্ত রমণীর হাতখানি প্রহার-প্রবাহে অবশন্ন হইয়াছে।

পত্রখানি পুনর্গ্রহণ করিয়া রতন ধুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“শৈলজানন্দকে জানি?”

“জানি।”

“বীচাইলে! তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমি হতাশ হইয়াছি।”

“আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন?”

“বহুদূর হইতে। দুই দিন ধরিয়া পথ চলিতেছি।”

“আমার সঙ্গে আসুন।”

রমণী শৈলজানন্দের ঘর দেখাইতে ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চলিল। প্রহারে প্রতিপ্রহার না পাইয়া বুদ্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনভিজ্ঞ জানে বালক দয়া করিয়া রণে ক্ষান্ত দিল। এবং অনন্তোপায় হইয়া ব্রাহ্মণের কাঁধে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

এমন সন্দর প্রতিমধুর “শৈলজানন্দ” নাম, ক্ষমপ্রাপ্ত হইয়া স্তম্ভীর কটকটে “শু” হইল কেন? শৈলজানন্দের “গুণী” কোমল “গোবরা”, কিংবা বদ্যপ্রাপ্ত হইলে অলঙ্কার শোভিত “গোবর্দ্ধন” হয়। আর শৈলজানন্দের অদৃষ্টে এমন অনুলোম প্রক্রিয়া কেন দৈবজুর্দিকাকে বিলোম হইল? আত্মস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া, নাম বেচাঙ্গী, কি শোর অপরাধে এমন বিপন্ন হইল? শ্রীভট্ট—গ্রামবাসীর পর্য্যাপ্ত অপরিচিত, একজন রমণীর নির্দোষে নামটিকে যদি

অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সে নামের মূল্য কই ? রমণীর দর্শনলাভ না ঘটিলে ব্রাহ্মণকে তাহা অতিথিশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত । চম্ভার কথা । ব্রাহ্মণও পথ চলিতে চলিতে, বিষম চিন্তায় আক্রান্ত হইলেন । গ্রামবাসী যার নাম জানে না, সে কেমন লোক ? একবার মনে করিলেন, রমণীকে জিজ্ঞাসা করি । আবার ভাবিলেন, একটু পরেই শৈলজানন্দের সহিত দাক্ষ্য হইবে ; তখনই সন্দেহটা মিটাইয়া লইব ।

রমণী দূর হইতে শৈলজানন্দের বাড়ী দেখা দিয়া দিল । বলিল, “চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে যে দ্বার, তাহা দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবেন না । আরও কিছু আগে, একটা সরু পথের ধারে একটা ক্ষুদ্র দ্বার আছে । সেই দ্বার দিয়া ভিতরে গইবেন । নতুবা দেখা হইবে না ।” রতনের বিশ্বাস বাড়িয়া গেল ।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেন ?”

রমণী উত্তর দিল না । বালককে ব্রাহ্মণের কোল হইতে নামিতে আদেশ করিল ।

রতন বলিলেন, “অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, বালক আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়াছে ।”

তখন তাহার কোল হইতে বালককে গ্রহণ করিয়া, রমণী অল্প পথে প্রস্থান করিল ।

রমণী যদি নিষেধ না করিত, তাহা হইলে বিধি হয় রতন ছোট দ্বারটা দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতেন । রমণীর নিষেধ, রতনের কৌতুকল হইল । তিনি ভাবিলেন, সদর দরজা দিয়াই বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি না কেন ?

দরজার দুই পার্শ্বে বাধান রোয়াক । এক উশুর বসিয়া, একজন লোক সিদ্ধি খুঁটিতে ছিল । আর চার পাঁচজন তাহাকে ঘেঁষিয়া

গল্প ছুঁড়াছিল । গল্পের বিষয় অবশ্য সিদ্ধি । এবং সেই সঙ্গে মিশ্রিত ‘সেকাল’ ও ‘এ কাল’ । ‘সেকাল’টা চিরদিন ভদ্দলোক ; কিন্তু দুঃখের বিষয় ‘একাল’ কিছুতেই সেরগণী হইতে পারিল না । সেকালের সিদ্ধি ছুঁইলেই নেশা হইত, একালের সিদ্ধি এক পেট বাইলেও নেশার আমেজটা পর্যন্ত আসে না । বেশি বেশি আহার করিয়া নেশাটা গুছাইয়া লইবে, তাহারও উপায় নাই । কেন না, সেকালের একালের উদয় কত তরফাৎ । সেকালের উদয় স্থিতিস্থাপক, অনন্ত আহার্যের স্থান ছিল । একালের উদয় সন্ধ্যাচ্যাদিগ্রস্ত—খাওয়া থাকিলেও, রাখবার স্থান নাই । আর খাওয়া বা দেয় কে ? সেকালের লোক পরকে খাওয়াইতেই ভুলিলাভ করিত, একালের লোক পরের আর কাড়িয়া খায় । তারপর, কে কার কাড়িয়াছে, কেমন করিয়া কাড়িয়াছে, ইত্যাদি নানা কথা ভিতরে শৈলজানন্দ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা অনতিউচ্চস্বরে চলিয়া গেল । এমন সময় রতন তাহাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । গল্পে সম্মিলিতচিত্ত, তাহার প্রথমে রতনকে দেখিতে পাইল না, আপনাদের মনে কথাই কহিতে লাগিল । কথার মধ্যে, দুই চারিটা ‘শব্দই’ শব্দ রতনের কাণে গেল । স্তব্ধতা তাহাদের গল্প রতনের সমাক বোধগম্য হইল না । তিনি অতি অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই কি শৈলজানন্দ সিংহের বাড়ী ?”

একজন উত্তর দিল—“না ।”

ইহাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে রতনের পূর্বে দেখা হইয়াছিল । সে পরিচিত স্বর শুনিয়া, মাথা তুলিয়া বালক—“এখনও তুমি খুঁড়িয়া বেড়াইতেছ ?”

রতন বলিলেন, “শৈলজানন্দের গৃহ অন্বেষণ করিতেছি ।”

ব্রাহ্মণের মুখে দ্বিতীয়বার শৈলজানন্দের নাম শুনিয়া, লোকটা উচ্ছ্বাস্ত করিয়া উঠিল। বলিল—“তাঁহাকে খুঁজিতে চাও, বমের বাড়ী যাও; এখানে কেন?” বন্ধুবর্গকে সন্ধানন করিয়া বলিল—“শৈলজানন্দ বলিয়া যে ভুতটো রাজার বাড়ীর কানোচে ঘুড়িয়া বেড়ায়, এ বৃদ্ধ তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছে।”

বন্ধুবর্গ বৃদ্ধের দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাইয়া বড়ই বিস্মিত হইল; এবং লোকটাকে উদ্ভাস্ত স্থির করিল। তখন সকলেই সেই প্রেতাত্মা সম্বন্ধে ছুই একটা গল্প করিল। একজন তাহার শাস্ত্র-মাসিক ব্লগ শুনিয়াছিল, একজন গাছের ডাল ভাঙিতে দেখিয়াছিল, আর একজন তালবৃক্ষসম জম্মাঘরের চাপে একটা হাতীকে মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছে। “সকলেই বৃদ্ধকে শৈলজানন্দের অন্তরঙ্গমানে স্ফাস্ত হইতে বন্ধুভাবে নিষেধ করিল।

রতন বাটীর সালিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকগুলা নাম বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল—“এ বাটীর সালিকের সঙ্গে তোমার কি প্রয়োজন?”

রতন বলিলেন,—“প্রয়োজন না থাকিলেও, নাম জানিতে দোষ কি?”

প্রয়োজন নাই শুনিয়া, সে লোকটা নাম বলিল, শলুই দিৎ।

তখন, রতনের বুকিতে আর বাকী রহিল না। “শলুই” নাম তিনি এই একটু আগে শুনিয়াছেন। বুকিলেন, শলুই শৈলজানন্দের অপভ্রংশ।

আর কোনও কথা না বলিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বার-সমীপে উপস্থিত হইয়া কবাটে ঘা মারিলেন। দ্বার-ভিতর হইতে বৃদ্ধ। ছুই চাপিবার ঘা দিলেন, “ভিতরে কে আছে, দুয়ার খোল।”—

বলিয়া বার দুইচার চীৎকার করিলেন—দ্বারমুক্ত হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। ঘোরাফেরা লোকগুলা চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। বিকলমনোরথ হইয়া, বখন রতন ফিরিলেন, তখন সকলে ‘হো হো’ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রতন ভাবিলেন, “ভালা আপদ! গারাদিন উপবাসী থাকিয়া, এ কোথায় আসিলাম?” চিঠিখানা দিতে পারিলেও নিশ্চিত হইতে পারেন ভাবিয়া, তিনি ক্ষুদ্রদ্বারের সন্ধানে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

অন্ধকার গাতুর হইয়াছিল। সদরপথে ছাড়িয়া কিয়দূর অগ্রসর হইতে না হইতে রতনের পদস্থলন হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি রমণী-কথিতসদ্বীর্ণপথে উপস্থিত হইলেন। পথ এত সরু, যে দুইজনের পাশাপাশি চলা অসম্ভব। দুই-ধারেই ছোট জঙ্গল—ঘনসন্নিবিষ্ট গুল্মবাজি—অধিকাংশই কণ্টকযুক্ত। মধ্যে ভূমিপৃষ্ঠে মল্লযোব পদপ্রহারজাত একটা মাত্র ক্ষীণবেধা, তাহাও আবার কোন কোন স্থানে লুপ্তপ্রায়।

সেই সদ্বীর্ণপথে পদ দিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এতদূর পথে চলিয়া কি সাপের মুখে প্রাণ দিব! সাদাশিবেদ সনির্বন্ধ অনুরোধ না হইলে, রতন ফিরিতেন। সমস্তদিন অনাহারে পথ চলিয়া, তিনি বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল। তথাপি রতন অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইতেই, এক-জনের সঙ্গে দেখা হইল। সে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। রতনকে দেখিয়াই সে প্রশ্ন কারল “কে তুমি?” রতন প্রথমে কোনও

উত্তর দিলেন না, চলিতে লাগিলেন। পরস্পরে মুখোমুখি হইলেন। তখন একজনকে পথ ছাড়িয়া না দিলে অস্ত্রের চলা অসম্ভব। লোকটা উত্তর না পাইয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল, “কে তুমি ?”

রতন এবারেও উত্তর দিলেন না, যথাসম্ভব সরিয়া লোকটাকে যাইতে পথ দিলেন।

উত্তর না পাইয়া লোকটা বিরক্ত হইল। কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিল, “উত্তর দাও না কেন, চোর নাকি ?”

“আমি বিদেশী।”

“পথ ভুলিয়াছ, কিরিয়া যাও !”

“এ পথে কি কোথাও বাওয়া ঘর না ? কোন গৃহস্থের বাড়ী—যেখানে অন্ততঃ এক রাতের জন্য বিশ্রাম করিতে পারি ?”

“তোমার কি দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে ? এ জঙ্গল দেখিতেছ না ? এখানে বাড়ী কোথা ?”

“তুমিও কি জঙ্গলের সামিল ? না গাছের ডালে ডালে বাস কর। বাড়ী যদি না থাকে, ত তুমি কেমন করিয়া আসিলে ?” লোকটা এবারে বড়ই রাগিল। তাহার রাগ এইবারই কথা ! একটা কোথাকার কে বিদেশী আসিয়া তাহাকে সমান উত্তর দিতে সাহস করে ! অন্ধকারে সে ব্রাহ্মণের মুখখানা একটু কষ্ট করিয়া দেখিয়া লইল—দেখিল বুদ্ধ। তখন ক্রোধ-কর্কশভাবে বলিল “বুদ্ধ বয়সে অপঘাতে মরিষে কেন ? মানে মানে কিরিয়া যাও !”

রতন ঘৌরভাবেই উত্তর দিলেন—বলিলেন, “যথেষ্ট পথ দিয়াছি, ইচ্ছা হয় যাইতে পারি।”

তাহার সাইবার উদ্দেশ্য ছিল না ; রতনকে কিরানই উদ্দেশ্য। সে অগ্রসর হইয়া রতনকে থাকা দিল। রতন তাহার কথাই ভাবে পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন ; বুঝিয়া থাকা সাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। লোকটা থাকা

মারিয়া নিজেই পা সামলাইতে পারিল না, পড়িয়া গেল। পথের পার্শ্বে ত্রিশিরার কাঁটায়, সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। রতন তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। হাতধরা ও তৌলাভেই সে রতনের শক্তি বুঝিল। রতন বলিলেন “দেখা-য়া দাও, কেন দরজায় গেলে শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হয়।”

লোকটা শৈলজানন্দেরই ভৃত্য। জাতিতে কাহার—বর্ণিত। যে গুপ্তদ্বার দিয়া রতন প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, সেই দ্বার রক্ষা করাই তাহার কার্য ছিল। রতনের আদেশ শুনিয়া লোকটাকে কাঁফরে পড়িতে হইল। কাতরভাবে বলিল “প্রভু ! সে পথ দিয়া আপনাকে লইয়া গেলে যে আমার চাকরী যাইবে।”

“যাহাতে না যায়, তাহার ব্যবস্থা করি। আমি তার আমাতার নিকট হইতে পত্র আনিয়াছি। তাহাকে দিয়া চলিয়া যাইবে।”

“তাহা হইলে, পত্রপাঠ আমার চাকরী যাইবে। শুধু চাকরী নহে—হয় ত প্রাণও যাইবে। জামাতার সঙ্গে তার সন্ধান নাই।”

“জামাতার সঙ্গে সন্ধান নাই ?”

“হুনিয়ার করিও সঙ্গে সন্ধান নাই।”

“একপল লোককে দেখিতে রতন কৃতনিশ্চয় হইলেন। বলিলেন, “বাবু ! তোমার চাকরী থাক আর থাক, আমি তাকে দেখিব।”

লোকটা কপালে হাত দিল ; আর বলিল, —“এতকাল পরে দেখিতেছি, আমার কষ্টী মারা গেল।” রতন বলিলেন, “সহজে মারা যাইতে দিব না। তবে একান্তই যদি যায়, তোমার দুবদুঃখ।”

বাধ্য হইয়া সে ব্যক্তি রতনকে ঘরটা দেখাইতে অগ্রসর হইল। রতন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলি-

লেন। কিছুদূর যাইতে না বাহতে উভয়ের সমুখে একটা পরিখা পড়িল। পরিখা পার হইতে পারিলেই দার। দারটা দেখাইয়া লোকটা স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিল। রতন বলিলেন—“দার ত দেখাইলে; এখন পরিখা পারের উপায় বলিয়া দাও।” সে ব্যক্তি জল দেখাইল, আর বলিল—“সাঁতারিয়া পার তউন।” রতন তাহার বস্ত্র দেখিলেন। দেখিয়া বুঝিলেন, এ ব্যক্তি অত্র কোন উপায়ে পার হইয়া থাকিবে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেমন করিয়া পার হইলে?” সে চুপ করিয়া রহিল। রতন আর কালক্ষেপ না করিয়া তার বাড়ীটা ধরিয়া ফেলিলেন; এবং বলিলেন “যদি উপায় বলিতে স্পর্ণমাত্র বিলম্ব কর, ত ভোমাকে পাকে পুতিয়া রাখিব।”

ষাড় ঘরতেই তার অধিক শ্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখন সে কর-জোড়ে বলিল, “ভৃত্যকে ছাড়িয়া দিন; শারের ব্যবস্থা করিতেছি।” রতন পরিত্যাগ করিলে, সে জলের ভিতর হইতে একখানি ছোট ডোঙা বাহির করিয়া ভাসাইল। রতন তাহাতে চড়িয়া পার হইলেন; এবং এক খাক্সা দিয়া ডোঙা-খানাকে পরপারে ভাসাইয়া দিলেন। ভৃত্য সেটিকে আবার জলের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিল, আর বলিল, “হুজুর! মনিষের কাছে আমার নাম করিবেন না।” রতন আশ্বাস দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেল, রতনও উপরে উঠিলেন।

কিন্তু হইল কি? এখানও যে দরজা ভিতর হইতে বন্ধ! ব্রাহ্মণ এবারে যথার্থই বিপন্ন। শাস্ত্র গ্রন্থেরও উপায় নাই, ফিরিবারও উপায় নাই। চারিদিকে বন, লতা-শুগ্ন মধ্যে সর্পভয়, সমস্ত দিবসের উপবাসে ক্ষুণ্ণ, পথপর্যটনে ক্লান্ত—কিংকর্ষব্যবিত্ত ব্রাহ্মণ নরশায় অবসন্ন

হইয়া পড়িলেন। যে পথে আসিয়াছেন, সে পথ দিয়া কোরা সহজ কথা নয়—বিশেষতঃ হস্তাশের ক্ষয় লইয়া। ঘারে কথাঘাত করিলেই কেহ খুলিয়া দিবে, এরূপ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না।

ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারময়, আবর্জনাময়, ভীষণ স্থানে দাঁড়াইয়া নিজের দুরদৃষ্টিতার নিব্বিষ্ট হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—“কি কুক্ষণেই বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছিলাম। বিনাপরাধে একটা কাপড়ের স্নেহ কর্তৃক লালিত হইলাম। তাহাতেও ত ভোগের শেষ হইল না। অবশেষে কোন অপরিচিত, অনাভিথের, হুকৌধ্য, নরাধমের বাড়ীর ঘরে নরকতুল্য স্থানে শ্রাণ হিসর্জন দিতে আসিলাম।”

একমাত্র আশ, ভৃত্যটা যদি ফিরিয়া আসে। তাহারই আগমন প্রত্যাশায়, ব্রাহ্মণ কবাটে পুঁজি দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে স্থানে বসিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারিদিক নিস্তর। বাড়ীর ভিতরের একটা ঘরের অপেক্ষায়, ব্রাহ্মণ ভিখারীর স্তায় কণ পাতিয়া রহিলেন; প্রহরেক অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেখানে জীবের অস্তিত্ব অনুভূত হইল না। লোকটাও ফিরিয়া আসিল না।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এভাবে দাঁড়াইয়া বসি যাপন করা অপেক্ষা, পরিখা পার হইয়া কোন বৃক্ষতলে রাতি যাপন করাও শ্রেয়। বুঝিলেন, যবতীর কথায় এ অরণ্যপথে প্রবৃষ্ট হইয়া ভাল কাজ করেন নাই। তাহার বোধ হইল, শৈলজানন্দের চরিত্রজ্ঞা রমণী দুষ্টাম করিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিয়াছে। সমীর উপর তাহার ক্রোধ হইল। ভাবলেন, কেন আপনাকে বিপন্ন করিতে তাহাকে দুষ্ট বালকের হাত হইতে নিম্ভতি দিলাম? সন্দনাস্নেহে দোষতে পাইল, আবার তাহাকে তদবস্থায় সন্ধ্যাবতীর বাল-

কের হাতে সমর্পণ করিয়া আসি। এমন কোমল সৌন্দর্যের ভিতরে এমন নিষ্ঠুরতা, অকৃতজ্ঞতা !

সদাশিবেরও উপর তাঁহার ক্রোধ হইল। জানিয়া শুনিয়া সে মূর্খ এমন নরাধম স্বপুত্রের কাছে তাঁহাকে প্রেরণ করিল কেন ? আর সেই পাপিষ্ঠ স্বপুত্রটার উপর তাঁহার ক্রোধের সমস্ত ভারটা চাপিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের বড়ই আক্ষেপ, এখনও পর্যন্ত তাহাকে কি কিং শিকা দিতে পারিতেছেন না। হুই একবার শৈলজানন্দকে শিকা দিবার ব্যগ্রতা আসিল। ব্রাহ্মণ একবার মনে করিলেন, “এই ক্ষুদ্র দ্বারটা এক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া বাটার মধ্যে প্রবেশ করি। এবং শৈলজানন্দের গলদেশ ধরিয়া মুষ্ঠাঘাতে তার পৃষ্ঠদেশের কতকটা স্থান অপরায়ণ হইতে কি কিং পৃথক করিয়া দিই।” আবার ভাবিলেন “শৈলজানন্দকে ধরিতে, যদি কোন গবানন্দকে ধরিয়া কেলি ! এই মুষ্ঠাঘাত কাঁচটা যদি তাহারই গুঠে নিশান হইয়া যায়।”

পরিখা পাঁচ হওয়াই ব্রাহ্মণ মুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। গৃহপ্রবেশের আশায় এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাক্ষ্যকৃত্য সমাধা করিতে পারেন নাই। তিনি সেই অন্ধকারে হাতে ভর দিয়া, ভীরু হইতে অব্যবহাণ করিলেন। হস্তপদ প্রক্ষালিত করিয়া ভগবানের প্যানে নিযুক্ত হইলেন।

ধ্যান করিতে গিয়া, ভগবানের উপর ব্রাহ্মণের অভিমান আসিল। তাঁহার মুদ্রিত মুষ্টিপদ্মমধ্যে অক্ষর রাশি সঞ্চিত হইল। বানান্তে যেই ব্রাহ্মণ চক্ষু মেলিলেন, অমনি হুট গুণ্ড দিয়া জল বাহির হইয়া গেল !

চক্ষু মুছিয়া জলে পদক্ষেপ করিতে রতন দেখিলেন, পরপারে কে আলোক লইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, এইবারে প্রাণ শাইল। আশায় পুনঃসংসারে জন্মনিবন্ধ

বায়ুরাশি নাসিকায়ন্ত হইতে প্রবল বেগে বাহির হইয়া গেল। করবোধে তিনি ইষ্টদেবের কাছে ভিক্ষা চাহিলেন, “প্রভো ! এ দুর্দশা হইতে আমাকে রক্ষা কর।”

আলোক ক্রমশঃই তাঁহার দিকে অগ্রসর লাগিল। সেই সন্ধ্যাকালীন পুনঃপুনঃ পরিখাতীরে দাঁড়াইয়া, রতন দীপ্যমান শৈলজানন্দের প্রাণদেবের দিকে কিয়দা চাহিলেন। দেখিলেন, উচ্চ প্রাচীরের উপরে মাথা তুলিয়া, সেই অতিথিলকে অনন্ত্যন্ত নির্মম প্রাণদেহুতা, নীরব অবজার হাসির সহিত, তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে ! শৈলজানন্দের ঐশ্বর্য দেখিয়া রতন বিস্মিত হইলেন ! একপ ধর্মীর জামাতা, সামান্য ভাণ্ডের জন্ত, নরাধম আনন্দদেবের কিনা দাসত্ব করিতেছে ! শৈলজানন্দকে দেখিতে তাঁহার জেদ হইল। মনে করিলেন, অশমানিত লাহিত হইয়াও যদি পুরী প্রবেশ করিতে হয়, অন্যাহারে অনিগ্র্যর সমস্ত বাক্সি যাপন করিতে হয়, তথাপি লোকটাকে না দেখিয়া আমি কানী-পুর ত্যাগ করিব না।

অন্ধকার স্তূপাকারে পশ্চাতে রাখিতে রাখিতে, আলোকটা পরিখার পারে বতনের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রতন দেখিলেন, আলোকধারিণী সেই দুষ্টপুত্রী রমণী।

কেথিয়াই রতন ব্যস্তভাবে বলিলেন,— : “বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিয়াছে কিনা দেখিতে আসিয়াছ ?”

রমণী। আমি না বুঝিতে পারিয়া অপরাধ করিয়াছি, আপনি চলিয়া আসুন।

রতন। কেমন করিয়া বাই ? ছোড়া ওপারে জলের ভিতরে লুকান আছে।

রমণী অদে নামিল ; ছোড়াটাকে উঠাইবার চেষ্টা করিল—পারিল না। তখন ব্রাহ্মণকে

আরও কিরংকণের জন্ত অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল ; বলিল, “জলে নামিবেন না ; কণ্টকাদিতে বিল পরিপূর্ণ, চরণ দিক্ষত হইবে ! আমি শীঘ্র স্তম্ভকে লইয়া ফিরিতেছি”— বলিয়াই রমণী স্থান ত্যাগ করিল, রতনের নিকট উত্তরের অপেক্ষা রাখিল না।

রূপেই হটক, কি তালোকেই হটক, কিরংকণের জন্ত সেই প্রাণহীন প্রদেশের জীবন সঞ্চার করিয়া, জাবার স্তম্ভী গাট অন্ধকার ঢালিয়া গেল। রতন আবার যে ভিমিরে সেই ভিমিরে ! যুবতীকে দেখিয়াই রতন সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন। তাহার উপকারের চেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহার উপর যে এতটুকুও অভিমান আসিয়াছিল, তাহা সেই ভিমিরে বিসর্জন দিলেন। বলিলেন— “আমি না—শীঘ্র ফিরিয়া আসি, আমাকে কষ্ট-বহন হইতে মুক্ত কর।”

গাট করিয়া কব্যাটে শব্দ হইল ! রতন বুলিল, এইবার বোধ হয় ভিতর হইতে কে দ্বার গুলিতোছে। মুহূর্তমধ্যে নিঃশব্দ ক্ষিপ্ৰগতিতে তিনি দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। একজন থর্দকার কক্ষবর্ণ পুরুষ লাঠী হস্তে বাহিরে আসিল ; এবং রতন যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার পাশ্বে দিয়া কি যেন আবেগ করিতে করিতে কতকটা দূরে চলিয়া গেল। অবকাশ পাইয়া তিনি বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া লোকটা বাহিরে আসিয়াছিল ! সে অচ্ছত গভীর স্বরে ডাকিল— “কখন !” উত্তরের অপেক্ষায় সে ক্ষণেক দাঁড়াইল। জাবার বলিল— “কে কথা কহিল ? কখন ?”

রতন অনিলেন ; গ্রাহ না করিয়া শৈলজ্ঞানন্দের সন্ধানে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

চলিতে চলিতে রতন শৈলজ্ঞানন্দের ঐশ্বর্য দেখিয়া বিম্বিত হইলেন। কি বিস্তীর্ণ শিলাবর প্রাক্ষণ ! রক্ষণক্ষীয়া রজনীর অন্ধকার ছেদ করিয়া, ব্রাক্ষণের দৃষ্টি প্রাক্ষণপ্রাস্তে পহুঁছিতে সমর্থ হইল না। প্রাক্ষণ বেড়িয়া উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের সংলগ্ন শস্তসম্পত্তির নিদর্শনস্বরূপ অসংখ্য ‘মরাই’। মধ্যে সূচিক্রিত স্নানস্থিত দেব মন্দির। পরিখাভীরে দাঁড়াইয়া ব্রাক্ষণ তাহার অগ্রভাগ দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেবালয়ের সমুপেই নাটমন্দির। ব্রাক্ষণ প্রথমেই দেবদণ নোদেশে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—মন্দিরের বৃদ্ধ। নাটমন্দিরেও জনপ্রাণী সমাগম নাই। উদ্দেশ্যেই ব্রাক্ষণ, মন্দিরাত্মক অজ্ঞাত দেবতাকে প্রণাম করিলেন। আ বসিলেন, “ঠাকুর, তুমি ত নিজেই এক সম বলিয়াছ :—

পিতামহ জগতো মাতা ধাতা পিতামহ।
সতরাং তোমার মূর্তি লইয়া, তোমার নাম লইয়া কথা নয়। তুমি যে মূর্তি তই এই মন্দির মধ্যে অবস্থান কর,—পিতাই হও, কি মাতাই হও ; বিষ্ণুই হও, শিবই হও, কি অনন্ত-শক্তিবাকী জগদ্ধাত্রীই হও, অন্ধকারে অপরিস্রিত পরম্পরে বিপত্তিভীত বৃদ্ধ আজ তোমার শরণাগত। বলিয়াই ক্লান্ত, অবসন্নদেহ ব্রাক্ষণ মন্দির সম্মুখে চক্রে বসিয়া পড়িলেন। স্থির করিলেন, দেব উঠাইয়া দেন উঠিব, নতুবা এ রাত্রির মত অপ্রাণত্যাগ করিতেছি না।

অজ্ঞাত দেবতা-সম্মুখে, দেবতা প্রীত্যর্থ বার-
কতক ইষ্টময় রূপ করিয়া, ব্রাহ্মণ যুগচর্য খুলিয়া
দিচ্ছিলেন। উষ্ণীষমধ্যস্থ পত্র পরিবেশ বস্ত্রে
দিবার জন্ত বাহির করিলেন। অগষ্টী-শ্রম,
অজ্ঞাতমর্ম্ম পত্রখানিকে বার হুই নাড়িয়া বলিলেন,
“হে লিপি, কোথা হইতে কোথায় আনিয়া কত
প্রকারের অবস্থায় ফেলিয়া, তুমি আমার শঙ্কে
পরিদৃষ্টমানী বিধিলিপির কার্য্য করিয়াছ। শেবে
তোমার রূপায় আমি দেবতার দ্বারে। বলপূর্ব্বক
অন্যহারে রাখিয়া তুমি আমার জন্ত পুণ্যপুঞ্জ
সঞ্চিত করিলে। তোমায় আমি পরিত্যাগ
করিতে পারি না। তুমি এই দেবতার সম্মুখে
আজ্ঞাই যা হউক একটা অদৃষ্টের বীমাংসা করিয়া
ফেল।”—এই বলিয়া, পত্র বাদিয়া, কাশডের
পুটুলীটা মাথায় দিয়া, ব্রাহ্মণ শবনের ব্যবস্থা
করিলেন। অজ্ঞ সময় মধ্যে ব্রাহ্মণের নিদ্রা
আসিল। নিদ্রার মুখে স্বপ্নরাজ্যের প্রবেশদ্বারেই
এক মধু-নিশ্চন্দ্রিকা বাণী তাঁহার স্তব্ধ কর্ণে
ধ্বনিত হইল। “ঐকুর! আলোক আনিয়াছি,
পাথরের ব্যবস্থা করিয়াছি, উঠিল আয়ুন।” বর
যেন পরিচিত, কথা যেন শোনা, লোক যেন
চেনা; হান যেন কতদিন হইতে, কত যুগের
বন্ধন বহন করিয়া কত ক্রান্ত অনাত্মবীড়িত
বিপ্লবের আশ্রয়! রতন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

প্রথম সত্যের সঙ্গে স্বপ্নরূপসীর কতকটা
বাগবিতণ্ডা। চলিল—কতকটা কলহের ভাব
ধারণ করিল। সত্য নিপুণ পুরুষ, সত্যরূপ কতক-
টা রসশূন্য। কোন গুণ নেই, তার রূপালে
আজ্ঞা। করুণাময়ী, রসময়ী স্বপ্নসুন্দরী ব্রাহ্ম-
ণের ক্ষুধা ভুলাইয়া, তৃষ্ণা ভুলাইয়া কিয়ৎক্ষণের
জন্ত তাঁহাকে মধুময় বাজ্যে লইয়া যাইবে, নীরস
সত্যপুরুষটা তাহা কিছুতেই সহিতে পারিল না।
স্বপ্ন বলিল, “ব্রাহ্মণ! চাহিয়া দেখ, কোথায়

আসিয়াছ।” সত্য বলিল, “আর চাহিতে হইবে
না; তুমি সেই মন্দির সম্মুখেই পড়িয়া আছ।”

স্বপ্ন। দেখিতেছে না, কেমন স্থিরজায়া-
ক্রমাঙ্গীর্ণ, সর্ব্বত্র, ফলশোভিত, শস্যশ্যামল
দেশ।

সত্য। মিথ্যা কথা—মরুভূমি। তুমি
নির্ম্মম নির্দ্দর হৃদয়হীন গৃহস্থের আশ্রয়ে ক্ষু-
পিপাসাকাতর—পল্লীহীন।

ব্রাহ্মণ স্বপ্নপ্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না।
তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন;—থেলিলেন,
সম্মুখে সেই মন্দির, নির্দ্দিত দেবতাকে হৃদয়-
আশনে শায়িত করিয়া, মৃত্তিকা তুষের ছায়
জড় অস্তিত্ব বহন করিতে, আকাশে মাথা লুকা-
ইয়াছে। মন্দির সম্মুখে সেই নাট্যমন্দির; আর
তাঁহার ভিতরে রাশীকৃত, স্তরের পর স্তরে
সজ্জিত, গাঢ় অন্ধকার।

ব্রাহ্মণ আবার চক্ষু মুদিলেন। সেই অবস্থা-
তেই যেন মনে দেবতাকে বলিলেন—“ঐকুর!
স্বপ্ন দাও, আর আমাকে প্রলোভনে আকৃষ্ট
করিও না।” করুণায় জীবের অস্তিত্ব। করু-
ণায়, মরুজগৎ সহস্র বিস্তীর্ণকার আলয় হইলেও
জীবযোগ্য স্থলস্থান। করুণার পরিবীক্ষণে
পরিদৃষ্ট বলিয়াই জড়প্রকৃতি লাভ্যাময়ী। মৃত্তিকা
বৃক্ষলতায় কলকলে বহু-প্রসবিনী; শিলাত্ত্বপ
নির্ম্মার সৌন্দর্য্যে মৃত্তবেণী শিখরিণী। সত্যময়
মহাপুরুষ নিজস্ব, নিপুণ—অগণ্য নিকৃৎসর্গ
কক্ষে লইয়া কোন নিরালস্য দেশে নিশ্চিন্ত হইয়া
বসিয়া থাকিলে, সৃষ্টি জন্মমূর্ত্ত্তেই লব প্রাপ্ত
হইত। করুণা, শুধু করুণা—করুণার দ্বারাবর্ণণে
নিভাসিত সংসার, জীবনে মরণে, শুধু অনন্ত
অস্তিত্বের পথেই অগ্রসর হইতেছে।

ভগবনের করুণায় ব্রাহ্মণ আবার কিয়ৎ-
ক্ষণের জন্ত ক্রেশের হাত হইতে নিম্মত পাইলেন।

আবার তাঁহার নিজা আসিল। নিজার সঙ্গে সঙ্গে আবার স্বপ্ন। কি স্বপ্নের স্বপ্ন। মধুনিষিক্ত কুমুম-কেশরা কুহেলিকার হার চারিদিক হইতে স্বপ্নসৌন্দর্য্য ভারে ভারে যেন তাঁহার প্রাণটা আবৃত করিয়া বসিল।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন, তিনি একটা খরস্রোতা নদীতীরে দাঁড়াইয়া। পরপারে শোভাময়ী নগরী, উপরে নীল মেঘ। মেঘ বেড়িয়া, অনাবৃত্তা, উল্লীপিত লাবণ্যে চিত্রাবস্থিত। বিস্তৃত। যেন রজতরেখাপ্রাপ্ত নীল শাড়ী হেমাসিনীর অঙ্গ ঢাকিয়াছে। নগরী মধ্যে হেমকিরীটতুল্য স্নিগ্ধোজ্জ্বল কাঞ্চনমন্দির। অজ্ঞাত নামী দেবতাকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া, জগতের কাছে লুকাইয়া আপনায় রপোন্নাসে আপনিই তন্ময়—আপনিই ভোগ্য আপনিই ভোক্তা—নিষ্পন্দ যোগীর হার দাঁড়াইয়া আছে।

ব্রাহ্মণের বড়ই ইচ্ছা। পরপারের কাম্য-নগরে কোন ক্রমে একবার উপস্থিত হন। কেন না সেখানে শুধু নগর আছে, আর দেবতা আছে। দেবতার বরে রাশি রাশি প্রসাদ। সোণার খালায় সঞ্চিত পঞ্চাশৎ ব্যক্তনোপকরণ সম্বৃত্ত অমৃতোপম অন্ন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সে সোণার নগরে সব আছে, কেবল দেবীর প্রসাদ পাইবার লোক নাই। তাঁহার বড় ইচ্ছা কোনও ক্রমে নগরের সেই অভাবটা পূরণ করেন। এমন ক্ষুদ্র নগরের অঙ্গহানি তাঁহার প্রাণে সহিতে ছিল না। কিন্তু সম্মুখে নদী; তিনি আবার বিদ্রতগামিনী তরঙ্গিনী। মাঝে মাঝে দুই একটা হাসির কুড়ীর জলের উপর মাথা তুলিয়া তীরস্থ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, ভাল বিপদ। আমার হাত রহিয়াছে, মুখ রহিয়াছে—সেহে অসীম ক্ষমতা, ভ্রমণে অতুলনীয় শক্তি—সবই

আছে। সম্মুখেও বহুদূর অন্ন—দেবতার প্রসাদ; তথাপি কি না আমি খাইতে পাইলাম না!

“হে ভবলাগর-শারকর্ত্তা! আমাকে ক্ষুদ্র নদীটা পার করিয়া দাও।” কাতরকণ্ঠে ব্রাহ্মণ মন্দিরাধিপাত্রী দেবতার আবাহন করিলেন। দেবতার চরণোদেশে কত ত্রাবিন্দুর অঙ্গনি দিলেন।

কোথা হইতে কে যেন বলিল—“ঠাকুর পারের ব্যবস্থা করিয়াছি; উঠিয়া আসুন।” কাতন প্রাণ ব্রাহ্মণ তদুপস্থানাবগম। স্বদ্ব্যস্ত্রোত্তমিনী মৃলাযেবণে চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে সোণার মন্দির যেন গলিয়া গেল। চারিদিক হইতে গলিত সুষর্ণপ্রোহা হারার দ্বারায় নিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া, দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তিমতী দেবী হইল। তাঁর গুঠে বন মেঘের আবরণ, সম্মুখে নবোদিত অরণ-কিরণ। অলকাবৃত্ত মুখে শতস্থানে প্রভি-কলিত হইয়া শত স্থির দামিনীরেখায় দিপ্তয়ে রূপ ছড়াইয়া সৌন্দর্য্যময়ী কথা কহিল, “ঠাকুর! উঠিয়া আসুন।”

রতনের বুঝ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চারিদিক চাহিলেন। দেখিলেন, পদতলে উপবিষ্ট অর্দ্ধাবস্থতি রমণী।

“কে মা তুমি?”

“উঠিয়া আসুন, পারের ব্যবস্থা করিয়াছি।”

রতন উঠিয়া বসিলেন; দুই হাতে চপ্ত হুঁচিলেন। স্বপ্নটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁর মস্তিষ্কে উপর অধিকার ত্যাগ করিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিল। সেই গলিত মন্দিরটা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার অন্তঃকর চারিদারে ঘুরিতেছিল। সেই জঙ্গমা শালগতা—পুষ্পজ্যোতিষী—তখনও পর্য্যন্ত অনাবৃত্ত, স্টুট রূপমাধুরী লইয়া, থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। স্তব্ধাং রমণীর

পারের ব্যক্তিটার তাঁহাকে কিছু গোলে ফেলিল—তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে স্বপ্নটাকে নিশ্পীড়িত করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন,—“মন্দির ভাঙ্গিয়া বাহির হইলি; তার সমস্ত উপাদান নিজস্ব করিয়া, গায়ে মাখিয়া নিজেই নিজের মূর্ত্তি গড়িলি; কোন ভাগ্যবলে বুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখা দিলি? এখন কি না তার ভবপারের ব্যবস্থা করিবে আসিদ্ভাক্ষি?” রমণী এ কথায় কোন উত্তর দিল না। ব্রাহ্মণ কি বলিল, বুঝিতে পারিল না। সে গলবত্রে ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল; আর বলিল, “—আমি আপনাকে বড়ই কষ্ট দিয়াছি। কল্যার অপরাধ ক্ষমা করিরা, তার গহে পদবুলি প্রদান করুন।”

এতক্ষণ ব্রাহ্মণের সমস্ত গুমের ঘোঁরাটা কাটিয়া গিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন; বুঝিলেন, ভাল ক’রে চোখ না মুছিয়া, এ রমণীর কাছে এ প্রকার বোকা ভাষাটা ভাল হয় নাই। তিনি বেদান্তকে স্বপ্নের সঙ্গে বিচার দিয়া, সহজ কথায় উত্তর দিলেন,—“তোমার ঘর এখানে হইতে কতদূর?”

রমণী। আপনি ঠিক পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত?

রতন। পথশ্রমে ক্লান্ত, ক্ষুধার জর্জরিত। মনের কথা যদি জানিতে চাও, তা হ’লে বলি, দেবতার পদপ্রান্তে স্থান লইয়াছি, আজ রাত্রেই সতন উঠিতে ইচ্ছা নাই।

রমণী। তবে কি হবে প্রভু? আমিই যে আপনার এই অবস্থার কারণ! আপনি এখানে অনাহারে রাজি বাপন করিলে, আমার যে সেই ক্ষুদ্র বালকটির অকল্যাণ হইবে—গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে।

রতন। তোমার বালকটির কথা বলিলে আমাকে উঠিতে হয়; কিন্তু গৃহস্থের অকল্যাণ

তোমার কি? যে পামর অনাহারে প্রপীড়িত অতিথির প্রতি বিমুখ—লাধী! তার কল্যাণ তুমি কামনা কম কেন?

রমণী। গৃহস্থ আপনার আগমন সংবাদ পাইলে, হৃদয় প্রত্যাখ্যান করিতেন না।

রতন। গৃহস্থের ভৃত্য শু সংবাদ পাইয়াছিল। সে ব্যক্তি অতিথের হইলে, নিশ্চয় ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দিত।

রমণী। সেটা ভৃত্যের অপরাধ। আমার বোধ হয়, গৃহস্থ এ কথা শুনিলে, সে ব্যক্তি তিরস্কৃত হইবে।

রতন। সে যা হউক, তোমার অতিথি-সংস্কারে গৃহস্থের কি? তুমি সেবা করিবেই তাহাতে গৃহস্থের কল্যাণ হইবে কেন?

রমণী। আমি তাঁর কল্যাণ।

রতন। তাঁর কল্যাণ! তুমিই লদাশিবের স্ত্রী।

রমণী আরও কিঞ্চিৎ মাথার কাপড় টানিয়া মুখ অবনত করিয়া বলিল। ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—“তুমিই মা লক্ষ্মী, লদাশিবের স্ত্রী? আর সেই স্ত্রীর বালক? সেটা কি না তোমার পুত্র?”

রমণী মুখ তুলিয়া মুগ্ধ হাসিরা বলিল,—“সেটা আমার দেবদ। আমার স্বামীর বিমাতার গর্ভজাত সন্তান।”

ভূনিয়া ব্রাহ্মণের মুখে হাসি আসিল। সেই সরোবর তীরের ছবিটা আবার তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—“তবে শু দেখিতেছি, তোমাকে রহস্ত করিবার তার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।”

রমণী। আমি তাহাকে সত্যিকা ঘর হইতে মানুষ্য করিয়াছি।

রতন। কেন? তার মা?

রমণী। তিনি পুত্র গ্রহণ করিয়াই দেহ-
ত্যাগ করিয়াছেন ।

রতন। তা হইলে তুমিই বালকের মা ?

রমণী। সে আমাকে ভিন্ন জগতের আর
কাহাকেও জানে না। আমাকে মাতৃ সন্ধান
করে। আমার শ্বশুর জীবিত নাহি, স্বামী
থাকেন বিদেশে। শ্বশুরের শূত্রগৃহে সেই
বালকই আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র
সঙ্গী। যেখানে যাই, তাহাকে সঙ্গে লইয়া
যাইতে হয়।

ব্রাহ্মণ এইবার বুঝিলেন, বালক এত ছুট
হইল কেন। জননীহীনীয়া ব্রাহ্মজ্ঞার অত্য-
ধিক আগ্রহে সে অসহনীয় অত্যাচারী হইয়াছে।

রমণী। প্রভুর কি আমার স্বামীর সঙ্গে
পরিচয় আছে ?

রতন। পরিচয় আর কি বলিব মা ! সদা-
শিব আমার শিষ্য।

সদাশিব-পত্নী : ভুলুষ্ঠিতা হইয়া ব্রাহ্মণের
চরণে প্রণতা হইল। ব্রাহ্মণও তাহাকে আশী-
র্বাদ করিলেন। আর বলিলেন, “আমি
তাহারই নিকট হইতে তোমার পিতার নামে পত্র
লইয়া আসিয়াছি।”

রমণী। পত্রের শিরোনামে আমি স্বামীর
কৃত্যাকর অহুমান করিয়াছিলাম ; কিন্তু অসম্ভব
বলিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই।

রতন। যাক্, তাহ’লে আমাকে বহিতেই
হইবে ?

রমণী। এখন আর আমি কি বলিব ?
সে বালক ত এখন আপনারই সম্পত্তি।

রতন আর কথা কহিলেন না। বিছানো
সুগন্ধ্য জ্বারার বাধিতে আরম্ভ কহিলেন।

রমণীও উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধনকার্য সমাধা করিয়া রতনও গুণ্ডাহমান

হইলেন। রমণী বলিল, “কণেক অপেক্ষা
করুন, বাহিবে আলোক বাধিয়াছি,
লইয়া আসি।”

রতন কিন্তু এতই ক্লান্ত যে, তাঁহার উঠিতে
বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না। রমণীর আগ্রহে
বাধ্য হইয়া তাঁহাকে চলিতে হইতেছিল। পিতার
গৃহে আশ্রয় মিলিল না ; কল্যাণ অতিথিসংকার
কাণ্ডে পিতার নাম পর্যন্ত মুখে আনিলা না।
পিতাপুত্রীর সম্বন্ধ, রতনের কেমন চুকোঁধা
হইয়া উঠিল। তিনি রমণীকে জিজ্ঞাসা না
করিয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন,—
“এমন ঐশ্বর্যবান পিতা তোমার, তুমি বালক-
টিকে লইয়া একা অবস্থান কর ; ইহার কারণ
ত আমি বুঝিতে পারিলাম না।”

“আমার অদৃষ্ট।”—এই বলিয়া সদাশিব-
পত্নী আলোক আনিতে চলিল। অত্যন্ত
কৌতূহলে ব্রাহ্মণ সেই অন্ধকারাবৃত চত্বরে
রমণীর প্রত্যাগমন প্রতীকার পুনরুপবিষ্ট হই-
লেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে তাঁহার ক্রেশ বোধ
হইতেছিল। সে স্থান ত্যাগ করিতেও
তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা
কোনও প্রকারে রাত্রিটা বাপন করিতে
পারিলে, প্রভাতে শৈলজানককে একবার
দেখিয়া যান। তাহার সঙ্গে দেখা না হইলেও ত
রতনের কাথাসিদ্ধি হইল না। সদাশিবপ্রেরিত
পত্র তিনি শৈলজানক ভিন্ন আর কাহাকেও
দিবেন না। শুধু ক্ষুধার পীড়নে ও সদাশিব-
পত্নীর আগ্রহেই তিনি সে স্থান ত্যাগ
করিতেছিলেন।

একটু পরেই সদাশিব-পত্নী কিরিয়া আসিল ;
এবং বলিল তাঁকুর আলোক দেখিতে পাইতেছি
না যে।

রতন। কোথায় বাধিয়াছিলে ?

রমণী । দ্বারের কাছে রাখিয়াছিলাম ।

রতন । নিবিয়া গেল নাকি ?

রমণী । নিবিবার ত উপায় নাই । আমি একটা সুগঠিত লঠনের ভিতরে পুরিয়া দীপ আনিয়াছি । নিশ্চয় কেহলইয়াছে ।

রতন । তাহা হইলে করিবে কি ? আমি ত সে বনপথে এ বিষম অন্ধকারে চলিতে পারিব না ।

রমণী । আমি যে বালককে একা ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি

রতন । তুমিই বা এ অন্ধকারে কেমন করিয়া কিরিবে ?

রমণী । তাহ'লে কি হবে প্রভু ! আমি যে বড়ই বিপদে পড়িলাম !

রতন । আমি একজন খরাক্রুতি কৃষ্ণকায় পুরুষকে দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম ।

রমণী । কোন্ দিকে দেখিয়াছেন প্রভু ?

রতন । দ্বার খুলিয়া সে বামদিকের পথ অবলম্বন করিয়াছিল ।

কিংকর্ষবাবুজীর ছায় সদাশিব-পত্নী পুনরায় সে স্থান ত্যাগ করিল । রতন বুঝিলেন, বিদাতা তাঁহার অদৃষ্টে আজি আর আহার লেখন নাই ।

পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল । ভ্রাম্মণ দেখিলেন, একক্ষণে বিদাতা তাঁহার অর্ধা-বের একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন । তবে অদৃষ্টবশে আহার্য গলাধঃকৃত না হইয়া গলপৃষ্ঠে সংলগ্ন । ক্ষুধিবৃত্তি উদরের নয়—অস্তরের । তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই একটা দোরতর দূরবস্তুর আশঙ্কা করিতে ছিলেন । স্তম্ভরূপে একরূপ অবস্থায় পড়িয়াও তিনি নিশ্চিন্ত কিংবা বিচলিত হইলেন না । ঘাড় ফিরাইয়া লোকটাকে দেখিবার জন্তও তিনি

বাগ্রতা দেখাইলেন না । কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে বাণু তুমি ?” লোকটা কর্কশ-স্বরে বলিল—“তুই কে ?”

“আমি একজন অতিথি ।”

“তুই কেমন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলি ?”

“তা যেমন করিয়াই প্রবেশ করি ; তোমাদের কি অতিথিসেবার এইরূপই ব্যবস্থা ? কৃষ্ণার্জ হইয়া দেবালয় সমুখে আহারের প্রত্যাশায় বসিয়াছিলাম । বড় বাড়ী, বড় মন্দির দেখিয়া অনেক প্রকার চর্য্যচৌচর্য্যর আশা করিয়া-ছিলাম । তা বাণু তোমরা কি দেবতাকে নিত্য এইরূপ গলাধাকার ভোগ দাও ?”

লোকটা অপ্রতিভ হইয়াই যেন গলা হইতে হাত ছাড়িয়া দিল । রতন মুখ ফিরাইলেন । দেখিলেন, এ ব্যক্তি সেই দীর্ঘ বহুবাহী খরকায় প্রহরী । সে অন্ধকারে বিশেষ করিয়া ভ্রাম্মণের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল ; ভ্রাম্মণের মাথার কাছে মুখ লইয়া গেল ।

রতন বলিলেন, “পরিচয় করিয়া ত পাওরা-ইলে ; এখন কি আবার মুখন্ধির ব্যবস্থা করিতেছ ?”

“মুখন্ধির জন্ত আঁকপ করিতে হইবে না, এখনি মিলিবে । তুমি এত রাত্রে গৃহস্থের বাড়ী প্রবেশ করিয়াছ । তুমি যে চোর নও, আমি কেমন করিয়া বুঝি ?”

“কেন বৎস বাটিল ! যে সময় তুমি লণ্ডনটী চুরি করিয়াছ ; সেই সময়ই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, চোর তুমি—আমি নই ।”

একজন ভিক্টোরী অপরিচিতের একগু ভীত-বহুস্তে লোকটা বড়ই ক্রুদ্ধ হইল । ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—“সাবধান হইয়া কথা ক' । জানিস আমি কে ?”

“হৃদ্যাং আমার, জানি না। তুমি নিজেই পরিচয়টা দিয়া আমাকে ভাগ্যবান কর।”

আশ্চর্য্যাবাদার প্রতিষ্ঠা করিতে ও ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাইতে, প্রহরির গুরুগম্ভীরস্বরে বলিল, —“আমি মুন্না।”—নাম বলিয়াই মুন্না, রতনের মূখে বিস্ময়চিহ্ন দেখিবার জন্য তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

রতন মুন্নার নাম শুনিরাছিলেন। মুন্না কোল জাতীয় প্রসিদ্ধ দস্যু। ছোটনাগপুরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাহার নাম জানিত। সকলেই তাহাকে ভয় করিত। গ্রহতি দ্রবন্ত বালককে বৃষ পাড়াইতে মুন্নার নাম গ্রহণ করিত। এখন তাহার বয়স হইয়াছে। ছোটনাগপুর ইংরাজ-হস্তে আসিবার পর, দস্যু ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। শৈল-জানকের গৃহে সে বহুকাল হইতে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত।

যোগ্যের সম্মুখেই যোগ্যতার অভিমান হয়। সামান্য প্রহরী জানে, রতন মুন্নার সহিত একজন রহস্তের কথা কহিতেছিলেন; এখন নাস শুনিয়া গম্ভীর হইলেন; এবং মুন্না হইতেও গম্ভীরতর স্বরে বলিলেন—“আর, তুমি জানিস্ আমি কে?”

স্বরের পরিচয় পাইয়া, মুন্না বুকিল, সম্মুখের বুদ্ধী সহজ লোক নয়। সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বেন কোন অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, অবশেষে অস্থূলস্বরে জিজ্ঞাসিল —“কে তুমি?”

“আমি রতন বার”—বলিয়াই রতন দণ্ডায়মান হইলেন।

রতনের নাম মুন্নার অবিদিত ছিল না। তাঁহার শক্তির কথা, তাঁহার গুণগ্রাম, সে তাহার দস্যুসহচরদিগের মূখে অনেক বার শুনিয়াছে।

প্রভু-জামাতা সদাশিবও অনেকবার তাহার কাছে রতনের নাম করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সহিত দেখার সুযোগ হয় নাই। আজ সে “হৃগব্যায়ত-বাহরংসলঃ কবাটবকা পরিগন্ধকরঃ গুরুপ্রকট-বপুঃ” বাক্যলী ব্রাহ্মণবীরকে জীবনে প্রথম দর্শন করিল। দেখিয়াই চরণে লুটাইল। বলিল, “দেবতা! না বুকিয়া চরণে অপরাধ করিয়াছি; ক্ষমা কর।”

রতন মুন্নার হাত ধরিয়া তুলিলেন; এবং বলিলেন, “মুন্না! তুমি গাওখোখান কর। প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তোমার অপরাধ কি? উঠিয়া তোমার প্রভু-কন্ঠায় সন্ধান কর। তিনি আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার লণ্ঠন কে অপহরণ করিয়াছে, সেই জন্ত আমার স্থানভাগ করিতে পারিতেছি না।”

মুন্না বলিল, “লণ্ঠন আমিই লইয়াছি; আপনি আমার সঙ্গে আসুন।”

রতন মুন্নার সঙ্গে চলিলেন। পুরোক্ত দ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেই, সদাশিব-পত্নীর সহিত তাঁহার পুনঃসাক্ষাৎ হইল। মুন্না তাঁহা-দিগকে দ্বারসমীপে অবস্থিত থাকিতে অন্তরোধ করিয়া লণ্ঠন আনিতে প্রস্থান করিল। লণ্ঠনের দীপ নিকরশিত করিয়া সে একটা বাইরের তলার লুক্কাইয়া রাখিয়াছিল। অকক্ষণ পরেই আলো জালিয়া মুন্না লণ্ঠনটী ফিরাইয়া দিল।

হুইজনে বাহিরে আসিবামাত্র মুন্না দ্বার রুদ্ধ করিল। সদাশিব পত্নী ও মুন্না কেহ কাহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না। রতন বড়ই বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বৃথাপ্রশ্নে সময়ক্ষেপ করিতে অভিলাষী হইলেন না, সদাশিব-পত্নীর সহিত নীরবে পরিণাম পাছ হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

পরদিন অপরাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে করিতে বয়োভাবানত শৈলজানন্দ দেখিতে পাইলেন, একটা দীর্ঘ ছায়া তাঁহার পদপ্রান্তে সমুপস্থিত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। মাথা তুলিয়া তিনি দেখিলেন, ছায়াচরুপ উন্নত-দেহ এক অদৃষ্টপূর্ব বৃক্ষ মন্দিরপার্শ্বত্ব দ্বারের দিক হইতে তাঁহার দিকে আসিতেছে। তিনি অনিমেষ দৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। আগন্তুক বীর পাদক্ষেপে তাঁহার সমীপস্থ হইল। আসিয়া কোনও কথা না কহিয়া, তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র দিয়া নীরবে সমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈলজানন্দ আগন্তুকের আচরণে বিস্মিত হইলেন। নিজেও কিয়ৎক্ষণ নিষ্পন্দ দাঁড়াইয়া তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

আগন্তুকই কথা কহিয়া নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, “তোমার জামাতার নিকট তহিতে এই পত্র অনিয়াছি। কল্যাণে তোমার কন্ঠার সহিত আনিয়াছিলাম। তোমার দেখা না পাইয়া, কিরিয়া তাহার পণকুটারেই আশ্রয় লইয়াছিলাম। দেখিলাম, ঠাকুরো-প্রাসাদবিন্যস্ত শৈলজানন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য সেই পণকুটারেই বুদ্ধাঙ্কিত আছে। তাহার উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত, দেবমন্দিরশোভিত সুসজ্জিত গৃহ, অসংখ্য বহু-রাজি গর্ভে ধারণ করিয়াও দয়িত—বন-জীন-কীটাবরণ—হৃদয়হীন।”

শৈলজানন্দ তথাপি নিস্তব্ধ। রতন তাহাকে অনেক কথা শুনাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলজানন্দকে দেখিয়া, তিনি আর বেশি কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া ব্রাহ্মণ বুকিলেন, বৃদ্ধ

দাক্ষণভূবক্ষণশিখিলিত অঙ্গসন্ধি কোন পূর্বকালের অদ্রব্ধি গোদ্রীশকণ্ঠে ভগ্নাবশেষ। সংসারের ঘটনাবৈচিত্র্যের ষাটপ্রতিভাতে, শোক ভূখ-মর্ষবেদনার রেখাসম্পাতে এক সময়ের দেব-তুল্য কান্তি আজ নিশ্চেষ্ট,—ভূশত উন্মাদপিত্তের ছায় কেবল পূর্বকালের উচ্চসংস্থান স্ফুট করিতেছে।

ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিতে পারিলেন না। শৈলজানন্দকে দেখিতে দেখিতে তাঁর মনে ভূখ উপস্থিত হইল। কন্ঠার নিকটে তিনি পিতৃপরিচয় অবগত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃত-কার্ষ্য হন নাই। পথে আসিতে আসিতে তিনি কন্ঠাহাগী এই কঠোর বৃক্ষের এক অপ্রীতিকর মূর্ত্তি কল্পনার আঁকিয়া দেখিবার ভ্রান্ত প্রভু হইয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া তাহা দেখিতে পাইলেন না।

শৈলজানন্দ কোনও কথা না কহিয়া পত্র খুলিতে লাগিলেন। রতন বলিলেন,—“আমার কার্য শেষ হইয়াছে; এখন আমি আসিতে পারি।”

অতি দীরভাবে শৈলজানন্দ বলিলেন, “ক্ষণেক অপেক্ষা করুন!”—এই বলিয়া তিনি ভূত্যকে ডাকিলেন।

পূর্ব রাত্রের স্বপ্নন আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রভুর সমুখে ব্রাহ্মণকে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

শৈলজানন্দ তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন;—“কাল কি তুলসী এখানে আসিয়াছিল?” শৈলজানন্দের কন্ঠার নাম তুলসী।

ভীতিকম্পিত কণ্ঠে স্বপ্নন বলিল—“কই প্রভু! আমি ত তাহাকে দেখি নাই?”—

রতন বাধা দিয়া বলিলেন—“ভূত্য শুধু আমাকে দেখিয়াছিল। দেখিয়া বাধা দিয়াছিল;”

আমি বাধা মানি নাই। তুলসীকে ও বাক্তি দেখে নাই।”

শৈ। আপনি?

রতন। ব্রাহ্মণ।

শৈলজানন্দ ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিলেন, আর ভৃত্যকে আসন আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য প্রাণ পাইল। সে আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আসন আনিতে ছুটিল।

রতন বলিলেন, “আমার আর অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন কি?”

শৈ। “আমার প্রয়োজন আছে।”

রতন। আমি তীর্থে বাইবার জন্ত বাটা হইতে বহির্গত হইয়াছি। পথে বিলম্ব হইয়াছে। এখানেও একদিন বিলম্ব হইল।

শৈ। আর একদিন বিলম্ব করুন।

এই বলিয়া বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণের জন্ত নীরবে পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। রতন দেখিলেন, বৃদ্ধের মুখের ভাব দেখিতে দেখিতে পরিবর্তিত হইল; চক্ৰ ছল ছল করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে বন্ধন আসন লইয়া আসিল, শৈলজানন্দেরও পত্রপাঠ সমাপ্ত হইল। অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া তিনি রতনকে বলিলেন, “আপনি কি একান্তই বাইতে ইচ্ছা করেন?”

রতন। তুমি যে কী প্রণেয়নের কথা বলিলে?

শৈ। তাহা এক দিনে নিশ্চয় হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

রতন। ভাল, দুই দিন না হয় বহিয়া গেলাম।

শৈলজানন্দ বন্ধনকে বলিলেন, “আসন আমার ঘরে লইয়া যা—আর মুন্না কোথায় আছে তাকিয়া দে।”

মুন্না কে আর ডাকিতে হইল না। সে

আপনা হইতেই তাঁহাদের দিকে আসিতেছিল, বন্ধন শুধু আসন রাখিতে চলিয়া গেল।

মুন্না নিকটে আসিলে, শৈলজানন্দ বলিলেন,—“মুন্না! সমুখ এই যে বৃদ্ধটিকে দেখিতেছ, ইনিই বান্দালী বীর রতন রায়। ইনি মূলুক ছাড়িয়া চলিয়াছেন, বোধ হয় আর ফিরিবেন না। বান্দালা তীর্থস্থ মেবতার পদে এ গুণ্য অঞ্জলি দিতে চলিয়াছে।—বুঝি আর ফিরিয়া পাইবে না।”

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসতরঙ্গে শৈলজানন্দের কথা কিয়ৎক্ষণের জন্ত যেন আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘশ্বাস মুন্নার। শৈলজানন্দের কণ্ঠ কম্পিত। রতন বার্কিক্যানমিতাক বৃদ্ধের মথের প্রতি চাহিয়া নির্বাক, নিশ্চল।

কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলজানন্দ বলিতে লাগিলেন—“শোন মুন্না! এ দেশে হেতুপ সামগ্রী আর মিলিবে না। বান্দালীর এ মূর্ত্তি জনের মত চলিয়া যায়। দুই দিন প্রাণ ভরিয়া সেবা করিয়া লও।”

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ একবার ব্রাহ্মণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, বৃদ্ধের কণ্ঠের দৃষ্টি হৃদয়ের আবেগভরে কোমলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে মুখে তিনি হাসির অস্তিত্ব করুন নাগুও আনিতে পারিতেছিলেন না, তাহা আজ শিলাবিদ্রাবী, নিরাশার তুবারকণ্ঠস্বরে কি মধুর সৌন্দর্য্যে সুপ্রসন্ন।

রতন সে মুখ দেখিয়া বৃদ্ধের মনোভাব সমস্তই যেন বুঝিতে পারিলেন। তিনিও নীরব থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—“বথার্থ বলেছ শৈলজানন্দ! আর আসিব না।”

শৈ। আর আসিবে না। রতন রায় এ মূলুক আর আসিবে না।

রতন। শৈলজানন্দ আসিবে না, মুন্নাও আসিবে না।

শৈলজানন্দ আর কথা कहিলেন না। ব্রাহ্মণকে লইয়া ঘাইতে মুন্নােকে ইঙ্গিত করিলেন। মুন্না ব্রাহ্মণকে সঙ্গে চলিতে অস্বরোধ করিল। রতন বলিলেন, “একবার দেবতা দর্শন করিয়া আসি।”

শৈ। কোথার দেবতা? আপনি তীর্থ-দর্শনে চলিয়াছেন, কিন্তু তীর্থে দেবতা নিদ্রিত। এই মন্দিরে পূর্বে অষ্টভুজার অধিষ্ঠান ছিল, শত্রুদমন-শোণিতে তাঁহার পিপাসা মিটিত, এখন দেবতা নিদ্রিত।”

রতন। আছে ত?

শৈ। ছিল ত জানি।

রতন দেবীদর্শনে চলিলেন। শৈলজানন্দ মুন্নােকে বলিলেন—“চাখী আনিয়া মন্দির দ্বার খুলিয়া দে। ব্রাহ্মণকে অষ্টভুজার কহাল দেখাইয়া, আমার গৃহে লইয়া আয়।”

চলিতে চলিতে রতন শৈলজানন্দের কথা কয়টা শুনিলেন। প্রাণেলিকাময় শৈলজানন্দকে তিনি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিলেন না।

বর্ষ পরিচ্ছেদ ।

রতন লাবিলেন, শৈলজানন্দ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার এইবারে সুবিধা হইল। এখনও পর্যন্ত তিনি শৈলজানন্দ-চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। শৈলজানন্দকে না দেখিয়া তাহার গৃহে অবিষ্ট হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, পথের ক্ষণাত্তরার পীড়নে, অস্বাস্থ্যময় স্থানে বসিয়া বসিয়া, তাহার উপরে এক্ষণ যে ক্রোধ পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, বুদ্ধকে দেখিয়াই, পবন-তাড়িত ধূসরাশির ন্যায় তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অপ-

সারিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, বহুকাল হইতে, নানা বিষয়ে অজ্ঞিত, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হৃদয়ের স্তবে স্তবে স্তবীকৃত বেদনারাশি বহন করিয়া কোন পূর্বকালের মায়াময়, আনন্দময়, কার্ণা-কুশল জীব, জড়ীকৃত দেহ-ককালে শুধু অস্তিত্বস্থতি বহন করিয়া দিন বাপন করিতেছে। পথে অন্তরায় হইয়া জগত আজ তাঁহার নিকট বিতাড়িত; কহা, জামাতা দূরীভূত; বহন-সহবাসমুখ আকাজক্যের রাজ্য হইতে অপসারিত হইয়াছে।

মুন্না আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—
‘মুন্না, তোর মনিব কি চিরকালই এমন ছিল?’
মুন্না। না।

রতন। কত দিন হইতে একুণ হইয়াছে?

মুন্না। দশ বায় বৎসর।

রতন। আগে কিরূপ ছিল?

মুন্না। আপনি কি জানিতে চাহেন?

রতন। তুমি যা জান, তার সমস্তই আমি জানিতে চাই।

মুন্না। আমি সব ভাল রকম জানি না।

রতন। তুমি কত দিন এখানে আছ?

মুন্না। সে ত বহুদিন। যে দিন হইতে দস্যবৃত্তি ছাড়িয়াছি।

রতন। দস্যবৃত্তি ছাড়িলে কেন?

মুন্না। যে অল্প ডাকাতি করিতাম, আর তার প্রয়োজন হইল না।

রতন। কি অল্প ডাকাতি করিতে, শুনিতে পাই না?

মুন্না। মনিবের মনস্তত্ত্বের জন্ত।

রতন। এইত বলিলে, দস্যবৃত্তি ছাড়িয়া চাকুরী লইয়াছি।

মুন্না। চিরকালই মনিবের চাকুরী করিতেছি। তবে এখানে থাকিতাম না।

রতন। থাকিতে কোথায় ?

মুন্না। পথে ঘুরিতাম, বনে বনে দিন কাটিহিতাম, আর যদি কোনও দিন ডাকাতি করিবার সুবিধা না পাইতাম, কোন গুহায় রাত্রি যাপন করিতাম।

রতন। তোমার ঘর বাড়ী ছিল না ?

মুন্না। কখন কালেও ছিল না, এখনও নাই। জুনিয়াছি, বাল্যকালে মনিব আমাকে বাস্তব্রূথ হইতে উদ্ধার করেন। সেইকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত মনিবের ঘরেই মানুষ হইয়াছি ; মনিবের কাছেই কৃষ্টি, লাঠাখেলা, অস্ত্রধরা শিখিয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি শিখিলে কোথায় ?

মুন্না। সবই শু এক রকম বলিয়াছি ঠাকুর ! এই আমার হাত, এই আমার দেহ, এই আমার প্রাণ, হাতের এই লাঠী—সমস্তই মনিবের। আমি শুধু পুতুলের মত, মনিবের হাতের টাপে ঘুরিয়া বেড়াই।

রতন মুন্নােকে পাঠিয়া, তার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া ভাবিয়াছিলেন, শৈলজানন্দকে এত-বার হাতে পাইয়াছেন ; কিন্তু আসিতে আসিতে শৈলজানন্দ আবার যেন অভিশূরে সরিয়া গেল, দয়া দিল না। ভাবিলেন, ছোটনাগপুরের বড় বড় জমিদারের ঘর লাঠিয়া, দস্যু মুন্না যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কি ঐ সৌম্য প্রশান্ত স্বমিযুক্তি বুদ্ধ ? তিনি কি আজ দস্যুর গৃহে অতিথি ?

মুন্না মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল—
“ঠাকুর ! দেবতা দর্শন করুন।”

রতন বলিলেন, “দেবতাকে পরে দেখিব। তুমি আর একটা কথা বল। আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।”

মুন্না দ্বিধা হারিয়া বলিল—“জিজ্ঞাসা

করুন। আমি যা জানি সমস্তই আপনাকে বলিব। আপনাকে কিছু গোপন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, প্রয়োজনও নাই। আজ দশ বৎসর যে মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হয় নাই, আমিও যা দেখিতে অনুমতি পাই নাই, মন্দিরের আদেশে আমি আপনাকে তাই দেখাইতে চলিয়াছি। আপনি কি জানিতে চান, জিজ্ঞাসা করুন।”

রতন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন :
কথায় বাধা দিয়া মুন্না আবার বলিতে লাগিল—
“কিন্তু মনিব সৰ্ব্বদা আমার জ্ঞান অতি অল্প। আপনি যে বিশেষ তৃপ্তি পাইবেন, তাহা ত বোধ হয় না।”

শেষ কথাটা শুনিয়া রতনের মনে কিছু খটকা লাগিল। শৈলজানন্দ সৰ্ব্বদা আত্মোপাস্ত জাতিবার জহুই তাঁহার প্রশ্ন। বুঝিতেই যদি না পারিলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন করিয়া ফল কি ? তাঁহার সন্দেহ হইল, পাছে শৈলজানন্দ বিপর্যয় হয়, এই ভয়ে সে প্রভু সৰ্ব্বদা অনেক কথা বাস্তব করিবে না, তিনি সমস্ত প্রশ্নের বধ্যাযত উত্তর পাইবেন না। তাই, আগে হইতেই মুন্না মুখবন্ধ করিয়া রাখিতেছে।

মুন্না মুহূর্ত্তনাত্রি নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল। আপনার কথা শুনিয়া বহুবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলାষ করিয়াছিলেন।

রতন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“কি ? অস্ত্র লইয়া ?”

মুন্না। শুধু হাতে আপনার সমুখে উপস্থিত হইয়া ফল কি ? আপনি বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ—পেটফোলা, হাত নলি, বাকালীর দেশ হইতে আসিয়া নাগপুরের বকে বসিয়া, আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। আপ-
নার সহিত শুধু হাতে সাক্ষাৎ করিতে যাইলে

কি আমার চতুর্বর্গ লাভ হইত ?—ইচ্ছা ছিল, আপনাকে কিছু অস্ত্রধনধন্যতার উপঢৌকন দিই। তাহাতে বরং একটা কোল সর্দারের গৌরব হইত।

রতন। গেলে না কেন ?

মুন্না। প্রভুর নিবেদ ছিল।

রতন। কেন ? দেখা নাই, পরিচয় নাই, কোথা হতে আমার প্রতি তোমার প্রভুর অসম্ভব দয়া হইল ?

মুন্না। তা বলিতে পারি না।

রতন। আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে কথাটা গোপন করিলে।

দাঁতে জিব কাটিয়া মুন্না বলিল—“গোপন করিব কেন ? এরূপ কথা আপনার যোগ্য হয় নাই।”

রতন অপ্রস্তুত হইলেন। বলিলেন—“তুমি কি একটা কারণও অনুমান কর নাই ?”

মুন্না। বলিয়াছি ঠাকুর। প্রভুর অঙ্গুলির টীপে আমি পুতুলের মত ফিরিয়াছি। অনুমানে তাঁহার কার্যের ভাব বুঝিতে কখনও চেষ্টা করি নাই।

রতন। তুমি দস্যুতা করিয়া এ জীবনে অবশ্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ ?

মুন্না। সংগ্রহ করি নাই, লুট করিয়া আনিয়াছি এইমাত্র। রাত্রে ডাকাতি করিতাম, দিনমানে এই স্থানে আসিয়া অষ্টভুজার প্রসাদ খাইতাম। বহু দূরে বাইলে, যদি রাত্রে মধ্য আসা অসম্ভব বোধ হইত, কিংবা কোনও কারণে দুই চারিদিন বিলম্ব ঘটিত, মজুরি করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিতাম। মজুরি না ছুটিলে ফলমূল—তাহাও দুস্প্রাপ্য হইলে—জলাশয়ের জল। আসল কথা, অন্যহারে মগিলেও ভিক্ষা করিতাম না।

রতন। কতকাল ডাকাতি করিয়াছ ?

মুন্না। বহুকাল। তার কি স্থির আছে ! কতস্থান তায়ও কি ঠিক আছে !

রতন। কালের স্থিরতা নাই, স্থানেরও স্থান স্থিরতা নাই, তখন আমার বোধ হয় রাশি রাশি অর্থ দস্যুতায় উপার্জন করিয়াছ ?

মুন্না। রাশি রাশি—রাখিলে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত।

রতন। অবশ্য, সমস্ত অর্থ মনিবকেই তোমরা দিয়াছ ?

মুন্না। আর কাকে দিব ঠাকুর ? জনিলে শু, পথে মজুরি করিয়া দিনপাত করিতাম।

রতন। তা হ'লে ত তোমার প্রভু ধন-রাশির জীব ?

মুন্না। তা কেমন করিয়া বলিব ?

রতন। সেটা অবশ্য ইচ্ছা করিলেই বলিতে পার।

মুন্না। আজ্ঞে প্রভু ! তা বলিতে পারি না। অবশ্য ধনের খবর কখন লই নাই, কিন্তু কখনও ব্যবহার দেখি নাই। মনিব আমার হবিষ্যাশী, আর বেশ ত তাঁর স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। প্রভুর স্ত্রীকে দেখিলে বাড়ীর দাশী বলিয়া বোধ হইবে। ঘরের সমস্ত কার্যই তাঁহার নিজ হাতে করিতে হয়। কতাকে দেখিয়াছেন ! জামাতা সদাশিব, আপনাদের ওখানেই সামান্য সেপাইয়ের কার্য করেন।

রতন। তোমার মনিবের কোন শৈথিল্য সম্পত্তি আছে ?

মুন্না। আছে বিলক্ষণ। কিন্তু তাঁর সমস্ত জমীজমা আমরাই দখল করিয়া বসিয়া আছি।

রতন। তোমরা কে ?

মুন্না। আমি আর আমার দল। অবশ্য আমি এই খানেই থাকি। কিন্তু আমার শিষ্য-সম্প্রদায় জীপুত্র লইয়া সংসারী। প্রায় পাচ

হাজির লোক মনিবের জমীর উপসহে প্রাণধারণ করিয়া আছে ।

অনুমানে শৈলজ্ঞানন্দকে বুঝা রতনের পক্ষে বড় সহজ হইল না । একবার তাঁহাকে দস্ত্যপতি ভাবিয়া ঘুণায় ব্রাহ্মণের নকৃষ্ণিত হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই দেবতাবোধে তাঁহার প্রতি বীজ্ঞানে চিত্ত প্রকায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল । একবার মনে করিলেন, সরলচিত্ত কোলগুলিকে স্বর্ণিত দস্ত্যতায় প্রবৃত্ত করিয়া, প্রভাষণের তার সমস্ত ফল বৃদ্ধ আপনি উপভোগ করিতেছে । আবার তাঁহার বোধ হইল, কোন মহত্বদেয়া সাধনকালে, দেবতাপ্রীত্যর্থ ফলাহরণের জার, এই গ্রাহেলিকায় বৃদ্ধ এই গুপ্ত অলকায় ধনসঞ্চয় করিতেছে ।

সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব ছিল না । মুন্না বিশ্বব্যাপ্তি ব্রাহ্মণকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অন্তর্গোপ করিল । বলিল, বেলা যায় । এই সময়ে মন্দিরে প্রবেশ না করিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না ।

নপুংস পরিচ্ছেদ ।

রতন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ; মুন্না প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল ।

আলোক হইতে অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে রতন কিছুই দেখিতে পাইলেন না । প্রবেশদ্বার বাহীর মন্দির মধ্যে আলোক প্রবেশের অল্প পথ ছিল না । উপরে অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার, সমুখে দুর্ভেদ্য শৈলের জায় ঘনীভূত অন্ধকারে আগন্তকের পথরোধ করিয়া । কত কালের কি ঘোরতর ব্যক্তি বক্ষণজ্ঞে লুকাইয়া, [অবিকল্পিত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে ।

রতন ভাবিলেন, এক্ষণ ঘনতম অন্ধকার সমুখে রাখিয়া আর কতদূরই বা অগ্রসর হইব ? কোথার দেবতা ? কিরূপেই বা তাঁর লক্ষণ পাই ? আর এ ভাবে অন্ধকার নিষ্টিত করিয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, কোন উদ্দেশ্যে শৈলজ্ঞানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে ? রতন একবার মনে করিলেন, আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই । শৈলজ্ঞানন্দের গৃহদেবতা শৈলজ্ঞানন্দেরই গৃহ বন্দী, আমি তাঁকে অবশেষ করিতে যাইয়া, অশেষতে মরি কেন ? আবার ভাবিলেন, শৈলজ্ঞানন্দের হাতে দেবতারই যখন এইরূপ হৃদশা, তখন অগাধত ভিন্ন আমিহি বা তাঁহার নিকটে আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি ?

রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন । অন্ধকারে প্রতিপদে তাঁহার পদস্থলন হইতে লাগিল । তথাপি তিনি কিরলেন না । একবার হাত পশ্চতে চাছিলেন । ভাবিলেন, চক্ষু দুইটা আলোক হাত করিয়া, আর একটু দর্শনের উপযোগী করিয়া লই । কিন্তু একি ? মন্দির দ্বার যে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে !

ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না । আর কেহ পাছে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত দেখে, এই জন্ত কি মুন্না বাহির হইতে কবচ বন্ধ করিয়া দিল ? সঙ্কল্পিত ব্রাহ্মণ ডাকিলেন “মুন্না !”—উত্তর পাইল না ।

কেবল কতকগুলি প্রতিধ্বনি মন্দিরগোলকে প্রতিহত ও সমষ্টিবদ্ধ হইয়া তাঁহার কর্ণে শত গুণ শক্তিতে ‘মুন্না’ নাম প্রবিষ্ট করাইয়া দিল ।

ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল । ভাবিলেন, এতদিন পরে একটা নির্ভয় দস্ত্যর আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া,—তাঁহার ছলনা বুঝিতে অসমর্থ—এই তমোময় কারাগৃহে অনাহারে ভীষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে জন্মের মত কি আবদ্ধ হইলাম ? অরণেই তাঁহার

বহুসম কঠোর স্বপ্নও একবার ঘন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, “কি করিলামি ! নিজেই সচেষ্ট হইয়া নিয়তিকে আলিঙ্গন করিলাম ?”

মুহূর্ত্তমধ্যেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ফিরিব না। যদি শৈশবজ্ঞানেন্দ্রের মনে দুর্ব্বলিসন্ধি না থাকে ! তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্মই যদি বুদ্ধ এই অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে !

মৃত্যুভয় মাথায় লইয়া রতন সমুখের অন্ধকার ভেদ করিতে করিতে চলিলেন,—পশ্চাতে ফিরিবে সাহসী হইলেন না।

ক্রমে যেন অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি চলিতে লাগিল ; যেন একটা একটা করিয়া কত কি তাঁহার চোখের উপর পড়িতে পাগিল। রতন প্রথমেই দেখিলেন, পার্শ্বের একটা প্রাকোষ্ঠ ক্রীণ আলোকে জীবন্ত আলোকিত হইয়াছে।

এ গবাঙ্কলীন মন্দিরমধ্যে এ যিক্রমপজ্যোতি কোথা হইতে আসিল ? মুগ্ধনেত্রে রতন চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মন্দিরগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাচীরমূল পর্যন্ত মন্দিরের সমস্ত গাত্র, বন্ধু ও তরবারি দ্বারা আচ্ছাদিত। দুই, দশ, সংস্র সহস্র—অগণ্য অস্ত্র, মন্দির গাত্রস্থ দুই একটা ছিদ্র মধ্য দিয়া আগত অন্তঃগমনোন্মুখ সুর্য্যের লোহিত কিরণরেখায় প্রতিকলিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরমধ্য আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তরবারির উপর তরবারি, বন্ধুকের উপর বন্ধু—রতন দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ, আত্মজ্ঞানবিমোহিত স্থাপুর ছায়া নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণের জন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু পলকহীন, কেবল শৈলজ্ঞানেন্দ্রের ধ্যানগম্য মন্দির সহিত এই অগণ্য অস্ত্রগুলির সামঞ্জস্য বহুসম্পাদন করিবে লাগিল। কিন্তু পারিল না—

এ সমস্ত জীব-নাশী আত্মধ্বংস ভিত্তরে বন্ধের ভীমভৈরব মুক্তির চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

আলোক অন্ধে অন্ধে স্থানচ্যুত হইতেছিল, আবার অন্ধকারে—গাত্রের অন্ধকারে আবৃত হইবার ভয়ে রতন ক্ষতপদে সমুখস্থ প্রাকোষ্ঠে প্রবেশ হইলেন।

এখানে তিনি মণিবেদিকার উপরে বহুশক্তি আসনে রক্তকমলে অষ্টভূজা নিরীক্ষণ করিলেন। মহাকালের স্বয়ং-আসন পরিভ্রমণ করিয়া, তৎপার্শ্ব অর্দ্ধশায়িতা, অষ্টভূজে স্বহৃদয় আবদ্ধ করিয়া, দেবী যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন।

পার্শ্ব দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ, নির্নিমেব-লোচনে বহুক্ষণ ধরিয়া দেবীকে দেখিলেন। শক্তিযয়ীর শ্রামলবরণ দেখে রাশি রাশি ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে। পার্শ্ব ধূলিধূসরিত কলেবরে মহাকাল নিজালস চক্ষে শক্তিহীনা শক্তির মুখপানে চাহিয়া তার পাদস্পর্শ স্খাভিলাষের ইঙ্গিত করিতেছেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বপ্নে এক অনহতুতপূর্ণ বেদনার আবির্ভাব হইল। চক্ষে জল আসিল। কম্পিত, অশ্রুগদগদকণ্ঠে ব্রাহ্মণ একবার বলিয়া উঠিলেন—“আনন্দময়ি ! তোমার এ অবস্থা আজ কে করিল মা ? জাগো মা ! একবার জাগো ! জাগিয়া আর একবার তোমার ভক্তের পূজা গ্রহণ কর। নহিলে এ বিশ্বনাশিনী নিদ্রা-সংক্রামকভেদে ভুবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কোন ময়ে অগণ্য প্রবুদ্ধ হই, রূপাময়ি, একটীবার জাগিয়া সেই মূলমন্ত্রের আভাস দাও। তোমার ভক্ত তাহা হইলে তোমার পূজা করিবার অবকাশ পায়।”

রতন। কেন? মিছামিছি এ আত্ম-নিপীড়নে ফল কি?

শৈ। তীর্থের পথ ত প্রস্তুত করিতে পারিলাম না।

রতন। তুমি কি তার জ্ঞাত আক্ষেপ কর?

শৈ। এক এক সময় আক্ষেপ হয় বই কি।

তবে অনেক সময় মনকে প্রবোধ দিই। তাহাকে বুঝাই, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তীর্থের পথ আমি প্রস্তুত করিতে পারি, আমার সেরূপ শক্তি কই?

রতন। আক্ষেপ করিও না—তোমার অন্ধকারের আয়োজন যদি অন্ধকারেই মিলাইয়া যায়, তাহাতেও আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কাঁধা বর তুমি, কিন্তু ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ।

ভূত্রে একটা নূতন হুকায় জল করিয়া, নূতন কলিকার তামাকু সাজিয়া রতনের হাতে দিল। রতন তামাকু টানিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে তাঁহার পা ধুইয়া দিল। শৈলজানন্দ বলিলেন, “তামাকু সেবন করিয়া আট্টালায় বসিবেন, সেখানে সন্ধ্যাবন্দনা দিও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আমি একবার বাটার মধ্য হইতে ঘুরিয়া আসি”—এই বলিয়াই শৈলজানন্দ উঠিলেন। রতন বলিলেন—“আজ রাত্রির মধ্যে আর দেখা হইবে কি?”

রতন বুঝিয়াছিলেন, গভীর সম্মবেদনায় শৈলজানন্দ স্থানত্যাগ করিতেছে। হয়ত ব্রহ্ম আর করিবে না।

শৈলজানন্দ হাসিয়া বলিলেন—“ফিরিব বই কি ঠাকুর। আজ জীবনে প্রথম অতিথিসংকার করিতেছি, ফিরিব না।”

রতন। তবে এস। কিছু মনে করিও না, তোমাকে ছাড়িতে আমার ইচ্ছা হইতেছে

না। আমি তোমাকে যতক্ষণ না দেখিয়াছি, ততক্ষণ কেবল তোমার উপর রাগ করিয়াছি।

শৈলজানন্দ উত্তর করিলেন না—চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ তামাকু টানিয়া উঠিবার উদ্দেশ্যে করিতেছেন, এমন সময় ছেলের হাত ধরিয়া তুলসী আসিল।

রতন। কি মা তুলসী, এখানে যে?

তুলসী। নিমন্ত্রণ থাকিতে আসিয়াছি।

রতন। কতদিন পরে?

তুলসী। কতদিন তা মনেই নাই। প্রায় বার বৎসর এখানে আসি নাই। এস্থান পূর্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু বিরূপ ছিল, অতঃপর আসিতেছে না। এ সমস্ত বকুল গাছ তখন দেখি নাই।

রতন। এই এতকালের মধ্যে মা বাটপদ সঙ্গের কি তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই?

তুলসী। মা লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দেখিয়া আসিতেন। বাবাকে একদিনের জন্তও দেখি নাই। দেখিতে পার, এ আশাও ছিল না। শুধু আপনার রূপায় তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইলাম। কিন্তু প্রভু, আসিয়া কি দেখিলাম? কাঞ্চন মন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে। হুঁদিন পরে আসিলে বুঝি আর দেখিতে পাইতাম না।

বলিতে বলিতে তুলসী কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের আঁধি তিতিল। তিনি মনে কান্দাছিলেন, শৈলজানন্দ সৰ্ব্বদে আর কোন কথা কহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু এই পিতৃবৎসলা রমণীর কথায় তিনি বড়ই মগ্ন-বাধ্য পাইলেন। তাঁহার পিতার সঙ্কে দুই একটা কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারি-লেন না।

রতন । পিতার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছিলে তুলসী বে, বার বৎসর বিতার নিকট হইতে তাড়িতা রহিয়াছ ?

তুলসী । অপরাধ ত কিছুই; জানি না দেবতা !

রতন । অপরাধ “জানিলে না, তথাপি তুমি তাড়িতা হইলে ?

তুলসী । অজ্ঞানে কি অপরাধ করিয়াছিলাম তাহা কেমন করিয়া বলিব ? একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে তুলিয়া, পিতা আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন । বলিলেন, ‘যদি আমার কন্যা হও, তাহা হইলে স্বামীর সঙ্গে এখনি আমার গৃহ ত্যাগ কর । বতদিন তোমাকে নিজে না আনিতে যাই, ততদিন এ গৃহে পদার্পণ করিও না । আমি মরিলেও আসিও না’ ।

রতন । পিতা কি তোমাকে ভাল-বাসিতেন না ?

তুলসী । আমাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না ।

রতন । তোমার স্বামীর প্রতি কি তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল ?

তুলসী । ক্রোধের কারণ ত কখন দেখি নাই । স্বামীও আমাকে কখন কিছু বলেন নাই । আর করদিনই বা তাঁহার সহিত আমার কথা হইয়াছে ? বিবাহের দশ দিন পরেই তিনি আমাকে শ্বশুরের ঘর আগলহিতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন ! এ বার বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই ।

রতন । তোমার শ্বশুর কি তখন জীবিত ছিলেন ?

তুলসী । শ্বশুরও ছিলেন, শ্বশুরপুত্রীও ছিলেন । কিন্তু স্বামীর গৃহত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে দুইজনেই লোকান্তরিত হইয়াছেন । মা

আমাকে এই শিশুটি দিয়া গিয়াছেন । ভাগ্যে এটাকে পাঁচবাড়িলাম, তাই আজও জীবনধারণ করিয়া আছি ।

বালক এতক্ষণ কি জানি কেন চুপ করিয়াছিল । আর স্থির থাকিতে পারিল না । ‘মা’য়ের আঁচল ধরিয়া টানিল—বলিল ‘মা, বাড়ী চল ।’

রতন । আর তুমি বাড়ী যাইতে পারিবে না । এই এখন তোমাদেরই বাড়ী ।

বালক রতনের উপর হাত উচাইল—বলিল ‘মারবো ।’ রতন বলিলেন—‘মারই আর যাই কর, তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি না ।’ বালক তুলসীকে ছাড়িয়া, ছুটিয়া রতনের হাত ধরিল । তুলসী বলিল—‘ছি ! উনি আমাদের গুরু । তাঁর গায়ে হাত তুলিতে নাই ! উনি ঠিক বলিয়াছেন ।’

রতন বালককে কোলে টানিয়া লইলেন । আর বলিলেন—‘তোমার যেমন মা আছে, তোমার মায়েরও সেই রকম মা আছে । তুমি মাকে একদণ্ড ছাড়িতে পার না, তোমার মাই বা তার মাকে ছাড়িয়া থাকিলে কেন ?’

বালক কথা বুঝিল না । ছল ছল নেত্রে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল । তুলসী বালক, ‘না তা কেন ? তুমি এখানেও থাকিবে, সেখানেও থাকিবে ।’

এই সময় মুরা আদিরা তুলসীকে বলিল—‘প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন ।’ তুলসী বালককে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিল । রতনও সাক্ষাৎ সমাপন করিতে উঠিলেন ।

নবম পরিচ্ছেদ ।

রাত্রিতে একবার মাত্র শৈলজানন্দের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হইল। শৈলজানন্দ রতনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দুইজনে আর কোনও কথা হইল না।

রতন স্থির করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দের বিষয় বড় একটা চিন্তা করিবেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত রাত্রি শৈলজানন্দের ভাবনাতেষ্ট কাটিয়া গেল। সে বুদ্ধ একটা পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত গৃহে কোমল শয্যা তৈয়ার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সারারাত্রি তাহার উপর এশাশুপাশ করিলেন,—নিদ্রা আসিল না। ভাবিলেন, রাজাদায়ীরা চিন্তা ছাড়িলাম, নাগায়ীরা চিন্তা ছাড়িলাম, অমন স্বপ্নের অনন্তপুরকেই ভুলিতে চলিয়াছি, তখন কোথাকার কে শৈলজানন্দের চিন্তা লইয়া মরি কেন? আমার কার্য্য ত শেষ হইয়াছে, সুতরাং আর এখানে থাকিয়া লাভ কি? ছোটনাগপুরের চিন্তা এই স্থানেই রাখিয়া তীর্থের দিকে চনিয়া যাই।

শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হইলে, হয় ত দু'চার দিনের মধ্যে এস্থান ত্যাগ করিতে পারিব না। বিলম্ব করিলে, আরও কতকি আপদ কত দিক হইতে ঘেরিয়া ধরবে, অতঃমুখে ইহাত আবার কোন একটা কঠিন শৃঙ্খল পায়ে জড়াইব—নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ শৈলজানন্দের ঘর ছাড়িবেন সংকল্প করিলেন। সেই দুই বালকটায়—মুষ্টি ধরিয়া, একটা কঠিন শৃঙ্খল যেন তাঁহার চোখের উপর দিয়া, বন বন শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বসিলেন, স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বেই এস্থান ত্যাগ করা কর্তব্য। তামাকুটা সাজিয়া খাইবেন, তাঁহার সে সাহসেও কুলাইল না। তরীটা কাঁধে তুলিয়া যুগচক্ষুটা

বগলে পুরিয়া একহাতে লাগি অন্ধ হাতে হাঁকাটা লইয়া ব্রাহ্মণ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য কামন দ্বারদেশে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল। চৌকাঠ পার হইতে চরণটা তার মাথায় ঠেকিল।

ওখনও অনেক রাত্রি ছিল। চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কামন একটা বড় কুথের স্বপ্ন দেখিতেছিল। অনেক দিন পূর্বে প্রতিবেশীনি বোড়ী মুংরীর সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। গরীব কামন যা যেখান হইতে উপার্জন করিয়া আনিত, সমস্তই মুংরীর মায়ের হাতে দিয়া দিত। তথাপি অকৃতজ্ঞা মুংরীর মা মুংরীকে অল্প ব্যক্তিকে সম্ভ্রাদান করিল। কামনের মনোকাঁঠের সীমা রহিল না। কিন্তু মুংরীর মাকে বহুদিন ধরিয়া সে যে সমস্ত সামগ্রী দান করিয়াছিল, একদিনের ভগ্নত তার দাবী দাওয়া করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, মুংরী তাহাকে ভালবাসিত। শুধু তার মায়ের জগাই সে অল্প ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং মুংরীর উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া সে তাহার একটা অসহনীয় দুঃখ কল্পনা করিত। মনেমনে ভাবিত, অনিচ্ছায় পরহস্তে পড়িয়া বালিকাটা তাহার জন্ত কত কষ্ট না পাইতেছে। কিন্তু দিন কয়েক পূর্বে মুংরীর সহিত দুই চারিবার সাক্ষাতে কামন তাহার ভিতর ভালবাসার বড় একটা চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। কামনের এইবার যথাযথই ক্রোধ হইয়াছে।

ক্রোধে কামন স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে একটি গাছতলায় বসিয়া আছে, আর মুংরী তাহারই প্রদত্ত সাদীখানি পরিয়া স্বামীর সঙ্গে তাহারই সম্মুখে পথ চলিতেছে। রাগে কামন গাছের তলায় বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, এমন সময় তাহার বোধ হইল, পশ্চাৎ হইতে

মুংরী তাহার মাথার ঠোঁকর মারিল। আক্সাদে, কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া, ঝঞ্জন তাহার হাত ধরিয়া কেলিল। হুড়াগাবশে মুংরীর হাত খানি রতনের পা হইয়া গেল। রতন দেখিলেন, সতর্ক প্রহরী ঝঞ্জন, চোর মনে করিয়া তাঁর পা ধরিয়াছে।

রতন। ঝঞ্জন ছাড়িয়া দে,—আমি চোর নই।

ঝঞ্জন। তুমি চোর নও ত, চোর কে? তুমি আমার ধনাসর্ব্বস্ব চুরি করিচ্চ।

রতন। আমি তোর কি চুরি করিলাম?

ঝঞ্জন। তুই আমার মন চুরি করিয়াছিস, প্রাণ চুরি করিয়াছিস।

রতন অবাধ হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, বেটী বলে কি?

মুংরীকে নিরুত্তর দেখিয়া ঝঞ্জনের সাহস হইল। তখন সে আরও জোঁরু করিয়া যেন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং সবিনয়ে বলিল,—“বল মুংরী আমাকে ছাড়িবি না?”

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, ভূতটী স্বপ্ন দেখিতেছে। তখন কি করেন, ধীরে ধীরে তার হস্ত হইতে চরণ মুক্ত করিলেন। সে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চূপ করিল। বহির্গমনমুখেই বাধা পাইয়া, তাহার মনে একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, অদৃষ্টে আরও বিপদ আছে নাকি?

কিন্তু পদে পদে বিপদ ভাবিতে হইলে, আর পথ চলা হয় না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাই থাকুক, আর ফিরিব না।

বহির্দ্বারের নিকটে বারাগায়ে মুন্না ঘুমাই-তেছিল। রতন তাকে উঠাইয়া বলিলেন,—“আমি চলিলাম। তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রহরী কর্য্য কর।”

মুন্না। মনিবের সঙ্গে দেখা করিবেন না? রতন। দেখা করিলে, সহজে বাইতে পারিব না।

মুন্না। তুলসীর সহিত দেখা করিবেন না?

রতন। ফিরিয়া আসিলে দেখা করিব।

মুন্না। এখন আর বাধা দিয়ো না।

মুন্না বিকৃত্তি না করিয়া সাষ্টাঙ্গে রতনকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া রতনঃসেই পূর্ব্বোক্ত সরোবরতীরে উপবিষ্ট হইয়াছেন। এমন সময় একটা কাপড়ের পুটলী বগলে তুলসী তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রতন বুঝিলেন, মুন্নার কাছে সংবাদ পাইয়া, তুলসী তাঁহাকে দেখিতে ছুটয়া আসিয়াছে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে সেটা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ককে একটা বৃহৎ পুটলীর অস্তিত্বের কারণ নিরূপণ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অপ্রতীক্ষিত মত তিনি বলিলেন—“তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল। মা! তোমার পিতাকে বলিও, আমি চলিলাম। তীর্থে বাইবার জন্ত আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।”

তুলসী। তবে আমাকে লইয়া যাইবে কে?

রতন। তুমি কোথায় যাইবে?

তুলসী। আমিও তীর্থে যাইব।

রতন। তীর্থে যাইবে?

তুলসী। হাঁ প্রভু। তীর্থে বাইবার জন্ত

আমায়ও মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

রতন। তা আমার সঙ্গে কিরূপে যাইবে?

তুলসী। আপনি আমার স্বামীর গুরু।

তীর্থের পথ আপনি দেখাইবেন না ত দেখাইবে কে?

রতন । তুলসী, তোমার কথা আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না । তুমি একজন সম্রাটের কন্যা । অভিভাবকহীনতার ভায়ে, এক ভিখারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তীথে যাইবে কি ? লোকে শুনিলেই বা কি মনে করিবে ?

তুলসী । আপনি কি কিছু জ্ঞানেন না ?

রতন । কি জানিব ?

তুলসী । আমার স্থানীর পত্রের কথা ?

রতন । আমি কেমন করিয়া জানিব ? সদাশিব ত পত্রের বিষয় আমাকে কিছু বলে নাই । আমি হাতে মোড়ক করিয়া আনিয়া দিয়াছি ; আমিও সেই অবস্থায় পত্র তোমার পিতার হাতে আনিয়া দিয়াছি ।

মাথা হেঁট করিয়া তুলসী ক্রিয়াক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বলিল—“যদি না জ্ঞানেন, তথাপি আপনি কি আমাকে সাহায্য করিতে পারেন না ?”

রতন । কি করিতে হইবে বল ?

তুলসী । আমাকে অনন্তপুরে রাখিয়া আসিবেন ।

রতন । তোমার স্থানী কি যাইতে লিখিয়াছেন ?

তুলসী । পত্রখানা সঙ্গে আছে, পাঠ করিবেন কি ?

রতন । এখনও অন্ধকার আছে ।

তুলসী । অমুযতি করুন, আমি পড়ি ।

রতন । পড়িতে হবে না, কি লেখা আছে বলিতে পার ।

তুলসী । তিনি পত্রপাঠ আমাকে অনন্তপুরে পাঠাইতে পিতাকে অমুরোধ করিয়াছেন ।

রতন । কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি ?

তুলসী । রাজকুমারী নারায়ণীর সহচরী হইয়া আমাকে অনন্তপুরে থাকিতে হইবে ।

রতন । একপ কার্যে তোমার পিতা সম্মতি দিবেন ? ইহাতে যে তাঁর মানহানি হইবে ?

তুলসী । রাজার পূর্ববস্থা থাকিলে হইত । তাঁর এখন বড় দুঃবস্থা । একপ সময়ে তাঁর পরিবারভুক্ত হইলে, তাঁহারই উপকার করা হয় । আমি জোষ্ঠা ভগিনীর মত নারায়ণীর ভারগ্রহণ করিব ।

তুলসী যদি অন্ধকারে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত, ব্রাহ্মণ তাহার মুখ দেখিবার জন্য আকুল নেত্রে, আকাশব্যাপী গ্রহ তারার কাছে আলোক ভিক্ষা করিতেছেন ।

“তুলসী ! কিন্তু তুলসী !”—রতনের স্বর কাঁপিয়া উঠিল । “কিন্তু মা ! তোমারও যে দুর্দশা হইবার সম্ভাবনা ।”

তুলসী । বিবাহের পর হইতেই আমি দর্শন-স্থখে বঞ্চিত আছি । নদীর এহ’তেও দুর্দশা আর কি হইতে পারে প্রভু ?

তুলসী এবারের ব্রাহ্মণকে চলিতে অমুরোধ করিল । বলিল, “অপেক্ষা করিলে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা । বুঝিয়াছেন ত আমি সন্তান ফেলিয়া চলিয়াছি ।—সে যদি জাগিয়া পথরোধ করে, তাহা হইলে আজ হরত বাহিতে পারিব না ।—আজ কেন, হরত, আর কখনও পারিব না । অনেক কষ্টে মন প্রস্তুত করিয়াছি । অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, আশ্রম অগ্রসর হই ।”

তুলসী অগ্রসর হইল । দেবাদিষ্টবৎ ব্রাহ্মণ তার অমুরোধ করিলেন । একারমাত্র তীথের কথাটা মনে উঠিল । মনে মনে বলিলেন, “আমি কোথায় চলিয়াছি ?” হৃদয়মগ্ন হইতে উত্তর আসিল—“তীর্থে”—“পথ দেখাইতেছে কে ?” উত্তর—“দেবতা ।”

তাঁহার আর একবার তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—“সেখানে নারায়ণীর সঙ্গ

চলিয়াছে। কিন্তু সে অবস্থায় স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে যে তাহার অনিষ্ট হইবে। তোমার স্বামী রাজার শত্রুর গৃহে চাকরী করিতেছে।”

“যদি বলেন, স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তিনি দেখা করিতে আসিলে, দেখা করিব না। বহুদিনের পর দেখা, তিনি যদিও

চিনিতে পাবেন, আমি তাঁহাকে চিনিব না।” মাথা তুলিয়া, ব্রাহ্মণ এবারে প্রাণপণে তুলসীর মুখ দেখিতে চেষ্টা করিলেন। বৃদ্ধ দেখিলেন, তুলসীর মুখ মুহূ হাঁসিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর তারই কিয়দংশ চুরি করিয়া উবার আকাশ সোণার বর্ণে বঞ্জিত হইয়াছে।

তৃতীয় খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

দুই দিন পরে সন্ধ্যায় দুইজন দরোয়ান বীর-চাক্রের দেউড়ীর সম্মুখের বেদীর উপর বসিয়া কথা কহিতেছিল । তাহার মধ্যে বাক্যদার পাড়ে, পলায়ন সিংহ তেওয়ারীকে কহিল, “পণ্ডিতজীকে পাকড়াও করা কি পেট গজনার সিপাইএর কাজ ? উহারা লাঠী খেলার কি জানে ? লড়ায়ে লাঠী কেমন করিয়া ধরিতে হয়, তাই এখনও শিখে নাই । শুধু সুপারিষের জোরে দেওয়ানজীর কাছে চাকুরী পাইয়াছে ।”

পলা । তা যা বলিয়াছ পাড়েজী ! সুপারিষের কাল পড়িয়া সকলেরই পশার বাড়িয়া গেল । নহিলে তুমি আমি দশ টাকার জন্য কাটাইলাম, আর কোথাটার কে সদাশিব সর-গুজার রাজার সুপারিষের জোরে, একেবারে সবাইকে ডিঙাইয়া পঞ্চাশ টাকার জমাদারী পাইল !

বাক্য । সেই জন্তইত পণ্ডিতজীকে ধরিয়াও ধরিলাম না ।

পলা । সেই জন্তইত আমি দূরে দূরে পাড়াইয়া শুধু লড়াই দেখিতে লাগিলাম । দশটা টাকার জন্ত গ্রাণ দিতে যাব কেন ?

বাক্য । লড়াই করিলে কি পাণ্ডিতজী চোখের সামনে দিয়া পলাইতে পারে ? তার কাণ পাকড়াইয়া একেবারে নাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিতাম ।

পলা । কই সদাশিব ত আশ্ফালন করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু বুদ্ধকে ধরিতে পারিল কি ? আমি হুঁলে না ধরিয়া কি ফিরিতাম ? বুদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন চোখের সামনে দিয়া পলাইয়া যায়, তখন একবার মনে করিলাম, লাঠী দিয়া বুদ্ধের ঠ্যাং খোড়া করিয়া দিই । এই মনে করিয়া লাঠীটা উঠাইলাম, কিন্তু সদাশিবের কথা মনে পড়িতেই, রাগে শরীর কাঁপিয়া গেল । লাঠীটাও অমনি ঠক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল ।

করিলাম কেন ধরিব ? কার জন্ত ধরিব ? সংসারে মানীর মর্যাদা কই ? স্বপ্ন বিচার কই ? ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম । লাঠীতে যে মাটিতে ফেলিয়াছি, সেটা মনেই রহিল না ।

বাক্য । পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—নাম যা শুনিয়াছিলাম তা কাজে দেখিলাম কই ?

বাক্য । ওই কি লাঠী ঘোর ? একটু বায়ের প্যাচ মেরে ডাইনে ঠোকা দিলে, টপ করিয়া বুড়ার হাত হইতে লাঠীটা খসিয়া পড়িত । লাঠী খেলাটা দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া রাগে আমারও সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল ।

পলা । কিন্তু পণ্ডিতজীকে যে ধরিতে পারিবে, তাহাকে আর চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না ।

বাক্য । এই জন্তই ত ক্রোধটা আমার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে । আজ

কোন একটা অযোগ্য লোক বড়াকে ধরাইয়া দিয়া, এক দমে হাজার টাকা পাইবে, ফাঁকতালে বড়লোক হইয়া যাইবে—এ দুঃখ আমাদের প্রাণে সহিতেছে না ।

দুঃখের সমস্ত ঝোঝাটা যেন পলায়ন সিংএর ঘাড়ে পড়িয়া গেল । তাহার বোধ হইল, যেন কোন অজ্ঞাতকুলনীর নরাদম তাহার সম্মুখ হইতে, টাকার তোড়াটা ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছে । মনের ভিতর হইতে রাগীমুখো টাকাগুলো, তার পানে চাহিয়া, যেন হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে । কি মধুর প্রাণস্পর্শী ঠুনঠুন, টুনটুন শব্দ ! তেওয়ারীজী আর সহিতে পারিল না । অতি মিষ্টরস প্রাণে পশিয়া তাহার সর্বশরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উৎপাদন করিল ; তেওয়ারীজী সর্বাঙ্গ নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, পৃষ্ঠ গণ্ডে গোটাকতক চাপড় মারিয়া, বলিয়া উঠিল—“ইস্ ! এক হাজার টাকা ! স্বদের সুদ, তার সুদ—আরও কত কির সঙ্গে মিশিয়া, পাঁচ বছরে সে হাজার টাকা কি বাড়ই না বাড়িত ! বাগান বাগিচায়, ঘরে দোরে, চাকরে বাকরে—জমা জমীতে কত প্রকারেরই মূর্তি ধরিয়া, সে হাজার টাকা—ইস্ !”—তেওয়ারীজী আর বলিতে পারিল না । কেবল বার কতক ইস্ ইস্ করিতে লাগিল । তেওয়ারীজীর বোধ হইল, টাকাগুলো যেন হাতের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে । আঃ ! হতভাগ্য পণ্ডিতজী যদি নিজের পায়ে লাঠী মারিয়া খোঁড়া হইয়া পড়িত, কিংবা তাহাকে দেখিয়া মুদ্রিত চক্ষে হাত দুখানি বাড়াইয়া দিত—এক গাছি কোমল রজ্জু দিয়া বাধিবার জন্ত—তাঃ হইলে আজ তেওয়ারীজীর অন্ন পাইত কে ?

আসল কথা, রতনের নামে ওয়ারেন্ট বাহির

হইয়াছে । রতনের হাত হইতে নিস্তার পাইবার ভয়ে, আনন্দদেব কর্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । বুঝাইয়াছে, দুর্দান্ত দস্যু রতন রায়, তার প্রাণনাশে সর্বদা সচেষ্ট । তাহার হাত হইতে রক্ষা না করিলে, তিনি সমস্ত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন । আনন্দদেবের অপনয়নে জমীদারী-কার্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে পারে ভবিষ্যৎ কালির বড় সাংসেব, দস্যু-দমন সম্বন্ধে, অনন্তপুরে নিজেই তদারকক আসিয়াছিলেন ! তদারককের ফলে হারুলি তিরস্কৃত হইয়াছেন, এবং অবৈধ জনতা, দস্যুতা, গুরু প্রভাবাদি অভিযোগে রতনের নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছে । পুলিশ চারিদিকে রতনের সন্ধান করিয়াছে । খানাতল্লাসী করিতে বীর-চক্রের প্রাসাদে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে কুজিত হয় নাই । রতনকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া রাজাকে কতকটা লাঞ্চিতও হইতে হইয়াছে । অনুসন্ধানে এখন রতনকে পাওয়া গেল না, তখন তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্ত হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা হইল ।

পলায়ন সিং যখন সেই পুরস্কারটা স্মরণ করিয়া অদৃষ্টকে দিকার দিতেছিল, তখন আর একজন দরওয়ান সেখানে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পণ্ডিতজী ধরা পড়িয়াছে । পুলিশ হাতকড়ি দিয়া তাহাকে অনন্তপুরে আনিতেছে ।

শুনিবামাত্র তাহারাত্রাঙ্গপকে দেখিবার জন্ত উল্লসাসে ছুটিল । অককারের সঙ্গে সঙ্গে, গভীর কোলাহল অনন্তপুরে আবৃত করিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

রতনের অনন্তপুরে ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না । তিনি মনে করিয়াছিলেন, শ্রবণরেখার তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, তুলসীকে রাজার বাড়ীর পথ বলিয়া, নদীর এপার হইতেই ফিরিবেন । কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল । এক্ষণ সময়ে স্মন্দরী যুবতীকে তিনি কেমন করিয়া একা ছাড়িয়া দেন ?

বিশেষতঃ অনন্তপুরের এখন আর পূর্বাবস্থা নাই । এক সময়ে তিনিই সে নগরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন । তাঁহার ভয়ে নগরের কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না । রমণীর মর্যাদানাম—সে ত দূরের কথা । তখন ‘রমণীকুল’ নির্ভয়ে নগরের নানা স্থানে বাতায়ত করিত ।

সেই শান্তিপূর্ণ স্থান এখন একরূপ অরাজক হইয়াছে । দুই দিন পূর্বে তিনি নিজের পাঁচগুণ কর্ত্ত্বক অপমানিত হইয়াছেন । তুলসী বিপদা হইলে কে তাঁহাকে রক্ষা করিবে ?

নদীতীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন । সেটা বিশ্রামযোগ্য স্থান নয় । পশ্চাতে ঘন বন, সম্মুখে শ্রবণরেখাপারে অনন্ত-পুর, দেখাই ব্রাহ্মণের মনে সে দিনকার অপমানের কথাটা জাগিয়া উঠিল । পারের বাইরে আবার না জানি কি দুর্দশা হইবে । ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ।

শ্রবণরেখা পার্শ্বতীরা নদী—অনেক সময়েই স্বল্পজলা, হাঁটিয়াই পার হইয়া যায় । ব্রাহ্মণকে পারের বাইতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া, বস্তুমতী তুলসী বুলিল, ব্রাহ্মণের নদীপারে বাইবার ইচ্ছা নাই । তাঁর পথ হইতে সে জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছে । মন বুঝিবার জন্ত সে জিজ্ঞাসা করিল—

“নদীর পথ কি সুগম নয় ?”

“এখনও সুগম আছে ।—এর পরে থাকিবে কি না বলিতে পারি না । এ সময় মাঝে মাঝে পাছাড়ে বৃষ্টি হয় । সুতরাং মাঝে মাঝে জল বাড়ে ।”

“তবে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন কেন ?”

“তুমি এখন একা বাইতে পারিবে না ?”

“অনন্তপুর কতদূর ?”

“পারে । সোজা হইবে বলিয়া আমি বন পথ দিয়া আসিয়াছি । এ পথ সাধারণ জনগম্য নয় । পারে, সম্মুখে ওই বনাশ । ওইটা পার হইলেই রাজার বাড়ী দেখা যায় ।”

তুলসী অল্প রমণীদিগের মত একান্ত অবলম্ব্য । বীরপুরুষযোগ্য সাহসের তার অভাব ছিল না । দশ বৎসর একটা কুতীরে সে এক বাস করিয়াছে । একটা বালকের অভিভাবিকা—তার প্রয়োজনের জন্ত সে কতবার কত স্থানে সময়ে অসময়ে একা বাতায়ত করিয়াছে । এক অনন্তপুরের পথ চলিতে তার কোনও আপত্তি ছিল না । তথাপি সে বাইতে ইচ্ছা করিল না । তীর্থে বাইলে ব্রাহ্মণ যে আর কিরবে, এট তার বিশ্বাস হইল না । তুলসী স্থির করিল দিন কয়েক গুরুজীর সেবা করিয়া জীবন সাংগত করিব । মনের কথা গোপন করিয়া সে বলিল—“সাহস হয় না ।”

রতন বলিলেন “তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, সঙ্গে এস ।”

পার হইবামাত্র, কতকগুলো শশর পুলক প্রহরী বন হইতে বাহির হইয়া রতনকে ধরিল । রতন বলিলেন—“তুলসী ! এই স্থান হইতে আমার তীর্থ যাত্রা শেষ হইল । তুমি নিজে পথ চিনিয়া চলিয়া যাও ।”

তুলসী বলিল—“কি করিলাম প্রভু ! আপনার অনিচ্ছায় কিরাইয়া আপনাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া বিলাম ?”

“দুঃখ করিবার সময় নয় তুলসী ! আবার বাড়িইয়া, আমার এতটা পরিশ্রম নিশ্ফল করিও না ! বিলম্ব করিলে হয়ত তোমারও আমার মত দশা হইবে ।”

পুলিশ প্রহরীগুলার সঙ্গে তাহাদের দারোগা ছিল । সে তুলসীর মুখিানা দেখিল । ভাবিল, এমন সহজপ্রাণ্য রত্ন হাতছাড়া করি কেন ? বলিল—“ও কোথায় যাইবে ? ও আসামীকে আশ্রয় দিয়াছে— উহাকেও আদালতে হাজির হইতে হইবে ।”

একটা প্রহরী তুলসীকে ধরিতে চলিল । তুলসী নারায়ণ স্মরণ করিল, ব্রাহ্মণও ভাবিলেন,—“তাইত, আমার চোখের সামনে দুরাশ্রয়ারা মায়ের উপর অত্যাচার করিবে ।”—কিন্তু প্রহরিগণ ক্ষিপ্ৰহস্তে তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়াছিল । রতন বকিলেন, তিনি অকস্মাৎ ! সৰুটে ব্রাহ্মণও মধুসূদন স্মরণ করিলেন ।

প্রহরিবর সমীপস্থ হইলে তুলসী বলিল “গায়ে হাতে দিয়ো না । কি করিতে হইবে বল ?”

“তোমাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে হইবে ।”

“যাইতে প্রস্তুত আছি । তবে অমনি অমনি তোমার হুজুরের সঙ্গে যাইলে, লোকে কত কি কু ভাবিবে । মনে করিবে ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিতে আমি তোমার মনিষের সহায়তা করিয়াছি । হয়ত মনে করিবে, তোমার হুজুরের সঙ্গে আমার কোনও দ্বন্দ্বীয় সম্বন্ধ আছে । ব্রাহ্মণের মত আমারও হাতু বাঁধিয়া লইয়া যাও । আমিও অসামীর সামিল হইয়া তোমাদের সঙ্গে যাই ।”

কথাগুলো তুলসী নিজাক্স অলুচস্বরে কহিল

না । হুজুর তার সকল গুলিই শুনিতে পাইলেন । শুনিয়া, তাঁহার কিঞ্চিৎ রদিকতা করিতে ইচ্ছা হইল । বাক্যগুলার কিছু হান্তরস মিশ্রিত করিয়া হুজুর বলিলেন—

“সুন্দরী ! অলঙ্কার পরিবার কি বড়ই সাধ হইয়াছে ?”

“হুজুরওত সুন্দরী লইয়া ঘর করেন । তার কিসে সাধ আপনার ত অবিস্মিত নাই ?”

“গোলামের কাছে অলঙ্কার আছে, দিতে পারি । কিন্তু সেত ও মৃণাল বাহুর বোণা নয় । সেটা লোহনির্মিত ।”

“তাই আমি বহুমানে গ্রহণ করিব ।”

“তাহ’লে গোলামকে অহুমতি হ’ক । সে নিজ হাতে পরাইয়া দিক্ ।”

“সেটা আমি ভাগ্য বলিয়াই বোধ করিব ।”

হুজুর তুলসীর কাছে চলিলেন । আর ভাবিলেন—আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি । হাজার টাকা পুথকার ; তার উপর একি ? কাছে উপস্থিত হইতে না হইতেই, তুলসী হাত বাড়াইয়া দিল । বুকের পানে চাহিয়া চাহিয়া দারোগা পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিল । বন্দী, প্রহরী সকলে নিশ্চল হইয়া এই বন্ধন কার্যটা দেখিতে লাগিল । রতন ভাবিলেন, তুলসী করে কি ! প্রহরীগুলো ভাবিল—দ্রী-লোকটার কিঞ্চিৎ বাস্তিকের ছিট আছে ।

দারোগার তরবারি কোষমুক্ত ছিল । সে তুলসীর সমীপস্থ প্রহরীটাকে তরোয়ারটা ধরিতে বলিল । তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—“কেন হুজুর ! এই অবলাটা কি আপনার অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইবে ভয় করেন ?” দারোগার আর প্রহরীর হাতে অস্ত্র দেখিয়া হইল না । একটু মুহু হাসিয়া সে সেটাকে ভূমিতে রাখিল । !

তুলসী সেই ভাবে হাত দুটা জোড় করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, দারোগা হাতকড়ি তুলিয়া একবার শুল্করীর অনুমতি প্রার্থনা করিল—“তবে অনুমতি কর শুল্করী !”

মুহু কঠোর কটাক্ষে দ্বিধা গ্রীবাভঙ্গে যেই শুল্করী অনুমতি প্রদান করিল, অমনি দারোগা প্রভুর হস্ত হইতে ঝনাৎ করিয়া আয়স-শৃঙ্খলটা পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া প্রভু শৃঙ্খল কুড়াইয়া মাথা তুলিয়া দেখেন—একি মুক্তি ? সেই কুন্দকুমুমসম অনিন্দা মুখ, কিন্তু তাহাতে আর সে মুহু হাসি নাই। সেই ক্রলতাশোভিত ডাগর চোখ, কিন্তু তাহাতে আর গ্রীবাভঙ্গাভি-
রাম বিলোল কটাক্ষ নাই। চক্ষুর নিমেষে ভূপতিত তরবারি হস্তে তুলিয়া কুপিতা ফণিনীর ছায় তুলসী যেন ফনা তুলিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই স্তম্ভিত, রতন নিঃশব্দবিমুগ্ধ, দারোগা প্রভু কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

তুলসী বলিল—“শরতান ! এখনও কি আমার হাত বাঁধিতে ইচ্ছা আছে ?”

দারোগা নীরব।

তুলসী বলিতে লাগিল—“কারণে হুকুমে তুই এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঁধিলি ?”

দারোগা তথাপি কথা কহিল না। তুলসী মুত্ত্বয়ে দেখাইয়া বলিল—“এখনই ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর, নহিলে তোদের একটাকেও আমি প্রাণ লইয়া এস্থান ত্যাগ করিতে দিব না।”

যে কল্পজন প্রহরী দারোগার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহার নিতান্ত শক্তিশীন, অথবা ভীক ছিল না—কেন না রতনকে বন্দী করিতে পুলিশ কর্তা যাকে তাকে ধরিয়া পাঠায় নাই। বাহিয়া বাছিয়া যোগা লোকই পাঠাইয়াছিল। প্রাণ লইবার কথা উদ্ভিত তাহার স্থির থাকিতে পারিল না। নিকটে যে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল,

সে বলিল, “হজুর ! বসিয়া কি করিতেছেন ! হুকুম দিন, শ্রীলোকটার হাত হইতে তরোয়ারটা কাড়িয়া লই।”

দারোগার সাহস ফিরিল, বলিল—

“মন্ত্র পরিচাণ কর !”

“আগে ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর।”

“মুক্ত করিতে আমার অধিকার নাই আমি মনিবের হুকুমে বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।”

“মনিব কে ?”

“তোকে বলিবার আমার প্রয়োজন নাই।”

“মর্যাদা বুঝিয়া কথা ক’। তোর মন হুশো গোলাম আমার বাঁড়ীতে গড়াগরি থাইতেছে।”

মগ্নে সর্প বশীভূত হয় ! ক্ষণদ্বয়লো-
কাছে পশু-প্রকৃতি চিরদিনই মস্তক অবনত
করে। তুলসীর শেষ কথায় সকলে
চমকিত হইয়া গেল। নিকটস্থ প্রহরী তাহার
ধরিবার অবকাশ খুঁজিতেছিল। তাহার একট
ভ্রমণে সে চুই হাত পিছুইয়া গেল। দারোগা
বলিল—“কে আপনি ?”

“পরে বলিব। এখন বল্ কারণে হুকুমে, এ
ধরিত হস্তে শৃঙ্খল পরাইরাছিস ? আমার
বিশ্বাস, এরূপ মহাপুরুষ অপরাধ করিতে পা-
রে না।”

“অপরাধ জানিবার আমার অধিকার নাই
পুলিশ সাহেবের হুকুম পাঠাইয়াছি, ধরিতে আসি-
য়াছি।”

“গোলামীতে এরই মধ্যে এত অভ্যস্ত
ধর্মার্থ বিচার করিবার শক্তি পর্যন্ত হারাইয়া
দেখিতেছি হিন্দু—জাতি কি ?”

“ছাতি।”

“আর বাঁধিয়াছ বাঁধাকে সে ব্রাহ্মণ ।
গোলামী না শিখিলে আঁধ তাকে দেখিবা-
মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে ।”

তুলসী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল,
শ্রুতর মুর্ষির মত নিজ নিজ স্থাননিবদ্ধ হইয়া,
নিশ্চল চকুতে সকলে তাহার পানে চাহিয়া
আছে । তুলসী বলিতে লাগিল, “শুধু পাঁচ ছয়
বৎসরের ভিতরেই যখন তোমাদের এমন
অবস্থা, তখন আর পাঁচ বৎসরে মনিবের
হুকুমে তোমরা বাপকে জেলে দিতেও
সুস্থিত হইবে না ।” তখন একজন প্রহরী বলিয়া
উঠিল—“ছজুর! আমি পণ্ডিতজীর হাত
খুলিয়া দিই ।”

দারোগা বলিল—“দাঁও ।”

তুলসী তরবারি ফিরাইয়া দিল ।—“দারোগা
সাহেব আপনার অস্ত্র গ্রহণ করুন ।”

দারোগা অবনত মস্তকে তরবারি গ্রহণ
করিল । একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—“যখন,
কর্তব্যকার্যের অবহেলার জন্য, মনিবের পদাধাতে
আমাদের দাঁত কটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন
দেশের কে মা, বাপ আমাদের রক্ষা করিতে
ছুটয়া আসিবে ?”

বতন বলিলেন—“না দারোগা সাহেব, তুমি
কর্তব্যে অবহেলা করিও না । রাজার আদেশে
তুমি আমাকে বাঁধিতে আসিয়াছ । রাজা জ্ঞা
পালনই তোমার ধর্ম । রাজা পাপ করেন,
তিনি তার ফলভোগী । তুলসী! তুমি ইহাকে
কর্তব্য হইতে নিবৃত্ত করিও না । রাজার চক্ষে
অপরোধী হইয়াছি । এ ব্যক্তি না ধরে, আর
একজন ধরিবে । তুমি কয়দিন আমাকে রক্ষা
করিবে ? দারোগা সাহেব, তোমাকে মুক্তি
দিয়াছেন, তুমি চলিয়া যাও । আমি অনন্তপুরে
আসিরাই না স্থির করিয়াছিলাম । তাই পথের

মধ্যে এক চটতে চিঠিখানি লিখিয়া বাঁধিয়াছি
—রাজাকে দেখাইও ।”

তুলসী আর কোন কথা কহিল না । চোখে
জল আসিতে লাগিল, সে তাই মুছিতে মুছিতে
চলিয়া গেল । বতন দারোগাকে বলিলেন—
“ভাই সঙ্গে এস ।”

অপরোধী ছাত্র সকলে বন্দী ব্রাহ্মণের সঙ্গে
চলিল ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

কোলাহল রাজারও কাণে পৌছিল । রাণীও
ভুলিলেন । রাঁজা জপে নিযুক্ত ছিলেন, তবে
হাতের মালা হাতে আপনা আপনি ঘুরিতেছিল,
কিছু মন পড়িয়াছিল, নারায়ণীর উপর ।
ব্রাহ্মণের স্থানভাগের পর হইতে নারায়ণী দিন
দিন মলিন হইয়া বাইতেছে । বেশী কথা কহে
না, একা থাকিতে ভালবাসে । যে কালে
উঠিলে ব্রাহ্মণের কুটার দেখিতে পাওয়া যায়,
থাকে থাকে সেই স্থানে চলিয়া যায় ।

সে সময়ও নারায়ণী সেই ছাদতীতে
বসিয়াছিল ।

রাজা ভাবিতেছিলেন, আমি মরিলে এ
বালিকার কি হইবে ? বাঁচিয়া থাকিতেই যখন
তাহার ভিখারী কন্ডার মত অবস্থা, তখন আমার
অবর্তনানে, নারায়ণীর পথে দাঁড়ান ভিন্ন আর
কোনও অবস্থা ত দেখিতে পাই না । কিছু
আমার এ দেবতার সম্পত্তি কি রাক্ষসে অধিকার
করিবে ? ইহার কি প্রতীকার নাই ? আমি
বাঁচিয়া থাকিতে যখন স্নেহে আমার অন্তঃপুরের
পবিত্রতা নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছে, তখন
আমি মরিলে, আমার ঘর যে শিশুটির নৃশা-
শালা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ?

রাজা পূজা ভুলিয়া, অপ ভুলিয়া নারায়ণীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। এমন সময় কোলাহল তাহার কর্ণে পশিল। রাণী ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে কহিলেন—

“মহারাজ, গোলমাল শুনিতে পাইয়াছেন কি?”

“ওরূপ গোলমাল নিতাই শুনিতে হইবে। শুনিলার জন্ত প্রস্তুত হইয়া থাক।”

“পণ্ডিতজীর ত কোন অনিষ্ট হইল না?”

“আশ্চর্য্য কি? তাহার ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।”

“দেবতা এ পাপ সহিবেন কি?”

“কেমন করিয়া বলিব? ঐতকাল ত সহিয়া আসিতেছেন। দেবতা কি সহিতে পারেন, না পানেন, জানি না।

“দেবতা যদি এরূপ নিষ্ঠুর কার্যের অমুমোদন করেন, তাহা হইলে এ পাপ পৃথিবীতে থাকিয়া লাভ?”

“নৈবতীর গুজায় বসিয়াও তাই চিন্তা করিতে-ছিলাম। রাণী লাভ অলাভ ষতাইয়া ব্যবসা করিতে শিখি নাই বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে মূল হারা-ইতে বসিয়াছি। আদরের নাতিনীকে পথের ভিখারিণী করিতে চলিয়াছি।”

“ইহার কি প্রতীকার নাই?”

“আমিও তাই আপনাকে এতলগ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। ইহার কি প্রতীকার নাই? আর কয়দিন বাঁচিব? নারায়ণীরও পথে বসিতে বড় বিলম্ব নাই। ঘরে স্নেহ চুকিয়াছিল। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি?”

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“বংশ-মর্যাদায় যোগ্য পাত্র না পান, কোনও দরিদ্র স্ত্রীপাত্র নারায়ণীকে দান করুন না কেন?”

রাজা শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তর

না পাইয়া রাণী বলিতে লাগিলেন—“আমার কাছে বাঁচা আছে, সে সমস্ত নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিলে তার সুখে বহুক্ষণে চলিবে।”

এ কথা শুনি রাজা কোন উত্তর করিলেন না।

রাণী বুঝিলেন, রাজা অস্বমনস্ক। তাহার অবস্থা দেখিয়া রাণীর চক্ষে জল আসিল। তাহার বোধ হইল, তিনি যেন স্বামীর সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝি, নারায়ণীর বিবাহ দিলেও তার দুঃস্বস্তার প্রতীকার হইবে না। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝি বড় অন্ধকার!

কোলাহল ক্ষীণ হইয়া আসিল, রাণী বুঝিলেন লোকজন সব কাছারী বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। তিনি ছাদে উঠিলেন। দেখিলেন, নারায়ণী মাথা তুলিয়া একদৃষ্টে কি দেখিতেছে।

“কি দেখিতেছ নারায়ণী?”

“দামার হাত বাঁধিয়া উহার লইয়া চলিয়াছে।”

রাণীও আলিসার উপর মাথা তুলিয়া দেখিলেন। (বাহির চেষ্টা করিলেন।) কিন্তু তখন অন্ধকার,—দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—

“দাদা কেমন করিয়া জানিলি?”

“সেই দীর্ঘ মেহ, মাথায় শুভ্র উকীর, কণ্ঠে মুগচর্ম্ম ও লোকের উল্লাস—ও আর জানিয়ে হইবে না।”

রাণী যেন পিতামাতার শোক অস্তিত্ব করিলেন। বলিলেন—“নারায়ণী! এতদিনে পিতৃহীনা হইলাম।”

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, গল্ গল্ করিয়া চক্ষু হইতে কেবল জল বাহির হইতে লাগিল। নারায়ণীর চক্ষে কিন্তু এক ফোঁটা জল ছিল না। পিতামহীকে কাদিতে দেখা বলিল—“কাদ কেন যা?”

এই সময়ে রাজাও চান্দে আসিতেছিলেন । আসিতে আসিতে নারায়ণীর কথা তাহার কর্ণে গেল । তিনিও সেই কথায় যোগ দিয়া রানীকে বলিলেন—“তাহার কাঁদিয়া লাভ কি ? সকলেই মরণের জন্ত প্রস্তুত হও । সে দিন আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই ।”

রাজাকে দেখিয়া রানী রতনের সঞ্চকে কোন কথা কহিত্তে, নারায়ণীকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন ।

রাজা বলিতে লাগিলেন—

“কস্মৈ হিমানি সংযম্য য আন্তে মনসা স্মরণ্ ।
ইন্দ্রিয়ার্ণবমিচ্ছাম্য মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥”

মনে মনে লক্ষা ভাগ করিলে, কালনেমির মত অবস্থা সকলেরই হয় । প্রতীকারের জন্ত অনেকবার ত্রাঙ্কণের কাছে পরীক্ষণ করিতে গিয়াছিলাম । ত্রাঙ্কণ কুলের সাজি দেখাইত, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেখাইত ; আর যুক্তকর উজ্জ করিয়া আকাশ দেখাইত । তাহার ফলে আজ তাহার নিষ্পাপ দেহ নরকতুলা কারাগারে নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে ।

বলিতে বলিতে রাজা বালকের ছায় রোদন করিয়া উঠিলেন । রাজার রোদনে নারায়ণীও হার হির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল ।

রানী মনে করিলেন, রাজা বুঝি নারায়ণীর কথা অন্তরাল হইতে শুনিয়াছেন । তাই বলিলেন—“কুন্তরালিকা কি দেখিতে কি দেখিয়াছে, তার কথা শুনিয়া আপনি কাতর হইতেছেন কেন ?”

নারায়ণী বলিল—“আমি ঠিক দেখিয়াছি ।”

রাজা বলিলেন—“বৃদ্ধ দ্বারবান আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিল ।”

রানী । কেন নির্ভর তাঁহাকে ধরাইয়া দিল ?

রাজা । শুনিলাম, একটা স্ত্রীলোক ।

রানী । স্ত্রীলোক ? স্ত্রীলোকের ভিতরেও এমন হৃদয়হীনা থাকিতে পারে ?

রাজা । অর্থলোভে মানুষ না করিতে পারে কি ? ত্রাঙ্কণকে ধরিবার জন্ত পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল । শুনিলাম, সে পাপিষ্ঠা তাঁহাকে ভুলাইয়া অনন্তপুরে আনিয়া ধরাইয়া দিয়াছে ।

নারায়ণীর, কি জানি কেন, সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল । সে সাগ্রহে রানীকে বলিল—“যা যদি আদেশ কর, তাহা হইলে আমি সে পাপিষ্ঠাকে একবার দেখিয়া আসি ।”

“সে পাপিষ্ঠা কালামুখ দেখাইতে আপনহী আসিয়াছে ।”

সবিস্ময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল, এক সন্দরী সুবর্তী তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে ।

সন্দরী তুলসী । সে বরাবর রাজার কাছে আসিয়া, তাঁহাকে ও রানীকে প্রণাম করিল । বিস্ময়বিমুগ্ধের আয়, তাঁহারাও তুলসীর পানে চাহিয়া রহিলেন ।

ভাববিহ্বলতার ছায় নারায়ণী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল । বলিল—“না না—তুমি কেন ? তুমি যে আমার দাদাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ ।” নারায়ণীর হৃৎগত বহিরা জল ছুটিয়াছে ।

তুলসী বুঝিল এই তাহার নারায়ণী । স্মৃতি-শলিত হস্তে সে নারায়ণীর হাত ধরিল । কিন্তু নারায়ণীর কথাটা সে ভাল বুঝিতে পারিল না । ত্রাঙ্কণের সঙ্গে তাহাদের কি সন্ধ, সে কিছুই জানে না । ত্রাঙ্কণ কাশীপুর হইতে অনন্তপুর সমস্ত পথটা তুলসীর সহিত গল্প করিতে করিতে আসিয়াছিলেন । কিন্তু রাজার সঙ্গে তাঁহার সন্ধ কি, গুণাকরেও তাহা প্রকাশ করেন নাই । স্মৃতরাং নারায়ণীর ‘দাদা’ কথায় সে রাজাকেই

বুঝিল। হাত ধরিয়া বলিল—ভগিনী! তোমার দাদা রাজ্যেশ্বর। আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব কি? তবে আমি তোমাদের সংসারে দাসীত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে দাসী বলিয়া গৃহে স্থান দাও—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

রাজা। তাহ'লে তুমিই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিয়াছ?

তুলসী। কেমন করিয়া না বলি মহারাজ? রাণী। এই রাণীর মূর্ত্তি লইয়া, এমন কার্য কেন করিলে মা?

তুলসী। আকাজ্ঞা মা! অতপ্ত আকাজ্ঞা।

রাণী। এতই যদি আকাজ্ঞা হইয়াছিল, তখন একবার আমাদের কাছে আসিলে না কেন? তুচ্ছ অর্থের জন্ত ব্রহ্মহত্যা করিলে!

রাজা। আকাজ্ঞা লইয়া, আমার ঘরে দাসীত্ব চলিবে না, তুমি অন্ত্র খাও।

নারায়ণী তুলসীর হাত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বৃত্তিতে পারিল না, এমন শুল্কর, যার অঙ্গ স্পর্শে এত স্নেহ, তাহাকে কেমন করিয়া সে ঘৃণা করিবে। তুলসী বুঝিল, তাহার কথা কেবল সেই বুঝিয়াছে, কিন্তু ইহারা কেহই বৃত্তিতে পারিলেন না। তখন সে বস্ত্রাঙ্কল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিল। পত্রখানি শৈলজানন্দ স্বহস্তে লিখিয়া রাজাকে দিতে দিয়াছিলেন।

রাজা পত্রপাঠ করিয়াই তুলসীর হাত ধরিলেন। বলিলেন—“মা! না বুঝিয়া রূঢ়বাক্যে তোমার মনে কষ্ট দিলাম। কষ্টারূপে যখন আমার গৃহে আসিয়াছ, তখন এ বৃদ্ধ পিতার কথায় রাগ করও না।”

তুলসী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। সন্নিম্নে রাণী বলিলেন—“মেয়েটী কে মহারাজ?”

রাজা। পরিচয় দিবার আশায় সময় নাই।

মা আমার তিন দিন ক্রমাগত পথ চলিতেছেন শুশ্রূষায় আগে মা'কে রক্ষা কর। তবে এই মাত্র বলি, ব্রাহ্মণ আমার পূর্বজন্মদত্ত খণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শূন্য করিয়া আমাকে এই বৈদ্যব্যমণিটা পাঠাইয়া দিয়াছেন।—এই নাও ভাগ্যবতী, তুমি এই মণিটা গ্রহণ কর।—রাজকন্যা স্বেচ্ছায় আর তোমার দাসীত্ব করিতে আসিয়াছে।”

রাজা রাণীর হাতে তুলসীকে অর্পণ করিলেন এক হাত রাণী, অন্য হাত নারায়ণী ধরিয়া তুলসীকে ঘরে লইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনন্তপূর্ব হইতে রতন রাঁচিতে নীত হইলেন। সেখানে আদালতে তাঁহার অপরাধের বিচার হইল। হাকিম গ্রীড সাহেব সকল অপরাধেই তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। তিন বৎসরের জন্ত তাঁহার কারাবাসের ব্যবস্থা হইল।

রাজা গোপনে তাঁহার উদ্ধারের জন্ত যথোচ্চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাণী নিজের সক্ষম অর্থ হইতে উকীল নিয়োগের ব্যয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কোম্পানীর উকীল বাঙ্গালী বীরেন্দ্রজিৎ বাঙ্গালী রতনের জাতিগত এত দোষ বাহির করিয়া ফেলিলেন যে, হাকিম গ্রীড অবাচ হইয়া অন্তঃমনকে সন্তোষিত পাতা রাখ লিখিয়া তবে কলম রক্ষা করেন। এবং সেই সঙ্গে দস্তা-সহায় বীরচন্দ্র সাহীকেও তিনি আসামী প্রেরণভুক্ত হইবার ভয় দেখান।

হারুলক্ষ্মী প্রার্থনার জন্ত গোপনে কারাগারে বাইয়া রতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং ব্রাহ্মণকে উপায়তন রাজপুরুষের কাছে দরখাস্ত

করিতে অগ্ররোধ করেন । রতন স্ত্রীয়া হাসিতে হাসিতে সাহেবকে বলেন — “নীয়েবে প্রহার খাইবার ফলে এই তিন বৎসর । দরখাস্তের ফলে আবার কি দশ বৎসর বাড়িয়া যাইবে । এখনও তীর্থে মরিবার আশা আছে । দরখাস্ত করিলে সে আশাও নির্মূল হইবে । সাহেব, তোমার দয়া হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও ।”

হাসিল বুঝিলেন, তাহার দোষে তাহার জাতির উপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অবিখাস জন্মিয়াছে । কাণ্ডাঘৃহ হইতে ফিরিবার সময়, তিনি মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন—“হে ঈশ্বর ! এই বজ্রণাময় কাণ্ডাঘৃহে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা কর ।”

আনন্দ ও মুকুন্দ উভয়েই কোম্পানীর সাক্ষী ছিলেন । রতন হইতে উভয়েই অল্পাধিক দৈহিক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল । আনন্দদেবের পৃষ্ঠের বেদনা আরোগ্য করিতে ঝাঁচির সিবিল সার্জন তিন হাজার টাকার বিল করিয়াছিলেন । আর মুকুন্দের কবজির বাথা, ডাক্তার সাহেবের মতে হুরারোগ্য হইলেও, মোকদ্দমার পরেই, সকলেই তাহাকে হাতের বাড় খুলিতে দেখিয়াছিল ।

যে দিন রতনের উপর কারাবাসের আদেশ হইল, সেই দিনেই গভীর রাতে মুকুন্দপত্নী জানকী বাড়ীর ছাদের উপর একাকিনী বিচরণ করিতেছিল । সে দিন তার স্বামী ও শ্বশুর কেহই বাড়িতে ছিল না । উভয়েই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাঁচি গিয়াছিল । রাঁচিতে উৎসব করিবার জন্ত বজ্রব্রাহ্মণেরা আনন্দদেবকে অহুরোধ করে । অহুরোধের বশবর্ত্তি হইয়া তাহাকে সপুত্র সে দিন রাঁচিতেই থাকিতে হয় । সদাশিবের উপর সে স্বামির জন্ত গৃহবন্ধার ভার প্রদত্ত হয় ।

খুলিয়া জানকী দেখিল, জ্যোছনা বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলিয়া তাহার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । সে তরঙ্গের প্রভাব জানকীর প্রাপটুকুকে ঈষৎ কাঁপাইয়া তুলিল । তাহার মনে হইল, যেন আকাশব্যাপিনী কৌমুদী মনের মতন সন্নিহী না পাইয়া, ভরাগঙ্গার উচ্চুস লভিয়াও মনের মত খেলিবার অবসর পাইতেছে না । দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ দেখিবার লোক না থাকিলে রূপ থাকিয়া লাভ কি ? জানকী ভাবিল, ছাদে উঠিয়া চাঁদকে একবার রূপটা দেখাইয়া আসি । একটু জ্যোছনা মাথিরা চিত্তা-বদ্ধ স্বদয়টাকে শীতল করিয়া লই ।

জানকী ছাদে উঠিল । তাহাকে দেখিয়া চাঁদ হাসিল, কিন্তু যুবতী সে হাসিতে স্তম্ভ পাইল না । জ্যোছনা তাহার গায়ে পূর্ণ আবেগে ঢলিয়া পড়িল । তাহার বস্ত্রে সঙ্গে মুখে চোখে মাখামাখি হইল । কিন্তু জ্যোছনার জানকী শীতলতা অমূল্যব করিল না । একটা কি যেন অভাবক্লিষ্ট হইয়া সে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল ।

জানকী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই নিম্নে উত্থান । চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মুকুন্দী মাথা নামাইয়া বাগানের দিকে চাহিয়া দেখে যে, সেখানে মন্মথর বেদীর উপরে চাঁদের সমস্ত জ্যোছনাটা যেন জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া আছে । দেখিয়া যুবতী শিহরিয়া উঠিল । তখন চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, বোধ হইল যেন সব অন্ধকার ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

মন্দির বেদীর উপর সদাশিব বুমাট চড়িল ।
অল্প দিনসে সে সতর্ক প্রহরী । প্রহরীর কার্যে
নিযুক্ত থাকিলে, বিনিদ্র হইয়া প্রভুর গৃহরক্ষা
করিত । এই গুণের জন্য সদাশিব আনন্দদেবের
প্রিয়পাত্র হইয়াছিল । তাহার সচ্চরিত্রতার উপর
কাহারও সন্দেহ ছিল না । এই জন্য প্রহরীর
কার্যে সদাশিবই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া
আনন্দদেব আজিকার রাত্রিতে গৃহরক্ষার ভার
তাহারই উপর দিয়া গিয়াছে ।

কিন্তু সদাশিবের মনের অবস্থা আজ ভাল
নয় । তাহার গুরুদেব আজ কারাগারে—আজ
হইতে তিন বৎসর তাহাকে কারাবন্দনা ভোগ
করিতে হইবে । অপরাধ ? সদাশিব আকাশ-
পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আর বলিল—“হে
দেবতা ! তোমার কিরূপ লোকশিক্ষা ? গুরুবাক্তি
আমরা, একুশ কার্যকালের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, এ
সংসারে কোন্ পথ অবলম্বন করি ? গুরুবাক্তি,
অনবীতশাস্ত্র, দোহাই দেবতা আমরা কি করিব
বলিয়া দাঁও ?”

দেবতা অবশ্য এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন
না, সদাশিবেরও চিন্তার বিধাম রহিল না ।
বেদীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে সদা-
শিবের তন্দ্রা আসিল । বৃক ঔদাস্তে আলস্তে
সেই বেদীর উপর শুইয়া বুমাটিল ।

সৌন্দর্য্য পূর্ণতা লাভ করিতে; বাক্তি স্থান ও
সময়ের অপেক্ষা করে ! কত সুন্দর কতবার
তোমার চোখের সমুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে,
তুমি দেখিয়াও তাহাদের দেখিতে পাও নাই ।
সহজ-প্রাণা, সহজ-দৃষ্ট বস্তুর আদর কই ?
যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলেও সহজে দেখা
যায়না, পাইবার প্রত্যাশা করিলেই পাওনা

যার না, লোক-অগোচরে রূপ বৃষ্টি তাহারই অঙ্গে
জড়াইয়া রয় ! অন্তরে তুর্কৌণ্ড্য হইলেও সে
বৃষ্টি তোমার চক্ষে সবার চেয়ে সুন্দর !

জানকী সদাশিবকে বড়ই সুন্দর দেখিল ।
চাঁদ তার চোখের উপর পড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া
বলিল—“তুমি ঠিক দেখিয়াছ ।” কৌমুদীস্নাত
উজানের ছোট ছোট গাছগুলি, যেন হাসিয়া
হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া তাহাকে বুঝাইল—“এত-
কাল জানকী তুমি রূপ চিনিতে পারি নাই ।”
জানকী তখন বৃষ্টি, ঐশ্বর্য্যেই মানুষের স্বপ্ন হয়
না । মুকুন্দও ত সুন্দর ! কিন্তু তার সুন্দর মুখ-
খানা সদাশিবের মুখের অন্তরালে পড়িয়া আজি
জ্যোতিহীন । তারপর ছাদের উপরে অবস্থিত
হইরাও সে যখন আপনাকে বৃষ্টি বন্দিনী,
যখন বৃষ্টি ইচ্ছা করিলেই ও রূপ-নদীর ধারে
বসিয়া শীতল হইবার উপায় নাই, তখন তাহার
বোধ হইল, যেন সে রূপ-নদীতে বান
ডাকিয়াছে ।

আরও একটু কাছ হইতে দেখিবার জন্য
জানকী নীচে নামিল । সে আনিত অন্তঃপুরের
দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ—অর্গলবদ্ধ । তথাপি
সে কেন নামিল সেই বলিতে পারে । বাস্তব
মধ্যে সকলেই নিদ্রিত, একা জানকী জাগিয়া ।
নীচে আসিতে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল ।
যদি কেহ জাগিয়া দেখে, তাহা হইলে কি মনে
করিবে ? কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও সে গতির নিবৃত্তি
করিতে পারিল না । অন্তঃপুরদ্বার সমীপে আসিয়া
সে দেখিল, কে যেন আজ তার জন্য দ্বার খুলিয়া
রাখিয়াছে ।

এমন সময়োদ্বার কে খুলিয়াছে, কেন খুলি-
য়াছে, জানিবার তাহার স্বপ্নসর হইল না ।
জানকী তড়িচ্চালিতা পুত্তলিকার ছায়, নিজের
অবস্থা ভুলিয়া, মর্যাদা ভুলিয়া, কর্তব্য পাশরিয়া,

সেই গভীর রজনীতে অভিসারিকার বেশে গৃহ-
ত্যাগ করিল ।

যখন বোধ করিল, তখন সে ঘর ছাড়িয়া
অনেক দূরে । তখনও সদাশিব নিদ্রিত । জানকী
দেখিল, দীর্ঘ যন্ত্রিয়ারী ধর্ম্মাকৃতি এক ক্রকরায়
পুরুষ কোথা হইতে আসিয়া নিদ্রিত বুকের
পার্শ্বে বসিল ।

তখন আর পলাহবার উপায় নাই । পলা-
ইতে গেলেই সে তাহার চক্ষে পড়িবে । তাড়া-
তাড়ি জানকী পার্শ্বস্থ লতাকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া । তখন লজ্জাভয় চারিদিক হইতে
ব্রহ্মীকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে । জানকী আপ-
নাকে শতধিকার দিয়া বলিল—“কি করিলাম !”

ক্রকরায় পুরুষ মুন্না । সে সদাশিবের পারে
হাত দিয়া তার ঘুম ভাঙ্গাইল । চকিতের তায়
সদাশিব উঠিয়া বসিল । দেখিল পার্শ্বে কে
বসিয়া আছে । বুকের ঘোরটা তখনও ছাড়ে
নাই বলিয়া, প্রথমটা সদাশিব মুন্নাকে চিনিতে
পারিল না । জিজ্ঞাসা করিল—“কে তুমি ?”

“যে হই, আপনার প্রহরীকার্যের প্রশংসা
করিতে পারিলাম না ।” সদাশিব এইবারে
মুন্নাকে চিনিল । বলিল—“ওঃ ! কতকাল
পরে !”

মুন্না । তবু গোলামের সৌভাগ্য । এতকাল
পরেও চিনিতে পারিয়াছেন ।

সদা । যুতের নিরর্থক চক্ষু লগ্নাও বোধ
হয় তোমাকে চিনিতে পারিতাম । তারপর ?

মুন্না । তাবপর আপনি জানেন । জুনিয়া-
ছিলাম আপনি চাকর হইবারও যোগ্য নয়,
এমন একটা লোকের ঘরে প্রহরীর কার্য্য
করিতেছেন । তাই আপনাকে একবার দেখিতে
হাসিলাম । আসিয়া আপনার প্রহরীর কার্য্য
দেখিয়া, হাসি রাখিতে পারিলাম না । আপনা-

রই সমুখ দিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম,
খিড়কীর দোর খুলিয়া রাখিলাম, উপরে উঠিলাম,
কিন্তু বাপ বেটার কাহাকেও দেখিলাম না ।
তাদের বড় পুণ্যের জোর তারা । আজ বাড়ীতে
নাই । নহিলে, আপনার প্রভুভক্তির পুরস্কার
স্বরূপ, কোন কালে সেট ছুটি মুণ্ড আপনার
পদপ্রান্তে রাখিত হইত ।

সদা । মুন্না ! ঈশ্বর তাহাদের রক্ষা
করিয়াছেন ।

মুন্না । তাহাতে সন্দেহ নাই । আমি এই
অল্প সময়ের মধ্যে, বাড়ীর এমন স্থান নাই,
যেখানে সে ছটার সন্ধান করি নাই । সর্ব্বত্রই
কেবল স্বীলোক দেখিলাম । ছাদে উঠিয়া দেখি,
সেখানেও একটা স্বীলোক । দেখিলাম, সে
নীচে আপনার পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে,
বুঝিলাম আপনার রূপ দেখিতেছে । মনে
করিলাম তাহাকে সেইস্থান হইতেই আপনার
পায়ের কাছে পাঠাইয়া দিই ; কিন্তু এ বরসে
জীহত্য করিতে আর মন সরিল না ।

লতাস্তরালে জানকী শিহরিয়া উঠিল ।
দারুণ ভয়ে অঙ্গতশক্তি অবলা ভূমিতে বসিয়া
পড়িল ।

সদা । আমি জাগিয়া থাকিলে তোমাকে
বাধা দিতাম । এ দস্যুর কার্য্য তোমাকে
করিতে দিতাম না ।

মুন্না । আপনারিগের যা কার্য্য, তাহা
দেখিলাম । তার চেয়ে, আমাদের কার্য্যে
অনেকটা মনোযোগ আছে । ছাগ আহারে কচি
হইলে, আমরাও লোক দেখান, দেবতাকে
নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করি । বলি, কি অপরাধে
আজ আপনাকে গুরুর জেল হইয়াছে ?

সদাশিব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল ।
মুন্নাও অবকাশ পাইয়া আবার বলিল—“কি

বলিব, বিধাতা সদয়, নহিলে আজই আমি
ব্রাহ্মণের শাস্তির প্রতিকূল দিয়া যাইতাম।

সদা। মুন্না ভাই! ইহাদের কথা ছাড়িয়া
দাও। আমি ইহাদের নিমক খাইয়াছি।

মুন্না। আজ যখন অকৃতকার্য, তখনই ইহা-
দের কথা ছাড়িয়াছি। যাহাদের ইচ্ছা করিলে,
নখে টাপিয়া মারিতে পারি, তাহাদের চিত্তা
লইয়া আমি এতদূর আসি নাই। ওটা
শুধু মাঝখানে বদবদ স্বরূপ জাগিরাছিল মাত্র।
আসিয়াছি আপনাকে লইয়া যাইতে।

সদা। কোথায়?

মুন্না। সে কথা এখানে বলিতে পারিব
না। আপনি রাজা, সেপাই হইয়া রাজিতে
পাহারা দেওয়া কি আপনার কাজ? আজিকার
ঘটনাতোই তা বুঝিলেন ত?

সদাশিব ক্ষণেক নীরব রহিল। তারপর
বলিল—“সময় কি আসিয়াছে?”

“নহিলে এই বার বৎসর পরে আপনার
কাছে আসিলাম কেন?”

কাণে কাণে মুন্না সদাশিবকে কি বলিল।
যেন গাছপালগুলোকেও সে কথা শুনাইতে
সে সাংসী হইল না।

সদাশিব বলিল—“শীঘ্র পিড়কীর দ্বার রুদ্ধ
করিয়া আইস।”

এইবারই জানকী ফাঁপরে পড়িল। মুন্না
সদাশিবের আদেশ মত প্রস্থান করিলে, বুঝিল,
দ্বার বন্ধ করিয়া মুন্না ফিরিলেই, রাজির মত সে
আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রভাতে
এ কথা লোকের কণ্ঠগোচর হইলে তাহার আর
মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। বিপদে
পড়িয়া জানকীর সাহস আসিল। উভয়ের
মধ্যে যে যে কথা হইয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া
সমস্তই শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, এই প্রহরী-

বেশী সুন্দর যুবক কোন সম্ভ্রান্তব্যাপী। কোন
প্রয়োজন সাধনের জন্ত সে তাহার শস্ত্রের গৃহে
সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে। তাহার
কথা শুনিয়া জানকীর বিশ্বাস হইয়াছিল, এ যুবা
হইতে তাহার কোনও অনিষ্ট হইবে না। যে
মনের ভাব লইয়া জানকী সে বাগানে আসিয়া-
ছিল, এখন আর সে ভাব নাই। ঘটনাবৈচিত্র্যে
তাহার মনের অবস্থা অতরূপ হইয়াছে।
সৌন্দর্য্য দেখিবার অদম্য লালসা, এখন
মানরক্ষা ভরে পরিণত। অবগুষ্ঠনবতী হইয়া
জানকী কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, বীরে
বীরে সদাশিবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদাশিব তাহাকে দেখিয়াই সবিষ্ময়ে
জিজ্ঞাসা করিল—“কে আপনি?”

অবগুষ্ঠনের ভিতর হইতেই জানকী বলিল—
“অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে বাড়ী
ভিতরে রাখিয়া আনুন।”

কে আপনি, কেন আসিয়াছেন, এ সকল
প্রশ্নের একটাও সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল না।
রমণীর উত্তরেই বুঝিল, মুন্না দ্বাররুদ্ধ করিয়া
ইহাকে বিপন্ন করিয়াছে। কেবল বলিল—
“ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, ভৃত্যটা ফিরিয়া
আশুক।”

সময় বয়িয়া মুন্নাটা আলিঙ্গন একই বিলম্ব
করিতে লাগিল।

উপরে সঙ্করমাণ খণ্ডমেঘগুলির মধ্যে,
দীরগতিশীল চক্ৰমা, নিম্নে বৃহৎ বায়ুতে
আন্দোলিত ফুলভারাবনত পুষ্পলতা, তরু
অন্তরালে শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া
প্রজ্ঞাভাবিতা ঝিল্লী, চারিদিক বেড়িয়া কৌমুদী-
বসনা উল্লাসময়ী প্রকৃতি—মধ্যে চক্ৰ কিরণে
প্রতিফলিত মর্ম্মের বেদীর একপাশে দাঁড়াইয়া
একটা সুন্দর যুবক, আর একটা যুবতী।

বসনাবরণে তার রূত রূপটী না লুকান আছে।
উভয়েই নীরব, উভয়েই বিপদগ্রস্ত।

জানকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মর্ম্মবোধের
উপর বসিল, সদাশিব কি করিবে বুঝিতে না
পারিয়া পানচারণ আরম্ভ করিল।

‘তবুও মুন্না কিরিল না—সদাশিব আর
থাকিতে পারিল না, বলিল—“হতভাগাটা
করে কি ?”

জানকীও কথা কহিবার অবকাশ পাইল,
বলিল—“লোকে দেখিলে কি মনে করিবে ?”

সদা। আমিও তাই ভাবিতেছি। তবে
আমি ভূহা।

জানকী। কিন্তু আপনি ত ভূতানন,
আপনি কোন রাজপুত্র। কি জানি কেন,
ভূতের বেশ ধরিয়া আছেন।

সদাশিব বসিল রমণী তাহাদের কথা
শুনিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—“আপনি
কোথায় ছিলেন ?”

জানকী। ওই কুঙ্কমধ্যে।

কথামূলিতে যেন বীণার বঁহাষ উঠিতে-
ছিল। কুঙ্কমধ্যে!—সদাশিব ত তাহারই অতি
নিকটে বেদীক উপর নিদ্রিত ছিল। এই
পঞ্চম সংবাদিনী বাণীর স্রবণে, স্রবণে সদাশিবের
পার্শ্বে বসি একবার দাঁড়াইয়াছিল। একবার
বসি তার নিশ্বাস অতি কোমল স্পর্শে সদাশিবের
হৃদয়ে অতিদীর কম্পন তুলিয়া, বড় স্তব্ধের
যুগ্মে তাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

পরিক্রমণ করিতে করিতে সদাশিব একবার
দাঁড়াইল; এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়াছিল,
এখন একবার মাথাটা তুলিল।

সময়মে জানকী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল
“আপনি রূপ্ত, এক্ষণে বেদীতে উপবেশন
করুন।” অবগুষ্ঠনটা একটু সরিয়া গেল।

মুন্না যবক শিরিয়া উঠিল। সন্দর ছোট
মুখখানিতে কি দুইটা উজ্জ্বল ভাগব চকু! এত
সন্দর, যেন কনককমল মাঝে কাল ভূজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জনের সঙ্গে খেলা করিতেছে।

সদাশিব আবার মাথা হেঁট করিল, বলিল—
“আপনি বসিয়া থাকুন, আমি বেশ আছি।”
যবক কিন্তু বেশ ছিল না, তাহার বুক কাঁপিতে
ছিল, তাহার বসিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

জানকী দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা সদাশিব
বেদীর এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, জানকীকে
অগ্র প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল।

সন্দরী বসিয়া, একটু যত্ন হাসিয়া বলিতে
লাগিল—“আপনাদের সমস্ত কথা আমি
অনিচ্ছায় শুনিয়াছি। তবে ভূতটা কাণে
কাণে যা বলিল সেইটাই কেবল শুনিতে
পাই নাই।”

সদাশিব ও কথা তুলিতে নিষেধ করিল।
বলিল, “সে বসি ফিরিতেছে। আপনি শুনিয়া-
ছেন শুনিতে, বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। ও
কঠোর মুখের কাছে সৌন্দর্যের আদর নাই।”

জানকী বলিল—“মৃত্যুকেও আর ভয়
করি না।”

মুন্না কিরিল, দেখিল প্রভুর পার্শ্বে সন্দরী।

“তুমিই না ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিলে ?”

“ছিলাম।”

“কেন, প্রভুকে দেখিতে ?”

সদাশিব বলিল—“যদি দুয়ার বন্ধ করিয়া
থাক, তাহা হইলে আরার খুলিয়া, ইহাকে
বাতির ভিতরে রাখিয়া আঁস।”

মুন্না। মিছামিছি আমি বারবার প্রাচীর
ডিক্কাইতে পারি না।

জানকী। ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া
দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে ইচ্ছা অসম্পূর্ণ

থাকে কেন ? এখানেই আমাকে মারিয়া রাখিয়া যাও ।

মুন্না । কতবার মরিবে ?

সদা । এক মুন্না ? মর্যাদা রাখিয়া কথা কও । উনি আমার প্রভুপুত্রের সহধর্মিণী ।

জানকী চমকিয়া উঠিল—“আমি কি তবে পূর্বেই ইহার চোখে পড়িয়াছি !” স্তম্ভরী লজ্জায় আবার অবগুষ্ঠনে মুখ ঢাকিল । মুন্না বিরক্তির সহিত বলিল—“তবে এস আমার সঙ্গে ।”

একটা ঘনবিকম্পিত দীর্ঘশ্বাস সদাশিবের কাণের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল । মোহজাল টুটিল, কলকামিনী আবার আপনাকে দেখিতে পাইল । মানসিক যন্ত্রণার তাহার মর্শ্ব কাঁদিয়া উঠিল ।

উভয়ে অদৃশ্য হইলে সদাশিব, কাঁপিতে কাঁপিতে একবার ভগবানকে ডাকিল—“নারায়ণ ! আমাকে রক্ষা কর ।” মনটাকে সবলে নিরুদ্ধ করিয়া সেই বার বৎসর পূর্বের তুলসীর দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল । দেখিল, ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কুমারীর ব্রোভাতর-নির্মীলিত-চক্ষু—অর্থহীন, প্রেমহীন, দৃষ্টিহীনঃ। প্রাণের বাতনায় সদাশিব আর একবার ভগবানকে ডাকিল ।

“ভয় কি ?” পশ্চাৎ হইতে কোন্‌ ঘেন তাহাকে সাক্ষাৎ দিল ।

সদাশিব চকিতের ভ্রায় পশ্চাতে ফিরিয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া সংজ্ঞা হারাইল ।

মুন্না ফিরিয়া, তাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল,—“আজ প্রভুর এত ঘুম কোথা হইতে আসিল ?”

সদাশিবের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে । সুবক উঠিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—“মুন্না ! তুলসীর খবর কি ?”

মুন্না । দিদির সংবাদ আপনি বলিতে পারেন । সে ত এতক্ষণ আপনার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল ।

“সেকি ?”—বলিয়াই সদাশিব আশ্বাসবাণী-মুষ্টির অবেষণে জ্ঞানশূন্যের ভ্রায় ছুটিল ।

মুন্নাও ছুটিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কোমল করম্পর্শে সে ফিরিয়া চাহিল । দেখিল তুলসী ।—“এটা কি রকম হইল দিদি ?”

“মুন্না । আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয় ।”

“হুজুর যে তোমাকে খুঁজিতে চলিয়া গেল ।”

“তা হোক, তুই আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয় । শুধু রাণীকে বলিয়া আসিয়াছি । রাজা জানিলে লজ্জায় পড়িব ।”

“দেবী হইলে যে আমার কার্যের ক্ষতি হইবে ।”

“তা হোক—দোর খোলা । আমাকে এখান বাড়ী রাখিয়া আয় ।”

তুলসী আর কোন কথা না বলিয়া, মুন্নার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল । প্রতিবাদ করা নিষ্পল বন্ধিয়া, মুন্না প্রভুজ্ঞান সঙ্গী চলিল ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

পূর্বোক্ত ঘটনার দিবস অপরাহ্নে মুন্না আসিয়া রাজাকে ব্রাহ্মণের অবস্থার কথা জানাইয়াছিল । রাণী, নারায়ণী ও তুলসী একে একে সকলেই সে কথা শুনিল । রাণী অর্দ্ধমৃতের ভ্রায় আপনার ঘরে পড়িয়া রহিলেন । নারায়ণী পিতামহীর কাছে বসিয়া রহিল ।

তুলসী ভাবিল, আমি যেন তবে জীবনের শ্রেষ্ঠাধি স্বামীমুখ হইতে বঞ্চিত হই ? যে

জগৎ স্বামীর সহিত দেখা করিব না বলিয়া গুরুর কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহা ত নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে ! রাজার অবস্থার আর রহিল কি ?

তুলসী সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দেখিবার সঙ্কল্প করিল ! ভাবিল, মুন্না যখন আসিয়াছে, তখন এ শুভ অবকাশ পরিত্যাগ করিব না ।

কিন্তু মুন্না রাজার কাছে বাসিয়া চুপিচুপি কি কথা কহিতেছিল । সেসকল অবস্থার নিকটে বাওয়া উচিত হয় না । তুলসী অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল । কিন্তু কথা আর ফুরায় না । উভয়েই যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য । তুলসী সমুখ দিয়া কহবার বাতায়ত করিল, উভয়ে দেখিয়াও দেখিল না । যখন তাহাদের কথা শেষ হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে ।

মুন্না সেখানে সৰ্ব্বপ্রথম আসিয়াছে । তুলসী ভাবিল, ব্রাহ্মণের অবস্থার সঙ্গে রাজা তাহার পিতার সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন । তাই শেষ করিতে মুন্নার হাত বিব্রম । কথা শেষে মুন্না প্রভুবন্ধার নিকটে আসিল । রাজা তুলসীকে তাহার পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন । বলিলেন, “লোকটা সারাদিন উপবাসী, তাহার আহারের একটা ব্যবস্থা কর ।” আহারের ব্যবস্থা করিতে তুলসী মুন্না কে মনের কথা খুলিয়া বলিল । মুন্না তাহাকে সন্ধ্যাবেলায় কাছে লইয়া বাইতে স্বীকৃত হইল ।

দেবতাদর্শনের ছল করিয়া তুলসী রাণীর নিকট অল্পমতি গ্রহণ করিল ; এবং সেইরূপে রাণীকে দেখিতে মুন্নার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল ।

বার বৎসরের পর স্বামীদর্শন ! সেই পূর্ব-জন্মের স্বামীর মূর্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী তুলসী বার বৎসর তাঁর পূজা করিয়াছে । নন্দিলভ হটিবে কি ? গৃহের বাহিরে পা দিতেই তুলসীর মাথার কাছে টিকটিকি পড়িল ।

তুলসীর হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল । হৃদয়মধ্যস্থ মূর্তিটা যেন চলিয়া গেল । অন্তঃকণ্ঠ দিয়া তুলসী আর একবার মূর্তির পানে চাহিল— দেখিল মূর্তি নান ।

তথাপি তুলসী কিরিতে পারিল না । মনে মনে ভাবিল—কি জানি কি দেখিব । আমার এখন যা অবস্থা, রমণীর ইহা অপেক্ষা দুর্বলতা আর কি আছে ?

প্রথমে তুলসী মনে করিয়াছিল, স্বামীর সহিত দেখা হইলে, কত কথাই বলিবে । কিন্তু যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিল, যেন কথাগুলো মন হইতে একটি একটি করিয়া সরিয়া বাইতেছে ।

মুন্না তাহাকে নানা স্থান ঘুরাইয়া, সেই বাগানে আনিয়া উপস্থিত করিল । সেখানে একটা তরুকুঞ্জের আবরণের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিল—“এইখানে অপেক্ষা কর, আমি সন্ধান করিয়া আসি ।” মুন্না প্রস্থান করিলে, তুলসী অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল । ক্রমে তাহার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল ; মনে করিল, এমন সুন্দর বাগানটায় একটু বেড়াইতে ক্ষতি কি ? কিছুদূর বাইতেই তুলসী দেখিল, বেদীর উপর প্রহরীবেশী কে একজন ঘুমাইতেছে ।

ক্ষিপ্ৰগতিতে তুলসী আবার কুঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিল ।

মুন্না ফিরিয়া বলিল—“সন্ধান পাইলাম না ।”

তুলসী বলিল—“দেখ দেখি বেদীতে কে ঘুমাইতেছে ?”

মুন্না পোখিয়া ফিরিল—

“ঠিক দেখিয়াছ । তোমার স্বামীই ঘুমাইতেছে ।”

“তুমি ভ্রামসা করিতেছ ।”

“এই কি তামাসা করিবার সময় ?”

“এত পরিবর্তন !”

“তার আর আশ্চর্য্য কি ! সেই বার বৎসর

‘আগের চেহারা এখন কোথা পাইবে ?’

হৃদয়ের মূর্ত্তি যে ভাঙিয়া গেল ।”

“তাহাকে আর আশ্রয় রাখিবার প্রয়োজন ?”

“মুন্না, বার বৎসর বরিয়া বল্পনার রাজ্য হইতে কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার আনিয়া আমার হৃদয়ের সেই কিশোর মূর্ত্তিটাকে সাজাই-
রাছি । এখন দেখি, ভাঙ্গে বী ঢালিয়াছি । মনের
মত সাজাইয়াও তাহাকে ত এত সুন্দর করিতে
পারি নাই ।”

মুন্না মনে করিয়াছিল, সদাশিবের বর্জমান
রূপ বুঝি তুলসীর ভাল লাগে নাই ! সেইটাই
তার প্রার্থনীয় ছিল । আর সে জানিত, তাহার
পিতা শৈলজ্ঞানন্দ, সেই উদ্দেশ্যেই একমাত্র
নন্দিনীকে স্বামী-বিয়োগিনী রাখিয়াছিল । তাহার
বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মচারিণীর চক্ষে আর রূপের
আদর থাকিবে না । কিন্তু এখন দেখিল, প্রভুও
ভাঙ্গে বী ঢালিয়াছে । সে জিজ্ঞাসা করিল,
“এখন কি করিতে চাও ?”

“আমার স্বামীকে আমি পাঠিতে চাই ।
পাইলে সঙ্গে রাখিব, তোদের দেশে আর
পাঠাইব না । আমার সে বালকটাকে তোরা
এখানে পাঠাইয়া দিস ।”

তুলসী নিদ্রিত স্বামীকে দূর হইতে দেখিতে
দেখিতে, স্বপ্নের সংসারের একটা মনোরম চিত্র
আঁকিতে বসিল ।

মুন্না মনে করিল, ইহাদের মিলন তাহার
পক্ষে বড় সুবিধাজনক নয় । যেমন করিয়া হউক
ইহার হাত হইতে সদাশিবকে উদ্ধার করিয়া
লইতে যাঁহাতে হইবে । মিলনের আগে সদা-
শিবকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সে তুলসীকে

অশেষ অপেক্ষা করিতে অন্তরোধ করিল ।
বলিল—“আমি কিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্বামীর
সহিত দেখা করিও না ।”

মুন্না সদাশিবের নিদ্রার অবকাশে, আঁদ-
দেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল । তারপর যে
সমস্ত ঘটনা ঘটয়াছে, তাহা পূর্ব পরিচ্ছেদে
বিবৃত হইয়াছে ।

দ্বিজদার মনোরথ হৃদয়ে একবার মাত্র
উখিত হইয়াই মিলিয়া গেল । তুলসী জ্ঞানকীকে
দেখিল, স্বামীকে দেখিল । হুইতনে বেনীর উপরে
বসিয়া যখন কথাপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন
কাণ পাতিয়া তাহাদের কথাগুলো শুনিবার চেষ্টা
করিল । কিন্তু হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে,
তাহার শ্রোণের ভিতর একটা বিষম কোলাহল
উখিত হইল, তুলসী শুনিতে পাইল না ।

তুলসী তখন মনে মনে আপনাকে দিক্কার
দিল । “এতকাল পরে কেন মরিতে আমার
স্বামী দেখিতে সাধ হইল ? অদৃষ্টে যদি স্বামী-
সৌভাগ্যই থাকিবে, তবে এতকাল কি অপ-
রাধে বিধবার দশা ভোগ করিতেছি ?” রমণীকে
তাহার স্বামী-পার্শ্বগতা দেখিয়াও তুলসীর মনে
জীবা আসিল না ! কেন আসিল না ? যে পুরুষ
কিংবা যে রমণী দ্বাদশ বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত,
তিনি ভিন্ন আর কে এ প্রশ্নের পুস্ত্র দানে
সমর্থ ? সে কেবল বুঝিল, আঁচি পোক্ষিতা ।

তুলসী গৃহে কিরিবার অবসর স্বর্জিতছিল ।
এমন সময়ে দেখিল, মুন্না আসিয়া রমণীকে সঙ্গে
লইয়া চলিল । সুন্দরী মনে করিল, মুন্না বুঝি
তাহার সেখানে অবস্থিতির কথা সদাশিবকে
বলিয়াছে । কিন্তু সদাশিব ত লজ্জার কোনও
নিদর্শন দেখাইল না ।

“এ তবে কি দেখিলাম ?” ক্রমে যেন সমস্ত
ঘটনাটা তুলসীর স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল ।

আবার নিৰ্জ্জনতা ! সদাশিব এবার বিনীত ।
জ্যোতির্ভাষিত বেষীর উপরে, হাতের উপর ঈশ্বর
ভর দিয়া, সুন্দর দেহ একটু হেলাইয়া, তাঁদের
উপর নিবিষ্টচক্ৰ সদাশিব নিজের রূপেই যেন
সমস্ত বাগানটা আলো করিয়া বসিয়া আছে !

তুলসী ভাবিল, “এমন রত্ন—আমার বিধি-
দত্ত ধন, হাতে পাইয়া ছাড়িতে ঘাইব কেন ?”

সুন্দরী কুঞ্জসুতাল পরিভাগ করিল । দারো-
গার সম্মুখে অসুখারিণী রক্তবিশুকুরিতক্ষণা ভবানী,
নবোড়ার কম্পিত হৃদয় লইয়া, কম্পিত পদে দীপ্ত
দীপ্ত স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল । নিকটে
উপস্থিত হইতেই স্বামীর দীর্ঘশ্বাস, আর সেই
সঙ্গে আক্ষেপ কথাটাও তাহার কাণে পৌঁছিল ।

তুলসীর এবারে কোথ হইল ! তাহার
নিকট হইতে বার বৎসর বিচ্ছিন্ন—মহর্ষির জ্ঞান
স্বামীর মনে তাহার চিন্তাটা স্থান পাইল না,
আর এত অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী ক্ষণেকের অস্থ-
পস্থিতিতে অকৃতজ্ঞ স্বামীর হৃদয়ের সমস্ত
আবেগটা আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল !

উপহাসের চলে তুলসী স্বামীকে শুনিইবার
জ্ঞান মনে একরাশ কথার সঞ্চার করিল ; কিন্তু
অভয় বাণীটা ছাড়া সমস্ত কথাই তার কর্ণদেশে
সংলগ্ন হইয়া রহিল—বাহির হইল না ।

সদাশিব কথা শুনিয়া যখন ফিরিয়া দেখিল,
তখন তুলসী ক্ষোদিত মর্ম্মর মূর্ত্তির আয় নিশ্চল ।
সদাশিব যখন মুচ্ছিত হইল, তখন তুলসী বুঝিল,
স্বামীর পানদোষ পর্য্যাপ্ত ঘটিয়াছে । স্বামী
সম্ভাষণের যে যৎসামান্য আশাও সে হৃদয়ে
স্থান দিয়াছিল, তাহাকেও জলাঞ্জলি দিয়া সে সে
স্থান ভাগ করিল !

কার্য্যের সঙ্গে কার্য্যের একটা অবিচ্ছেদ্য
সম্বন্ধ নির্ণয়ের জ্ঞানশব্দজ্ঞানিক পুরুষাত্মকমেচেটা
করিয়া আসিতেছে ; কিন্তু প্রকৃতি তাহার চক্রে

ধুলি দিয়া, কখন, কোন স্থানে, কি ভাবে এক
একটা কার্য্য করে, যে শব্দচেষ্টার ও মানুষ তাহার
স্বত্রালুসন্ধানে সমর্থ হয় না ।

এই একটি সামান্য আকস্মিক ঘটনায় এক
অনীতিপর বুদ্ধের আজন্ম চেষ্টিত কার্য্য একদণ্ডে
নিষ্ফল হইয়া গেল । বীর শৈলজানন্দ সভা-
সভাই ‘শলুই’ হইল । কেমন করিয়া হইল, পরে
বলিতেছি ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

তুলসী প্রতি প্রভাতে খিড়কীর সেই উজান-
টাতে পুষ্পচয়ন করিত । সে দিন হৃদ্যোদয়ের
অনেক পূর্বেই সে বাগানে উপস্থিত হইল ।
উপস্থিত হইয়াই দেখিল, রাজা সেখানে একটা
অর্দ্ধভয় পুষ্পবাটিকাকে বেগুন করিয়া পানচারণ
করিতেছেন ।

দেখিয়া সুন্দরী হাতের সাজী ও আকর্ষ্য
ভূমিতে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল । রাজা
আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি
তুলসী ! দেব দর্শন হইল ?”

তুলসী বুকিল, রাজা সমস্তই জানিয়াছেন ।
তখন আর লজ্জার প্রয়োজন কি ? সম্মিত মুখে
সুবতী উত্তর করিল—

“হইয়াও হইল না ।”

“কেন ?

“দেবতার মাথা কালাপাহাড় ভাঙিয়া
দিয়াছে ।”

“আমার এ অনন্তপূরে এমন কালাপাহাড়
কোথা হইতে আসিল ?”

“সেটা মহারাজ যেরূপ জানিবেন, আমার
সেরূপ জানিবার সম্ভাবনা কই ।”

এই বলিয়া তুলসী ঘটনাটা যথাসম্ভব বিবৃত

করিল। শেষে জানকীকে নির্দেশ করিয়া বলিল—“সেই ছুড়ী আমার স্বামীকে মজাইয়াছে।”

“তাই যদি হয়, তাহাতে তোমার আক্ষেপ করিবার কি আছে? তুমি যে মা এক দীর্ঘযুগ তাগ শিক্ষা করিয়া, সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছ।”

তুলসী এবারে আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। বিশাল চক্ষু দু’টা অশ্রুজ্বালাদিত করিয়া বলিতে লাগিল—“মহারাজ! রূপণের ধন,—আছে এই আশ্বাসে জীবিত ছিলাম। অশ্রুজ্বালাদিত কতক্ষণ বাঁচিব?”

রাজা আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“ভয় নাই; তোমার কঠোর তপস্তা বাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সে সামগ্রী সহজে ডাকিনীর গ্রাসে ঘাইবার নয়। তুমি নিশ্চিত থাক; সে সামগ্রী এখনও তোমারই আছে।”

বিশ্বব্যবসারিত লোচনে তুলসী রাজার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। রাজা বলিতে লাগিলেন; “কিন্তু মা! ক্ষত্রিয়বন্দি তুমি ক্ষত্রিয়-সহধর্ম্মী—পাটরাজী। অত কোন ভাগ্যবতীকে তোমার স্বামী-সৌভাগ্যের বৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে রূপণতা করা তোমার ত উচিত নয়। স্বামীর উপর এ অবস্থা অভিমান তোমার শোভা পায় না।”

তুলসী রাজার পদপ্রান্তে লুটাইল; এবং বলিল—“মহারাজ! বড়ই দুঃস্থ করিয়াছি, কি করিব আদেশ করুন।”

রাজা। স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাই তোমার কর্তব্য।

তুলসী। কেমন করিয়া আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইব?

রাজা। “আমি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু মা—”রাজার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল।

তুলসী বুঝিল, অনন্তপুরগাত একটা ভুল্ল রমণীর সম্মুখে মর্ম্মহার উল্কাটন করিতে চলিয়াছেন। সে মর্ম্মে বৃষ্টি রাশি রাশি বেদনা সঞ্চিত আছে। না দেখাইলে উপশম নাই। কোমল সন্তান-মাথা দৃষ্টিতে রাজার মুখ পানে চাহিয়া তুলসী বলিল—

“মহারাজ! নারায়ণীতে আর আমাতে ভেদ স্তান করিতেছেন কেন?

রাজা। আমার অবস্থা ত সমস্তই শুনিয়াছ। আমার রাজ্য পর-হস্তগত; আমার সহচর, সহায়, গুরু কারাগারে। আমি জীব-মৃত হইয়াও তব গৃহবাসের স্তবভোগ করিতে ছিলাম—নারায়ণীকে লইয়া, তোমাকে পাইয়া, হৃৎথে স্থখ মিশাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম; কিন্তু তাও বৃষ্টি আর থাকে না!

তুলসী। কেন মহারাজ?

রাজা। আমাকে বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। আর যে আমি অধিক দিন তোমাদের কাছে থাকিতে পারিব, এমন ত বিশ্বাস করি না। তাই বলিতেছিলাম—

রাজা আবার নীরব। রূপ হইতে মনের কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। ইহাতেই তুলসী বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া লইল।

তুলসী। কতাকে বলিতে যে কুন্তিত হইতেছেন কেন? মহারাজ! আমরা রমণী, স্বভাবতঃই অভিমানিনী। ওরূপ সঙ্কোচ দেখিলে মনে হয়, এ অভিমানী আপনাব সন্তান-বাৎসল্যের বহু অংশ হইতে বঞ্চিত আছে।

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না! তুলসীর মস্তকে উচ্ছ্বাস-কম্পিত কব অর্পিত করিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন;—

“মা! তোমাকে কি বলিয়া আশীর্বাদ করিব জানি না। তুমি মথান পিতার কন্যা।

একটা দরিদ্র পরিবারকে রক্ষা করিতে আসিয়া, পিতার মহত্বের অমুখ্যায়ী কার্য্য করিয়াছ। এত তোমারই যোগ্য কথা। কিন্তু তুলসী! এ অভাগ্য পরিবারের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার উপকার করা মনুষ্যের অসাধ্য। তাই মা তোমাকে বলিতে কুন্তিত হইতেছিলাম। আমি তোমার কাছে, তোমার স্বামিটী ভিক্ষা করি।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—“নারায়ণীর জন্ত?”

নারায়ণীর জন্ত? রাজা চমকিয়া উঠিলেন। রাস্তাবিক তখন নারায়ণীর কথা তাঁহার মনেই ছিল না! নারায়ণীর নামে রাজার চক্ষে যেন বিষাদের একটা বিরাট ছবি জাগিয়া উঠিল। রাজা চমকিয়া একবার চাহিলেন; দেখিলেন, নারায়ণী আসিতেছে। নারায়ণী পাছে শুনিতে পায়, এই জন্ত অহুচ্চরে তুলসীকে বলিলেন—

“নারায়ণীর চিন্তা করিবার আমার অবসর নাই; আমি নিজের জন্ত চাহিতেছি।

“তাহা হইলেও ত একবার অভাগিনীর জন্ত চিন্তা করা কর্তব্য। অনূঢ়া সুন্দরী লইয়া হঠাৎক পথে পথে ঘুরিব?”

রাজা মনে মনে তুলসীর বুদ্ধির বহু প্রশংসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“এমন কি তোমার, তবে তুমি কেন মা একটা অপরিপূর্ণ রমণীর কাছে পরাস্ত হইয়া চলিয়া আসিলে?”

তুলসী মাথা হেঁট করিল। নারায়ণীর নিকটে আসিতে আসিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া, রাজা লিলেন—“সে তুমি যা ভাল বুঝ কর। কিন্তু তৎক্ষণের জন্ত? আমি বাসর জাগিবারও রক্ষা দিতে পারিব না।”

তুলসী। প্রয়োজন কি?

এদিক হইতে নারায়ণী আসিল; শুদিক হইতে মুন্না সদাশিবকে কোথা হইতে ধরিয়া তুলসীর কাছে আনিলেন,—

“এই লও মা তোমার সামগ্রী। উদ্ধানে উন্মাদের মত বিচরণ করিতে দেখিয়া আমি ইহাকে ধরিয়া বাধিয়াছিলাম। ইহার মুখেই সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি ইহাকে নিঃসঙ্কোচে পুনগ্রহণ কর।”

তুলসী স্বামীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইল।

সদা। মনেও যদি তোমার বিরুদ্ধে এত টুকু অপরাধ করিয়া থাকি, তুলসী তজ্জন্ত আমাকে ক্ষমা কর।

তুলসী। আর্থস্বত্বান মনের অপরাধকেও অপরাধ জ্ঞান করিয়া থাকে! মনের অপরাধেও আর্থরমণীর সতীত্ব আহত হয়। যে টুকু অপরাধ করিয়াছ, তাহাই যোগ্য শাস্তি গ্রহণ কর।” এই বলিয়া সুন্দরী এক হস্তে নারায়ণীকে ও অপর হস্তে স্বামীকে ধরিল। নারায়ণী অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল; কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তুলসী হাত ধরিতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—“হাত ধরিতেছ কেন?”

তুলসী। তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।

• নারায়ণী। কাকে?

তুলসী। আমার স্বামীকে।

নারায়ণী। কেন?

সদাশিবও স্বাক! তুলসী এ কি করিতেছে! সে বিস্ময়ে আবার রাজার মুখ চাহিল; “এক মহারাজ?”

রাজা কোনও উত্তর করিলেন না! গভীর চিন্তামগ্নের ভ্রায়, বাহি যুগলে বক্ষ আবদ্ধ করিয়া হেঁট মুণ্ডে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তুলসী কিছু অপ্রতিভ হইল। “তাহ’লে কি করিব মহারাজ?”

রাজা। কি করিলে ? আমি উত্তর দিতে অশক্ত ।

তুলসী। তবে আর হয় না। অবস্থা ত বৃথিতে পারিতেছেন।

মুন্না বলিল—“সেই ভাল, হাত ছাড়িয়া দাও। আমার সময় নষ্ট হইতেছে।”

তুলসী উভয়েরই হাত ছাড়িয়া দিল। এমন সময় কাছারী বাড়ীতে কামানের গভীর শব্দ উথিত হইল। সদাশিব বলিল—“বুঝি পিতা পুত্রে ঝিচি হইতে কিরিয়া আসিল। গুরুজীর কারাবাস হইয়াছে ; এ উজাস তারই জ্ঞাত।”

এক, দুই, তিন, কামানের উপর কামান গর্জিয়া উঠিল। মুন্না উত্তেজিত হইয়া বলিল—“অস্তায় করিয়া এ সময় নষ্ট কেন মহারাজ ? আর একটু বিলম্ব করিলে আত্মিকার মত কার্য্য নষ্ট। হরত চিরদিনের জগাই নষ্ট হইতে পারে।”

কামানের শব্দ শুনিয়া রাজাও ক্রোধে কাপিতে লাগিলেন ; তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। নারায়ণীকে সন্ধান করিয়া বলিলেন—

“নারায়ণী ! আমার কুল রক্ষার জন্ত, তুমি এই যুবাধুরকে পতিত্রে বরণ কর। এ অনুচর নাম খণ্ডন। স্বামীসঙ্গ যুথ, ভোগলালসা, ময়ূর্ত্তের জন্তও মনের ভিতর স্থান দিও না !”

নারায়ণী সদাশিবের মুখের পানে চাহিল ; সদাশিবও নারায়ণীর মুখপানে চাহিল। তুলসী আবার দুই হাতে দুজনের হাত ধরিল।

রাজা আবার বলিলেন—“আমি তোমার পিতামহ সাক্ষী, এই প্রভুভক্ত ভৃত্য সাক্ষী, আর স্বার্থত্যাগিনী এই সতীরমণী সাক্ষী—এই ত্রিসাক্ষী সম্মুখে আমি আজ তোমাকে এই যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ভগবান যদি

করিব। নহিলে এই খানেই বিবাহ সংস্থানের শেষ।”

তুলসী হাতে হাতে মিলাইল। “নারায়ণী ! আমার আমরণ সহচরী। এই আমাদের ঠাসর রক্তনী। তোমার মত আমিও আজ প্রথম স্বামী পাইলাম। এই তিন সাক্ষী, আর উপরে অন্তগমনে যুগ দেবতা চক্ষমা ! আর সাক্ষী তোমার প্রাণ। যদিই আমাদের পথে পথে ঘুরিতে হয়, তাহা হইলে আমরা জনাত দেবতাকে অরণ করিয়া সমস্ত বিপদকে তুলু জ্ঞান করিতে পারিব। শত্রু আজ অজ্ঞাতসারে আমাদের এ শুভ বিবাহের উৎসব করিতেছে।”

আবার মুহূর্ত্ত কামান গর্জিল। দশমীর চন্দ্র অন্তাচলে চলিয়া গেল। সকলে অন্ধকারে যে যার নির্দিষ্ট দেশে প্রস্থান করিল।

ইহারই অল্পক্ষণ পরে বায়রজের প্রাসাদ হইতে একটা মুহূর্ত্তকাল কামান গর্জনের সঙ্গে ত্রস্তভাবে গিশিয়া অনন্তপুর গগনে বিলীন হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

পরদিন শুক্লা একাদশী রাত্রি—হরিবাসর। কাশীপুরের নরনারী শ্রীনাথবল্লভের মন্দিরে ও সমুখস্থ জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রান্তরে অষ্টপ্রহরীয় হরিনামে উগাত। কাশীপুর গ্রাম এক নব-গ্রাণেঃঅশ্রুপ্রাপিত। রমণীগণ সুন্দর সুন্দর নব-বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, দেবতার নৈবেদ্য লইয়া, গ্রামের নানা স্থান হইতে মন্দিরে সমবেত হইতেছিল। বালক সকল হরিশ্বনিত্তে সুর মিশাইয়া কোলাহল করিতে করিতে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিতেছিল। চারিদিকে শ্রীমানের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা অবিরাম গতিতে গ্রাম হইতে

বিষাদবিন্দুটা পর্য্যন্ত মুছিয়া লইতেছিল । এমন সময়ে, যুগপৎ সহস্র কামানের ভীষণ প্রলয়-গর্জন সমস্ত দেশটাকে মুহূর্তের জন্ত যেন আশ্রয় বজায় ডুবাইয়া দিল । সমস্ত মন্দিরটার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল । শ্রীরাধা লুপ্ত-সংজ্ঞায় যেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চলিয়া পড়িলেন । শ্রীকৃষ্ণের হাতের মুরলী খসিয়া পড়িল : নৈবেদ্যের থাল স্বনবন শব্দে রমণীদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল । এক অল্পপক্ষ কোলাহল নিস্তর । কেহ মুচ্ছিত, কেহ তস্তিত । দেখিতে দেখিতে এক বিশাল খাসগোবী ধূমে সমস্ত প্রান্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । লোক সকল একটা অটনসর্গিক ভীষণ মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হইয়া, নিজ নিজ গৃহাভিমুখে পলায়নপর হইল । কীর্তিনিয়া খোল করতাল ফেলিয়া ছুটিল, শ্রোতৃবর্গ যে যার প্রাণ রক্ষার জন্ত বহির্গমনে বাগ্ধ হইল । তখন কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল, কেহ ভূমিতে পড়িয়া নিশ্চেবিত হইল । কেহ মুমূর্ষু, কেহ গতপ্রাণ । চীৎকারে, আর্তিনাদে, মুহূর্তমধ্যে দেবমন্দির ও তৎসমুখস্থ স্থান বিভীষিকাময় আশানের বিকট খলখল হাসি হাসিয়া নিস্তর হইয়া গেল ।

ঠিক সেই সময়ে তিনজন অশ্বারোহী বিদ্যৎ বেগে সেই প্রান্তর পার হইতেছিল । পার্শ্বস্থ ভীত বিপন্ন, ভূমিতলস্থ মুচ্ছিত, মৃতপ্রায়, গতপ্রায় কাহারও প্রতি তাহাদের লক্ষ্য ছিল না । উম্মাদের হ্রাস অথবা কবাঘাত করিতে করিতে তাহারা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল ।

সে তিনজন আর কেহ নহে—রাজা, মুন্সী ও সদাশিব । মুন্সী উভয়কে প্রভু শৈলজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত লইয়া যাইতেছিল । পথে আদিতে আসিতে সেই ভীষণ শব্দ তাহাদের কাণে গেল । কারণ নির্ধারণে অসমর্থ অথচ

দাক্ষিণ অন্তর্ভেদ আশঙ্কা করিয়া তাহারা শৈলজানন্দের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন ।

কিয়দূর অগ্রসর হইয়াই মুন্সী অশ্বের বেগ হ্রাস করিল । বায়ু তাড়নে ধূমরাশি অনেকটা অপসারিত হইয়াছে ।

সদা । একি মুন্সী ?

মুন্সী । আর মুন্সী । যা ভয় করিয়াছি তাই ।

এই স্থান হইতে ফিরিয়া চলুন ।

সদা । এত হতাশ হইতেছে কেন ?

মুন্সী । মায়ের মন্দির কই ?

সদাশিবও অশ্বারোহী সংযত করিয়া মুন্সীর কাছে ফিরিয়া আসিল । রাজাও মুন্সীর সঙ্গীপস্থ হইলেন । সদাশিব বলিল—“এখান হইতে দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া মন্দিরের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছে কেন ?”

মুন্সী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল—“আপনি বার বৎসর দেখেন নাই ; আমি এইস্থান হইতে তিন দিন পূর্বে দেখিয়া গিয়াছি ।”

রাজা বলিলেন—“তথাপি সন্দেহ ভঞ্জন করিতে ক্ষতি কি ?”

তিনজনে আবার অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু অশ্বের আর পূর্ববৎ গতি নাই ।

আরও কিয়দূর অগ্রসর হইয়া বাহা দেখিলেন, তাহাতে কিয়ৎকণের জন্ত কাহারও মুখে বাক্য-স্ফুর্তি হইল না । তাহারা দেখিলেন, শৈলজানন্দের অটালিকার চিহ্ন মাত্র নাই । প্রাচীর শত স্থানে ভগ্ন ; মায়ের মন্দির, শৈলজানন্দের গৃহ—সমস্তই স্তূপরাশিতে পরিণত ! ইষ্টকাদিতে পূর্ণ হইয়া পরিখার বহুস্থান জলশূন্য । সকলেই অশ্বপুটেই পরিখা পার হইলেন । সেখানে জন প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষ্য হইল না । এক অদম্য নিয়তির শাসনে সমস্ত স্থানটা গতকীর্ত্ত, অদম্য

যমভায়ণী জননীর স্তায় কেবলমাত্র যুত সন্তানের চক্ষে নীরবে শোকের উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতেছিল। কোথায় শৈলজানন্দ? কোথায় তাঁর মন্দিরাদিষ্ঠাত্রী অষ্টভূজা? তাহারা একবার মাত্র সেই ভগ্নস্তূপমধ্যে শৈলজানন্দ, তাঁহার স্ত্রী, আর তুলসীর “পুত্র” বিবেচনের সন্ধান করিল। কিন্তু কতকগুলো কামান ও বন্দুকের ভয়াংশ ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। ক্রমে সেখানে লোকসমাগম অহুমিত হইল। গ্রামবাসী এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া সেই ভীষণ শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে সেইদিকে দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে।

অধিকক্ষণ অবস্থান যুক্তিসূক্ত নয় বলিয়া, তাহারা ভগ্নমনে সে স্থান ত্যাগ করিল। বাইবার সমুদ্র মুগা কাঁদিয়া ফেলিল; আর সদাশিবকে সন্বেদন করিয়া বলিল,—“আজীবন প্রাণপণ সাধনায় প্রভুতে ও আমাতে যে শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলাম—সেই পঞ্চাশটা উৎকৃষ্ট কামান, বিশ হাজার বন্দুক, পর্ষত প্রমাণ বারুদ, রাশি রাশি অর্থ—সমস্তই আজ এক মুহূর্তে আপনার বালককে নষ্ট হইল। কাল অনন্তপুর হইতে যাত্রা করিলে আর এ সর্বনাশ ঘটিত না।”

সদাশিব কোন উত্তর করিল না। কেবল চলিতে চলিতে ভগ্নস্তূপের দিকে মুখ কিরাইয়া, একবার মাত্র চীৎকার করিল—“বিবেচন!” সদাশিব দেখিল, যেন একটা নবীর পুতুল বালক, মুহূর্তের জন্ত স্তূপরাশির উপরে দাঁড়াইয়া, অঙ্গুলি নির্দেশে কি যেন দেখাইয়া মিলিয়া গেল। সদাশিব ভাইটাকে কখন দেখে নাই। মুম্বার মুখেই ভাইয়ের অস্তিত্ব শুনিয়াছে। তথাপি আর একবার ডাকিল—“বিবেচন!” নিশ্চয় স্তূপরাশি একটা প্রতিকলনিও ফিরাইয়া দিল না।

নবম পরিচ্ছেদ ।

কামান, বন্দুক প্রভৃতি কোথায় কি আছে, শৈলজানন্দ কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। মুগা সে শুলা আছে জানিত, কিন্তু কোথায় আছে জানিত না। সে জানিবার জন্ত প্রভুর কাছে কখন আগ্রহ প্রকাশও করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, এক দিন না এক দিন সে সকল সামগ্রী ব্যবহারে আসিবে। ব্যবহার লইয়াই তাহার কথা; কোথায় আছে জানিবার জন্ত তাহার ব্যগ্রতা ছিল না। প্রভু শৈলজানন্দ একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, জামাতা সাদাশিব যোগ্য হইলে একদিন তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব। রতন রায় একদিন মাত্র সে সম্পত্তির কিয়দংশ দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন।

সদাশিব যখন বালক, তখন, যখন নিজে, কখন বা মুম্বার সাহায্যে তাহাকে সমরবিজ্ঞার রীতিমত শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার পর কস্তার সহিত বিবাহ দিয়াই তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্ত, হোপার্কিঁত অর্থে জীবিকানির্ভার করিতে আদেশ দিয়া, বিদেশে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। বলিয়াছিলেন, “যতদিন বিবাহে না বলিব, ততদিন কাশীপুরে পদার্থপণ করিও না।” কস্তাকেও, জামাতার যোগ্য সঙ্গিনী করিবার জন্ত, ব্রহ্মচারীবেশে স্বয়ম্ভূৎ বক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

এক যুগ অতীত হইল। জামাতার শক্তি-মত্তায় তাঁহার আর অবিবাহ রহিল না। কস্তাকেও শক্তিমতী বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। সহসা একদিনের অসম্ভবতায় তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি মুগাকে ডাকিয়া বলিলেন, “যত

শীঘ্র পারিস, সদাশিবকে লইয়া আই। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। যুত্বার পূর্বে তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি দেখাইয়া দিব।”

ভুত অবকাশ বুঝিয়া মুন্না অনন্তপরে ছুটিল। কিন্তু মুন্না কে পাঠিবার পর হইতেই শৈলজানন্দের অনন্তত্বতা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, সদাশিবের প্রত্যাশার জন্যে বিলম্ব সহ্য না; বুঝি তাহার আসিবার পূর্বেই মরিতে হয়। বৃদ্ধ দিনটা কোনও রকমে সদাশিবের প্রতীক্ষায় বাঁচন করিলেন। রাত্রির প্রথম গহরও অতি-বাহিত করিলেন; আর পারিলেন না। তখন বালক বিশেষরূপে ঘুম হইতে তুলিলেন। তুলসীর প্রস্থানের পর হইতে বালক শৈলজানন্দের কাছে থাকিত। সর্বদা সঙ্গে রাখিয়া, বৃদ্ধ এই মাতৃবিয়োগবিধুর বালককে সাহস দিতেন। শৈলজানন্দের গৃহিণীও বালকের প্রতি যত্নের অভাব ছিল না; কিন্তু বালক বৃদ্ধের কাছে থাকিতেই ভালবাসিত। শৈলজানন্দ-পত্নী, পূর্বগৃহের গৃহিণী, স্বামীর কার্যকলাপ বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিলেও কখন কোনও প্রতিবাদ করিতেন না; তাই তিনি জামাতা ও কন্যাকে বিদায় দিয়াও স্বামীর কোন মহত্বদেহ্য করনায় আনিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। শৈলজানন্দ বাহিরে কঠোর হইলেও সাংসারিক জীবনে কোমলভাষ্য ছিলেন। জীব তাহার উপর রাগ করিবার উপায় ছিল না। স্বামীর এক কয়দিনের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন; এবং গৃহকর্মের অবকাশে এক একবার আসিয়া তদ্ব্যবধান করিতেছিলেন। একবার আসিয়া তিনি দেখিলেন, গৃহ শূন্য। উৎকণ্ঠায় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, দুর্বল স্বামী এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত বস্ত্রিকা, অপর হস্তে বালকের হাত ধরিয়া অতিকষ্টে প্রাঙ্গণ পার

হইতেছেন। সোৎস্রুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোথা যাও?”

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া শৈলজানন্দ বলিলেন—“আ! পিছু ডাকিলে!” স্ত্রী কিন্তু এবারে স্বামীর বিরক্তি গ্রাহ্য করিলেন না। তাহার কার্যে প্রতিবাদ করিলেন। শৈলজানন্দ বলিলেন, “বালককে দেবতা দেখাইতে লইয়া চলিয়াছি।” গৃহিণী বলিলেন, “তবে আমিও সঙ্গে যাইব।” বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

অলক্ষণ পবেই মন্দিরের দার উপস্থিত হইল। মন্দির মধ্যে প্রবেশ হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই, সে ক্ষুদ্র দীপালোকে সমস্ত মন্দিরটা যেন সহসা জলিয়া উঠিল। অগণ্য অস্ত্র-প্রতিকলিত রশ্মিজালে, ক্ষুদ্র প্রভামণ্ডল মধ্যে-বর্ত্তিনী ভবানী যেন কঠোর কটাক্ষে জাগিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে শৈলজানন্দ-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—“একি?”

শৈলজানন্দ বালককে সন্ধান করিয়া বলিলেন—“বিশেষরূপে! দেখিতেছিস?”

বালক বিষয়ের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখাইল না, কেবল বলিল “দেখিতেছি।”

“কি দেখিতেছিস?”

“মা।”

“মা!” শৈলজানন্দ একবার চারিদিক চাহিলেন।

শৈলজানন্দ-পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—“মা কে? তুলসী?”

বালক উত্তর করিল,—“মা—আমার মা।”

শৈলজানন্দ মন্দির-গোলক-সংলগ্ন অস্ত্র-গুলি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আর এ গুলি?”

“না দশ হাতে আমাকে কোলে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।”

“এই সমস্ত ভোমার দাধা আসিলে দেখাইও।”

“দেখাইব।”

বৃত্তিকাহ্নস্ত শৈলজ্ঞানন্দ অগ্রসর হইলেন। উভয়ে সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে মন্দিরের ভিতর একটা স্থানে ভূমি সংলগ্ন একখণ্ড প্রস্তর ক্ষুদ্র বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া বলিলেন,—“বালক, পাথরটা উঠাইতে পারিস?”

অবলীলাক্রমে বিশ্বেশ্বর পাথরটাকে উঠাইল। বিস্মিত শৈলজ্ঞানন্দ বালকের মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—“বেশ!—ভাই আসিলে দেখাইবি?”

বালক ষাড় নাড়িয়া বলিল, “দেখাইব।”

একটা স্তূপস্থ বাহির হইল। সকলে স্তূপস্থ পথে প্রবিষ্ট হইলেন। মাটির নীচে একটা বিশাল গৃহ। সেই গৃহের এক পার্শ্বে স্তূপাকারে রক্ষিত টাকা ও মোহর। শৈলজ্ঞানন্দ বালককে বলিলেন,—“এই সমস্ত দেখিয়া রাখ, ভাই আসিলে দেখাইবি।”

বালক মাথা নাড়িয়া বলিল, “দেখাইব।” তখন এক এক করিয়া ভূগর্ভস্থ সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরকে দেখাইতে লাগিলেন। একটা একটা করিয়া পঞ্চাশটি কামান, হাজার গোলা—যুদ্ধের যতপ্রকার উপকরণ সমস্ত দেখাইয়া, তিনি বালককে বারুদের শুদামে লইয়া চলিলেন। অরাক হইয়া, স্বামীর এই অদ্ভুত কার্য দেখিতে দেখিতে শৈলজ্ঞানন্দ-পত্নী স্বামীর অসুগমন করিতেছিলেন। বারুদের ঘরে পৌছিয়াই দেখিলেন, স্বামীর শরীর কাঁপিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মাথা ঘুরিতেছিল। তথাপি তিনি দুর্বল পতনোন্মুখ স্বামীকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতে অস্বরোধ করিলেন। শৈলজ্ঞানন্দ বালককে আবার বলিলেন,—“দেখিতেছিস?”

বালক “মা! মা!” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হৃতিকা ঘরের শিক্তী রাখিয়া, বিশ্বেশ্বরের মা পরলোকগতা হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখে ব্যর্থব্যর্থ ‘মা’ কথা শুনিয়া শৈলজ্ঞানন্দ-পত্নী বলিয়া উঠিলেন—“কোথায় তোমার মা?”

বাগক অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইল। শৈলজ্ঞানন্দ-পত্নী লোলজিহ্বা করালী দেখিয়া মুছিত হইলেন। বৃদ্ধের কম্পিত হস্ত হইতে জলন্ত বৃত্তিকা মেঝের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বারুদ কণার উপর পতিত হইল। এক আকাশ-ভেদী শব্দে সমস্ত দেশটাকে কাঁপাইয়া এক প্রলয়-নিশাস তিনটা দীপ নিবাইয়া দিল।

দশম পরিচ্ছেদ ।

ইহার তিন দিন পরেই, ইংরাজী দশই মে তারিখে,—একদিনে—সমস্ত হিন্দুস্থান ব্যাপিয়া সিংগী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে লোমহর্ষণকর ব্যাপার ইতিহাসভিজ্ঞের অবদিত নাই। তাহারই একটা ফুলিছ ছোট নাগপুরে উড়িয়া পড়ে। রাজা বীরচন্দ্র এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। বিদ্রোহীরা রাঁচির ধনাগার লুণ্ঠন করে, জেল ভাঙিয়া কয়েদাদিগকে মুক্তি দেয়। ছোট নাগপুরের অধিবাসী সাহেবগণ কিছুদিনের জন্য প্রাণ লইয়া বিজ্ঞত কক্ষ। কিন্তু সাহেবদিগের মধ্যে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। স্বভঃপ্রবৃত্ত হইয়া কতকগুলি দেশীয় স্বয়ং গুহে লুকাইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করে।

জেল ভাঙিয়া, রাজা বীরচন্দ্র প্রথমেই রতনের অসুস্থকান করেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া বিফল বনোন্মুখ হইয়া ফিরিয়া যান। কর্তৃপক্ষ তৎপূর্বে তাহাকে আলিপুরের জেলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সদাশিব বুঝিয়াছিল, আনন্দদেবের গৃহও মাক্রান্ত হইবে। সেই পাণিছই যত অনিষ্টের ল। • রাজার হস্তে পতিত হইলে পিতা ও পুত্র, কেহই বাঁচিবে না বুঝিয়া, আক্রমণের পূর্বক্ষণেই তাহাদিগকে তুলসীর সাহায্যে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পিতা পুত্রের লাইয়া যায়; পলাইবার সময় নরাদমদিগের দ্বী সম্বন্ধে চিন্তা করিবারও অবকাশ ছিল না। কেবল সদাশিবের জ্ঞাত কেহই তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পায় নাই। তুলসী আনন্দদেবের দ্বী ও জননীকে আপনার আশ্রয়ে আনিয়া রক্ষা করে।

বিপন্ন সাহেবদিগের উদ্ধারার্থ সপ্তাহ মধ্যেই কলিকাতা হইতে ফৌজ আসিল। তাহাদিগের সহিত বিদ্রোহীদের বৃদ্ধ হইল। বিদ্রোহীরা প্রাণপণে যুদ্ধিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের কামান চল না। শুধু বন্দুক লইয়া কামানের মুখে কতক্ষণ যুঝিবে? অল্পক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীরা পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাজা আহত হইলেন; মুরা ও সদাশিব তাঁহাকে লইয়া অরণ্যে পলাইল।

বিদ্রোহ প্রশমনের পর বহু বিদ্রোহীর শাস্তি হইল। কাহারও ফাঁসি হইল; কেহ কেহ যাবজ্জীবন দীপান্তরিত, অবশিষ্ট বিবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরিয়া বীরচন্দ্রের সন্ধান করেন। আনন্দদেবও রাজাকে ধরাইবার অনেক চেষ্টা করেন, কিছুতেই কিছু হয় নাই। চারিদিকে ডিটেক্টিভ ছুটিয়াছিল, চারিদিকে ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল,—কিছুতেই কিছু হয় নাই। নাগপুরের কত বন আলোড়িত হইয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সন্ধান হয় নাই। অনেক দাড়ী পুড়িয়াছিল, অনেক জটা মুড়িয়াছিল,

অনেক লম্বানী গৃহস্থ হইয়াছিল। অনেক গৃহস্থ সংসার অনিত্য ভাবিয়া গৃহ-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বসিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সংবাদ মিলিল না।

প্রতিদিন রাঁচি সহরে দলে দলে কত বীর-চন্দ্র আসিতে লাগিল, কিন্তু নগরে আসিয়াই কেহ বালমুকুন্দ হইল, কেহ শনিচরোদা হইল, কেহ বা দুর্জয় সিং পাড়ে হইল,—কেহই বীর-চন্দ্র হইল না। ভয় পাইয়া কত বৃদ্ধ শ্রাদ্ধগুণ্ডন করিল, কেহবা চলে কলর্ণ লাগাইল।

অনেক করিয়াও বখান দেখিল, কিছু হইল না, তখন পুলীশ মরা বাঘের শেট চিরিয়া, অহি, অস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া অহুসন্ধানে দ্রুত দিল।

ক্রমে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল, রাজা পলাইয়া আসিয়া নিম্নের প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরের একটা চোর কুটরীতে লুকাইয়াছিলেন। সেই গৃহমধ্যে বহুকাল হইতে একটা প্রকাণ্ড সর্প বাস করিত। সেটা আশ্রয়দাতাকে বিপন্ন বুঝিয়া তাঁহার আপাদমস্তক উদরস্থ করিয়া, পুলীশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। কেহ বলিল, রাজা স্বর্ণযেথা পার হইতে জলশ্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবেশী গণ্ডমুখ দুঃখী সিং স্বর্ণযেথার জলে রাজার হাতের আংটি পাইয়া একদিনে ধনী হইয়াছে। কেহ কেহ বা রাজা ব্যাভ্রমুখে প্রাণ দিয়াছেন, এই কথা চতুর্দিকে প্রচারিত করিল। যে দাবটা রাজার যতপুষ্ট দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহার গায়ে একগাছিও রোম ছিল না। গাভ্রদাহে অস্থির হইয়া শাদ্দুলপ্রবর যত্ন-প্রতীকার প্রত্যাশায় আনন্দদেবের অন্নভোক্তা শৈত্রিক হিতকারী হুম্মান সিংএর ঘরের চারিধারে প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে কথায় কথায় রাজার মৃত্যু সাব্যস্ত হইল। তখন কাহারও গৃহে লোষ্ট্র প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কাহারও গৃহের সমস্ত রক্ষিত বস্তুকে কে খাইয়া যাইতে লাগিল। নিশাগমে রাজপ্রাসাদের সমুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে বুধীর মার কাণে একটা অনুনাসিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল; পার্শ্বতীর বৃকে একটা অস্বাভাবিক বায়ুবেগ অনুভূত হইয়াছিল। তাহাদের বড় সাহস, তাই তাহারা জীবন লইয়া বাগিতে ফিরিয়াছে। কেহ কেহ রাজার প্রেতায়া স্বচক্ষে না দেখিয়া নিশ্চিত হইল না। কিন্তু মুকুন্দের মা যখন বহুমূল্য বসনপরিহিত, ধাতুময় উজ্জ্বল-শোভিত রাজার মস্তিষ্ক প্রাণস্বল্প বস্তুকে উপর দেখিতে পাইল, তখন সকলে রাজার মৃত্যু স্থির করিল।

এ সংবাদে কিন্তু আনন্দদেবের মনস্তপ্তি

হইল না। সে মাঝে মাঝে যুগের ঘোরে বীর-চক্রের জীবিত মূর্তির বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। একদিন দেখিল, রাজা নিদারুণ পিপাসার্ত হইয়া, জানালার বাহিরে দাড়াইয়া, তাহার বক্ষ-বস্ত্র পানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর একদিন প্রভাতে সে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল, শাপিত ছুরিকা ঘরের মেঝেতে পড়িয়া আছে। প্রথম সে ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর বাটীর বাহিরে আসা ছাড়িল।

অল্প দিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাহাকে একটি মূল্যবান জায়গীর ও রাজা খেতাব প্রদান করিলেন। আনন্দদেব জায়গীরের উপস্থিত পুত্রপৌত্রাদিহনে ভোগদখল করিবার জন্য অনন্তপুরুষ জন্মের মত পরিচর্যা করিয়া, তন্মুখি প্রসাদপুত্র চলিয়া আসিলেন।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বীরচন্দ্রের লক্ষ্মী অনন্তপুর ত্যাগ করিয়া-
ন। স্বভাব-চাক্ষুসে এখন তিনি আনন্দদেবের
চুস্তা। অনন্তপুরে যেখানে যা দেখিতে ভাল
দ, উঠিয়া দিয়া, প্রসাদপুরের যেখানে যা
খিতে ভাল হয়, সেইখানে বসিয়াছে।

বীরচন্দ্রের সমুদায় সম্পত্তি রাজা বাজে-
গু করিয়া লইয়াছেন; এবং তাহার কিয়দংশ
আনন্দদেবকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।
অনন্তপুরের কাছারী বাড়ীটা ভূমিসং হইয়াছে,
বা তাহারই অধিকাংশ নালমশলা লইয়া
প্রসাদপুরে একটি রম্য প্রমোদভূমি রচিত
ইয়াছে। অনন্তপুরের সবই গিয়াছে, শুধু
জার প্রকাণ্ড প্রাসাদের একটু সামান্য অংশ
মাত্র অবশিষ্ট আছে। রাণী বাস করেন বলিয়া
আনন্দদেব সেই অংশ ভাঙ্গিয়া লইতে সাহস
 করেন নাই। রতনের কুটীরটাও ভাঙ্গা হয়
 নাই। আনন্দদেবের একান্ত ইচ্ছা ছিল, যেন
 তাহার চিরযাত্রাও অবশিষ্ট না থাকে—কারাবুক
 হইয়া ব্রাহ্মণ অনন্তপুরে ঠাই না পায়।

কিন্তু তাহার ইচ্ছামত কার্য্য হয় নাই।
বাহার বাহারা সেই ঘর থানি ভাঙ্গিতে গিয়াছে,
 তাহারাই একটা-না-একটা বাধা পাইয়া সে
 স্থান হইতে পলাইয়াছে। কেহ ঘরের দেয়ালে
 প্রথম যা দিতেই একটি অজগর সর্প দেখিয়াছে,

কেহ হস্ত আঘাত পাইয়াছে, কাগরও বা শিঙ-
 পীড়া হইয়াছে। এইরূপ দৈবী বাধায় বিপন্ন
 হইয়া কুলীরা কেহই আর ব্রাহ্মণের ঘর ভাঙ্গিতে
 সাহস করে নাই! কুসংস্কারাশ্রয় লোকেরা
 বন্ধিয়াছিল, ব্রাহ্মণের অল্পপস্থিতিতে কোন
 উপদেবতা তাহার গৃহ রক্ষা করিতেছে।

তবে মানুষে যে কার্য্য করিতে পারিল না,
 কাল অল্পদিনের মধ্যেই তাহা নিষ্পন্ন করিল।
 রতনের ঘর থানি আপনা আপনাই ভাঙ্গিয়া
 পড়িল, এবং চাষদিকে গাছ পালা জমিয়া,
 অল্পদিনের মধ্যেই রতনের ভদ্রাসন জঙ্গলে
 পরিণত হইল।

পাঠক জানেন, জুনিয়ার মা তাহার ভিতরে
 ছিল। কিন্তু দরিদ্রা বৃদ্ধার সংবাদ লইবার
 কাহারও একটা বড় প্রয়োজন ছিল না।
 সুতরাং সে যে কোথায় গেল, কি হইল, কেহ
 জানিত না।

রাণী সেই ভয় অটালিকার এক অংশে,
 নারায়ণী ও ভুলসীকে লইয়া অবস্থান করেন।
 তাঁহার নিজের মাতা কিছু স্বীপন আছে, তাহাতেই
 তিন জনের সংসার-যাত্রা নির্বাহ হয়। যাহা
 আছে, তাহা অতি সামান্য। কেননা বিদ্রোহ-
 দমনের অব্যবহিত পবে, যখন কর্তৃপক্ষের
 আদেশে, তাঁহার গৃহে বীরচন্দ্রের সকানে পুলিশ

প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার ঘরের কোন স্থান, কোন দ্রব্য সন্ধান করিতে বাকি রাখেন নাই। ঘর খুঁড়িয়াছিল, বাগ সিন্দুক পেটিকার ডালা তুলিয়াছিল; এমন কি ঘটা বাটীর ভিতরেও অঙ্গুলি প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছিল, যদি বীরচন্দ্র তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে। স্তবরাং রাণীর অবস্থা বুঝিতে বুদ্ধিমানের বড় বিলম্ব হইবে না। অবস্থার এতই হীনতা হইয়াছিল যে, রাণী পরিচর্য্যায় জন্ম একটা দাসী নিযুক্ত করিতেও ভরসা করেন নাই। তুলসী ও নারায়ণীই এখন গৃহের সকল কর্ম করে।

কর্তৃপক্ষ বীরচন্দ্রের সমস্তই লইয়াছিলেন। কেবল একটা মহামূল্য রত্নহারের সন্ধান পান নাই। সেই হারে সংলগ্ন ‘চিন্তামণি’ বলিয়া একটা অমূল্য হীরক ছিল। লোকে জানিত, সেটা নাগপুরের ‘কোহিনুর’।

আনন্দদেব সে হারের কথা জানিত। সে হারের উপর তাহার বিলক্ষণ লোভও ছিল। সে জানিত, সে হার গলায় না পরিতে পারিলে তঁহারি ভোগ স্বপ্ন সম্পূর্ণ হইল না। এক কথায় রাজা হওয়াই হইল না।

কিন্তু আপাততঃ সে সামগ্রীটা পাইতে সাহস করিল না। পাছে গোলামাল হইয়া পড়ে, পাছে কর্তৃপক্ষের গোচর হইলে, তাহার কার্য্য পণ্ড হয়, এই জন্ম দৈন্যসময়ের প্রতীক্ষায় রহিল। তাহার বিশ্বাস ছিল, হার রাণী কিংবা নারায়ণীর নিকট লুকান আছে।

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল। এই তিন বৎসরের মধ্যে অনন্তপুর এক-রূপ জনশূন্য। বাঁহাকে লইয়া লোকের বাস, সেই লক্ষ্মীই যখন অনন্তপুর ত্যাগ করিয়াছেন, তখন লোকজন সেখানে বাস করিয়া কি করিবে? বিশেষতঃ হাট বাজার দোকান পশার, ক্রমে

ক্রমে সমস্তই, কতক প্রসাদপুরে, কতক রাচিত্তে উঠিয়া গেল।

বাহার অনন্তপুরের মায়া সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না, পুলিশ তাহারিগকে তাড়াইল। মাঝে মাঝে তাহার বীরচন্দ্রের সন্ধানে অনন্তপুরে আসিত। আসিলে, এক আশ্বাস এর ওর তার ঘরটা খানাতল্লাসী না করিয়া যাইত না। চিলটা পড়িলে, কুটাটা অন্ততঃ না লইয়া ওড়ে না। পাঁচবাবের কুটা একবারের বোঝা। নিঃসম্বল হইবার ভয়ে, একটুই তিন করিয়া তাহার ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল। থাকিবার মধ্যে, গ্রাম-প্রান্তে দুই চারি ঘর কোল রহিল।

অল্পে অল্পে গ্রামখানি বনে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। এই নিরুজন দেশে, রহিল শুধু তিনটি মাত্র স্ত্রীলোক। রাজা কিংবা সদাশিবের, এট তিন বৎসরের মধ্যে কোনও সংবাদ মিলে নাই। তাহাদের উপদেশে মাঝে মাঝে কাঁদিয়াই রাণী নিশ্চিন্ত। তাহাদের দেখিবার আশাও নাই, দেখিতে সাহসও নাই।

আনন্দমণী তুলসী এখন মাঝে মাঝে হির-মান। থাকে থাকে চক্ষে জল আসে। মাঝে মাঝে ভাবে—‘বাপের বাড়ী ছিল। ছেলেকে পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিয়া করিলাম কি? ইহাদের কি উপকারে আসি-লাম? শুধু গুলগ্রহ হইয়া, আজীবন কি কাঁদি-য়াই ইহাদের উপকার করিব?’

থাকে থাকে বিবেচনের জন্ম প্রাণটা আকুল হইয়া উঠে। জন্মাবধি বার বৎসর পর্য্যন্ত সে বালক তুলসী ভিন্ন কাহাকেও চিনিত না। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া সে, অপরিচিতের হাতে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছে। এ তিন বৎসরের মধ্যে তুলসী তাহার কোনও সংবাদ পায় নাই।

স নিদাক্ষণ সংবাদ, মুদ্রা কি-বা সন্দেশ, গাহকে শুনাইতে সাহস করে নাই। শুনাই-
বার সময়ই বা কোথায় ছিল ?

বিশেষত্বের সংবাদ পাইবার জন্ত, তুলসীর
প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া লালায়িত হইয়া উঠিত।

তারপর, বথার্থ বুঝিতে গেলে, তুলসী
দীর্ঘকাল কেবল একটা মুহূর্তের জন্ত স্বামীসুখ
বঞ্ছাগ করিয়াছে। স্বামীকে অভিসারিকা
ইচ্ছা ধরিতে হইয়াছে। প্রথম মিলনাশায়
কম্পিত হৃদয়ে সুন্দরী যে রাত্রি অভিসারিকা,
সেই রাত্রিতেই মানিনী, কলহাস্তবিতা, ভাব
সম্মিলিত। তারপর রাত্রি শেষে দান। শত
চন্দ্রালোকে উজ্জলিত সে রজনী তুলসীর চক্ষে
এখনও সমভাবে ভাসিয়া আছে। তুলসী তিন
বৎসর স্বামীর প্রীতিকা্য বহিল, স্বামী বুঝি আর
আসিল না !

সর্বশেষে অন্ততাপ। তুলসী এখন প্রতি-
দিন শ্রুতিক্ষণ ভাবিত—“ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া,
বাজার অনিচ্ছায়, স্বামীর অনিচ্ছায়, নারায়ণীর
অনিচ্ছায়, নিজের জেদ যেন বজায় রাখিতে
সরল। বালিকার আমি কি সর্বনাশ করলাম।
জোর করিয়া একটা কুমারীকে বৈধবা কিনিয়া
দিলাম।” অথচ বিবাহ শাস্ত্রমতে সম্পন্ন হইল
না। নারায়ণীর কাছে স্বামীর কথা তুলিতেও
সে সাহস করিত না। নারায়ণীও কোন দিন
সন্দেশ সন্ধে মনোভাব তাহার কাছে প্রকাশ
করে নাই। বুঝি নারায়ণী কতই অসন্তুষ্ট।

তার মনোভাব বুঝিতে তুলসীর একান্ত
ইচ্ছা। নারায়ণীকে অসন্তুষ্ট বুঝিতে পারিলে,
সে নিজে ঘটকালী করিয়া, তাহাকে অল্প
কোন সুযোগ্য পাঁজ্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

তুলসী কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও
কথা পাড়বার সুযোগ পাইল না।

এ বাৎ কৌল কৌলিন্দের সাহায্যে রাণী
হাট বাজার করাইয়া আনিতেছিলেন। একবার
তিন দিনব্যাপী দুর্ঘোষ হইল। সে সময়
কোলেবাও রাণীর কাছে আসিতে পারিল না।
রাণীও তাহাদের কাছে বাইতে পারিলেন না।
তখন তিন জনের একজন ভাষায্যের চেষ্টায় না-
বাহির হইলে, সকলকেই অনশনে থাকিতে হইবে।

তুলসী এইবারে রাণীকে বুঝাইবার সুযোগ
পাইল। রাণীকে এক সময় একাকিনী দেখিয়া
তাঁহার কাছে হাটে বাইবার অনুমতি চাহিল।
রাণী প্রথমে কথটা কাণেই তুলিলেন না।

তুলসী বলিল—মা এখন আমরা ভিখারিণী।
অন্তর্যাম্পাশ হইয়া থাকিলে ত, আর আমাদের
চলিবে না।

রাণী। তুমি বাজার নন্দিনী! পরের
জন্ত ভিখারিণী সাজিয়াছ।

তুলসী। যার জন্তইহি সাজি, এরূপ অবস্থায়
আর ত আমাদের দিন চলিবে না। এখানে
থাকিতে হইলে, হাট বাজারে বাইতেই হইবে।

রাণীও এখানে না থাকিলে, কোথায় যাইব ?
তিনকূলে আমার কেহই নাই। আর যদি বা কেহ
থাকে, ত তার গলগ্রহ হইতে আমার ইচ্ছা নাই।

তুলসী। মেয়েকে পর ভাব কেন মা ?
আমার পিতার ঘণ্টে সম্পত্তি, আমিই তাঁর
একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। মেয়ের ঘরে চল
না কেন ?

রাণী। তোমার ঘরে বাইতে আমার
কোনও আপত্তি নাই। তবে যে ক’টা দিন
আমি আছি, বা এই ঘর কখনো না ভূমিসাৎ
হইতেছে, সেই কয়টা দিন যতদূর গৃহে সন্ধ্যা
দিতে আমি এখানেই বাস করিব। তোমার
ইচ্ছা হয়, নারায়ণীকে লইয়া তোমার বাপের
বাড়ী চলিয়া যাও। তোমরা আর এখানে

থাক, আমারও ঠিকানা নয়। এ নির্জন দেশে
বিশদে পড়িলে, তোমাদের কে রক্ষা করিবে ?

“তবেই আমাদের যাওয়া হইল। আমি
এখন হাটে চলিলাম।” এই বলিয়া রাণীর
উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তুলসী বাহিরে
চলিল। বাটার বাহির হইবে, এমন সময়ে
নারায়ণী আসিয়া তাহাকে বলিল,—“দিদি।
তোমার বাপের বাড়ী হইতে কে লোক আসিয়া,
তোমার সন্ধান করিতেছে।”

সংবাদে তুলসীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। অতি
ঔৎসুক্যে অধীর হইয়া তুলসী জিজ্ঞাসিল—
“কোথায় ভগিনী ?”

নারায়ণী রতন রায়ের ভ্রম কুটীর নির্দেশ
করিয়া দেখাইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

তুলসী কুটীরের কাছে গিয়া দেখিল, সদা
শিবী প্রথমে সে মনে করিল, স্বপ্ন। কিন্তু
সদাশিব যখন জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন আছ ?”
অমনি তুলসী ছুটিয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া
ধরিল। মন তার লজ্জার বান্দন মানিল না।
গলা ধরিয়া, সদাশিবের বকে মুখ লুকাইয়া, সে
আকুল হইয়া কাঁদিল। কিছুক্ষণ কথা কহিতে
পারিল না।

সদাশিব পত্নীকে প্রকৃতিস্থ হইতে অহুরোধ
করিল। তুলসী অহুরোধ মানিল না। বলিল
“বার বৎসরের পর একদিন দেখিয়াছি। কিন্তু
নিজের দোবে-স্বথ উপভোগ করিতে পারি নাই,
তার পর আবার তিন বৎসর। এদিন কি আর
আসিবে ? স্তবধায় এই পোনেন্দো বৎসরের
সম্মিত প্রাণের জালা জুড়াইয়া লই।

সদাশিব প্রথমে প্রকৃতিস্থ ছিল। কিন্তু
আর থাকিতে পারিল না। তাহার হৃদয় উৎ-
লিয়া বজ্রা আসিল, তুলসীর গণ্ড ভাসাইয়া দিল।
তুলসী এইবার মাথা তুলিল, স্বামীর মুখ
দেখিল, বলিল, “আর কাঁদিব না।”

সদা। পোনেন্দো বৎসর চলিয়া গিয়াছে।
যে গিয়াছে, তার আর মূল্য কি ? কিন্তু তুলসী
এমন স্তবধায় দিন কর জনের আসে ? স্তবধায়
রোদন ব্যথ, এইরূপ একটা অমূল্য দিন নান
করিবার জুড়ই বৃথা বিধাতা আমাদের পৃথক
করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তুলসী। আমার আর জুথ নাহি।

সদা। আমারও নাই। এমন দিনটা না
পাইলে, বৃথা চিরদিন জুথ থাকিয়া যাইত।

তুলসী। কিন্তু এই তিন বৎসরের ভিতরে
কি একদিনও আসিবার সুযোগ পাও নাই ?

সদা। যখন আসিতে পারি নাই, তখনই
বৃথিতে পারিতেছি। এই তিন বৎসর আমাদের
সন্ধান পুলাশ বন আলোড়ন করিয়াছে। যে
রাজাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে বহুমূল্য
পূরকার পাইবে। ইহার উপর আবার আনন্দ-
দেবের দান। বয় জন সে প্রলোভন ত্যাগ
করিতে পারে ? শত্রু মিত্র সবাই এখন
রাজাকে ধরাইয়া দিবার জন্ত ব্যস্ত।

তুলসী। তাহলে তোমার আর থাকিবার
প্রয়োজন নাই ? আমি তোমায় দেখিয়াছি !
ইহার অধিক স্তব আমি আর ভগবানের কাছে
প্রার্থনা করি না। তুমি কিহিয়া যাও।

সদা। আজ এ জুথোণে কেহ আসিবে
না, ভয় নাই।

তুলসী। কোথায় আছ ?

সদা। কেন, সেখানে যাইতে কি সাধ
হয় ?

তুলসী লজ্জিত হইল। স্বামী তাহার কথা বুঝিতে পারিয়াছে। বলিল—আমার না হয় সে তীর্থে যাইবার অধিকার নাই। কিন্তু আমার যে একটি সতীন আছে। সেটা যে অনাচারে নন্দন কুশুম। দেবতার আশ্রয় ব্যতীত তার থাকিবার যোগ্য স্থান কোথায় ?

সদা। তুলসী, কাজ বড়ই গঠিত হইয়াছে।

তুলসী। তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু উপায় ?

সদা। উপায়—নারায়ণীকে বুঝাইয়া বিবাহে প্রবৃত্ত করাও।

তুলসী। তাকি হয় ?

সদা। বুঝিয়া দেখ। কেন তাহাকে চির-জীবন হুঃখিনী করিয়া রাখিবে ? আমি জানি, আমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয় নাই। তুমিও জান, হয়নাই ?

তুলসী। কিন্তু নারায়ণী কি এ কথা স্বীকার করিবে ? ক্ষত্রিয়-নন্দিনীর গার্হর্য্য বিবাহে তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।

সদা। সেখানে যুবক যুবতীর প্রেমের আদান প্রদান। পরস্পরের হৃদয় লইয়া থেকা। এখানে তার কি হইয়াছে তুলসী ? জ্ঞানহীন, দৃষ্টিহীন বালিকা পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া, এক দৃষ্টিহীন অপরিচিতের হাতে হাত দিয়াছে। কোন শাস্ত্রে ইহাকে বিবাহ বলে না। নারায়ণী আমাকে একটু পূর্বে দেখিয়াছে ; কিন্তু চিনিতে পারে নাই। ইহাতেই বুঝ, আমি তার স্বদেশ স্থান পাই নাই।

তুলসী। ভাল বুঝাইব। রাজার খবর কি ?

সদা। বাঁচিয়া আছেন। শুধু তাঁহার জন্তই আসিতে পারি না। নহিলে, বন্দী হইবার ভয়, আমাকে তোমার নিকট আসিতে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। তুলসী ! তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া, আমি তোমার দেবতা পিতার আদেশ, পালন করিতেছি।

তুলসী। আমার পিতার সংবাদ কিছু জান ? সদাশিবের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল—“সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না। তবে এই কথা বলিতে পারি তোমার পিতা অমর। তাঁর নশ্বর দেহ যদিই বা মাতীতে মিশায়, তাহাতে তাঁর জীবনের প্রভাব কখনও ক্ষুণ্ণ হইবে না।”

অদূরে একটি শব্দ হইল। সদাশিব চমকিয়া বলিল—“আর নয় চলিলাম। তবে এই সামগ্রীটা নারায়ণীকে দিও। আর বলিও, যখন সে ইহাকে রাখিতে অশক্ত বোধ করিবে, তখন যেন সে সুবর্ণরেখায় নিক্ষেপ করে। ইহা যেন কিছুতেই আনন্দদেব কিংবা সাহেবের হাতে না যায়।”

এই বলিয়া সদাশিব বস্ত্রভাঙ্গুর হইতে সেই মহামূল্য রত্নহার বাহির করিয়া দিল।

মৃগনাজে তুলসী সেই জ্যোতির্ময় কণ্ঠহারের প্রতি কিরংক্ষণ চাহিয়া রহিল।

সদাশিব বলিল—“দেখিতে হয়, নিঃক্ষেপে দেখিও। যতক্ষণ না ইহাকে কোনও মনোমত স্থানে লুকাইতে পার, ততক্ষণ আপনাকে নিরাপদ মনে করিও না।”

তুলসী অতি যত্নে হার গাছটা অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—“শুভক্ষণে হাটে যাইবার জন্ত বাতীর বাহির হইয়াছিলাম। বেসাতি হইল ভাল।”

সদা। তোমাকে কি হাটে যাইতে হয় ?

তুলসী। এতদিন হয় নাই, বৃষ্টি আজ হইল। নহিলে, এতকাল পরে, ঘরে তুমি অতিথি—পর্য্যচর্যা করিতে পারিলাম না বলিয়া জীবনের একটা খেদ রহিয়া গেল—সেই তোমাকে অমনি অমনি ছাড়িয়া দিতেছি ! আজ হাটে না যাইলে, কাল সকলকে অন্যহারে থাকিতে হইবে।

সদা । রাণীর এমন অবস্থা হইয়াছে ?

তুলসী । বোধ হয় কিছুকাল পরে, আমাদের ভিকার বাড়ি হুটে হইবে ।

সদা । রাজা জানিহেন, রাণীর যথেষ্ট অর্থ আছে । তাই জানিয়াই আমরা নিশ্চিন্ত আছি ।

তুলসী । কিছু নাই । অর্থই শাস্তি স্ত্রের অন্তরায় বলিয়া, শাস্তিগ্রহণের বৃদ্ধা শোকান্তি রমণীর কাছে, সে অশাস্তির জলন্ত শূলিঙ্গুলা রাখিতে সাহস করে নাই । দয়া করিয়া নিজেরা লইয়া গিয়াছে ।

শুনিয়া সদাশিবের চকু আরক্ত হইয়া উঠিল ; ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—“মানুষ যে এত নীচ হইতে পারে, তাহা জানিতাম না তুলসী ! অবস্থাভেদে দস্যুরও ত দয়া হয় !”

সদাশিব ক্রোধে নিস্তব্ধ হইল । ক্রোধে কি যেন চিন্তা করিল । তুলসীও নীরবে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল ! একপাশে পবিত্র ক্রোধে স্তম্ভিত মুখে কি স্তম্ভিত বর্ণ বৈচিত্র্য হয়, তাই সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল ।

ভাবিয়া বসি সদাশিব কিছুই স্থির করিতে পারিল না । তাই সন্ততর পাইবার প্রত্যাশায়, তুলসীকে জিজ্ঞাসিল—“কি করি তুলসী ?”

তুলসী । তাগী সম্রাসীর এত ক্রোধ ভাল দেখায় না ।

সদা । আমি দস্যুতায় প্রবৃত্ত হইব ইচ্ছা করিতেছিলাম ।

তুলসী । ও কথা কি তোমার মখে আনিতে আছে ?

সদা । যার কাছে নীতিশিক্ষা করিয়াছি, আমার সে গুরুদেবেরও বসি একপাশে অবস্থায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল । ঠাক সে কথা । অবস্থা যদি একপাই হয়, তখন এ মহামূল্য সামগ্রী রক্ষা করিবে বিক্রমে ?

তুলসী । আমরাই অস্ত্র ধরিব । যদি মরিতে হয়, ত বীরে বীরে শুকাইয়া মরিব কেন ?

বতনের কুটার প্রাচীরের কতকগুলি ইষ্টক যেন অপসারিত হইয়া গেল । তুলসী সেইদিকে সমুদ্রে নিরীক্ষণ করিল । কিছু বসিতে পারিল না । তথাপি স্বামীকে সাবধান করিল । বলিল—“আর নয় ।”

সদা । মুম্বাকে পাঠাইয়া দিই । সেই তোমার হইয়া জাটে যাইবে ।

তুলসী । তাহাকে আবার বিপদে ফেলিবে কেন ?

সদাশিব একট হাসিয়া বলিল—“তুলসী ! আমরা কোথায় আছি তা জান ?

তুলসী । তা জানি । যে ঘরে তোমরা বাস কর, তার উপরে বজ্রের আচ্ছাদন ।

সদা । তবে আর বিপদের কথা তুলিতেছ কেন ?

তুলসী । কোনও বকমে পিতাকে আমরা সংবাদ দিবার চেষ্টা কর না কেন ?”

সদাশিবের মুখ গম্ভীর হইল । বলিল—“বাঁদুয়ার তাঁর কথা তুলিতেছে কেন ?

তুলসী । একটা বার বিশেষভাবে কথা তুলিব ?

সদা । বিশেষের ?—তুলসী । বড় আগ্রহে তাগকে ডাকিয়াছিলাম । তাই একটা বার মাত্র সে আমায় দেখা দিয়াছিল । তারপর—

সদাশিবের হৃদয়ের উত্তরে জ্বলিত হইয়া তুলসী অতি আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—“তারপর ?”

সদাশিব বলিল—“বসি আমায় চিনিলাম না—আমায় ভাল লাগিল না—তাই বিশেষর চলিয়া গেল ।”

তুলসী ভূমিতে পড়িতেছিল। সদাশিব পরিয়া ফেলিল। বলিল—“কি কর তুলসী !

বহুকষ্টে সে হৃদয়-আবেগ দমিত করিয়া তুলসী বলিল,—“নারায়ণীকে কি বলিব ?”

সদা। পূর্বেই ত বলিয়াছি। এই মহামূল্য মণিহার নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিও। এ রত্ন রাজার গৃহেও হুজুপা।

তুলসী। রাজার কি মত আছে ?

সদা। তাঁহার অনুমতি লইয়াছি। তাঁহার আদেশেই আসিতেছি।

তুলসী। রাজার অবস্থা জানিবার ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছা ছিল, এক আশ্রয় দিন তাঁহাকে দেখিয়া আসি। কিন্তু জানিহেতু সাহস হয় না। আমরা রমণী। কি জানি কোন দিন অসাবধানে রত্ন প্রকাশ করিয়া সর্বনাশ করিয়া বসিব !

সদা। পারি যদি একদিন লইয়া যাইব। যেখানে আছি, তাহার পাশ দিরা সমস্ত সিপাহী কতবার যাতায়াত করিয়াছে। তথাপি সে স্থানের সন্ধান পায় নাই। দস্তাবেজ করিবার সময় মুন্না সেইস্থানে বাস করিত। সে স্থান সন্ধানে বাহির করিতে পারে, এমন লোক এদেশে নাই। আমি আর মুন্না রাজাকে যথাসম্ভব স্তখে রাখিয়াছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

তুলসী। বলিতে পারি না, পার ত এক একবার দেখা দিও।

যেন অশ্বেষ পদ-শব্দ উভয়ের কাণে গেল। ইঙ্গিতে সদাশিব তুলসীর কাছে বিদায় লইল; এবং চক্ষের নিমেষে স্থান ত্যাগ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

তুলসী একপ্রকার চারিদিক দেখিয়া আসিল; কিন্তু কাহাকেও কোথাও দেখিল না। তখন শ্রুতিভ্রম স্থির করিয়া অল্পসন্ধানে কান্তু দিল।

যবে ফিরিলে, নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল—
“দেখা হইল ?”

তুলসী। হইয়াছে।

নারায়ণী। আমি প্রথমটা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই। মনে হইল, যেন কোথায় দেখিয়াছি। চলিয়া আসিলে মনে পড়িল।

তুলসী। তবে কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?

নারায়ণী। দেখিয়াছি। দেখিয়াছি দুই দিন। একদিন দাদাকে বিপর দেখিয়া তাহার কাছে গিয়াছিলাম। সেই দিন উনি আমাকে বাড়ীতে রাখিবাব জ্ঞান দকে আসেন ?

তুলসী। আর একদিন ?

নারায়ণী মুহু হাসিয়া বলিল—“তুমি ত জান ? সে দিন তুমিই দেখা কহাইয়া দিয়াছিলে।”

তুলসী ভগবানের কাছে নারায়ণীর বিশ্বাসি কামনা করিতেছিল। এখন বুঝিল, ভগবান তাহার কামনা পূর্ণ করিলেন না। সুতরাং নারায়ণীর মন বুঝিবার তার বিশেষ প্রয়োজন হইল। কিঞ্চৎ কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিল—

“মনে করিয়াছিলাম যা’, তা’ত আর ঘটিল না।”

নারায়ণী। কি মনে করিয়াছিলে ?

তুলসী। সতীন করিয়া নিত্য তোমার হৃদয়ে কলহ করিব।

নারায়ণী। এখন আমি তবে তোমার কি ?

তুলসী। এখন তুমি আমার সচোদরা।

নারায়ণী। তাহাতে সতিনীর কলহে বাধা কি ?

তুলসী। তুমি ত আর হইতে পাইলে না।

ভগবান তা আর হইতে দিল কই।

নারায়ণী। তবে তুমি হাতে হাতে দেওয়াইলে কেন ?

তুলসী । কেন, এইত একটু আগে বলিলাম । সতিনী করিষ স্থির করিয়াছিলমি । কিন্তু তোমার ত আর বিবাহ দিতে পারিলাম না ।

নারায়ণী । তাহ'লে আমার বিবাহ হয় নাই ?

তুলসী । কই আর হইল ।

নারায়ণী । তবে তোমরা তিনজন কিসের সাক্ষী হইয়াছিলে ?

নারায়ণীর উত্তরে তুলসী প্রথমে একটু অপ্রতিভ হইল । তথাপি বলিল—“ভগিনী সে দিনের কথা ভুলিয়া যাও ।”

নারায়ণী । তোমরা না হয় ভুলিতে পার, মহারাজ ভুলিবেন কেন ?

তুলসী । মহারাজের অনুমতি লইয়াছি, আমি আমাকে বলিতে আসিয়াছিলেন । মহারাজ তোমার ভাবী বিবাহের বৌতুক স্বরূপ এই মনিময় কর্ণভূষণ আমার স্বামীর হাতে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন ।

নারায়ণী । ভাল, এই তিন সাক্ষীর হাত হইবেই না হয় নিস্তার পাইলাম । কিন্তু উপরের যে চন্দ্র সাক্ষী—তাহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ? সে যখন প্রতি পূর্ণিমার আশাকে দেখিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসিবে ?

তুলসী । কেন, অকারণ বৈধবা ভোগ করিবি নারায়ণী ?

নারায়ণী । তোমার সৌভাগ্যের অংশ যে রমণী একবার পাইয়াছে, সে কখন কি জীবনে তাহা ভাগ করিতে পারে ? দিদি ! ও পাপ কথা আর মুখে আনিও না । উহাতে তোমার মহত্বের হানি হইবে । তিথারিণী হইয়াছি বলিয়া কি, বাংশমধ্যাদাও হইয়াইয়াছি—এত নীচ হইয়াছি ?

তুলসী । অভাগিনী ! তবে দেখা করিলি না কেন ? আর কি সে রক্তের দর্শন মিলিবে ?

নারায়ণী । একবার দেখিয়াছি, তাই যথেষ্ট । ভগবান যদি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক কখন দেখান, তখন দেখিব ।

তুলসী নিজ বাহুবলীতে নারায়ণীর কর্ণবেষ্টন করিয়া, অঙ্গশ্র চুষন করিল—আর বলিল—“তুমি আমার গর্ভ একদিনে চূর্ণ করিয়াছ । আমি এতকাল দিব্যাক্ষি সঙ্গে রাখিয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই ।”

এই বলিয়া স্তম্ভরী সেই রত্নহার নারায়ণীর গলদেশে পরাইয়া দিল । বলিল—“বিবাহ সংস্কারের যে টুকু বাকী ছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইল । এই নাও স্বামীদত্ত উপহার । চিরায়ুঅতী হইয়া কর্ণে ধারণ কর ।”

তুলসী এইবারে নিশ্চিন্ত হইয়া হাটে চলিল ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

হাট প্রসাদপুরে, অনন্তপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ । তুলসী যখন বাহির হইল, তখন বিপ্রহর অতীত হইয়াছে । সূর্য্য তিন দিন মেঘে আচ্ছন্ন । ঠিক বেলা বুধবার উপায় ছিল না । তথাপি তুলসী বুঝিল, প্রসাদপুর পৌছিতে সম্ভা হইবে, ফিরিতে রাত্রি । বুঝিল, এই দুর্ঘ্যোগে ফিরিয়া আসা সহজ কথা নয় । মনে করিল, একান্ত আসিতে না পারি, আনন্দধরের ঘরে অতিথি হইব । কর্তৃদনের কথা—কে আমাকে চিনিতে বসিয়াছে ! ঐশ্বর্য্য লইয়া, আনন্দ, মুকুন্দ, জানকী—কে কেমন স্নেহে আছে, জানিতে ক্ষতি কি ?

মনের কথা সে কাহাকেও প্রকাশ করিল না । জানিলে রাণী তাহাকে কখনই ছাড়িয়া দিতেন না ।

অনন্তপুরের বাহিরে তুলসী পা দিতে না দিতেই, ঘুঘলধারে জল আসিল । পথে জলের

শ্রোত হুটিল । জল ধারার, তাহার অঙ্গ যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যা । তুলসী দেখিল, এক জায়গায় মাথা না শুঁজিলে আর চলে না ।

কিন্তু অনন্তপুরের ভিতরে রাজার বাড়ী ছাড়া আর মাথা শুঁজিবার স্থান ছিল না । কর্তৃপক্ষ সমস্ত ভাঙ্গিয়া নিলাম করিয়া দিয়াছে ।

গ্রামের বাহিরে তুলসীর গন্তব্য পথের ধারে কেবল একটা মন্দির ছিল । তাহার আনুসঙ্গিক সমস্ত ইমারত ভূমিসাৎ হইয়া, কতকগুলো ক্ষুদ্র বৃক্ষের আবাস স্থান হইয়াছিল । তুলসী সেই ক্ষুদ্র জঙ্গল-বেষ্টিত মন্দিরটা দূর হইতে দেখিতে পাইল । একটু দ্রুত পাদুবিক্ষেপে সেইখানে আশ্রয় লইতে চলিল ।

বাহির দেখে, মন্দিরে প্রবেশ হইবার মধ্যে একটা আর ভাঙ্গা ঘর । বোধ হয় সেটা পূর্বে শ্রমহীদের থাকিবার স্থান ছিল । যদিও দ্বার কাঠের চিল্ল নাই, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, যখন ছিল তখন তাহা কোনও ধনাঢ্যের সিংহদ্বারের সঙ্গে সমন্বিতীয় গণ্য হইতে পারিত । তুলসী বুঝিল, এই পথ দিয়া লোকে দেব দর্শনে যাউত ।

সেই গৃহে প্রবেশ হইতে, তুলসী প্রথমে ইতস্ততঃ করিল । মনে করিল, প্রবেশ করিয়া কি ঘর চাপা পড়িব ? তারপর ভাবিল, যখন এতদূরে আসিয়াছি, তখন যদি মন্দিরে দেবতা থাকে ত দেখিয়া যাই ।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই তুলসী বিস্মিত হইল, দেখিল, ঘরের এক পাশে একটা অশ্রু বাধা ।

তবে ত সন্দেহ মিথ্যা নয় ! কোনও লোক ত গুপ্তভাবে তাহার স্বামীর গতি বিধি লক্ষ্য করিতেছিল ! এখনও পর্যন্ত তাহার স্বামীকে, রাজাকে ধরিবার জন্ত যে চর ঘুরিতেছে, তাহাতে তুলসীর সন্দেহ রহিল না । তুলসী বুঝিল,

গোয়েন্দা শত্রু এই মন্দিরের ভেতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ।

তাহাকে দেখিতে তুলসীর বড়ই ইচ্ছা হইল । কিন্তু তুলসী এই জনহীন প্রদেশে একাকিনী । একবার ভাবিল, এই অত্যাশ্রয় কৌতূহল পরিত্যক্ত কি বিপদে পড়িব ? বিপদে পড়িলে এখানে কে আছে যে রক্ষা করিবে । আর যে বাড়ি বুট্টা, যদি কেহ থাকে, চীৎকার করিলেও সে শুনিতে পাইবে না । তথাপি তুলসী দেখিবার ইচ্ছা দমন করিতে পারিল না । তার অসম-সাহস, বীরোচিত শক্তি ।

তুলসী সিক্ত অঙ্গল দৃঢ় কারয়া কোমরে বাঁধিল । বদ্যভাস্তরে একখানি স্ত্রীকুল ভোজালি ছিল, সেটা কটতে রক্ষা করিল । এখন, আত্ম-রক্ষার জন্ত, সর্বদাই তুলসী কাছে একটা না একটা অস্ত্র রাখে ।

প্রস্তুত হইয়া তুলসী মন্দিরে প্রবেশ করিল । প্রবেশ করিয়া দেখিল, মন্দিরে দেবতা নাই । তৎপরিবর্তে তাঁহার পাদপীঠে একজন সাহেব শুইয়া আছে । দেখিয়াই সে বাহিরে ফিরিবার উপক্রম করিল । কিন্তু ফিরিতে না ফিরিতে সাহেব জাগিয়া উঠিল, এবং বহির্গমনোন্মুখী তুলসীকে হৃদয় হিন্দীতে সন্দোধান করিয়া বলিল “আপনি কে মাইজী ?” সাহেব আর কেহ নহে—ব্রাউন । ব্রাউন হিন্দী শিখিয়া অনন্তপুরে আসিয়াছে ।

তুলসী চমকিল—এ কি সাহেব !

ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—“বুঝিয়াছি আপনি আমারই মত বিপদে পড়িয়া এই মন্দিরে আশ্রয় লইতে আসিয়াছেন । আমি সন্তান আপনি নির্ভরে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করুন আমি বাহিরে যাই ।”

তুলসী বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল । এ কি সাহেব ? না সাহেবের মূর্তি ধরিয়া মন্দিরবাসী

দেবতা ? ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“আপনি কে ?”

“আমি বিদেশী । কোন প্রয়োজনে অনন্ত-পুরে আসিয়াছিলাম ।”

“কতক্ষণ আসিয়াছেন ?”

“সূর্যোদয়ের পূর্বে আসিয়াছি ।”

“এতক্ষণ । তবে কি আপনি ভয় কুটীরের আশ্রয়ে ছিলেন ?”

“আমি নদীতীরের একটা গাছতলায় ছিলাম ।”

“আপনি একা ছিলেন, না সঙ্গে কেহ ছিল ?”

“আমি সঙ্গে কাহাকেও আনি নাই ।”

“কাহাকেও দেখিয়াছেন ?”

“দেখিয়াছি । এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনাকেই দেখিয়াছি । আপনি একটা যবা পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন ।”

“তিনি আমার স্বামী ।”

“স্বামী ? তবে তিনি অত সভয়ে নির্জনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন কেন ?”

উত্তরের ভাবে তুলসী বলিল, সাহেব গোয়েন্দা হইয়া সেখানে আসে নাই । সুতরাং অনেকটা নির্ভয় হইল । সেই সঙ্গে লজ্জাও আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল । এ লোকটা অন্তরালে থাকিয়া তবে ত সব দেখিয়াছে ।

সাহেব বলিতে লাগিল—“আমি মনে করিয়াছিলাম, কোন ভাগ্যবান, লোকচক্ষুর অন্তরালে একটা পূর্ণ বিকশিত বর্গীয় কুসুমের সৌরভ চুরি করিয়া স্বদয় পূর্ণ করিতেছিল ।”

তুলসীর এবারে কিছু রাগ হইল । মনে করিল, লোকটা তাহার চরিত্র লইয়া রহস্য করিতেছে । তাই কিঞ্চিৎ কষ্ট ভাবে বলিল—“তোমাদের দেশে চোরকে ভাগ্যবান বলিতে

পারে । আমাদের দেশে চুরি করিয়া যে অপ-রের আশ্রিত কুসুমের সৌরভ লয়, তাহাকে লোকে ঘৃণার চোখে দেখে । কেহ তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করে না ।”

তুলসী জানিত না, বিলাতে তাহার বঙ্গী কত অববাহিতা হুন্দরী—কত মুগ্ধ প্রেমিকা—প্রণয়ীর প্রতীক্ষায়, সুখধানিকে সুখার ভাণ্ডার করিয়া নির্জনে কস্পিত বক্ষে দাঁড়াইয়া থাকে । জানিলে কষ্ট হইত না ।

ব্রাউন বুঝিলেন, হুন্দরী অসম্ভব হইয়াছেন । তিনি ক্ষমা চাহিলেন । বলিলেন—আমি পবিত্র প্রণয়ে দোষ দেখি নাই বলিয়া বলিয়াছি । আপনার অসন্তোষ হইবে জানিলে বলিতাম না ।

তুলসী । আমাদের দেশে স্বামী জ্বর রহস্তালাপ দেবতারও গুণিতে পায় না । যে অন্তরাল হইতে দেখে শুনে, সে পাপ করে ।

ব্রাউন । স্বামী যদি, তবে তিনি চোরের মত ভয়ে ভয়ে আপনার সহিত দেখা করিলেন কেন ?

তুলসী । তোমাদেরই অভ্যাচারে !

ব্রাউন । তবে কি তিনি বিদ্রোহী ?

তুলসী । নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতে, মর্গাদা রাখিতে কার্য্য করিলে যদি বিদ্রোহ হয়, তবে তিনি তাই ।

ব্রাউন । তিনি গেলেন কোথায় ?

তুলসী । তোমরা দয়া করিয়া তাঁর যে স্থান নির্দেশ করিয়াছ, সেই খানে । তোমাকে বলিয়া কি এক আশ বার দেখার সৌভাগ্যও বঞ্চিত হইব ?

ব্রাউন । আমাকে এত নীচ মনে করিবেন না ।

তুলসী । সকলেরই ত তোমাদের দেবতা মত মুক্তি । ভিতরে কার কি, কেমন করিয়া বুঝিব ?

কথাটা শুনিয়া ব্রাউন অন্তরে আঘাত পাইলেন। ভাবিলেন, এই সবলা দেশীয় রমণীর চক্ষে আমরা কি এতই ঘৃণিত হইয়াছি ? তথাপি রমণীর ঘৃণা অপনোদনের জন্ত বলিলেন—“বলুন কি কার্য্য করিলে আপনার ঘৃণা দূর করিতে পারি।”

তুলসী। আমাদের ঘৃণায় আপনাদের ক্ষতি কি সাহেব ? আপনারা যদি দয়া করিয়া এখানে আর না পদার্পণ করেন, তাহা হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত। আর আমাদের এখানে কি আছে, তা দেখিতে আসিবেন ? এখন আমাদের খাটিয়া ধাইতে হয়। আমরা তিনটা নিঃসহায় জীলোক এখানে বাস করি। আপনারা দেখিলে ভয় পাই।

ব্রাউনের মুখ রান হইয়া আসিল। তুলসী দেখিল, দেখিয়া বলিতে লাগিল—“সাহেব ! একবার বাহিরে আসিয়া, চারিদিক চাহিয়া দেখুন। এখানে এখন দিবসে বাধ ঘুরিয়া বেড়ায়। এখানে কি মানুষ বাস করে ? তথাপি আমরা আছি। কেন ?

ব্রাউন। অজ্ঞ স্থানে গেলে পাছে আমাদের মুখ দেখিতে হয়।

তুলসী। আপনাকে দেখিয়া, আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, আপনি মহৎ। তথাপি আপনার কাছে প্রার্থনা করি, আপনি এখানে আর আসিবেন না।

ব্রাউন। ভাল, আসিব না। কিন্তু যে জন্ত আসিয়াছিলাম, তাহা ত সিদ্ধ হইল না।

তুলসী। কি জন্ত আসিয়াছিলেন বলুন ?

ব্রাউন। একবার রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে।

তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—“সাহেব ! ভিখারিনী সাজিয়া পথে বাহির হইয়াছি। বিপদে

পড়িয়া এই নির্জন দেব মন্দিরে আশ্রয় লইতে আপনার চক্ষে পড়িয়াছি। কিন্তু এরূপ অবস্থায়, যতগুণ আমার স্নেহময় পিতা এখানে বর্তমান থাকিতেন, এবং আপনার সঙ্গে প্রণমিত হইয়া এইরূপ কথা কহিতে দেখিতেন, তাহা হইলে এই প্রিয় কন্যার বুকে তিনি ছুরিকা বিদ্ধ করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। রাজকুমারীর দেখার প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিন।

ব্রাউন শুনিয়া শিহরিলেন। বলিলেন—“আমিই তবে রাজা বীরচন্দ্রের সর্বনাশের কারণ হইয়াছি। কিন্তু হে ঈশ্বর ! আমি নিরপরাধ। অথবা সে কথা বলিতেই বা সাহস কই ? অজ্ঞায় কোতুলক চরিতার্থ করিতে গিয়া আমি যৌর অপরাধ করিয়াছি।

এই বলিয়া ব্রাউন উঠিলেন, তুলসীকে অভিবাদন করিয়া মন্দির হইতে নিজগৃহ হইলেন।

তুলসী তাঁহার আচরণ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সাহেব নারায়ণীকে দেখিতে আসিয়াছিল ! কেন ? রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়াসী একজন স্নেহ ! সে আবার নিজেকে অপরাধী জ্ঞানে অনুশোচনা করিতেছে। সাহেবের শাস্ত শব্দর মুখে শিশুতার চিত্রমাত্রও লক্ষিত হইল না। বিবয়টা বুঝিতে তুলসীর একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু মন্দির বাহিরে পা দিতে না দিতেই দেখিল, সাহেব অশ্বপুটে।

তুলসী ডাকিল—“সাহেব !”

তখন ক্রমব্রম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। বড় বড়দূর হইতে শব্দ-সম্ভার বহিয়া মন্দির দ্বারে ঢালিতেছিল। কথা ব্রাউনের কাণে পৌছিল না। তিনি ঘোড়া হাঁকিয়া মুহূর্ত মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তুলসীর আর হাটে যাওয়া হইল না ! এক রাশ চিন্তার হাট করিয়া ছদয়ে পুরিয়া সে সে দিনের মত ঘরে ফিরিল ।

ঘরে নারায়ণীকে তুলসী সমস্ত কথা বলিল । নারায়ণী সেই বহুদিন পূর্বের ঘটনা তুলসীকে বিবৃত করিল । বলিল—“আর ত কখনও কোন সাহেব দেখি নাই !” সেই এক জনকে একবার খিড়কীর ঘাটে দেখিয়াছি ।”

তুলসী হাসিয়া বলিল—“নোকটাকে তা হইলে চিনিয়াছি । এ সেই হতভাগ্য ।”

নারায়ণী । হতভাগ্য হইতে গেল কেন ?

তুলসী । সাগর তীরস্থ বৃক্ষে নীড় বাধিয়াও চাতক ভাগ্যহীন হয় কেন ?

নারায়ণী কথাটা ভাল বুঝিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না । কেবল বলিল—তা যা হউক, তুমি আর বাড়ী হইতে বাহির হইও না ।

তুলসী । তারপর ? কাল আমাদের অন্ন ভোগাইবে কে ?

নারায়ণী । ঘরে অন্নের ভাণ্ডার ছিল, তাহা লুটিয়া লইল কে ? আমরা যে অন্নের চিন্তায় মরিব, এ ত অশ্রুও কখনও ভাবি নাই । তা হইলে যে আমাদের অন্নচিন্তা দিয়াছে, সেই আমাদের চিন্তা দূর করিবে ।

তুলসী । তা জীবনেই করুক, কি মরণেই করুক—কেমন ?

নারায়ণী । আমাদের জীবনে মরণে প্রভেদ কি ?

এই সময় রাণী আসিয়া সম্ভ্রমযোগ্য ঋণ প্রাপ্তির সংবাদ দিলেন । তুলসী ও নারায়ণী পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়া করিল । পরস্পরে কোনও কথা কহিল না । রাণী তুলসীকে সামগ্রীগুলি গুছাইয়া রাখিতে আদেশ করিলেন । তুলসী সিজ্ঞাসা করিল—

“কে দিল মা ?”

রাণী । কে দিল চিনিতে পারিলাম না ; কেন দিল বুঝিতে পারিলাম না । তুমি বাটার বাহির হইবে—রাজকন্ডা হাটে বাইবে—ভাবিয়া মশ-পীড়ায় আমি কাদিতেছিলাম । দেবতা বুঝি একটা কথা শুনিলেন । যা দেবতার মত তাঁর মূর্তি ?

তুলসী বুঝিল, কে দিয়াছে । সে আর কোনও কথা না কহিয়া জিনিস গুছাইতে গেল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

এইবারে ড্রাইন সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব । রাজ্যস্থাপুর প্রবেশরূপ অবৈধ কার্যের পর, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্ত তিনি হিন্দী শিখিতে ছিলেন । ইচ্ছা ছিল, বীরচন্দ্রের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন । কিন্তু তাহা আর ঘটয়া উঠিল না । তাঁহার হিন্দীভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্বেই রাজা বিদ্রোহী হইলেন । রাজার সহিত তাঁহার আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা রহিল না ।

ইতোমধ্যে তাঁহার মাতুলের মৃত্যু হইল । সেই সংবাদ পাইয়া অগত্যা তাঁহাকে বিলাত যাইতে হইল । সেখানে তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন । তাঁহারও লর্ড উপাধি হইল ।

বিদ্রোহ শান্তির পরে তাঁহার পিতৃত্বও চিরাবকাশ লইয়া দেশে যান । হারলি নিম্নবর্ণের কোন জেলায় বন্দী হন ।

পিতৃত্ব দেশে বাইরা, ড্রাইনকে হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ বুঝিয়া তাহাকে সিপাহীবিদ্রোহে ইতিহাস লিখিতে অনুরোধ করিলেন । বলিলেন “ইন্ডিয়ায় কিরিয়া যাও । দিল্লী, লক্ষ্মৌ, কাপুথ প্রভৃতি স্থানে গিয়া, সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ কর ।”

ব্রাউন বলিলেন—“ইতিহাস লিখিতে পারি, কিন্তু সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া বদি লিখিতে হয়, যত্নপূর্ণ সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে হয়, তাহা হইলে যে ইতিহাস স্বদেশবাসীর প্রিয় হইবে না।”

পিতৃব্য । তবে কি তুমি এ বিদ্রোহে দেশীয় চরিত্রের সমর্থন করিতে চাও ?

ব্রাউন কোনও উত্তর করিলেন না । বাক্স হইতে খান কয়েক পত্র বাহির করিয়া পিতৃব্যকে দেখাইলেন । পত্রগুলি হারুলি তাঁহাকে দিয়াছিলেন । দিয়া বলিয়াছিলেন—“আমা হইতে ত রাজার কিংবা ব্রাহ্মণ রতন রায়ের কোনও উপকার হইল না । এবং উপকার করিতে গিয়া তাহাদের বিশেষ অনিষ্টই করিয়াছি । তুমি যদি এই পত্রগুলার সাহায্যে তাহাদের কোনও উপকার করিতে পার, ত চেষ্টা করিও।”

রাজা ও রতন রায় সম্বন্ধে বিচারকর্তাদিগের আপনা আপনির মধ্যে যে পত্র লেখালিখি হইয়াছিল, হারুলি তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।

পিতৃব্য কিয়ৎক্ষণ নীরবে একখানা পত্র পাঠ করিলেন । পড়িয়া সবগুলিই ব্রাউনকে ফিরাইয়া দিলেন ।

ব্রাউন বলিলেন “ইতিহাস লিখিতে হইলে, এই চিঠিগুলোও ত তাহাতে তুলিতে হইবে।”

পিতৃব্য বলিলেন—“বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ভাল যে, সে সময় কাংগারে নিষ্কণ্ট হইয়াছিল । বাহিরে থাকিলে তাহাকে ফাঁসির দড়িতে তুলিতে হইত।”

পিতৃব্যের সনির্বাক অমুরোধে ব্রাউন অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না । অগত্যা তাঁহাকে ভারত-বর্ষে ফিরিতে হইল ।

কলিকাতায় পৌছিয়া, ব্রাউন সর্ব প্রথমে

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে চলিয়া গেলেন । কাল-কাতায় ফিরিতে তাঁহার দুই বৎসর গেল ।

দেশে ফিরিবার পূর্বে ব্রাউন স্থির করিলেন, আর একবার অনন্তপুরটা দেখিয়া বাই । সেই বহুদিন পূর্বের অকার্য্যের অনুতাপ এখনও তাঁহার হৃদয়ে আগিতেছিল ।

ছোটনাগপুরে আসিয়া তিনি একদিন রাঁচিতে রহিলেন । রহিলেন, কিন্তু অল্প কোনও সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন না । ডাক-বাংলার অবস্থান করিলেন ।

ব্রাউন কাহারও সহিত দেখা না করুন, কিন্তু—সকলেই তাঁহাকে দেখিল । একটা ক্ষুদ্র সহরে একজন নবাগত সাহেবের আগমন কতক্ষণ গোপন থাকে ?

পরদিন প্রত্যুষে তিনি রাঁচি হইতে অনন্তপুর যাত্রা করেন । কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না করায় তাঁহার উপর গ্রীড সাহেবের সন্দেহ হয় । তাঁহার কার্য্যকলাপে দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গে আনন্দদেবকে সংবাদ প্রদান করেন ।

সুতরাং ব্রাউন যে সময় স্তবগিরেখার তীরে দাঁড়াইয়া অশ্রুনিবিক্ত চক্ষে অনন্তপুরের দুর্দশা দেখিতেছিলেন, সে সময় আনন্দদেবের প্রেরিত চর, রতন রায়ের ভগ্ন কুটীরের অন্তরালে দাঁড়াইয়া দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতেছিল । সেখানে সে একটা ইটের স্তূপের উপর অবস্থিত ছিল । বার-বার ইটগুলো স্থানচ্যুত হইতে লাগিল দেখিয়া, ধরা পড়িবার ভয়ে, সে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল । কিন্তু বাইবার সময়, সে সন্দেশিব, তুলসী এবং হার ছড়াটা দেখিয়া গেল ; এবং প্রসাদপুরে গিয়া সে প্রভুকে সমস্ত সংবাদ দিল ।

সংবাদ পাইয়াই আনন্দদেব ব্যবিল, ব্রাউন সাহেবও হার ছড়াটাকে দেখিয়াছে । বহুমূল্য এবং দুস্ত্রাণ্য সামগ্রী বলিয়া, হয় ত ব্রাউন হার

গাছটা নিজে লইবার জন্য সুদূর বিলাত হইতে এ দেশে আসিয়াছে। ব্রাউনের অবস্থার কথা আনন্দদেবের অবদিত ছিল না। একপ' অবস্থায় সেই হার বন্ধ নিজে লইবার চেষ্টা করিতে সাহস করিল না, গ্রীড সাহেবকে সংবাদ দেওয়াই যুক্তিসূক্ত বোধ করিল। পুত্রের সঙ্গে আনন্দদেবের বহুক্ষণ পরামর্শ চলিল।

—নন্দ। সংবাদ দিলে রাজকুমারীর উপর অত্যাচার হওয়াই সম্ভব। তাহাকে আর উৎপীড়িত করা আমার অভিপ্রায় নয়।

আনন্দ। নিজের মান মর্যাদা বজায় রাখা, আর সেই সঙ্গে জীবনটা যে কোন প্রকারে পাঁচাইয়া রাখাই আমার অভিপ্রায়।

মুকুন্দ। আপনার মর্যাদাহানির কারণ আমি দেখিতে পাই না।

আনন্দ। তুমি মূখ্য অন্ধ, তাই দেখিতে পাও না। চক্ষু থাকিলে দেখিতে, আমার মর্যাদার মাথার উপর সর্বদা সুসংহার আসি বুলিতেছে। আমার সামান্য ক্রটিতে সে মর্যাদা দিশন্ত হইবে। সাহেবের অহুগ্রহেই আমার পদ গৌরব, তোমার মত যুধিষ্ঠিরের ধর্ম-বুদ্ধিতে নয়। সুত্তরাং তোমার রাজকুমারী যাক্ আর থাক্, হারের কথা আমাকে কস্তীদের বলিতেই হইবে।

মুকুন্দ। না বলিলে কি চলিবে না?

আনন্দ। কেমন করিয়া চলিবে? আমরা সরকারের জারগীরদার। একপ অবস্থার সংবাদ দিতে আমরা বাধ্য। যদি না দিই, জারগীর বাজেয়াপ্ত হইবে।

মুকুন্দ। হারের খবর আপনাকে কে দিল?

আনন্দ। আমার লোক গিয়া ঘোষণা আসিয়াছে।

মুকুন্দ। মনে করুন না, ঘেঁষে নাই।

আনন্দ। আর একজন সাহেবও সেই সঙ্গে দেখিয়াছে। সে ব্যক্তি আমাদের উপর তুষ্ট নয়।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন সাহেব প্রসাদপুরে আসিয়া অভিধি হইয়াছে। তাহাকে সর্জন্য করিয়া গৃহে স্থান দিতে ও সম্যক পল্লিগা করিতে আনন্দদেব ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে বলিলেন—“এই দেখ, হারের সংবাদ পাইয়া কি করি না করি দেখিবার জন্য সে এখানে আসিয়াছে।”

পিতা ও পুত্র উভয়েই ভীকৃত্য রোগটা বিশেষ প্রবল ছিল। সাহেবের আগমন বার্তা শুনিয়াই মুকুন্দ আর পিতার কথায় প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

সাহেব আর কেহ নহে, ব্রাউন। সে দিনের ছুফোংগে রাজি হাপন করিতে প্রসাদপুরে আসিয়া তিনি আনন্দদেবের গৃহে অভিধি হইলেন।

তাহার ইচ্ছা রাজকুমারীর সঙ্গে আনন্দদেবের সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহেন। প্রত্যেক উপকার করিত অসমর্থ হইয়াও তিনি পরোক্ষে এই হতভাগ্য পরিবারের উপকার চেষ্টায় বিরত হইলেন না।

পিতা পুত্র উভয়েই ব্রাউনের বখারী অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাহার পরিচর্যা যথারীতি ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই ক্রটিতে কাছে হার সম্বন্ধ কোনও কথা প্রকাশ করিতে না। সন্ধ্যায় আনন্দদেব গ্রীড সাহেব কাছে সংবাদ পাঠাইলেন।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

সেই-সাহেবের আগমন-সংবাদ আনন্দ পাইয়া গেল। স্বামী ঘরে আসিলে, তাঁহাকে বরষা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বলিতে গিয়া আনন্দ স্ত্রীর কাছে সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। প্রকাশ লন, প্রশ্নের ঘাতনা লাঘব করিবার জন্ত। না বুকের একান্ত ইচ্ছা ছিল, হার গাছটা কোনও প্রকারে নিজস্ব করেন! মনে ছিলেন, সাহেবেরা যখন বীরচন্দ্রের অমূল্য কবিতা দিবে, সেই সময়ে, ভয় দেখাইয়া মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া, নিঃসহায়, রাণী মধুমতীর নিকট হইতে তিনি হার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু দৈব নিগ্রহে আর ঘটয়া উঠিল না। মনের আবেগে তিনি স্ত্রীর কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া লেন। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। স্ত্রীতে কলহ বাধিয়া গেল।

স্বামী বলিল—“যদি সেই হারই গলায় পরিতে ইলাম, তখন রাণী হইয়া আমার কি লাভ?”

স্বামী বলিলেন—“তোমার গলার অদৃষ্ট, কি করিব? তোমার কণ্ঠে ‘চিন্তামণি’ হইতে কি আমার অসাব? আমি তা ইহার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু উদ্ভোগেই গলায় বাধিয়া গেল। জিনিষটার সন্ধান পাঠাইয়াছি, মাঝখান থেকে কোথা হইতে আসিয়া দেখিয়া ফেলিল।”

এ কৈফিয়তে নূতন রাণী ভূষ্ট হইলেন না। গ আর কিছুদিন পূর্জ করিলে, সে অমূল্য পরহস্তগত হইত না। সুতরাং আনন্দ-স্বামীর উদ্বেগের প্রাক-ক্রিয়া নিশ্চয় করিয়া,

সেই-সাহেবের সুযোগসর্গ, সপিওকরণ, সমস্ত প্রতিকাৰ্য্য শেষ করিল। কেন সে নবাবকে কোথা হইতে আসিয়া হার গাছটা দেখিল? রাণী মধুমতীর ভাগ্যেও অনেকটা তিরস্কার জুটিল। সে অভাগিনী যখন নিজে ভোগ করিতে পারিবে না জানে, তখন আগে হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল না কেন? য়েছের ভোগে দিয়া কেন সে ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিল?

অর্থে আঘাত পড়িলে অন্ধ মানব দেবতাকে গালি দিয়া থাকে। নূতন রাণী সর্বশেষে যেখানে যত দেবতা জানা ছিল, সকলকেই গালি দিল। আনন্দদেব সেই গালি প্রবাহে গা ঢালিয়া চক্ষু মুদিলেন।

জানকী অন্তরাল হইতে খাণ্ডী কৰ্কশবাণ্য-শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার ক্রোধ-বিজুস্তিত ভাষার জটিলভাষ ও অস্পষ্টভাষে সে কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় মুকুন্দ গৃহে আসিল। জানকী দেখিল স্বামী অত্যমনক। তাহাকে সে কতক-গুলি প্রশ্ন করিল, সন্তুস্তর পাইল না। মুকুন্দ কেবল বলিল,—“আমাকে এই রাত্রে এক জায়গায় বাইতে হইবে।”

কিন্তু কোথায় বাইবে, জানকী জানিবার অধিকার পাইল না।

বাহির হইতে এক দাসী ছুটিয়া আসিয়া জানকীকে সংবাদ দিল যে, জেলার বড় সাহেব তাহার স্বামীকে ধরিবার জন্ত অনেক অস্ত্রধারী পাহারাওয়ালার সঙ্গে করিয়া প্রসাদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইরাছে। আসিয়াই তাহার স্বামীকে তলব করিয়াছে।

জানকী এ বিপদের কারণ কিছু বুঝিল না, তথাপি স্বামীকে দাসীর সমস্ত কথা বলিল, এবং তাহাকে বাটীর বাহির হইতে নিষেধ করিল।

মুকুন্দ জীব কথায় হাসিয়া বলিল—“ভয় নাই, আমাকে ধরিতে আসে নাই। বিদ্রোহী ধরিবার জন্য আমার সহায়তা লইতে আসিয়াছে।”

জানকী। আবার বিদ্রোহী কে ?

মুকুন্দ। তুমি ও জান দুইজন বিদ্রোহী ধরা পড়ে নাই।

জানকী। এক বিদ্রোহী ত রাজা, আবার কে?

মুকুন্দ। আর বিদ্রোহী সদাশিব।

জানকী। সদাশিব আজও বাঁচিয়া আছে ?

মুকুন্দ। সেই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে অনন্তপুরে যাতায়াত করিতেছে।

জানকী। যদি বাঁচিয়া থাকে ত বাঁচিতে দাও।

মুকুন্দ। মাঝখান হইতে সদাশিবের উপর এ স্নেহ জন্মিল কেন ?

জানকী। এক স্নেহের কথা হইল ?

মুকুন্দ। তা ভিন্ন আমি ত অল্প কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

জানকী। তা বুঝিতে পার আর নাই পার, সদাশিবের উপর আর অত্যাচার করিও না। সে ব্যক্তি তোমাদের কোনও অনিষ্ট করে নাই। তাহাকে ধরিয়াও তোমাদের কোন লাভ নাই।

মুকুন্দ। লাভ খতাইয়া দেখিতে তোমাকে কেহই অস্বপ্ন দেখে নাই। আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহাই করিতেছি।

তথাপি জানকী স্বামীকে এই অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল। স্বামীধর্মের অনেক কথা তুলিল। মুকুন্দ শুনিল না। পরন্তু পত্নীর নির্বন্ধাতিশয্য দেখিয়া, তাহার উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিল। নরাদম্য স্বামী জীব চরিত্রে দোষারোপ করিতে কুন্তিত হইল না। বলিল—“তোমার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি এতটা মমতা আগে জানিলে এ কার্য্য করিতাম না। এখন বহুদূর অগসিবে চেষ্টাছি। কি করিব প্রেমস্বামী। বিধাতা

তোমার অদৃষ্টে প্রিয়-বিরহ লিখিয়াছিল। আমার ক্ষমা কর।”

রাগে জ্বলন্ত সর্ব শরীর কাপিয়া উঠিল। মূর্ণ স্বামীর কথায় আর তার উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাহাকে নীরব দেখিয়া, মুকুন্দ আরও একটু রহস্ত করিবার অবকাশ পাইল। বলিল—“দুঃখ করিও না। ননীচোরাকে যখন বাঁধিয়া আনিব, তখন তোমাকে দেখাইয়া লইয়া মাইব।”

জানকী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—“নিজের চরিত্র-বোধ্য কথায় আমাকে তুমি বাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার, কিন্তু এইটা জানিয়া রাখিও, সদাশিবের অস্বপ্নেই আজ তুমি শুভাকাঙ্ক্ষিনী সঙ্গমিনীকে মর্শ্ব পীড়িত করিবার অবকাশ পাইয়াছ।”

পত্নীর এই কথায় মুকুন্দ বড়ই ক্রুদ্ধ হইল। কাপুরুষ হিতাভিলাষী জীব মর্গাদা না বুঝিয়া তাহাকে গাল দিয়া বলিল—“কি বলিলি ? আমি একটা গোলামের অস্বপ্নেই বাঁচিয়া আছি ?”

জানকী। আমার বিশ্বাস তাই। এখনও সদাশিবের রূপায় বাঁচিয়া আছ।

মুকুন্দ এবারে স্বাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু জীব দিকে এক অগ্রসর হইতে না হইতেই কে তাহার গণ্ডে চপেটাঘাত করিল। একটা অক্ষুট চাঁৎকার শব্দে কাপুরুষ সে স্থান হইতে ছুটিয়া পলাইল। পশ্চাতে নিরীকণ করিতেও সাহস করিল না।

জানকী কিন্তু ব্যাপারটা দেখিতে পাইল। স্বামীর উপর কোথ, ভয়ে পরিণত হইল।

যে চপেটাঘাত করিল, সে মুন্না। মুন্না পলায়নপর মুকুন্দকে গুনাইয়া বলিল—“বা বেটা জীব কল্যাণে এবারেও বেঁচে গেল।” জানকীর দিকে কল্যাণের কটাক্ষ সে বলিল—“তা। তোমার

তেই দুইবার নরাধমদের প্রাণ চক্ষা হইল !
দূরা আঁজ ইহাদের হত্যা করিবার জন্ত সঙ্কল্প
র করিয়া আসিয়াছিলাম । কেহই বাঁচাইতে
বিত না । বড় উপযুক্ত সময়ে তুমি প্রভুর
মুখে উচ্চারণ করিয়াছ । তাঁহার নামের
প্রতি প্রচার করিয়াছ । নহিলে নরাধমকে আর
আমার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে হইত
।” এই বলিয়া মুন্না জানকীকে সেলাম করিয়া
হান করিল ।

আজিকার কথাতেই পাঠক বুঝিয়াছেন,
স্বপ্নের হাতে পড়িয়া জানকী সুখী ছিল না ।
শেষতঃ রাজকুমার হইবার পর কুচরিত্র চাটু-
র সংসর্গে তাহাতে অনেক দৌর ধরিয়াছিল ।

দুঃখে, ভয়ে, বিস্ময়ে ম্রিয়মাণ হইয়া জানকী
র গিয়া শুইল । এতদিন নারায়ণীর দুঃখে
থিত ছিল, এখন বুঝিল, তাহার মূখ্য স্বামীর
ত না পড়িয়া ভিখারিণী হইয়াও, রাজকুমারী
হা অপেক্ষা সুখে আছে ।

ব্রাউনের স্বাক্ষরে নিজা আসিল না । সেই
স্বাক্ষর শয়ন গৃহের বারান্দায় পরিক্রমণ করিতে
রিতে তিনি দেখিলেন, তাঁহার একজন স্বদেশী
কণ্ডলি সিপাহী সঙ্গে লইয়া, নিঃশব্দে তাঁহার
হর সম্মুখস্থ পথ দিয়া চলিয়া গেল । ব্রাউনের
দম্ত কন্মিল । তিনি প্রাতঃকালে সেই
জমিনী রমণীর হস্তভাণ্ডা স্বামীকে দেখিয়া
সিয়াছেন । তাঁহার বিগদ ব্রাউনের কল্লনাগ
গিয়া উঠিল । তিনি অলক্ষ্যে তাহাদের অনু-
গে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পরদিন প্রত্যুষে নারায়ণী সূর্যবর্ণেরবার তীরস্থ
প্রাণশিষ্ঠ উজানে পুষ্পচয়ন করিতেছিল । এমন
যা মুন্না পশ্চাৎ হইতে তাহাকে প্রশ্নাম করিল ।

নারায়ণী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল
না । মুন্না বঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল—

“কি নিদি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ?”

নারায়ণী মুন্নার মুখ পানে চাহিয়া নহিল ।
চাহিয়া তাহার মুখে পরিচয়ের চিহ্ন অন্বেষণ
করিতে লাগিল ।

মুন্না । দেখ দেখি মনে করিয়া, যে রাজে
তোমার বিবাহ হয়, সেই তোমার স্বামীর পার্শ্বে
আমাকে দেখিয়াছিলে কি না ।

নারায়ণী এইবারে চিনিলা । মুখে হুহু
হাসি আসিল, বলিল—“তুমি মুন্না ।”

মুন্না । তোমার ভৃত্য ।

নারায়ণী । তা ভাই, এতকাল এ দুঃখিনী
ভগিনীকে ভুলিয়াছিলে কেন ?

মুন্না । স্বৈচ্ছায় কি তোমাদের ভুলিয়া
থাকি ! সখ্যকীদের উৎসীড়নে ভুলিয়া থাকিতে
হইয়াছে । কিন্তু আর থাকিব না ।

নারায়ণী । না ভাই, আসিবার প্রয়োজন
নাই । তোমরা আছ, ইহা জানিয়াও আমরা
কত সুখী ! আমাদের কত সাহস !

মুন্না । না দিদি, আর থাকিব না । তোমা-
দের যদি না দেখিতে পাইলাম, যদি চুটী একটা
কথাই না কহিতে পাইলাম, তখন বাঁচিয়া সুখ-
কি ? আমরা আসিব—আসিয়া সখ্যকীদের সঙ্গে
লুকোচুরি খেলিব । আমার এতকাল সাত বার
ফাসি হওয়া উচিত ছিল । আজিও বাঁচিয়া
আছি, বাঁচিয়া তোমাদের সহিত কথা কহিতে
পাইতেছি, এই যথেষ্ট । তোমাদের কিছু রাখে
নাই, তাকি জানিতাম ? আমি বাঁচিয়া থাকিতে
তুলসী দিদিকে বাজারে বাইতে হইবে ?

এমন সময় তুলসী সেখানে ছুটিয়া আসিল ।
মুন্না তাহাকে জুড় আসিতে দেখিয়াই বলিল—
“কি দিদি সখ্যকীরা আসিতেছে !”

তুলসী। এখনি প্রস্থান কর। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না।

মুম্বাকে আর অধিক বলিতে হইল না। সে তখনি উভয়কে প্রণাম করিল। বলিল,—“হুজুর অদূরে আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমি চলিলাম।” এই বলিয়াই মুম্বা দ্বিগুণে ভর দিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল—“ব্যাপার কি মিলি ?

তুলসী ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিল। তারপর জিজ্ঞাসা করিল—

“হার কোথায় নারায়ণী ?”

“ঘরে রাখিয়াছি।”

“শীঘ্র ঘাইয়া গলায় পর। বড়ই ভুল হইল।

মুম্বার হাতে সে জিনিষ দিতে পারিলে নিশ্চিত হইতাম। আর ত মুম্বাকে ধরিতে পারিব না। সে এখন কতদূরে।”

“কেন মিলি ?”

“কথা কহিবার অবকাশ নাই। আমার বোধ হয়, কালকের সেই সাহেব সমস্ত কথা পুলিশে প্রকাশ করিয়াছে। বিশ্বাস হইতেছে না, তথাপি বিশ্বাস না করিয়া করি কি ? নহিলে এতদিন নয় ততদিন নয়, আজ হঠাৎ পুলিশ আসিতেছে কেন ? তুমি শীঘ্র যাও, হার গলায় দাও। দিয়া রাগীকে লইয়া স্তবর্ণরেখাপারে কোন নির্জন স্থানে অবস্থান কর। আমি মর্যাদানিশের আশঙ্কা করিতেছি।”

“আর তুমি ?”

“আমার জন্ত আশঙ্কা করিও না। আমি বীর শৈলজ্ঞানেন্দ্রের কন্যা। বুঝিতেই ত পারিতেছ। নারীর বাহা হইতে হুজুগা আর নাই, সেই পতিবিচ্ছেদ বার বৎসরের জন্ত আমাকে

ভোগ করাইয়া, আমাকে সকল বিপদের জন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।”

“তুমি থাকিবে, আর আমি তোমাকে ফেলিয়া পলাইব ?”

“পলাইতে হইবে কেন ? কি জন্ত তাহার মল-বলে আসিতেছে বুঝিবার জন্ত অন্ততঃ এক জনের থাকা প্রয়োজন। আমি ছাড়ে ছিলাম, সে স্থান হইতে দেখিয়াছি। তাহার তখনও গ্রামপ্রান্তে। ভগবান আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন। শীঘ্র যাও—বাড়ী ঘেরিলে আর বাহির হইতে পারিবে না।”

তথাপি নারায়ণী নড়িল না। তুলসী আবার বলিল—“গিয়া হার ছড়াটা গলায় পর।”

নারায়ণী। প্রয়োজন ?

তুলসী। হার ছড়াটা দিবার সময় আমি বলিয়াছেন, যদি একান্তই রাখিতে না পার ত স্তবর্ণরেখার জলে দিও, তবু শ্রুতে দিও না।

নারায়ণী। তবে স্তবর্ণরেখাতেই দিয়া আসি।

তুলসী। সহজে দিব কেন ? যখন দিব, তখন আমারাই বা তীরে দাঁড়াইয়া বীরচক্র সাহীদেবের শেষ গৌরব চিহ্ন জলে ডুবিতে দেখিব কেন ? আমরাও সঙ্গে সঙ্গে স্তবর্ণরেখায় আত্ম-সমর্পণ করিব।

তুলসী নারায়ণীর হাত ধরিয়া লইল। চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

ঘরে গিয়াই তুলসী রাগীকে বুঝাইল। পুলীশের হস্তে পুনঃ পুনঃ মর্যাদাহানি হওয়া অপেক্ষা কাশীগুরে তাহার গির্জালয়ে সকলের বাস করা কর্তব্য। তখন আর বেশী কথা কহিবার অবকাশ ছিল না। অগত্যা রাগী তুলসীর

স্বাভাবে সম্মত হইলেন । এখন দরিদ্রা অর্থ-
গণের মধ্য বন্ধ্যা, — শস্তর বংশের শেষ গৌরব
চকু বজায় রাখিতে, রাণী এতকাল পরে শস্তর-
ভাগ করিলেন ।

স্থির হইল, বনপথ পরিয়া, অগ্রে রাণী নারী-
গণকে লইয়া প্রস্থান করিলেন । তুলসী সাহেবের
জীব গতিক বৃথিবীর জন্ত সে স্থানে অবস্থান
করিলে । সকলে চলিয়া গেলে, সন্দেহ করিয়া
নাহেব তাহাদের অনুসরণ করিতে পারে ।
পুলিশ যদি অজ্ঞ কোনও কারণে অনন্তপরে
আসে, তাহা হইলে রাণীকে পথ হইতে ফিরাইয়া
আনিতে কতক্ষণ ?

বাড়ীতে কাঠের একটা-দুট ভেলা থাকিত,
তুলসী তাই দিয়া তাহাদের স্বর্ণরেখা পার
করিয়া দিল । তারপর ঘরে ফিরিয়া, আশ্চর্য
ও ধর্মরক্ষার জন্ত যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্ত
গুচ্ছাইয়া শরীরের স্থানে স্থানে রক্ষা করিল ।
তারপর ভবিষ্যৎ অতিথিগুলির অভ্যর্থনার জন্ত
প্রস্তুত হইয়া রহিল ।

তুলসী পুলিশের দলকে গ্রামপ্রান্তে দেখিয়া-
ছিল । সে স্থান হইতে রাজার বাড়ী বেশী দূর
নয় । অথচ এই টুকু পথ আসিতে তাহাদের
এত বিলম্ব হইল কেন ? কারণ বলিতেছি ।
দলের ভিতর ছিল গ্রীড সাহেব—সঙ্গে মুকুন্দ,
সেই পাঠকের পূর্ব পরিচিত নাগোগা, নাম রূপ
সিং, আর দশ জন গ্রহরী । ড্যাম্পল সর্কাগ্রে
আসিতেছিল ।

প্রভাতে ক্ষেত্রে কাঁচা করিতে যাইয়া জন
তিন চারি কোল দেখিল, দুই ঘোড়ায়
চড়িয়া একজন সাহেব আসিতেছে, সঙ্গে আর
একজন অবাংগোহী এবং পশ্চাতে অনেকগুলি
সিপাহী ।

প্রথমে তাহার ধমকিয়া দাড়াইল, তারপর

একজন ছুটিল, দেখাদেখি সকলেই তার অনু-
সরণ করিল ।

সাহেব দেখিল, লোকগুলো যদি পলাইয়া
যায়, তাহা হইলে রাজবাড়ীর লোকেরা তাহার
আগমন-বার্তা জানিতে পারিবে ! তাহা হইলে
বিদ্রোহীও ঘরা পড়িবে না, আরও আদায় হইবে
না । এই ভাবিয়া সে ঘোড়া ছুটাইল, মুকুন্দেরও
সঙ্গে সঙ্গে ছুটা উচিত ছিল । এমন কি
রূপ সিং তাহাকে সাহেবের পশ্চাৎ বাইতে অনু-
রোধ করিল ; কিন্তু মুকুন্দ ছুটিল না । রাত্রে
গুরু চপেটাঘাতে বেদনা তখনও তাহার গাটকে
স্পর্শরূপে পীড়িত করিতেছিল, সেই জন্ত সে
কিছুতেই গ্রহরীর সঙ্গে ছাড়িল না । কি জানি,
কোন নৈবশক্তি প্রভাবে পথ পার্শ্বস্থ শিলাখণ্ডের
অন্তরাল হইতে, তাহার পৃষ্ঠে যদি তীব্র চপেটা-
ঘাত নিক্ষিপ্ত হয় ! সে অনন্তপরের মাটিকেও
বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না । তার উর্ধ্ব-
তার উপর তাহার বড়ই একটা সন্দেহ জন্মিয়া-
ছিল ! কি করিবে, না আসিলে বাবণে মারে,
এই জন্ত সে সাহেবের সঙ্গে আসিয়াছে ।

রূপ সিং ও গ্রহরীগুলো ইটিয়া চলিয়াছে,
তাহারা যথাসম্ভব ছুটিল । কিন্তু তাহার
কতদূর যাইবে ? অল্পক্ষণের মধ্যেই সাহেব ও
কোলগুলো পথের উচ্চতার অন্তরালে পড়িল ।
এইখানে বলিয়া রাখি ছোটনাগপুরের পথ নিম্ন
বকের পথের মত সমতল নয় ! পথে ঘন ঘন
উৎরাই ও চড়াই ।

কোলগুলো ক্ষিপ্রগতিতে সাহেবের অধিকে
পলাত করিল । তাহার অহুচরবর্ণ কিছুদূর
অগ্রসর হইয়া কাছাকাছে দেখিতে পাইল না ।

তাহারা এখন বিষম কাঁপরে পড়িল ।
তাহারা যে স্থলে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে
দুই দিকে দুই পথ । বামের পথ দিয়া

রাজবাড়ীতে বাইতে হয়, দক্ষিণের পথ-শেষে কোল-পল্লী ।

তবে রূপ সিং সাহেবের মোজাজটা ভাল রকম জ্বলিত । সে বুঝিয়াছিল, সাহেব যখন কোল ধরিবার গৌ ধরিয়াছে, তখন বীরচন্দ্রের বাড়ীর কথা আর তার মাথায় নাই । সে নিজের জেদ বজায় রাখিতে কর্তব্য ভুলিয়াছে । এই জন্ত রূপ সিং দক্ষিণের পথ ধরিল । সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল !

কিছুদূর যাইয়া দেখে চজুর কতকগুলি নিরীহ কোল ঠাকুরাইতেছে । তাহাদের অপরাধ, তাহারাও কোল, এবং পলায়নপর কোল-গুলার সঙ্গে এক পথে চলিয়াছে । বাহারা পলায়, তাহারা চোর, স্তুরাং এক পথাশ্রয়ী কোল-গুলারও যে চোর নয়, তাহাতে বিশ্বাস কি ? চোর ধরা পড়িলেই শাস্তি পায় । কাজেই সাহেব আগের ভাগ্যবান-গুলাকে ধরিতে না পারিয়া, পরের হতভাগ্য-গুলাকে প্রহার করিতেছিল ।

এমন সময় তাহার সহচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে আসিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা সকলেই কিছু না কিছু গালি খাইল । মুকুন্দও কিঞ্চিৎ মিষ্ট তিরস্কার লাভ করিল ।

বাই হ'ক, রূপ সিং সাহেবেকে অনেক বুঝাইল, এবং সাহেবের সম্মুখে উপস্থিতরূপ মহা পাপের শাস্তিস্বরূপ, দুই একজনের গণ্ডে চপেটাঘাত করিল । সর্বশেষে কোলজাতির সঙ্গে নানা জাতীয় সৰস্ক স্থাপন করিল । নিজের কাঁধকুললতার নিশ্চিন্ত হইয়া সাহেব রূপ সিংএর অহুরোধে প্রহারে ক্ষান্তি দিল ।

তুলসী এইজন্ত রণী ও নারায়ণীকে নিরাপদে সুবর্ণরেখা পার করিবার অবকাশ পাইল ।

তারপর সে সন্দেহাকুলিত চিন্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল বতই মনে বল থাকুক, তথাপি তুলসী রমণী—অগণ্য বিপদ-ভার-প্রাপ্তিভিত্তি কুলবধ । তুলসীর মনে শত জ্বরের ছবি আগিয়া উঠিল । পিতা, মাতা, বিশ্বেশ্বর, স্বামী, স্বামীর পবিত্র দান, নারায়ণী—সব এক একবার তার চোখের উপর মিয়া চলিয়া গেল । তুলসী ভ্রমসংবরণ করিতে পারিল না । কামিতে কামিতে তুলসী ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—
“দয়াময় ! জ্ঞান হইবার পর হইতেই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর স্রবের মুখ দেখিবার জন্ত লালায়িত হইয়াছি । অবশেষে তোমার কৃপায় স্রবের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছি । এমন সুখ শত্রুর জন্তও প্রার্থনা করিতে সাহস করি না । হে দেবতা ! আর সুখ চাই না । এখন এইটা চাই, যেন আমার পিতার, আমার স্বামীর, মর্যাদা নষ্ট না হয় । আমার পবিত্র বংশ-গৌরবে ঘা দিও না । যেন নরাধমের হস্তে কুলবধের ধর্ম লঙ্ঘিত দেখিও না । তাহা হইলে তোমার অঙ্গ-হানি হইবে ।”

দেবতা যেন তুলসীর জন্মে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন, তাহার জন্মকে ভাবী বিপদের জন্ত প্রস্তুত করিয়া লইলেন । সে দেবতার কাছে আবেদন করিয়া, যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়াইল ।

এমন সময় বহির্দ্বারে ঘা পড়িল । “কে আছে দরজা খোল ।” তুলসী যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল ।

সাহেব, মুকুন্দ, রূপ সিং প্রহরী সকলেই দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল ।

তুলসী সুন্দর পটবস্ত্রে মোহ আচ্ছাদিত করিয়াছিল । কটিদেশ অঙ্গুলে আবদ্ধ, মস্তক অনাবৃত, কেশপাশ মুক্ত, কৃষ্ণিত কুন্তল কপোলে

ওতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চকিত-
ভাষা বনহরিনীর চকল চকু স্থির হইয়াও
ইতৈছিল না।

এইরূপ অবস্থায় তুলসী দ্বার খুলিয়া সাহে-
বর সম্মুখে দাঁড়াইল। সাহেব বেথিল, যেন
প্রমত্তের কোন অজ্ঞাত প্রবেশ হইতে “বিচি-
ক্কা অগোরা বোরিয়ালী ফুটিয়া উঠিল।

সাহেব কিছুক্ষণ কথা কহিতে পারিল না।
রূপ সিং আর একবার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া-
ছিল। তাহার দিকে তুলসীর দৃষ্টি পড়িবানাত্র,
সে অবনত মস্তকে অভিবাণন করিয়া বলিল—
“মারিজী! আপনি এখানে?”

তুলসী। এখন হইতে এট আমার ঘর।
তোমরা কি চাও?

সাহেব বহুবার অনন্তপুরে আসিয়াছে।
রামচন্দ্রের সঙ্গে আনন্দদেবের সঙ্গে কত আশ্রয়
উৎসবে যোগ দিয়াছে। রাজ-প্রাসাদের শিল্প-
কার্য দেখিয়া দেশীয় শিল্প-নৈপুণ্যের কতবার
ভ্রূমসী প্রশংসা করিয়াছে। কিন্তু এবারে
অনন্তপুরে আসিয়া সে কিছুই বসিতে পারিল
না। অনন্তপুরের বর্ত্তমান শ্রী দেখিয়া তাহার
কণ্ঠের জ্বলন্ত কতকটা কোমল হইল। সাহেব
তুলসীকে বীরভাবে প্রশংসা করিল, “এই কি বীর-
চন্দ্রের বাড়ী?”

তুলসী। মহারাজ বীরচন্দ্রের প্রকাণ্ড
প্রাসাদের তুচ্ছ ভগ্নাবশেষ।

অনন্তপুরের রাজ-প্রাসাদ যে ভূমিসাং
হইয়াছে, তাহা সাহেব জানিত না। তাই
তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিল—“অপর্যায় কি
হইল?”

তুলসী মুকুন্দকে দেখিয়া বলিল—“ওই
নরায়ণের বিশ্বাসঘাতকের পিতাকে জিজ্ঞাসা
করিবেন।”

সকলেই একবার মুকুন্দের পানে চাহিল।
হস্তভাগ্য সে দৃষ্টি সমষ্টির ভার সচিতে না পারিয়া
মাথা হেঁট করিল। সাহেব মুকুন্দকে বলিল,—
“আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া, তোমার পিতার
এ বাণী ভূমিসাং করা ভাল হয় নাই।” তুলসীকে
বলিল,—“আপনি বীরচন্দ্রের কে?”

তুলসী। কেহ নই।

গ্রীড। কি জন্ত এখানে আছেন?

তুলসী। আপনি কি জন্ত এখানে
আসিয়াছেন?

গ্রীড। আমার উপরিওয়ালার কার্য
করিতে।

তুলসী। আমি সবার উপরিওয়ালার
কার্য করিতে এখানে আছি। তিনি, এই
বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা প্রতারিত, দেশের যত
শিশু-প্রকৃতিক লোক কর্তৃক লাহিত, আর
তোমাদের ছায় সর্বভুক্ত অনল কর্তৃক দগ্ধ এই
সাধু পরিবারের সেবা কার্যে আমাকে নিয়ুক্ত
করিয়াছেন।

গ্রীড। এ বাড়িতে এখন আছে কে?

তুলসী। রাণী আর রাজকুমারী। তবে
এখন তাঁহারা এ বাড়িতে নাই।

গ্রীড। কোথায়?

তুলসী। তা বলিব না।

গ্রীড। এতরূপ তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া
বড়ই আনন্দ অনুভব করিতেছিল। এদেশের
পদানতীন স্ত্রীলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার
মুখে এরূপ কথা শুনিবে, সে স্বপ্নেও বিশ্বাস
করিতে পারে নাই। কতবার তাহাকে কত
পুলিশ যোকদমার তদারকে আসিয়া, এদেশের
লজ্জা-বনম্রা, ভীতি-কম্পিতা রমণীর মুখ
হইতে কত ধমকে এক আশ্রিত কথা বাহির
করিতে হইয়াছে। কিন্তু এরূপ অনবগুণ্টিত

লাবণ্য-প্রসিদ্ধবে উদ্ভাসিত। তেজস্বিনীর সমুদ্রে দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই। সাহেব তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া কিংবদন্তের জন্ত আকর্ষিত হইয়াছিল। তিনি যে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জগতের সকলকেই অবস্থান করিতে জন্মিয়াছেন, এটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তুলসীর শেষ কথায় আবার তাহার লোকের প্রতি অবস্থান ফিরিয়া আসিল। বলিল—“আমি একবার বাটীর ভিতর তদারক করিতে চাই।”

তুলসী। কিসের জন্ত ?

গ্রীড্। কেন, সে বাণীর কাছে বলিব।

তুলসী। এই ত বলিলাম সাহেব, রাণী এ বাটীতে নাই।

গ্রীড্। তথাপি আমরা একবার দেখিতে ইচ্ছা করি।

তুলসী ‘আমার’ কথার অর্থ জানিতে চাহিল। সাহেব আপনাকে ও আপনার অনুচরবর্গকে দেখাইল। তুলসী বলিল—“ইচ্ছা হয়, তুমি একা আসিতে পার। তারপর সাহেবের অনুচরবর্গকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া বলিল—“এই অপবিত্র পশুগুলিকে আমি এই পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিতে দিব না।”

গ্রীড্। তুমি দিব না বলিলে, আমি শুনিব কেন ?

তুলসী কটদেশে হইতে অঙ্গ বাহির করিয়া বলিল—“বেশ প্রবেশ কর।”

সকলেই চমকিয়া উঠিল। প্রহরীরা এ উহার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইঙ্গিতে পরস্পরকে দিক্কার দিল। রূপ সিং বলিল—“হুজুর! একেলাই আপনি একবার দেখিয়া আসুন না।”

সাহেব নির্ভীক হইলেও একাকী সেই

বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিল। তুলসী সেটা বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল—“সাহেব! একা বাটীতে প্রস্তুত আছ ?”

ভীকতা প্রদর্শন সাহেবের পক্ষে যত্ন হইতেও কষ্টকর। সে উত্তর করিল,—“আছি। কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস কি ?”

সুন্দরী অঙ্গ দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—“এখন ?”

গ্রীড্ তুলসীর সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

নবম পরিচ্ছেদ ।

তুলসী সাহেবকে নিম্নতলের সমস্ত ঘরগুলি একে একে দেখাইয়া, উপরে লইয়া গেল। ঘর সকল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছে, অনেক স্থলের চূণ বালী খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি গ্রীড্ গৃহ সকলের নির্মাণ-কৌশল দেখিয়া বিম্বিত হইল। অন্যের যে ভংশ এখন ধরে ধীরে সুবর্ণরেখার লীন হইতেছে, তুলসী সর্বশেষে সাহেবকে সেই অংশে লইয়া গেল। সেখানে হইতে বক্রগামিনী সুবর্ণরেখার গতি বহুদূর পর্যন্ত লক্ষিত হয়। অট্টালিকার সন্নিহিত দিয়া কিছুদূর বাইতে, শালবনের অন্তরালে পড়িয়া এই পার্শ্ব-তীয়া প্রৌড়িনী কিংবদন্তের জন্ত অদ্ভুত হয়। তারপর কিছুদূরে, কিছুদূরে কেন বহুদূরে, একবারে সহস্র বক্র ধারায় প্রবাহিত। দিগন্তের স্তম্ভবসনা লীলাভিরায়া দিগন্তনার ছায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

তুলসী অঙ্গুলি নির্দেশে সুবর্ণরেখার সেই পথম মনোহর দৃশ্য দেখাইল। আর দেখাইল, সেই বহুদূরের ঘন অরণ্যাবীর হির তরঙ্গায়িত বক্ষ। প্রকাণ্ড তরঙ্গভঙ্গে সেই অনন্ত

শ্রামসাগরের প্রথম রমণীয় শোভা, সাহেবকে কিছুক্ষণ ভ্রময় হইয়া দেখিতে হইল ।

শুধু চক্ষে দেখিয়া সাহেবের তৃপ্তি হইল না । সঙ্গে দূরবীক্ষণ ছিল, তাহা চক্ষে দিল । চক্ষে দিয়াই ব্যস্ততার সহিত সে স্থান ত্যাগ করিল ।

তুলসী ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিল না । সে সেই দূরস্থ দৃশ্যের প্রতি এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল । তখন দূরে সম্ভবমান মত্তবাদেহ অন্মুভূত হইল । অতি ক্ষুদ্র—শব্দকাদি জীবৎ—পৰ্ণতগণত্র বাহিরা ঘন উপরে উঠিতেছে । তুলসী বুঝিল, আর কেহ নহে, তাহার রাণী ও নারায়ণী ।

তুলসীও নীচে চলিল । নামিতে নামিতে দেখিল, চারি জন প্রহরী সশস্ত্র উপরে উঠিতেছে ।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমরা কি মনে করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলে ?”

একজন বলিল—“হজুরের হুকুম, তোমাকে আমাদের সঙ্গে নীচে যাইতে হইবে ।”

তুলসী বলিল—“চল, আমি ত নিজেই যাইতেছি ।”

ইহার মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—“কি ঠাকুরাণী ! হার ছড়াটা রাখিলে কোথায় ?”

“কিসের হার ?”

“দেখি, একদিনেই সব ভুলিয়া গেলে ! কাল বিদ্রোহী সদাশিবেের সহিত অত আমোদ—আজ কি তার কিছুমাত্রও মনে নাই !

তুলসী এ কথাই উত্তর দিল না । কেবল বলিল—“পথ ছাড়িয়া দে, নীচে যাই ।”

যে প্রহরীটা এখন কথা কহিল, সেটাই গুপ্তভাবে আউনের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে অনন্তপরে আসিয়াছিল । সে রাতে পুলীশ সাহেবের সঙ্গে আসিতে পারে নাই । সাহেবের তদারককের সাহায্যে লাগিবে বলিয়া,

অনন্দদেবের আদেশে, প্রাতঃকালে পুলীশ দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছে ।

আর তিন জন সঙ্গী তাহাকে উত্তর করিতে নিষেধ করিল । তখন তুলসী সকলের আগে অগ্রে চলিল ।

তুলসী নীচে নামিয়া দেখিল, তাহার অস্ত্র অপহৃত হইয়াছে । সাহেব নীচে আসিয়া ঘোড়ার চড়িবার উদ্যোগ করিতেছে ।

তুলসী বলিল—কি সাহেব ! পলাইয়া আসিলে কেন ?

সাহেব এইবারে একটু রহস্ত করিবার অবকাশ পাইল । এমন শূন্যরীর সমুখে অরসিকের দুর্নীম লইয়া কিরিয়া যাওয়া সাহেবের পক্ষে অসম্ভব হইল ! সাহেব উত্তর করিল—“তোমার ভয়ে ।”

তুলসী । তাই ত দেখিতেছি । অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, আমার সঙ্গে বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিলে । আমাকে অস্ত্রশস্ত্র বুঝিয়া, এখন আবার চারিজন দুৰ্দ্ধন বীরকে বাটীর ভিতরে পাঠাইয়াছ ।

গ্রীড্ । তোমার কোমল হস্তের অস্ত্রে ভয় নাই শূন্যরী ! ভয় তোমার ছুটা ডাগর চক্রেতে ।

তুলসী । তবে অস্ত্র চুরি করিল কেন ? যদি সাহস থাকে ত অস্ত্র ফিরাইয়া দে ।

এই সময় অনন্দদেবের অস্থচর সাহেবকে বলিল—“হজুর ! এই স্ত্রীলোকটার হাতেই কাল বিদ্রোহীকে হার দিতে দেখিয়াছি ।”

গ্রীড্ তুলসীকে সেই স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখিতে একজন প্রহরীকে আদেশ করিল বলিল—“বতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ ইহাকে এই-স্থানে দাঁড় করাইয়া রাখ । সাবধান, যেন চক্ষে ধূলি দিয়া না পলাইয়া যায় ।”

এই বলিয়া, অবশিষ্ট সহচরগণকে লইয়া জীড়নরী অভিযুগে প্রস্থান করিল ।

তুলসী বুকিল, সাহেব দূরবীক্ষণ সাহায্যে রাণী ও নারায়ণীকে দেখিতে পাইয়াছে । সে দাঁড়াইয়া, চক্ষু মুদ্রিয়া ভগবানকে দান করিতে লাগিল । এ পাষাণদের হস্ত আজ ত তাহাদের নিশ্চয়ই লাঞ্ছনা হইবে ! “ভগবান ! তাহাদের রক্ষা কর । ধরিণি ! দ্বিধা হইয়া তোমার জলন্ত গর্ভে তাহাদের স্থান দাও । আর তাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন নাই !” মায়াময়ী গোপের যাতনায় আকুল হইয়া উঠিল । অশ্রু, মুদ্রিত চক্ষুর পলক ভেদ করিয়া প্রস্রবণের ধারায় বক্ষে ধরিতে লাগিল ।

প্রহরী বলিল—“কেন মায়ায়ী ! ও নির্দয়ের সঙ্গে তর্ক করিলে ?”

তুলসী তখন অশ্রু মুদ্রিয়া বলিল—“সাহেব গেল কোথায় ?”

প্রহরী বলিল—“সাহেব বনের মধ্যে হুইতী স্ত্রীলোক দেখিয়াছে । তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া অনিতে লোক লইয়া চলিয়াছে ।”

তুলসী । হুইতী স্ত্রীলোক ধরিতে এত লোক গেল ?

প্রহরী । স্ত্রীলোক দুইটি, কিন্তু তাহাদের রক্ষা করিতে অনেক লোক আছে ! তাহারা ডাকাত—নিউটনের সময় সন্দরী করিয়াছিল । তাহাদেরই ধরিবার জন্য সাহেব এত লোক আনিয়াছে ।

তুলসী । আমাকে লইয়া এখন তুমি কি করিতে চাও ?

প্রহরী । আর কেন লজ্জা দাও মায়া ! এই নীচ কণ্ড করিতেছি । তুমি স্বজন্মে এখানে বিচরণ কর । কিন্তু দেখো মা, আমার কুটী মরিও না ।

তুলসী । আমি ত থাকিতে পারিব না । তাহারা আমার স্বামীকে ধরিতে চলিয়াছে ।

প্রহরী । তা মা, হার পাছটা ফেলিয়াই দাও না । উহারা বখন লইবে বলিয়া আনিয়াছে, তখন না লইয়া যাইবে কি ?

তুলসী । হার তাঁহাদের কাছে । উচ্ছা হয়, তুমি আমার সঙ্গে আসিতে পার । আমি সাহেবের কাছেই চলিয়াছি ।

এই বলিয়া তুলসী গমনোত্ততা হইল । প্রহরির বড় ফাঁপরে পড়িল । তুলসী বুকিতে পারিয়া বলিল, “ভয় নাই । তুমি আমার সঙ্গে চল । সাহেবের কাছে গেলে, সে আর তোমাকে তিরস্কার করিবে না ।”

তুলসী প্রহরীর উত্তরের অপেক্ষায় রহিল না । প্রহরির চক্ষের পলক না পড়িতে পড়িতে, বাটার মধ্যে প্রবেশ করিল । কি করিবে, হতভাগ্য অস্ত্র শস্ত্র হাতে থাকিতেও হতভয় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

তুলসী বরাবর উপরে গেল । উপর হইতে সন্ধান করিতে লাগিল, পুলীশের দল কোথায় আছে, কতদূর গিয়াছে । চারিদিকে চাহিতে ব্রাউনকে দেখিল । ব্রাউন তাহার পূর্বাধিষ্ঠিত নদীতীরস্থ বৃক্ষতলে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন ।

অস্ত্র কাফাকেও না দেখিতে পাইয়া, “সী তাঁহার নিষ্কটেই চলিল । ব্রাউন বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, গ্রীডের যত্নবগণের নলীপার হওয়া দেখিতে ছিলেন । এমন সময়ে তুলসী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া, তাঁহাকে বলিল—“কি সাহেব । রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া, রাগে কি পুলীশের সাহায্য লইয়াছ ?”

ব্রাউন কিরিয়া দেখিল, সেই তেজস্বিনী সন্দরী । অমনি অভিযান করিয়া বলিল—“আমাকে এত নীচ মনে করিবেন না ।

আপনাদের কি করিতে পারি আদেশ করুন। সে কার্যের জন্ত আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।”

• তুলসী। সত্য ?

ব্রাউন। আমাকে কার্যের ভার দিয়া দেখুন।

তুলসী। সাহেব ! দয়া করিয়া আমার অভিযানী ভগিনীটিকে অমর্যাদার হস্ত হইতে রক্ষা কর।

ব্রাউন। কোথায় তিনি ?

তুলসী। মর্যাদা বক্ষার ভয়ে তিনি অরণ্যে পলায়ন করিয়াছেন। পুলীশে তাঁহাকে ধরিবার জন্ত ছুটিয়াছে।

ব্রাউন। আমি কোন্ পথে যাইব ?

তুলসী। পথ এতক্ষণ বোধ হয় পুলিশের আয়ত্তে। আপনাকে এই বন ধরিয়া বরাবর পশ্চিম মুখে যাইতে হইলে, তাহাদের আশ্রয়ণ করিতে হইবে। পুলীশ না পৌছিতে তাহাদের ধরিতে হইবে।

ব্রাউন। আমাকে দেখিলে তিনি যদি আবার ভয় পান। আমাকে একবার দেখিয়া, ভয়ে তিনি মুচ্ছিত হইয়াছিলেন।

তুলসী। সাহেব ! ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।

এই বলিয়া তুলসী বৃক্ষের একটা পত্র কুড়াইল। তারপর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মুখ মধ্যে প্রবিষ্ট করাইল।

ব্রাউন রাগতে পারিলেন। বলিলেন—“বৃথাধা, নিরুত্তর হ’ল। আমার কাছে লিখিবার উপকরণ আছে।”

তুলসী মৃদু হাসিয়া বলিল—“আর একটু আগে বলিতে হয়।

লোহিত বাগে টাপার কলি বস্ত্রিত হইল। তুলসী সেই শোণিত্রাণ্ড অঙ্গুলি দিয়া পত্র পৃষ্ঠে

বিস্ময়বিমুখ ব্রাউন এক দৃষ্টে এই অদ্ভুত রমণীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

লেখা শেষ হইলে, তুলসী পত্র খান। ব্রাউনকে দিয়া বলিল—“এই খান। তাহাকে দেখাইবেন। আর আমার সঙ্গে আসুন। আমি নদী পারের পথ দেখাইয়া দিতেছি।

ব্রাউনকে স্বর্ণরেখা পার করিয়া তুলসী প্রহরীর কাছে ফিরিয়া আসিল।

হতভাগ্য দ্বারদেশে মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল, জীলোকটা আর ফিরিবে না। অথচ বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমণীর আশ্রয়ণ করিতেও তার সাহস ছিল না। কাজেই সাহেবের কাছে লাজনা, এবং সেই সঙ্গে চাকুরী হইতে চিরাবসর প্রাপ্তি সে এক-রূপ স্থির করিয়া অবদম্ন দেহে দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছিল। তুলসীকে দেখিয়া সে প্রাণ পাইল। সসঙ্কমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তুলসী বলিল—“কি সপাহীজী ? লাহুনীর ভদ্র, চাকুরীর ভয় ঘুচিল কি ?”

সিপাহী মাথা হেঁট করিয়া বলিল—“মাদ্রিজী। আপনি দেবী।”

তুলসী। কখন সাহেবের দল ফিরিবে, তাহার ঠিক নাই, ততক্ষণ অনাহারে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিবে কেন ? আমি কিছু আহারের আয়োজন করি।

প্রহরী। এ তুমি কি বলছ মাদ্রী !

তুলসী। এটা মহারাজ বীরজেন্দ্রের বাটী। এ বাটীর দ্বারে আসিয়া কখনও কোন অতিথি বিমুখ হয় নাই !

প্রহরী আত্মমি প্রণত হইয়া তুলসীকে দেবী জানে অভিবাদন করিল। তুলসী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

দশম পরিচ্ছেদ ।

প্রহরীর যোগ্য আহার সংগ্রহ করিতে তাহার হ বিলম্ব হইল । বহির্দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া দেখে প্রকরী নাই । “সিপাহীজী, সিপাহীজী” লগ্না সে কত ডাকিল, কোনও উত্তর পাইল না । খাণ্ড হাতে সে বহুদূর অগ্রসর হইল, হরীর সন্ধান পাইল না । এক পা এক পা রিয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, সেখানে কাহা-ও দেখিল না ।

খালা হাতে তুলসী ফিরিতেছে, এমন সময় চাও হইতে কে ডাকিল—“তুলসী !” তুলসী রিয়া দেখিল, স্বামী ।

তুলসীর বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল ।

“তুমি কেমন করিয়া এখানে রহিয়াছ ?”

সদা । কেন থাকিব না ? কতকগুলি বাদীর ছার ভয়ে পলাইব ? তুলসী । সে দিন অতিথি কোর করিতে পার নাই বলিয়া হুংব করিয়াছ, ই আজ তোমার দ্বারে অতিথি ।

তুলসী । সাহেব যে তোমাকে ধরিতে সিদ্ধাছে ।

সদা । মুন্না তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছে ।

দলবল এখন তাকে বাঁচাইবে, না তাদের ধরিবে ।

এই সময় মুন্না একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে স্থিত হইল ।

সদা । কি খবর মুন্না ?

মুন্না । সাহেবকে উদ্ধার করিয়া তাহা-ছ এই বক্সিস আনিয়াছি ।

এই বলিয়া মুন্না একটা পিস্তল দেখাইল ; ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকে ছাড়িয়া । তুলসীর হস্তে খাণ্ড দেখিয়া হাসিতে তে বলিল—“তাইটী কুখ্য কাতর হইয়াছে.

আগে হইতেই বুঝিয়া কি আহার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছ ? সিদি । অতি পরিশ্রমে আমি কুখার্ত ।”

এই বলিয়া তুলসীর হাত হইতে খালা লইয়া মুন্না ভোজনে প্রবৃত্ত হইল—আদেশের অপেক্ষা রাখিল না ।

তুলসী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল । মুন্না বলিল—“দেখিতেছ কি ! আর মাস খানেকের মধ্যে এখানে কাহাকেও আসিতে হইবে না । বার কতক যে তল খাণ্ডাইয়াছি, তাহার ধাক্কা সামলাইতে সাহেবের মাস খানেক লাগিবে ।

সদা । সবাই ফিরিয়াছে ?

মুন্না । কেবল মুকুন্দ, আর চারিজন সিপাহী ফিরে নাই । আমি তাহাদের সন্ধানে চললাম ।

মুন্না প্রস্থান করিল ।

সদা । আর কেন তুলসী ঘরে চল ।

তুলসী । আমি যে এক দুর্ক্ষ করিয়াছি—রাশী মা ও নারায়ণীকে বনে পাঠাইয়াছি !

সদা । তাহাদের উদ্ধার করিতে লোকও ত নিযুক্ত করিয়াছি । তোমার অঙ্গুলি নিঃসৃত রক্তমসী আমার দৃষ্টিতে স্বর্ঘ্যদেবকেও রক্তিমাত করিয়াছিল ।

তুলসী মুহু হাসিয়া স্বামীকে একটা প্রণাম করিল—“তবে এস, দেব অতিথি ঘরে এস ।”

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

তুলসীর কাছে বিদায় লইয়া মুন্না, সাহেবও তাহার অনুচরদিগের ক্রিয়াকলাপ দেখিবার জন্য সদাশিবের সঙ্গে বনমধ্যস্থ এক চুরভিগব্য নিযুক্ত স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল । তিনটা অসহায়া স্ত্রীলোককে বিপদে ফেলিয়া, কাপুকদের মত নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে ।

সময়ে অসময়ে সুবর্ণরেখা পার হইবার জন্য তাঁহার গৃহে এক কাঠের ভেলা থাকিত । তাহার দেখিল, তুলসী সেই ভেলার সাহায্যে একে একে রাণী, নারায়ণী ও একজন সাহেবকে পার করিল । গ্রীড সাহেবের ছাদে ওঠা, দূর-দীক্ষণ সাহায্যে চারিদিক দর্শন, তুলসীর পত্র লিখিয়া ব্রাউনের হস্তে দান—এ সমস্তই তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল । কেবল বাড়ীর অন্তরালে ছিল বলিয়া, মুকুন্দ ও তৎসহচরদিগকে তাহার বহুব্ধ দেখিতে পারি নাই ।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, তাহার সকলে বাড়ী হইতে আর পোয়া খানেক পথ দক্ষিণে সুবর্ণরেখা পার হইতেছে ।

কয় দিনের বৃষ্টিতে সুবর্ণরেখার জল বড়ই রুদ্ধ পাইয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে স্রোতও বাড়িয়াছিল । সুতরাং সহজেই কেহ পার হইতে পারিতেছিল না ।

তথাপি সাহেবের আদেশে অনুচরবর্গ অতিকষ্টে নদীপার হইল । বাকী বহিল সাহেব ও মুকুন্দ । সাহেবের ঘোড়া কিছুতেই জলে পাইল না । মুকুন্দেরও তাই । সাহেবের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য, মুকুন্দ ঘোড়া ছাড়িয়া নদীতে পড়িল । মুকুন্দ সাতার জানিত । তথাপি নদীববেগে প্রায় শত হস্ত দূরে গিয়া পড়ে উঠিল । সাহেব তাহাকে চারিজন সিপাহী লইয়া রমণীষয়ের অনুসরণে আদেশ করিল । বলিল—“ভূমি অগ্রে যাও, আমি এখন তোমার সঙ্গে যাইতেছি ।”

কিন্তু সাহেব আর পার হইবার সুবিধা পাইতেছিল না । তিনি এ পারে, আর সহচর-গণ ওপারে । আশ বৃষ্টি করিয়া কেবল পারের চেষ্টা চলিতে লাগিল ।

অপেক্ষা করুন । আমি সাহেবকে লইয়া একটু আমোদ করিয়া আসি । আপনাকে সকলে চিনে । আমি বহুব্ধ, আমার ত কেহ চিনে না । সুতরাং আমোদ করিবার এমন সুবিধা আমি ত্যাগ করিব না ।

সদাশিব প্রথমে নিবেদন করিল । বলিল—
“যদি সাহেব সন্দেহ করে ?

মুন্না । করিলে ক্ষতি কি ? সাহেব এ পারে একা । সঙ্গীরা নদীপার হইয়া ফিরিতে না ফিরিতে, সাহেবকে সুবর্ণরেখার আশ মগ্ন জল খাওয়াইয়া পালাইব ।

সদা । সাহেবের জামার পকেটে পিস্তল আছে ।

মুন্না । পকেটে হাত দিয়া পিস্তল বাহির করিতে না করিতে, একটা ‘পাপড়া’ ছুড়িয়া দূর হইতেই হাঃখানিকে অবশ করিয়া দিব ।

এই বলিয়া মুন্না বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা কাষ্ঠখণ্ড দেখাইয়া নিভৃত স্থানত্যাগ করিল ; এবং ভেলাটা অপহরণ করিয়া ভাসাইয়া সাহেবের কাছে উপস্থিত হইল । এক লম্বা সেলাম করিয়া বলিল—“সাহেব ! অনুমতি করেন ত এই ভেলার সাহায্যে আপনাকে পার করি ।”

গ্রীড তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল । মুন্না কাষ্ঠ-ব্যবসায়ী বলিয়া আপনার পরিচয় দিল । বলিল—“ভূযোগে অনেক গাছ ভূমিসাগ হইয়া নদীতে পড়িয়া ভাসিয়া যায় ! আমি তাই সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি ।”

সাহেবের বিশ্বাস হইল । সে তাহাকে পার করিতে আদেশ করিল ।

এ খণ্ডে সে ঘোড়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া, তাহাকে নদীতে ফেলিল এবং অন্তর্দৃষ্টি মথ্যেই পারে রাখিয়া আসিল । সাহেবের সহচরবর্গ বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল ।

ফিরিয়া মুন্না সাহেবকে ভেলায় উপরে চড়াইল এবং নিজে এক হাতে ধরিয়া সীতারিয়া সাহেবকে পায়ে লইয়া চলিল ।

নদীর মাঝখানে কোশলে সে ভেলা বিপর্যস্ত করিয়া দিল । সাহেব নদীতে পড়িয়া গেল । মুন্না তাহাকে ধরিয়া ভাসাইয়া বহুদূর লইয়া গেল । সিপাহীরা কেবল “খবরদার খবরদার” চীৎকার করিতে করিতে তীরাবলয়নে ছুটিল । জলে নামিয়া সাহেবকে উদ্ধার করিতে কাহারও সাহস হইল না ।

সবার অলক্ষ্যে সাহেবকে এক নিভৃত কূলে তুলিয়া মুন্না সাহেবের কাছে পরিশ্রমের পারিতোষিক চাহিল । জলে পড়িয়া সাহেবের কিন্তু মুন্নার উপর কোথ হইয়াছিল । তাঁহার বিশ্বাস, এই বর্ষের কোল একটা বিশ্বাস-ঘাতক ভেলায় তুলিয়া তাঁহাকে অশুচরবর্ণের সম্মুখে লজ্জিত করিয়াছে । অল্প সময় হইলে, মুন্নার পৃষ্ঠদেশের কতকগুলি রক্তরেণা সাহেবের পুরস্কারের সাক্ষ্য প্রদান করিত । কিন্তু সাহেব জীবনের ভয়ে, অত্যন্ত পরিশ্রমে, ও কতকটা জলপানে একেবারে নিকরীকৃত, মৃতপ্রায় হইয়াছিল । সুতরাং সে সময় পুরস্কার দেওয়াটা সে বুদ্ধিবৃত্ত বিবেচনা করিল না । বলিল—“সহরে আমার বাংলার ঘাইও, সেখানে তোমাকে পুরস্কার দিব ।”

“আমার এত দেবী সহিবে না”, বলিয়া মুন্না সাহেবের বুকের পকেট হইতে একটা রিভলভার পিস্তল বাহির করিয়া লইল ।

তখন সাহেব বৃষ্টি, এ কাঠব্যবসায়ী নয় । হয় দস্যু, নয় রাজা বীরচন্দ্রের কোন শক্তিমান অনুচর । অত্যন্ত দুর্বল তাহার উপর একা—মুন্নার পিস্তল গ্রহণে সাহেব আর বিরক্তিক্রম করিল না ।

বাইবার সময় মুন্না বলিল—“সাহেব, আমি যদি তোমায় স্ববর্ণরেখার জলে ডুবাইয়া

মারিতাম, তাহা হইলে রক্ষা করিত কে ? যে হতভাগিনী তোমার হুকুমে তাহাদের তাইদের গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে, তুমি ত নিজেই বুঝ সাহেব, তাহাদের মত বোকা পৃথিবীতে আর নাই । তাহাদের চক্ষে ধুলি দিতে কতকৃণ ?

গ্রীড । তুমি কে ?

মুন্না । মুন্নার নাম শুনিয়াছ ?

গ্রীড । সেই তুমি ?

মুন্না । সেই আর কেমন করিয়া বলিব ?

সেই থাকিলে কি আমার চোখের উপর একজন নিরীহ ব্রাহ্মণকে ছেলে দিতে পারিতে ? সংসারের যে কোনও ধর ধারে না, একটা সামান্য পিপীলিকাটা গায়ে হাত তুলিতে কাতর হয়—যদি সেই মুন্না থাকিতাম, তাহা হইলে কি তার শাস্তি লাড়াইয়া দেখিতে পারিতাম ? মুন্না বজ্রকল মরিয়াছে, আমি তাহার নাম লইয়া আছি ।

গ্রীড । তাই কি এখন প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছ ?

মুন্না । এখন ? কার উপর প্রতিশোধ লইব ? তুমি ত মরা । মরার উপর মুন্না কখনও অস্ত্রাঘাত করে না । প্রতিশোধ লইতাম তখন । পঞ্চাশ কামানের মুখের আগুনে তোমাদের ছোটনাগপুরের বাস জন্মের মতন ভষ্ম করিয়া দিতাম । সামান্য দুই একজন অস্ত্রহীনকে ধরিয়া তোমাদের আর বীরত্বের গর্ব করিতে দিতাম না । কি বলিব ! দেবতা তোমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অধিকার দিয়াছেন । তাই একদিনে আমার পঞ্চাশ বৎসরের সঞ্চিত শক্তি—কামান, বন্দুক, গোলা, টাকা পেটে পুরিয়াছেন ।

বলিতে বলিতে মুন্না স্থানত্যাগ করিল । সাহেব অবাধ হইয়া বসিয়া রহিল । তাবিল, —বর্ষেরটা বলিল কি ? এ সকল কথা কি অর্থ আছে ?

অল্পক্ষণ পরেই রূপ নিং ও তার সহচরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। দুর্কাল গ্রীড সে দিনকার মত বিদ্রোহীর অতুসন্ধানে দ্রুত দিয়া প্রসাদপুরে ফিরিয়া চলিলেন। মুন্না সম্বন্ধে কোনও কথা তিনি তাহাদের কাছে প্রকাশ করিলেন না।

যে লোকটা দ্বার জুড়িয়া বসিয়াছিল, সে সঙ্গীদের কোলাহল শুনিয়া আগে হইতেই নদী-তীরে ছুটিয়াছিল। সেও দলের সঙ্গে যোগ দিল; তুলসীর আতিথ্য গ্রহণ তাহার ভাগ্য ঘটিল না।

কেবল মুকুন্দ ও তাহার চারিজন সঙ্গী বনে পড়িয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পুলিশের ভয়ে ঘর হইতে পলাইয়া আসিয়া, রাণী মধুমতী ও নারায়ণী, তুলসীর আদেশমত পাক্তীয় পথ ধরিয়া পাশ্চাত্তিমপথে চলিলেন। কথা আছে তুলসী আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বেলা দ্বিপ্রহর হইল, তবুও তুলসী আসিয়া পৌছিতে পারিল না। তাহার না আসা পর্যন্ত পথে বিশ্রাম করিতে তাহাদের উপর ১ তুলসীর আদেশ ছিল। কিন্তু ভয়বিহবলা মধুমতী নারায়ণীকে এক দণ্ডের জন্তও পথে বসিতে দেন নাই।

এখন আর কাহারও পা চলে না। এত পথ হাঁটিয়া আসা উভয়ের জীবনেই এই প্রথম। তাহাতে পথ সমতল নয়—সে পথে চলিতে হইলে অবিরত উঠা নামা করিতে হয়। পথ শুধু দুর্গম নয়, ভীষণ—ছোটনাগপুরের কাঁচ ভালুক ভরা অরণ্য ভেদ করিয়া, নিয়তির জায় দুর্গম অন্ধকারে বাইয়া মিশিয়াছে।

যে স্থলে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার দুই ধারে প্রায় শত হস্ত পরিমিত উচ্চ, সমশীর্ষ, দূরব্যাপী শৈলবোঁটা। তাহা আবার কেবল এক বর্ণের এক জাতীয় বৃক্ষদ্বারা সমাচ্ছাদিত। দূর হইতে দেখিতে স্তম্ভব, চিত্রপটে তুলিতে বড়ই মনোহর, কিন্তু সে পথের পথিকের চক্ষে সে যে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহা কল্পনায় আসে না।

সেই ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া সপ্ততি বর্ষীয়া বৃদ্ধা মহারানী নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়াছেন। ইচ্ছা জোরে চলেন, কিন্তু সেই পাথরে পথের অনভ্যস্ত চরণ তাহাদের ইচ্ছামুগ্ধ কাণ্য করিতেছিল না। চলিতে চলিতে নারায়ণী এক একবার পিছাইয়া পড়িতেছিল। ধরা পড়িবার ভয়ে বৃদ্ধা অনিচ্ছায় তাহাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করিয়া অগ্রসর করিতেছিলেন।

মাঝে মাঝে নারায়ণীর পায়ে কঁাকর ছুটিতে-ছিল। একবার মাত্র ক্রর আকৃষ্ণনে স্বর্ণা প্রকাশ করিয়া, একটীবার মাত্র দাঁড়াইয়া, সে আবার নাগাল ধরিতেছিল। একবার পাহিল না। সেবারে বুঝি বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল।

চলিতে চলিতে রাণী ফিরিয়া দেখিলেন, নারায়ণী বায়ুতাড়িত করবীর জায় পত্তনোন্মুখী। ছুটিয়া আসিয়া রাণী তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, নারায়ণী বলিল—“মা বসিবার স্থান দেখ, আর আমি চলিতে পারি না।”

কিন্তু এরূপ পথের মাঝেই যদি বসিতে হয়, তাহা হইলে এতটা পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদের লাভ কি হইল? ধরা পড়িবার ভয় ত ঘটিল না! রাণী নারায়ণীকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে অনুরোধ করিলেন। নিজেই কত শারীরিক বলের পরিচয় দিলেন। কত দিন উপবাসে কত পরিশ্রমের কার্য্য করিয়াছেন শুনা গেলেন,

পুলিশের ভয় দেখাইলেন, বাঘের ভয় দেখাইলেন, তথাপি নারায়ণী চলিতে বীকৃত হইল না। অগত্যা রাণীকে বিশ্রাম স্থান অন্বেষণে বাধ্য হইতে হইল।

এতক্ষণ রাণী নারায়ণী-স্বাক্ষর একান্ত কামনায় জ্ঞানশূন্যের দ্বায় পথ চলিতেছিলেন। এই এতক্ষণের মধ্যে এক সময়ের জ্ঞাতও তিনি পথের ভীষণতা অনুভব করিতে পারেন নাই। এইবারে সময় আসিল। আশ্রয় খুঁজিতে তিনি একবার বামে চাহিলেন। তখন মহারণোর প্রকৃত-মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে পড়িল। দক্ষিণে চাহিলেন, দেখিলেন বাম দিকের মত পর্বত পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, স্তরে স্তরে উখিত সহস্র সহস্র শালতরু গগনমার্গ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে কচিং বিহল তরুর জির মধ্য দিয়া পর্বতের ধূসর গাঁজ দেখা বাইতে লাগিল। স্বন্ধা দেখিলেন, সে মূর্ত্তি কি ভীষণ!

স্বকীয় প্রাসাদের ত্রিতল ছাদোপরি বসিয়া স্বন্ধা নিশাই এই মহারণোর মূর্ত্তি দেখিতেন। একা দেখিয়া তপ্তিলাভ করিতে পারিতেন না বলিয়া, আত্মীয়দিগকে দেখাইতেন। সে মনোরম দৃশ্যের মনোহরিত্ব তাহার উপলব্ধি করিতে পারে কি না সন্দেহ করিয়া, মহারণী এই নৈসর্গিক চিত্রপটের এক এক অঙ্গ দেখাইয়া তাহাদের চোখ খুলিয়া দিতেন। তরুণ বয়সে পৌর্ণমাসী রজনীর প্রাকৃতিক চন্দ্রলোকে পূত্রকে কোলে করিয়া চাঁদ দেখাইতেন; আর সেই ফুন্ত জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত দিগন্ত-স্পর্শী শালবন দেখাইয়া, পূত্রকে হাসাইতেন, আপনিও হাসিতেন। সন্ধ্যোপনে উত্তর না পাইয়া, কত দিন সৌন্দর্য-বিবুধা আশ্র-বিশ্বতঃ মহিবীর অজমনকতা ভঙ্গ করিতে মহারাজ বীর-

চক্রকে উপরে আসিতে হইয়াছে। কতবার স্বন্ধা মহারণী রোক্তমাণা নাতিনীকে এই হরিৎ সাগরে ফেলিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া মানমুখে হাসির সন্ধার করিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্নেও জানিতেন না, সেই মনোহরিত্বের সমীকট এত ভীষণ।

সুশুপ্ত ভয় রাশি সহসা জাগরিত হইয়া, তাহার বক্ষ আলোড়ন করিয়া তুলিল। নারায়ণী পিতামহীর একদৃষ্টে অরণ্য পরিদর্শন নিরীক্ষণ করিয়া ও তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুকিল যে, এইবারে স্বন্ধার ভয় জন্মিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—

“কি দেখিতেছ মা?”

রাণী। এ কোথায় আসিলাম নারায়ণী? নারায়ণী। তুমি এখন দেখিলে, আমি অনেকক্ষণ হইতে দেখিয়া আসিতেছি।

রাণী। আগে কেন বলিলি না?

নারায়ণী। বলিতে দিলে কই!

রাণী। তুলসী করিল কি?

নারায়ণী। সে আর কি করিবে! তার কি হইল জিজ্ঞাসা কর। হয় আমরা পথ ভুলিয়াছি, নয় দিদি আমার পুলিশের কাছে আবদ্ধ। যা এমন অভাগ্য আমরা, নিজেও মজিলাম, অপরকেও মজাইলাম!

রাণী দেখিলেন জগৎ অন্ধকার। তুলসী যে বিপন্ন হইবে, এ কথা এক সময়ের জ্ঞাত মনে আগে নাই। সেই বালিকা মূর্ত্তিতে মায়াময়ী দেবী শ্রাধ করিয়া তাহাদের স্মৃথের ভাগ লইতে আসিয়া বিপদে পড়িবে! সে যদি না আসিল, তাহা হইলে এতটা পথ আসিয়া তাহাদের লাভ হইল কি? পূর্বদিবসত্রয় রাণী এক-রূপ অন্ধাশনে দিনযাপন করিয়াছিলেন, তথাপি দুর্বলতা তাহাকে এতক্ষণ স্পর্শও করিতে পারে

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

নাহি। নারায়ণীর শেষ কথায় সহসা কে যেন তাঁর বল অপহরণ করিয়া লইল। পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, হাতের স্থানে স্থানে খিল খিল। কণ্ঠ ভাল শুক, মরুভূমিবৎ নীরস। কথা কহিবার পর্য্যন্ত শক্তি রহিল না। সম্মুখে চাহিলেন, দেখিলেন পার্শ্বীয় পথ পূর্বে হইতে ক্রমনিয় হইয়া ঠিক যেন একটু একটু করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। আকাশের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন সূর্য্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বের অন্তরালে পড়িলেই অন্ধকারে সমস্ত পথ ছাইয়া যাইবে। এখনও ফিরিতে পারিলে সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ীতে ফিরিতে পারা যায়, কিন্তু পশ্চাতে চড়াই—ফিরে কে? দ্বিপ্রহর পার হইয়া গেল, তথাপি নারায়ণী মুখে জল দেয় নাই। অনাহারে এতটা চড়াই পথে উঠিলে আর কি সে প্রাণে বাঁচিবে! ফিরিবার কথা ভাবিতে বৃদ্ধা শিহরিয়া উঠিলেন। পর্য্যটন ক্ষমতার অতীত হইয়া গিয়াছে, বসিতেই হইবে। কিন্তু হায় কোথায় বসিবে?

রাণী। বসিবার স্থান কোথায় দিদি?

নারায়ণী। চারিদিকে বৃক্ষের আবরণ, স্থানের অভাব কি? বিধাতা আমাদের বসের যোগ্য স্থানে আনিয়া দিরাছেন।

রাণী। তাতো দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্থানে আশ্রয় লইলে, আর ঘরে ফিরিতে পারিবি কি?

নারায়ণী। আর ফিরিবারই বা প্রয়োজন কি? বাঘই থাক, কি পুলিশেই লইয়া থাক, আমি দাঁদিব।

পথে আসিতে আসিতে, নারায়ণী একটা পার্শ্বীয় নিব্বরের দ্বারে একটা বিশ্রামযোগ্য স্থান দেখিয়াছিল। পিতামহীকে সেই স্থানে লইয়া চলিল। রাণী বিরক্ত না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

নিব্বর সমীপে শিলাতলে উপবিষ্ট নারায়ণী রাণীকে বলিল—“মা! বিধাতার জ্ঞান এখন এই বাসস্থান করিয়াছেন। আর বোধ হয় আমি স্থান ত্যাগ করিতে হইবে না।”

রাণী কোনও উত্তর করিলেন না। কহিবার আর তাঁর সাধ্য ছিল না। তিনি নয়নে পথের দিকে চাহিয়া তুলসীর করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ তাঁ অবস্থায় কাটিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দিকে ফিরিয়া দেখেন, সে এক দৃষ্টে পানি চাহিয়া আছে। রাণী মনে বুঝি নারায়ণী পিপাসিতা। বলিলে একেলা এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা পারিবি? আমি শাল-পাতের চোড় জল আনি।”

নারায়ণী উত্তর দিল না। সে পারে কি দেখিতেছিল। রাণী চেলিলেন। তখন নারায়ণী বলিল—“দূর হইতে কাহারো আনাদের দেখিতে? “তা” হইলে উপায়?”

“আমি একটু এঁটখানেক শুই। এ নাগরী পিতামহীর উরুতে মাথা রাখিল।

“এখানে কোথায় শুইলি নারায়ণী? আর নারায়ণী! তাহার চেে আসিল। রাণী তাহাকে স্থানের কথা শুনাইলেন। নারায়ণী চোখা বৃদ্ধা দেখিলেন, নিজায় সে অতি পড়িয়াছে। তুলিতে আর তা প্র

বে ঘুমা। অদৃষ্টে এ হইতে আর
দুঃখ হইতে পারে? ভগবান
জন্ত যদি তোর এষ্ট শাস্তির বিধান
কেন, যতক্ষণ পারিস তাহা সন্তোষ
এই বলিয়া তিনি, নির্ঝরির দিকে
কি দেখিয়াছে, দেখিবার চেষ্টা
কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

থাকিতে থাকিতে, সম্পদের ছবি-
স্ত হইয়া একটা একটা করিয়া তাহার
সিয়া উঠিতে লাগিল। পুত্র রামচন্দ্র,
স্বামী রত্নের সংচর—বজ্র, ভূতা,
ঈ, একবার করিয়া তাহার চোখের
স্থিত হইয়া মিলাইয়া গেল। ঐশ্বর্য
বঞ্চিত, শত্রুবিমর্দিত মহারাজের
ষ্ঠ, কারবাসে নিষ্পাতিত দেব-হৃদয়
সহিত যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া, রাণীকে
রেয়া তুলিল। মনের আবেগে হৃদয়
ফুট চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সময়ে পার্শ্বস্থ জললের ভিতর হইতে
মর্ম্মর শব্দ উঠিত হইল! সভয়ে
দিকে চাহিয়া দেখিলেন; নারায়ণীকে
চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নারায়ণী
উঠিতে চারিজন ভীমকায় প্রহরী
কে বেঁধেন করিল। সঙ্গে মুকুন্দ।

দেখিয়া রাণী বলিলেন—“কি
আমাদের বনবাসিনী করিয়াও কি
পিতাপুত্রের তৃপ্তি হইল না? তাই
বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের
ষ্ট করিতে আসিয়াছে।”

র অবস্থা দেখিয়া, তাহার কথা
মুকুন্দ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না;
উত্তর করিল—“তোমরা নিজেই
র মর্যাদা নষ্ট করিয়াছ। আমার

পিতা-তোমাদের মঙ্গলের জন্ত প্রাণপণ করিয়া
ছিলেন। তার পুরস্কার স্বরূপ তোমার স্বামী
তার সর্বনাশ সাধনে উত্তত হইয়াছিল। হিতা-
কাজী বজ্রের সর্বনাশ করিতে দিয়া মূর্থ রাজা
আপনারই সর্বনাশ করিয়াছে; তোমাদেরও
এই দশায় আনিয়াছে।”

রাণী বুঝিলেন, অধিক কথা কহিলে, এ
নরাদমের কাছে মর্যাদা থাকিবে না। তাই
জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা কি করিতে
চাও?”

মুকুন্দ। বীরচন্দ্র সাহীদেবের সমস্ত
সম্পত্তি সংকার বাহাদুরের প্রাপ্য। তোমরা
তাঁহাদের হার অপহরণ করিয়া নিজের কাছে
রাখিয়াছ।

রাণী। হার আমাদের কাছে আছে, এ
কথা তোমাকে কে বলিল?

মুকুন্দ। বলিবে কে? আমরা সন্ধান
জানিয়াছি। বিদ্রোহী সদাশিব কাল আসিয়া
হার গাছটা তোমাদের দিয়া গিয়াছে।

রাণী। যদি না দিই।

মুকুন্দ প্রহরীদের দেখাইয়া বলিল—“ইহারা
আদায় করিবে।”

রাণী। আমি দিব না। উহার আদায় করুক।
প্রহরীরা যে হার আদায় করিতে রাণীর
উপর বল প্রয়োগ করে, এ সাহস তাহাদের
ছিল না। তাহার অনন্তপুরেখরীর মর্যাদা
বৃদ্ধিত। মুকুন্দ হার ছড়ালি লইতে, তাহাদের
মধ্যে একজনের উপর ইঙ্গিতে বেই আদেশ
করিল, অমনি সে বলিল—“হজুর। গ্রহণ
করিতে হয় আপনি করুন। আমি রাণীজীর
গায়ে হাত দিতে পারিব না।”

আর একজন বলিল—“সাহেব হার লইতে
আপনার উপর আদেশ দিয়াছেন। আমাদের

মিয়া রাণীর অমর্যাদা করিতে তার সাহস হয় নাই ।”

তৃতীয় বলিল—“আপনি বনের মধ্যে বিপদে পড়িলে, আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি ।”

চতুর্থ রাণীর সঙ্গুথে অগ্রসর হইয়া জাহ্নবনত করিল, আর বলিল—“রাণীজী মায়ী ! হার ছড়াটা কেলিয়া দিন । রাজ্য, ঐশ্বর্য, স্বামী, পুত্র, সমস্ত হারাইয়া তুচ্ছ এক ছড়া হারে লোভ রাখিয়াছেন কেন মা ? সরকার বাহাদুর যখন সন্ধান পাইয়াছে, তখন আর কিছুতেই তাহা আপনি রক্ষা করিতে পারিবেন না ।”

রাণী উত্তর করিলেন—“তুমি বাপ ঠিক বলিয়াছ । হার রাখিব না, হোমাদেবই দিব । ক্ষণেক অপেক্ষা কর ।”—এই বলিয়া নারায়ণীকে জাগাইলেন ।

নিদ্রার কোলে মাথা রাখিয়া নারায়ণী কিয়ৎক্ষণের জন্য সকল দুঃখই ভুলিয়াছিল । স্তব্ধ জাগ্রিতা বর্তমান অবস্থায় ফিরিতে, তার কিছু বিলম্ব হইতেছিল ।

মুকুন্দের বিলম্ব সহিতেছিল না । রাত্রির চপেটাঘাতের বাধাটা তখনও তাহার স্বপ্ন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই । সন্ধ্যার পূর্বে বন হইতে বাহির না হইতে পারিলে, কত কি বিপদ উপস্থিত হইতে পারে । গগুদেশ কত চপেটাঘাতের আশঙ্কা অল্পভব করিতে পারে, তার সংখ্যা কি ? বিলম্বে বিপদের আশঙ্কায় মুকুন্দ রাণীকে বলিল—

“আমাদের বিদায় করিয়া নতুনীকে চুলিতে বল ।”

রাণী আবার ডাকিলেন “নারায়ণী !”

নারায়ণী অপরাধিকে মুখ করিয়াছিল ।

উনিশ মুকুন্দ কিংবা তৎসহচরদের দেখিতে পার

নাই । পিতামহীর কথা শুনিয়া পক্ষিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—

“কাহারা দেখিতেছিল, জানিতে কি মা ?”

রাণী । জানিয়াছি, তাঁহারা পিছনে দাঁড়াইয়া ।

নারায়ণী ফিরিয়া বলিল । অমনি মুকুন্দকে দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার দ্বারা অঙ্গ ব্যস্ততার সহিত আবৃত করিতে লমুকুন্দ বহুকাল নারায়ণীকে দেহে রাজা তাহার হস্তে নারায়ণীকে সমর্পণ ব নারায়ণীও আত্ম সমর্পণ করিতে ব্যস্ত নাই । এই সকল কারণে মুকুন্দ দেখিতে পাইলে ছুই কথা শুনাই করিয়াছিল । কিন্তু তাহাকে দেখিয় আর বাক্যসুষ্ঠি হইল না । তৎ বালিকা দেখিয়াছিল, এখন সে রূপে লইয়া পূর্ণাবস্থা সন্দরী । মুকুন্দ সে র প্রথমে কোনও কথা কহিতে পারিল ন

মুকুন্দকে দেখিয়াই নারায়ণী হার ছড়াটা লইতে আসিয়াছে । ভাব গোপন করিয়া বলিল—

“কি মুকুন্দ ! আমি কেমন আছি আসিয়াছি ?”

মুকুন্দ । আমাকে তিরস্কার তোমার বুদ্ধিমান পিতামহ হোমাকে উপস্থিত করিয়াছেন ।

নারায়ণী । তাই বঝি তোমা পিতা, তার বুদ্ধিমান পুত্রকে আমা জ্ঞান যনে পাঠাইয়াছেন ?

মুকুন্দ । ক্রোধ করিয়া বা হাতে পাড়লে, তুমি আজ প্রসাদ হইতে ।

চলী। আমার বড় ভাণ্ডা যে তাহা।
তোমার হাতে পড়ার চেয়ে বনবাসিনী
সর।

নারায়ণীকে কথা কহিতে নিষেধ।
। তাহার ভয়, পাছে ক্রুদ্ধ মুকুন্দ তাহার
করিয়া বসে।

তথাপি ক্রোধ করিল না। নারায়ণীর
স আপনার ক্রোধ অসম্পূর্ণ বোধ
নারায়ণীকে সে অবিবাহিতাই জানিত।

১. নারায়ণী অভিমানে তাহাকে তির-
তছে। রাণীর কথায় তাহার আর
প্রত্যয় হইল। মিষ্টবাক্যে বৃদ্ধকে
করিয়া বলিল—“আপনি যদি এখনও
ক আমার হাতে সমর্পণ করেন—

কর নরাধম! ভগবান আমাদের
স্বীর হাতে সমর্পণ করিয়াছেন।” এই
না নারায়ণী দাঁড়াইয়া পিতামহীর হাত
থায় মা! এ স্থান হইতে চলিয়া যাই।
র মুখ দেখিলে পাণ হয়।”

নী জ্ঞানশূন্যের মত পিতামহীকে টানিয়া
ল। মুকুন্দ দেখিল, সব যায়।
হতচ্যুত হইয়া কোন অজ্ঞাত হস্তে
সঙ্গে সঙ্গে হার যায়। থাকিবে
বের কাছে তিরস্কার! এক রমণীর
তে হার লইতে যদি মুকুন্দ অপারগ,
ত জায়গীর দিলে সে রাখিতে পারিবে
? শুধু এই টুকু বাকিল যে, শুধু হাতে
কেব নিশ্চয় তাহাদের প্রদত্ত জায়গীর
ইবে।

বিয়া মুকুন্দ আবার নারায়ণীর অভি-
। সিপাহীরা মুকুন্দের কাছে দাঁড়া-
তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যে দিকে চলিতেছিল, সে দিকে

আর পথ ছিল না। উভয়ে এমন স্থানে উপস্থিত
হইল যে, সে স্থান হইতে আর এক পদ অগ্রসর
হইলে, একেবারে পাঁচ সাত হাত নীচে পড়িতে
হয়। সে স্থানটা পূর্বকথিত পার্শ্বতা নির্বরণ
তীর ভূমি। পাঁচ সাত হাত নিম্নে ঘর্ষ প্রদেশে
কল কল করিয়া নির্বর জল ক্রম-নিম্ন ভূমির
দিকে বহিয়া চলিতেছে।

রাণী। এ কোথায় আসিলি নারায়ণী?
নারায়ণী। ঠিক স্থানেই ত আসিয়াছি মা।
পড়িয়া মরিতে পারিলেই ত আমরা নিশ্চিন্ত।
মা! বড় অপমান! বাঁচিয়া আর আমাদের
স্বথ নাই।

রাণী। মরিতে পারিলে ত বাঁচি। কিন্তু
হিঁদুর মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া ত মরিতে পারি
না। ভোগের শেষ হয়, এই জন্মেই হউক,
আবার জন্মান্তরের জন্ত রাখা কেন? উহার
আসিতেছে, হার ফেলিয়া দে।

নারায়ণী। প্রাণ থাকিতে দিব না। উহার
কেনন করিয়া লইতে পারে দেখিবে।

এই সময়ে সাহুচর মুকুন্দ তথায় আসিয়া
উপস্থিত হইল। বলিল—“হার না দিয়া কোথায়
যাইতেছ?”

(“Hold! wretch! a step more
and you are a dead man.”) “থবরসার!
আর এক পদও অগ্রসর হইও না। এক পদ
অগ্রসর হইলেই মৃত্যু।” বনমধ্য হইতে এই
অশ্রুতপূর্ব স্বর উথিত হইল। সকলে ফিরিয়া
দেখিল—এক সাহেব! ভয়ে বিষ্ময়ে নীচে
নামিবার ব্যস্ততায় রাণীর পদাঙ্কন হইল। তিনি
একেবারে সাত হাত নীচে পড়িয়া গেলেন।
নারায়ণী সঙ্গে সঙ্গে ঝাপ দিল।

মুকুন্দ ও তৎসহচরবর্গ দারুণ ভয়ে অভিভূত
হইয়া মুহূর্তমধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিল।

পাঠককে বলিতে হইবে না, সাহেব কে ?
ব্রাউন স্ববর্ণেরখার তীর ধরিয়া ছুটিয়া, অবশেষে
বন আতিপাতি করিয়া বহুদূরে বাণী ও নারায়ণীর
সন্ধান পাইলেন ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

নারায়ণী ডাকিল—“মা ।” বাণী চক্ৰ হৃদিয়া;
ভূমির দিকে মুখ করিয়া পড়িয়া—উত্তর দিলেন
না । নারায়ণী আবার ডাকিল—“মা ।” উত্তর
পাইল না । গা ঠেলিয়া বলিল,—“এ কোথায়
গুইলি মা ।”

বার দুই তিন ঠেলিয়া যখন দেখিল মা
উঠিল না, তখন নিষ্প্রাণী হইতে অঞ্জলি ভরিয়া
জল আনিয়া, বার কয়েক পিতামহীর মুখে দিল ।
পিতামহী সংজ্ঞার চিহ্ন মাত্র দেখাইল না ।

নারায়ণী তখন বসিল, পিতামহী আর
নাহবেইর আস্থানে উত্তর দিবে না । তখন
ঊর্ধ্বকো কোলে তুলিয়া নীরবে অশ্রুজলে তাঁহার
দেহ সিক্ত করিতে লাগিল ।

মুকুন্দ ও তৎসহচরগণকে দ্রুতভূত করিয়া,
ব্রাউন নারায়ণীর অঙ্গের উপর তীরে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, সে পিতামহীর
বকে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে । মুক্ত দীর্ঘ-
কেশরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ।
বাণী ভূপতিত । তাঁহার অবস্থাও নারায়ণীর
কাঁধ্য, ব্রাউন দূর হইতে ভাল বুঝিতে পারিলেন
না । মর্ধ্যাদাহানির জন্মে, দূর হইতেই তিনি
সম্বোধন করিলেন—“রাজকুমারী ।”

নারায়ণী মাথা তুলিয়া দেখিল, একজন
সাহেব । সে কোনও উত্তর করিল না । গলা
হইতে হার ছড়াটি খুলিল । এবং নিষ্প্রাণী
লক্ষ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিল । হার জলে পড়িল না ।
জল সন্নিহিত একটা বালুকাস্তূপে পতিত হইল ।

ব্রাউন তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন । হার ছড়াটি
কুড়াইয়া আনিলেন ; এবং নারায়ণীর নিকটে
গিয়া, ভূমিতে রাখিয়া বলিলেন—“আমি হার
লইতে আসি নাই । যাহারা লইতে আসিয়াছিল,
সেই নরাধমদের দূর করিয়া দিয়াছি ।”

নারায়ণী বিস্মিত হইল । এও কি সম্ভব ?
না, আমাকে নিঃসহায় ও দুঃস্থাপন্ন দেখিয়া হৃষ্ট
রহন্ত করিতেছে ? জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কে ?”
ব্রাউন তুলসী কর্তৃক লিখিত বৃক্ষপত্র
নারায়ণীর হাতে দিতে গেলেন ।

নারায়ণী পত্র ভূমিতে রাখিবার ইচ্ছা
করিল । পত্র পাঠান্তে একবার ব্রাউনের মুখ
পানে চাহিল ।

ব্রাউন । আমি আপনাদের বিশেষ অনিষ্ট
করিয়াছি । আপনাকে এই দশায় উপস্থিত
করিয়াছি ।

নারায়ণী । আপনি করিবেন কেন ? যাহাকে
ইতঃপূর্বে আপনি দূর করিয়া দিয়াছেন, সেই
দুঃস্থায় ও তাহার পুত্র ইহাতেই আমাদের এই
অবস্থা হইয়াছে ।

ব্রাউন । হার ?
নারায়ণী । আপনি রাখুন । বুঝিতেই ত
পারিতেছেন, আমার বক্ষা করিবার শক্তি নাই ।
আমি উদ্ধাকে নদীতে নিক্ষেপ করিব বলিয়াই
আসিগেছিলাম ।

ব্রাউন । যাহাতে রাখিতে পারেন, আমি
যথাসক্তি তাক্যব্যস্ত করিব ।

নারায়ণী । যিনি আপনাকে পত্র দিয়াছেন,
তিনি কোথায় ?

ব্রাউন । আমি তাহাকে বাটতে দেখিয়াছি ।
তিনি আপনার কে ?

নারায়ণী । কে ? এক কথায় যে বুঝাইবার
শক্তি নাই সাহেব । তিনি দেবী—কোন স্বর্ণ

হইতে, আমাকে সাধনা দিতে, আমার সঙ্গে সমভারে চুখভোগ করিতে আসিয়াছেন ।

ব্রাউন । তারপর, কি করিব আদেশ করুন । আমাকে ভৃত্য জ্ঞান করিবেন ।

নারায়ণী । না সাহেব । ওকথা আমাকে শুনাইবেন না । জুখী বলিয়া দয়া করিতে আসিয়াছিলেন, এই যথেষ্ট । আমার অবস্থা কৃতশাসীরও অধম । তাহার ত একটা থাকিবারও স্থান আছে—আমার নাই ।

ব্রাউন । বন্ধু জ্ঞান করুন ।

নারায়ণী । কি করিবেন । উপকার করিবার আর কি আছে সাহেব ?

ব্রাউন । বাণী কি নিম্নিত ?

নারায়ণী পিতামহীর মস্তক ভূমিতে রাখিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল । কটাদেশ অঞ্চলে বাধিতে বাধিতে বলিল—“নিজ্রা বটে—কিন্তু এ যুগ ভাগ্যহিতে কোনও মানুষের শক্তি নাই ।”

ব্রাউন বুঝিলেন, কিন্তু কথা কহিতে পারিলেন না । একদৃষ্টে সেই গতশ্রীবনা বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া রহিলেন ।

নারায়ণী প্রথমে হাব ছড়া কুড়াইয়া গলায় পরিল, তারপর পিতামহীকে কাঁখে তুলিবার চেষ্টা করিল । ব্রাউন বলিলেন—“আমাকে আদেশ করুন না । কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, কাঁখে করিয়া লইয়া যাই ।”

নারায়ণী । তা যে হয় না সাহেব ! আমিাদের মৃতদেহ যে বিধর্মীর স্পর্শ করিতে নাই ।

ব্রাউন । এই ভার কাঁখে লইয়া, এই প্রকাণ্ড বনের ভিতর কোথায় যাইবেন ?

নারায়ণী । বলিতে পারি না কোথায় যাইব । দাহেব তুমি আর আমার সঙ্গে আসিও না দেখিতেছ না চারিদিক হইতে অন্ধকার ঘেরিয়া আসিতেছে । আমি বহুদিন হইতে অন্ধকারে

ভুবিরাছি । অন্ধকারই আমার প্রিয় । তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া যুখ পাইবে না ।

নারায়ণী পিতামহীকে বন্ধে করিয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিল, ব্রাউন এক স্থানেই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, বালিকা পিতামহীকে বন্ধে লইয়া, নদীর ধার ধরিয়া বাসুকান্তরের উপর দিয়া কিয়দূর অগ্রসর হইল । যেখানে নিম্নর স্তবর্ণ-রেখার জলস্রোতে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্ত দাঁড়াইল । তারপর ! চক্ষের নিম্নে বালিকা পিতামহীর সঙ্গে নদীর আবর্ত মধ্যে পতিত হইল ।

উন্মাদের মত ছুটিয়া ব্রাউন নদীতে ঝাঁপ দিলেন ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

জানকী মস্তর আনন্দদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—“বিদ্রোহী ধরিতে তাহার স্বামীকে সাহেবের সঙ্গে পাঠাইলেন কেন ?”

আনন্দ পূত্রবধূকে বড়ই স্নেহ করিতেন ! তাহার প্রণের ভাবে বুঝিলেন, মুকুলের জন্ত তাহার ভয় হইয়াছে । সেই জন্ত আশ্বাস দিয়া বলিলেন—“তাহার জন্ত কিছু ভয় নেই না ।

জানকী । কেমন করিয়া জানিলেন ?

আনন্দ । সঙ্গে সাহেব আছে ; বার জন অস্ত্রধারী পুত্রবধূ আছে ।

জানকী । বিদ্রোহীদের কাহারও উপর রাগ নাই । তাদের যত রাগ আপনার উপর ও আপনার পুত্রের উপর ।

আনন্দ । থাকিলেই বা কি করিবে ?

জানকী । কি করিবে ? তাহারা যদি কিছু করিতে চায়, সাহেব কিংবা তার বার জন সঙ্গী কিছুই করিতে পারিবে না ।

আনন্দ । তুমি মা জীলোক । স্বামীর জন্ত ভয় পাইতেছ, তাই বলিতেছ । অস্ত্রে এ কথা শুনিলে বিশ্বাস করিলে কেন ?

জানকী । যেহেতু তাহারা কেহই বিদ্রোহী-দেব শক্তি দেখে নাই । দেখিলে বিশ্বাস করিত । আমি দেখিয়াছি, তাই বলিতেছি ।

আনন্দ । তুমি কি দেখিয়াছ ?

জানকী । একবার নয়, বার বার । তবে বলি, আপনি কিংবা আপনার পুত্রের, কিছুতেই এতদিন নিশ্চিত হইয়া ঐশ্বর্য্য-ভোগ ঘটিয়া উঠিত না । ঘটকের হস্তে কোন কালে জীবন বিসর্জন দিতে হইত ।

ভীরা আনন্দ ভীতিবিস্তারিত দৃষ্টিতে পুত্রবধূর পানে চাহিয়া রহিল । জানকী বলিতে লাগিল— “এতদিন কোনও প্রকারে বাঁচিয়াছেন ; কিন্তু বার বার তাহাদের উৎসীড়িত করিলে, আপনাদের রক্ষা করিলে কে ?”

আনন্দ । কবে আমাদের হত্যা করিতে আসিয়াছে ? তুমি বোধ হয়, আমার ঘরে ছুই একদিন অস্ত্র দেখিয়া সন্দেহ করিবাছ যে, হত্যাকাণ্ডী আমার ঘরে আসিয়াছিল ।

জানকী । আমি চক্ষে দেখিয়াছি । অস্ত্র ভিক্ষা লইয়া আপনাদের জীবন রক্ষা করিবাছি ।

আনন্দ । বল কি ?

জানকী । আর বলিব কি ! এত কষ্টে ধন সংগ্রহ করিয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছেন— পুত্রহত্যা করিতে বসিয়াছেন ।

আনন্দ । কবে আমার গৃহে খাতক ঢুকিয়াছিল ?

জানকী । যে দিন ব্রাহ্মণের কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়া, উল্লাস করিতে করিতে আপনাতা রাচি হইতে ঘরে আসিয়াছিলেন, সেই দিন প্রথম তাহাকে দেখিয়াছিলাম । তারপর মধ্যের কথা

ছাড়িয়া দিই—কাল দেখিয়াছি । আপনার পুত্র দেখেন নাই, তবে বুঝিয়াছেন । এখনও বোধ হয় তাহার গণ্ডে জালা আছে ।

আনন্দ । রক্ষা করিল কে ?

জানকী । প্রথম করিয়াছিল সদাশিব । তারপর বরাবর আমি তার নাম লইয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছি ।

জানকী পূর্ব রাত্রির ঘটনা স্বপ্নরূপে শুনা-ইল । এমন সময় আনন্দ-পত্নী স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিল ; এবং কানিতে কানিতে জানাইল—সন্ধ্যা হইল, সাহেব দলবল লইয়া ফিরিল, কিন্তু তাহার পুত্র ফিরিল না ।

জানকী প্রগাদ গবিল ।

আনন্দ । উপায় ?

আনন্দ-পত্নী । এখনি উপায় কর । নইলে আত্মহত্যা করিব ।

আনন্দ । তুমি কেমন করিয়া সংবাদ পাইলে ?

আনন্দ-পত্নী । ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল । সাহেব মুকুন্দকে বনে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে । আনন্দ কাতর দৃষ্টিতে জানকীর মুখ পানে চাহিল ।

জানকী । আমাকে অকুশলিত করুন । আমি অনন্তপুরে যাই ।

আনন্দ-পত্নী । তুমি যাইয়া কি করিলে ?

জানকী । আমি না গেলে কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলে না ।

আনন্দ । এস মা, তোমার যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিই ।

আনন্দ-পত্নী এ কথা শুনি কিছুই বুঝিতে পারিল না । সে স্বামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল । আনন্দদেব বলিলেন—“পরে শুনিও ।”

যোড়শ পরিচ্ছেদ ।

সদাশিব রতনের বাটার সম্মুখে শুবর্ণরেখার ভাঙ্গা ঘাটে সিক্ত বস্ত্রে দাঁড়াইয়াছিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। আকাশে আবার ঘন মেঘের সঞ্চাট, সন্ধ্যায় দ্বিপ্রহর বজ্রনীর অন্ধকার।

বীরে বীরে তুলসী তার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদা। কি করিলাম তুলসী? এতদিনের কার্য্য একদিনে নষ্ট করিলাম? নারায়ণীকে হারাইলাম।

তুলসী। এখনও আশা আছে।

সদাশিব। আর আশা। আতি পাতি করিয়া বন খুঁজিয়াছি। দিবসে সন্ধান মিলিল না, এখোর অন্ধকারে তাহাদের পাইবার আশা? তুলসী এতদিন তোমাকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম, আজ কিনা হুঁদেওর জন্ত পারিলাম না?

তুলসী। এখনও ত মুন্না ফিরে নাই।

সদা। মুন্নাও ত যাহায্য। মাহুঘের ঘা সাধ্য, মুন্না বরাবর তাই করিয়া আসিতেছে। তাহার অধিক ত সে করিতে পারে না। বুঝিয়াছি সে সন্ধান পায় নাই। সন্ধান আর পাইবেও না।

তুলসী। মুকুন্দ কিংবা তাহার সহচরেরা যদি ফিরিত, তাহলে এই পথেই ত ফিরিত।

সদা। আমি তাহাদেরই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি। পাইলে তাহাদের রক্তে আজ নারায়ণীর আদর্শনের প্রতিশোধ লইব।

তুলসী। না প্রভু! তা করিও না।

সদা। বুঝা অমরোখ করিও না তুলসী। নারায়ণী ঝাটিলেও সে পান্থকে হত্যা করিব, মরিলেও হত্যা করিব। হুঁহায়া ভারে ধবলীকে আর অবসর হইতে দিব না।

তুলসী স্বামীর পারে ধরিল। সদাশিব বলিল—“গুরু আসিয়া অমরোখ করিলে শুনি-তাম কি না সন্দেহ। তুলসী! দেবতা হইয়া ত আসি নাই। মাহুঘের প্রাণ লইয়া আসিয়াছি। আর কত সহিব?”

তুলসী। আমি যে তোমাকে তাহারও অধিক দেখি প্রভু! দেবতারও কি এত ধৈর্য্য আছে?

সদা। তা বলিগা স্ত্রীর লাঞ্ছনা সহ্য করিব? রাজার সর্ব্ব গিয়াছে, আমি ভিত্তারী হইয়াছি, তবু ত একদিনের জন্তও বিচলিত হই নাই। আনন্দে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছি। তোমার অমরোখে নারায়ণী যানার হাতে হাত দিয়াছে। কেন জানি তুলসী? সে জানে তুলসীও একদিন এই হাতে হাত দিয়াছিল। তার অপমানের শোধ না লইয়া মরিলে বৈকুণ্ঠবাসেও আমি সুখী হইব না।

অদূরে বৃক্ষান্তরালে মহাব্যপদ শব্দ শ্রুত হইল। কাহার যেন কোন দিকে ছুটিয়া পলাইতেছে। সদাশিব সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। তুলসী প্রমাদ গণিল। নতজান্ন হইয়া গলবস্ত্রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিল—“ঠাকুর! স্বামীকে আমার নরঘাতী হইতে দিও না।”

তুলসীও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দৌঁবে ইচ্ছা করিল। কিন্তু দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, পশ্চাৎ হইতে ব্রাউন ডাকিলেন—“ঠাকুরানী!”

তুলসী। কে—সাহেব?

ব্রাউন। আপনি গৃহে যান।

তুলসী। আমার ভগিনীকে পাইয়াছেন?

ব্রাউন। পাইয়াছি, কিন্তু এখনও জানি ফিরে নাই। তিনি নদীতে ডুবিয়াছিলেন। নিমগ্ন হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছেন।

। কেমন করিয়া আপনার ঋণ
?

অন্য কথায় সময় নষ্ট করিবেন
। বাইরা রাজকুমারীর শুশ্রূষা করুন।
র আশ্রিতে রাঁচি চলিলাম। তাঁহাকে
আসিয়াছি। শীঘ্র যান।

বাইরা ব্রাউন তুলসীকে সেলাম করিয়া
তে দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

রাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। দূর
। অস্পষ্ট উত্তর তাহার কাণে প্রবেশ
স আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিবার অবকাশ
চক্ষু পালটীতে ব্রাউন দৃষ্টিপথের
যান! অন্তত কল্পনা করিতে করিতে
প্রবেশ করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

পাঁচ বটবৃক্ষের তলে একদিন রতন
দেখিয়া বিশ্রাম লইয়াছিলেন,
হার চারিজন সঙ্গী গভীর অন্ধকারে
ল আসিয়া বসিল।

বলিল—হজুর! আর ভয় নাই,
ছিক্কণের জগৎ বিশ্রাম করুন।

আজ যখন মরি নাই, তখন অনেক
। থাকিব।

এখনও আমাদের ভয় যুট নাই।
ন যত শীঘ্র পারি ত্যাগ করি।

সে শক্তি আর নাই। শুভে
বর্তায় না।

আমার মতে এ স্থান ত্যাগ করাই
কেন না বার হাত হইতে আজ
রাছি, তার নাম মুন্না। সে যাহাকে
। তুলিয়াছে, আজও পর্যন্ত কেত

তাহাকে অন্ধত দেখে ফিরিতে দেখে নাই।
রাণীকে যদি সে সুবর্ণরেখার জলে না পাইত,
তাহা হইলে কেহই আমরা রক্ষা পাইতাম না।
কিন্তু বাঘ তাহার মুখের আহার পরিত্যাগ
করিয়াছে। সে সুবিধা পাইলে, আবার আমা-
দের পাছু নইবে। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও,
একেবারে প্রসাদপুরে বাইরা বিশ্রাম কর।

মুকুন্দ বড়ই ক্রান্ত। তাহার কথা কহিবার
পর্যন্ত শক্তি ছিল না। তথাপি এখনও নিরাপদ
নয় শুনিয়া, সে সকলকেই স্থান ত্যাগে অনুরোধ
করিল। বলিল—“আমাকে তোমরা বাড়ী
পৌছাইয়া দাও। যদি প্রসাদপুর পুরস্কার চাও,
তাও তোমাদের দিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি।”

এমন সময় বাতাসে শব্দ তুলিয়া একটা
‘পাপড়া’ প্রথম প্রহরীর মাথায় পতিত হইল।
সে মুচ্ছা গেল। দেখিতে দেখিতে আর একটা!
দ্বিতীয় সিপাহী সঙ্করণ চীৎকার করিয়া ছুটিল।
অবশিষ্টের আর চিন্তা করিবার অবকাশ হইল
না—মুচ্ছিত প্রহরীকে পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধ-
্বাসে ছুটিল। মুকুন্দও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মুন্না সেখানে আসিয়া উপস্থিত।
মুন্না আসিয়াই প্রহরীর পৃষ্ঠে পদাঘাত করিল।
পদ-প্রহারে হতভাগ্যের সংজ্ঞা ফিরিল। মুন্না
বলিল—“আমার কথা কহিবার অবকাশ নাই।
বল, রাজকুমারীর কি হইল? মিথ্যা বলিলে
তোকে হত্যা করিব।”

প্রহরী। - রাজকুমারী নদীতে ঝাঁপ খাইয়া-
ছেন। তার পর কি হইল জানি না। এক
সাহেব সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি
বলিতে পারেন।

পশ্চাৎ হইতে সদাশিব আসিয়া মুন্না-কে ধরিল।
মুন্না। হজুর! রাণী আর রাজকুমারী
ছাইজনকেই বুঝি হারাইয়াছি। আমি

মৃতদেহ নদীর জল হইতে তুলিয়াছি, কিন্তু রাজ-
কুমারীকে ত পাইলাম না ! এই পিশাচেরা
তাহাদের হত্যা করিয়াছে ।

সদা । তার জন্ম এ হতভাগ্যকে হত্যা
করিয়া কি হইবে, তুমি পাপিষ্ঠ মুকুন্দকে ধরিয়া
আন ।

মুন্না । যদি ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে
আনি । নহিলে মিছামিছি, ছেলে মানুষী করিতে
আর ইচ্ছা করি না ।

সদা । না আর তাহাকে দয়া করিব না ।

মুন্না । সভ্য কর ।

সদা । যদি বুঝিতে পারি নারায়ণী
রাছে, তাহা হইলে ছাড়িব না ।

মুন্না । সেও মরিয়াছে ।

সদা । তাহ'লে পিশাচকে ধরি
আমি শ্রমস্ত তাহাকে হত্যা করিব ।

মুন্না ছুটিল । সদাশিব গ্রহরীকে
করিয়া কালাবোধের তীরাভিমুখে লইয়া
বলিল—“মারিব না, নীরবে সঙ্গে আয়
যদি চীৎকার করিস, এইখানেই হত্যা ।”

পঞ্চম খণ্ড ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

ণী আপনার ঘরে এক দীন শয্যায়
পায়ে তুলসী । একটা ক্ষীণ দীপ-
দী প্রশস্ত গৃহের এককোণে ম্লান
গভীর অন্ধকারের সহিত যুগে আপ-
মতার পরিচয় দিতেছিল । তুলসী
মুখের কাছে মুখ লইয়া ডাকিল—

দীনী । কেও, দিদি ?

দীনী । এত ঘুমাইতেছ কেন বোনটা

দীনী । আমি কোথায় ?

দীনী । কেন ভগিনী, তুমি তোমার
ঘরে ।

দীনী উঠবার চেষ্টা করিল । তুলসী
নেপথ্য করিল । নারায়ণী শুনিয়া না,
দীনী দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ।

দীনী । উঠিও না, তুমি বড় দুর্বল ।

দীনী । তা বুঝিয়াছি, কিন্তু দিদি, আমাকে
ল কে ?

দীনী । দেবতা রক্ষা করিয়াছেন ।

দীনী । আমাকে লইয়া আর কষ্ট পাও

দীনী । কষ্ট ? সে কি নারায়ণী ? জীবনে
সুখ পাইয়া থাকি তু তোমার সঙ্গে
।

নারায়ণী । আর থাকিও না—আর সুখ
পাইবে না । ঘরে কিরিয়া যাও । মমতাময়ী পুত্র
কোন অপরাধে তোমার মমতায় বঞ্চিত হইল ?

তুলসী । তাকে যোগ্য স্থানেই রাখিয়া
আসিয়াছি । মাহুষকে স্বামী রাখিবার সহস্র
উপায় মধ্যে যেরূপ যদি একটা উপায় হয়, আমার
পুত্রের ভাগ্যে সে যেরূপে অভাব হইবে না ।
পুত্রের কথা তুলিয়া আমাকে কর্তব্যপালনে
পরাসুখ করিবার চেষ্টা করিও না । তুমিই
এখন আমার পুত্র-কথা ।

নারায়ণী এ কথাই কোনও উত্তর দিতে
পারিল না । কেবল চক্ষুজল গুণ্ড ভাসাইয়া
তাহার কৃতজ্ঞতার সাক্ষী দিল । তুলসী তাহার
কম্পিত হস্ত দুটা এক হস্তে ধরিয়া, অপর হস্তে
অঞ্চল ধরিয়া মুখ মুছাইতে মুছাইতে বলিল—

“ভগিনী ! কাঁদিও না । বিধাতা যদি
আমাদের এই অবস্থায় রাখিয়া স্থায়ী হন, তাহা
হইলে এই আমাদের স্থখ । আমার ঘরের
অবস্থা, পুত্রসম যেরূপ ভাঙন দেবতার অবস্থা,
আমি জানিয়াও জানিতে চাহি না । যাহা
জানিতেছি, মর্মে মর্মে বুঝিতেছি, তাই আমার
মত রক্ষণীর পক্ষে যথেষ্ট ।

নারায়ণী । কেন এ কথা বলিলে দিদি ?

তুলসী । আমার বোধ হয়, সে বালক
জীবিত নাই ।

নারায়ণী । একপ নিদাক্রণ কথা মুখেও
আনিও না । তুমি স্বামী লইয়া, সেই বালক-
টাকে লইয়া সুখী হও ।

তুলসী । আর তুমি ?

নারায়ণী । আমার আশা পরিত্যাগ কর ।

তুলসী । কি হৃদয়ে পরিত্যাগ করিব ?

নারায়ণী । বিধাতার নির্দেশ । আমার
জ্ঞাতি গিয়াছে ।

তুলসী । দেবতায় স্পর্শ করিলে জ্ঞাতি বায়
না । যিনি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছেন,
তাঁহাকে তুমি সাধু বলিয়াই জানিও ।

নারায়ণী কোনও উত্তর করিল না, ধীরে
ধীরে আবার শয্যায় শয়নের উদ্যোগ করিল ।
তুলসী বুঝিল, কথাটা নারায়ণীর মনোমত হইল
না । তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া বুঝিল,
তাহার শরীর উষ্ণ । নারায়ণীর অঙ্গ হইয়াছে ।

তুলসী । ভগিনী ! শীত অল্পভল করিতেছ
কি ?

নারায়ণী । শরীর জলিতেছে ।

তুলসী । সমস্ত দিন অনাহারে আছ, কিছু
আহারের ব্যবস্থা করি ।

হাত নাড়িয়া নারায়ণী নিবেদন করিল এবং
ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল । তুলসী অনেকক্ষণ পার্শ্বে
বসিয়া রহিল । রাণীর কথাটা জানিবার জন্ত
তাহার প্রশ্ন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু
কেমন করিয়া নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিবে ?
বালিকা যতক্ষণ মোহাবৃত্তা থাকে, ততক্ষণই তার
সুখ । এ সুখ ভাঙ্গিতে তাহার সাহস হইতে
ছিল না ।

নারায়ণীকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া,
তুলসী তাহার আহার সংগ্রহের জন্ত বাহিরে
চলিল । সে বসিয়াছিল, বালিকার যেরূপ
শারীরিক অবস্থা, তাহাতে বলকর পথ্য না

পাইলে সে প্রাণে বাঁচিবে না । কিন্তু
উপযোগী এমন কি সামগ্রী আছে যে,
মুণের কাছে লইয়া উপস্থিত হয় ।
স্বামীর ভাবনা আবার তাহার মনে
অমনি তাহার শরীর শিহরিল । স্ব
মুকুন্দকে হত্যা করিতে গিয়াছিল !
এখানে, কে হতভাগ্যকে রক্ষা করিলে
ভিন্ন আমার স্বামীর মতি কে
পারিবে ?

তুলসী মনে করিল, নারায়ণী যু-
কিতেছে, তখন এই অবকাশে স্বামীর
সন্ধান লইয়া আসি ।

বাহির হইতেছে, এমন সময়ে
ছাদের উপরে দীর্ঘাকৃতি শশস্র এক পুরুষ
মান । কতকটা বিষয়ে কতকটা ভয়ে
জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি ?”

লোকটা দূর হইতেই অভিধান
বলিল “মা ! আমি আপনার এক নরাদম
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসুন, তা
আমাকে চিনিতে পারিবেন । আমি
করিয়া কথা কহিতে পারিব না ।”

তুলসী তাহার কথার সাংস পাইয়া
হইল । নিকটে উপস্থিত হইয়াই
“কেও, দারোগা সাহেব ?”

দারোগা রূপসিং উত্তর করিল-
কহিবার সময় নাই । আশ্রয় যে কেহ
তাহাকে এগনি সাবধান করিয়া দিল । এই
অরণ্যে আশ্রয় লইতে বসুন । বিলম্ব করি
করিতে পারিবেন না । মা ! উদ্ভ-
আশ্রয় বিক্রয় করিয়াছি । ইহার পর আমি
উপকারে আসিতে পারিব না । দাঁড়াইয়া
উপরে আপনার প্রিয়জনদের বন্ধন
হয়ত বন্ধনে সহায়তা করিতে হইবে ।

অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা বলিয়া, বাটার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি ।”

তুলসী রূপ সিংকে অভিবাদন করিয়া বলিল—“আপনি পরম স্নহদের কার্য্য করিয়াছেন । সে আত্মীয় আর কেহ নহে আমার স্বামী ।”

রূপ সিং প্রত্যভিবাদন করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থান ত্যাগ করিল । তুলসীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিল ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

তিন বৎসর পূর্বে যে উজানে সদাশিব একদিন প্রহরবেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সিপাহীটিকে ধরিয়া, আজ আবার সেই উজানে প্রবেশ করিল । এ তিন বৎসরে তার কত পরিবর্তন ! সদাশিবের অহুভবেই সে উজানের অস্তিত্ব,—অস্ত্রে দেখিলে বুঝিতে পারিত কি না সন্দেহ । সে স্নহর কাছারী বাড়ী নাই, যেখানে দেওরান আনন্দদেব রাজা বীরচন্দ্রের সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া বাস করিত । উজান-প্রবেশ-যুগে বিচিত্র লতালিকিত সে স্নহর স্তম্ভ নাই, তাহার পূর্ব্ব গোরব-চিহ্নের ক্ষীণ লেখাটা পর্য্যন্ত আনন্দদেব মুছিয়া লইয়া গিয়াছে । চারিদিকে কেবল কতকগুলি ভগ্নস্তূপ । যেখানে এক সময় ছোট ছোট মন্দির প্রস্তরগুলি, ছোট ছোট স্কলপাছগুলির বেটনে, আগন্তকের প্রাণের প্রতিবিম্ব লইয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলির মত, নীলমে আপনা আপনির ভিতর হাসির চলাচল করিত, স্তূপ গুলি সেখানে তাহাদের এক একটা সমাধি স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া আছে । অধিকাংশ পুষ্পবৃক্ষ উন্মূল্লিত অথবা কর্ত্তিত । যে গাছগুলি মূরিবার নয়, তাহাড়াই কেবল আছে । তাহাড়াই কেবল নিলজ্জ ভিখারীর মত শত লাহুনা সহিয়াও

কচিরাগত আগন্তকের উদ্দেশে মাথা নাড়িয়া, হাত চুলাইয়া দর্শন-করণা ভিক্ষা করিতেছে ।

উজানে প্রবেশ করিবারাত্রই সদাশিবের মন বিয়ল হইল । সেই তিন বৎসর পূর্কের কথা তাহার মনে জাগিল । মনে মনে বলিল—তখন আমি কি ছিলাম, এখন আমি কি হইয়াছি । এই বাগানের সঙ্গে আমার মন শতধা ভয় হইয়াছে ।

বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা আবার তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া বলিল । সে ভাবিল, জীবনের যখন কোনও কার্য্য সিদ্ধ হইল না, তখন একটা সামান্ত সিপাহীকে হত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করি কেন ? সদাশিব হতভাগাকে মুক্তি দিয়া বলিল—“শ্রদ্ধাকারে আত্মগোপন করিয়া, এই দণ্ডেই এই স্থান পরিত্যাগ কর । সাবধান, যেন মূলা দেখিতে না পায়, দেখিলে আমি রক্ষা করিতে পারিব না ।” সিপাহী সেলাম করিয়া উদ্ধৃষ্ণমে পলাইল ।

যে মন্দির প্রস্তরমণ্ডিত বেদীর উপর সদাশিব একবার বিশ্রাম লইয়াছিল, সেইটা অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় পড়িয়াছিল । আনন্দদেব তাহার উপর হইতে পাথর গুলি লইয়া গিয়াছে । সদাশিব সেইস্থানে আর একবার উপবেশন করিল ।

যাক বলিল, কিন্তু তার মনের ভার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত । ভূত্যের বেশেও তখন তার আনন্দ উৎসাহ । কর্ত্তব্য পালনের যোগ্যতায় নিজের জীবন লইয়া তখন সে কত স্তব্ধী ছিল । এখন আর তাহার সে অবস্থা নাই । তাহার সমস্ত আশা নিশ্চল, পতিপ্রাণা সহস্রমুখী নিকটে থাকিতেও সে বিয়োগী, স্বাধীন হইয়াও সমাজ হইতে তাড়িত, বস্তুজন্তপূর্ণ অরণ্য মধ্যে বন্দী ।

সেহিনকার যত সে রাজিও নাই। সে
হস্তসনাথ গগণমণ্ডল, মলয়লেবিত ওজলতা,
পুষ্পগন্ধসেবিত কানন—কিছু নাই। কোয়দী-
প্রতিকলিত সেই সুরম্য বাস-ভবনের চিরুমাঝেও
নাই।

চারিদিকের অন্ধকার বিশাল প্রান্তর মধ্যেও
আপনার বিরাট দেহের স্থান দিতে পারিতে-
ছিল না, তাই ঘনীভূত হইয়া কতকটা সদাশিবের
রূদয়ে প্ৰবেশ করিল।

সদাশিব ভাবিল, বাঁচিয়াও মুখ নাই,
দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইতে যে মরিব,
তাহারও উপায় নাই। অতঃ কাহারও মৃত্যু কামনা
করিলেও কি নিস্তার আছে? সদাশিব এক-
বার চিন্তা করিয়া দেখিল। একবার ভাবিল
—রাজা? রাজা ত মরিবার জন্য নিবারাত্রিই
প্ৰস্তুত, তাঁর মরণে সদাশিবের বিশেষ কি লাভ
হইবে? তুলসী, সেও ত তাহার মুখ চাহিয়া
বসিয়া নাই, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত-
পুরে আসে নাই। পরহিতব্রত লইয়া সে যে
প্রিয় জন পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! নারায়ণী
দূরে কালাবান্ধ কল নামে কাদিয়া উঠিল।
রিপ্ত হইয়া সদাশিব চাহিয়া দেখিল, কালা-
বান্ধের কালো জল সেই নিবিড় আঁধারে দুইটা
প্রতিবিম্বিত গুহার কা চক্ষু লইয়া, কটমট করিয়া
গুহার পানে চাহিয়া আছে। পূর্বে কাছারী
বাড়ী ব্যবধান থাকায়, সে উত্তান হইতে সরো-
বর দৃষ্ট হইত না। এখন সর্বত্র সমভূমি।
সদাশিব বলিয়া উঠিল—“না নারায়ণী, তুমি
বাঁচিয়া থাক। কাহাকেও যদি মরিতে হয়,
তবে মরুনই যাক।”

“তাঁহাকে কমা করুন, দয়া করিয়া কমা
করুন।”—কোমল কক্কণ কণ্ঠ।

চমকিত হইয়া সদাশিব পশ্চাতে ফিরিল—

“কে আপনি?”

অবগুণ্ঠণবতী জানকী তাহার পদপ্রান্তে
আসিয়া জাহ্নব অমনত করিল।

সদা। বুঝিয়াছি, আপনি উঠুন।

জানকী। অগ্রে অভয় দিন।

সদা। নরায়ণকে কমা করিতে অনুরোধ
করিবেন না।

জানকী। কিন্তু কি করিব, আমার স্বামী।
একদিন আপনি কুলকামিনীর মর্যাদা রক্ষা
করিয়াছিলেন, আজ তাঁর আশ্রিত রক্ষা করুন।

সদাশিব বিপন্ন হইল। বলিল—“সুন্দরি!
আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্বীর অনুরোধ শুনি নাই।”

আর কোনও কথা না কহিয়া জানকী সদা-
শিবের নিকট হইতে চলিল; এবং নিকটের
একটা অর্দ্ধভয় স্তম্ভে ভর দিয়া মুখ ফিরাইয়া
দাঁড়াইল।

সদা। এখানে দাঁড়াইয়া লাভ নাই,
আপনি ঘরে ফিরিয়া যান।

জানকী নড়িল না, কোন কথাও কহিল না!

সদা। দেখুন, অনেক সহিয়াছি।

জানকী নিরুত্তর। সদাশিব ফাপরে পড়িল,
ভাবিল এস্থান ত্যাগ করাই কর্তব্য। এই
ভাবিয়া সে বেদী হইতে উঠিল। দুই চারি পদ
অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে জানকী বলিল—
“আর একটা অনুরোধ।”

সদা। কি বলুন?

জানকী। স্বামীর প্রাণ তক্ষা চাই না।
কোন সাহসে চাহিব? তিনি আপনাদের বা
অনিষ্ট করিয়াছেন, তাহাতে তাঁর জন্য দয়া
ভিক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই! তবে—
তবে আমার একটি ভিক্ষা।

সদা। কি বলুন।

জানকী অগ্রসর হইয়া সদাশিবের পা ধরিল।

সদা । পা ধরিবে না, কি অরুণোদয়
বলুন ? সাধ্যমত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব ।

জানকী সদাশিবের মুখপানে চাহিল ।
অবশুষ্ঠন মাথা হইতে সরিয়া গেল । সঙ্গে সঙ্গে
বুঝি কিছুক্ষণের জন্ত অঙ্গকার সে ভাঙ্গা বাগান
ছাড়িয়া পলাইল । সদাশিব দেখিল, যেন চারি-
দিকে আবার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে । তাহার
মাঝে কে যেন দুই খন্ডন পাখী একটি প্রফুল্ল
কমলের উপর বসাইয়া দিয়াছে ।

সদা । অরুণতি করুন ।

জানকী । আর একদিন ভাগ্যবশে আপ-
নাকে এইখানে এই বেনীতে দেখিয়াছিলাম ।
সেদিন বড়ই তৃপ্তি পাইয়াছিলাম । সত্য কথা
বলিতে কি, সে তৃপ্তি জীবনে কখন পাই নাই ।
সেদিন দেবতারও চারিদিক হইতে তৃপ্তিদানের
সহায়তা করিয়াছিল । আকাশে চাঁদ হাসিয়া-
ছিল, বাগানে গাছে গাছে ভারে ভারে ফুল
ফুটিয়াছিল । কিন্তু আজ অঙ্গকার ! সেদিন
আপনাকে দেবতা দেখিয়াছিলাম । কিন্তু আজ
চক্ষুর দোষে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ।

সদা । কি করিতে হইবে বলুন ?

জানকী । তাই বলিতেছিলাম, যদি আমার
স্বামীকে বধ করাই আপনার অভিপ্রায়, তাহা
হইলে এ উজানে তাঁহাকে হত্যা করিবেন না ।

সদা । যাও স্নানরী, তুমি স্বামীকে লইয়া
সুস্থিনী হও, আমি তাহাকে হত্যা করিব না ।

জানকী । তাঁহাকে দেখিলেই যে আপ-
নার ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা ।

সদাশিব জানকীর হাতে অস্ত্র প্রদান
করিল । মুম্বাও এই সময়ে মুকুলকে ধরিয়া
তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল । হত-
ভঙ্গ্য ভয়ে মৃতপ্রাণ হইয়াছিল, তাহার কথা
কহিবারও শক্তি ছিল না ।

মুমা । বিলম্ব করিবেন না, চুটকে এখনি
হত্যা করুন ।

সদা । তাই, আর হত্যার কাজ নাই, নরা-
ধমকে ছাড়িয়া দাও !

মুমা । প্রতিজ্ঞার কি হইবে ?

সদা । একটা তুচ্ছ কীটবধের প্রতিজ্ঞা
নাই রাখিলাম ।

জানকী অগ্রসর হইয়া মুম্বার সম্মুখে জাহ্ন
পাতিল ।

মুমা । কে তুমি—দিদি ?

জানকী । তাঁহার আশ্রিতা কনিষ্ঠা । তাই
বার নামের দোহাই দিয়া, এতদিন স্বামীকে
রক্ষা করিয়া আসিতেছি, আজ আমি সেই
প্রত্যক্ষ দেবতার শরণাপন্ন । আমার স্বামী
কি মরিতে পারে ?

মুমা । লইয়া যাও । তুমি ভাগ্যবতী !
আনার প্রভুর প্রতিজ্ঞা, তাঁহার স্বী পামে
ধরিলেও, ভঙ্গিত কিনা সন্দেহ ? কিন্তু তুমি
ভঙ্গিলে । শুধু ভঙ্গিলে নয়, কালরূপিনী তুমি
মাঝে পড়িয়া, আগে হইতেই সব উদরস্থ করি-
য়াছ । তুমি না থাকিলে, তোমার এই স্বামী,
ইহার সেই বেইমান বাপ, তোমার স্বপুত্র, আর
তার গৃষ্ঠপোষক কেহই এদেশে থাকিতে পাইত
না । মায়ের মন্দির চূর্ণ হইত না । গ্রামে
গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর অধিষ্ঠান হইত । এই
নাও, তোমার স্বামীকে গ্রহণ কর । আর
এখানে দাঁড়াইও না ।

জানকীর হাতে মুকুলকে দিয়া মুমা সদা-
শিবকে বলিল—“আম্নন হজুর, রাণীর মৃত-
দেহের সংস্কার করিবেন । বিলম্ব করিলে,
সেই শিরাল কুকুরের পেটে বাইবে ।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

উভয়ে গ্রন্থান ক'রলে, জানকী স্বামীকে বলিল—“আর দাঁড়াইরা কেন, ঘরে চল ।”

এখনও মুকুন্দ নীরব। জানকী তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কিছুদূরে গিয়া মুকুন্দ কথা কহিল—“আমাকে কেন বাঁচাইলে জানকী ?”

জানকী। আমার উপর বীরত্ব দেখাইবে বলিয়া ।

মুকুন্দ। এখন দেখিতেছি আমার মরণ মকল ।

জানকী। মরিয়া কি নিরাত আছে ? তা'লে উভয়ে এক সঙ্গেই মরিতাম । বাঁচিয়া যদি অকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি, তবে এস আমরা আজি হইতে সেই চেষ্টা করি ।

মুকুন্দ। জন্মাবধি যে পাপ করিয়া আসিয়াছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি সর্ব-শেষে তোমার মত জীবন্ত অবমাননা করিয়াছি ।

জানকী। আমি স্ত্রী, আমার কথা তুলনা তেছে কেন ? ইহাদের রক্ষা কি কোনও চেষ্টা করিতে পার না ?

মুকুন্দ। কেমন করিয়া করিব ? সবইত তুমি বুঝ জানকী। এস আমরা ইহাদের শরণাপন্ন হই। দাস দাসী হইরা ইহাদের পরিচর্যা করি। অল্পচর হইয়া ইহাদের সঙ্গে বনে বনে ঘুরি। ঐক্যে আর আমি লুপ্ত পাইব না। জানকী! ইহারা কে ? রাজপ্রসন্ন অমের রক্ত আমাদের পিতা পুত্রের সর্কাকে খরস্রোতে বহিতেছে। আমাদের সেই শক্তি সেই প্রভুর প্রবলতাই বিবৃত্ত করিয়াছি। আর ইহারা সেই রাজাকে রক্ষা করিতে, কোন অজ্ঞাত দেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে। এই নীচ দানবীয় শক্তির সহিত সমভাবে যুদ্ধতেছে। ইহারা কি জানকী ?

জানকী। তাই ভাল, এস আমরা ইহাদের শরণাপন্ন হই; তা'হলে প্রায়শ্চিত্ত করা হইবে।

মুকুন্দ। *তুমি দেব দর্শন করিয়াছ, কিন্তু দেবী দেখ নাই। আমি, তখন অন্ধ ছিলাম, দেখিতে পাই নাই; বধির ছিলাম, কথা শুনিতে পাই নাই ।

জানকী। চল দেখিয়া আসি ।

সংসা অনন্তপুর আলোকিত হইরা উঠিল। উভয়েই বিস্মিত হইয়া একবার নদীতীরস্থ, পরিদ্রষ্টমান বনভূমির দিকে চাহিল।

জানকী। বুঝি রাণীর চিতা জ্বলিল।

মুকুন্দ। তা নয়, সেই দেবী আসিতেছেন। তাঁহারই রূপে এই স্বাশান ভূমি আলোকিত হইয়াছে।

তুলসী স্বামীকে অশ্রুধারা করিতে করিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মুকুন্দ ছুটিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল। জানকীও বুঝিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তুলসীকে প্রণাম করিল।

তুলসী। ভগিনী, তোমার স্বামী পাইয়াছ, আমার স্বামীটি ফিরাইয়া দাও !

জানকী এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কি উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিল—

“তিনি আমাকে রূপা করিয়া, স্বামী জীবন ভিক্ষা দিয়াছেন।”

তুলসী। তুমি রূপা করিয়া আমার স্বামীকে ভিক্ষা দাও !

মুকুন্দ। মা ! নরপিশাচ আমি আপনাব সম্মুখে কোন মুখ লইয়া দাঁড়াইব ? তথাপি আপনি দয়াময়ী। আপনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দিন।

তুলসী। তুমি রাজ্যেশ্বরী—ভিখারিণীর সহিত এ রহত কেন ? আমার স্বামী—

তুলসী আর কথা কহিতে পারিল না ।

জানকী । আপনার স্বামীর কি হইয়াছে ?

তুলসী । কি হইয়াছে তুমি কি জান না শ্রদ্ধারী ? স্বামী আমার অন্তরোধ রাখেন নাই, দেখিতেছি তোমার রাগিয়াছেন । তোমার এত শক্তি, তাঁহার উপর এত প্রতীহ, তাঁহাকে ধরিতে আবার অল্প শক্তির সাহায্য লইয়াছ কেন ? কলস্ত্রী হইয়া গোয়েন্দা সাজিয়াছ ?

জানকী । এ তুমি কি বলিতেছ না ? আমি যে কিছুই জানি না ।

তুলসী এক ‘মা’ কথায় অপ্রতিভ হইয়া গেলিল “জান না ?”

এই সময়ে সদাশিব উন্মত্তের ন্যায় সেখানে ছুটিয়া আসিল ।

সদা । বলদি ! আমার অস্ত্র ?

বাঁহবার সময় সদাশিব অস্ত্র লইতে ভুলিয়াছিল, জানকীও তাহা অন্তমনস্ক ভূমিতে রাখিয়াছিল ; কিন্তু কোথায় রাখিয়াছিল, তাহার মনে আসিল না । সে বাস্ত হইয়া চারিদিক অন্বেষণ করিতে লাগিল ।

তুলসী । আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই । সময় থাকিতে অন্ধকারে আশ্রয়গোপন কর ।

সদা । চোরের মত পলাইব ?

এই সময় লাসীতে ভর দিয়া মন্না আসিয়া পড়িল ।

মন্না । চোর কেন, আগুন সাধুর মত পলাই । অনেক সন্ধ্যা—হাতে বন্দুক—

সদা । দোহাই শ্রদ্ধারী, আমার অস্ত্র ফিরাইয়া দাও—

মন্না । তবে আপনি অস্ত্র গ্রহণ করুন, আমি এই লাঠী ও এই শ্রীচরণ অস্ত্রের সাহায্য লইলাম । চোরের হাতে মরিতে পারিব না—

চক্ষের নিম্নে মন্না স্থান ত্যাগ করিল । জানকী দূর হইতে বলিল—“অস্ত্র পাইয়াছি !”

ভূমি হইতে অস্ত্র তুলিয়া যেমন জানকী দাঁড়াইল, অমনি অন্ধকারে এক গুলি আসিয়া তাহার বক্ষ বিদ্ধ করিল । “মাগা” বলিয়াই জানকী পড়িয়া গেল । সদাশিব নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল, শাল-লতার জীবন মূল ছিন্ন হইয়াছে ।

মুকুন্দ “জানকী জানকী” বলিয়া চীৎকার করিয়া তাহার বক্ষে আছাড় খাইয়া পড়িল । এই শ্বাস্ত্রিক ঘটনায় সম্বাহত তুলসী ছুটিয়া মুকুন্দের নিকটে হইতে জানকীর দেহ নিজ বক্ষে তুলিয়া লইল । প্রকৃতিস্থ হইয়া অস্ত্র ধরিতে না ধরিতে সদাশিব দেখিল আপনাকে বন্দী । বহুলোকে যুগপৎ তাহাকে বেষ্টিত করিয়া ধরিয়াছে ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয়বার মোহের ঘোর কাটিলে নারায়ণী ডাকিল—“দিদি !” উত্তর পাইল না । আবার ডাকিল—“দিদি !” উত্তর পাইল না । চারিদিকে চাহিয়া দেখিল । তখনও মিটিমিটি দীপ জলিতেছে । সে ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিল, ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল—তুলসীকে দেখিতে পাইল না । তখন, এক একটা সোপান হাত দিয়া ধরিয়া, সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে নীচে নামিল । বখাশক্তি জোর করিয়া ডাকিল, —“দিদি, ঘরে আছ ?” উত্তর না পাইয়া বুঝিল দিদি ঘরেও নাই ।

উপর হইতে নীচে সমস্ত ঘর খোলা । এরূপ অবস্থায় তাহাকে এই নির্জন অন্ধকার পুরীমধ্যে একা ফেলিয়া, তাহার দিদি যে তুচ্ছ কারণে চলিয়া যায়, এটা নারায়ণী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না । সে সদর দরজার আসিয়া প্রাণপণে দিদিকে ডাকিল । কে বেন

ডাক্তার কথা শুনিয়া আসিতেছে। জীলোক ত নয়। নারায়ণীর বড়ই ভয় হইল। দুর্বল দেহে কম্প আসিল। এদেশীয়ও ত নয়। বালিকা পিছাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে মনে করিল, কিন্তু পা চলিল না। সে দ্বার ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

অন্ধকার ভেদ করিয়া আগন্তুক দ্বার সমীপে উপস্থিত হইল। নারায়ণী দেখিল, আগন্তুক তাহার রক্ষাকর্তা সাহেব।

নারায়ণী। আবার কি মনে করিয়া এখানে কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন সাহেব ?

ব্রাউন। রাজকুমারী! স্তম্ভ হইয়াছেন ?

নারায়ণী। হইয়াছি।

ব্রাউন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি ডাক্তার আনিতে বাঁচি চলিয়াছিলাম।

নারায়ণী। ফিরিলো কেন ?

ব্রাউন। আপনার ভগিনীর আদেশে আসিয়াছি।

নারায়ণী। তিনি কোথায় ?

ব্রাউন। তিনি আজ রাত্রির মত এখানে আসিতে পারিবেন না।

নারায়ণী। কেন ?

ব্রাউন। তাহারই মুখে শুনিবেন।

নারায়ণী। বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন

কেন ?

ব্রাউন। তাহার স্বামী বিপন্ন।

শুনিয়া নারায়ণী কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল।

ব্রাউনও আর কোনও কথা না কহিয়া পরিত্রাণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণী বলিল—

“আর দাড়াইয়া কষ্ট পান কেন সাহেব ?”

ব্রাউন। এই ঘোর রাত্রি, এই নির্জন দেশ, আপনি একা।

নারায়ণী। তা হ'ক, আপনি আর আমি একত্রে ভোগ করিবেন না।

ব্রাউন। কষ্ট নয় রাজকুমারী, আমি গৌরবান্বিত গ্রহরীর কার্যে আনন্দ বোধ করিতেছি।

নারায়ণী। আপনি মহৎ—বুঝি কোথা পল্লভ দেবতা। তথাপি সাহেব—

ব্রাউন। কি বলিতেছিলেন, বলুন।

নারায়ণী। বলিতে সঙ্গতিত হইতেছি।

ব্রাউন। ব্যাখ্যা—আমি সে দিন আপনার ভগিনীর মুখে শুনিয়াছিলাম। ভাল, আদূরে থাকিলে কি আপনার আপত্তি আছে ?

নারায়ণী। আমি অভাগিনী। হুঃখি দেখিয়া দয়া করিতে আসিয়াছেন, তথাপি আপনার মনে কষ্ট দিলাম।

ব্রাউন। আপনি ঘরে গিয়া বিশ্রাম করুন।

নারায়ণী। আর আপনি ?

ব্রাউন। আমি একটা ক্ষুদ্র তরঙ্গ বসিয়া রাত্রি যাপন করি। আপনারা কে অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে আমার মন সরিতে না। আপনাকে স্থানত্যাগে অনুমতি করিতে না।

নারায়ণী। আপনার যাহা ইচ্ছা করি।

ব্রাউন। আপনি ঘরে যান।

নারায়ণী। বাইতেছি।

ব্রাউন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। নারায়ণী দ্বারে বসিয়া রহিল। নাস্তবিক উত্তিষ্কার শক্তি ছিল না। ব্রাউন কিছুদূর যাই নারায়ণী ডাকিল—“সাহেব।”

ব্রাউনের দৃষ্টিতে কাঁপিয়া উঠিল।

ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি রাজকুমারী ?

নারায়ণী। ধন সম্পত্তি হারাইয়া ভিত্তা হইয়াছি। সময় বৃষ্টি, স্তব্ধ রোখা পিতাম

আমাকে কোলে লইয়াছিল, তুলিলে কেন নাহবে ? তোমার মত সদাশয় ক'জন আছে ? হার কে আমার মর্যাদা রাখবে ?

ব্রাউন। ভাল, রাজকুমারী, আপনার বিরুদ্ধে যদি কোনও প্রতীকার করিতে পারি ?

নারায়ণী মাথা হেঁট করিল, উত্তর দিল না।

থাপি ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—“আমি যথেষ্ট ক্ষমতাবিশিষ্ট অধিকারী। তাহার অর্ধেক যদি আপনি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।”

নারায়ণী তথাপি উত্তর দিল না। ব্রাউন আবার বলিলেন—

“আপনি ভয় পাইতেছেন, আমি নিঃশঙ্ক ইব ? আমার তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি।”

বিস্মিত হইয়া নারায়ণী তাহার মুখের পানে চাহিল। ব্রাউন বলিতে লাগিলেন—

“পঁচিশ লক্ষ টাকা নগদ। আমি সমস্ত ক্ষিত অর্থ আপনাকে দান করিব।”

নারায়ণী। সমস্ত সম্পত্তি হারা হইলেও আপনি নিঃশঙ্ক হইবার ন'ন। যেহেতু আপনি কৃপা-বস্তুর অধিকারী। কিন্তু নাহবে, আমার পতনমহেরও ত যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল, তবু আমি দরিদ্রী কেন ?

ব্রাউন। আপনি রাজকুমারীই বটে !

ব্রাউন আবার অভিধান করিয়া প্রস্থানের দোষ করিতেছেন, এমন সময়ে নারায়ণী লল—“যদি এ ব্রাউন মত অনন্তপুরে থাকাই আপনার অভিপ্রায়, তাহা হইলে নিম্নতলে একটা হে বিশ্রাম করুন। আমি উপর হইতে শয্যা নিয়া দিই।

ব্রাউন। না রাজকুমারী, আমার জন্ত দ্বা করিবেন না।

নারায়ণী। বাহিরে বসন্তকুন্তর ভয় আছে।

ব্রাউন। ইংরাজ যত্নকে ভয় করে না। বিশেষতঃ কর্তব্য পালনের অত্যন্ত আগ্রহে, সে বিপদকে নিময়ণ করিয়া আনে।

নারায়ণী। আমি বুঝিয়াছি, আপনার সমস্ত দিবস আহাৰ হয় নাই।

ব্রাউন। কাল প্রাৎকালে হইবে।

ব্রাউন প্রস্থান করিলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই বাটার স্তম্ভস্থানে পড়িলেন। নারায়ণী উপরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

উপরে গিয়া নারায়ণী শয়ন করিল ; কিন্তু নানা চুশ্চস্তায় তাহার নিদ্রা আসিল না। কিছুক্ষণ শয্যার উপাশ ওপাশ করিয়া উঠিয়া বসিল, তারপর শয্যা ছাড়িয়া ঘর ছাড়িয়া ছাদে আসিল। ছাদে পা দিতেই দ্রুত দ্রুত মৌচ গজ্জিয়া উঠিল। বালিকা মাথা তুলিয়া দেখে, সমস্ত পশ্চিম আকাশবাণী ঘন মেঘের শিরে বিজলি খেলিতেছে ! এখন ত পায়াকলে দেশ ভাসিয়া যাইবে ! তখনই সাহেবের জন্ত ভাবনা হইল। একপ অবস্থায় তাহাকে গৃহে আশ্রয় না দেওয়া নীচের কার্য। রাজকুমারী সে নীচতা মনেও আনিতে পারিল না। সে আলিশা হইতে মুখ বাড়াইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। আবার বিজলি। তাহার সাহায্যে নারায়ণী দেখিল, সাহেব বাড়িকর বাগানে একটা গাছের তলায় বসিয়া আছে। আবার সে নীচে নামিল।

একদিন মে আশ্রয়ক্ষেত্র তলে বৃদ্ধ রতন বায়ের সঙ্গে হরিণ শিশু ‘শারী’কে লইয়া নারায়ণী খেলা করিয়াছিল, ব্রাউন ঘটনাক্রমে সেই স্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সারা

দিনের উপবাসে ও পরিশ্রমে তিনি বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়া পড়েন।

ঘুমাইবার পূর্বে ব্রাউন অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া রাজকুমারীর হৃৎকম্প দূর করিবেন। মালিকা কিছু লইতে চায় না, কিন্তু তাহাকে যেমন করিয়া হউক লওয়াইতেই হইবে। টাকা দিলে না লইতে চায়, একখানি দলিল দিবেন—কলিবাঁতা কোন ব্যক্তির সঙ্গে, সেই টাকা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। তারপর যে কোন উপায়ে হউক, তাহার ভগিনীগতির উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভাল ভাল উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাতেও না হয়—ব্রাউন সদাশিবের উদ্ধারের নানা উপায় কল্পনা করিয়াছিলেন। সদাশিবের সঙ্গে নারায়ণীর কি সম্বন্ধ ব্রাউন জানিতেন না। নারায়ণীও বলে নাই, তুলসীও বলে নাই।

ঘুমাইয়াও তিনি সুপ্ন দেখিতেছিলেন। এই সময়ে নারায়ণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আসিয়া দেখিল, সাহেব গাছের গোড়ায় ঠেস দিয়া হুটুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। তাহার অবস্থা দেখিয়া নারায়ণীর চক্ষে জল আসিল। যার তিন লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি, পঁচিশ লক্ষ নগত, তাহার কি এই অবস্থা! কেন? সাহেবের প্রাণে এত কষ্ট?!

নারায়ণী ব্রাউনকে ডাকিতে যাইতেছিল—“সাহেব! উঠিয়া আছেন। এ তরুতল আপনায় ভ্রাতা রাজপুত্রের স্থান নয়।” কিন্তু কথা যথেষ্ট কুটিতে না কুটিতে, সে শুনিতে পাইল, সাহেব যেন কি বলিতেছে।

প্রথমে সে মনে করিল, সাহেব বুঝি জাগিল। তাহার বক্ষ বাণিয়া উঠিল। “চারিদিক অন্ধকার, এ নিঃস্বপ্ন দেশ—কুলকামিনী আমি কোথায়, কাহার সম্মুখে আসিয়াছি? যদি

কেহ দেখিতে পাইত? যদি আমি এই সময়ে কিরিয় আসিতেন—রাজা দেখিতেন?”

পরক্ষণেই নারায়ণী বুঝিতে পারিল, সাহেব স্বপ্নে কি বলিতেছে! সে কাণ পাতিয়া শুনিল। প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না; তাবা অস্পষ্ট অপরিস্ফুট, অর্থহীন।

ব্রাউন পকেটে হাত দিলেন, একখানা বাঁক খাতা বাহির করিলেন। খুলিবার চেষ্টা করিলেন,—জলে ভিজিয়া পাতা ওলা জুড়িয়া গিয়াছিল, খুলিল না। তাহার পার্শ্ব হইতে একটু পেন্সিল লইয়া, সে খানা আবার পকেটে রাখিলেন। হাত বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাগজ বাহির হইল। নারায়ণী দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

লিখিবার যেমন উদ্যোগ করে, তেঁই ভাবে কাগজ খানা বাম হস্তে ও দক্ষিণ হস্তে পেন্সিল লইয়া ব্রাউন জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনার নাম কি রাজকুমারী?”

নারায়ণী চমকিল—সাহেব চক্ষু মুদ্রিয়াও কি তাহাকে দেখিতেছে!

ব্রাউন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বলিলেন—না—না—নারা—য়ী?”

নারায়ণীর সর্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল—এক মোক্ষ-বেশবারী দেবতা!

ব্রাউন কি মবুর নাম! আপনি আমাকে চালি বলিয়া ডাকিবেন।

ব্রাউন কাগজে নান লিখিলেন। আবার মেঘ গজিল। নারায়ণী দেখিল, ঘন জলধর নধ্য-গগণে আসিয়া বিকট হাসিতেছে! নারায়ণী সাহেবকে জাগাইতে ডাকিল—“সাহেব!” সাহেবের ঘুম ভাঙিল না। আবার ডাকিল—“সাহেব!” সাহেবের নিজী গাভুর হইল, হস্ত মাটিতে পড়িল। “চামি!” এক চমকে সাহেব

নিদ্রা ভাঙ্গিল। সমুখে দেখিলেন নারায়ণী।
তিনি স্থির মূর্তিতে অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার পানে
চাছিল রহিলেন।

‘নারায়ণী। আকাশে মেঘ গর্জিতেছে—
উঠিয়া আসুন।’

‘ব্রাউন। অগ্রে কিছু গ্রহণ করিতে স্বীকার
করুন।’

নারায়ণী। সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,
এখন লইয়া কি করিব ?

ব্রাউন নত হান্ন হইলেন—“কোনও উপ-
কারে আসিলাম না রাজকুমারী। শুধু সর্বনাশ
সাধন করিয়া ফিরিয়া চলিলাম।”

নারায়ণী। আপনি স্নেহবশে দেবতা।
মরণের মৃগম পথ দেখাইতে পারিলেই উপকৃত
হই।

ব্রাউন। আমিও তার অন্তঃসন্ধান করিতেছি।

নারায়ণী। আপনি ঘরে আসুন।

ব্রাউন। আমি বেশ আছি।

নারায়ণী। এখনি মুরলদারে বৃষ্টি আসিবে।

ব্রাউন। তাহাতে আরও ভাল থাকিব।

নারায়ণী। ভাল—চালি! তোমার দান
গ্রহণ করিব।

ব্রাউন। নাম কেমনে জানিলে রাজকুমারী।

নারায়ণী। তুমি কি আমার নাম জান না ?

ব্রাউন। কখনও ত শুনি নাই।

বাড়ীর দিক হইতে কে ডাকিল “নারায়ণী।”

ব্রাউন। এই ত তোমারই নাম। এ নাম
যে আমি কোথায় শুনিয়াছি।

নারায়ণী। আমার ঘন বলিয়াছে।

ব্রাউন। যম কে ?

নারায়ণী। তুমি বুঝিবে না।

আবার কণ্ঠের উল্লিঙ্গ—“নারায়ণী।” গম্ভীর
বাৎসর্যবিকৃত অস্পষ্ট কণ্ঠ।

ব্রাউন। কে ডাকিতেছে নারায়ণী ?

নারায়ণী। এও বুঝি সেই যম। চালি। তুমি
অপেক্ষা কর। আমি শুনিয়া আসি। বিপদ
দেখিলে সংবাদ নিও।

নারায়ণী প্রস্থান করিল।

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

কাঁপিতে কাঁপিতে নারায়ণী গৃহে চলিল।
অত্যধিক পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে
অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে। প্রবেশ করিতে গিয়া
দেখিল, কে এক বৃদ্ধ দ্বার আঙুলিয়া দাঁড়াইয়া
আছে! বৃদ্ধ রাজা বীরচন্দ্র। তিনি নারায়ণীকে
দেখিয়াই বলিলেন—

“কোথা গিয়েছিলেন নারায়ণী ?”

নারায়ণী। কেও মহারাজা!

বীর। কায় সহিত কথা কহিতেছিলে ?

নারায়ণী উত্তর করিল না। আগ্রহে পিতা-
মহা কঁজড়াইয়া ধরিবে মনে করিয়াছিল, কিছু
আর পা সন্মিল না। সে দেয়াল দরিয়া দাঁড়াইল।
রাজা আবার বলিলেন—তোমার স্বামীর অবস্থার
কথা শুনিয়াছ ?

নারায়ণী। শুনিয়াছি। তিনি বিপন্ন।

বীর। তাহার জীবিত ফিরিবার সম্ভাবনা
অতি অল্প। সাহেব তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।
তাহার ফাঁসি হইবে। আমিও ধরা দিও না।

নারায়ণী। যদি জানেন, আপনি ধরা দিলেও
তার মুক্তি নাই, এখন আপনি ধরা দিতে চাহিতে-
ছেন কেন ?

বীর। আমার সন্ধান জানিয়াও জন্তু হাওল
উপর উৎপীড়ন হইবে। জানি, সে বীর মরণ
পর্যন্ত সত্যনা সহিব, তথাপি আমার সন্ধান
দিবে না। জানিয়া শুনিয়া কেমন করিয়া এ

হীন প্রাণের জন্ত লুকাইয়া থাকি নারায়ণী ?
সে সাধু, আমার দুর্দশায় সঙ্গী হইয়াছে, আমি
তাহার মরণে সঙ্গী হইব না ?

নারায়ণী। এক্ষণ অবস্থায় সঙ্গী হওয়াই
কর্তব্য। কিন্তু আপনি কি দিন হই অপেক্ষা
করিতে পারেন না ?

বীর। কেন ?

নারায়ণী। আমি তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা
করিতে পারি।

বীর। তুমি পার, আর চেষ্টা করিলে বোধ
হয় বক্ষাও করিতে পার। কিন্তু নারায়ণী !
তোমার স্বামীর পবিত্র প্রাণ কি ওই স্নেহের
রূপায় উচ্ছিন্ন হইবে ?

নারায়ণী বুলিল, পিতাতহ সমস্তই দেখিয়া-
ছেন। তথাপি সে আত্মপক্ষ সমীক্ষা করিল না।
কেবল বলিল—“ওবে ঘান।”

বীর। বাইব, কিন্তু তোমায় কোথায়
রাখিয়া বাইব ?

নারায়ণী। কোথায় রাখিতে চান বলুন।

বীর। তোমার পিতামহী, তুমিই আশ্রয়
লইয়াছেন, সেই মমতাময়ী সুবর্ণরেখার বক্ষে।

নারায়ণী। তা হ'লে আপনিই সে বক্ষে
তুলিয়া লিন। আমি বড় দুর্বল, ততদূর বাইতে
পারিব না।

বীর। এতটা পথ বাতায়াত করিলে কেমন
করিয়া ?

নারায়ণী জাবিল—“তাইত ! এতক্ষণ কেমন
করিয়া চন্দ্রাক্ষর করলাম ? এই উপরে, নীচে,
দীর্ঘ উত্তানপথে বাতায়াতের শক্তি আমাকে
কে দিল ?”

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া, বীরচন্দ্র আবার
বলিলেন—“পারিবে না ?”

নারায়ণী। পারিব—সঙ্গে আসুন।

নারায়ণী বাজীর ভিতর আর প্রবেশ করিল
না, আর পিতামহের মুখের পানে চাহিল না। দ্বার
হইতেই ফিরিল। পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।
মহয় অথচ স্থির গতিতে বালিকা অন্তঃপুর সংসার
ঘাটের দিকে চলিল। একবারও কাঁপিল না,
টলিল না—পিতামহ পশ্চাতে আসি'তছেন কিনা
কিরিয়াও দেখিল না। ঘাটে আসিয়া ভাসা ধাপ
অন্ধকারে ঘরিয়া জলে নামিল ; বীরচন্দ্র ঘাটে
দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া
নারায়ণী বলিল—“দাদা ! মা আমাকে লইতে চায় না।
এখনও হাঁটু পর্যন্ত জল—কেমন করিয়া মরি ?

বীরচন্দ্রের স্থির হৃদয় এইবারে টলিল—“মা
বুঝিতে পারি নাই, আর মরিতে হইবে না
কিরিয়া আর।

নারায়ণী ফিরিল না, অগ্রসর হইল—কীল
মধ্য এইবারে জলে ডুবিল।

“দাদা আর কিরিতে হইবে না, আসিয়াছি।
মা এইবারে আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন।”
এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। রাজা
দেখিলেন, বিসজ্জনোগুণী প্রতিমা নদীবক্ষে
কাঁপিতেছে। চীৎকার করিয়া বলিলেন—
“নারায়ণী ! দিদি আমার, বুদ্ধ আমি—জ্ঞানশূন্য
আমি, তিন বৎসর বয়স জন্তর সংসর্গে মমতাহীন
উন্নাত আমি। না বুঝিয়া বলিয়াছি। দয়া
করিয়া কিরিয়া আর। রাজা জল পা
দিলেন।

মড়মড় শব্দে আকাশ ঘেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।
আলাময়ী তড়িঙ্গতা সুবর্ণরেখার বক্ষে লীলা
করিতে করিতে ছুটিয়া গেল। হতভাগ্য বীরচন্দ্র
দেখিল, সুবর্ণরেখা ঘেন সহস্র স্রোতোবাহে ঝেনে
তড়িঙ্গময়ীকে কোলে লইয়াছে।

বীরচন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিলেন—“কে
কোথা আছ, আমার মাকে রক্ষা কর।”

অন্ধকারে তিনি কেবল নদীবেশে একটা গুরু
দ্রব্য পতন শব্দ শুনিতে পাইলেন । সঙ্গে সঙ্গে
যলধারে জল আসিল ।

প্রত্যবে, ভয়ঙ্কর মূর্গা আশা আসে
ফিরিতে দেখিতে পাইল, ননীতীরস্থ শিলাগাত্রে
অসীম শব্দ অবধি হইয়া ভাসিতেছে । তুলিয়া
দেখিল, এক সাংঘেবের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ নারায়ণী,
আর উভয়কে ধরিয়া রাজা বীরচন্দ্র । কাহাবও
নাহায়া না পাইয়া উন্মত্ত বীরচন্দ্র পৌত্রীর

উদ্ধারার্থে নিজেই জলে পড়িয়াছিলেন । মূর্গা
রাজাকে পৃথক করিতে পারিল, কিন্তু সহস্র
চেষ্টায় সাংঘেবের বাহুবন্ধন হইতে নারায়ণীকে মুক্ত
করিতে পারিল না ।

তাহা দেখিয়া স্বাক্ষরের অত্র কোনও সহপাঠ
স্থির করিতে না পারিয়া, সে তাহাদিগকে একটি
বৃক্ষের উপর তুলিল । এবং বিশেষরূপে বৃক্ষের
সন্ধে আবদ্ধ করিয়া, স্থানত্যাগ করিল ।

পরিশিষ্ট ।

কার্যমুক্ত হইয়া রতন কিছুদিন গ্রামে অবস্থিত করেন। অনন্তপুরে ফিরিতে তাঁহার আর ইচ্ছা ছিল না, ফিরিতে সাহসও ছিল না। কারাক্ষেপে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু জন্মগ্রামে তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তীর্থবাসী হইবার জন্য দিন কয়েক কাশীতে রহিলেন। কাশীতেও মন টিকিল না। অদৃষ্টে অশেষ হুংখ কল্পনা করিয়া, তিনি অবশেষে অনন্তপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেখানে আসিয়া ব্রাহ্মণ বাহা দেখিলেন, তাহা আর পঞ্চদশ বৎসর হইবে না। অনন্তপুরে আসিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয় বিক্রম হইল। সিংহী বিদ্রোহের কথা শুনিয়াছিলেন মাত্র। রাজার বিদ্রোহের কথা শুনিয়া তিনি কিছুই জানিতেন না। অনন্তপুরের একজন অবস্থার কারণ তিনি পলায়ন করিয়া গিয়াছেন না।

রাজার পরিণাম জানিতে তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কে তাঁহাকে সংবাদ দেয়? তিনি রাজার ভগ্ন অটালিকায় প্রবেশ করিলেন। যে কয়টা ঘর আছে, সকল গুলির দার খোলা। লোক সমাগমের চিত্রমাত্রও নাই। ঘরে ঘরে রাণী ও নারায়ণী দুই একটি চিত্র পড়িয়া আছে এই মাত্র। “রাণী, নারায়ণী, তুলসী” বলিয়া দুই একবার চীৎকার করিলেন—কেহই উত্তর দিল না। শেষে নিজের কুটার পরিদর্শন করিতে আসিলেন! দেখিলেন, কুটার জঙ্গলে ঘেরিয়াছে।

তথাপি ব্রাহ্মণ ঘরের মায়া ভুলিতে পারিলেন না। দর ভাঙ্গিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তাহার শয়নগৃহ এখনও পর্য্যাপ্ত

কালের সহিত সংগ্রহ করিতেছে। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। “জুনিয়ার মা, জুনিয়ার মা” বলিয়া চীৎকার করিলেন। শকাঘাতে দেয়ালের কতকগুলি ইটক অপসারিত হইয়া গেল। তাহার মধ্য হইতে একটা থলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দেখিবামাত্র রতন বুঝিলেন, ইহা সেই জুনিয়ার মাকে প্রদত্ত স্বর্ষ মূল্যপূর্ণ থলিয়া। থলিয়া লইয়া তিনি ব্যস্তির আসিলেন। মুখ থুলিয়া গণিয়া দেখেন, বুঝা তাহার একটা মুদ্রা স্পর্শ করে নাই।

গণনাও শেষ হইল, অর্মানি একটা নিমেষ শব্দে তাঁহার ঘর ধানি ভাঙ্গিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন। বাটার ভিতরের চারিদিক জুনিয়ার মায়ের সন্ধান করিলেন। অদৃষ্টের ফলে, বাটার এক কোণে একটা নরকদ্বার হইল।

মোহরের থলিয়া লইয়া রতন গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথায় যাইবেন? এ বৃদ্ধ বয়সে এত অর্থ লইয়াই বা কি করিবেন?

তখন কাশীপুরে যাওয়াই তিনি স্থির করিলেন। তাহিলেন সেখানে তাহাদের দেখা পাইলেও পাইতে পারেন। নারায়ণীর অঙ্গশ্রমে অস্থির ব্রাহ্মণ স্থান ত্যাগে কালাকাল নিরপণ্য ও অবকাশ পাইলেন না। গোভাগ্যক্রমে কিছু খাজ তাঁহার সঙ্গে ছিল, তাই মুখে দিয়াই তিনি অবিলম্বে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। চম্ভিত চলিতে পথে সন্ধ্যা হইল। সম্মুখে জনার ভীষণ বন! ব্রাহ্মণ পথ পার্শ্ব হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র শাল কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, পরাম্পরের ঘর্ষণে আগুন

জালিলেন, এবং তাহারই আলোক আশ্রয় করিয়া
ভীষণ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

বক্রগামিণী স্তব্ধবেশা অনন্তপুরের পার্শ্ব দিয়া
বহিয়া, জনায় জঙ্গল বেড়িয়া চলিয়া গিয়াছে ।
রাতি হইতে পুরুলিয়ার পথে ইহাকে ছুইবার
অতিক্রম করিতে হয় ।

জঙ্গল পার হইয়া যখন নদীতীরে আসিলেন,
তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে । শুক্ল
পাক্ষের রাত্রি—চন্দ্র দীপ্ত দীপ্ত অস্তমিত
হইতেছিল ।

ব্রাহ্মণ একবার আকাশের পানে চাহিলেন ।
পার পাইবও বন, কিন্তু অল্পমাত্রি অন্ধিল আছে ।
তিনি নমন করিলেন, টান থাকিতে থাকিতে এই
বন টুকু পার হইয়া, অনাবৃত স্থানে উপস্থিত
হইতে পারিলে ভাল হয় ।

এই বনে করিয়া, তিনি নদী জলে অবগোহ-
নের উদ্দেশ্য করিলেন ।

নদী-সৈকতে প্রতিভাত জ্যোৎস্না তখনও
পশ্চাত্তরুণাঙ্গ সঙ্কল হইয়া থেলা করিতেছিল ।
কিল্লীর মুখরিত পরপারের তীর-ভূমি করোলিনীর
সঙ্গে অঙ্গ নিশায়া, রজত প্রান্তরের হার শোভা
পাইতেছিল ।

ব্রাহ্মণ জলে পা দিয়াছেন, এমন সময়ে দূরে
—বহুদূরে পানপদ্ম-প্রতিভাত অর্ধপরিষ্কৃত
বীণাবাদ্যবৎ কোমলকর্ণধনি স্তব্ধবেশা তীর-
ভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল—“বীরচন্দ্র
সাহীদেব !”

কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ চম্ভক করিয়া উঠিলেন
—“নারায়ণী !” উত্তর আসিল না । আবার
ডাকিলেন । জননঃবশু প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিতা
প্রতিধ্বনি সে কণ্ঠের অঙ্কুরণ করিতে নিঃফল
চেষ্টা করিল । উত্তর আসিল না ।

বিষয়মানে ব্রাহ্মণ নদীপার হইতে লাগিলেন ।

সহসা দূর হইতে অগ্নিপদ শব্দ শ্রুত হইল
জনায় সেই অরণ্য পথ বহিরা যেন কোন
অস্বারোহী নদীতীরভিন্নে অসিতোছে । বহু
সাংগে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, চক্ষু
বৃক্ষান্তরালগত—কিছু দেখিতে পাইলেন না ।
উৎকর্ণ হইয়া শব্দের গতি লক্ষ্য করিলেন
নিকটবর্তী হইতে হইতে, শব্দ দূর হইতে অধিক
তর দূরে বাইরা মিলাইয়া গেল । সঙ্গে সঙ্গে
বন্দকের শব্দ । আশ্রয় ফিরিয়া সত্বর উপরে
উঠিবার চেষ্টা করিলেন । কিন্তু উঠিতে না উঠিতে
আবার নদীতীরস্থ দেশ অককারে ভরিয়া গেল
আবার কণ্ঠধনি—“বীরচন্দ্র সাহীদেব !”

কর্ণধ্বর শুনিয়া এবারে বতন ক্রিয়ালেন, তে
নারায়ণী নয়—তুলসী ।

তীর ধরিয়া বতন কিয়দূর অগ্রসর হইলেন
কিন্তু চলিতে চলিতে প্রতিপদে বাধা পাইতে
লাগিলেন । আশ্রয় দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব
বোধে নিকটস্থ একটা শিলাত্মক উপত্যকা হইতে
সেই পূর্বস্রুত অরলক্ষ্য ডাকিলেন—“তুলসী !
দূরগত একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহারই স্ব
আবার তাঁহারই কাছে ফিরিয়া আসিল
অগত্যা তিনি এক শিলাত্মক উপর উপরি
হইলেন । ভাবিলেন—“প্রভাত হইতে বিধ
নাই, পূর্বাংশে উবার পূর্বাভাব শুক তা
দেখা দিয়াছে । একই পথেই সন্ধ্যা
করিব ।”

বসিয়া বসিয়া তিনি দেখিলেন, অরণ্য গ
সহসা আলোকিত হইয়া উঠিল । বুঝিলেন
কোন লোক জঙ্গলে ভ্রমণ করিতেছে । আলো
বহু ক্রমে বর্ধিতায়তন হইতে লাগিল । তিনি
বুঝিলেন, লোকটা তাঁহারই দিকে আসিতেছে
সহসা আলোক অস্তমিত হইল । ব্রাহ্মণ বিস্মিত
হইলেন । একি কোন অপদেবতার ক্রিয়া ? তিনি

জ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি ?” কোনও উত্তর ইলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জ্ঞাসা করিলেন—“আলোক দেখাইলে কে নি ?”

এক অপরিচিতের সুর বনমধ্য হইতে উচ্চারিত হইল—“তুই কে ?”

রতন দেখিলেন, আঁধার ভেদ করিয়া দূপারী একজন কৃষ্ণকায় তাহার নিকে অগ্রসর হইতেছে।

তাহার হস্তে বন্দুক ছিল। সে রতনের বীপবস্ত্রী হইলে তিনি উত্তর করিলেন—“দেখি-ই পাইতেছ, দুর্বল বৃদ্ধ।”

সে জিজ্ঞাসা করিল—“এখানে বসিয়া কি রিতেছিস ?”

রতন উত্তর করিলেন—“কিছুই করি নাই—ক্লান্তিরে পথ হারাইয়াছি। তাই বসিয়া ভাতের অপেক্ষা করিতেছি। তুমি কে ?”

লোকটা উত্তর করিল—“আমি শিকারী। আমি জেলার বড় সাহেবের সঙ্গে হরিণ শীকারে সিগাছিলাম।”

“সাহেব কোথায় ?”

“তিনি ডাকাত দেখিয়া তাহাকে ধরিতে গাছেন।”

“তুমি কি করিতেছ ?”

“ছুড়ের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি হাকে খুজিতে আসিয়াছি।

রতন দেখিলেন, তাহার হস্তে একটা খোদে লণ্ঠন রহিয়াছে। তাহার সাহায্যে দূর হইতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছিল, এবং ছে আসিয়াই সে লণ্ঠনের মুখ বন্ধ করিয়া-ন। ব্রাহ্মণ মনে করিলেন—এমন আলোকের বেদা থাকিতে শুধু শুধু বসিয়াই বা রাজি পান করি কেন ? ইহাকে দিয়া তুলসীর

সন্ধান করাইলে ক্ষতি কি ? এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন।

সে আসিল না; অধিকন্তু তীব্রতর ভাবার তাহার কথার উত্তর দিল—“তুই কি আমার মনিব যে, তোর লক্ষ্যে কাছে যাইব ?”

রতন দ্বিতীয়বার কাছে আসিতে আদেশ করিলেন। শব্দটা একটু ঘন-গম্ভীর হইয়া পড়িল। সুবর্ণরেখায়, অহণ্যে, প্রান্তরে, পর্বত-গাত্রে—চারিদিক হঠাৎ একটা বিভীষিকাময় শব্দ ভরস্ব যুগপৎ উত্থিত হইয়া শিকারী প্রভুর কর্ণপটই ভীমবেগে আঘাত করিল। সে তখন বুঝিল, নন্দবাজের মধ্যে পড়িয়াছি। অন্ধকারে রতনের মূর্তি তাহার চক্ষে অস্পষ্ট দেখাইতে-ছিল। বিভীষিকা সেটাকে স্পষ্টও বৃহত্তর করিয়া তুলিল। মগ্ন-পরিচালিতবৎ সে ব্রাহ্মণের নিকটে আসিল।

ব্রাহ্মণ তাহাকে অভয় দিয়া তাহার নিকট হইতে লণ্ঠন চাহিলেন। তার দক্ষিণ হস্তে লণ্ঠন ও বাম হস্তে বন্দুক ছিল। কিন্তু কোথায় কি ছিল, মনের গোলমালে সে ভুলিয়া গিয়াছিল। রতন লণ্ঠন চাহিতে সে বন্দুক দিতে আসিল। ব্রাহ্মণ তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া অপর হস্ত হইতে লণ্ঠন লইলেন। লণ্ঠনের মুখ খুলিযামাত্র সমুখের বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিল।

সেই উজ্জ্বল আলোক সাহায্যে রতন দেখিলেন, একটা ক্ষুদ্র পার্বতীয়া তটিনীর তীরস্থ শৈলগাত্রে এক গুপ্ত বহির্দৃষ্ট শিলাভঙ্গে উপবিষ্টা একটা রমণী। রমণী আশোচকিত দিকে চাহিয়াছিল।

রতন আশ্চর্য্যচরিত্ব চাঁৎকার করিয়া উঠিলেন—“তুলসী !” শুধু একটা প্রতিধ্বনির তরঙ্গ ছুটিল—উত্তর আসিল না। আবার তিনি তুলসী বলিয়া ডাকিলেন। রমণী নিরন্তর,

অবস্থিতি চিত্রপুস্তকিকাংবৎ । রতন ভাষাতে
আগ্রহের চিত্র পর্যন্ত দেখিতে পাইলেন না ।

শিকারীও সে মূর্তি দেখিতে পাইয়াছিল ।
দেখিয়াই স্থির করিয়াছিল, পার্শ্বতীয়া প্রেতিনী ।
দর্শন মাত্রই সে মনে মনে প্রেতাপসারী দেব-
তার নাম করিতেছিল । বৃদ্ধের উচ্চারিত নাম
শ্রবণ মাত্র বুঝিল, বৃদ্ধ যখন উহাকে সম্বোধন
করিতেছে, তখন এ প্রেতিনী মন্থমুগ্ধা—বৃদ্ধের
বশীভূতা । বৃদ্ধ প্রেতিনীদেব রাজা ।

এ দিকে রতন দেখিলেন, রমণী শিলাতল
পরিভ্রমণ করিয়া অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া
গেল । তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন
না, লোকটাকে বলিলেন—“ভাই ! যথেষ্ট
পুরস্কার দিব, আলোক লইয়া সঙ্গে আয় ।”

মাত্র সম্বোধনে শিকারী গলিয়া গেল ।
কহিল—“ছড়র ! অহুমতি করিলে আমি
প্রেতিনীর মুখেও বাইতে পারি ।”

রতন পাহাড়ের দিকে আগ্রসর হইলেন ।
পর্বতের পাদসমীপস্থ হইয়া, আর একবার
‘তুলসী’ বলিয়া চীৎকার করিলেন ।

পার্শ্বস্থ অরণ্যমধ্য হইতে উত্তর আসিল—
“ঠাকুর !”

রতন দিগিয়া দেখেন তুলসী ! বিস্মিত
ব্রাহ্মণ বলিয়া উদ্ভিলেন—“তবে পাহাড়ের উপরে
কাহাকে দেখিলাম ?”

তুলসী । আমাকেই দেখিয়াছেন । আমি
আলোক দেখিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া
আসিঙেছি ।

রতন । এখানে কেন ?

তুলসী । এইরূপ স্থানেই এখন আমার
বাস । আমি বনে বনে পথে পথে বিচরণ
করি ।

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন—ময়িকণা তাঁহার চরণে

নিষ্কিপ্ত হইতেছে । রতন কাদিয়া কেলিলেন
তুলসী ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল ।

পূর্বাকাশ অরুণ রাগে জ্বলন্ত জ্বলন্ত
হইতেছিল । দুই এক ধানি খণ্ড মেঘ অদ-
হইতে লাগিল । তুলসী প্রণাম করিয়া বে-
দাড়াইল, অমনি দুইটা পরস্পর সম্মিলিত শৈবে
ইবদুগ্মক মধ্য দিয়া একটা আলোকরা-
তাহার মুখে পড়িল । রতন দেখিলেন, কাধ
কমলের পলাশ হইতে ঝর ঝর পদ্মরাগম
ঝরিতেছে ।

রতন । মা তুলসী ! তোমার স্বামী ?

তুলসী । পরম প্রভাতে তাঁহার কা-
হইবে ।

রতন । তোমার পিতা ?

তুলসী । নাই ।

রতন । পুত্র ?

তুলসী । নাই ।

রতন । পিত্রালয় ?

তুলসী । কিছুই নাই । সমস্ত ভূমি
হইয়াছে ।

রতন । নারায়ণী ?

তুলসী । ওঁহারই সন্মানে ফিরিতেছি ।

বুঝি আমাকে লুকাইয়া এই বনে বাস করিতে

রতন । রাজার নাম ধরিয়া তুমি
ডাকিতেছিলে ?

তুলসী । স্বামীর কাছে শুনিয়াছি, রা-
জাইরূপ কোন স্থানে আশ্রয়প্রাপন করি-
আছেন । নারায়ণী বুঝি তাঁর কাছে আ-
ছেন ।

“এস তবে উভয়েই তাঁর সন্ধান করি
এই বলিয়া রতন তুলসীর হাত ধরিয়া বন-
অগ্রসর হইলেন । শিকারী সঙ্গে চলিতেছি
তিনি নিষেধ করিলেন ; এবং প্রতিশ্রুতি
কিছু পুরস্কার বিদ্যা, তাহাকে বিদায় দিলেন ।

কিছুদূর না বাইতেই বনমধ্যে মুমূর্ষু
মর্জনাৎ প্রকৃত হইল । উভয়ে বাইয়া দেখেন,
যদ্য একটা কোপের ভিতরে একটা শিলা
স্থান দিয়া মরিতেছে ।

রতন । এ কি মূমা ?

মূমা । কে আপনি—ঠাকুর ?

সেই অবস্থাতেই মূমা হাত বাড়িয়া ব্রাহ্মণের
দিক দিয়া প্রার্থনা করিল । বলিল—“এত দিন
যে, আপনাদের সন্ধ্যামাহের প্রতিশোধ লইয়া,
বন মধ্যে মরিতেছি ।”

রতন । প্রতিশোধ ? মূমা ! তোমার ভায়
স্বর্গীয়ে, নীচের বোণা প্রতিশোধ গ্রহণ
হইব্য নয় । কথা কহিবার শক্তি থাকিতে
থাকিতে কি করিয়াছ বল ? তোমার আত্মা
পরিাজের উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইক ।

মূমা হাত বাড়িয়া একটা স্থান নির্দেশ
দিয়া বলিল—“ওই দূরে গঙ্গারে অহুসন্ধান
কর ।”

তুলসীকে মূমার স্মরণের জন্য বাধিয়া, রতন
সই স্থান অবধানে প্রস্থান করিলেন ।

প্রথমে কিছু সন্ধান পাইলেন না । কিছুক্ষণ
রে শুনিলেন, ভূগর্ভ হইতে এক গভীর দুর্দোষ
ধ্বনি উদ্ভূত হইতেছে । শব্দের অহুসরণে,
ঐকান্তি শিন্মুদিত এক কৃত্রিম গহবর আবিষ্কৃত
হল । তাহার ভিতরে এক সাহেব । দেখিবা-
ত্র রতন তাহাকে চিনিলেন । সাহেব মূমা
দ্রুত কোশলে সেই স্থলে আনীত হইয়া জীবিত
প্রাণিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ তাহার
জ্ঞার করিলেন । সাহেব অত্যন্ত কষ্টে নহে—গ্রীড় ।

রতন ফিরিবার পুঙ্খই মূমা মরিল । তিনি
আসিলে, তুলসী বলিল—“আতন, এইবার
রাজাকে ও নারায়ণকে দেখিয়া আসি ।”

রতন । তাহার আছে ?

তুলসী । আছে ? পিতা । আর তাহার
থাকিলে, তাহাদের উপর যে আমার রাগ হইবে ।
রতন । তবে আর দেখিবার প্রয়োজন নাই ।

চল মা ! গোমায় বহিয়া তীর্থে বাই ।

তুলসী । বাণীর কক্ষভূমি—এ হঠাৎ পবিত্র
স্থান আর কোথায় পাইব ব্রাহ্মণ ?

রতন । তবে আমার বুটীরে চল !

তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে রাঁচির জেলে
সদাশিবের কান্সি হইল । গ্রীড় দেখানে উপস্থিত
ছিলেন । শিবের আন্তঃক্রিয়ার জন্য ব্রাহ্মণ বহু
দেহ অনিতে গিয়াছিলেন ।

সাহেব তাহাকে দেখিল । আগে চিনিতে
পারে নাই, এখন চিনিল । উদ্ধারের কার্য
হইতে আরম্ভ করিয়া, সমস্ত পূর্ব ঘটনা বহু
মধ্যে তাহার স্মরণে আসিল । রতন যে সময়
সদাশিবের দেহ দ্বন্দ্ব লইয়াছেন, সেই সময়ে সে
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

“এ ব্যক্তি তোমার কে ?”

“আমার পুত্র, শিব্য, গর্ক, ধর্ম”—

“একটু আগে বলিলে না কেন ?”

“আর জিজ্ঞাসা করিও না সাহেব ! আর
কাছে আসিও না—আমি ‘মাহুদ’” অমীকে
এ বদ্ধ বয়সে নরবাণী করিও না ।

